مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ابن الصلاح)

القسم: علوم الحديث

الكتاب: معرفة أنواع علوم الحديث، ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح

المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (ت 643هـ)

المحقق: نور الدين عتر

الناشر: دار الفكر- سوريا، دار الفكر المعاصر - بيروت

سنة النشر: 1406هـ - 1986م

عدد الأجزاء: 1

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

تاريخ النشر بالشاملة: 6 صفر 1432

ইবনুল সালাহ-এর মুকাদ্দিমাহ = হাদীস শাস্ত্রের প্রকারভেদ জ্ঞান - নূরুদ্দীন ইতর কর্তৃক সম্পাদিত (ইবনুল সালাহ)

বিভাগ: হাদীস শাস্ত্র

গ্রন্থ: হাদীস শাস্ত্রের প্রকারভেদ জ্ঞান, যা ইবনুল সালাহ-এর মুকাদ্দিমাহ নামে পরিচিত

লেখক: উসমান ইবনে আব্দুর রহমান, আবু আমর, তাকীউদ্দীন ইবনুল সালাহ নামে পরিচিত (মৃত্যু ৬৪৩ হি.)

সম্পাদক: নূরুদ্দীন ইতর

প্রকাশক: দারুল ফিকর- সিরিয়া, দারুল ফিকর আল-মুআসির - বৈরুত

প্রকাশের সন: ১৪০৬ হি. - ১৯৮৬ খ্রি.

খণ্ড সংখ্যা: ১

[গ্রন্থের সংখ্যাবিন্যাস মুদ্রিত সংস্করণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ]

শামেলায় প্রকাশের তারিখ: ৬ সফর ১৪৩২

.[معرفة أنواع علوم الحديث، ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح].
المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح
(المتوفى: 643هـ)
المحقق: نور الدين عتر
الناشر: دار الفكر- سوريا، دار الفكر المعاصر - بيروت
سنة النشر: 1406هـ - 1986م
عدد الأجزاء: 1
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

লেখক: উসমান ইবন আবদির রহমান, আবু আমর, তাকিউদ্দীন, যিনি ইবনুল সালাহ নামে পরিচিত (মৃত্যু: ৬৪৩ হি.)
পর্যবেক্ষক: নূরুদ্দীন ইতর
প্রকাশক: দারুল ফিকর- সিরিয়া, দারুল ফিকর আল-মুআসসির - বৈরুত
প্রকাশকাল: ১৪০৬ হি. - ১৯৮৬ খ্রি.
খণ্ডের সংখ্যা: ১
[বইয়ের ক্রমিক নম্বর মুদ্রিত সংস্করণের অনুরূপ]

بسم الله الرحمن الرحيم
(رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا)
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْهَادِي مَنِ اسْتَهْدَاهُ، الْوَاقِي مَنِ اتَّقَاهُ، الْكَافِي مَنْ تَحَرَّى رِضَاهُ، حَمْدًا بَالِغًا أَمَدَ التَّمَامِ وَمُنْتَهَاهُ.
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَكْمَلَانِ عَلَى نَبِيِّنَا وَالنَّبِيِّينَ، وَآلِ كُلٍّ، مَا رَجَا رَاجٍ مَغْفِرَتَهُ وَرُحْمَاهُ، آمِينَ.

هَذَا، وَإِنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ مِنْ أَفْضَلِ الْعُلُومِ الْفَاضِلَةِ، وَأَنْفَعِ الْفُنُونِ النَّافِعَةِ، يُحِبُّهُ ذُكُورُ الرِّجَالِ وَفُحُولَتُهُمْ، وَيُعْنَى بِهِ مُحَقِّقُو الْعُلَمَاءِ وَكَمَلَتُهُمْ، وَلَا يَكْرَهُهُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا رُذَالَتُهُمْ وَسَفَلَتُهُمْ. وَهُوَ مِنْ أَكْثَرِ الْعُلُومِ تَوَلُّجًا فِي فُنُونِهَا، لَا سِيَّمَا الْفِقْهُ الَّذِي هُوَ إِنْسَانُ عُيُونِهَا. وَلِذَلِكَ كَثُرَ غَلَطُ الْعَاطِلِينَ مِنْهُ مِنْ مُصَنِّفِي الْفُقَهَاءِ، وَظَهَرَ الْخَلَلُ فِي كَلَامِ الْمُخِلِّينَ بِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

وَلَقَدْ كَانَ شَأْنُ الْحَدِيثِ فِيمَا مَضَى عَظِيمًا، عَظِيمَةً جُمُوعُ طَلَبَتِهِ، رَفِيعَةً مَقَادِيرُ حُفَّاظِهِ وَحَمَلَتِهِ. وَكَانَتْ عُلُومُهُ بِحَيَاتِهِمْ حَيَّةً، وَأَفْنَانُ

بسم الله الرحمن الرحيم

(হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজের মধ্যে সঠিক পথনির্দেশনা প্রস্তুত করে দিন।)

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি পথপ্রদর্শন করেন তাকে যে তাঁর কাছে পথ চায়, যিনি রক্ষা করেন তাকে যে তাঁকে ভয় করে, যিনি যথেষ্ট হন তার জন্য যে তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে; এমন প্রশংসা যা পূর্ণতা ও শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে।

এবং আমাদের নবী ও সকল নবীর উপর, এবং তাঁদের সকলের পরিবারের উপর পূর্ণতম সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক, যতক্ষণ কোনো প্রার্থনাকারী তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশা করে। আমীন।

এটি, আর নিশ্চয়ই হাদীস জ্ঞান সর্বোত্তম মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞানসমূহের অন্যতম এবং সর্বাধিক উপকারী শাস্ত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত। পুরুষদের মধ্যে যারা প্রকৃত পুরুষ ও বীর, তারা একে ভালোবাসে। গভীর অনুসন্ধানকারী ও পরিপূর্ণ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে যত্নবান হন। আর মানুষের মধ্যে কেবল নিকৃষ্ট ও হেয়রাই এটিকে অপছন্দ করে। এটি অন্যান্য জ্ঞানের শাখা-প্রশাখায় সর্বাধিক প্রবেশাধিকার রাখে, বিশেষত ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) যা সেসবের মূল ভিত্তি। আর একারণেই যেসকল ফকীহ (আইনবিদ) এর (হাদীস জ্ঞান) থেকে বঞ্চিত, তাদের ভুল বেশি হয় এবং যেসকল আলেম এর (হাদীস জ্ঞান) প্রতি অবহেলা করেন, তাদের কথায় ত্রুটি প্রকাশ পায়।

নিঃসন্দেহে অতীতকালে হাদীসের মর্যাদা ছিল মহান। এর ছাত্রদের সংখ্যা ছিল বিশাল, এর

হাফেজ ও বাহকদের মর্যাদা ছিল উচ্চ। আর তাদের জীবনে এর জ্ঞান ছিল জীবন্ত, এবং এর শাখা-প্রশাখা

فُنُونِهِ بِبَقَائِهِمْ غَضَّةً، وَمَغَانِيهِ بِأَهْلِهِ آهِلَةً، فَلَمْ يَزَالُوا فِي انْقِرَاضٍ، وَلَمْ يَزَلْ فِي انْدِرَاسٍ حَتَّى آضَتْ بِهِ الْحَالُ إِلَى أَنْ صَارَ أَهْلُهُ إِنَّمَا هُمْ شِرْذِمَةٌ قَلِيلَةُ الْعَدَدِ، ضَعِيفَةُ الْعُدَدِ. لَا تُعْنَى عَلَى الْأَغْلَبِ فِي تَحَمُّلِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ سَمَاعِهِ غُفْلًا، وَلَا تَتَعَنَّى فِي تَقْيِيدِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ كِتَابَتِهِ عُطْلًا، مُطَّرِحِينَ عُلُومَهُ الَّتِي بِهَا جَلَّ قَدْرُهُ، مُبَاعَدِينَ مَعَارِفَهُ الَّتِي بِهَا فُخِّمَ أَمْرُهُ.

فَحِينَ كَادَ الْبَاحِثُ عَنْ مُشْكِلِهِ لَا يُلْفِي لَهُ كَاشِفًا، وَالسَّائِلُ عَنْ عِلْمِهِ لَا يَلْقَى بِهِ عَارِفًا، مَنَّ اللَّهُ الْكَرِيمُ تبارك وتعالى عَلَيَّ وَلَهُ الْحَمْدُ أَجْمَعُ بِكِتَابِ " مَعْرِفَةِ أَنْوَاعِ عِلْمِ الْحَدِيثِ "، هَذَا الَّذِي بَاحَ بِأَسْرَارِهِ الْخَفِيَّةِ، وَكَشَفَ عَنْ مُشْكِلَاتِهِ الْأَبِيَّةِ، وَأَحْكَمَ مَعَاقِدَهُ، وَقَعَّدَ قَوَاعِدَهُ، وَأَنَارَ مَعَالِمَهُ، وَبَيَّنَ أَحْكَامَهُ، وَفَصَّلَ أَقْسَامَهُ، وَأَوْضَحَ أُصُولَهُ، وَشَرَحَ فُرُوعَهُ وَفُصُولَهُ، وَجَمَعَ شَتَاتَ عُلُومِهِ وَفَوَائِدِهِ، وَقَنَصَ شَوَارِدَ نُكَتِهِ وَفَرَائِدِهِ. فَاللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي بِيَدِهِ الضُّرُّ وَالنَّفْعُ، وَالْإِعْطَاءُ وَالْمَنْعُ أَسْأَلُ، وَإِلَيْهِ أَضْرَعُ وَأَبْتَهِلُ، مُتَوَسِّلًا إِلَيْهِ بِكُلِّ وَسِيلَةٍ، مُتَشَفِّعًا إِلَيْهِ بِكُلِّ شَفِيعٍ، أَنْ يَجْعَلَهُ مَلِيًّا بِذَلِكَ

এর (জ্ঞানের) শাখা-প্রশাখা তাদের (ধারকদের) অস্তিত্বের কারণে সজীব ছিল, এবং এর আবাসস্থলগুলো এর অনুসারীদের দ্বারা জনপূর্ণ ছিল। কিন্তু তারা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকলো এবং তা ক্রমাগত বিলুপ্ত হতে থাকলো, এমনকি পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে এর অনুসারীরা সংখ্যায় স্বল্প ও শক্তিতে দুর্বল এক ক্ষুদ্র দলে পরিণত হলো। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে কেবল অমনোযোগী শ্রবণের চেয়ে অধিক মনোযোগ দিত না, এবং এর লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে কেবল নিছক লেখার চেয়ে অধিক কষ্ট করত না; তারা এর সেই বিজ্ঞানসমূহকে পরিত্যাগ করেছিল যা দ্বারা এর মর্যাদা মহিমান্বিত হয়েছিল, এবং এর সেই জ্ঞান থেকে তারা দূরে সরে গিয়েছিল যা দ্বারা এর কার্যপ্রণালী মহিমান্বিত হয়েছিল।

অতএব, যখন এর জটিল বিষয়াদির অনুসন্ধানকারী একজন ব্যাখ্যাকার খুঁজে পেতে প্রায়শই ব্যর্থ হচ্ছিল, এবং এর জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিকে খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন মহান দাতা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা – এবং সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই জন্য – আমার প্রতি "মারিফাতু আনওয়া'ই ইলমিল হাদীস" নামক গ্রন্থটির মাধ্যমে অনুগ্রহ করলেন। এটিই সেই গ্রন্থ যা এর গোপন রহস্যসমূহ উন্মোচন করেছে, এর দুরূহ সমস্যাবলি প্রকাশ করেছে, এর জটিল বিষয়গুলো সুদৃঢ় করেছে, এর মূলনীতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেছে, এর নির্দেশক চিহ্নগুলো আলোকিত করেছে, এর বিধি-বিধান সুস্পষ্ট করেছে, এর প্রকারভেদ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছে, এর মূলনীতিগুলো বিশদভাবে প্রকাশ করেছে, এর উপশাখা ও অধ্যায়সমূহ বর্ণনা করেছে, এবং এর বিজ্ঞান ও কল্যাণসমূহের বিক্ষিপ্ত অংশগুলো একত্রিত করেছে, আর এর অপ্রাপ্য সূক্ষ্ম বিষয় ও বিরল রত্নরাজি সংগ্রহ করেছে।

সুতরাং, আমি সেই মহান আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করি, যাঁর হাতে ক্ষতি ও উপকার, এবং দান ও প্রতিরোধ; এবং তাঁরই কাছে আমি বিনীতভাবে কাকুতি-মিনতি করি ও প্রার্থনা জানাই, তাঁর কাছে প্রত্যেক উসিলা দিয়ে তওয়াচ্ছুল করি, এবং প্রত্যেক সুপারিশকারী দিয়ে তাঁর কাছে সুপারিশ পেশ করি, যেন তিনি এটিকে (এই প্রচেষ্টাকে) সে বিষয়ে (জ্ঞানে ও কল্যাণে) পূর্ণ করে দেন।

وَأَمْلَى وَفِيًّا بِكُلِّ ذَلِكَ وَأَوْفَى. وَأَنْ يُعَظِّمَ الْأَجْرَ وَالنَّفْعَ بِهِ فِي الدَّارَيْنِ، إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ. (وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ).

وَهَذِهِ فَهْرَسَةُ أَنْوَاعِهِ:

الْأَوَّلُ مِنْهَا: مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الْحَدِيثِ.

الثَّانِي: مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنْهُ.

الثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ الضَّعِيفِ مِنْهُ.

الرَّابِعُ: مَعْرِفَةُ الْمُسْنَدِ.

الْخَامِسُ: مَعْرِفَةُ الْمُتَّصِلِ.

السَّادِسُ: مَعْرِفَةُ الْمَرْفُوعِ.

السَّابِعُ: مَعْرِفَةُ الْمَوْقُوفِ.

الثَّامِنُ: مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوعِ، وَهُوَ غَيْرُ الْمُنْقَطِعِ.

التَّاسِعُ: مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ.

الْعَاشِرُ: مَعْرِفَةُ الْمُنْقَطِعِ.

الْحَادِيَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ، وَيَلِيهِ تَفْرِيعَاتٌ، مِنْهَا فِي الْإِسْنَادِ الْمُعَنْعَنِ، وَمِنْهَا فِي التَّعْلِيقِ.

الثَّانِيَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ التَّدْلِيسِ وَحُكْمُ الْمُدَلِّسِ.

এবং তিনি এ সকল বিষয় পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করেছেন ও সেগুলোর পূর্ণতা সাধন করেছেন। এবং এর মাধ্যমে উভয় জগতে পুরস্কার ও কল্যাণ বৃদ্ধি করেন, নিশ্চয়ই তিনি নিকটবর্তী, সাড়াদানকারী। (আমার তাওফীক্ব কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট থেকে। তাঁর উপরই আমি নির্ভর করি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।)

এবং এটি এর প্রকারসমূহের একটি সূচিপত্র:

সেগুলোর প্রথমটি: হাদীসের সহীহ্-এর পরিচিতি।

দ্বিতীয়টি: এর হাসান-এর পরিচিতি।

তৃতীয়টি: এর দঈফ-এর পরিচিতি।

চতুর্থটি: মুসনাদ-এর পরিচিতি।

পঞ্চমটি: মুত্তাসিল-এর পরিচিতি।

ষষ্ঠটি: মারফূ-এর পরিচিতি।

সপ্তমটি: মাওকূফ-এর পরিচিতি।

অষ্টমটি: মাক্বতূ-এর পরিচিতি, এবং এটি মুনক্বতি'-এর থেকে ভিন্ন।

নবমটি: মুরসাল-এর পরিচিতি।

দশমটি: মুনক্বতি'-এর পরিচিতি।

একাদশতমটি: মু'দাল-এর পরিচিতি, এবং এর পরে কিছু উপশাখা রয়েছে, যার মধ্যে মু'আন'আন ইসনাদ এবং তা'লীক্ব সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

দ্বাদশতমটি: তাদলিস-এর পরিচিতি এবং মুদাল্লিস-এর বিধান।

الثَّالِثَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الشَّاذِّ.

الرَّابِعَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ.

الْخَامِسَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الِاعْتِبَارِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ.

السَّادِسَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ وَحُكْمُهَا.

السَّابِعَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الْأَفْرَادِ.

الثَّامِنَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّلِ.

التَّاسِعَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الْمُضْطَرِبِ مِنَ الْحَدِيثِ.

الْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ الْمُدْرَجِ فِي الْحَدِيثِ.

الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ.

الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ الْمَقْلُوبِ.

الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ.

الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَتَحَمُّلِهِ، وَفِيهِ بَيَانُ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ وَأَحْكَامِهَا وَسَائِرِ وُجُوهِ الْأَخْذِ وَالتَّحَمُّلِ، وَعِلْمٌ جَمٌّ.

الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ، وَكَيْفِيَّةُ ضَبْطِ الْكِتَابِ وَتَقْيِيدِهِ، وَفِيهِ مَعَارِفُ مُهِمَّةٌ رَائِقَةٌ.

السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَشَرْطِ أَدَائِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ، وَفِيهِ كَثِيرٌ مِنْ نَفَائِسِ هَذَا الْعِلْمِ.

ত্রয়োদশ: শায-এর معرفت।

চতুর্দশ: মুনকার-এর معرفت।

পঞ্চদশ: ই'তিবার, মুতাবাআত ও শাওয়াহিদ-এর معرفت।

ষোড়শ: যিয়াদাতুত সিকাত এবং এর বিধান-এর معرفت।

সপ্তদশ: আফরাদ-এর معرفت।

অষ্টাদশ: হাদীসুল মুআল্লাল-এর معرفت।

ঊনবিংশ: হাদীসের মুযতারিব-এর معرفت।

বিংশ: হাদীসে মুদরাজ-এর معرفت।

একবিংশ: হাদীসুল মাওযূ-এর معرفت।

দ্বাবিংশ: মাকলূব-এর معرفت।

ত্রয়োবিংশ: যার বর্ণনা গৃহীত হয় এবং যার বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হয়, তাদের গুণাবলী-এর معرفت।

চতুর্বিংশ: হাদীস শ্রবণের পদ্ধতি এবং তা ধারণ করা-এর معرفت। এবং এতে ইজাযাহ-এর প্রকারভেদ ও এর বিধানাবলী এবং গ্রহণ ও ধারণের অন্যান্য সকল দিক ও অনেক জ্ঞান বর্ণনা করা হয়েছে।

পঞ্চবিংশ: হাদীস লিখন, এবং কিতাবকে সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি-এর معرفت। এবং এতে গুরুত্বপূর্ণ ও চমৎকার জ্ঞান (معارف) রয়েছে।

ষড়বিংশ: হাদীস বর্ণনা করার পদ্ধতি, এবং তা বর্ণনার শর্তাবলী এবং এর সাথে যা সম্পর্কিত-এর معرفت। এবং এতে এই জ্ঞানের অনেক অমূল্য বিষয় রয়েছে।

(ص: 9)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ آدَابِ الْمُحَدِّثِ.

الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ آدَابِ طَالِبِ الْحَدِيثِ.

التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي وَالنَّازِلِ.

النَّوْعُ الْمُوفِي ثَلَاثِينَ: مَعْرِفَةُ الْمَشْهُورِ مِنَ الْحَدِيثِ.

الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ الْغَرِيبِ وَالْعَزِيزِ مِنَ الْحَدِيثِ.

الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ غَرِيبِ الْحَدِيثِ.

الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ الْمُسَلْسَلِ.

الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ نَاسِخِ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخِهِ.

الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ الْمُصَحَّفِ مِنْ أَسَانِيدِ الْأَحَادِيثِ وَمُتُونِهَا.

السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ.

السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ الْمَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ.

الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ الْمَرَاسِيلِ الْخَفِيِّ إِرْسَالُهَا.

التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم.

الْمُوفِي أَرْبَعِينَ: مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ رضي الله عنهم.

الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ الْأَكَابِرِ الرُّوَاةِ عَنِ الْأَصَاغِرِ.

الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ الْمُدَبَّجِ وَمَا سِوَاهُ مِنْ رِوَايَةِ الْأَقْرَانِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ.

الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّوَاةِ.

الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ رِوَايَةِ الْآبَاءِ عَنِ الْأَبْنَاءِ.

সাতাশতম: মুহাদ্দিসের আদব সম্পর্কিত জ্ঞান।

আটাশতম: হাদীস শিক্ষার্থীর আদব সম্পর্কিত জ্ঞান।

উনত্রিশতম: আল-ইসনাদুল আলী (উচ্চ সনদ) ও আন-নাযিল (নিম্ন সনদ) সম্পর্কিত জ্ঞান।

ত্রিশতম প্রকার: হাদীসের মধ্যে মাশহূর (সুপরিচিত) সম্পর্কিত জ্ঞান।

একত্রিশতম: হাদীসের মধ্যে গারীব (অপরিচিত) ও আযীয (দুর্লভ) সম্পর্কিত জ্ঞান।

বত্রিশতম: গারীবুল হাদীস (হাদীসের অপ্রচলিত শব্দাবলী) সম্পর্কিত জ্ঞান।

তেত্রিশতম: মুসালসাল (ধারাবাহিক) হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞান।

চৌত্রিশতম: হাদীসের নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসূখ (রহিত) সম্পর্কিত জ্ঞান।

পঁয়ত্রিশতম: হাদীসের সনদ ও মতনসমূহের মধ্যে মুসাহহাফ (শব্দ বা অক্ষর পরিবর্তিত) সম্পর্কিত জ্ঞান।

ছত্রিশতম: মুখতালিফুল হাদীস (পরস্পর বিরোধী প্রতীয়মান হাদীস) সম্পর্কিত জ্ঞান।

সাঁইত্রিশতম: মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) সনদসমূহে মাযীদ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) সম্পর্কিত জ্ঞান।

আটত্রিশতম: মারাসীলুল খাফী (যেসব মুরসাল হাদীসের ইরসাল বা সূত্র গোপন) সম্পর্কিত জ্ঞান।

উনচল্লিশতম: সাহাবীগণ (রাযিআল্লাহু আনহুম) সম্পর্কিত জ্ঞান।

চল্লিশতম: তাবেঈনগণ (রাযিআল্লাহু আনহুম) সম্পর্কিত জ্ঞান।

একচল্লিশতম: আকাবির (বয়োজ্যেষ্ঠ) রাবীগণের আসাগির (কনিষ্ঠ) রাবীগণ থেকে বর্ণনা সম্পর্কিত জ্ঞান।

বেয়াল্লিশতম: মুদাব্বাজ ও অন্যান্য ধরণের সমসাময়িকদের (আকরান) একে অপরের থেকে বর্ণনা সম্পর্কিত জ্ঞান।

তেতাল্লিশতম: আলেম ও রাবীগণের মধ্যে ভাই ও বোন সম্পর্কিত জ্ঞান।

চুয়াল্লিশতম: পিতা কর্তৃক পুত্রদের থেকে বর্ণনা সম্পর্কিত জ্ঞান।

الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: عَكْسُ ذَلِكَ: مَعْرِفَةُ رِوَايَةِ الْأَبْنَاءِ عَنِ الْآبَاءِ.

السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ مَنِ اشْتَرَكَ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ رَاوِيَانِ مُتَقَدِّمٌ وَمُتَأَخِّرٌ، تَبَاعَدَ مَا بَيْنَ وَفَاتَيْهِمَا.

السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ.

الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ مَنْ ذُكِرَ بِأَسْمَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ أَوْ نُعُوتٍ مُتَعَدِّدَةٍ.

التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ الْمُفْرَدَاتِ مِنْ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ وَالرُّوَاةِ وَالْعُلَمَاءِ.

الْمُوفِي خَمْسِينَ: مَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى.

الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ: مَعْرِفَةُ كُنَى الْمَعْرُوفِينَ بِالْأَسْمَاءِ دُونَ الْكُنَى.

الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ: مَعْرِفَةُ أَلْقَابِ الْمُحَدِّثِينَ.

الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ: مَعْرِفَةُ الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ.

الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ: مَعْرِفَةُ الْمُتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ.

الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ: نَوْعٌ يَتَرَكَّبُ مِنْ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ.

السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ: مَعْرِفَةُ الرُّوَاةِ الْمُتَشَابِهِينَ فِي الِاسْمِ وَالنَّسَبِ، الْمُتَمَايِزِينَ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الِابْنِ وَالْأَبِ.

السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ: مَعْرِفَةُ الْمَنْسُوبِينَ إِلَى غَيْرِ آبَائِهِمْ.

الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ: مَعْرِفَةُ الْأَنْسَابِ الَّتِي بَاطِنُهَا عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهَا.

التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ: مَعْرِفَةُ الْمُبْهَمَاتِ.

الْمُوفِي سِتِّينَ: مَعْرِفَةُ تَوَارِيخِ الرُّوَاةِ فِي الْوَفَيَاتِ وَغَيْرِهَا.

الْحَادِي وَالسِتُّونَ: مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ مِنَ الرُّوَاةِ.

الثَّانِي وَالسِتُّونَ: مَعْرِفَةُ مَنْ خَلَطَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ مِنَ الثِّقَاتِ.

الثَّالِثُ وَالسِتُّونَ: مَعْرِفَةُ طَبَقَاتِ الرُّوَاةِ وَالْعُلَمَاءِ.

পঁয়তাল্লিশতম: এর বিপরীত: পিতার সূত্রে পুত্রের বর্ণনা জ্ঞান।

ছেচল্লিশতম: এমন বর্ণনাকারীর জ্ঞান, যার থেকে দুইজন বর্ণনাকারী—একজন পূর্ববর্তী ও একজন পরবর্তী—বর্ণনা করেছেন, যাদের উভয়ের মৃত্যুর মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান ছিল।

সাতচল্লিশতম: এমন ব্যক্তির জ্ঞান, যার থেকে কেবল একজন বর্ণনাকারীই বর্ণনা করেছেন।

আটচল্লিশতম: এমন ব্যক্তির জ্ঞান, যাকে বিভিন্ন নামে বা একাধিক উপাধিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

উনপঞ্চাশতম: সাহাবী, রাবী ও উলামাদের একক নামের জ্ঞান।

পঞ্চাশতম: নাম ও কুনিয়া সম্পর্কিত জ্ঞান।

একান্নতম: এমন পরিচিত ব্যক্তিদের কুনিয়ার জ্ঞান, যারা কুনিয়া ব্যতীত নামেই প্রসিদ্ধ।

বায়ান্নতম: মুহাদ্দিসগণের উপাধি সম্পর্কিত জ্ঞান।

তিপ্পান্নতম: মু'তালিফ ও মুখতালিফ সম্পর্কিত জ্ঞান।

চৌয়ান্নতম: মুত্তাফাক ও মুফতারাক সম্পর্কিত জ্ঞান।

পঞ্চান্নতম: একটি প্রকার যা এই দুই প্রকারের সমন্বয়ে গঠিত।

ছাপ্পান্নতম: সেসব বর্ণনাকারীর জ্ঞান, যারা নাম ও বংশপরিচয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ, কিন্তু পুত্র ও পিতার নামকরণের অগ্র-পশ্চাৎকরণের কারণে ভিন্ন।

সাতান্নতম: এমন ব্যক্তিদের জ্ঞান, যাদের সম্পর্ক তাদের পিতাদের বদলে অন্য কারো সাথে করা হয়েছে।

আটান্নতম: এমন বংশপরিচয়ের জ্ঞান, যার অভ্যন্তরীণ অবস্থা বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত।

উনষাটতম: অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট বর্ণনাকারীদের জ্ঞান।

ষাটতম: বর্ণনাকারীদের মৃত্যু এবং অন্যান্য তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান।

একষট্টিতম: বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিশ্বস্ত (সিক্বাত) ও দুর্বল (জু'আফা) দের জ্ঞান।

বায়ষট্টিতম: বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের মধ্যে যারা তাদের জীবনের শেষভাগে স্মৃতিবিভ্রমের শিকার হয়েছিলেন, তাদের জ্ঞান।
তেষট্টিতম: বর্ণনাকারী ও উলামাদের স্তর (তবাকাত) সম্পর্কিত জ্ঞান।

الرَّابِعُ وَالسِتُّونَ: مَعْرِفَةُ الْمَوَالِي مِنَ الرُّوَاةِ وَالْعُلَمَاءِ.
الْخَامِسُ وَالسِتُّونَ: مَعْرِفَةُ أَوْطَانِ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانِهِمْ.
وَذَلِكَ آخِرُهَا، وَلَيْسَ بِآخِرِ الْمُمْكِنِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُ قَابِلٌ لِلتَّنْوِيعِ إِلَى مَا لَا يُحْصَى، إِذْ لَا تُحْصَى أَحْوَالُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَصِفَاتُهُمْ، وَلَا أَحْوَالُ مُتُونِ الْحَدِيثِ وَصِفَاتُهَا، وَمَا مِنْ حَالَةٍ مِنْهَا وَلَا صِفَةٍ إِلَّا وَهِيَ بِصَدَدِ أَنْ تُفْرَدَ بِالذِّكْرِ وَأَهْلِهَا، فَإِذَا هِيَ نَوْعٌ عَلَى حِيَالِهِ، وَلَكِنَّهُ نَصَبٌ مِنْ غَيْرِ أَرَبٍ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
النَّوْعُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ
مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الْحَدِيثِ
اعْلَمْ - عَلَّمَكَ اللَّهُ وَإِيَّايَ - أَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَ أَهْلِهِ يَنْقَسِمُ إِلَى: صَحِيحٍ، وَحَسَنٍ، وَضَعِيفٍ.
أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ

চৌষট্টিতম: রাবী ও উলামাদের মধ্যে মাওয়ালী (আযাদকৃত গোলাম) পরিচিতি।
পঁয়ষট্টিতম: রাবীদের আবাসস্থল ও দেশ পরিচিতি।
আর এটি তার শেষ, তবে এ বিষয়ে যা সম্ভব তার শেষ নয়। কারণ এটি অগণিত প্রকারে বিভক্ত হওয়ার যোগ্য, যেহেতু হাদীসের রাবীদের অবস্থা ও তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং হাদীসের মতনসমূহের অবস্থা ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ গণনা করে শেষ করা যায় না। আর এদের কোনো অবস্থা বা বৈশিষ্ট্য এমন নেই যা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করার যোগ্য নয়। তখন প্রতিটিই স্বতন্ত্র একটি প্রকার হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু এটি উদ্দেশ্যহীন শ্রম বৈ আর কিছু নয়। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।

হাদীস শাস্ত্রের প্রকারসমূহের মধ্যে প্রথম প্রকার

হাদীসে সহীহ্ পরিচিতি

জেনে রাখো - আল্লাহ যেনো আমাকে ও তোমাকে শিক্ষা দান করেন - যে, হাদীস তার বিশেষজ্ঞদের নিকট সহীহ, হাসান ও যঈফ এই তিন প্রকারে বিভক্ত।

পক্ষান্তরে সহীহ হাদীস: তা হলো সেই মুসনাদ হাদীস যার সনদ মুত্তাসিল

(ص: 12)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا، وَلَا مُعَلَّلًا.

وَفِي هَذِهِ الْأَوْصَافِ احْتِرَازٌ عَنِ الْمُرْسَلِ، وَالْمُنْقَطِعِ، وَالْمُعْضَلِ، وَالشَّاذِّ، وَمَا فِيهِ عِلَّةٌ قَادِحَةٌ، وَمَا فِي رَاوِيهِ نَوْعُ جَرْحٍ. وَهَذِهِ أَنْوَاعٌ يَأْتِي ذِكْرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تبارك وتعالى.

বিশ্বস্ত ও নির্ভুল বর্ণনাকারীর সূত্রে, অপর বিশ্বস্ত ও নির্ভুল বর্ণনাকারী থেকে তার সমাপ্তি পর্যন্ত (বর্ণনা), আর তা শায (একক) হবে না এবং মুআল্লাল (প্রচ্ছন্ন ত্রুটিযুক্ত) হবে না।

আর এই গুণাবলিগুলোতে মুরসাল, মুনকাতি‘, মু‘দাল, শায এবং যা মারাত্মক ত্রুটিযুক্ত, আর যে বর্ণনাকারীর মধ্যে কোনো প্রকার জারহ (দোষারোপ) রয়েছে, তা থেকে সতর্কতামূলক বর্জন করা হয়েছে। আর এই প্রকারগুলোর উল্লেখ অচিরেই আসবে, যদি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা চান।

(ص: 13)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

فَهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يُحْكَمُ لَهُ بِالصِّحَّةِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. وَقَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي صِحَّةِ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي وُجُودِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ فِيهِ، أَوْ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي اشْتِرَاطِ بَعْضِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، كَمَا فِي الْمُرْسَلِ.

وَمَتَى قَالُوا: " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ " فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ اتَّصَلَ سَنَدُهُ مَعَ

সুতরাং এটিই সেই হাদীস যার বিশুদ্ধতার উপর আহলে হাদীসগণের মধ্যে কোনো মতবিরোধ ছাড়াই রায় দেওয়া হয়। এবং তারা কিছু হাদীসের বিশুদ্ধতা নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন; তাতে এই গুণাবলী বিদ্যমান থাকা নিয়ে তাদের মতবিরোধের কারণে, অথবা এই

গুণাবলীগুলির কিছু শর্তারোপ নিয়ে তাদের মতবিরোধের কারণে, যেমন মুরসাল হাদীসের ক্ষেত্রে।
এবং যখন তারা বলেন: "এটি একটি সহীহ হাদীস", তখন এর অর্থ হলো: যে, এর সনদ সংযুক্ত হয়েছে, সাথে...

(ص: 14)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

سَائِرِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مَقْطُوعًا بِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، إِذْ مِنْهُ مَا يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ عَدْلٌ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَلَقِّيهَا بِالْقَبُولِ.

وَكَذَلِكَ إِذَا قَالُوا فِي حَدِيثٍ: " إِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ " فَلَيْسَ ذَلِكَ قَطْعًا بِأَنَّهُ كَذِبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، إِذْ قَدْ يَكُونُ صِدْقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ إِسْنَادُهُ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ

إِحْدَاهَا: الصَّحِيحُ يَتَنَوَّعُ إِلَى مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ، وَمُخْتَلَفٍ فِيهِ، كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ. وَيَتَنَوَّعُ إِلَى مَشْهُورٍ، وَغَرِيبٍ، وَبَيْنَ ذَلِكَ.

ثُمَّ إِنَّ دَرَجَاتِ الصَّحِيحِ تَتَفَاوَتُ فِي الْقُوَّةِ بِحَسَبِ تَمَكُّنِ الْحَدِيثِ مِنَ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ

অন্যান্য উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির। এবং এর শর্ত এই নয় যে এটি বাস্তব অর্থে নিশ্চিত হবে, কারণ এর মধ্যে এমনও রয়েছে যা একজন মাত্র নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত, এবং এটি সেই খবরগুলির অন্তর্ভুক্ত নয় যেগুলিকে উম্মাহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছে।
অনুরূপভাবে, যখন তারা কোনো হাদিস সম্পর্কে বলে: "এটি সহীহ নয়", তখন এটি বাস্তব অর্থে মিথ্যা হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ নয়, কারণ এটি বাস্তব অর্থে সত্যও হতে পারে। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, উল্লিখিত শর্তানুযায়ী এর সনদ সহীহ প্রমাণিত হয়নি। আর আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি

এর মধ্যে একটি হলো: সহীহ বিভক্ত হয় মুত্তাফাকুন আলাইহি (যার উপর ঐক্যমত্য হয়েছে) এবং মুখতালাফুন ফীহি (যার উপর মতভেদ হয়েছে)-তে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এটি বিভক্ত হয় মশহুর (প্রসিদ্ধ), গরীব (একক বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত) এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী প্রকারে।
অতঃপর, সহীহ হাদিসের বিভিন্ন পর্যায় বা স্তর শক্তির দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন হয়, উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি হাদিসে কতটা দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান, তার ভিত্তিতে।

(ص: 15)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الَّتِي تَنْبَنِي الصِّحَّةُ عَلَيْهَا، وَتَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ إِلَى أَقْسَامٍ يَسْتَعْصِي إِحْصَاؤُهَا عَلَى الْعَادِّ الْحَاصِرِ.
وَلِهَذَا نَرَى الْإِمْسَاكَ عَنِ الْحُكْمِ لِإِسْنَادٍ أَوْ حَدِيثٍ بِأَنَّهُ الْأَصَحُّ عَلَى الْإِطْلَاقِ. عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ خَاضُوا غَمْرَةَ ذَلِكَ، فَاضْطَرَبَتْ أَقْوَالُهُمْ.
فَرُوِّينَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: " أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ كُلِّهَا: الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ". وَرُوِّينَا نَحْوَهُ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ).
وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيِّ الْفَلَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: " أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ: مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ ".
وَرُوِّينَا نَحْوَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِمَا.
ثُمَّ

.الَّتِي تَنْبَنِي الصِّحَّةُ عَلَيْهَا، وَتَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ إِلَى أَقْسَامٍ يَسْتَعْصِي إِحْصَاؤُهَا عَلَى الْعَادِّ الْحَاصِرِ
وَلِهَذَا نَرَى الْإِمْسَاكَ عَنِ الْحُكْمِ لِإِسْنَادٍ أَوْ حَدِيثٍ بِأَنَّهُ الْأَصَحُّ عَلَى الْإِطْلَاقِ. عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَئِمَّةِ
.أَقْوَالُهُمْ الْحَدِيثِ خَاضُوا غَمْرَةَ ذَلِكَ، فَاضْطَرَبَتْ
فَرُوِّينَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: " أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ كُلِّهَا: الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ". وَرُوِّينَا
.نَحْوَهُ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ)

". وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيِّ الْفَلَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: " أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ: مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَرُوِّينَا نَحْوَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِمَا.
ثُمَّ

যার উপর নির্ভর করে শুদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সে অনুযায়ী তা এমন সব ভাগে বিভক্ত হয় যার সংখ্যা নিরূপণ বা সীমিতকরণ গণনাকারীর জন্য দুষ্কর।
এবং এ কারণেই আমরা কোনো ইসনাদ বা হাদীসকে নিরঙ্কুশভাবে সর্বাধিক সহীহ বলে রায় দেওয়া থেকে বিরত থাকাকে সমীচীন মনে করি। যদিও হাদীসের একদল ইমাম এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েছেন, কিন্তু তাদের উক্তিগুলো পরস্পর বিরোধী হয়ে গেছে।
আমরা ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহ থেকে বর্ণনা করেছি যে তিনি বলেছেন: "সকল ইসনাদের মধ্যে সর্বাধিক সহীহ হলো: আয-যুহরী, সালিম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে।" এবং আমরা (আহমাদ ইবন হাম্বাল) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছি।
আমরা আমর ইবন আলী আল-ফাল্লাস থেকে বর্ণনা করেছি যে তিনি বলেছেন: "সবচেয়ে সহীহ ইসনাদ হলো: মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, উবাইদা থেকে, তিনি আলী থেকে।"
এবং আমরা আলী ইবন আল-মাদীনী থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছি, আর তাদের ব্যতীত অন্যদের থেকেও এ বর্ণনা এসেছে।
তারপর

مِنْهُمْ مَنْ عَيَّنَ الرَّاوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَجَعَلَهُ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيَّ. وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ ابْنَ عَوْنٍ.
وَفِيمَا نَرْوِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: " أَجْوَدُهَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ".

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: " أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ كُلِّهَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ".

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ - صَاحِبِ الصَّحِيحِ - أَنَّهُ قَالَ: " أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ كُلِّهَا: مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ". وَبَنَى الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرٍ التَّمِيمِيُّ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ أَجَلَّ الْأَسَانِيدِ: " الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ " وَاحْتَجَّ بِإِجْمَاعِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ أَجَلُّ مِنَ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا وَجَدْنَا فِيمَا يُرْوَى مِنْ أَجْزَاءِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهَا حَدِيثًا صَحِيحَ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ نَجِدْهُ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ، وَلَا مَنْصُوصًا عَلَى صِحَّتِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ مُصَنَّفَاتِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ الْمَشْهُورَةِ، فَإِنَّا لَا نَتَجَاسَرُ

তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনাকারীকে নির্দিষ্ট করেছেন এবং তাঁকে আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী বলেছেন। আর তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে ইবনু আওন বলেছেন।

আর ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন থেকে আমরা যা বর্ণনা করি তাতে তিনি বলেছেন: "এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সনদ হলো আল-আ'মাশ, ইবরাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ থেকে।"

আর আবূ বকর ইবনু আবী শাইবা থেকে আমরা বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: "সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদ হলো যুহরী, আলী ইবনু হুসাইন থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আলী (রা.) থেকে।"

আর আবূ আবদুল্লাহ আল-বুখারী – সহীহ গ্রন্থের রচয়িতা – থেকে আমরা বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: "সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদ হলো: মালিক, নাফি' থেকে, তিনি ইবনু উমার থেকে।"

আর ইমাম আবূ মানসূর আবদুল ক্বাহির ইবনু তাহির আত-তামিমী এর ভিত্তিতে মত দিয়েছেন যে, সবচেয়ে সম্মানিত সনদ হলো: "আশ-শাফি'ঈ, মালিক থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবনু উমার থেকে।" এবং তিনি হাদীস বিশারদদের ঐকমত্য দ্বারা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, মালিক থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে আশ-শাফি'ঈর চেয়ে অধিক সম্মানিত কেউ ছিলেন না – আল্লাহ তাঁদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন, আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

দ্বিতীয়ত: যদি আমরা হাদীসের অংশবিশেষ এবং অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত কোনো হাদীসে এমন পাই যা সনদের দিক থেকে সহীহ, কিন্তু আমরা তা সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এর কোনোটিতে পাইনি, এবং হাদীসশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ইমামগণের কোনো গ্রন্থে এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখও পাইনি, তাহলে আমরা দুঃসাহস করি না

(ص: 17)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

عَلَى جَزْمِ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ، فَقَدْ تَعَذَّرَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ الِاسْتِقْلَالُ بِإِدْرَاكِ الصَّحِيحِ بِمُجَرَّدِ اعْتِبَارِ الْأَسَانِيدِ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ إِسْنَادٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا وَنَجِدُ فِي رِجَالِهِ مَنِ اعْتَمَدَ فِي رِوَايَتِهِ عَلَى مَا فِي كِتَابِهِ، عَرِيًّا عَمَّا يُشْتَرَطُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ. فَآلَ الْأَمْرُ إِذًا - فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ - إِلَى الِاعْتِمَادِ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ فِي تَصَانِيفِهِمُ الْمُعْتَمَدَةِ الْمَشْهُورَةِ، الَّتِي يُؤْمَنُ فِيهَا - لِشُهْرَتِهَا - مِنَ التَّغْيِيرِ وَالتَّحْرِيفِ، وَصَارَ مُعْظَمُ الْمَقْصُودِ بِمَا يُتَدَاوَلُ مِنَ الْأَسَانِيدِ خَارِجًا عَنْ ذَلِكَ إِبْقَاءَ سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ الَّتِي خُصَّتْ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ، زَادَهَا اللَّهُ تَعَالَى شَرَفًا، آمِينَ.

الثَّالِثَةُ: أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الصَّحِيحَ الْبُخَارِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ مَوْلَاهُمْ. وَتَلَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ

এর বিশুদ্ধতার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর। কারণ এই যুগে কেবল সনদ বিবেচনা করে সহীহ হাদীসকে স্বাধীনভাবে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে; যেহেতু এমন কোনো সনদ নেই, যার বর্ণনাকারীদের মধ্যে আমরা এমন কাউকে পাই না, যে তার বর্ণনায় তার কিতাবে যা আছে তার উপর নির্ভর করেছে, অথচ সহীহ হাদীসের জন্য শর্তারোপিত হিফয (স্মৃতিশক্তি), যবত্ব (নির্ভুলতা) ও ইতকান (পারদর্শিতা) থেকে সে বঞ্চিত। সুতরাং সহীহ ও হাসান হাদীস চেনার ক্ষেত্রে বিষয়টি দাঁড়ালো এই যে, হাদীসের ইমামগণ তাঁদের নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ সংকলনসমূহে যা উল্লেখ করেছেন তার উপর নির্ভর করা, যেগুলোর প্রসিদ্ধির কারণে তাতে পরিবর্তন ও বিকৃতির ভয় নেই। আর সনদসমূহের মাধ্যমে যা আবর্তিত হয় তার অধিকাংশ

উদ্দেশ্য এর বাইরে রয়ে গেল এই উম্মতকে যে সনদ শৃঙ্খলার বিশেষত্ব দান করা হয়েছে, তাকে বজায় রাখা। আল্লাহ তায়ালা তাকে আরও মর্যাদা দান করুন, আমিন।
তৃতীয়: যিনি সর্বপ্রথম সহীহ সংকলন করেছেন তিনি হলেন বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-জু'ফী, তাদের মুক্তদাস। আর তার পরে আবু আল-হুসাইন মুসলিম ইবনে আল-হাজ্জাজ

(ص: 18)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

النَّيْسَابُورِيُّ الْقُشَيْرِيُّ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. وَمُسْلِمٌ - مَعَ أَنَّهُ أَخَذَ عَنِ الْبُخَارِيِّ وَاسْتَفَادَ مِنْهُ - يُشَارِكُهُ فِي أَكْثَرِ شُيُوخِهِ.
وَكِتَابَاهُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ الْعَزِيزِ. وَأَمَّا مَا رُوِّينَا عَنِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه مِنْ أَنَّهُ قَالَ: " مَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ كِتَابًا فِي الْعِلْمِ أَكْثَرَ صَوَابًا مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ "، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، فَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ وُجُودِ كِتَابَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ.
ثُمَّ إِنَّ كِتَابَ الْبُخَارِيِّ أَصَحُّ الْكِتَابَيْنِ صَحِيحًا، وَأَكْثَرُهُمَا فَوَائِدَ.
وَأَمَّا مَا رُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَافِظِ النَّيْسَابُورِيِّ أُسْتَاذِ الْحَاكِمِ أَبِي

আল-নিশাপুরী আল-কুশায়রী ছিলেন তাদেরই একজন। আর মুসলিম – যদিও তিনি বুখারী থেকে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছেন – তাঁর অধিকাংশ শিক্ষকের সাথেই (বুখারীর) অংশীদার।
আর তাঁদের উভয় গ্রন্থ আল্লাহ তা'আলার মহাপবিত্র কিতাবের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ। আর আমরা ইমাম শাফিঈ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: "আমি পৃথিবীতে ইলম বিষয়ক এমন কোনো কিতাব জানি না যা মালিকের কিতাবের চেয়ে অধিক শুদ্ধতর", এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ একে ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন, তাহলে তিনি তা কেবল বুখারী ও মুসলিমের গ্রন্থদ্বয়ের অস্তিত্বের পূর্বেই বলেছিলেন।
অতঃপর, বুখারীর কিতাব এই উভয় কিতাবের মধ্যে সহীহ হিসাবে অধিকতর বিশুদ্ধ এবং অধিকতর উপকারী।
আর আমরা আবু আলী আল-হাফিজ নিশাপুরী, যিনি হাকিম আবু

عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ مِنْ أَنَّهُ قَالَ: " مَا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ كِتَابٌ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ "، فَهَذَا وَقَوْلُ مَنْ فَضَّلَ مِنْ شُيُوخِ الْمَغْرِبِ كِتَابَ مُسْلِمٍ عَلَى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ، إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ يَتَرَجَّحُ بِأَنَّهُ لَمْ يُمَازِجْهُ غَيْرُ الصَّحِيحِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بَعْدَ خُطْبَتِهِ إِلَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ مَسْرُودًا، غَيْرَ مَمْزُوجٍ بِمِثْلِ مَا فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ فِي تَرَاجِمِ أَبْوَابِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يُسْنِدْهَا عَلَى الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ فِي الصَّحِيحِ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. وَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ أَرْجَحُ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الصَّحِيحِ عَلَى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ. وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ أَصَحُّ صَحِيحًا، فَهَذَا مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ يَقُولُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الرَّابِعَةُ: لَمْ يَسْتَوْعِبَا الصَّحِيحَ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَلَا الْتَزَمَا ذَلِكَ.

فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " مَا أَدْخَلْتُ فِي كِتَابِي (الْجَامِعِ) إِلَّا مَا صَحَّ، وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ لِحَالِ الطُّولِ ".

আব্দুল্লাহ আল-হাফিজ থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন: "আসমানের নিচে মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজের কিতাব অপেক্ষা বিশুদ্ধতর আর কোনো কিতাব নেই।" সুতরাং এটি এবং মাগরিবের (পশ্চিমের) যেসব শাইখ বুখারীর কিতাবের উপর মুসলিমের কিতাবকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তাদের এই উক্তি – যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে, মুসলিমের কিতাব এই কারণে শ্রেষ্ঠ যে, তাতে সহীহ ব্যতীত অন্য কিছু মিশ্রিত হয়নি, কারণ এর ভূমিকা (খুতবা) ছাড়া কেবল বিশুদ্ধ হাদীসই ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, বুখারীর কিতাবের অধ্যায় শিরোনামে বর্ণিত এমন সব বিষয়ের মতো মিশ্রিত নয় যা সহীহ হিসেবে নির্ধারিত শর্তানুযায়ী তিনি সনদসহ উল্লেখ করেননি — তাহলে এটি আপত্তিকর নয়। তবে এর দ্বারা এই আবশ্যক হয় না যে, বিশুদ্ধতার দিক থেকে মুসলিমের কিতাব বুখারীর কিতাব অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। আর যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে, মুসলিমের কিতাব বিশুদ্ধতার দিক থেকে অধিক বিশুদ্ধ, তবে এই উক্তি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

চতুর্থ বিষয়: তাঁরা উভয়েই তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে সমস্ত সহীহ হাদীসকে অন্তর্ভুক্ত করেননি এবং তা করার বাধ্যবাধকতাও গ্রহণ করেননি।

আমরা বুখারী থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: "আমি আমার গ্রন্থ (আল-জামে')-এ কেবল বিশুদ্ধ হাদীসই অন্তর্ভুক্ত করেছি। তবে দীর্ঘতার কারণে বহু বিশুদ্ধ হাদীস বাদ দিয়েছি।"

(ص: 20)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَرُوِّينَا عَنْ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٌ وَضَعْتُهُ هَاهُنَا - يَعْنِي فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ - إِنَّمَا وَضَعْتُ هَاهُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ ".

قُلْتُ: أَرَادَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ لَمْ يَضَعْ فِي كِتَابِهِ إِلَّا الْأَحَادِيثَ الَّتِي وَجَدَ عِنْدَهُ فِيهَا شَرَائِطَ الصَّحِيحِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرِ اجْتِمَاعُهَا فِي بَعْضِهَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ.

ثُمَّ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الْأَخْرَمِ الْحَافِظَ قَالَ: " قَلَّ مَا يَفُوتُ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا مِمَّا يَثْبُتُ مِنَ الْحَدِيثِ ". يَعْنِي فِي كِتَابَيْهِمَا. وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِالْقَلِيلِ، فَإِنَّ الْمُسْتَدْرَكَ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ كِتَابٌ كَبِيرٌ، يَشْتَمِلُ مِمَّا فَاتَهُمَا عَلَى شَيْءٍ كَثِيرٍ، وَإِنْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي بَعْضِهِ مَقَالٌ فَإِنَّهُ يَصْفُو لَهُ مِنْهُ صَحِيحٌ كَثِيرٌ.

وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: " أَحْفَظُ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ، وَمِائَتَيْ أَلْفِ حَدِيثٍ غَيْرِ صَحِيحٍ "، وَجُمْلَةُ مَا فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ سَبْعَةُ آلَافٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا بِالْأَحَادِيثِ الْمُتَكَرِّرَةِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا بِإِسْقَاطِ الْمُكَرَّرَةِ أَرْبَعَةُ آلَافِ حَدِيثٍ، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ قَدْ يَنْدَرِجُ تَحْتَهَا عِنْدَهُمْ آثَارُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَرُبَّمَا عُدَّ الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ

আর আমাদের কাছে মুসলিম থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন: "আমার নিকট যা কিছু সহীহ, আমি তার সব এখানে রাখিনি - অর্থাৎ, তার সহীহ গ্রন্থে - বরং আমি এখানে কেবল তাই রেখেছি যার উপর তারা ইজমা' করেছেন।"

আমার বক্তব্য হলো: তিনি উদ্দেশ্য করেছেন - আর আল্লাহই সম্যক অবগত - যে তিনি তার গ্রন্থে কেবল সেই হাদীসগুলিই রেখেছেন যার মধ্যে তিনি সম্মিলিতভাবে সহীহ হওয়ার শর্তাবলী পেয়েছেন, যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারো কারো নিকট সেগুলোর সমন্বয় স্পষ্ট নাও হতে পারে।

তারপর আবু আবদুল্লাহ ইবনুল আখরাম আল-হাফিয বলেছেন: "হাদীসের যা প্রমাণিত, তার মধ্যে বুখারী ও মুসলিমের খুব কমই বাদ পড়ে।" অর্থাৎ, তাদের উভয় গ্রন্থে। আর একজন

বক্তা বলতে পারেন: সেটা খুব কম নয়, কারণ হাকিম আবু আবদুল্লাহর 'আল-মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন' একটি বৃহৎ গ্রন্থ, যা তাদের বাদ পড়া অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করে, যদিও এর কিছু অংশে আপত্তি থাকতে পারে, তবে এর থেকে প্রচুর সহীহ হাদীস বিশুদ্ধভাবে পাওয়া যায়। আর বুখারী বলেছেন: "আমি এক লক্ষ সহীহ হাদীস এবং দুই লক্ষ গায়রে সহীহ হাদীস মুখস্থ রেখেছি।" আর তার সহীহ গ্রন্থে পুনরাবৃত্ত হাদীস সহ মোট সাত হাজার দু'শত পঁচাত্তরটি হাদীস রয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, পুনরাবৃত্ত হাদীস বাদ দিলে এগুলোর সংখ্যা চার হাজার। তবে, তাদের নিকট এই পরিভাষার অধীনে সাহাবী ও তাবেঈদের 'আসার' (বা উক্তি ও কর্ম) অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, এবং কখনো কখনো একটি হাদীসকে গণনা করা হয়

الْمَرْوِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ حَدِيثَيْنِ.

ثُمَّ إِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّحِيحِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابَيْنِ يَتَلَقَّاهَا طَالِبُهَا مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ أَحَدُ الْمُصَنَّفَاتِ الْمُعْتَمَدَةِ الْمَشْهُورَةِ لِأَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، كَأَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ، وَأَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَأَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. مَنْصُوصًا عَلَى صِحَّتِهِ فِيهَا.

وَلَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ مُجَرَّدُ كَوْنِهِ مَوْجُودًا فِي كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ، وَكِتَابِ التِّرْمِذِيِّ، وَكِتَابِ النَّسَائِيِّ، وَسَائِرِ مَنْ جَمَعَ فِي كِتَابِهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ.

وَيَكْفِي مُجَرَّدُ كَوْنِهِ مَوْجُودًا فِي كُتُبِ مَنِ اشْتَرَطَ مِنْهُمُ الصَّحِيحَ فِيمَا جَمَعَهُ، كَكِتَابِ ابْنِ خُزَيْمَةَ، وَكَذَلِكَ مَا يُوجَدُ فِي الْكُتُبِ الْمُخَرَّجَةِ عَلَى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ وَكِتَابِ مُسْلِمٍ، كَكِتَابِ أَبِي عَوَانَةَ الْإِسْفَرَائِينِيِّ، وَكِتَابِ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيِّ، وَكِتَابِ أَبِي بَكْرٍ الْبُرْقَانِيِّ، وَغَيْرِهَا، مِنْ تَتِمَّةٍ لِمَحْذُوفٍ، أَوْ زِيَادَةِ شَرْحٍ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحَادِيثِ الصَّحِيحَيْنِ. وَكَثِيرٌ مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِي (الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ) لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيْدِيِّ.

وَاعْتَنَى الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ بِالزِّيَادَةِ فِي عَدَدِ الْحَدِيثِ

দুইটি ইসনাদ (সনদ) সহ বর্ণিত দুইটি হাদীস।

অতঃপর, সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রে বুখারী ও মুসলিমের বাইরেও যে অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে, তা একজন অনুসন্ধানকারী হাদীসশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সংকলনগুলোর মধ্যে এমন কোনো সংকলন থেকে গ্রহণ করবেন যেখানে এর বিশুদ্ধতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। যেমন, আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী, আবু ঈসা আত-তিরমিযী, আবু আব্দুর রহমান আন-নাসায়ী, আবু বকর ইবন খুযাইমাহ, আবুল হাসান আদ-দারাকুতনী এবং অন্যান্যদের গ্রন্থাবলী থেকে। এর বিশুদ্ধতা তাদের মধ্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।

আর এর জন্য কেবল আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী এবং অন্যান্য যেসব সংকলক তাঁদের গ্রন্থে সহীহ ও অন্যান্য উভয় প্রকার হাদীস একত্রিত করেছেন, তাঁদের গ্রন্থে এর অস্তিত্ব থাকাই যথেষ্ট নয়।

পক্ষান্তরে, যে সমস্ত সংকলক তাঁদের সংগ্রহে কেবল সহীহ হাদীস শর্ত করেছিলেন, তাঁদের গ্রন্থে এর অস্তিত্ব থাকাই যথেষ্ট। যেমন, ইবন খুযাইমাহ-এর গ্রন্থ। একইভাবে, বুখারী ও মুসলিমের গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে সংকলিত গ্রন্থাবলীতে যা পাওয়া যায়, যেমন আবু আউয়ানা আল-ইসফারায়িনী, আবু বকর আল-ইসমাঈলী, আবু বকর আল-বুরকানী এবং অন্যান্যদের গ্রন্থে; যেখানে সহীহায়নের অনেক হাদীসের অপ্রকাশিত অংশ বা অতিরিক্ত ব্যাখ্যা সংযোজন করা হয়েছে। এর অনেক কিছুই আবু আবদুল্লাহ আল-হুমাইদী রচিত (আল-জাম‘ বাইনাস-সাহীহাইন) গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে।

আর আল-হাকিম আবু আবদুল্লাহ আল-হাফিজ হাদীসের সংখ্যাবৃদ্ধির (সংকলনের) প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন।

(ص: 22)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الصَّحِيحِ عَلَى مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَجَمَعَ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ سَمَّاهُ (الْمُسْتَدْرَكَ) أَوْدَعَهُ مَا لَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا رَآهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، قَدْ أَخْرَجَا عَنْ رُوَاتِهِ فِي كِتَابَيْهِمَا، أَوْ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَحْدَهُ، أَوْ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَحْدَهُ، وَمَا أَدَّى اجْتِهَادُهُ إِلَى تَصْحِيحِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَرْطِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

وَهُوَ وَاسِعُ الْخَطْوِ فِي شَرْطِ الصَّحِيحِ، مُتَسَاهِلٌ فِي الْقَضَاءِ بِهِ. فَالْأَوْلَى أَنْ نَتَوَسَّطَ فِي أَمْرِهِ فَنَقُولَ: مَا حَكَمَ بِصِحَّتِهِ، وَلَمْ نَجِدْ ذَلِكَ فِيهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبِيلِ الصَّحِيحِ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ، يُحْتَجُّ بِهِ وَيُعْمَلُ بِهِ، إِلَّا أَنْ تَظْهَرَ فِيهِ عِلَّةٌ تُوجِبُ ضَعْفَهُ.

وَيُقَارِبُهُ فِي حُكْمِهِ صَحِيحُ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ الْبُسْتِيِّ رحمهم الله أَجْمَعِينَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْخَامِسَةُ: الْكُتُبُ الْمُخَرَّجَةُ عَلَى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ أَوْ كِتَابِ مُسْلِمٍ رضي الله عنهما لَمْ يَلْتَزِمْ مُصَنِّفُوهَا فِيهَا مُوَافَقَتَهُمَا فِي أَلْفَاظِ الْأَحَادِيثِ

...সহীহ হাদীস, যা সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর মানদণ্ড অনুযায়ী; এবং তিনি তা একটি কিতাবে একত্রিত করেছেন যার নাম দিয়েছেন (আল-মুসতাদরাক)। এতে তিনি এমন হাদীসসমূহ অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা সহীহাইন-এর কোনোটিতে নেই, কিন্তু তিনি সেগুলোকে শাইখান (বুখারী ও মুসলিম)-এর শর্তানুযায়ী মনে করেছেন – যে সকল বর্ণনাকারীদের থেকে তাঁরা উভয়ে তাঁদের কিতাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন; অথবা (যা) কেবল বুখারীর শর্তানুযায়ী, অথবা কেবল মুসলিমের শর্তানুযায়ী, এবং যা তাঁর ইজতিহাদ অনুযায়ী সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে, যদিও তা তাঁদের উভয়ের কোনো একজনের শর্তানুযায়ী না হয়।

আর তিনি সহীহ হাদীসের শর্ত প্রয়োগে উদার এবং এর হুকুম প্রদানে শিথিলতাপূর্ণ। সুতরাং, এই বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই উত্তম। আমরা বলব: তিনি যে হাদীসকে সহীহ বলে রায় দিয়েছেন, এবং আমরা সেই বিষয়ে অন্য কোনো ইমামের মধ্যে তা পাইনি, সেটি যদি সহীহ-এর অন্তর্ভুক্ত না হয়, তবে তা হাসান-এর অন্তর্ভুক্ত, যা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় এবং এর উপর আমল করা যায়, তবে যদি এতে এমন কোনো ত্রুটি প্রকাশ পায় যা এটিকে দুর্বল করে তোলে (সেটা ভিন্ন কথা)।

আর তাঁর (আল-হাকিমের) রায়ের ক্ষেত্রে এর (আল-মুসতাদরাকের) কাছাকাছি হল আবূ হাতিম ইবন হিব্বান আল-বুসতীর সহীহ (গ্রন্থ)। আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি রহম করুন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

পঞ্চমত: যে সকল কিতাব ইমাম বুখারী বা ইমাম মুসলিমের কিতাবের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে — আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন — সেগুলোর প্রণেতাগণ তাতে হাদীসের শব্দচয়নে তাঁদের (বুখারী ও মুসলিমের) সাথে সম্পূর্ণ মিল রাখার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেননি।

بِعَيْنِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ، لِكَوْنِهِمْ رَوَوْا تِلْكَ الْأَحَادِيثَ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، طَلَبًا لِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ، فَحَصَلَ فِيهَا بَعْضُ التَّفَاوُتِ فِي الْأَلْفَاظِ.

وَهَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُونَ فِي تَصَانِيفِهِمُ الْمُسْتَقِلَّةِ كَالسُّنَنِ الْكَبِيرِ لِلْبَيْهَقِيِّ، وَشَرْحِ السُّنَّةِ لِأَبِي مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيِّ، وَغَيْرِهِمَا مِمَّا قَالُوا فِيهِ: " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَوْ مُسْلِمٌ "، فَلَا يُسْتَفَادُ بِذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَوْ مُسْلِمًا أَخْرَجَ أَصْلَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي اللَّفْظِ، وَرُبَّمَا كَانَ تَفَاوُتًا فِي بَعْضِ الْمَعْنَى، فَقَدْ وَجَدْتُ فِي ذَلِكَ مَا فِيهِ بَعْضُ التَّفَاوُتِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى.

وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى هَذَا فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْقُلَ حَدِيثًا مِنْهَا وَتَقُولَ: هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ أَوْ كِتَابِ مُسْلِمٍ، إِلَّا أَنْ تُقَابِلَ لَفْظَهُ، أَوْ يَكُونَ الَّذِي خَرَّجَهُ قَدْ قَالَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ.

بِخِلَافِ الْكُتُبِ الْمُخْتَصَرَةِ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ، فَإِنَّ مُصَنِّفِيهَا نَقَلُوا فِيهَا أَلْفَاظَ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا.

غَيْرَ أَنَّ " الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ " لِلْحُمَيْدِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ مِنْهَا يَشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَةِ تَتِمَّاتٍ لِبَعْضِ الْأَحَادِيثِ كَمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ، فَرُبَّمَا نَقَلَ مَنْ

অবিকল, কোনোরূপ বৃদ্ধি বা হ্রাস ছাড়া, কারণ তারা ইসনাদের উচ্চতা অন্বেষণে সেই হাদিসগুলো বুখারী ও মুসলিমের সূত্র ছাড়া বর্ণনা করেছেন, ফলে সেগুলোর শব্দে কিছু পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

আর এভাবেই লেখকরা তাদের স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলীতে যা সংকলন করেছেন, যেমন বায়হাকীর 'আস-সুনান আল-কাবীর' এবং আবু মুহাম্মাদ আল-বাগাওয়ীর 'শারহুস সুন্নাহ' ও অন্যান্য গ্রন্থ, যেখানে তারা বলেছেন: "এটি বুখারী অথবা মুসলিম সংকলন করেছেন।" এর দ্বারা এর চেয়ে বেশি কিছু বোঝা যায় না যে, বুখারী বা মুসলিম সেই হাদিসের মূল পাঠ সংকলন করেছেন, শব্দের মধ্যে তাদের মাঝে পার্থক্য থাকার সম্ভাবনা সহ, এবং হয়তো অর্থের কিছু পার্থক্যও থাকতে পারে। বস্তুত আমি তাতে অর্থের দিক থেকে কিছু পার্থক্য খুঁজে পেয়েছি।

আর যদি এই বিষয়ে এমনটিই হয়, তাহলে তোমার জন্য জায়েজ নয় যে, তুমি তাদের (অন্যান্য গ্রন্থকারের) থেকে কোনো হাদিস বর্ণনা করবে এবং বলবে: "এটি বুখারী বা মুসলিমের গ্রন্থে এই রূপে আছে।" যদি না তুমি তার শব্দ মিলিয়ে নাও, অথবা যিনি তা সংকলন করেছেন তিনি যদি বলে থাকেন যে, "বুখারী এই শব্দে এটি সংকলন করেছেন।"
সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) থেকে সংক্ষেপিত গ্রন্থাবলির ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। কারণ সেগুলোর রচয়িতারা তাতে সহীহাইন বা তাদের যেকোনো একটির শব্দাবলীই উদ্ধৃত করেছেন। তবে হামিদী আল-আন্দালুসীর 'আল-জামউ বাইনাস সহীহাইন' নামক গ্রন্থটি তাদের মধ্যে এমন যে, তা কিছু হাদিসের অতিরিক্ত সংযুক্তি ধারণ করে, যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং হয়তো কেউ বর্ণনা করেছে

(ص: 24)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

لَا يُمَيِّزُ بَعْضَ مَا يَجِدُهُ فِيهِ عَنِ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَهُوَ مُخْطِئٌ، لِكَوْنِهِ مِنْ تِلْكَ الزِّيَادَاتِ الَّتِي لَا وُجُودَ لَهَا فِي وَاحِدٍ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ.

ثُمَّ إِنَّ التَّخَارِيجَ الْمَذْكُورَةَ عَلَى الْكِتَابَيْنِ يُسْتَفَادُ مِنْهَا فَائِدَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: عُلُوُّ الْإِسْنَادِ. وَالثَّانِيَةُ: الزِّيَادَةُ فِي قَدْرِ الصَّحِيحِ، لِمَا يَقَعُ فِيهَا مِنْ أَلْفَاظٍ زَائِدَةٍ وَتَتِمَّاتٍ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ، تَثْبُتُ صِحَّتُهَا بِهَذِهِ التَّخَارِيجِ؛ لِأَنَّهَا وَارِدَةٌ بِالْأَسَانِيدِ الثَّابِتَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، وَخَارِجَةٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَخْرَجِ الثَّابِتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

السَّادِسَةُ: مَا أَسْنَدَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - فِي كِتَابَيْهِمَا بِالْإِسْنَادِ الْمُتَّصِلِ فَذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِصِحَّتِهِ بِلَا إِشْكَالٍ. وَأَمَّا [الْمُعَلَّقُ وَهُوَ] الَّذِي حُذِفَ مِنْ مُبْتَدَأِ إِسْنَادِهِ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ، وَأَغْلَبُ مَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ، وَهُوَ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ قَلِيلٌ جِدًّا، فَفِي بَعْضِهِ نَظَرٌ.

وَيَنْبَغِي أَنْ نَقُولَ: مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ بِلَفْظٍ فِيهِ جَزْمٌ، وَحُكْمٌ بِهِ عَلَى مَنْ عَلَّقَهُ عَنْهُ، فَقَدْ حُكِمَ بِصِحَّتِهِ عَنْهُ، مِثَالُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

তিনি তাতে (অন্য কিতাবে) যা পান, তার কিছুকে সহীহাইন বা তাদের কোনো একটি থেকে পৃথক করতে পারেন না, এবং তিনি ভুলকারী; কারণ তা সেই অতিরিক্ত বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত যার সহীহাইন-এর কোনোটিতেই অস্তিত্ব নেই।

অতঃপর, উল্লেখিত কিতাবদ্বয়ের উপর উল্লেখিত তাখারীজ থেকে দুটি উপকারিতা লাভ করা যায়: প্রথমটি: সনদ-এর উচ্চতা (আ'লা সনদ)। এবং দ্বিতীয়টি: সহীহ-এর পরিমাণে বৃদ্ধি, কারণ এতে (তাখারীজ-এ) কিছু হাদিসের অতিরিক্ত শব্দাবলী ও পরিপূরক বিষয়াবলি থাকে, যার বিশুদ্ধতা এই তাখারীজ দ্বারা প্রমাণিত হয়; কারণ এগুলি সহীহাইন বা তাদের যেকোনো একটিতে বিদ্যমান নির্ভরযোগ্য সনদসমূহের মাধ্যমে এসেছে, এবং সেই নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে নিষ্কাশিত হয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ষষ্ঠ প্রকার: যা বুখারী ও মুসলিম – আল্লাহ তাদের উভয়ের উপর রহম করুন – তাদের কিতাবদ্বয়ে মুত্তাসিল সনদ (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা পরম্পরা) সহকারে বর্ণনা করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ ছাড়াই তারা বিশুদ্ধতার রায় দিয়েছেন। আর মু'আল্লাক (সাসপেন্ডেড হাদিস) হলো, যার সনদের শুরু থেকে একজন বা একাধিক রাবী বাদ পড়েছেন, এবং এর বেশিরভাগই বুখারীর কিতাবে ঘটেছে, আর মুসলিমের কিতাবে তা অত্যন্ত কম, সুতরাং এর কিছু অংশে (বিশুদ্ধতার ব্যাপারে) পর্যালোচনা রয়েছে।

এবং আমাদের বলা উচিত: এরূপ যা কিছু দৃঢ়তাসূচক শব্দে বর্ণিত হয়েছে, এবং যার থেকে তা মু'আল্লাক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে তার প্রতি তার বিশুদ্ধতার রায় দেওয়া হয়েছে, তবে তা তার থেকে বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়েছে। যেমন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন

(ص: 25)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

- صلى الله عليه وسلم: كَذَا وَكَذَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَذَا، قَالَ مُجَاهِدٌ: كَذَا، قَالَ عَفَّانُ: كَذَا. قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: كَذَا، رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ كَذَا وَكَذَا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ.

فَكُلُّ ذَلِكَ حُكْمٌ مِنْهُ عَلَى مَنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ وَرَوَاهُ، فَلَنْ يَسْتَجِيزَ إِطْلَاقَ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا صَحَّ عِنْدَهُ ذَلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ إِذَا كَانَ الَّذِي عَلَّقَ الْحَدِيثَ عَنْهُ دُونَ الصَّحَابَةِ، فَالْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى اتِّصَالِ الْإِسْنَادِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّحَابِيِّ.

وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ فِي لَفْظِهِ جَزْمٌ وَحُكْمٌ، مِثْلَ: رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا، أَوْ رُوِيَ عَنْ فُلَانٍ كَذَا، أَوْ فِي الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا، فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ حُكْمٌ مِنْهُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ أَيْضًا. وَمَعَ ذَلِكَ فَإِيرَادُهُ لَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّحِيحِ مُشْعِرٌ بِصِحَّةِ أَصْلِهِ إِشْعَارًا يُؤْنَسُ بِهِ وَيُرْكَنُ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: এমন এমন, ইবনে আব্বাস বলেছেন: এমন, মুজাহিদ বলেছেন: এমন, আফফান বলেছেন: এমন। আল-কা'নাবি বলেছেন: এমন, আবু হুরায়রা এমন এমন বর্ণনা করেছেন, এবং এই জাতীয় অন্যান্য অভিব্যক্তি।

সুতরাং এই সবকিছুই তার পক্ষ থেকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে একটি রায় যে, তিনি তা বলেছেন ও বর্ণনা করেছেন। তিনি তা প্রয়োগ করা অনুমোদন করবেন না যতক্ষণ না তার কাছে তা সেই ব্যক্তি থেকে সহীহ প্রমাণিত হয়। অতঃপর, যদি যে ব্যক্তি হাদিসটি তার থেকে বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণের স্তর থেকে নিচে হন, তবে এর বিশুদ্ধতার রায় তার এবং সাহাবীর মধ্যে ইসনাদের ধারাবাহিকতার উপর নির্ভরশীল।

আর যে সকল শব্দে দৃঢ়তা ও রায় নেই, যেমন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন এমন বর্ণিত হয়েছে, অথবা অমুক থেকে এমন বর্ণিত হয়েছে, অথবা এই অধ্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন এমন আছে – এই ধরনের এবং এর অনুরূপ শব্দগুলোর কোনোটির মধ্যেই বর্ণিত ব্যক্তি থেকে এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তার পক্ষ থেকে কোনো রায় নেই; কারণ এই জাতীয় অভিব্যক্তি দুর্বল হাদিসের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। এতদসত্ত্বেও, সহীহ হাদিসের মাঝে এর উল্লেখ এর মূলের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে এমন একটি ইঙ্গিত দেয় যা দ্বারা ভরসা করা যায় এবং যার উপর নির্ভর করা যায়। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ثُمَّ إِنَّ مَا يَتَقَاعَدُ مِنْ ذَلِكَ عَنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ قَلِيلٌ، يُوجَدُ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ فِي مَوَاضِعَ مِنْ تَرَاجِمِ الْأَبْوَابِ دُونَ مَقَاصِدِ الْكِتَابِ وَمَوْضُوعِهِ الَّذِي يُشْعِرُ بِهِ اسْمُهُ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ، وَهُوَ (الْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ).

وَإِلَى الْخُصُوصِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ يَرْجِعُ مُطْلَقُ قَوْلِهِ: " مَا أَدْخَلْتُ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ إِلَّا مَا صَحَّ ".

وَكَذَلِكَ مُطْلَقُ قَوْلِ الْحَافِظِ أَبِي نَصْرٍ الْوَايْلِيِّ السِّجْزِيِّ: " أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ - الْفُقَهَاءُ وَغَيْرُهُمْ -[عَلَى] أَنَّ رَجُلًا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ مِمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ صَحَّ عَنْهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ لَا شَكَّ فِيهِ، أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَالْمَرْأَةُ بِحَالِهَا فِي حِبَالَتِهِ ".

وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيْدِيُّ فِي كِتَابِهِ " الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ قَوْلِهِ: " لَمْ نَجِدْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَاضِينَ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ مَنْ أَفْصَحَ لَنَا فِي جَمِيعِ مَا جَمَعَهُ بِالصِّحَّةِ إِلَّا هَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ ".

فَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِكُلِّ ذَلِكَ: مَقَاصِدُ الْكِتَابِ وَمَوْضُوعُهُ، وَمُتُونُ الْأَبْوَابِ دُونَ التَّرَاجِمِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ فِي بَعْضِهَا مَا لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ قَطْعًا.

مِثْلَ قَوْلِ الْبُخَارِيِّ: " بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ، وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ثُمَّ إِنَّ مَا يَتَقَاعَدُ مِنْ ذَلِكَ عَنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ قَلِيلٌ، يُوجَدُ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ فِي مَوَاضِعَ مِنْ تَرَاجِمِ الْأَبْوَابِ دُونَ مَقَاصِدِ الْكِتَابِ وَمَوْضُوعِهِ الَّذِي يُشْعِرُ بِهِ اسْمُهُ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ، وَهُوَ (الْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ).

তারপর, সেগুলোর মধ্যে যা সহীহ-এর শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তা অত্যন্ত নগণ্য; যা ইমাম বুখারীর কিতাবে অধ্যায় শিরোনামসমূহের (তরাজিমুল আবওয়াব) কিছু স্থানে পাওয়া যায়, কিন্তু কিতাবের মূল উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুতে নয়, যা তাঁর প্রদত্ত নাম থেকেই প্রতীয়মান হয়। আর তা হলো (আল-জামি' আল-মুসনাদ আল-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি) [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মাবলী, সুন্নাত ও ঘটনাবলী সংক্রান্ত সংকলিত, সনদযুক্ত, বিশুদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ]।

". وَإِلَى الْخُصُوصِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ يَرْجِعُ مُطْلَقُ قَوْلِهِ: " مَا أَدْخَلْتُ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ إِلَّا مَا صَحَّ

আর আমরা যে সুনির্দিষ্টতা বর্ণনা করেছি, তার এই সাধারণ উক্তিটি সেদিকেই প্রযোজ্য: "আমি আমার জামি' গ্রন্থে কেবল বিশুদ্ধ হাদিসই অন্তর্ভুক্ত করেছি।"

وَكَذَلِكَ مُطْلَقُ قَوْلِ الْحَافِظِ أَبِي نَصْرٍ الْوَايْلِيِّ السِّجْزِيِّ: " أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ - الْفُقَهَاءُ وَغَيْرُهُمْ -[عَلَى] أَنَّ رَجُلًا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ مِمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ صَحَّ عَنْهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ لَا شَكَّ فِيهِ، أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَالْمَرْأَةُ بِحَالِهَا فِي حِبَالَتِهِ ".

অনুরূপভাবে, হাফিজ আবু নাসর আল-ওয়াইলি আস-সিজযীর সাধারণ উক্তিটিও: "জ্ঞানীরা — ফকীহগণ ও অন্যান্যরা— সর্বসম্মতভাবে একমত যে, যদি কোনো ব্যক্তি তালাকের কসম করে বলে যে, বুখারীর কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তার সবই তাঁর থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তা বলেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই, তাহলে সে হানাছ করবে না (তার কসম ভঙ্গ হবে না) এবং তার স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধনেই থাকবে।"

وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيْدِيُّ فِي كِتَابِهِ " الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ قَوْلِهِ: " لَمْ نَجِدْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَاضِينَ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ مَنْ أَفْصَحَ لَنَا فِي جَمِيعِ مَا جَمَعَهُ بِالصِّحَّةِ إِلَّا هَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ ".

অনুরূপভাবে, আবু আব্দুল্লাহ আল-হুমাইদী তাঁর গ্রন্থ "আল-জাম' বাইনাস সহীহাইন"-এ যা উল্লেখ করেছেন, তাঁর এই উক্তিটি: "আমরা অতীত ইমামগণের (আল্লাহ তাঁদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন) মধ্যে এমন কাউকে পাইনি, যিনি তাঁর সংগৃহীত সকল বিষয়কে বিশুদ্ধ বলে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন এই দুই ইমাম ব্যতীত।"

فَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِكُلِّ ذَلِكَ: مَقَاصِدُ الْكِتَابِ وَمَوْضُوعُهُ، وَمُتُونُ الْأَبْوَابِ دُونَ التَّرَاجِمِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ فِي بَعْضِهَا مَا لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ قَطْعًا.

অতএব, এসব কিছুর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: কিতাবের মূল উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু, এবং অধ্যায়সমূহের মূল হাদিস (মতূনুল আবওয়াব), শিরোনামসমূহ (তরাজিম) ও এর অনুরূপ বিষয়াবলি নয়; কারণ সেগুলোর (শিরোনাম ইত্যাদির) কিছু অংশে এমন কিছু আছে যা নিশ্চিতরূপে সেগুলোর (মূল উদ্দেশ্য/হাদিসের) অন্তর্ভুক্ত নয়।

مِثْلَ قَوْلِ الْبُخَارِيِّ: " بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ، وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

যেমন ইমাম বুখারীর উক্তি: "উরুর বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, এবং ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তার অধ্যায়।"

وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " الْفَخِذُ عَوْرَةٌ ".
وَقَوْلُهُ فِي أَوَّلِ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْغُسْلِ: " وَقَالَ بَهْزُ [بْنُ حَكِيمٍ]، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ "، فَهَذَا قَطْعًا لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُورِدْهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ خَافٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
السَّابِعَةُ: وَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ إِلَى مَا خَرَّجَهُ الْأَئِمَّةُ فِي تَصَانِيفِهِمُ الْكَافِلَةِ بِبَيَانِ ذَلِكَ - كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ - فَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَى أَقْسَامِهِ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ.
فَأَوَّلُهَا: صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا.
الثَّانِي: صَحِيحٌ انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ، أَيْ عَنْ مُسْلِمٍ.
الثَّالِثُ: صَحِيحٌ انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ، أَيْ عَنِ الْبُخَارِيِّ.
الرَّابِعُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا لَمْ يُخْرِجَاهُ.
الْخَامِسُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ لَمْ يُخْرِجْهُ.
السَّادِسُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ لَمْ يُخْرِجْهُ.
السَّابِعُ:

এবং জারহাদ ও মুহাম্মাদ ইবনু জাহশ (রাঃ) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে: "উরূ 'আওরাত (লজ্জাস্থান)।"

এবং গোসলের অধ্যায়সমূহের প্রথম অধ্যায়ে তাঁর (বুখারীর) উক্তি: "এবং বাহয [ইবনু হাকীম] তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: "আল্লাহই সবচেয়ে বেশি হকদার যে, তাঁর থেকে লজ্জা করা হোক।" এটি নিঃসন্দেহে তাঁর (বুখারীর) শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এ কারণেই হুমাইদী তাঁর সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) সংকলনে এটিকে উল্লেখ করেননি। সুতরাং এটি জেনে রাখুন, কারণ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় বিষয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

সপ্তম: আর যখন সহীহ (হাদীস) জানার বিষয়টি সেই পর্যন্ত পৌঁছায় যা ইমামগণ তাঁদের গ্রন্থাবলীতে সংকলন করেছেন, যা এর ব্যাখ্যা প্রদানের নিশ্চয়তা দেয় – যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে – তখন এর বিভাগসমূহ সম্পর্কে সতর্ক করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, এই বিবেচনার ভিত্তিতে।

সুতরাং প্রথমটি: সহীহ যা বুখারী ও মুসলিম উভয়ই বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়টি: সহীহ যা বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ মুসলিম ব্যতীত।

তৃতীয়টি: সহীহ যা মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ বুখারী ব্যতীত।

চতুর্থটি: সহীহ যা তাঁদের (বুখারী ও মুসলিমের) শর্ত অনুযায়ী, কিন্তু তাঁরা উভয়ে তা বর্ণনা করেননি।

পঞ্চমটি: সহীহ যা বুখারীর শর্ত অনুযায়ী, কিন্তু তিনি তা বর্ণনা করেননি।

ষষ্ঠটি: সহীহ যা মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী, কিন্তু তিনি তা বর্ণনা করেননি।

সপ্তম:

(ص: 28)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

صَحِيحٌ عِنْدَ غَيْرِهِمَا، وَلَيْسَ عَلَى شَرْطِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

هَذِهِ أُمَّهَاتُ أَقْسَامِهِ، وَأَعْلَاهَا الْأَوَّلُ، وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ كَثِيرًا: " صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ". يُطْلِقُونَ ذَلِكَ وَيَعْنُونَ بِهِ اتِّفَاقَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، لَا اتِّفَاقَ

الْأُمَّةِ عَلَيْهِ. لَكِنَّ اتِّفَاقَ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ لَازِمٌ مِنْ ذَلِكَ وَحَاصِلٌ مَعَهُ، لِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ عَلَى تَلَقِّي مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ بِالْقَبُولِ.

وَهَذَا الْقِسْمُ جَمِيعُهُ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ وَالْعِلْمُ الْيَقِينِيُّ النَّظَرِيُّ وَاقِعٌ بِهِ. خِلَافًا لِقَوْلِ مَنْ نَفَى ذَلِكَ، مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ فِي أَصْلِهِ إِلَّا الظَّنَّ، وَإِنَّمَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ، وَالظَّنُّ قَدْ يُخْطِئُ.

وَقَدْ كُنْتُ أَمِيلُ إِلَى هَذَا وَأَحْسَبُهُ قَوِيًّا، ثُمَّ بَانَ لِي أَنَّ الْمَذْهَبَ الَّذِي اخْتَرْنَاهُ أَوَّلًا هُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ ظَنَّ مَنْ هُوَ مَعْصُومٌ مِنَ الْخَطَأِ لَا يُخْطِئُ. وَالْأُمَّةُ فِي إِجْمَاعِهَا مَعْصُومَةٌ مِنَ الْخَطَأِ، وَلِهَذَا كَانَ الْإِجْمَاعُ الْمُنْبَنِي عَلَى الِاجْتِهَادِ حُجَّةً مَقْطُوعًا بِهَا، وَأَكْثَرُ إِجْمَاعَاتِ الْعُلَمَاءِ كَذَلِكَ.

তাদের (বুখারী ও মুসলিম) ভিন্ন অন্য মুহাদ্দিসদের নিকট এটি সহীহ, তবে তাদের উভয়ের কারোর শর্তানুযায়ী নয়।

এগুলি তার প্রধান প্রকারভেদসমূহ, এবং এর মধ্যে সর্বোচ্চ হলো প্রথম প্রকার, যার সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ প্রায়শই বলেন: "সহীহুন মুত্তাফাকুন আলাইহি" (সহীহ, যার উপর ঐকমত্য রয়েছে)। তাঁরা এটি দ্বারা বুখারী ও মুসলিমের ঐকমত্য বোঝান, উম্মতের ঐকমত্য নয়। কিন্তু উম্মতের ঐকমত্য এর থেকে অবশ্যম্ভাবী এবং এর সাথে অর্জিত, কারণ উম্মত বুখারী ও মুসলিমের ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়গুলিকে গ্রহণ করার ব্যাপারে একমত।

এই সম্পূর্ণ প্রকারটি তার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নিশ্চিত এবং এর মাধ্যমে তাত্ত্বিক সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়। যারা এটিকে অস্বীকার করেছেন, তাদের মতামতের বিপরীতে এটি, যারা এই যুক্তি দেন যে, এটি মূলত কেবল অনুমান (জান্ন) প্রদান করে, এবং উম্মত এটিকে কেবল এই কারণে গ্রহণ করেছে যে, তাদের জন্য অনুমান অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক, আর অনুমান ভুলও হতে পারে।

আমি পূর্বে এই মতের দিকেই ঝুঁকেছিলাম এবং এটিকে শক্তিশালী বলে মনে করতাম, কিন্তু পরবর্তীতে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমরা শুরুতে যে মতটি বেছে নিয়েছিলাম, সেটিই সঠিক। কারণ যিনি ভুলের ঊর্ধ্বে (মা'সুম), তার অনুমান ভুল হতে পারে না। আর উম্মত তাদের ইজমার (ঐকমত্যের) ক্ষেত্রে ভুলের ঊর্ধ্বে (মা'সুমা)। এই কারণেই ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে গঠিত ইজমা একটি সুনিশ্চিত প্রমাণ, এবং অধিকাংশ উলামার ইজমাও এমনই।

وَهَذِهِ نُكْتَةٌ نَفِيسَةٌ نَافِعَةٌ. وَمِنْ فَوَائِدِهَا: الْقَوْلُ بِأَنَّ مَا انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ أَوْ مُسْلِمٌ مُنْدَرِجٌ فِي قَبِيلِ مَا يُقْطَعُ بِصِحَّتِهِ لِتَلَقِّي الْأُمَّةِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ كِتَابَيْهِمَا بِالْقَبُولِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَصَّلْنَاهُ مِنْ حَالِهِمَا فِيمَا سَبَقَ، سِوَى أَحْرُفٍ يَسِيرَةٍ تَكَلَّمَ عَلَيْهَا بَعْضُ أَهْلِ النَّقْدِ مِنَ الْحُفَّاظِ، كَالدَّارَقُطْنِيِّ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّامِنَةُ: إِذَا ظَهَرَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ انْحِصَارُ طَرِيقِ مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ الْآنَ فِي مُرَاجَعَةِ الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ، فَسَبِيلُ مَنْ أَرَادَ الْعَمَلَ أَوِ الِاحْتِجَاجَ بِذَلِكَ - إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَسُوغُ لَهُ الْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ، أَوِ الِاحْتِجَاجُ بِهِ لِذِي مَذْهَبٍ - أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَصْلٍ قَدْ قَابَلَهُ هُوَ أَوْ ثِقَةٍ غَيْرِهِ بِأُصُولٍ صَحِيحَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ، مَرْوِيَّةٍ بِرِوَايَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ، لِيَحْصُلَ لَهُ بِذَلِكَ - مَعَ اشْتِهَارِ هَذِهِ الْكُتُبِ وَبُعْدِهَا عَنْ أَنْ تُقْصَدَ بِالتَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ - الثِّقَةُ بِصِحَّةِ مَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْأُصُولُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الثَّانِي

مَعْرِفَةُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَدِيثِ

رُوِّينَا عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ رحمه الله أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ حِكَايَتِهِ أَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَ أَهْلِهِ يَنْقَسِمُ إِلَى الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا:

এটি একটি মূল্যবান ও উপকারী সূক্ষ্ম বিষয়, এবং এর অন্যতম ফায়দা হলো: এই মত যে, বুখারী অথবা মুসলিম এককভাবে যা বর্ণনা করেছেন, তা এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা নিশ্চিতভাবে সহীহ বলে গণ্য, কেননা উম্মাহ তাদের উভয় কিতাবের প্রতিটি বর্ণনাকে গ্রহণ করেছে যেভাবে আমরা পূর্বে তাদের অবস্থা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। তবে সামান্য কিছু বর্ণনার কথা স্বতন্ত্র, যা দারাকুতনী ও অন্যান্য হাফেযদের ন্যায় কিছু সমালোচক আলোচনা করেছেন, এবং এই বিষয়ে পারদর্শীগণের নিকট তা সুবিদিত। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

অষ্টম প্রকার: যখন আমরা যা উপস্থাপন করেছি, তা দ্বারা সহীহ ও হাসান হাদীস জানার পদ্ধতি এখন সহীহাইন এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ পর্যালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে স্পষ্ট হয়েছে, তখন যারা এর উপর আমল করতে বা দলীল হিসেবে পেশ করতে ইচ্ছুক – যদি তারা এমন

ব্যক্তি হন যাদের জন্য হাদীসের উপর আমল করা বা কোনো মাযহাবের জন্য তা দিয়ে দলীল পেশ করা বৈধ – তাদের উচিত এমন মূল কিতাবের দিকে ফিরে যাওয়া যা সে নিজে অথবা অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি একাধিক সহীহ ও বহুবিধ বর্ণনাযুক্ত মূল কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখেছেন, যাতে এর দ্বারা – এই কিতাবগুলোর সুপ্রসিদ্ধি এবং পরিবর্তন ও বিকৃতির উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত থাকার কারণে – সেই মূল কিতাবগুলোতে যা সম্মত হয়েছে তার বিশুদ্ধতার প্রতি আস্থা অর্জিত হয়। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

দ্বিতীয় প্রকার

হাসান হাদীসের পরিচিতি

আমরা আবু সুলায়মান আল-খাত্তাবী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি হাদীস শাস্ত্রের অভিজ্ঞদের মতে হাদীসকে পূর্বে উল্লেখিত তিন প্রকারে বিভক্ত করার কথা উল্লেখ করার পর বলেছেন:

(ص: 30)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

" الْحَسَنُ مَا عُرِفَ مُخْرَجُهُ وَاشْتَهَرَ رِجَالُهُ ". قَالَ: " وَعَلَيْهِ مَدَارُ أَكْثَرِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَيَسْتَعْمِلُهُ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ ".

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ يُرِيدُ بِالْحَسَنِ " أَنْ لَا يَكُونَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ، وَلَا يَكُونُ حَدِيثًا شَاذًّا، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُ ذَلِكَ ".

وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: " الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ ضَعْفٌ قَرِيبٌ مُحْتَمَلٌ هُوَ الْحَدِيثُ الْحَسَنُ، وَيَصْلُحُ لِلْعَمَلِ بِهِ ".

قُلْتُ: كُلُّ هَذَا مُسْتَبْهَمٌ لَا يَشْفِي الْغَلِيلَ، وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ مَا يَفْصِلُ الْحَسَنَ مِنَ الصَّحِيحِ.

"হাসান" (হাদীস) হলো এমন, যার উৎস পরিচিত এবং যার বর্ণনাকারীরা সুপরিচিত। তিনি বললেন: এর উপরই অধিকাংশ হাদীসের ভিত্তি, এবং এটিই অধিকাংশ উলামা গ্রহণ করেন, আর সাধারণ ফুকাহাগণ এর উপর আমল করেন।

আর আবু ঈসা তিরমিযী রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি "হাসান" দ্বারা উদ্দেশ্য করেন যে, এর সনদে এমন কোনো বর্ণনাকারী থাকবে না যাকে মিথ্যা বলার জন্য অভিযুক্ত করা হয়, এবং এটি শা'জ হাদীস হবে না, আর এর অনুরূপ অন্য কোনো সূত্র থেকেও বর্ণিত হবে।
আর কিছু পরবর্তী যুগের আলেমগণ (মুতাআখখিরীন) বলেছেন: যে হাদীসে সামান্য দুর্বলতা রয়েছে যা গ্রহণযোগ্য, সেটাই হলো হাদীসে হাসান, এবং এর উপর আমল করা যায়।
আমি বলি: এসবই অস্পষ্ট, যা তৃষ্ণা নিবারণ করে না। আর তিরমিযী ও খাত্তাবী যা উল্লেখ করেছেন তাতে এমন কিছু নেই যা হাসানকে সহীহ থেকে পৃথক করে।

(ص: 31)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَقَدْ أَمْعَنْتُ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ وَالْبَحْثَ، جَامِعًا بَيْنَ أَطْرَافِ كَلَامِهِمْ، مُلَاحِظًا مَوَاقِعَ اسْتِعْمَالِهِمْ، فَتَنَقَّحَ لِي وَاتَّضَحَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْحَسَنَ قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا: الْحَدِيثُ الَّذِي لَا يَخْلُو رِجَالُ إِسْنَادِهِ مِنْ مَسْتُورٍ لَمْ تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مُغَفَّلًا كَثِيرَ الْخَطَأِ فِيمَا يَرْوِيهِ، وَلَا هُوَ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ، أَيْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَعَمُّدُ الْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ وَلَا سَبَبٌ آخَرُ مُفَسِّقٌ، وَيَكُونُ مَتْنُ الْحَدِيثِ مَعَ ذَلِكَ قَدْ عُرِفَ بِأَنْ رُوِيَ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى اعْتَضَدَ بِمُتَابَعَةِ مَنْ تَابَعَ رَاوِيَهُ عَلَى مِثْلِهِ، أَوْ بِمَا لَهُ مِنْ شَاهِدٍ، وَهُوَ وُرُودُ حَدِيثٍ آخَرَ بِنَحْوِهِ، فَيَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ شَاذًّا وَمُنْكَرًا، وَكَلَامُ التِّرْمِذِيِّ عَلَى هَذَا الْقِسْمِ يَتَنَزَّلُ.
الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ رِجَالِ الصَّحِيحِ، لِكَوْنِهِ يَقْصُرُ عَنْهُمْ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْتَفِعُ عَنْ حَالِ مَنْ يُعَدُّ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ

আমি এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করেছি, তাদের বিভিন্ন উক্তি একত্রিত করে এবং তাদের প্রয়োগস্থলগুলো পর্যবেক্ষণ করে; অতঃপর আমার নিকট পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, হাসান হাদীস দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: সেই হাদীস, যার সনদ-পুরুষদের মধ্যে এমন ‘মাস্তর’ (যার যোগ্যতা পুরোপুরি প্রমাণিত হয়নি) রয়েছে, তবে সে তার বর্ণনায় অধিক ভুলকারী বা গাফেল নয় এবং হাদীস বর্ণনায় মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত নয়। অর্থাৎ, তার থেকে হাদীসে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলা বা ফাসিক (পাপী) সাব্যস্ত করার মতো অন্য কোনো কারণ প্রকাশ পায়নি। এতদসত্ত্বেও হাদীসের মূল পাঠ এই কারণে পরিচিতি লাভ করেছে যে, অনুরূপ বা প্রায় অনুরূপ হাদীস অন্য এক বা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, এমনকি তা তার বর্ণনাকারীর অনুরূপ বর্ণনার মাধ্যমে সমর্থন লাভ করেছে অথবা তার ‘শাহেদ’ (সমর্থক বর্ণনা) দ্বারা—যা হলো প্রায় অনুরূপ আরেকটি হাদীসের আগমন। ফলে তা ‘শায’ (বিরল) ও ‘মুনকার’ (অস্বীকার্য) হওয়ার পর্যায় থেকে বেরিয়ে আসে। ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য এই প্রকারের উপর প্রযোজ্য হয়।
দ্বিতীয় প্রকার: যার বর্ণনাকারী সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য প্রসিদ্ধ, তবে সে সহীহ-পুরুষদের স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়নি; কারণ সে তাদের চেয়ে স্মৃতিশক্তি ও দৃঢ়তায় কম। এতদসত্ত্বেও সে এমন ব্যক্তির অবস্থা থেকে উচ্চতর যেখানে তার একক বর্ণনা বিবেচিত হয়...

(ص: 32)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

حَدِيثِهِ مُنْكَرًا، وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ هَذَا - مَعَ سَلَامَةِ الْحَدِيثِ مِنْ أَنْ يَكُونَ شَاذًّا وَمُنْكَرًا - سَلَامَتُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّلًا.

وَعَلَى الْقِسْمِ الثَّانِي يَتَنَزَّلُ كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ.

فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ جَامِعٌ لِمَا تَفَرَّقَ فِي كَلَامِ مَنْ بَلَغَنَا كَلَامُهُ فِي ذَلِكَ، وَكَأَنَّ التِّرْمِذِيَّ ذَكَرَ أَحَدَ نَوْعَيِ الْحَسَنِ، وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ النَّوْعَ الْآخَرَ، مُقْتَصِرًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا رَأَى أَنَّهُ يُشْكِلُ، مُعْرِضًا عَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُشْكِلُ. أَوْ أَنَّهُ غَفَلَ عَنِ الْبَعْضِ وَذَهِلَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، هَذَا تَأْصِيلُ ذَلِكَ.

وَنُوَضِّحُهُ بِتَنْبِيهَاتٍ وَتَفْرِيعَاتٍ

أَحَدُهَا: الْحَسَنُ يَتَقَاصَرُ عَنِ الصَّحِيحِ فِي أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ شَرْطِهِ: أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ رُوَاتِهِ قَدْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُمْ وَضَبْطُهُمْ وَإِتْقَانُهُمْ، إِمَّا بِالنَّقْلِ الصَّرِيحِ، أَوْ بِطَرِيقِ الِاسْتِفَاضَةِ، عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَذَلِكَ غَيْرُ مُشْتَرَطٍ فِي الْحَسَنِ، فَإِنَّهُ

يُكْتَفَى فِيهِ بِمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنْ مَجِيءِ الْحَدِيثِ مِنْ وُجُوهٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ.

وَإِذَا اسْتَبْعَدَ ذَلِكَ مِنَ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ مُسْتَبْعِدٌ ذَكَرْنَا لَهُ نَصَّ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فِي مَرَاسِيلِ التَّابِعِينَ: أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهَا الْمُرْسَلُ الَّذِي جَاءَ نَحْوُهُ مُسْنَدًا، وَكَذَلِكَ لَوْ وَافَقَهُ مُرْسَلٌ آخَرُ، أَرْسَلَهُ مَنْ

তার হাদিসটি মুনকার (অস্বীকৃত) হবে। এবং এই সবকিছুর মধ্যে – হাদিসটি শাʾ (বিরল) বা মুনকার হওয়া থেকে মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে – এটিকে মুআল্লাল (ত্রুটিপূর্ণ) হওয়া থেকেও মুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়।

আর দ্বিতীয় প্রকারের উপর আল-খাত্তাবীর বক্তব্য প্রযোজ্য।

আমরা যা উল্লেখ করেছি তা হলো, যারা এ বিষয়ে আমাদের কাছে তাদের বক্তব্য পৌঁছেছে, তাদের বিক্ষিপ্ত বক্তব্যসমূহের একটি সারসংক্ষেপ। মনে হয় যেন তিরমিযী হাসানের দু'টি প্রকারের একটি উল্লেখ করেছেন, আর খাত্তাবী অন্য প্রকারটি উল্লেখ করেছেন। তাদের প্রত্যেকেই শুধু সেই বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ ছিলেন যা তাদের কাছে সমস্যাপূর্ণ মনে হয়েছিল, আর যা সমস্যাপূর্ণ মনে হয়নি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। অথবা তারা কেউ কেউ কিছু অংশ ভুলে গিয়েছিলেন এবং অসাবধান ছিলেন, আল্লাহই ভালো জানেন। এটিই এর মূলনীতি। এবং আমরা সতর্কীকরণ ও শাখা-প্রশাখা দ্বারা এটি স্পষ্ট করব।

প্রথমত: হাসান হাদিস সহীহ হাদিস থেকে এই দিক দিয়ে নিম্নমানের যে, সহীহ হাদিসের শর্ত হলো: এর সকল বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা (আদালাত), স্মৃতির প্রখরতা (দাবত) এবং বিশুদ্ধতা (ইতকান) প্রমাণিত হতে হবে, হয় স্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা, অথবা প্রসিদ্ধি (ইস্তিফাদা) দ্বারা, যা আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করব। কিন্তু হাসানে এটি শর্ত নয়। বরং এতে পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন সূত্রে হাদিসের আগমন এবং এর আগে ব্যাখ্যা করা অন্যান্য বিষয়ই যথেষ্ট।

এবং যদি শাফিঈ ফকীহগণের মধ্যে কেউ এটি দূরবর্তী মনে করেন, তবে আমরা তাকে শাফিঈ (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর বক্তব্য স্মরণ করিয়ে দেব তাবেয়ীগণের মুরসাল হাদিস সম্পর্কে: যে মুরসাল হাদিসের অনুরূপ অন্য কোনো মুসনাদ হাদিস এসেছে তা গ্রহণযোগ্য, এবং অনুরূপভাবে যদি তাকে অন্য কোনো মুরসাল হাদিস সমর্থন করে, যা বর্ণনা করেছেন এমন কেউ যে

أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ غَيْرِ رِجَالِ التَّابِعِيِّ الْأَوَّلِ فِي كَلَامٍ لَهُ ذَكَرَ فِيهِ وُجُوهًا مِنَ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى صِحَّةِ مُخْرَجِ الْمُرْسَلِ لِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.

وَذَكَرْنَا لَهُ أَيْضًا مَا حَكَاهُ الْإِمَامُ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْمَسْتُورِ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمَسْتُورِ، وَلِذَلِكَ وَجْهٌ مُتَّجِهٌ، كَيْفَ وَإِنَّا لَمْ نَكْتَفِ فِي الْحَدِيثِ الْحَسَنِ بِمُجَرَّدِ رِوَايَةِ الْمَسْتُورِ عَلَى مَا سَبَقَ آنِفًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّانِي: لَعَلَّ الْبَاحِثَ الْفَهِمَ يَقُولُ: إِنَّا نَجِدُ أَحَادِيثَ مَحْكُومًا بِضَعْفِهَا مَعَ كَوْنِهَا قَدْ رُوِيَتْ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ مِنْ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ مِثْلَ حَدِيثِ: " الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ " وَنَحْوِهِ، فَهَلَّا جَعَلْتُمْ ذَلِكَ وَأَمْثَالَهُ مِنْ

তিনি ইলম (জ্ঞান) গ্রহণ করেছেন প্রথম তাবিঈদের রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) বাইরে থেকে। তাঁর এক আলোচনায় তিনি মুরসাল (হাদীস)-এর বিশুদ্ধতার উপর প্রমাণ পেশ করার জন্য বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেছেন, কেননা এটি অন্য একটি সূত্রেও এসেছে।

এবং আমরা তাঁর জন্য আরও উল্লেখ করেছি যা ইমাম আবুল মুজাফফর সাম'আনী ও অন্যান্যরা শাফিঈ'র কিছু শিষ্য থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মাসতূর (যার আভ্যন্তরীণ অবস্থা অজানা) ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য, যদিও মাসতূর ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর এর একটি সুসংগত দিকও রয়েছে। তা কীভাবে সম্ভব, অথচ আমরা হাছান হাদীসের ক্ষেত্রে কেবল মাসতূর ব্যক্তির বর্ণনার উপর নির্ভর করিনি, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

দ্বিতীয়ত: সম্ভবত বিচক্ষণ গবেষক বলবেন: আমরা এমন হাদীস পাই যেগুলিকে যঈফ (দুর্বল) হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, অথচ সেগুলি বহু সূত্র থেকে অসংখ্য সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে, যেমন "দুটি কান মাথার অংশ" হাদীসটি এবং এর অনুরূপ অন্যান্য হাদীস। তাহলে কেন আপনারা এগুলি এবং এদের মতো অন্যান্য হাদীসগুলিকে ...

نَوْعِ الْحَسَنِ، لِأَنَّ بَعْضَ ذَلِكَ عَضَّدَ بَعْضًا، كَمَا قُلْتُمْ فِي نَوْعِ الْحَسَنِ عَلَى مَا سَبَقَ آنِفًا.
وَجَوَابُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ ضَعْفٍ فِي الْحَدِيثِ يَزُولُ بِمَجِيئِهِ مِنْ وُجُوهٍ، بَلْ ذَلِكَ يَتَفَاوَتُ:
فَمِنْهُ ضَعْفٌ يُزِيلُهُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ ضَعْفُهُ نَاشِئًا مِنْ ضَعْفِ حِفْظِ رَاوِيهِ، مَعَ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالدِّيَانَةِ. فَإِذَا رَأَيْنَا مَا رَوَاهُ قَدْ جَاءَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَرَفْنَا أَنَّهُ مِمَّا قَدْ حَفِظَهُ، وَلَمْ يَخْتَلَّ فِيهِ ضَبْطُهُ لَهُ. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ ضَعْفُهُ مِنْ حَيْثُ الْإِرْسَالُ زَالَ بِنَحْوِ ذَلِكَ، كَمَا فِي الْمُرْسَلِ الَّذِي يُرْسِلُهُ إِمَامٌ حَافِظٌ، إِذْ فِيهِ ضَعْفٌ قَلِيلٌ، يَزُولُ بِرِوَايَتِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
وَمِنْ ذَلِكَ ضَعْفٌ لَا يَزُولُ بِنَحْوِ ذَلِكَ، لِقُوَّةِ الضَّعْفِ وَتَقَاعُدِ هَذَا الْجَابِرِ عَنْ جَبْرِهِ وَمُقَاوَمَتِهِ. وَذَلِكَ كَالضَّعْفِ الَّذِي يَنْشَأُ مِنْ كَوْنِ الرَّاوِي مُتَّهَمًا بِالْكَذِبِ، أَوْ كَوْنِ الْحَدِيثِ شَاذًّا.
وَهَذِهِ جُمْلَةٌ تَفَاصِيلُهَا تُدْرَكُ بِالْمُبَاشَرَةِ وَالْبَحْثِ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مِنَ النَّفَائِسِ الْعَزِيزَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الثَّالِثُ: إِذَا كَانَ رَاوِي الْحَدِيثِ مُتَأَخِّرًا عَنْ دَرَجَةِ أَهْلِ الْحِفْظِ

হাসান প্রকারের (হাদীস) মতো, কারণ তার কিছু অংশ অন্য কিছুকে সমর্থন/শক্তিশালী করেছে, যেমনটি আপনারা হাসানের প্রকার সম্পর্কে পূর্বে উল্লিখিত আলোচনায় বলেছেন।
আর এর উত্তর হলো যে, হাদীসের প্রত্যেক দুর্বলতা তার বিভিন্ন সূত্রে আগমন দ্বারা দূরীভূত হয় না, বরং তা ভিন্ন ভিন্ন হয়:
সুতরাং তার মধ্যে এমন দুর্বলতাও রয়েছে যা এর দ্বারা দূরীভূত হয়; যেমন, যখন দুর্বলতা বর্ণনাকারীর দুর্বল স্মৃতিশক্তির কারণে উদ্ভূত হয়, অথচ সে সত্যবাদী ও দ্বীনদারদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর যখন আমরা দেখব যে, সে যা বর্ণনা করেছে তা অন্য একটি সূত্রেও এসেছে, তখন আমরা জানব যে, তা সে মুখস্থ রেখেছে এবং তার সংরক্ষণ ত্রুটিযুক্ত হয়নি। একইভাবে যখন তার দুর্বলতা ইরসাল (সনদের বিচ্ছিন্নতা) জনিত হয়, তখন তা অনুরূপভাবে দূরীভূত হয়, যেমন মুরসাল হাদীসের ক্ষেত্রে, যা একজন ইমাম হাফিয (বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস) বর্ণনা করেন, কারণ এতে সামান্য দুর্বলতা থাকে, যা অন্য সূত্রে তার বর্ণনার দ্বারা দূরীভূত হয়।

আর তার মধ্যে এমন দুর্বলতাও রয়েছে যা অনুরূপভাবে দূরীভূত হয় না, দুর্বলতার তীব্রতার কারণে এবং এই সমর্থনকারী তার দুর্বলতা দূর করতে ও প্রতিরোধ করতে অক্ষম হওয়ার কারণে। আর তা হলো সেই দুর্বলতা যা উদ্ভূত হয় যখন বর্ণনাকারী মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত থাকে, অথবা যখন হাদীসটি শা'য হয়।

আর এটি একটি সারসংক্ষেপ, যার বিস্তারিত বিষয় প্রত্যক্ষ অনুশীলন ও গবেষণার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। সুতরাং তা জেনে রাখো, কারণ এটি দুর্লভ মূল্যবান জ্ঞানসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তৃতীয়ত: যখন হাদীসের বর্ণনাকারী আহলুল হিফয (প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী) দের মর্যাদা থেকে পিছিয়ে থাকে।

(ص: 35)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَالْإِتْقَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالصِّدْقِ وَالسَّتْرِ، وَرُوِيَ مَعَ ذَلِكَ حَدِيثُهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، فَقَدِ اجْتَمَعَتْ لَهُ الْقُوَّةُ مِنَ الْجِهَتَيْنِ، وَذَلِكَ يُرَقِّي حَدِيثَهُ مِنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ إِلَى دَرَجَةِ الصَّحِيحِ.

مِثَالُهُ: حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ".

فَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالصِّدْقِ وَالصِّيَانَةِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْإِتْقَانِ، حَتَّى ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ جِهَةِ سُوءِ حِفْظِهِ، وَوَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ لِصِدْقِهِ وَجَلَالَتِهِ، فَحَدِيثُهُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ حَسَنٌ. فَلَمَّا انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ كَوْنُهُ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ، زَالَ بِذَلِكَ مَا كُنَّا نَخْشَاهُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ سُوءِ حِفْظِهِ، وَانْجَبَرَ بِهِ ذَلِكَ النَّقْصُ الْيَسِيرُ، فَصَحَّ هَذَا الْإِسْنَادُ وَالْتَحَقَ بِدَرَجَةِ الصَّحِيحِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الرَّابِعُ: كِتَابُ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ رحمه الله أَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ

এবং নির্ভুলতার, তবে তিনি সত্যবাদিতা ও সতর (দোষ গোপন) করার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং এর সাথে তার হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ফলে তার জন্য উভয় দিক থেকে

শক্তি একত্রিত হয়েছে। আর এটি তার হাদীসকে 'হাসান' পর্যায় থেকে 'সহীহ' পর্যায়ে উন্নীত করে।

এর উদাহরণ: মুহাম্মাদ ইবনে আমর, আবূ সালামাহ্ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রাহ্ থেকে বর্ণিত হাদীস, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো, তবে আমি তাদের প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"

মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আলক্বামাহ্ সত্যবাদিতা ও হেফাযতের (বর্ণনার) জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনি নির্ভুল বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। এমনকি কেউ কেউ তার খারাপ স্মৃতির কারণে তাকে দুর্বল বলেছেন, আর কেউ কেউ তার সত্যবাদিতা ও মর্যাদার কারণে তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। সুতরাং এই দিক থেকে তার হাদীস 'হাসান' (শ্রেণির)। এরপর যখন এর সাথে যোগ হলো যে, তা (হাদীসটি) অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, তখন এর মাধ্যমে তার খারাপ স্মৃতির কারণে আমরা যা আশঙ্কা করতাম, তা দূরীভূত হলো, এবং এই সামান্য দুর্বলতা এর দ্বারা পূরণ হয়ে গেল, ফলে এই সনদ সহীহ্ হয়ে গেল এবং সহীহ্ এর পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হলো। আর আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

চতুর্থটি: আবূ ঈসা তিরমিযীর কিতাব (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) জানার জন্য একটি মূল ভিত্তি

الْحَدِيثِ الْحَسَنِ وَهُوَ الذى نَوَّهَ بِاسْمِهِ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ فِي جَامِعِهِ.

وَيُوجَدُ فِي مُتَفَرِّقَاتٍ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ مَشَايِخِهِ وَالطَّبَقَةِ الَّتِي قَبْلَهُ، كَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالْبُخَارِيِّ، وَغَيْرِهِمَا.

وَتَخْتَلِفُ النُّسَخُ مِنْ كِتَابِ التِّرْمِذِيِّ فِي قَوْلِهِ: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ". أَوْ: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ " وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَيَنْبَغِي أَنْ تُصَحِّحَ أَصْلَكَ بِهِ بِجَمَاعَةِ أُصُولٍ، وَتَعْتَمِدَ عَلَى مَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ.

وَنَصَّ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ.

وَمِنْ مَظَانِّهِ سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " ذَكَرْتُ فِيهِ الصَّحِيحَ وَمَا يُشْبِهُهُ وَيُقَارِبُهُ ". وَرُوِّينَا عَنْهُ أَيْضًا مَا مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَذْكُرُ فِي كُلِّ بَابٍ أَصَحَّ مَا عَرَفَهُ فِي ذَلِكَ الْبَابِ. وَقَالَ: " مَا كَانَ فِي كِتَابِي مِنْ حَدِيثٍ فِيهِ وَهَنٌ شَدِيدٌ فَقَدْ بَيَّنْتُهُ، وَمَا لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ، وَبَعْضُهَا أَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ ".

قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا مَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِهِ مَذْكُورًا مُطْلَقًا، وَلَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ، وَلَا نَصَّ عَلَى صِحَّتِهِ أَحَدٌ مِمَّنْ يُمَيِّزُ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ، عَرَفْنَاهُ بِأَنَّهُ مِنَ الْحَسَنِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ.

وَقَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مَا لَيْسَ بِحَسَنٍ عِنْدَ غَيْرِهِ، وَلَا مُنْدَرِجٍ فِيمَا حَقَّقْنَا ضَبْطَ الْحَسَنِ بِهِ عَلَى مَا سَبَقَ، إِذْ حَكَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ الْحَافِظُ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ

হাদীসে হাসান, এবং তিনিই এর নামকে প্রসিদ্ধ করেছেন ও তাঁর জামি' গ্রন্থে এর উল্লেখ প্রচুর পরিমাণে করেছেন।

এবং এটি তাঁর কিছু শাইখের এবং তাঁর পূর্ববর্তী প্রজন্মের কথার বিক্ষিপ্ত অংশে পাওয়া যায়, যেমন আহমাদ ইবনে হাম্বল, বুখারী ও অন্যান্যদের কথায়।

তিরমিযীর কিতাবের বিভিন্ন নুসখা (লিখিত অনুলিপি) তাঁর "হাযা হাদীসুন হাসান" (এটি একটি হাসান হাদীস) অথবা "হাযা হাদীসুন হাসানুন সহীহুন" (এটি একটি হাসান সহীহ হাদীস) এবং এ জাতীয় উক্তিতে ভিন্নতা দেখায়। সুতরাং, একাধিক মূল পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে আপনার মূল পাঠকে এর দ্বারা সংশোধন করা উচিত এবং যেগুলির উপর ঐকমত্য রয়েছে, সেগুলির উপর নির্ভর করা উচিত।

এবং দারাকুতনী তাঁর সুনানে এর অনেক বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

এবং এর সম্ভাব্য স্থানসমূহের মধ্যে অন্যতম হল সুনান আবি দাউদ আস-সিজিস্তানী (আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি রহম করুন)। আমরা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: "আমি এতে সহীহ হাদীস এবং যা এর অনুরূপ ও কাছাকাছি, তা উল্লেখ করেছি।" এবং আমরা তাঁর থেকে আরও বর্ণনা করেছি যার অর্থ হলো: তিনি প্রতিটি অধ্যায়ে সে অধ্যায়ে তিনি যা সবচেয়ে সহীহ বলে জেনেছেন, তা উল্লেখ করেন। এবং তিনি বলেছেন: "আমার কিতাবে যে হাদীসের

মধ্যে মারাত্মক দুর্বলতা ছিল, তা আমি সুস্পষ্ট করেছি। আর যে সম্পর্কে আমি কিছু উল্লেখ করিনি, তা গ্রহণযোগ্য (সালেহ), এবং কিছু কিছু অন্যদের চেয়ে বেশি সহীহ।"
আমি বলি: সুতরাং, এই ভিত্তিতে, আমরা তাঁর কিতাবে যা শর্তহীনভাবে (মুত্বলাকান) উল্লিখিত পেয়েছি, এবং যা দুই সহীহ (বুখারী ও মুসলিম)-এর কোনোটিতে নেই, এবং সহীহ ও হাসানের মধ্যে পার্থক্যকারী কারোর দ্বারা যার সহীহ হওয়া সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তা আমরা আবি দাউদের নিকট হাসান হাদীসের অন্তর্ভুক্ত বলে জেনেছি।
এবং এমনও হতে পারে যে, এর মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা অন্যদের নিকট হাসান নয়, এবং যা পূর্বে আমরা হাসান হাদীসের যে সংজ্ঞা নিশ্চিত করেছি, তার অন্তর্ভুক্তও নয়, কারণ হাফিয আবু আবদুল্লাহ ইবনে মানদাহ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে

(ص: 37)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

سَعْدٍ الْبَاوَرْدِيَّ بِمِصْرَ يَقُولُ: " كَانَ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ كُلِّ مَنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى تَرْكِهِ ". وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: " وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ يَأْخُذُ مَأْخَذَهُ، وَيُخْرِجُ الْإِسْنَادَ الضَّعِيفَ إِذَا لَمْ يَجِدْ فِي الْبَابِ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى عِنْدَهُ مَنْ رَأْيِ الرِّجَالِ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْخَامِسُ: مَا صَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ رحمه الله مِنْ تَقْسِيمِ أَحَادِيثِهِ إِلَى نَوْعَيْنِ: الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ، مُرِيدًا بِالصِّحَاحِ مَا وَرَدَ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ فِيهِمَا، وَبِالْحِسَانِ مَا أَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَشْبَاهُهُمَا فِي تَصَانِيفِهِمْ. فَهَذَا اصْطِلَاحٌ لَا يُعْرَفُ، وَلَيْسَ الْحَسَنُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عِبَارَةً عَنْ ذَلِكَ. وَهَذِهِ الْكُتُبُ تَشْتَمِلُ عَلَى حَسَنٍ وَغَيْرِ حَسَنٍ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

السَّادِسُ: كُتُبُ الْمَسَانِيدِ غَيْرُ مُلْتَحِقَةٍ بِالْكُتُبِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ: الصَّحِيحَانِ، وَسُنَنُ أَبِي دَاوُدَ، وَسُنَنُ النَّسَائِيِّ، وَجَامِعُ التِّرْمِذِيِّ،

সা'দ আল-বাওয়ার্দী মিসরে বলেন: "আবু আবদির রহমান আন-নাসাঈর মাযহাব ছিল যে, তিনি এমন সকলের বর্ণনা গ্রহণ করতেন যাদের পরিত্যাগের উপর ইজমা হয়নি।" এবং ইবনু মান্দাহ বলেন: "অনুরূপভাবে আবু দাউদ আস-সিজিস্তানীও তাঁর পথ অনুসরণ করতেন এবং দুর্বল সনদ বর্ণনা করতেন যদি তিনি সেই অধ্যায়ে অন্য কিছু না পেতেন; কারণ, তাঁর নিকট এটি (দুর্বল সনদ) মানুষের মতামতের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।" আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।
পঞ্চম: মাসাবীহ গ্রন্থের রচয়িতা (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) যাঁর দিকে ঝুঁকেছেন, অর্থাৎ তাঁর হাদীসসমূহকে দুই প্রকারে বিভক্ত করা: সহীহ এবং হাসান। সহীহ দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন যা দুই সহীহ (বুখারী ও মুসলিম)-এর যেকোনো একটিতে অথবা উভয়টিতে এসেছে, আর হাসান দ্বারা যা আবু দাউদ, তিরমিযী এবং তাঁদের মতো অন্যান্যরা তাঁদের সংকলনসমূহে উল্লেখ করেছেন। এটি এমন একটি পারিভাষিক শব্দ যা পরিচিত নয়, এবং আহলুল হাদীসের নিকট 'হাসান' বলতে এটি বোঝায় না। আর এই কিতাবসমূহে হাসান এবং অন্যান্য প্রকার (হাসান নয় এমন) হাদীস অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।
ষষ্ঠ: মুসানীদ গ্রন্থগুলো সেই পাঁচটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নয় যা হলো: দুই সহীহ (বুখারী ও মুসলিম), সুনান আবি দাউদ, সুনান আন-নাসাঈ, এবং জামি' আত-তিরমিযী,

---

(ص: 38)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا فِي الِاحْتِجَاجِ بِهَا وَالرُّكُونِ إِلَى مَا يُورَدُ فِيهَا مُطْلَقًا، كَمُسْنَدِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، وَمُسْنَدِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، وَمُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَمُسْنَدِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَمُسْنَدِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَمُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ، وَمُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ، وَمُسْنَدِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ، وَمُسْنَدِ الْبَزَّارِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَشْبَاهِهَا، فَهَذِهِ عَادَتُهُمْ فِيهَا أَنْ يُخْرِجُوا فِي مُسْنَدِ كُلِّ صَحَابِيٍّ مَا رَوَوْهُ مِنْ حَدِيثِهِ، غَيْرَ مُتَقَيِّدِينَ بِأَنْ يَكُونَ حَدِيثًا مُحْتَجًّا بِهِ. فَلِهَذَا تَأَخَّرَتْ مَرْتَبَتُهَا - وَإِنْ جَلَّتْ لِجَلَالَةِ مُؤَلِّفِيهَا - عَنْ مَرْتَبَةِ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ وَمَا الْتَحَقَ بِهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ عَلَى الْأَبْوَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

السَّابِعُ: قَوْلُهُمْ " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، أَوْ حَسَنُ الْإِسْنَادِ " دُونَ قَوْلِهِمْ: " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَوْ حَدِيثٌ حَسَنٌ " لِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ "، وَلَا يَصِحُّ، لِكَوْنِهِ شَاذًّا أَوْ مُعَلَّلًا.

غَيْرَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ الْمُعْتَمَدَ مِنْهُمْ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: إِنَّهُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ عِلَّةً، وَلَمْ يَقْدَحْ فِيهِ، فَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْحُكْمُ لَهُ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْعِلَّةِ وَالْقَادِحِ هُوَ الْأَصْلُ وَالظَّاهِرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

এবং এগুলোর অনুরূপ যা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা এবং এতে যা বর্ণিত হয় তার উপর সাধারণভাবে নির্ভর করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেমন মুসনাদে আবি দাউদ আত-তায়ালিসি, মুসনাদে উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা, মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ, মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ, মুসনাদে দারিমী, মুসনাদে আবি ইয়া'লা আল-মাওসিলী, মুসনাদে হাসান ইবনে সুফিয়ান, মুসনাদে বাজ্জার আবু বকর এবং এগুলোর অনুরূপ গ্রন্থসমূহ। এদের রীতি হলো, তারা প্রতিটি সাহাবীর মুসনাদে তাদের বর্ণিত হাদীসগুলো উল্লেখ করেন, এই শর্তে আবদ্ধ না হয়ে যে হাদীসটি দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। এই কারণে, এর সংকলকদের উচ্চ মর্যাদার কারণে যদিও এগুলোর গুরুত্ব অনেক, তবুও এর স্তর কুতুবুল খামসাহ (পাঁচটি কিতাব) এবং এর সাথে যুক্ত অধ্যায়ভিত্তিক সংকলিত কিতাবসমূহের স্তর থেকে পিছিয়ে গেছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

সপ্তম বিষয়: তাদের এই উক্তি "এই হাদীসের সনদ সহীহ" অথবা "এই হাদীসের সনদ হাসান" তাদের এই উক্তি "এই হাদীস সহীহ" অথবা "এই হাদীস হাসান" থেকে ভিন্ন। কারণ, কখনো বলা হয় "এই হাদীসের সনদ সহীহ", কিন্তু হাদীসটি সহীহ নয়, কারণ এটি শাদ্দ (বিরল) অথবা মু'আল্লাল (ত্রুটিপূর্ণ)।

তবে নির্ভরযোগ্য সংকলকদের মধ্যে কেউ যদি কেবল এই কথা বলেই ক্ষান্ত হন যে, এটি 'সহীহুল ইসনাদ' (সনদ সহীহ), এবং এর কোনো ত্রুটি উল্লেখ না করেন, এবং এর প্রতি কোনো আঘাত না হানেন, তাহলে এর প্রকাশ্য অর্থ হলো, তিনি হাদীসটিকে মূলগতভাবে সহীহ হিসেবেই গণ্য করেছেন; কারণ, ত্রুটি বা আঘাত না থাকাটাই মূল ও প্রকাশ্য বিষয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

الثَّامِنُ: فِي قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ " إِشْكَالٌ، لِأَنَّ الْحَسَنَ قَاصِرٌ عَنِ الصَّحِيحِ، كَمَا سَبَقَ إِيضَاحُهُ، فَفِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ جَمْعٌ بَيْنَ نَفْيِ ذَلِكَ الْقُصُورِ وَإِثْبَاتِهِ.

وَجَوَابُهُ: أَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الْإِسْنَادِ، فَإِذَا رُوِيَ الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ بِإِسْنَادَيْنِ: أَحَدُهُمَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، وَالْآخَرُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ اسْتَقَامَ أَنْ يُقَالَ فِيهِ: إِنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، أَيْ إِنَّهُ حَسَنٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِسْنَادٍ، صَحِيحٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِسْنَادٍ آخَرَ.

عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَرَادَ بِالْحُسْنِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيَّ، وَهُوَ: مَا تَمِيلُ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَا يَأْبَاهُ الْقَلْبُ، دُونَ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيِّ الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِهِ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّامِنُ: فِي قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ " إِشْكَالٌ، لِأَنَّ الْحَسَنَ قَاصِرٌ عَنِ الصَّحِيحِ، كَمَا سَبَقَ إِيضَاحُهُ، فَفِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ جَمْعٌ بَيْنَ نَفْيِ ذَلِكَ الْقُصُورِ وَإِثْبَاتِهِ.

وَجَوَابُهُ: أَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الْإِسْنَادِ، فَإِذَا رُوِيَ الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ بِإِسْنَادَيْنِ: أَحَدُهُمَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، وَالْآخَرُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ اسْتَقَامَ أَنْ يُقَالَ فِيهِ: إِنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، أَيْ إِنَّهُ حَسَنٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِسْنَادٍ، صَحِيحٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِسْنَادٍ آخَرَ.

عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَرَادَ بِالْحُسْنِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيَّ، وَهُوَ: مَا تَمِيلُ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَا يَأْبَاهُ الْقَلْبُ، دُونَ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيِّ الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِهِ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

التَّاسِعُ: مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ لَا يُفْرِدُ نَوْعَ الْحَسَنِ، وَيَجْعَلُهُ مُنْدَرِجًا فِي أَنْوَاعِ الصَّحِيحِ، لِانْدِرَاجِهِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ، وَإِلَيْهِ يُومِي فِي تَسْمِيَتِهِ كِتَابَ التِّرْمِذِيِّ بِالْجَامِعِ الصَّحِيحِ، وَأَطْلَقَ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ أَيْضًا عَلَيْهِ اسْمَ الصَّحِيحِ، وَعَلَى كِتَابِ النَّسَائِيِّ. وَذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو الطَّاهِرِ السِّلَفِيُّ الْكُتُبَ الْخَمْسَةَ، وَقَالَ: " اتَّفَقَ عَلَى صِحَّتِهَا عُلَمَاءُ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ ".

وَهَذَا تَسَاهُلٌ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَا صَرَّحُوا بِكَوْنِهِ ضَعِيفًا أَوْ مُنْكَرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَوْصَافِ الضَّعِيفِ. وَصَرَّحَ أَبُو دَاوُدَ فِيمَا قَدَّمْنَا رِوَايَتَهُ عَنْهُ بِانْقِسَامِ مَا فِي كِتَابِهِ إِلَى صَحِيحٍ وَغَيْرِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ مُصَرِّحٌ فِيمَا فِي كِتَابِهِ بِالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ.

ثُمَّ إِنَّ مَنْ سَمَّى الْحَسَنَ صَحِيحًا لَا يُنْكِرُ أَنَّهُ دُونَ الصَّحِيحِ الْمُقَدَّمِ الْمُبَيَّنِ أَوَّلًا، فَهَذَا إِذًا اخْتِلَافٌ فِي الْعِبَارَةِ دُونَ الْمَعْنَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

التَّاسِعُ: مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ لَا يُفْرِدُ نَوْعَ الْحَسَنِ، وَيَجْعَلُهُ مُنْدَرِجًا فِي أَنْوَاعِ الصَّحِيحِ، لِانْدِرَاجِهِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ، وَإِلَيْهِ يُومِي فِي تَسْمِيَتِهِ كِتَابَ التِّرْمِذِيِّ بِالْجَامِعِ الصَّحِيحِ، وَأَطْلَقَ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ أَيْضًا عَلَيْهِ اسْمَ الصَّحِيحِ، وَعَلَى كِتَابِ النَّسَائِيِّ. وَذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو الطَّاهِرِ السِّلَفِيُّ الْكُتُبَ الْخَمْسَةَ، وَقَالَ: " اتَّفَقَ عَلَى صِحَّتِهَا عُلَمَاءُ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ ".নবম: আহলুল হাদিসদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছেন যারা ‘হাসান’ প্রকারকে পৃথক করেন না, বরং সেটিকে ‘সহীহ’-এর প্রকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। কারণ এটি ‘যা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়’ তার প্রকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত। হাকিম আবু আবদুল্লাহ আল-হাফিজের বিভিন্ন কার্যক্রমে (বা উক্তি থেকে) এটিই প্রতীয়মান হয় এবং এর দিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় তিরমিযীর কিতাবকে ‘আল-জামি’ আস-সহীহ’ নামে অভিহিত করায়। আর খতীব আবু বকরও এর উপর (তিরমিযীর কিতাব) এবং নাসাইর কিতাবের উপর ‘সহীহ’ নামটি প্রয়োগ করেছেন। হাফিজ আবু তাহির আস-সিলফী ‘আল-কুতুব আল-খামসা’ (পাঁচটি কিতাব) উল্লেখ করে বলেছেন: "পূর্ব ও পশ্চিমের উলামায়ে কিরাম এগুলোর বিশুদ্ধতার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।"

وَهَذَا تَسَاهُلٌ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَا صَرَّحُوا بِكَوْنِهِ ضَعِيفًا أَوْ مُنْكَرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَوْصَافِ الضَّعِيفِ. وَصَرَّحَ أَبُو دَاوُدَ فِيمَا قَدَّمْنَا رِوَايَتَهُ عَنْهُ بِانْقِسَامِ مَا فِي كِتَابِهِ إِلَى صَحِيحٍ وَغَيْرِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ مُصَرِّحٌ فِيمَا فِي كِتَابِهِ بِالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ.আর এটি একটি শিথিলতা (বা সরলীকরণ); কারণ সেগুলোতে এমন হাদিসও রয়েছে যা দুর্বল (দাইফ) বা মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) কিংবা এ জাতীয় দুর্বলতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে তারা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আর আবু দাউদ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন—যেমনটি আমরা তাঁর থেকে পূর্বে বর্ণনা করেছি—যে, তাঁর কিতাবে যা কিছু আছে তা সহীহ এবং অন্যান্য (অর্থাৎ গায়রে সহীহ) উভয় প্রকারের মধ্যে বিভক্ত। এবং তিরমিযীও তাঁর কিতাবে সহীহ ও হাসান-এর মধ্যে পার্থক্যের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

ثُمَّ إِنَّ مَنْ سَمَّى الْحَسَنَ صَحِيحًا لَا يُنْكِرُ أَنَّهُ دُونَ الصَّحِيحِ الْمُقَدَّمِ الْمُبَيَّنِ أَوَّلًا. فَهَذَا إِذًا اخْتِلَافٌ فِي الْعِبَارَةِ دُونَ الْمَعْنَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.অতঃপর, যারা ‘হাসান’কে ‘সহীহ’ নামে অভিহিত করেছেন, তারা এটি অস্বীকার করেন না যে, তা প্রথমত বর্ণিত ও স্পষ্টীকৃত (উন্নত) সহীহ-এর চেয়ে নিম্নমানের। অতএব, এটি অর্থগত পার্থক্য নয়, বরং পারিভাষিক পার্থক্য মাত্র। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

النَّوْعُ الثَّالِثُ

مَعْرِفَةُ الضَّعِيفِ مِنَ الْحَدِيثِ

كُلُّ حَدِيثٍ لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ صِفَاتُ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَلَا صِفَاتُ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ الْمَذْكُورَاتُ فِيمَا تَقَدَّمَ، فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.

وَأَطْنَبَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ فِي تَقْسِيمِهِ، فَبَلَغَ بِهِ خَمْسِينَ قِسْمًا إِلَّا وَاحِدًا، وَمَا ذَكَرْتُهُ ضَابِطٌ جَامِعٌ لِجَمِيعِ ذَلِكَ.

وَسَبِيلُ مَنْ أَرَادَ الْبَسْطَ: أَنْ يَعْمِدَ إِلَى صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْهَا، فَيَجْعَلَ مَا عُدِمَتْ فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُفَهَا جَابِرٌ عَلَى حَسَبِ مَا تَقَرَّرَ فِي نَوْعِ الْحَسَنِ قِسْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ مَا عُدِمَتْ فِيهِ تِلْكَ الصِّفَةُ مَعَ صِفَةٍ أُخْرَى مُعَيَّنَةٍ قِسْمًا ثَانِيًا، ثُمَّ مَا عُدِمَتْ فِيهِ مَعَ صِفَتَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ قِسْمًا ثَالِثًا، وَهَكَذَا إِلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَاتِ جُمَعَ، ثُمَّ يَعُودَ وَيُعَيِّنَ

তৃতীয় প্রকার

দুর্বল হাদীসের জ্ঞান

প্রত্যেক হাদীস, যাতে সহীহ হাদীসের গুণাবলী এবং পূর্বোল্লিখিত হাসান হাদীসের গুণাবলী একত্রিত হয়নি, তা দুর্বল হাদীস।

আবু হাতেম ইবনে হিব্বান আল-বুস্তি তাঁর প্রকারভেদ বর্ণনায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, এবং এটিকে ঊনপঞ্চাশটি প্রকারে বিভক্ত করেছেন। আর আমি যা উল্লেখ করেছি, তা এ সকলের জন্য একটি ব্যাপক মূলনীতি।

আর যে ব্যক্তি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে চায়, তার পদ্ধতি হলো: সে যেন এর মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট গুণকে উদ্দেশ্য করে, এবং হাসান প্রকারের ক্ষেত্রে যা নির্ধারিত হয়েছে সে অনুযায়ী, যেখানে এই গুণটি অনুপস্থিত থাকে এবং কোনো প্রতিস্থাপনকারী (জাবের) না থাকে, তাকে একটি প্রকার হিসেবে গণ্য করবে; তারপর যেখানে সেই গুণটি অন্য একটি নির্দিষ্ট গুণের সাথে অনুপস্থিত থাকে, তাকে দ্বিতীয় প্রকার হিসেবে গণ্য করবে; তারপর যেখানে তা দুটি নির্দিষ্ট গুণের সাথে অনুপস্থিত থাকে, তাকে তৃতীয় প্রকার হিসেবে গণ্য করবে; এবং এভাবেই চলতে থাকবে যতক্ষণ না সকল উল্লিখিত গুণাবলী সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়, তারপর সে পুনরায় ফিরে আসবে এবং নির্ধারণ করবে।

مِنَ الِابْتِدَاءِ صِفَةً غَيْرَ الَّتِي عَيَّنَهَا أَوَّلًا، وَيَجْعَلَ مَا عُدِمَتْ فِيهِ وَحْدَهَا قِسْمًا، ثُمَّ الْقِسْمُ الْآخَرُ مَا عُدِمَتْ فِيهِ مَعَ عَدَمِ صِفَةٍ أُخْرَى، وَلْتَكُنِ الصِّفَةُ الْأُخْرَى غَيْرَ الصِّفَةِ الْأُولَى الْمَبْدُوءِ بِهَا، لِكَوْنِ ذَلِكَ سَبَقَ فِي أَقْسَامِ عَدَمِ الصِّفَةِ الْأُولَى، وَهَكَذَا هَلُمَّ جَرًّا إِلَى آخِرِ الصِّفَاتِ.

ثُمَّ مَا عُدِمَ فِيهِ جَمِيعُ الصِّفَاتِ هُوَ الْقِسْمُ الْأَخِرُ الْأَرْذَلُ. وَمَا كَانَ مِنَ الصِّفَاتِ لَهُ شُرُوطٌ فَاعْمَلْ فِي شُرُوطِهِ نَحْوَ ذَلِكَ، فَتَتَضَاعَفُ بِذَلِكَ الْأَقْسَامُ.

وَالَّذِي لَهُ لَقَبٌ خَاصٌّ مَعْرُوفٌ مِنْ أَقْسَامِ ذَلِكَ: الْمَوْضُوعُ، وَالْمَقْلُوبُ، وَالشَّاذُّ، وَالْمُعَلَّلُ، وَالْمُضْطَرِبُ، وَالْمُرْسَلُ، وَالْمُنْقَطِعُ، وَالْمُعْضَلُ، فِي أَنْوَاعٍ سَيَأْتِي عَلَيْهَا الشَّرْحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَالْمَلْحُوظُ فِيمَا نُورِدُهُ مِنَ الْأَنْوَاعِ عُمُومُ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ، لَا خُصُوصُ أَنْوَاعِ التَّقْسِيمِ الَّذِي فَرَغْنَا الْآنَ مِنْ أَقْسَامِهِ. وَنَسْأَلُ اللَّهَ تبارك وتعالى تَعْمِيمَ النَّفْعِ بِهِ فِي الدَّارَيْنِ، آمِينَ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ

مَعْرِفَةُ الْمُسْنَدِ

ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ رحمه الله: أَنَّ الْمُسْنَدَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ هُوَ الَّذِي اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ مِنْ رَاوِيهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَأَكْثَرُ

শুরু থেকেই এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা তিনি প্রথমে নির্দিষ্ট করেননি, এবং যেখানে (কোনো বৈশিষ্ট্য) অনুপস্থিত থাকে তাকে একটি ভাগ করবেন, তারপর অন্য ভাগটি হবে সেটি যেখানে এটি একটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতির সাথে অনুপস্থিত থাকে, এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি যেন প্রথম শুরু করা বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্ন হয়, কারণ এর আলোচনা প্রথম বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতির ভাগগুলোতে পূর্বে করা হয়েছে, এবং এভাবেই সকল বৈশিষ্ট্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে।

তারপর যেখানে সকল বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত, সেটি হলো সর্বশেষ ও নিকৃষ্টতম ভাগ। আর যেসকল বৈশিষ্ট্যের শর্তাবলী রয়েছে, সেগুলোর শর্তাবলীতেও অনুরূপভাবে কাজ করুন, ফলে ভাগগুলো দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

এবং এর প্রকারভেদগুলির মধ্যে যেগুলোর সুপরিচিত বিশেষ উপাধি রয়েছে, তা হলো: মাওযু' (বানানো), মাকলুব (উল্টানো), শা'জ (বিরল/ব্যতিক্রম), মু'আল্লাল (ত্রুটিযুক্ত), মুদতারিব (বিক্ষিপ্ত/অস্থির), মুরসাল (বিচ্ছিন্ন), মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন), মু'দাল (জটিল), এই প্রকারগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা শীঘ্রই আসবে, যদি আল্লাহ তা'আলা চান।

আমরা যে প্রকারগুলো উল্লেখ করছি, সেগুলোর প্রতি মনোযোগ হলো হাদিস বিজ্ঞানের প্রকারগুলোর সাধারণতা, সুনির্দিষ্টভাবে সেই প্রকারগুলো নয়, যার বিভাজন আমরা এখন শেষ করেছি। আর আমরা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন এর দ্বারা উভয় জগতে কল্যাণকে ব্যাপক করেন, আমীন।

চতুর্থ প্রকার

মুসনাদ এর পরিচয়

আবু বকর আল-খাতীব আল-হাফিজ (আল্লাহ তাকে রহমত করুন) উল্লেখ করেছেন: হাদিস বিশারদদের মতে, মুসনাদ হলো সেটি যার সনদ তার বর্ণনাকারী থেকে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন থাকে, এবং অধিকাংশ

مَا يُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ فِيمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ مَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ.

وَذَكَرَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْحَافِظُ: أَنَّ الْمُسْنَدَ مَا رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً. وَقَدْ يَكُونُ مُتَّصِلًا مِثْلَ: " مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "، وَقَدْ يَكُونُ مُنْقَطِعًا مِثْلَ: " مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ". فَهَذَا مُسْنَدٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أُسْنِدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم.

وَحَكَى أَبُو عُمَرَ عَنْ قَوْمٍ أَنَّ الْمُسْنَدَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى مَا اتَّصَلَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

قُلْتُ: وَبِهَذَا قَطَعَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي كِتَابِهِ غَيْرَهُ.

فَهَذِهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

এটি শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আগত বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, সাহাবী ও অন্যান্যদের থেকে আগত বর্ণনার ক্ষেত্রে নয়।

এবং আবু উমার ইবন আব্দুল বার আল-হাফিজ উল্লেখ করেছেন: যে, মাসনদ হলো যা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মারফূ' করা হয়েছে। এবং এটি মুত্তাসিলও হতে পারে, যেমন: "মালিক, নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমার থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে"। এবং এটি মুনকাতি'ও হতে পারে, যেমন: "মালিক, যুহরী থেকে, তিনি ইবন আব্বাস থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে"। সুতরাং এটি মাসনদ; কারণ এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সনদযুক্ত করা হয়েছে। আর এটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন); কারণ যুহরী ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে শোনেননি।

এবং আবু উমার কিছু লোকের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মাসনদ কেবল সেই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মারফূ' অবস্থায় মুত্তাসিল হয়েছে।

আমি বলি: এবং এই মতটিকেই হাফিজ আল-হাকিম আবু আবদুল্লাহ চূড়ান্ত করেছেন, এবং তিনি তার গ্রন্থে এর ব্যতীত অন্য কিছু উল্লেখ করেননি।

সুতরাং এগুলি তিনটি ভিন্ন মত, আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

النَّوْعُ الْخَامِسُ: مَعْرِفَةُ الْمُتَّصِلِ

وَيُقَالُ فِيهِ أَيْضًا: الْمَوْصُولُ، وَمُطْلَقُهُ يَقَعُ عَلَى الْمَرْفُوعِ وَالْمَوْقُوفِ.

وَهُوَ الَّذِي اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ، فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رُوَاتِهِ قَدْ سَمِعَهُ مِمَّنْ فَوْقَهُ، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى مُنْتَهَاهُ.

مِثَالُ الْمُتَّصِلِ الْمَرْفُوعِ مِنَ الْمُوَطَّأِ: (مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).

وَمِثَالُ الْمُتَّصِلِ الْمَوْقُوفِ: (مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

পঞ্চম প্রকার: মুত্তাসিল পরিচিতি

এটিকে মাউসুলও বলা হয়। এর সাধারণ অর্থ মারফূ‘ ও মাওকূফ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

এটি এমন হাদিস, যার সনদ অবিচ্ছিন্ন; এর প্রত্যেক রাবী তার ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে শুনেছেন, যতক্ষণ না তা শেষ প্রান্তে পৌঁছে।

মুওয়াত্তার মারফূ‘ মুত্তাসিলের উদাহরণ: (মালিক, ইবন শিহাব থেকে, তিনি সালিম ইবন আবদুল্লাহ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে)।

এবং মাওকূফ মুত্তাসিলের উদাহরণ: (মালিক, নাফি’ থেকে, তিনি ইবন উমার থেকে, তিনি উমার (রাঃ)-এর উক্তি হিসেবে)। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

النَّوْعُ السَّادِسُ: مَعْرِفَةُ الْمَرْفُوعِ

وَهُوَ: مَا أُضِيفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، وَلَا يَقَعُ مُطْلَقُهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، نَحْوَ الْمَوْقُوفِ عَلَى الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ.

وَيَدْخُلُ فِي الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلُ، وَالْمُنْقَطِعُ، وَالْمُرْسَلُ، وَنَحْوُهَا. فَهُوَ وَالْمُسْنَدُ عِنْدَ قَوْمٍ سَوَاءٌ، وَالِانْقِطَاعُ وَالِاتِّصَالُ يَدْخُلَانِ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا. وَعِنْدَ قَوْمٍ يَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّ الِانْقِطَاعَ وَالِاتِّصَالَ يَدْخُلَانِ عَلَى الْمَرْفُوعِ، وَلَا يَقَعُ الْمُسْنَدُ إِلَّا عَلَى الْمُتَّصِلِ الْمُضَافِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ: " الْمَرْفُوعُ مَا أَخْبَرَ فِيهِ الصَّحَابِيُّ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أَوْ فِعْلِهِ ". فَخَصَّصَهُ بِالصَّحَابَةِ، فَيَخْرُجُ عَنْهُ مُرْسَلُ التَّابِعِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

قُلْتُ: وَمَنْ جَعَلَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعَ فِي مُقَابَلَةِ الْمُرْسَلِ فَقَدْ عَنَى بِالْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ষষ্ঠ প্রকার: মারফূ' সম্পর্কে জ্ঞান

আর তা হলো: যা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে। এর পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ অন্য কিছুর ক্ষেত্রে হয় না, যেমন সাহাবী ও অন্যান্যদের প্রতি মওকুফ (স্থগিত) হাদীস। মারফূ'-এর মধ্যে মুত্তাসিল (সংযুক্ত), মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন), মুরসাল (প্রেরিত) এবং এ জাতীয় হাদীস অন্তর্ভুক্ত হয়। কিছু সংখ্যক পণ্ডিতের মতে, এটি (মারফূ') এবং মুসনাদ (সনদযুক্ত) একই, এবং ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা) ও ইত্তিসাল (সংযুক্তি) উভয়টিতেই প্রযোজ্য হয়। আবার কিছু সংখ্যক পণ্ডিতের মতে, তারা ভিন্ন, কারণ ইনকিতা' ও ইত্তিসাল মারফূ'-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, কিন্তু মুসনাদ কেবল সেই মুত্তাসিল হাদীসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে সম্বন্ধিত।

আর হাফিয আবূ বকর ইবনে ছাবিত বলেছেন: "মারফূ' হলো এমন হাদীস, যাতে সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোনো উক্তি বা কর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করেন।" অতএব, তিনি এটিকে সাহাবীদের সাথে বিশেষভাবে যুক্ত করেছেন। ফলে, তাবেয়ীর রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত মুরসাল হাদীস এর আওতা থেকে বেরিয়ে যায়।

আমি বলি: হাদীস বিশারদদের মধ্যে যারা মারফূ'কে মুরসালের বিপরীতে স্থাপন করেছেন, তারা মারফূ' দ্বারা মুত্তাসিলকেই বুঝিয়েছেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

(ص: 46)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

النَّوْعُ السَّابِعُ: مَعْرِفَةُ الْمَوْقُوفِ

وَهُوَ مَا يُرْوَى عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم مِنْ أَقْوَالِهِمْ أَوْ أَفْعَالِهِمْ وَنَحْوِهَا، فَيُوقَفُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُتَجَاوَزُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

ثُمَّ إِنَّ مِنْهُ مَا يَتَّصِلُ الْإِسْنَادُ فِيهِ إِلَى الصَّحَابِيِّ، فَيَكُونُ مِنَ الْمَوْقُوفِ الْمَوْصُولِ. وَمِنْهُ مَا لَا يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ، فَيَكُونُ مِنَ الْمَوْقُوفِ غَيْرِ الْمَوْصُولِ، عَلَى حَسَبِ مَا عُرِفَ مِثْلُهُ فِي الْمَرْفُوعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِالصَّحَابِيِّ فَذَلِكَ إِذَا ذُكِرَ الْمَوْقُوفُ مُطْلَقًا، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ مُقَيَّدًا فِي غَيْرِ الصَّحَابِيِّ، فَيُقَالُ: " حَدِيثُ كَذَا وَكَذَا، وَقَفَهُ فُلَانٌ عَلَى عَطَاءٍ، أَوْ عَلَى طَاوُسٍ، أَوْ نَحْوَ هَذَا " وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمَوْجُودٌ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ الْخُرَاسَانِيِّينَ تَعْرِيفُ الْمَوْقُوفِ بِاسْمِ الْأَثَرِ. قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْفُورَانِيُّ مِنْهُمْ فِيمَا بَلَغَنَا عَنْهُ: الْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ: " الْخَبَرُ مَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالْأَثَرُ مَا يُرْوَى عَنِ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم ".

সপ্তম প্রকার: মাওকুফ (Mawquf) পরিচিতি

এটি হলো যা সাহাবিগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে তাদের উক্তি, কর্ম অথবা এ জাতীয় কোনো বিষয় হিসাবে বর্ণিত হয়, এবং তাদের উপরই থামিয়ে দেওয়া হয়, তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছানো হয় না।

এরপর এর মধ্যে কিছু এমন আছে যার ইসনাদ (বর্ণনাসূত্র) সাহাবি পর্যন্ত সংযুক্ত হয়, ফলে তা মাওকুফে মাওসুল (সংযুক্ত মাওকুফ) হিসেবে গণ্য হয়। আর কিছু এমন আছে যার ইসনাদ সংযুক্ত হয় না, ফলে তা মাওকুফে গাইরে মাওসুল (অসংযুক্ত মাওকুফ) হিসেবে গণ্য হয়, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত মারফূ' (Marfu') হাদিসের ক্ষেত্রে পরিচিত। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আর সাহাবির সাথে এর নির্দিষ্টকরণের যে কথা আমরা উল্লেখ করেছি, তা তখন প্রযোজ্য যখন মাওকুফ শব্দটি নিরঙ্কুশভাবে উল্লেখ করা হয়। তবে মাঝে মাঝে সাহাবি ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রেও তা শর্তযুক্তভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন বলা হয়: "অমুক অমুক হাদিসটি, অমুক ব্যক্তি আতা অথবা তাউসের উপর সীমাবদ্ধ করেছেন, অথবা এ ধরনের কিছু।" আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আর খুরাসানি ফুকাহাদের (ইসলামী আইনজ্ঞ) পরিভাষায় মাওকুফকে 'আসার' (Athar) নামে সংজ্ঞায়িত করা পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে আবু আল-কাসিম আল-ফুরানি আমাদের কাছে যা পৌঁছেছে তাতে বলেছেন: ফুকাহারা বলেন: "আল-খবর (Al-Khabar) হলো যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়, আর আল-আসার (Al-Athar) হলো যা সাহাবিগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত হয়।"

(ص: 47)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

النَّوْعُ الثَّامِنُ: مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوعِ

وَهُوَ غَيْرُ الْمُنْقَطِعِ الَّذِي يَأْتِي ذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَيُقَالُ فِي جَمْعِهِ: الْمَقَاطِعُ وَالْمَقَاطِيعُ.

وَهُوَ مَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِينَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْوَالِهِمْ أَوْ أَفْعَالِهِمْ.

قَالَ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ الْحَافِظُ فِي جَامِعِهِ: " مِنَ الْحَدِيثِ: الْمَقْطُوعُ ". وَقَالَ: " الْمَقَاطِعُ هِيَ الْمَوْقُوفَاتُ عَلَى التَّابِعِينَ ".

[وَاللَّهُ أَعْلَمُ].

قُلْتُ: وَقَدْ وَجَدْتُ التَّعْبِيرَ بِالْمَقْطُوعِ عَنِ الْمُنْقَطِعِ غَيْرِ الْمَوْصُولِ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تَفْرِيعَاتٌ:

أَحَدُهَا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: " كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا، أَوْ كُنَّا نَقُولُ كَذَا " إِنْ

অষ্টম প্রকার: মাকতূ'র পরিচয়

এটি সেই মুনকাতি' নয় যার আলোচনা আল্লাহ চাহেন তো পরে আসবে। এর বহুবচনে 'মাকাত্বি" ও 'মাকাত্বী" বলা হয়।
এটি তাবেঈন থেকে তাদের উক্তি বা কর্ম হিসেবে যা তাদের উপর মওকুফ অবস্থায় এসেছে।
আল-খাত্বীব আবু বকর আল-হাফিয তাঁর 'জামি" গ্রন্থে বলেছেন: "হাদীসের অন্তর্ভুক্ত: মাকতূ'।"
এবং তিনি বলেছেন: "মাকাত্বি' হলো তাবেঈন থেকে মওকুফ হিসেবে বর্ণিত বিষয়াবলী।"
[আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ]।
আমি (লেখক) বলি: আমি ইমাম শাফেঈ, আবু আল-কাসিম আত-তাবারানী এবং অন্যান্যদের বক্তব্যে এমন মুনকাতি' (যা মাওসুল নয়) এর পরিবর্তে 'মাকতূ" শব্দ ব্যবহার দেখেছি। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।
বিস্তারিত আলোচনা:
প্রথমটি: সাহাবীর উক্তি: "আমরা এমনটি করতাম, অথবা আমরা এমনটি বলতাম।" যদি

لَمْ يُضِفْهُ إِلَى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْمَوْقُوفِ، وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَالَّذِي قَطَعَ بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْبَيِّعِ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ.
وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْبُرْقَانِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيَّ الْإِمَامَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْكَرَ كَوْنَهُ مِنَ الْمَرْفُوعِ.
وَالْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ، لِأَنَّ ظَاهِرَ ذَلِكَ مُشْعِرٌ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ وَقَرَّرَهُمْ عَلَيْهِ، وَتَقْرِيرُهُ أَحَدُ وُجُوهِ السُّنَنِ الْمَرْفُوعَةِ، فَإِنَّهَا أَنْوَاعٌ: مِنْهَا أَقْوَالُهُ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْهَا أَفْعَالُهُ، وَمِنْهَا تَقْرِيرُهُ وَسُكُوتُهُ عَنِ الْإِنْكَارِ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ.
وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: " كُنَّا لَا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا، أَوْ كَانَ يُقَالُ كَذَا وَكَذَا عَلَى عَهْدِهِ، أَوْ كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا فِي حَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم ".

فَكُلُّ ذَلِكَ وَشِبْهُهُ مَرْفُوعٌ مُسْنَدٌ، مُخَرَّجٌ فِي كُتُبِ الْمَسَانِيدِ.

وَذَكَرَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - فِيمَا رُوِّينَاهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:

যদি তিনি এটিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত না করেন, তবে এটি মাওকূফ পর্যায়ভুক্ত। আর যদি তিনি এটিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করেন, তবে আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল বাইয়ি' আল-হাফিয এবং অন্যান্য হাদীসবিদ ও তাঁদের ছাড়া অন্যরাও নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে, এটি মারফূ' পর্যায়ভুক্ত।

আবু বকর আল-বুরকানী সম্পর্কে আমার নিকট পৌঁছেছে যে, তিনি ইমাম আবু বকর আল-ইসমাইলীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি এটিকে মারফূ' হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন।

আর প্রথম মতটিই নির্ভর করার যোগ্য। কারণ, এর বাহ্যিক অর্থ নির্দেশ করে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন এবং তাদেরকে এর উপর বহাল রেখেছিলেন। আর তাঁর তাকরীর (অনুমোদন) হচ্ছে মারফূ' সুন্নাতের প্রকারসমূহের অন্যতম। কেননা সুন্নাত বিভিন্ন প্রকারের হয়: তার মধ্যে রয়েছে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাণীসমূহ, তার মধ্যে রয়েছে তাঁর কর্মসমূহ, এবং তার মধ্যে রয়েছে তাঁর অনুমোদন এবং অবগত হওয়ার পর অস্বীকার থেকে তাঁর নীরবতা।

আর এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হলো সাহাবীর এই উক্তি: "আমরা অমুক বিষয়ে কোনো দোষ মনে করতাম না, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন," অথবা "তাঁর যুগে অমুক অমুক কথা বলা হতো," অথবা "তারা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবদ্দশায় অমুক অমুক কাজ করতো।"

সুতরাং এসব এবং এর অনুরূপ সবকিছুই মারফূ' মুসনাদ হিসেবে গণ্য, যা মুসনাদ গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়েছে।

আর হাকিম আবু আব্দুল্লাহ উল্লেখ করেছেন – যা আমরা মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেন:

" كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَظَافِيرِ " أَنَّ هَذَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَةِ مُسْنَدًا - يَعْنِي مَرْفُوعًا - لِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ، وَلَيْسَ بِمُسْنَدٍ، بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ.

وَذَكَرَ الْخَطِيبُ أَيْضًا نَحْوَ ذَلِكَ فِي جَامِعِهِ.

قُلْتُ: بَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ. وَهُوَ بِأَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا أَحْرَى، لِكَوْنِهِ أَحْرَى بِاطِّلَاعِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ. وَالْحَاكِمُ مُعْتَرِفٌ بِكَوْنِ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ، وَقَدْ كُنَّا عَدَدْنَا هَذَا فِيمَا أَخَذْنَاهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ تَأَوَّلْنَاهُ لَهُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ لَفْظًا، بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ لَفْظًا، وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا سَبَقَ مَوْقُوفٌ لَفْظًا، وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهُ مَرْفُوعًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّانِي: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ " أُمِرْنَا بِكَذَا، أَوْ نُهِينَا عَنْ كَذَا " مِنْ نَوْعِ الْمَرْفُوعِ وَالْمُسْنَدِ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ ذَلِكَ يَنْصَرِفُ بِظَاهِرِهِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাঁর দরজায় নখ দিয়ে আঘাত করতেন" — যারা এই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ নন, তারা এটিকে 'মুসনাদ' (অর্থাৎ 'মারফূ') মনে করেন, কারণ এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এটি 'মুসনাদ' নয়, বরং এটি 'মাওকূফ'।

খতীব (বাগদাদী)ও তাঁর জামি' গ্রন্থে অনুরূপ বিষয় উল্লেখ করেছেন।

আমি বলি: বরং এটি 'মারফূ'ই, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এটি 'মারফূ' হওয়ার অধিক উপযোগী, কারণ এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবহিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। আর হাকিম (নিশাপুরী) স্বীকার করেছেন যে এটি 'মারফূ' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আমরা তাঁর (হাকিমের) যেসব বিষয়ে আপত্তি তুলেছিলাম, তার মধ্যে এটিকে গণ্য করেছিলাম। তারপর আমরা তাঁর জন্য এর ব্যাখ্যা করেছি এই বলে যে, তিনি সম্ভবত বুঝাতে চেয়েছেন যে এটি শব্দগতভাবে 'মুসনাদ' নয়, বরং এটি শব্দগতভাবে 'মাওকূফ'। তেমনিভাবে পূর্বে যা উল্লেখ

করা হয়েছে, তার সবই শব্দগতভাবে 'মাওকূফ'। আর আমরা এটিকে অর্থগত দিক থেকে 'মারফূ' গণ্য করেছি। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।
দ্বিতীয়ত: সাহাবীর উক্তি "আমাদেরকে এই বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে, অথবা এই বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে" হাদীস বিশারদদের নিকট 'মারফূ' এবং 'মুসনাদ' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এটিই অধিকাংশ জ্ঞানীদের অভিমত। আর একটি দল এতে দ্বিমত পোষণ করেছেন, তাদের মধ্যে আবু বকর আল-ইসমাইলী অন্যতম। এবং প্রথমোক্ত অভিমতটিই সঠিক; কারণ এমন সাধারণ উক্তি বাহ্যিকভাবে তার দিকেই নির্দেশ করে যার পক্ষ থেকে আদেশ ও নিষেধ আসে, আর তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

وَهَكَذَا قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: " مِنَ السُّنَّةِ كَذَا " فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُسْنَدٌ مَرْفُوعٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا يَجِبُ اتِّبَاعُهُ.
وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَنَسٍ رضي الله عنه: " أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ ".
وَسَائِرُ مَا جَانَسَ ذَلِكَ. فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَبَعْدَهُ صلى الله عليه وسلم. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الثَّالِثُ: مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ تَفْسِيرَ الصَّحَابِيِّ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ. فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي تَفْسِيرٍ يَتَعَلَّقُ بِسَبَبِ نُزُولِ آيَةٍ يُخْبِرُ بِهِ الصَّحَابِيُّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. كَقَوْلِ جَابِرٍ رضي الله عنه: " كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) الْآيَةَ.
فَأَمَّا سَائِرُ تَفَاسِيرِ الصَّحَابَةِ الَّتِي لَا تَشْتَمِلُ عَلَى إِضَافَةِ شَيْءٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَعْدُودَةٌ فِي الْمَوْقُوفَاتِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الرَّابِعُ: مِنْ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي قِيلَ فِي أَسَانِيدِهَا عِنْدَ ذِكْرِ الصَّحَابِيِّ: " يَرْفَعُ الْحَدِيثَ، أَوْ يَبْلُغُ بِهِ، أَوْ يُنْمِيهِ، أَوْ رِوَايَةً ".
مِثَالُ ذَلِكَ: " سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،

وَهَكَذَا قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: " مِنَ السُّنَّةِ كَذَا " فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُسْنَدٌ مَرْفُوعٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا يَجِبُ اتِّبَاعُهُ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَنَسٍ رضي الله عنه: " أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ ". وَسَائِرُ مَا جَانَسَ ذَلِكَ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَبَعْدَهُ صلى الله عليه وسلم. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّالِثُ: مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ تَفْسِيرَ الصَّحَابِيِّ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي تَفْسِيرٍ يَتَعَلَّقُ بِسَبَبِ نُزُولِ آيَةٍ يُخْبِرُ بِهِ الصَّحَابِيُّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، كَقَوْلِ جَابِرٍ رضي الله عنه: " كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) الْآيَةَ.

فَأَمَّا سَائِرُ تَفَاسِيرِ الصَّحَابَةِ الَّتِي لَا تَشْتَمِلُ عَلَى إِضَافَةِ شَيْءٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَعْدُودَةٌ فِي الْمَوْقُوفَاتِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الرَّابِعُ: مِنْ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي قِيلَ فِي أَسَانِيدِهَا عِنْدَ ذِكْرِ الصَّحَابِيِّ: " يَرْفَعُ الْحَدِيثَ، أَوْ يَبْلُغُ بِهِ، أَوْ يُنْمِيهِ، أَوْ رِوَايَةً ".

مِثَالُ ذَلِكَ: " سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً: " تُقَاتِلُونَ قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ. . " الْحَدِيثَ.

وَبِهِ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ، قَالَ: النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ. . " الْحَدِيثَ.

فَكُلُّ ذَلِكَ وَأَمْثَالُهُ كِنَايَةٌ عَنْ رَفْعِ الصَّحَابِيِّ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَحُكْمُ ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ صَرِيحًا.

قُلْتُ: وَإِذَا قَالَ الرَّاوِي عَنِ التَّابِعِيِّ: " يَرْفَعُ الْحَدِيثَ، أَوْ يَبْلُغُ بِهِ " فَذَلِكَ أَيْضًا مَرْفُوعٌ، وَلَكِنَّهُ مَرْفُوعٌ مُرْسَلٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ: مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ

وَصُورَتُهُ الَّتِي لَا خِلَافَ فِيهَا: حَدِيثُ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ، الَّذِي لَقِيَ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَجَالَسَهُمْ، كَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، ثُمَّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَمْثَالِهِمَا، إِذَا قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ".

وَالْمَشْهُورُ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ التَّابِعِينَ أَجْمَعِينَ فِي ذَلِكَ رضي الله عنهم.

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক বর্ণনায়: "তোমরা ছোট চোখবিশিষ্ট এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে..." -হাদীসটি।
এবং তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সা. পর্যন্ত) পৌঁছিয়ে বলেছেন: "মানুষ কুরাইশের অনুসারী..." -হাদীসটি।
সুতরাং, এই সবই এবং এর অনুরূপ সকল বর্ণনা সাহাবী কর্তৃক হাদীসকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত উন্নীত করার একটি ইঙ্গিত। আর জ্ঞানীদের নিকট এর বিধান স্পষ্ট মারফূ' (উন্নীত) হাদীসের বিধানের মতোই।
আমি বলি: যখন বর্ণনাকারী কোনো তাবেয়ী থেকে বলেন: "তিনি হাদীসটি মারফূ' করেছেন", অথবা "তিনি তা (রাসূলুল্লাহ সা. পর্যন্ত) পৌঁছিয়েছেন", তখন সেটিও মারফূ'। তবে সেটি মারফূ' মুরসাল (উন্নীত কিন্তু অবিচ্ছিন্ন সনদহীন)। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।
নবম প্রকার: মুরসাল হাদীস পরিচিতি
এবং এর সেই রূপ, যা নিয়ে কোনো মতপার্থক্য নেই: তা হলো বড় তাবেয়ীর হাদীস, যিনি সাহাবীগণের একটি দলের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন ও তাঁদের সান্নিধ্যে বসেছেন, যেমন উবায়দুল্লাহ ইবনু আদী ইবনুল খিয়ার, অতঃপর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব এবং তাঁদের মতো ব্যক্তিগণ, যখন তাঁরা বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন"।
এবং প্রসিদ্ধ মত হলো: এই বিষয়ে সকল তাবেয়ীর মাঝে সমতা রক্ষা করা হয়েছে, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

(ص: 52)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَلَهُ صُوَرٌ اخْتُلِفَ فِيهَا: أَهِيَ مِنَ الْمُرْسَلِ أَمْ لَا؟

إِحْدَاهَا: إِذَا انْقَطَعَ الْإِسْنَادُ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ، فَكَانَ فِيهِ رِوَايَةُ رَاوٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْمَذْكُورِ فَوْقَهُ. فَالَّذِي قَطَعَ بِهِ الْحَاكِمُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى مُرْسَلًا، وَأَنَّ الْإِرْسَالَ مَخْصُوصٌ بِالتَّابِعِينَ.

بَلْ إِنْ كَانَ مَنْ سَقَطَ ذِكْرُهُ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ شَخْصًا وَاحِدًا سُمِّيَ مُنْقَطِعًا فَحَسْبُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ سُمِّيَ مُعْضَلًا، وَيُسَمَّى أَيْضًا مُنْقَطِعًا. وَسَيَأْتِي مِثَالُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَالْمَعْرُوفُ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُسَمَّى مُرْسَلًا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ وَقَطَعَ بِهِ، وَقَالَ: " إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ مَا يُوصَفُ بِالْإِرْسَالِ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِعْمَالُ مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ تَابِعِيُّ التَّابِعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيُسَمُّونَهُ الْمُعْضَلَ ". وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّانِيَةُ: قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَأَبِي حَازِمٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ،

আর এর এমন কিছু প্রকারভেদ আছে যে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে: সেগুলো কি মুরসাল-এর অন্তর্ভুক্ত, নাকি নয়?

সেগুলোর একটি: যখন সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) তাবেয়ীর কাছে পৌঁছার আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এবং তাতে এমন বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণনা থাকে যিনি তাঁর উপরের উল্লেখিত ব্যক্তি থেকে শুনেননি, তখন হাকিম আল-হাফিজ আবু আব্দুল্লাহ এবং অন্যান্য আহলে হাদীস (হাদীস বিশারদগণ) দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, এটিকে মুরসাল বলা হয় না, এবং ইরসাল (মুরসাল) কেবল তাবেয়ীদের সাথেই নির্দিষ্ট।

বরং, যদি তাবেয়ীর কাছে পৌঁছার আগেই যার উল্লেখ বাদ পড়েছে, সে একজন ব্যক্তি হয়, তবে তাকে কেবল ‘মুনকাতি’ (বিচ্ছিন্ন) বলা হয়। আর যদি একের অধিক হয়, তবে তাকে ‘মু'দাল’ বলা হয়, এবং তাকে ‘মুনকাতি’ও বলা হয়। ইনশাআল্লাহ তা'আলা এর উদাহরণ পরবর্তীতে আসবে।

আর ফিকহ (আইনশাস্ত্র) ও এর উসুল (মূলনীতি)-তে যা সুপরিচিত, তা হলো এই যে, এই সকলকেই মুরসাল বলা হয়। আর আহলে হাদীসের মধ্যে আবু বকর আল-খাতীব এই মত গ্রহণ করেছেন এবং দৃঢ়তার সাথে বলেছেন: "তবে ব্যবহারের দিক থেকে ইরসাল (মুরসাল) দ্বারা সর্বাধিক যা বর্ণনা করা হয়, তা হলো যা তাবেয়ীগণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

থেকে বর্ণনা করেছেন। আর যা তাবে-তাবেয়ীগণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, সেটিকে তারা 'মু'দাল' বলে আখ্যায়িত করেন।" আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।
দ্বিতীয়ত: যুহরী, আবু হাযিম এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারীর উক্তি,

---

وَأَشْبَاهِهِمْ مِنْ أَصَاغِرِ التَّابِعِينَ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "، حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ قَوْمًا لَا يُسَمُّونَهُ مُرْسَلًا، بَلْ مُنْقَطِعًا؛ لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَلْقَوْا مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا الْوَاحِدَ وَالِاثْنَيْنِ، وَأَكْثَرُ رِوَايَتِهِمْ عَنِ التَّابِعِينَ.

قَالَ الشَّيْخُ أَبْقَاهُ اللَّهُ: وَهَذَا الْمَذْهَبُ فَرْعٌ لِمَذْهَبِ مَنْ لَا يُسَمِّي الْمُنْقَطِعَ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ مُرْسَلًا.

وَالْمَشْهُورُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ التَّابِعِينَ فِي اسْمِ الْإِرْسَالِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّالِثَةُ: إِذَا قِيلَ فِي الْإِسْنَادِ: " فُلَانٌ، عَنْ رَجُلٍ أَوْ عَنْ شَيْخٍ عَنْ فُلَانٍ " أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَالَّذِي ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي " مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ " أَنَّهُ لَا يُسَمَّى مُرْسَلًا بَلْ مُنْقَطِعًا، وَهُوَ فِي بَعْضِ الْمُصَنَّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ مَعْدُودٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُرْسَلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ الْمُرْسَلِ حُكْمُ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ، إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مُخْرَجُهُ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي نَوْعِ الْحَسَنِ. وَلِهَذَا احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه بِمُرْسَلَاتِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ

এবং তাদের সদৃশ কনিষ্ঠ তাবিয়ীগণ বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।" ইবনু আব্দুল বার্র বর্ণনা করেছেন যে, একদল লোক এটিকে মুরসাল বলেন না, বরং মুনকাতি' বলেন; কারণ তারা সাহাবীগণের মধ্যে একজন বা দুইজন ব্যতীত অন্য কারো সাক্ষাৎ পাননি এবং তাদের অধিকাংশ বর্ণনা তাবিয়ীগণের সূত্রে।
শাইখ, আল্লাহ তাকে দীর্ঘজীবী করুন, বলেছেন: আর এই মাযহাবটি তাদের মাযহাবের একটি উপশাখা যারা তাবিয়ীর সূত্রে না পৌঁছা পর্যন্ত মুনকাতি'কে মুরসাল বলেন না।

এবং প্রসিদ্ধ মত হলো, পূর্বোক্ত আলোচনা অনুযায়ী, তাবিয়ীনদের মধ্যে ইরসাল (মুরসাল নামকরণের) ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।
তৃতীয় মাস'আলা: যখন ইসনাদে বলা হয়: "অমুক, এক ব্যক্তি থেকে অথবা এক শাইখ থেকে অমুক থেকে" অথবা এ জাতীয় কিছু; তখন হাকিম তার "মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস" গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন তা হলো যে, এটিকে মুরসাল বলা হয় না, বরং মুনকাতি' বলা হয়। তবে উসূলুল ফিকহের কিছু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এটিকে মুরসালের প্রকারভেদসমূহের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।
অতঃপর জেনে রাখো যে, মুরসাল হাদীসের বিধান দুর্বল হাদীসের বিধানের অনুরূপ, তবে যদি তার সনদ অন্য কোনো সূত্রে আসার কারণে সহীহ প্রমাণিত হয়, যেমনটি হাসান হাদীসের প্রকারভেদে এর ব্যাখ্যা পূর্বে করা হয়েছে। আর এই কারণেই শাফিঈ রদিয়াল্লাহু আনহু সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব রদিয়াল্লাহু

(ص: 54)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

عَنْهُمَا، فَإِنَّهَا وُجِدَتْ مَسَانِيدَ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ، وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ عِنْدَهُ بِإِرْسَالِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، كَمَا سَبَقَ.
وَمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ زَاعِمًا أَنَّ الِاعْتِمَادَ حِينَئِذٍ يَقَعُ عَلَى الْمُسْنَدِ دُونَ الْمُرْسَلِ، فَيَقَعُ لَغْوًا لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ، فَجَوَابُهُ أَنَّهُ بِالْمُسْنَدِ يَتَبَيَّنُ صِحَّةُ الْإِسْنَادِ الَّذِي فِيهِ الْإِرْسَالُ، حَتَّى يُحْكَمَ لَهُ مَعَ إِرْسَالِهِ بِأَنَّهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ، عَلَى مَا مَهَّدْنَا سَبِيلَهُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي. وَإِنَّمَا يُنْكِرُ هَذَا مَنْ لَا مَذَاقَ لَهُ فِي هَذَا الشَّأْنِ.
وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ سُقُوطِ الِاحْتِجَاجِ بِالْمُرْسَلِ وَالْحُكْمِ بِضَعْفِهِ هُوَ

তাদের উভয় থেকে, কেননা তা অন্যান্য সূত্রে মুসনাদ হিসেবে পাওয়া গেছে। আর তাঁর (পূর্বোক্ত বিদ্বানের) নিকট তা ইবনুল মুসায়্যিবের মুরসাল হওয়ার সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর যে ব্যক্তি এ কথা অস্বীকার করে এই ধারণা পোষণ করে যে, এমতাবস্থায় নির্ভরতা মুরসালের উপর নয় বরং মুসনাদের উপরই বর্তাবে, ফলে মুরসালটি অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে; তার জবাব হলো এই যে, মুসনাদের মাধ্যমে ওই ইসনাদের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় যার মধ্যে ইরসাল (মুরসাল ত্রুটি) রয়েছে। ফলে ইরসাল থাকা সত্ত্বেও সেটিকে এমন একটি সহীহ ইসনাদ হিসেবে গণ্য করা হয় যার দ্বারা প্রমাণ স্থাপন করা সম্ভব, যেমনটি আমরা দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে এর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছি। এই বিষয়টিকে তারাই অস্বীকার করে যাদের এই বিষয়ে কোনো উপলব্ধি নেই।
আর মুরসাল দ্বারা প্রমাণ পেশ অগ্রহণযোগ্য হওয়া এবং সেটিকে যঈফ বলে গণ্য করার বিষয়ে আমরা যা উল্লেখ করেছি তা হলো

(ص: 55)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الْمَذْهَبُ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ آرَاءُ جَمَاهِيرِ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ وَنُقَّادِ الْأَثَرِ، وَقَدْ تَدَاوَلُوهُ فِي تَصَانِيفِهِمْ.
وَفِي صَدْرِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: " الْمُرْسَلُ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ".
وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ - حَافِظُ الْمَغْرِبِ - مِمَّنْ حَكَى ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ.
وَالِاحْتِجَاجُ بِهِ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمَا [رحمهم الله] فِي طَائِفَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

এই সেই মাযহাব, যার ওপর হাদীস হাফিযদের ও আছার সমালোচকদের অধিকাংশের মতামত স্থিতিশীল হয়েছে, এবং তারা তাদের গ্রন্থাবলীতে এটি প্রচার করেছেন।
এবং সহীহ মুসলিমের শুরুতে রয়েছে: "আমাদের মূলনীতিগত মতানুসারে এবং সংবাদ বিষয়ক জ্ঞানীদের মতানুসারে মুরসাল হাদীস দলীলযোগ্য নয়" ।

ইবনে আব্দুল বার্র – মাগরিবের হাফিয – তাদের অন্তর্ভুক্ত, যারা হাদীস বিশারদদের একটি দল থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।
এবং এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা মালেক ও আবু হানীফা এবং তাঁদের অনুসারীদের [আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন] একটি দলের মাযহাব, আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

(ص: 56)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

ثُمَّ إِنَّا لَمْ نَعُدَّ فِي أَنْوَاعِ الْمُرْسَلِ وَنَحْوِهِ مَا يُسَمَّى فِي أُصُولِ الْفِقْهِ مُرْسَلَ الصَّحَابِيِّ مِثْلَمَا يَرْوِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَحْدَاثِ الصَّحَابَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَسْمَعُوهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمَوْصُولِ الْمُسْنَدِ، لِأَنَّ رِوَايَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَالْجَهَالَةَ بِالصَّحَابِيِّ غَيْرُ قَادِحَةٍ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الْعَاشِرُ: مَعْرِفَةُ الْمُنْقَطِعِ

وَفِيهِ وَفِي الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُرْسَلِ مَذَاهِبُ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ:

فَمِنْهَا: مَا سَبَقَ فِي نَوْعِ الْمُرْسَلِ عَنِ الْحَاكِمِ، صَاحِبِ كِتَابِ (مَعْرِفَةِ

ثُمَّ إِنَّا لَمْ نَعُدَّ فِي أَنْوَاعِ الْمُرْسَلِ وَنَحْوِهِ مَا يُسَمَّى فِي أُصُولِ الْفِقْهِ مُرْسَلَ الصَّحَابِيِّ مِثْلَمَا يَرْوِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَحْدَاثِ الصَّحَابَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَسْمَعُوهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمَوْصُولِ الْمُسْنَدِ، لِأَنَّ رِوَايَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَالْجَهَالَةَ بِالصَّحَابِيِّ غَيْرُ قَادِحَةٍ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ। তারপর, আমরা মুরসাল ও তৎসদৃশ প্রকারের মধ্যে তাকে গণ্য করিনি, যা উসুলুল ফিকহ-এ 'মুরসালুস সাহাবী' নামে পরিচিত, যেমন ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য কমবয়সী সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, অথচ তারা তা তাঁর কাছ থেকে সরাসরি শোনেননি। কারণ, এটি মাওসুল মুসনাদ-এর হুকুমে (বিধানে) পড়ে। কারণ তাদের বর্ণনা সাহাবীগণের সূত্রে। আর সাহাবীর পরিচয় অজ্ঞাত থাকা হাদিসের গ্রহণযোগ্যতায় ক্ষতিকর নয়, কারণ সকল সাহাবীই বিশ্বস্ত (আদিল)। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

দশম প্রকার: মুনকাতি'র পরিচয়

এ বিষয়ে এবং এর ও মুরসালের পার্থক্যে আহলে হাদীস ও অন্যান্যদের বিভিন্ন মাযহাব (মতবাদ) রয়েছে:
তার মধ্যে একটি হলো: যা মুরসালের প্রকারভেদে আল-হাকিম থেকে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, কিতাব (মা'রিফাতুল... এর লেখক,

---

(ص: 57)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ) مِنْ أَنَّ الْمُرْسَلَ مَخْصُوصٌ بِالتَّابِعِيّ، وَأَنَّ الْمُنْقَطِعَ مِنْهُ الْإِسْنَادُ فِيهِ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيّ رَاوٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الَّذِي فَوْقَهُ، وَالسَّاقِطُ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مَذْكُورٍ، لَا مُعَيَّنًا وَلَا مُبْهَمًا، وَمِنْهُ: الْإِسْنَادُ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ بَعْضُ رُوَاتِهِ بِلَفْظٍ مُبْهَمٍ نَحْوَ رَجُلٍ، أَوْ شَيْخٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا.
مِثَالُ الْأَوَّلِ: مَا رُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَقَوِيٌّ أَمِينٌ. . " الْحَدِيثَ. فَهَذَا إِسْنَادٌ إِذَا تَأَمَّلَهُ الْحَدِيثِيُّ وَجَدَ صُورَتَهُ صُورَةَ الْمُتَّصِلِ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ فِي مَوْضِعَيْنِ، لِأَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الثَّوْرِيّ، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْجَنَدِيّ عَنِ الثَّوْرِيّ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا

(হাদীস বিজ্ঞানের প্রকারভেদ) থেকে জানা যায় যে, মুরসাল কেবল তাবিঈ-এর সাথে সুনির্দিষ্ট, এবং মুনকাতি' হলো সেই ইসনাদ যেখানে তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে এমন একজন রাবী থাকে যে তার উপরের রাবীর কাছ থেকে শোনেনি, এবং তাদের দুজনের মধ্য থেকে পতিত (বাদ পড়া) রাবী উল্লেখিত নয়, সুনির্দিষ্টভাবেও নয় এবং অস্পষ্টভাবেও নয়। এবং মুনকাতি'র প্রকারভেদের মধ্যে আরও রয়েছে: সেই ইসনাদ যেখানে এর কিছু রাবীকে অস্পষ্ট শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন 'একজন ব্যক্তি', বা 'একজন শাইখ', অথবা এ জাতীয় অন্য কোনো শব্দ। প্রথমটির উদাহরণ: যা আমরা আব্দুর রাযযাক থেকে, তিনি সুফিয়ান সাওরী থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি যায়দ ইবনে ইয়ুসাই থেকে, তিনি হুযাইফা থেকে বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি তোমরা আবু বকরকে এর দায়িত্ব দাও, তবে তিনি শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।" ...হাদীসটি। এই ইসনাদটি এমন যে, যখন কোনো

হাদীস বিশারদ এটি গভীরভাবে পরীক্ষা করেন, তখন এর বাহ্যিক রূপকে মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) ইসনাদের মতো মনে করেন, অথচ এটি দুটি স্থানে মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন), কারণ আব্দুর রাযযাক এটি সাওরী থেকে সরাসরি শোনেননি, বরং তিনি তা শুনেছেন নু'মান ইবনে আবি শাইবা আল-জান্দী থেকে, যিনি সাওরী থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং সাওরীও এটি সরাসরি শোনেননি।

مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

وَمِثَالُ الثَّانِي: الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ رَجُلَيْنِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ. . . " الْحَدِيثَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْهَا: مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رحمه الله، وَهُوَ أَنَّ الْمُرْسَلَ مَخْصُوصٌ بِالتَّابِعِينَ، وَالْمُنْقَطِعَ شَامِلٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، وَهُوَ عِنْدَهُ كُلُّ مَا لَا يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ سَوَاءٌ كَانَ يُعْزَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ إِلَى غَيْرِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمُنْقَطِعَ مِثْلُ الْمُرْسَلِ، وَكِلَاهُمَا شَامِلَانِ لِكُلِّ مَا لَا يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ أَقْرَبُ. صَارَ إِلَيْهِ طَوَائِفُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فِي كِفَايَتِهِ. إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ مَا يُوصَفُ بِالْإِرْسَالِ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِعْمَالُ مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَكْثَرُ مَا يُوصَفُ بِالِانْقِطَاعِ مَا رَوَاهُ مَنْ دُونَ التَّابِعِينَ عَنِ الصَّحَابَةِ مِثْلَ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

আবু ইসহাক থেকে, কিন্তু তিনি তা শরীক থেকে আবু ইসহাক সূত্রে শুনেছেন।

আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ হল: আমরা যা বর্ণনা করেছি আবু আল-আলা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আশ-শিখখীর থেকে, তিনি দুই ব্যক্তি থেকে, তারা শাদ্দাদ ইবনে আওস থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم থেকে সালাতের দু'আ প্রসঙ্গে: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কার্যক্ষেত্রে দৃঢ়তা প্রার্থনা করছি... " হাদিসটি, আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আর সেগুলোর মধ্যে একটি হল: যা ইবনে আবদুল বার্র رحمه الله উল্লেখ করেছেন, তা হলো, মুরসাল হাদিস শুধু তাবেয়ীদের জন্য নির্দিষ্ট, আর মুনকাতি' হাদিস তা এবং অন্যান্য সকল

ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর তাঁর মতে, মুনকাতি' হল এমন প্রতিটি হাদিস যার সনদ অবিচ্ছিন্ন নয়, চাই তা নবী صلى الله عليه وسلم এর দিকে সম্বন্ধিত হোক বা অন্য কারো দিকে।
আর সেগুলোর মধ্যে একটি হল: মুনকাতি' মুরসালের মতোই, এবং উভয়ই এমন সকল হাদিসকে অন্তর্ভুক্ত করে যার সনদ অবিচ্ছিন্ন নয়। এই মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। ফকীহ ও অন্যান্যদের বিভিন্ন দল এই মতের অনুসরণ করেছেন, আর এটিই হাফেজ আবু বকর আল-খাতিব তাঁর 'আল-কিফায়াহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে ব্যবহারের দিক থেকে 'ইরসাল' হিসেবে সর্বাধিক যা বর্ণনা করা হয় তা হল তাবেয়ী কর্তৃক নবী صلى الله عليه وسلم থেকে বর্ণিত হাদিস, আর 'ইনকিতা' হিসেবে সর্বাধিক যা বর্ণনা করা হয় তা হল তাবেয়ীনদের পরবর্তী কেউ সাহাবীদের থেকে যা বর্ণনা করেছেন, যেমন মালিক ইবনে উমর থেকে, এবং এ ধরনের অন্যান্য। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

(ص: 59)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَمِنْهَا: مَا حَكَاهُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أَنَّ " الْمُنْقَطِعَ مَا رُوِيَ عَنِ التَّابِعِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ ". وَهَذَا غَرِيبٌ بَعِيدٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ

وَهُوَ لَقَبٌ لِنَوْعٍ خَاصٍّ مِنَ الْمُنْقَطِعِ، فَكُلُّ مُعْضَلٍ مُنْقَطِعٌ، وَلَيْسَ كُلُّ مُنْقَطِعٍ مُعْضَلًا.

وَقَوْمٌ يُسَمُّونَهُ مُرْسَلًا كَمَا سَبَقَ.

وَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا.

وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ: أَعْضَلَهُ فَهُوَ مُعْضَلٌ - بِفَتْحِ الضَّادِ -. وَهُوَ اصْطِلَاحٌ مُشْكِلُ الْمَأْخَذِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ، وَبَحَثْتُ فَوَجَدْتُ لَهُ قَوْلَهُمْ: (أَمْرٌ عَضِيلٌ)، أَيْ مُسْتَغْلِقٌ شَدِيدٌ. وَلَا الْتِفَاتَ فِي ذَلِكَ إِلَى مُعْضِلٍ - بِكَسْرِ الضَّادِ - وَإِنْ كَانَ مِثْلَ عَضِيلٍ فِي الْمَعْنَى.

وَمِثَالُهُ: مَا يَرْوِيهِ تَابِعِيُّ التَّابِعِيِّ قَائِلًا فِيهِ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "، وَكَذَلِكَ مَا يَرْوِيهِ مَنْ دُونَ تَابِعِيِّ التَّابِعِيِّ " عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

وَمِنْهَا: مَا حَكَاهُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أَنَّ " الْمُنْقَطِعَ مَا رُوِيَ عَنِ التَّابِعِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ ". وَهَذَا غَرِيبٌ بَعِيدٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ।

একাদশতম প্রকার: মু'দাল (المعضل) এর পরিচয়

এটি মুনকাতি' (المنقطع) এর একটি বিশেষ প্রকারের উপাধি। সুতরাং প্রতিটি মু'দাল-ই মুনকাতি', কিন্তু প্রতিটি মুনকাতি' মু'দাল নয়।

কিছু লোক এটিকে মুরসাল (مرسل) নামে অভিহিত করেন, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি এমন (হাদীসের) বর্ণনা, যার সনদ থেকে দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে।

আর হাদীস বিশারদগণ বলেন: 'আ'দালহু' (أعضله), সুতরাং তা 'মু'দাল' (معضل) – 'দাল' বর্ণে ফাতহা (জবর) সহ। আর এটি এমন একটি পরিভাষা, ভাষাগত দিক থেকে যার উৎপত্তি সমস্যাপূর্ণ। আমি অনুসন্ধান করে এর জন্য তাদের উক্তি পেলাম: "(আমরুন আদি'লুন) أَمْرٌ عَضِيلٌ", অর্থাৎ অত্যন্ত কঠিন ও জটিল বিষয়। এবং এক্ষেত্রে 'মু'দিল' (مُعْضِل) – 'দাল' বর্ণে কাসরা (জের) সহ – এর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, যদিও তা অর্থগত দিক থেকে 'আদি'ল' (عضيل) এর অনুরূপ।

এবং এর উদাহরণ: যা তাবে' তাবে'য়ী বর্ণনা করেন এই বলে: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন", এবং একইভাবে যা তাবে' তাবে'য়ী এর নিম্নস্তর থেকে "রাসূলুল্লাহ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا " غَيْرَ ذَاكِرٍ لِلْوَسَائِطِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ.

وَذَكَرَ أَبُو نَصْرٍ السِّجْزِيُّ الْحَافِظُ قَوْلَ الرَّاوِي: " بَلَغَنِي " نَحْوَ قَوْلِ مَالِكٍ: " بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكُسْوَتُهُ. . " الْحَدِيثَ وَقَالَ: أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يُسَمُّونَهُ الْمُعْضَلَ.

قُلْتُ: وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا " وَنَحْوُ ذَلِكَ، كُلُّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُعْضَلِ، لِمَا تَقَدَّمَ. وَسَمَّاهُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ

الْحَافِظُ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ مُرْسَلًا، وَذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُسَمِّي كُلَّ مَا لَا يَتَّصِلُ مُرْسَلًا كَمَا سَبَقَ.

وَإِذَا رَوَى تَابِعٌ عَنِ التَّابِعِ حَدِيثًا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَدْ جَعَلَهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَوْعًا مِنَ الْمُعْضَلِ.

مِثَالُهُ: " مَا رُوِّينَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، ... عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُقَالُ لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: " عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: مَا عَمِلْتُهُ، فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ ... . . " الْحَدِيثَ. فَقَدْ أَعْضَلَهُ الْأَعْمَشُ، وَهُوَ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مُتَّصِلًا مُسْنَدًا.

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অথবা আবূ বকর, উমার এবং তাঁদের ব্যতীত অন্যান্যদের থেকে (বর্ণনা করা), অথচ তাদের ও তাঁর (বর্ণনাকারীর) মাঝে অবস্থিত মধ্যস্থতাকারীদের (রাবীদের) উল্লেখ করা হয়নি।

হাফিয আবূ নাসর আস-সিজযী রাবীর এই উক্তি উল্লেখ করেছেন: "আমার নিকট পৌঁছেছে", যেমন ইমাম মালিকের উক্তি: "আমার নিকট আবূ হুরায়রা (রা) থেকে পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: গোলামের জন্য তার খাবার ও পোশাক (অবশ্য কর্তব্য)।" - হাদীসটি। এবং তিনি বলেছেন: হাদীস বিশারদগণ এটিকে 'মু'দাল' বলে আখ্যায়িত করেন।

আমি বলি: ফকীহ ও অন্যান্য মুসান্নিফগণের (গ্রন্থকারদের) উক্তি: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এমন বলেছেন" অথবা অনুরূপ কিছু, এ সবই 'মু'দাল' প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে তার কারণে। আর হাফিয আল-খাতীব আবূ বকর তাঁর কিছু আলোচনায় এটিকে 'মুরসাল' বলে অভিহিত করেছেন, এবং এটি তাদের মত অনুযায়ী যারা সকল অসংযুক্ত (যা সনদ দ্বারা সংযুক্ত নয়) বর্ণনাকে 'মুরসাল' বলে আখ্যায়িত করেন, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

যখন কোনো তাবেয়ী অপর তাবেয়ী থেকে একটি মাওকুফ হাদীস বর্ণনা করেন, অথচ সেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মুত্তাসিল (সংযুক্ত) ও মুসনাদ (সনদসহ বর্ণিত) হাদীস, তখন হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ এটিকে 'মু'দাল'-এর একটি প্রকার হিসেবে গণ্য করেছেন।

এর উদাহরণ: "যা আমরা আল-আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছি, ... আশ-শা'বী থেকে তিনি বলেছেন: কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে বলা হবে: "তুমি কি এমন এমন কাজ করেছো?" তখন সে বলবে: "আমি তা করিনি।" অতঃপর তার মুখে মোহর মেরে দেওয়া হবে ...।" - হাদীসটি। আল-আ'মাশ এটিকে 'ই'দাল' (মু'দাল) করেছেন, অথচ এটি আশ-শা'বীর নিকট আনাস (রা) থেকে, আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুত্তাসিল ও মুসনাদ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

(ص: 61)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

قُلْتُ: هَذَا جِيدٌ حَسَنٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الِانْقِطَاعَ بِوَاحِدٍ مَضْمُومًا إِلَى الْوَقْفِ يَشْتَمِلُ عَلَى الِانْقِطَاعِ بِاثْنَيْنِ: الصَّحَابِيِّ وَرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَلِكَ بِاسْتِحْقَاقِ اسْمِ الْإِعْضَالِ أَوْلَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تَفْرِيعَاتٌ:

أَحَدُهَا: الْإِسْنَادُ الْمُعَنْعَنُ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ فِيهِ: " فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ " عَدَّهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ قَبِيلِ الْمُرْسَلِ وَالْمُنْقَطِعِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ اتِّصَالُهُ بِغَيْرِهِ.

وَالصَّحِيحُ - وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ - أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْإِسْنَادِ الْمُتَّصِلِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَوْدَعَهُ الْمُشْتَرِطُونَ لِلصَّحِيحِ فِي تَصَانِيفِهِمْ فِيهِ وَقَبِلُوهُ، وَكَادَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْحَافِظُ يَدَّعِي إِجْمَاعَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ. وَادَّعَى أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ - الْمُقْرِئُ الْحَافِظُ - إِجْمَاعَ أَهْلِ النَّقْلِ عَلَى ذَلِكَ.

وَهَذَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ أُضِيفَتِ الْعَنْعَنَةُ إِلَيْهِمْ قَدْ ثَبَتَتْ مُلَاقَاةُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، مَعَ بَرَاءَتِهِمْ مِنْ وَصْمَةِ التَّدْلِيسِ. فَحِينَئِذٍ يُحْمَلُ عَلَى ظَاهِرِ الِاتِّصَالِ، إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ خِلَافُ ذَلِكَ.

আমি বলি: এটি উত্তম ও গ্রহণযোগ্য; কারণ, এই এক রাবীর ইনকিতা' (সংযোগ বিচ্ছিন্নতা) যখন ওয়াকফের সাথে যুক্ত হয়, তখন তা দুটি রাবীর ইনকিতা' শামিল করে: সাহাবী এবং

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতএব, এটি ই'দাল (মু'দাল) নামের অধিকতর হকদার। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

উপশাখা:

প্রথমটি: আল-ইসনাদুল মুআনআন। এটি এমন সনদ, যাতে বলা হয়: "অমুক, অমুক থেকে"। কিছু লোক এটিকে মুরসাল ও মুনকাতি' এর প্রকারভুক্ত গণ্য করেছেন, যতক্ষণ না এর সাথে অন্যের সংযুক্তি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

আর বিশুদ্ধ মত — এবং যার উপর আমল করা হয় — তা হলো যে, এটি আল-ইসনাদুল মুত্তাসিলের প্রকারভুক্ত। হাদিসের ইমামগণ ও অন্যান্যদের মধ্য থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠরা এই মত গ্রহণ করেছেন। সহীহ হাদিসের শর্তারোপকারীরা তাদের রচনায় এটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। হাফেজ আবু উমার ইবনে আব্দুল বার প্রায় হাদিসের ইমামদের এই বিষয়ে ইজমা' (ঐক্যমত্য) দাবি করেছিলেন। আর কারী ও হাফেজ আবু আমর আদ-দানি আহলুন নকলের (বর্ণনাকারীদের) এই বিষয়ে ইজমা' দাবি করেছেন।

আর এটি এই শর্তে যে, যাদের প্রতি আনআনা সম্পর্কিত করা হয়েছে, তাদের একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়েছে, তাদের তাদলিসের (দোষ লুকানোর) কলঙ্ক থেকে মুক্ত থাকার সাথে। তখন এটি বাহ্যিক সংযুক্তি হিসেবে গণ্য হবে, যদি না এর বিপরীত কিছু প্রকাশিত হয়।

(ص: 62)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَكَثُرَ فِي عَصْرِنَا وَمَا قَارَبَهُ بَيْنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْحَدِيثِ اسْتِعْمَالُ " عَنْ " فِي الْإِجَازَةِ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ: " قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ "، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَظُنَّ بِهِ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ بِالْإِجَازَةِ، وَلَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الِاتِّصَالِ عَلَى مَا لَا يَخْفَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّانِي: اخْتَلَفُوا فِي قَوْلِ الرَّاوِي: " أَنَّ فُلَانًا قَالَ كَذَا وَكَذَا " هَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ (عَنْ) فِي الْحَمْلِ عَلَى الِاتِّصَالِ، إِذَا ثَبَتَ التَّلَاقِي بَيْنَهُمَا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ فِيهِ الِانْقِطَاعُ.

مِثَالُهُ: (مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَذَا).

فَرُوِّينَا عَنْ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَرَى (عَنْ فُلَانٍ) وَ (أَنَّ فُلَانًا) سَوَاءً.

وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه: أَنَّهُمَا لَيْسَا سَوَاءً.

وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ " عَنْ " وَ " أَنَّ " سَوَاءٌ، وَأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِالْحُرُوفِ وَالْأَلْفَاظِ، وَإِنَّمَا هُوَ بِاللِّقَاءِ وَالْمُجَالَسَةِ، وَالسَّمَاعِ وَالْمُشَاهَدَةِ، يَعْنِي مَعَ السَّلَامَةِ مِنَ التَّدْلِيسِ، فَإِذَا كَانَ سَمَاعُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ صَحِيحًا كَانَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ بِأَيِّ لَفْظٍ وَرَدَ مَحْمُولًا عَلَى الِاتِّصَالِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ فِيهِ الِانْقِطَاعُ.

وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْبَرْدِيجِيِّ أَنَّ حَرْفَ " أَنَّ " مَحْمُولٌ عَلَى الِانْقِطَاعِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ السَّمَاعُ فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ بِعَيْنِهِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. وَقَالَ: عِنْدِي لَا مَعْنَى لِهَذَا، لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْإِسْنَادَ

وَكَثُرَ فِي عَصْرِنَا وَمَا قَارَبَهُ بَيْنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْحَدِيثِ اسْتِعْمَالُ " عَنْ " فِي الْإِجَازَةِ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ: " قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ "، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَظُنَّ بِهِ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ بِالْإِجَازَةِ، وَلَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الِاتِّصَالِ عَلَى مَا لَا يَخْفَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

আমাদের যুগে এবং এর কাছাকাছি সময়ে হাদীসের সাথে সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ইজাযতের ক্ষেত্রে "عَنْ" (আন) শব্দের ব্যবহার ব্যাপক হারে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং যখন তাদের কেউ বলে: "আমি অমুকের কাছে অমুক থেকে পড়েছি" অথবা অনুরূপ কিছু, তখন ধারণা করা হয় যে, সে ইজাযতের মাধ্যমে তার থেকে বর্ণনা করেছে, এবং এটি সংযোগের (ইত্তিসাল) পর্যায় থেকে বেরিয়ে যায় না, যা গোপনীয় নয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

الثَّانِي: اخْتَلَفُوا فِي قَوْلِ الرَّاوِي: " أَنَّ فُلَانًا قَالَ كَذَا وَكَذَا " هَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ (عَنْ) فِي الْحَمْلِ عَلَى الِاتِّصَالِ، إِذَا ثَبَتَ التَّلَاقِي بَيْنَهُمَا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ فِيهِ الِانْقِطَاعُ.

দ্বিতীয়: বর্ণনাকারী যখন বলে: "নিশ্চয় অমুক এমন এমন বলেছেন" (أَنَّ فُلَانًا قَالَ كَذَا وَكَذَا), তখন এই উক্তিটি "عَنْ" (আন)-এর সমপর্যায়ের কি না, যা সংযোগের (ইত্তিসাল) উপর প্রযোজ্য হয়, যখন তাদের উভয়ের সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়, যতক্ষণ না তাতে বিচ্ছিন্নতা (ইনকিতা) স্পষ্ট হয় – এ বিষয়ে তারা মতানৈক্য করেছেন।

مِثَالُهُ: (مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَذَا).

উদাহরণস্বরূপ: (মালিক, যুহরি থেকে: নিশ্চয় সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব এমন বলেছেন)।

فَرُوِّينَا عَنْ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَرَى (عَنْ فُلَانٍ) وَ (أَنَّ فُلَانًا) سَوَاءً.

আর আমরা মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি "عَنْ فُلَانٍ" (অমুক থেকে) এবং "أَنَّ فُلَانًا" (নিশ্চয় অমুক) – উভয়কেই সমান মনে করতেন।

وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه: أَنَّهُمَا لَيْسَا سَوَاءً.

এবং আহমাদ ইবন হাম্বল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ দুটি সমান নয়।

وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ " عَنْ " وَ " أَنَّ " سَوَاءٌ، وَأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِالْحُرُوفِ وَالْأَلْفَاظِ، وَإِنَّمَا هُوَ بِاللِّقَاءِ وَالْمُجَالَسَةِ، وَالسَّمَاعِ وَالْمُشَاهَدَةِ، يَعْنِي مَعَ السَّلَامَةِ مِنَ التَّدْلِيسِ، فَإِذَا كَانَ سَمَاعُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ صَحِيحًا كَانَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ بِأَيِّ لَفْظٍ وَرَدَ مَحْمُولًا عَلَى الِاتِّصَالِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ فِيهِ الِانْقِطَاعُ.

আর ইবনু আবদিল বার্র অধিকাংশ জ্ঞানীদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "عَنْ" (আন) এবং "أَنَّ" (আন্না) সমান, এবং অক্ষর ও শব্দাবলীর কোনো বিবেচনা নেই, বরং এটি সাক্ষাৎ, সহাবস্থান, শ্রবণ ও চাক্ষুষ দর্শনের উপর নির্ভরশীল – অর্থাৎ তাদলিস (দোষ লুকানো) থেকে মুক্ত থাকা সাপেক্ষে। সুতরাং যখন তাদের একের অপরের থেকে শ্রবণ বিশুদ্ধ হয়, তখন তাদের একের অপর থেকে বর্ণিত হাদীস যে কোনো শব্দে আসুক না কেন, তা সংযোগের (ইত্তিসাল) উপর প্রযোজ্য হবে, যতক্ষণ না তাতে বিচ্ছিন্নতা (ইনকিতা) স্পষ্ট হয়।

وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْبَرْدِيجِيِّ أَنَّ حَرْفَ " أَنَّ " مَحْمُولٌ عَلَى الِانْقِطَاعِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ السَّمَاعُ فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ بِعَيْنِهِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. وَقَالَ: عِنْدِي لَا مَعْنَى لِهَذَا، لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْإِسْنَادَ

এবং ইবনু আবদিল বার্র আবু বকর আল-বারদীজি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "أَنَّ" (আন্না) অক্ষরটি বিচ্ছিন্নতার (ইনকিতা) উপর প্রযোজ্য, যতক্ষণ না অন্য কোনো সূত্র থেকে সেই নির্দিষ্ট সংবাদে শ্রবণের প্রমাণ স্পষ্ট হয়। এবং তিনি (ইবনু আবদিল বার্র) বলেছেন: আমার মতে এর কোনো অর্থ নেই, কারণ তাদের (আলেমদের) ঐকমত্য রয়েছে যে, সনদ

الْمُتَّصِلَ بِالصَّحَابِيِّ سَوَاءٌ فِيهِ قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "، أَوْ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "، أَوْ " عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "، أَوْ " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قُلْتُ: وَوَجَدْتُ مِثْلَمَا حَكَاهُ عَنِ الْبَرْدِيجِيِّ أَبِي بَكْرٍ الْحَافِظِ لِلْحَافِظِ الْفَحْلِ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ الْفَحْلِ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ مَا رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: " أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ".

وَجَعَلَهُ مُسْنَدًا مَوْصُولًا. وَذَكَرَ رِوَايَةَ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ لِذَلِكَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ " أَنَّ عَمَّارًا مَرَّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [وَهُوَ يُصَلِّي] "، فَجَعَلَهُ مُرْسَلًا، مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ قَالَ: " إِنَّ عَمَّارًا فَعَلَ " وَلَمْ يَقُلْ: " عَنْ عَمَّارٍ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

সাহাবীর সাথে সংযুক্ত (হাদীস), তাতে সমানভাবে বলা হয়েছে: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন", অথবা "নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন", অথবা "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন", অথবা "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি"। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

আমি বলি: আমি এমনটিই পেয়েছি যেমনটি আল-বারদীজি আবু বকর আল-হাফিজ, আল-হাফিজ আল-ফাহল ইয়াকুব ইবনে শাইবার তাঁর 'মুসনাদ আল-ফাহল'-এ বর্ণনা করেছেন। কারণ তিনি আবু আয-যুবাইর কর্তৃক ইবনুল হানাফিয়্যা থেকে, তিনি আম্মার থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, আম্মার বলেছেন: "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছিলাম যখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন, তখন আমি তাঁকে সালাম দিলাম, আর তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন।" আর তিনি এটিকে মুসনাদ মাউসুল (সংযুক্ত সনদ) হিসেবে গণ্য করেছেন। আর তিনি কায়স ইবনে সা'দের সেই বর্ণনাও উল্লেখ করেছেন, যা আতা ইবনে আবি রাবাহ থেকে, তিনি ইবনুল হানাফিয়্যা থেকে (বর্ণনা করেন) যে, "আম্মার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন"
[যখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন]", সুতরাং তিনি এটিকে মুরসাল (বিচ্ছিন্ন সনদ) হিসেবে গণ্য করেছেন, এই কারণে যে, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই আম্মার এমনটি করেছেন" আর তিনি বলেননি: "আম্মার থেকে (বর্ণিত)"। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ثُمَّ إِنَّ الْخَطِيبَ مَثَّلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِحَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ: " أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ ". . . الْحَدِيثَ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ. . . " الْحَدِيثَ. ثُمَّ قَالَ: " ظَاهِرُ

الرِّوَايَةِ الْأُولَى يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُسْنَدِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالثَّانِيَةُ ظَاهِرُهَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ".

قُلْتُ: لَيْسَ هَذَا الْمِثَالُ مُمَاثِلًا لِمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ؛ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ فِيهِ فِي الْحُكْمِ بِالِاتِّصَالِ عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى اللِّقَاءِ وَالْإِدْرَاكِ، وَذَلِكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُشْتَرَكٌ مُتَرَدِّدٌ، لِتَعَلُّقِهِ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِعُمَرَ رضي الله عنه، وَبِصُحْبَةِ الرَّاوِي ابْنِ عُمَرَ لَهُمَا، فَاقْتَضَى ذَلِكَ مِنْ جِهَةٍ: كَوْنُهُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى: كَوْنُهُ رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

অতঃপর খতীব এই মাসআলাটির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন নাফে' বর্ণিত, ইবনে উমর থেকে, উমর থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা: "যে, তিনি (উমর) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন: আমাদের কেউ কি জুনুব (অপবিত্র) অবস্থায় ঘুমাতে পারে?" ...হাদীসটি। এবং অন্য এক বর্ণনায় (আছে): নাফে' থেকে, ইবনে উমর থেকে যে উমর বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল!..." হাদীসটি। অতঃপর তিনি (খতীব) বলেন: "প্রথম বর্ণনাটির বাহ্যিক অর্থ নির্দেশ করে যে এটি উমর কর্তৃক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত (মুসনাদ) হতে পারে, এবং দ্বিতীয় বর্ণনাটির বাহ্যিক অর্থ নির্দেশ করে যে এটি ইবনে উমর কর্তৃক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত (মুসনাদ) হতে পারে।"
আমি বলি: এই উদাহরণটি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অনুরূপ নয়; কারণ এতে (অর্থাৎ এই হাদীসের ক্ষেত্রে) জমহূর (অধিকাংশ) ফুকাহায়ে কেরামের মতে হাদীসের ইত্তেসাল (সন্দ পরম্পরা অবিচ্ছিন্ন) এর উপর নির্ভরতা মূলত সাক্ষাত ও উপলব্ধির উপর। আর এই হাদীসের ক্ষেত্রে তা (সাক্ষাত ও উপলব্ধি) যৌথ ও দ্বিধান্বিত, কারণ এর সম্পর্ক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়ের সাথেই রয়েছে, এবং রাবী ইবনে উমরের তাদের উভয়ের সঙ্গ লাভের কারণে। তাই একদিক থেকে এর দাবি হলো: যে, তিনি (ইবনে উমর) তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং অন্যদিক থেকে এর দাবি হলো: যে, তিনি (ইবনে উমর) তা উমর থেকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

الثَّالِثُ: قَدْ ذَكَرْنَا مَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ تَعْمِيمِ الْحُكْمِ بِالِاتِّصَالِ فِيمَا يَذْكُرُهُ الرَّاوِي عَمَّنْ لَقِيَهُ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ، وَهَكَذَا أَطْلَقَ أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ الصَّيْرَفِيُّ ذَلِكَ فَقَالَ: " كُلُّ مَنْ عُلِمَ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ إِنْسَانٍ، فَحَدَّثَ عَنْهُ فَهُوَ عَلَى السَّمَاعِ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ مَا حَكَاهُ، وَكُلُّ مَنْ عُلِمَ لَهُ لِقَاءُ إِنْسَانٍ، فَحَدَّثَ عَنْهُ فَحُكْمُهُ هَذَا الْحُكْمُ ". وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا فِيمَنْ لَمْ يَظْهَرْ تَدْلِيسُهُ.

وَمِنَ الْحُجَّةِ فِي ذَلِكَ وَفِي سَائِرِ الْبَابِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ لَكَانَ بِإِطْلَاقِهِ الرِّوَايَةَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْوَاسِطَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُدَلِّسًا، وَالظَّاهِرُ السَّلَامَةُ مِنْ وَصْمَةِ التَّدْلِيسِ، وَالْكَلَامُ فِيمَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِالتَّدْلِيسِ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: قَوْلُهُ: " قَالَ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا " مِثْلَ أَنْ يَقُولَ نَافِعٌ: " قَالَ ابْنُ عُمَرَ ". وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عَنْهُ: " ذَكَرَ، أَوْ فَعَلَ، أَوْ حَدَّثَ، أَوْ كَانَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا "، وَمَا جَانَسَ ذَلِكَ، فَكُلُّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ ظَاهِرًا عَلَى الِاتِّصَالِ، وَأَنَّهُ تَلَقَّى ذَلِكَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ بَيْنَهُمَا، مَهْمَا ثَبَتَ لِقَاؤُهُ لَهُ عَلَى الْجُمْلَةِ.

ثُمَّ مِنْهُمْ مَنِ اقْتَصَرَ فِي هَذَا الشَّرْطِ الْمَشْرُوطِ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِهِ عَلَى مُطْلَقِ اللِّقَاءِ، أَوِ السَّمَاعِ، كَمَا حَكَيْنَاهُ آنِفًا. وَقَالَ فِيهِ أَبُو عَمْرٍو

তৃতীয়ত: আমরা ইবন আবদিল-বার কর্তৃক বর্ণিত কথা উল্লেখ করেছি যে, রাবী যার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, তার থেকে যে কোনো শব্দে বর্ণনা করলে তার ইত্তিসালের (যোগসূত্রের) হুকুম ব্যাপক হবে। একইভাবে, আবু বকর আশ-শাফিয়ী আস-সাইরাফীও এ কথাটি সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: "যে ব্যক্তির সম্পর্কে জানা যায় যে, সে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে শুনেছে এবং তার থেকে বর্ণনা করেছে, তাহলে তা 'সামা' (শ্রবণ) হিসেবে গণ্য হবে, যতক্ষণ না জানা যায় যে, সে যা বর্ণনা করেছে তা তার কাছ থেকে শোনেনি। আর যে ব্যক্তির সম্পর্কে জানা যায় যে, সে কোনো ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেছে এবং তার থেকে বর্ণনা করেছে, তাহলে তার হুকুমও এই হুকুম।"

তবে এই কথা কেবল তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের ‘তাদলিস’ (ছদ্মবেশ) প্রকাশ পায়নি। এই বিষয়ে এবং এই অধ্যায়ের অন্যান্য ক্ষেত্রে যুক্তি হলো: যদি সে তার থেকে সরাসরি না শুনে থাকে, তাহলে তার ও বর্ণনাকারী ব্যক্তির মাঝে কোনো মাধ্যম উল্লেখ না করে সরাসরি বর্ণনা করাটা ‘তাদলিস’ (ছদ্মবেশ) হিসেবে গণ্য হবে। আর সাধারণভাবে ‘তাদলিস’-এর অপবাদ থেকে মুক্ত থাকাটাই দৃশ্যমান। এবং এখানে আলোচনা তাদের সম্পর্কে যারা ‘তাদলিস’-এর জন্য পরিচিত নন।

এর উদাহরণস্বরূপ: তার উক্তি: "অমুক এমন এমন বলেছেন," যেমন নাফি’ বলেন: "ইবন উমার বলেছেন।" একইভাবে, যদি তার থেকে বলে: "উল্লেখ করেছেন," অথবা "করেছেন," অথবা "বর্ণনা করেছেন," অথবা "এমন এমন বলতেন," এবং এর অনুরূপ যা কিছু, তাহলে এগুলোর সবই বাহ্যিকভাবে ইত্তিসাল (যোগসূত্র) হিসেবে গণ্য হবে, এবং এই অর্থে যে, সে তার থেকে কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি গ্রহণ করেছে, যদি সাধারণভাবে তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়।

এরপর তাদের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন যারা এই শর্তে—যা এ এবং এর মতো বিষয়ে শর্তারোপিত হয়েছে—শুধুমাত্র সাধারণ সাক্ষাৎ বা শ্রবণের উপর সীমাবদ্ধ রেখেছেন, যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর আবু আমর এ বিষয়ে বলেছেন:

(ص: 66)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الْمُقْرِئُ: " إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ ". وَقَالَ فِيهِ أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ: " إِذَا أَدْرَكَ الْمَنْقُولَ عَنْهُ إِدْرَاكًا بَيِّنًا ".

وَذَكَرَ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ فِي الْعَنْعَنَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ طُولُ الصُّحْبَةِ بَيْنَهُمْ.

وَأَنْكَرَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي خُطْبَةِ صَحِيحِهِ عَلَى بَعْضِ أَهْلِ عَصْرِهِ، حَيْثُ اشْتَرَطَ فِي الْعَنْعَنَةِ ثُبُوتَ اللِّقَاءِ وَالِاجْتِمَاعِ، وَادَّعَى أَنَّهُ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ لَمْ يُسْبَقْ قَائِلُهُ إِلَيْهِ، وَأَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَنَّهُ يَكْفِي فِي ذَلِكَ أَنْ يَثْبُتَ كَوْنُهُمَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِي خَبَرٍ قَطُّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا أَوْ تَشَافَهَا.

وَفِيمَا قَالَهُ مُسْلِمٌ نَظَرٌ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْقَوْلَ الَّذِي رَدَّهُ مُسْلِمٌ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّةُ هَذَا الْعِلْمِ: عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قُلْتُ: وَهَذَا الْحُكْمُ لَا أَرَاهُ يَسْتَمِرُّ بَعْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ، فِيمَا وُجِدَ مِنَ

ইকরাকারী বলেন: "যদি তার থেকে বর্ণনা পরিচিত থাকে।" আর এ বিষয়ে আবুল হাসান আল-ক্বাবিসী বলেছেন: "যদি তিনি যার থেকে বর্ণনা করছেন, তাকে সুস্পষ্টভাবে অবগত থাকেন।" আর আবুল মুজাফফর আস-সাম'আনী 'আন'আনার (বর্ণনার) ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তাদের মধ্যে দীর্ঘ সাহচর্য শর্ত।

আর মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ তার সহীহ-এর ভূমিকায় তার সমসাময়িক কিছু বিদ্বানদের উপর আপত্তি জানিয়েছেন, যেখানে তারা 'আন'আনার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ ও সাক্ষাতের প্রমাণকে শর্ত করেছিলেন, এবং তিনি দাবি করেছেন যে, এটি একটি উদ্ভাবিত মত, যার প্রবক্তা তার পূর্বে কেউ ছিল না, এবং এই মতটিই প্রচলিত ও সর্বসম্মত যা প্রাচীন ও আধুনিক হাদীস বিশারদদের মধ্যে বিদ্যমান, যে এর জন্য যথেষ্ট হলো, তারা একই যুগে ছিলেন তা প্রমাণিত হওয়া, যদিও কোন বর্ণনায় তাদের সাক্ষাত বা সরাসরি কথা বলার কথা নাও আসে।

মুসলিম যা বলেছেন, তাতে বিবেচনার অবকাশ আছে, আর বলা হয়েছে যে, মুসলিম যে মত খণ্ডন করেছেন, সেটিই এই বিদ্যার ইমামগণের (যেমন) আলী ইবনুল মাদীনী, বুখারী এবং অন্যান্যদের মত, আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আমি বলি: পূর্ববর্তীদের (মুতাকাদ্দিমীন) পরে এই বিধানকে আমি বহাল থাকতে দেখি না, যা পাওয়া যায়...

الْمُصَنِّفِينَ فِي تَصَانِيفِهِمْ، مِمَّا ذَكَرُوهُ عَنْ مَشَايِخِهِمْ قَائِلِينَ فِيهِ: " ذَكَرَ فُلَانٌ، قَالَ فُلَانٌ " وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَافْهَمْ كُلَّ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مُهِمٌّ عَزِيزٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الرَّابِعُ: التَّعْلِيقُ الَّذِي يَذْكُرُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيْدِيُّ، صَاحِبُ (الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ) وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ، فِي أَحَادِيثَ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قُطِعَ إِسْنَادُهَا - وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ قَبْلُ -: صُورَتُهُ صُورَةُ الِانْقِطَاعِ، وَلَيْسَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ، وَلَا خَارِجًا مَا وَجَدَ ذَلِكَ فِيهِ مِنْهُ مِنْ قَبِيلِ الصَّحِيحِ إِلَى قَبِيلِ الضَّعِيفِ، وَذَلِكَ لِمَا عُرِفَ مِنْ شَرْطِهِ وَحُكْمِهِ، عَلَى مَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ فِي الْفَائِدَةِ السَّادِسَةِ مِنَ النَّوْعِ الْأَوَّلِ.

وَلَا الْتِفَاتَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ الظَّاهِرِيِّ الْحَافِظِ فِي رَدِّهِ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ، أَوْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ

লেখকগণ তাঁদের রচনাগুলিতে তাঁদের উস্তাদদের থেকে যা কিছু বর্ণনা করেছেন, এই বলে: "অমুক বর্ণনা করেছেন, অমুক বলেছেন" এবং এজাতীয় কিছু। সুতরাং এই সবকিছু বুঝে নাও, কারণ এটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিরল। আল্লাহই ভালো জানেন।

চতুর্থ প্রকার: তা'লীক্ব যা আবু আবদুল্লাহ আল-হুমাইদি, (আল-জাম' বাইনাস-সাহীহাইন) গ্রন্থের রচয়িতা এবং অন্যান্য মাগরিবি আলেমগণ সহীহ আল-বুখারীর সেসব হাদীস সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যার সনদ বিচ্ছিন্ন – আর দারাকুতনি এর পূর্বে এটি ব্যবহার করেছেন –: এর বাহ্যিক রূপ হলো ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা), কিন্তু এর বিধান ইনকিতা'র বিধানের মতো নয়, এবং এতে যা পাওয়া যায় তা সহীহ (বিশুদ্ধ) এর শ্রেণি থেকে দুর্বল (দাঈফ) এর শ্রেণিতে বহির্গত হয় না। আর এর কারণ হলো এর শর্ত ও বিধান সম্পর্কে যা জানা যায়, যেমনটি আমরা প্রথম প্রকারের ষষ্ঠ সুবিধাটিতে সতর্ক করেছি।

এবং আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম আয-যাহিরি আল-হাফিজের প্রতি কোনো মনোযোগ দেওয়া হবে না যখন তিনি বুখারী কর্তৃক বর্ণিত আবু আমির অথবা আবু মালিক আল-আশ'আরী থেকে প্রাপ্ত হাদীস প্রত্যাখ্যান করেন,

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. . " الْحَدِيثَ. مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَوْرَدَهُ قَائِلًا فِيهِ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَاقَهُ بِإِسْنَادِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ فِيمَا بَيْنَ الْبُخَارِيِّ وَهِشَامٍ، وَجَعَلَهُ جَوَابًا

عَنِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَعَازِفِ. وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ، وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ مَعْرُوفُ الِاتِّصَالِ بِشَرْطِ الصَّحِيحِ.

وَالْبُخَارِيُّ رحمه الله قَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، لِكَوْنِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ مَعْرُوفًا مِنْ جِهَةِ الثِّقَاتِ عَنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ الَّذِي عَلَّقَهُ عَنْهُ، وَقَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِهِ مُسْنَدًا مُتَّصِلًا وَقَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي لَا يَصْحَبُهَا خَلَلُ الِانْقِطَاعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক আসবে যারা রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে..." (হাদীস)। এই কারণে যে, ইমাম বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন এভাবে বলতে গিয়ে: হিশাম ইবনে আম্মার বলেছেন এবং তিনি এটি তাঁর সনদ সহ বর্ণনা করেছেন। তখন ইবনে হাযম দাবি করেন যে, বুখারী ও হিশামের মাঝে এর সনদ বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি'), এবং তিনি এটিকে বাদ্যযন্ত্র হারাম হওয়ার পক্ষে এর দ্বারা দলিল পেশ করার জবাবে পরিণত করেন। কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে ভুল করেছেন, কারণ হাদীসটি সহীহ এবং সহীহের শর্তানুযায়ী এর সংযোগ সুপরিচিত।

আর ইমাম বুখারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) কখনও এমনটি করে থাকেন, কারণ ঐ হাদীসটি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে পরিচিত, যে ব্যক্তি থেকে তিনি তা 'তা'লীক' (অনুল্লেখিত সনদ) করেছেন। এবং কখনও এমনটি করে থাকেন কারণ তিনি ঐ হাদীসটি তাঁর কিতাবের অন্য কোনো স্থানে মুসনাদ (সম্পূর্ণ সনদ সহ) ও মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন সনদ সহ) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এবং কখনও অন্য এমন কারণের জন্য করে থাকেন যার সাথে সনদ বিচ্ছিন্নতার কোনো ত্রুটি যুক্ত থাকে না। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْحُكْمِ فِي التَّعْلِيقِ الْمَذْكُورِ فَذَلِكَ فِيمَا أَوْرَدَهُ مِنْهُ أَصْلًا وَمَقْصُودًا لَا فِيمَا أَوْرَدَهُ فِي مَعْرِضِ الِاسْتِشْهَادِ، فَإِنَّ الشَّوَاهِدَ يُحْتَمَلُ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ، مُعَلَّقًا كَانَ أَوْ مَوْصُولًا.

ثُمَّ إِنَّ لَفْظَ التَّعْلِيقِ وَجَدْتُهُ مُسْتَعْمَلًا فِيمَا حُذِفَ مِنْ مُبْتَدَأِ إِسْنَادُهُ وَاحِدٌ فَأَكْثَرُ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمُ اسْتَعْمَلَهُ فِي حَذْفِ كُلِّ الْإِسْنَادِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا وَكَذَا. رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا ". وَهَكَذَا إِلَى شُيُوخِ شُيُوخِهِ.

وَأَمَّا مَا أَوْرَدَهُ كَذَلِكَ عَنْ شُيُوخِهِ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَرِيبًا فِي الثَّالِثِ مِنْ هَذِهِ التَّفْرِيعَاتِ.

وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ أَنَّهُ جَعَلَهُ قِسْمًا مِنَ التَّعْلِيقِ ثَانِيًا، وَأَضَافَ إِلَيْهِ قَوْلَ الْبُخَارِيِّ - فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ -: " وَقَالَ لِي فُلَانٌ، وَزَادَنَا فُلَانٌ " فَوَسَمَ كُلَّ ذَلِكَ بِالتَّعْلِيقِ الْمُتَّصِلِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ، الْمُنْفَصِلِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، وَقَالَ: مَتَى رَأَيْتَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: " وَقَالَ لِي، وَقَالَ لَنَا " فَاعْلَمْ أَنَّهُ إِسْنَادٌ لَمْ يَذْكُرْهُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِلِاسْتِشْهَادِ بِهِ.

وَكَثِيرًا مَا يُعَبِّرُ الْمُحَدِّثُونَ بِهَذَا اللَّفْظِ عَمَّا جَرَى بَيْنَهُمْ فِي الْمُذَاكَرَاتِ وَالْمُنَاظَرَاتِ،

আমরা উল্লিখিত ‘তা’লীক’ (সনদ বিচ্ছিন্ন বর্ণনা) সম্পর্কে যে বিধান উল্লেখ করেছি, তা কেবল সেই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে তিনি তা মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন, এমন ক্ষেত্রে নয় যেখানে তিনি তা প্রমাণস্বরূপ (ইস্তিশহাদ) পেশ করেছেন। কারণ ‘শাওয়াহিদ’ (প্রমাণমূলক বর্ণনা)-এর ক্ষেত্রে এমন কিছুও গ্রহণযোগ্য হতে পারে যা সহীহ হওয়ার শর্ত পূরণ করে না, তা ‘মু’আল্লাক’ (সনদ বিচ্ছিন্ন) হোক বা ‘মাওসুল’ (সনদ সংযুক্ত) হোক।

অতঃপর, ‘তা’লীক’ শব্দটি আমি এমন বর্ণনায় ব্যবহৃত হতে দেখেছি যেখানে সনদের শুরু থেকে এক বা একাধিক রাবী (বর্ণনাকারী) বাদ পড়েছে, এমনকি কেউ কেউ সম্পূর্ণ সনদ বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহার করেছেন।

এর উদাহরণ: তাঁর উক্তি "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এমন বলেছেন," "ইবনে আব্বাস এমন এমন বলেছেন।" "আবু হুরায়রা এমন এমন বর্ণনা করেছেন।" "সাঈদ

ইবনুল মুসায়্যিব আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এমন এমন।" "যুহরী আবু সালামা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এমন এমন।" এবং এভাবেই তাঁর শায়খদের শায়খ পর্যন্ত।
আর যা তিনি এভাবেই তাঁর শায়খদের থেকে বর্ণনা করেছেন, তা এই উপবিভাগগুলোর মধ্যে তৃতীয়টিতে আমরা যা সম্প্রতি উল্লেখ করেছি তার অন্তর্ভুক্ত।
আমার কাছে মাগরিবের (পশ্চিম আফ্রিকার) কিছু পরবর্তী আলেমদের থেকে খবর পৌঁছেছে যে, তিনি এটিকে 'তা'লীক'-এর দ্বিতীয় প্রকার বানিয়েছেন, এবং এর সাথে ইমাম বুখারীর বক্তব্য যোগ করেছেন – তাঁর কিতাবের বিভিন্ন স্থানে –: "অমুক আমাকে বলেছেন, এবং অমুক আমাদের বাড়তি বর্ণনা দিয়েছেন।" তিনি এর সবগুলোকে 'তা'লীকুল মুত্তাসিল' (বাহ্যত সংযুক্ত 'তা'লীক') হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা বাহ্যিকভাবে সংযুক্ত কিন্তু অর্থগতভাবে বিচ্ছিন্ন। এবং তিনি বলেছেন: যখনই তুমি বুখারীকে বলতে দেখবে: "অমুক আমাকে বলেছেন," বা "অমুক আমাদের বলেছেন," তখন জেনে রেখো যে এটি এমন একটি সনদ যা তিনি প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেননি, বরং তিনি এটিকে ইস্তিশহাদ (প্রমাণ) হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
আর মুহাদ্দিসগণ প্রায়শই এই শব্দ ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে আলোচনা ও বিতর্কের সময় যা ঘটেছিল সে সম্পর্কে।

(ص: 70)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَأَحَادِيثُ الْمُذَاكَرَةِ قَلَّمَا يَحْتَجُّونَ بِهَا.
قُلْتُ: وَمَا ادَّعَاهُ عَلَى الْبُخَارِيِّ مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ مَنْ هُوَ أَقْدَمُ مِنْهُ وَأَعْرَفُ بِالْبُخَارِيِّ، وَهُوَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ حَمْدَانَ النَّيْسَابُورِيُّ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَا قَالَ الْبُخَارِيُّ: " قَالَ لِي فُلَانٌ " فَهُوَ عَرْضٌ وَمُنَاوَلَةٌ.

قُلْتُ: وَلَمْ أَجِدْ لَفْظَ التَّعْلِيقِ مُسْتَعْمَلًا فِيمَا سَقَطَ فِيهِ بَعْضُ رِجَالِ الْإِسْنَادِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ، وَلَا فِي مِثْلِ قَوْلِهِ: " يُرْوَى عَنْ فُلَانٍ، وَيُذْكَرُ عَنْ فُلَانٍ " وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ جَزْمٌ عَلَى مَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَالَهُ وَذَكَرَهُ.

وَكَأَنَّ هَذَا التَّعْلِيقَ مَأْخُوذٌ مِنْ تَعْلِيقِ الْجِدَارِ، وَتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ، لِمَا يَشْتَرِكُ الْجَمِيعُ فِيهِ مِنْ قَطْعِ الِاتِّصَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَحَادِيثُ الْمُذَاكَرَةِ قَلَّمَا يَحْتَجُّونَ بِهَا.

قُلْتُ: وَمَا ادَّعَاهُ عَلَى الْبُخَارِيِّ مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ مَنْ هُوَ أَقْدَمُ مِنْهُ وَأَعْرَفُ بِالْبُخَارِيِّ، وَهُوَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ حَمْدَانَ النَّيْسَابُورِيُّ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَا قَالَ الْبُخَارِيُّ: " قَالَ لِي فُلَانٌ " فَهُوَ عَرْضٌ وَمُنَاوَلَةٌ.

قُلْتُ: وَلَمْ أَجِدْ لَفْظَ التَّعْلِيقِ مُسْتَعْمَلًا فِيمَا سَقَطَ فِيهِ بَعْضُ رِجَالِ الْإِسْنَادِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ، وَلَا فِي مِثْلِ قَوْلِهِ: " يُرْوَى عَنْ فُلَانٍ، وَيُذْكَرُ عَنْ فُلَانٍ " وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ جَزْمٌ عَلَى مَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَالَهُ وَذَكَرَهُ.

وَكَأَنَّ هَذَا التَّعْلِيقَ مَأْخُوذٌ مِنْ تَعْلِيقِ الْجِدَارِ، وَتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ، لِمَا يَشْتَرِكُ الْجَمِيعُ فِيهِ مِنْ قَطْعِ الِاتِّصَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْخَامِسُ: الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ مُرْسَلًا وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِقَبِيلِ الْمَوْصُولِ أَوْ بِقَبِيلِ الْمُرْسَلِ.

مِثَالُهُ: حَدِيثُ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "، رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ فِي آخَرِينَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْنَدًا هَكَذَا مُتَّصِلًا.

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا هَكَذَا.

فَحَكَى الْخَطِيبُ الْحَافِظُ أَنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يَرَوْنَ الْحُكْمَ فِي هَذَا وَأَشْبَاهِهِ لِلْمُرْسَلِ.

وَعَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَكْثَرِ.

وَعَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَحْفَظِ، فَإِذَا كَانَ مَنْ أَرْسَلَهُ أَحْفَظَ مِمَّنْ وَصَلَهُ فَالْحُكْمُ لِمَنْ أَرْسَلَهُ، ثُمَّ لَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي عَدَالَةِ مَنْ وَصَلَهُ وَأَهْلِيَّتِهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: " مَنْ أَسْنَدَ حَدِيثًا قَدْ أَرْسَلَهُ الْحُفَّاظُ فَإِرْسَالُهُمْ لَهُ يَقْدَحُ فِي مُسْنَدِهِ وَفِي عَدَالَتِهِ وَأَهْلِيَّتِهِ ".

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: " الْحُكْمُ لِمَنْ أَسْنَدَهُ إِذَا كَانَ عَدْلًا ضَابِطًا، فَيُقْبَلُ خَبَرُهُ وَإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُخَالِفُ لَهُ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً ".

قَالَ الْخَطِيبُ: " هَذَا الْقَوْلُ هُوَ

পঞ্চম প্রকার: যে হাদিস কিছু নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং অন্য কিছু রাবী কর্তৃক মুত্তাসিল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, সেই হাদিসকে মাউসুল (মুত্তাসিল) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে নাকি মুরসাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে—এ বিষয়ে হাদিস বিশারদগণ মতানৈক্য করেছেন।

এর উদাহরণ হলো: "অভিভাবক ব্যতীত কোনো বিবাহ নেই" —এই হাদিসটি। এটি ইসরাঈল ইবনু ইউনুস এবং আরো কয়েকজন তাঁদের দাদা আবু ইসহাক আস-সাবী'ঈ থেকে, তিনি আবু বুরদাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা আবু মুসা আল-আশ'আরী থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এভাবে মুসনাদ (سندসহ) ও মুত্তাসিল (পরিপূর্ণ সনদে) হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর সুফিয়ান সাওরী ও শু'বাহ এটি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবু বুরদাহ থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এভাবে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং আল-খাতীব আল-হাফিজ উল্লেখ করেছেন যে, অধিকাংশ হাদিস বিশেষজ্ঞ এই ও এর অনুরূপ বিষয়াদিতে মুরসাল-এর মতকে (মুরসাল সনদের বর্ণনাকে) প্রাধান্য দেন।

আর তাদের কারো কারো মতে: ফায়সালা হলো সংখ্যাধিক্যের (অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারীর) মতানুসারে।

আর তাদের কারো কারো মতে: ফায়সালা হলো অধিক স্মৃতিধর (আহফায) রাবীর মতানুসারে। সুতরাং যে ব্যক্তি হাদিসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি যদি মুত্তাসিল হিসেবে বর্ণনাকারীর চেয়ে অধিক স্মৃতিধর হন, তাহলে ফায়সালা হবে মুরসাল হিসেবে বর্ণনাকারীর মতানুসারে। এরপরও এটি সেই ব্যক্তির বিশ্বস্ততা (আদালত) ও যোগ্যতা (আহলিয়া)-কে ক্ষুণ্ন করবে না যে মুত্তাসিল হিসেবে বর্ণনা করেছে।

আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: "যে ব্যক্তি এমন একটি হাদিসকে ইসনাদ (سند) সহ বর্ণনা করেছে যা হাফিজগণ মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তাহলে হাফিজদের এটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করা তার মুসনাদ (سندসহ) বর্ণনাকে ত্রুটিযুক্ত করে এবং তার বিশ্বস্ততা (আদালত) ও যোগ্যতাকে (আহলিয়া)-ও প্রশ্নবিদ্ধ করে।"

আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: "ফায়সালা হলো যে ব্যক্তি ইসনাদ সহ বর্ণনা করেছেন তার জন্য, যদি তিনি বিশ্বস্ত (আদল) ও সংরক্ষণকারী (দাবিত) হন। তাহলে তার বর্ণনা গৃহীত হবে, যদিও অন্য কেউ তার বিরোধিতা করুক না কেন, বিরোধিতা কারী একজন হোক বা একটি দল হোক না কেন।"

আল-খাতীব বলেছেন: "এই মতটিই হলো

الصَّحِيحُ ".

قُلْتُ: وَمَا صَحَّحَهُ هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَسُئِلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ حَدِيثٍ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " الْمَذْكُورِ، فَحَكَمَ لِمَنْ وَصَلَهُ، وَقَالَ: " الزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ "، فَقَالَ الْبُخَارِيُّ هَذَا، مَعَ أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، وَهُمَا جَبَلَانِ لَهُمَا مِنَ الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ الدَّرَجَةُ الْعَالِيَةُ.

وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا مَا إِذَا كَانَ الَّذِي وَصَلَهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَهُ، وَصَلَهُ فِي وَقْتٍ وَأَرْسَلَهُ فِي وَقْتٍ. وَهَكَذَا إِذَا رَفَعَ بَعْضُهُمُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الصَّحَابِيِّ، أَوْ رَفَعَهُ وَاحِدٌ فِي وَقْتٍ وَوَقَفَهُ هُوَ أَيْضًا فِي وَقْتٍ آخَرَ، فَالْحُكْمُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي

كُلِّ ذَلِكَ لِمَا زَادَهُ الثِّقَةُ مِنَ الْوَصْلِ وَالرَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ وَغَيْرُهُ سَاكِتٌ. وَلَوْ كَانَ نَافِيًا فَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ. وَلِهَذَا الْفَصْلِ تَعَلُّقٌ بِفَصْلِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ فِي الْحَدِيثِ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ أَعْلَمُ.

"সহীহ।"

আমি বলি: এবং তিনি যা সহীহ বলেছেন, ফিকহ ও উসূলে তাই সহীহ। আর ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে উল্লেখিত "অভিভাবক ব্যতীত কোনো বিবাহ নেই" (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি সে ব্যক্তিকে সমর্থন করেছিলেন যিনি এটিকে ওয়াসালা (মুত্তাসিল রূপে) করেছেন, এবং বলেছিলেন: "নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য।" ইমাম বুখারী (রহঃ) এটি বলেছেন, অথচ যারা এটিকে ইরসাল (মুরসাল রূপে) করেছেন তারা হলেন শু'বা ও সুফিয়ান, এবং তারা উভয়ই স্মৃতিশক্তি ও নির্ভুলতায় উচ্চ পর্যায়ের পর্বতস্বরূপ (অর্থাৎ প্রখর জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন মহীরুহ ছিলেন)।

এর সাথে এটিও যুক্ত হবে যখন যিনি ওয়াসালা করেছেন, তিনিই ইরসাল করেছেন, অর্থাৎ এক সময়ে ওয়াসালা করেছেন এবং অন্য সময়ে ইরসাল করেছেন। অনুরূপভাবে, যখন তাদের কেউ হাদীসকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে রফা' (মারফূ' রূপে) করেন এবং তাদের কেউ এটিকে সাহাবী পর্যন্ত মওকূফ করেন, অথবা একজন ব্যক্তি এক সময়ে এটিকে রফা' করেন এবং তিনিই অন্য সময়ে এটিকে মওকূফ করেন, তখন এ সকল ক্ষেত্রে অধিক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী হুকুম হলো, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর ওয়াসালা (সংযুক্তি) এবং রফা' (উচ্চীকরণ)-এর অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণ করা; কারণ সে (নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী) প্রমাণকারী এবং অন্যরা নীরব, আর যদিও সে (অন্য বর্ণনাকারী) অস্বীকারকারী হয়, তবুও প্রমাণকারীকে তার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; কারণ সে এমন বিষয় জেনেছে যা তার (অস্বীকারকারীর) কাছে গোপন ছিল। এই অধ্যায়ের সাথে হাদীসে 'যিয়াদাতুত সিকাহ' (নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনা) অধ্যায়ের সম্পর্ক রয়েছে, এবং তা ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আসবে, আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

النَّوْعُ الثَّانِيَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ التَّدْلِيسِ وَحُكْمُ الْمُدَلِّسِ

التَّدْلِيسُ قِسْمَانِ:

أَحَدُهُمَا: تَدْلِيسُ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ لَقِيَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، مُوهِمًا أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ، أَوْ عَمَّنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يَلْقَهُ مُوهِمًا أَنَّهُ قَدْ لَقِيَهُ وَسَمِعَهُ مِنْهُ، ثُمَّ قَدْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا وَاحِدٌ وَقَدْ يَكُونُ أَكْثَرُ.

وَمِنْ شَأْنِهِ أَنْ لَا يَقُولَ فِي ذَلِكَ: (أَخْبَرَنَا فُلَانٌ) وَلَا (حَدَّثَنَا) وَمَا أَشْبَهَهُمَا، وَإِنَّمَا يَقُولُ: (قَالَ فُلَانٌ أَوْ عَنْ فُلَانٍ) وَنَحْوَ ذَلِكَ.

দ্বাদশ প্রকার: তাদলিস সম্পর্কে জ্ঞান এবং মুদাল্লিস ব্যক্তির বিধান

তাদলিস দুই প্রকার:

প্রথমত: তাদলিসুল ইসনাদ। আর তা হলো এমন ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করা যার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছে, অথচ সে তার থেকে তা শোনেনি, এই ধারণা দিয়ে যে সে তা তার থেকে শুনেছে। অথবা এমন ব্যক্তির সূত্রে (বর্ণনা করা) যে তার সমসাময়িক ছিল কিন্তু তার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি, এই ধারণা দিয়ে যে সে তার সাথে সাক্ষাৎ করেছে এবং তার থেকে শুনেছে। এরপর তাদের দুজনের (মুদাল্লিস ও যার থেকে শোনা হয়েছে বলে ভান করা হচ্ছে) মাঝে একজন বা একাধিক ব্যক্তিও থাকতে পারে।

আর এক্ষেত্রে তার বৈশিষ্ট্য হলো সে (أَخْبَرَنَا فُلَانٌ - অমুক আমাদের সংবাদ দিয়েছে) বা (حَدَّثَنَا - অমুক আমাদের হাদীস শুনিয়েছে) অথবা এগুলোর অনুরূপ কিছু বলবে না। বরং সে বলবে (قَالَ فُلَانٌ - অমুক বলেছে) অথবা (عَنْ فُلَانٍ - অমুকের সূত্রে) অথবা এ ধরনের শব্দ।

مِثَالُ ذَلِكَ: " مَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ، فَقَالَ: " الزُّهْرِيُّ "، فَقِيلَ لَهُ: " حَدَّثَكُمُ الزُّهْرِيُّ؟ " فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: " الزُّهْرِيُّ "، فَقِيلَ لَهُ: " سَمِعْتَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ؟ " فَقَالَ: " لَا، لَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَلَا مِمَّنْ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ".

الْقِسْمُ الثَّانِي: تَدْلِيسُ الشُّيُوخِ، وَهُوَ: أَنْ يَرْوِيَ عَنْ شَيْخٍ حَدِيثًا سَمِعَهُ مِنْهُ، فَيُسَمِّيَهُ أَوْ يُكَنِّيَهُ، أَوْ يَنْسُبَهُ، أَوْ يَصِفَهُ بِمَا لَا يُعْرَفُ بِهِ، كَيْ لَا يُعْرَفَ.

مِثَالُهُ: مَا رُوِيَ لَنَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ الْإِمَامِ الْمُقْرِئِ: أَنَّهُ رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَرَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ النَّقَّاشِ الْمُفَسِّرِ الْمُقْرِئِ، فَقَالَ: " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَنَدٍ "، نَسَبَهُ إِلَى جَدٍّ لَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فَمَكْرُوهٌ جِدًّا، ذَمَّهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَكَانَ شُعْبَةُ مِنْ أَشَدِّهِمْ ذَمًّا لَهُ.

فَرُوِّينَا عَنِ الشَّافِعِيِّ الْإِمَامِ رضي الله عنه عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: " التَّدْلِيسُ أَخُو الْكَذِبِ ".

وَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " لَأَنْ

এর উদাহরণ: "যা আমরা আলী ইবন খাশরাম থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেন: আমরা ইবন উয়ায়নার কাছে ছিলাম। তখন তিনি বললেন: "যুহরী।" তাকে বলা হলো: "যুহরী কি আপনাদের কাছে বর্ণনা করেছেন?" তিনি নীরব থাকলেন। এরপর আবার বললেন: "যুহরী।" তাকে আবার বলা হলো: "আপনি কি যুহরী থেকে শুনেছেন?" তিনি বললেন: "না, আমি যুহরী থেকে শুনিনি, এবং যে যুহরী থেকে শুনেছে তার থেকেও শুনিনি। আমাকে আবদুর রাজ্জাক, মা'মার থেকে, তিনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন।"

দ্বিতীয় প্রকার: তাদলিসুশ শায়খ (শিক্ষকদের তথ্য গোপন করা), আর তা হলো: কোনো শায়খ থেকে এমন হাদিস বর্ণনা করা যা সে তার থেকে শুনেছে, অতঃপর সেই শায়খের নাম, উপনাম, বংশসূত্র বা গুণ এমনভাবে উল্লেখ করা যার দ্বারা তাকে চেনা যায় না, যেন সে পরিচিত না হয়। এর উদাহরণ: যা আমাদের কাছে আবু বকর ইবন মুজাহিদ, ইমাম ও কারী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আবু বকর আবদুল্লাহ ইবন আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী থেকে বর্ণনা করে বলেছেন: "আমাদের কাছে আবদুল্লাহ ইবন আবু আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।" এবং তিনি আবু বকর মুহাম্মদ ইবন আল-হাসান আন-নাক্কাশ, মুফাসসির ও কারী থেকে বর্ণনা করে বলেছেন: "আমাদের কাছে মুহাম্মদ ইবন সানাদ বর্ণনা করেছেন।" তিনি তাকে তার এক দাদার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

প্রথম প্রকারটি হলো: অত্যন্ত মাকরুহ (অপছন্দনীয়)। অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এর নিন্দা করেছেন। শু'বা তাদের মধ্যে এর সবচেয়ে কঠোর নিন্দাকারীদের অন্যতম ছিলেন। আমরা

ইমাম শাফিঈ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: "তাদলিস হলো মিথ্যার ভাই।" আর আমরা তার থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: "যদি..."

أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ ". وَهَذَا مِنْ شُعْبَةَ إِفْرَاطٌ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ عَنْهُ وَالتَّنْفِيرِ.

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي قَبُولِ رِوَايَةِ مَنْ عُرِفَ بِهَذَا التَّدْلِيسِ فَجَعَلَهُ فَرِيقٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفُقَهَاءِ مَجْرُوحًا بِذَلِكَ، وَقَالُوا: لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ بِحَالٍ بَيَّنَ السَّمَاعَ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ.

وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ، وَأَنَّ مَا رَوَاهُ الْمُدَلِّسُ بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ السَّمَاعَ وَالِاتِّصَالَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْسَلِ وَأَنْوَاعِهِ، وَمَا رَوَاهُ بِلَفْظٍ مُبَيِّنٍ لِلِاتِّصَالِ نَحْوَ (سَمِعْتُ، وَحَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا) وَأَشْبَاهِهَا فَهُوَ مَقْبُولٌ مُحْتَجٌّ بِهِ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ مِنْ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ كَثِيرٌ جِدًّا: كَقَتَادَةَ، وَالْأَعْمَشِ، وَالسُّفْيَانَيْنِ، وَهِشَامِ بْنِ بَشِيرٍ، وَغَيْرِهِمْ.

وَهَذَا لِأَنَّ التَّدْلِيسَ لَيْسَ كَذِبًا، وَإِنَّمَا هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْإِيهَامِ بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ.

وَالْحُكْمُ بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنَ الْمُدَلِّسِ حَتَّى يُبَيِّنَ قَدْ أَجْرَاهُ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه فِيمَنْ عَرَفْنَاهُ دَلَّسَ مَرَّةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

"ব্যভিচার করা আমার কাছে তাদলিস করার চেয়ে অধিক প্রিয়।" আর শু'বার (রহ.) এই উক্তিটি একটি বাড়াবাড়ি, যা তাদলিস থেকে কঠোরভাবে বারণ এবং মানুষকে তা থেকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে অত্যধিক গুরুত্বারোপ হিসাবে বিবেচিত।

অতঃপর এই তাদলিস দ্বারা পরিচিত ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণীয়তা নিয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন। হাদীসবিদ ও ফুকাহাদের একটি দল তাকে এই কারণে জারাহতযুক্ত (ত্রুটিপূর্ণ) গণ্য করেছেন এবং বলেছেন: তার বর্ণনা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়, সে সামা' (শ্রবণ) স্পষ্ট করুক বা না করুক।

এবং সঠিক মত হলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা। অর্থাৎ, মুদাল্লিস যে বর্ণনা এমন সম্ভাব্য শব্দে করেছেন যেখানে সামা' (শ্রবণ) এবং ইত্তিসাল (সংযুক্তি) স্পষ্ট করেননি, তার বিধান মুরসাল এবং তার

প্রকারভেদের মতোই। আর যা সে ইত্তিসাল স্পষ্টকারী শব্দে বর্ণনা করেছে, যেমন (سَمِعْتُ - আমি শুনেছি, وَحَدَّثَنَا - তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, وَأَخْبَرَنَا - তিনি আমাদের অবহিত করেছেন) এবং এর সমগোত্রীয় শব্দাবলি, তা গ্রহণযোগ্য এবং তা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায়। আর সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলিতে এই প্রকারের অনেক হাদীস বিদ্যমান, যেমন ক্বাতাদাহ, আল-আ'মাশ, দুই সুফইয়ান, হিশাম ইবনে বাশীর এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত।

এটি এই কারণে যে, তাদলিস মিথ্যা নয়, বরং এটি সম্ভাব্য শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে এক ধরনের অস্পষ্টতা তৈরি করা।

এবং মুদাল্লিসের বর্ণনা ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণীয় নয় যতক্ষণ না সে তা স্পষ্ট করে - এই বিধান ইমাম শাফিঈ (রাযিআল্লাহু আনহু) তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন যাদের সম্পর্কে আমরা জানি যে, তারা একবার তাদলিস করেছেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: فَأَمْرُهُ أَخَفُّ، وَفِيهِ تَضْيِيعٌ لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ، وَتَوْعِيرٌ لِطَرِيقِ مَعْرِفَتِهِ عَلَى مَنْ يَطْلُبُ الْوُقُوفَ عَلَى حَالِهِ وَأَهْلِيَّتِهِ.

وَيَخْتَلِفُ الْحَالُ فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْغَرَضِ الْحَامِلِ عَلَيْهِ، فَقَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ كَوْنُ شَيْخِهِ الَّذِي غَيَّرَ سَمْتَهُ غَيْرَ ثِقَةٍ، أَوْ كَوْنُهُ مُتَأَخِّرَ الْوَفَاةِ قَدْ شَارَكَهُ فِي السَّمَاعِ مِنْهُ جَمَاعَةٌ دُونَهُ، أَوْ كَوْنُهُ أَصْغَرَ سِنًّا مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ، أَوْ كَوْنُهُ كَثِيرَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ فَلَا يُحِبُّ الْإِكْثَارَ مِنْ ذِكْرِ شَخْصٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَتَسَمَّحَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الرُّوَاةِ الْمُصَنِّفِينَ، مِنْهُمُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَدْ كَانَ لَهِجًا بِهِ فِي تَصَانِيفِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الشَّاذِّ

رُوِّينَا عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: " لَيْسَ الشَّاذُّ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ مَا لَا يَرْوِي غَيْرُهُ، إِنَّمَا الشَّاذُّ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ حَدِيثًا يُخَالِفُ مَا رَوَى النَّاسُ ".

وَحَكَى الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ الْقَزْوِينِيُّ نَحْوَ هَذَا عَنِ الشَّافِعِيِّ

আর দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাপারটি অপেক্ষাকৃত সহজ। এতে যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তার প্রতি এক ধরনের অবহেলা হয়, এবং যে তার অবস্থা ও যোগ্যতা জানতে চায় তার জন্য তাকে জানার পথ কঠিন হয়ে পড়ে।

এর মাকরুহ হওয়ার বিষয়টি এটিকে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে ভিন্ন হয়। কখনও এমন হতে পারে যে, তার শায়খ যার বর্ণনা-পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয়েছে তিনি নির্ভরযোগ্য নন, অথবা তিনি দেরিতে ইন্তেকাল করেছেন এবং তার থেকে শ্রবণে তার চেয়ে নিম্ন স্তরের অনেকেই তার সাথে শরীক হয়েছে, অথবা তিনি তার থেকে বর্ণনাকারীর চেয়ে বয়সে ছোট, অথবা তার থেকে বহু বর্ণনা থাকায় তিনি একই ব্যক্তির উল্লেখ একই ভঙ্গিতে বারবার করতে পছন্দ করেন না।

অনেক বর্ণনাকারী ও গ্রন্থকার এতে শিথিলতা দেখিয়েছেন, তাদের মধ্যে খতীব আবু বকর অন্যতম; তিনি তার রচনাগুলিতে এ বিষয়ে অভ্যস্ত ছিলেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ত্রয়োদশ প্রকার: শায্য (বিরল) হাদীস পরিচিতি

ইউনুস ইবনে আব্দুল আ'লা থেকে আমাদের কাছে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: শাফিঈ, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, বলেছেন: "শায্য হাদীস তা নয় যে, একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এমন কিছু বর্ণনা করবে যা অন্য কেউ বর্ণনা করে না। বরং শায্য হাদীস হলো যখন একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এমন হাদীস বর্ণনা করে যা অধিকাংশ বর্ণনাকারীর বর্ণনার বিপরীত।" হাফেজ আবু ইয়া'লা আল-খালীলী আল-কাযভীনী শাফিঈ থেকে এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 77)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ. ثُمَّ قَالَ: " الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ أَنَّ الشَّاذَّ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ، يَشِذُّ بِذَلِكَ شَيْخٌ ثِقَةً كَانَ أَوْ غَيْرَ ثِقَةٍ. فَمَا كَانَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ فَمَتْرُوكٌ لَا يُقْبَلُ، وَمَا كَانَ عَنْ ثِقَةٍ يُتَوَقَّفُ فِيهِ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ.

وَذَكَرَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنَّ الشَّاذَّ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَتَفَرَّدُ بِهِ ثِقَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بِمُتَابِعٍ لِذَلِكَ الثِّقَةِ. وَذَكَرَ أَنَّهُ يُغَايِرُ الْمُعَلَّلَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمُعَلَّلَ وُقِفَ عَلَى عِلَّتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى جِهَةِ الْوَهْمِ فِيهِ، وَالشَّاذَّ لَمْ يُوقَفْ فِيهِ عَلَى عِلَّتِهِ كَذَلِكَ.

قُلْتُ: أَمَّا مَا حَكَمَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ بِالشُّذُوذِ فَلَا إِشْكَالَ فِي أَنَّهُ شَاذٌّ غَيْرُ مَقْبُولٍ.

وَأَمَّا مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ غَيْرِهِ فَيُشْكِلُ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ الْعَدْلُ الْحَافِظُ الضَّابِطُ، كَحَدِيثِ: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " فَإِنَّهُ حَدِيثٌ فَرْدٌ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ عُمَرَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، ثُمَّ عَنْ عَلْقَمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

এবং হিজাজের একটি দলেরও। এরপর তিনি বলেন: "হাদীসের হাফিজগণের (সংরক্ষণকারীদের) মতে, শাᵓ (শাযয) হচ্ছে তা, যার কেবল একটিই সনদ থাকে, এর মাধ্যমে একজন শায়খ স্বতন্ত্র হয়ে যান, তিনি বিশ্বস্ত (সিকাহ) হোন বা অবিশ্বস্তই হোন। সুতরাং যা অবিশ্বস্ত (গাইরু সিকাহ) ব্যক্তির থেকে হয়, তা মাতরূক (পরিত্যাজ্য) এবং গ্রহণযোগ্য নয়। আর যা বিশ্বস্ত (সিকাহ) ব্যক্তির থেকে হয়, তা নিয়ে বিরতি দেওয়া হয় এবং তা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয় না।"

আল-হাকিম আবু আবদুল্লাহ আল-হাফিজ উল্লেখ করেছেন যে, শাযয হলো সেই হাদীস যা বিশ্বস্ত (সিকাহ) রাবিগণের মধ্যে একজন বিশ্বস্ত রাবি এককভাবে বর্ণনা করেন, এবং সেই বিশ্বস্ত রাবির জন্য কোনো মূল (বর্ণনা) বা মুতাবা'আত (সমর্থক বর্ণনা) থাকে না। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, তা মু'আল্লাল (ত্রুটিপূর্ণ) থেকে ভিন্ন, কেননা মু'আল্লাল-এর ত্রুটি (ইল্লাত) খুঁজে পাওয়া যায় যা এতে ত্রুটির (ভ্রান্তির) কারণ নির্দেশ করে, কিন্তু শাযয হাদীসে অনুরূপভাবে তার ত্রুটি (ইল্লাত) খুঁজে পাওয়া যায় না।"

আমি বলি: তবে যা ইমাম শাফিঈ (রহ.) শাযয বলে রায় দিয়েছেন, তা শাযয এবং অগ্রাহ্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।"

আর আমরা যা অন্যদের থেকে বর্ণনা করেছি, তা সেই বিষয়ের সাথে সমস্যা সৃষ্টি করে যা একজন 'আদল (ন্যায়পরায়ণ), হাফিজ (সংরক্ষণকারী) ও দাবিত (স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন) রাবি এককভাবে বর্ণনা করেন, যেমন, হাদীস: "নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।"

কারণ এটি একটি ফারদ (একক) হাদীস যা উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তারপর উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস তা এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তারপর আলকামা থেকে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম তা এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তারপর তাঁর (মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীমের) থেকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ তা এককভাবে বর্ণনা করেছেন, যা মুহাদ্দিসগণের নিকট সহীহ (বিশুদ্ধ)।

وَأَوْضَحُ مِنْ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ".. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ.

وَحَدِيثُ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ". تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

فَكُلُّ هَذِهِ مُخَرَّجَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ تَفَرَّدَ بِهِ ثِقَةٌ. وَفِي غَرَائِبِ الصَّحِيحِ أَشْبَاهٌ لِذَلِكَ غَيْرُ قَلِيلَةٍ. وَقَدْ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: " لِلزُّهْرِيِّ نَحْوَ تِسْعِينَ حَرْفًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ، بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ ". وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَغَيْرُهُ مِنْ مَذَاهِبِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ الَّذِي أَتَى بِهِ الْخَلِيلِيُّ وَالْحَاكِمُ، بَلِ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى تَفْصِيلٍ نُبَيِّنُهُ فَنَقُولُ:

এবং এর চেয়েও স্পষ্টতর এই বিষয়ে: আব্দুল্লাহ ইবনে দীনারের সূত্রে ইবনে উমারের হাদীস: "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ওয়ালা' বিক্রি ও হেবা (দান) করতে নিষেধ করেছেন।" এতে আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

এবং মালিকের সূত্রে যুহরি থেকে আনাসের হাদীস: "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন, তখন তাঁর মাথার উপর শিরস্ত্রাণ ছিল।" যুহরি থেকে মালেক এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

অতএব, এই সব হাদীসই সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ সংকলিত হয়েছে, যদিও সেগুলোর কেবল একটিই সনদ রয়েছে যা একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এবং সহীহের গারাইব (একক বর্ণনা)-এ এমন অনেক অনুরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে। এবং মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ বলেছেন: "যুহরির প্রায় নব্বইটি হাদীস (বর্ণনা) রয়েছে যা তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, সেগুলোতে অন্য কেউ তাঁর সাথে অংশীদার হননি, আর এগুলোর সনদ উত্তম।" আর আল্লাহই সম্যক অবগত।

সুতরাং, আমরা যা উল্লেখ করেছি এবং হাদীস বিশারদ ইমামগণের অন্যান্য মতবাদ আপনার কাছে স্পষ্ট করে যে, এই বিষয়ে বিষয়টি এমন নিরঙ্কুশ নয় যেমনটি খালিলি ও হাকিম উল্লেখ করেছেন, বরং এই বিষয়ে একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে যা আমরা তুলে ধরব এবং বলব:

(ص: 79)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

إِذَا انْفَرَدَ الرَّاوِي بِشَيْءٍ نُظِرَ فِيهِ: فَإِنْ كَانَ مَا انْفَرَدَ بِهِ مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِالْحِفْظِ لِذَلِكَ، وَأَضْبَطُ كَانَ مَا انْفَرَدَ بِهِ شَاذًّا مَرْدُودًا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ، وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ رَوَاهُ هُوَ وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ، فَيُنْظَرُ فِي هَذَا الرَّاوِي الْمُنْفَرِدِ: فَإِنْ كَانَ عَدْلًا حَافِظًا مَوْثُوقًا بِإِتْقَانِهِ وَضَبْطِهِ قُبِلَ مَا انْفَرَدَ بِهِ، وَلَمْ يَقْدَحِ الِانْفِرَادُ فِيهِ، كَمَا فِيمَا سَبَقَ مِنَ الْأَمْثِلَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُوثَقُ بِحِفْظِهِ وَإِتْقَانِهِ لِذَلِكَ الَّذِي انْفَرَدَ بِهِ كَانَ انْفِرَادُهُ بِهِ خَارِمًا لَهُ، مُزَحْزِحًا لَهُ عَنْ حَيِّزِ الصَّحِيحِ.

ثُمَّ هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ دَائِرٌ بَيْنَ مَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَةٍ بِحَسَبِ الْحَالِ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ الْمُنْفَرِدُ بِهِ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنْ دَرَجَةِ الْحَافِظِ الضَّابِطِ الْمَقْبُولِ تَفَرُّدُهُ اسْتَحْسَنَّا حَدِيثَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ

نَحُطَّهُ إِلَى قَبِيلِ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ ذَلِكَ رَدَدْنَا مَا انْفَرَدَ بِهِ، وَكَانَ مِنْ قَبِيلِ الشَّاذِّ الْمُنْكَرِ.

فَخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الشَّاذَّ الْمَرْدُودَ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: الْحَدِيثُ الْفَرْدُ الْمُخَالِفُ، وَالثَّانِي: الْفَرْدُ الَّذِي لَيْسَ فِي رَاوِيهِ مِنَ الثِّقَةِ وَالضَّبْطِ مَا يَقَعُ جَابِرًا لِمَا يُوجِبُهُ التَّفَرُّدُ وَالشُّذُوذُ مِنَ النَّكَارَةِ وَالضَّعْفِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

যখন কোনো রাবী এককভাবে কোনো বিষয় বর্ণনা করেন, তখন তা পরীক্ষা করে দেখা হয়: যদি তার একক বর্ণনা এমন কোনো বর্ণনার বিপরীত হয় যা তার চেয়ে অধিক মুখস্থ ও নির্ভুল রাবী বর্ণনা করেছেন, তবে তার একক বর্ণনাটি শাদ্দ (বিচ্ছিন্ন) ও মারদুদ (প্রত্যাখ্যাত) গণ্য হবে। আর যদি তার বর্ণনায় অন্যের বর্ণনার সাথে কোনো বৈপরীত্য না থাকে, বরং এটি এমন একটি বিষয় যা তিনি একাই বর্ণনা করেছেন এবং অন্য কেউ বর্ণনা করেননি, তাহলে এই একক বর্ণনাকারীকে পরীক্ষা করা হবে: যদি তিনি আদেল (বিশ্বস্ত), হাফেয (স্মরণশক্তি সম্পন্ন), এবং তার ইতকান (বিশুদ্ধতা) ও দাবত (সুনিশ্চিততা) এর উপর আস্থা রাখা যায়, তাহলে তার একক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার একাকী বর্ণনা তার (গ্রহণযোগ্যতাকে) ক্ষতি করবে না, যেমনটি পূর্ববর্তী উদাহরণগুলোতে (দেখা গেছে)। আর যদি তিনি এমন না হন যার হাফেযা (স্মরণশক্তি) ও ইতকান (বিশুদ্ধতা) এর উপর তার একক বর্ণনার ক্ষেত্রে আস্থা রাখা যায়, তাহলে তার একক বর্ণনাটি তার জন্য ত্রুটিপূর্ণ হবে এবং এটিকে সহীহ (বিশুদ্ধ) এর পরিধি থেকে বিচ্যুত করবে।

এরপর, এটি পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যদি একক বর্ণনাকারী এমন হাফেয ও জাবেত (সুনিশ্চিতকারী) এর স্তর থেকে খুব বেশি দূরে না হন যার একক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য, তাহলে আমরা তার সেই হাদীসটিকে হাসান (উত্তম) গণ্য করব এবং তাকে যঈফ (দুর্বল) হাদীসের পর্যায়ভুক্ত করব না। আর যদি তিনি তা থেকে অনেক দূরে হন, তাহলে আমরা তার একক বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যান করব এবং তা শাদ্দ ও মুনকার (অস্বীকৃত) এর পর্যায়ভুক্ত হবে।

সুতরাং, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শাদ্দ (বিচ্ছিন্ন) ও মারদুদ (প্রত্যাখ্যাত) দুই প্রকার: একটি হলো: আল-হাদীসুল ফারদ আল-মুখালিফ (অর্থাৎ, একক হাদীস যা (অন্যের বর্ণনার) বিরোধী)। এবং দ্বিতীয়টি হলো: সেই একক হাদীস যার বর্ণনাকারীর মধ্যে এতটুকু আস্থা ও

সুনিশ্চিততা নেই যা এককতা ও বিচ্ছিন্নতার কারণে সৃষ্ট মুনকার (অস্বীকৃত) ও যঈফ (দুর্বলতা) পূরণ করতে পারে। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ

بَلَغَنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْبَرْدِيجِيِّ الْحَافِظِ: أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِهِ الرَّجُلُ، وَلَا يُعْرَفُ مَتْنُهُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَتِهِ لَا مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي رَوَاهُ مِنْهُ وَلَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، فَأَطْلَقَ الْبَرْدِيجِيُّ ذَلِكَ وَلَمْ يُفَصِّلْ.

وَإِطْلَاقُ الْحُكْمِ عَلَى التَّفَرُّدِ بِالرَّدِّ أَوِ النَّكَارَةِ أَوِ الشُّذُوذِ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَالصَّوَابُ فِيهِ التَّفْصِيلُ الَّذِي بَيَّنَّاهُ آنِفًا فِي شَرْحِ الشَّاذِّ.

وَعِنْدَ هَذَا نَقُولُ: الْمُنْكَرُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الشَّاذِّ، فَإِنَّهُ بِمَعْنَاهُ.

চতুর্দশ প্রকার: মুনকার হাদিস পরিচিতি

হাফিয আবু বকর আহমদ ইবনে হারুন আল-বারদিয়ী থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, এটি এমন হাদিস যা একজন ব্যক্তি এককভাবে বর্ণনা করেন এবং তার বর্ণনা ছাড়া এর মূল পাঠ (মত্ন) পরিচিত নয়, না সেই উৎস থেকে যা থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন, আর না অন্য কোনো উৎস থেকে। আল-বারদিয়ী এটি সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন এবং বিস্তারিত বর্ণনা করেননি। একক বর্ণনার উপর প্রত্যাখ্যান (রদ্দ), মুনকার (নাকারা) বা শাদ্ধ (শুযুয)-এর বিধান প্রয়োগ করা অনেক হাদিসবিদের বক্তব্যে বিদ্যমান। তবে এক্ষেত্রে সঠিক হলো সেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা যা আমরা ইতিপূর্বে শাদ্ধ (শা-য)-এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছি।

আর এই প্রেক্ষাপটে আমরা বলি: মুনকার দুই ভাগে বিভক্ত, যা আমরা শাদ্ধ-এর আলোচনায় উল্লেখ করেছি, কারণ এটি তারই সমার্থক।

مِثَالُ الْأَوَّلِ - وَهُوَ الْمُنْفَرِدُ الْمُخَالِفُ لِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ -: رِوَايَةُ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ".

فَخَالَفَ مَالِكٌ غَيْرَهُ مِنَ الثِّقَاتِ فِي قَوْلِهِ: عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ، بِضَمِّ الْعَيْنِ.

وَذَكَرَ مُسْلِمٌ صَاحِبُ الصَّحِيحِ فِي كِتَابِ " التَّمْيِيزِ " أَنَّ كُلَّ مَنْ رَوَاهُ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِيهِ: عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، يَعْنِي، بِفَتْحِ الْعَيْنِ.

وَذَكَرَ أَنَّ مَالِكًا كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ، كَأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُمْ يُخَالِفُونَهُ، وَعَمْرٌو وَعُمَرُ جَمِيعًا وَلَدُ عُثْمَانَ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ

مِثَالُ الْأَوَّلِ - وَهُوَ الْمُنْفَرِدُ الْمُخَالِفُ لِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ -: প্রথম উদাহরণ - এবং এটি সেই একক বর্ণনা, যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথে ভিন্নমত পোষণ করে -: رِوَايَةُ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: মালিকের বর্ণনা, যুহরী থেকে, তিনি আলী ইবনু হুসাইন থেকে, তিনি উমার ইবনু উসমান থেকে, তিনি উসামা ইবনু যায়দ থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ". "মুসলিম কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না এবং কাফিরও মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না।"

فَخَالَفَ مَالِكٌ غَيْرَهُ مِنَ الثِّقَاتِ فِي قَوْلِهِ: عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ، بِضَمِّ الْعَيْنِ. অতঃপর মালিক অন্যদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন তাঁর এই উক্তিতে: উমার ইবনু উসমান (Umar ibn Uthman), 'আইন'-এর উপর পেশ (ধম্মা) সহকারে।

وَذَكَرَ مُسْلِمٌ صَاحِبُ الصَّحِيحِ فِي كِتَابِ " التَّمْيِيزِ " أَنَّ كُلَّ مَنْ رَوَاهُ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِيهِ: عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، يَعْنِي، بِفَتْحِ الْعَيْنِ. আর সহীহ-এর সংকলক মুসলিম "কিতাবুত-তাময়ীয" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যুহরী-এর সাহাবীগণের মধ্যে যারা এটি বর্ণনা করেছেন, তারা প্রত্যেকেই তাতে বলেছেন: আমর ইবনু উসমান (Amr ibn Uthman), অর্থাৎ, 'আইন'-এর উপর ফাতহা (জবর) সহকারে।

وَذَكَرَ أَنَّ مَالِكًا كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ، كَأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُمْ يُخَالِفُونَهُ، وَعَمْرٌو وَعُمَرُ جَمِيعًا وَلَدُ عُثْمَانَ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মালিক তাঁর হাত দিয়ে উমার

ইবনু উসমান-এর বাড়ির দিকে ইশারা করতেন, যেন তিনি জানতেন যে, তারা তাঁর বিরোধিতা করবে। আর আমর ও উমার উভয়েই উসমান-এর পুত্র ছিলেন, তবে এই হাদীসটি...

إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَمْرٍو - بِفَتْحِ الْعَيْنِ - وَحَكَمَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَلَى مَالِكٍ بِالْوَهْمِ فِيهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِثَالُ الثَّانِي: وَهُوَ الْفَرْدُ الَّذِي لَيْسَ فِي رَاوِيهِ مِنَ الثِّقَةِ وَالْإِتْقَانِ مَا يُحْتَمَلُ مَعَهُ تَفَرُّدُهُ: مَا رُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي زُكَيْرٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا رَأَى ذَلِكَ غَاظَهُ، وَيَقُولُ: عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْجَدِيدَ بِالْخَلِقِ ". تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو زُكَيْرٍ، وَهُوَ شَيْخٌ صَالِحٌ، أَخْرَجَ عَنْهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ مَنْ يُحْتَمَلُ تَفَرُّدُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الْخَامِسَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الِاعْتِبَارِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ

هَذِهِ أُمُورٌ يَتَدَاوَلُونَهَا فِي نَظَرِهِمْ فِي حَالِ الْحَدِيثِ، هَلْ تَفَرَّدَ بِهِ رَاوِيهِ أَوْ لَا؟ وَهَلْ هُوَ مَعْرُوفٌ أَوْ لَا؟

ذَكَرَ أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ التَّمِيمِيُّ الْحَافِظُ رحمه الله أَنَّ طَرِيقَ

এটি আমর থেকে বর্ণিত - আইন অক্ষরের ফাতহা সহ - এবং মুসলিম ও অন্যান্যরা মালিকের ব্যাপারে এতে ভুল (ওহম) করার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ: যা এমন 'ফারদ' (একক বর্ণনা) যার বর্ণনাকারীর মধ্যে এতখানি নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা নেই যে তার একক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে: যা আমরা আবু যুকাইর ইয়াহইয়া ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কায়সের হাদীস থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন: যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "কাঁচা খেজুর (বালাহ) পাকা খেজুরের (তামর) সাথে খাও। কারণ শয়তান যখন তা দেখে, তখন সে ক্রুদ্ধ হয় এবং বলে: ইবনু আদম এতকাল বেঁচে থাকল যে সে নতুনকে পুরনোর সাথে খেল।" এটি আবু যুকাইর একক্ভাবে বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি

একজন সৎ শাইখ, মুসলিম তার কিতাবে তার থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি সেই স্তরে পৌঁছাননি যেখানে তার একক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।
পনেরতম প্রকার: ই'তিবার, মুতাবা'আত ও শাওয়াহিদ সম্পর্কে জ্ঞান
এগুলো এমন বিষয় যা তারা হাদীসের অবস্থা বিবেচনায় আলোচনা করে থাকেন, এর বর্ণনাকারী এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন কিনা, নাকি করেননি? এবং এটি পরিচিত কিনা, নাকি পরিচিত নয়?
আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান আত-তামিমী আল-হাফিয (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) উল্লেখ করেছেন যে, বর্ণনার পদ্ধতি

(ص: 83)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الِاعْتِبَارِ فِي الْأَخْبَارِ مِثَالُهُ: أَنْ يَرْوِيَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدِيثًا لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فَيُنْظَرُ: هَلْ رَوَى ذَلِكَ ثِقَةٌ غَيْرُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؟ فَإِنْ وُجِدَ عُلِمَ أَنَّ لِلْخَبَرِ أَصْلًا يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فَثِقَةٌ غَيْرُ ابْنِ سِيرِينَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِلَّا فَصَحَابِيٌّ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَيُّ ذَلِكَ وُجِدَ يُعْلَمُ بِهِ أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا.
قُلْتُ: فَمِثَالُ الْمُتَابَعَةِ أَنْ يَرْوِيَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ عَنْ أَيُّوبَ غَيْرُ حَمَّادٍ، فَهَذِهِ الْمُتَابَعَةُ التَّامَّةُ، فَإِنْ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ عَنْ أَيُّوبَ لَكِنْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ رَوَاهُ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَلِكَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمُتَابَعَةِ أَيْضًا، لَكِنْ تَقْصُرُ عَنِ الْمُتَابَعَةِ الْأُولَى بِحَسَبِ بُعْدِهَا مِنْهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى ذَلِكَ بِالشَّاهِدِ أَيْضًا.
فَإِنْ لَمْ يُرْوَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ أَصْلًا مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ، لَكِنْ رُوِيَ حَدِيثٌ آخَرُ بِمَعْنَاهُ فَذَلِكَ الشَّاهِدُ مِنْ غَيْرِ مُتَابَعَةٍ.

الْإِعْتِبَارِ فِي الْأَخْبَارِ مِثَالُهُ: أَنْ يَرْوِيَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدِيثًا لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. বর্ণনাসমূহের 'ই'তিবার' (পর্যালোচনা)-এর উদাহরণ হলো: হাম্মাদ ইবনু সালামাহ এমন একটি হাদীস বর্ণনা করলেন যার উপর তিনি (অন্য কারো) متابعة (সমর্থন) পাননি, (তিনি বর্ণনা করেছেন) আইয়ুব থেকে, তিনি ইবনু সীরীন থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে।

فَيُنْظَرُ: هَلْ رَوَى ذَلِكَ ثِقَةٌ غَيْرُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؟ فَإِنْ وُجِدَ عُلِمَ أَنَّ لِلْخَبَرِ أَصْلًا يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فَثِقَةٌ غَيْرُ ابْنِ سِيرِينَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِلَّا فَصَحَابِيٌّ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَيُّ ذَلِكَ وُجِدَ يُعْلَمُ بِهِ أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا. তখন দেখা হয়: আইয়ুব ছাড়া অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কি ইবনু সীরীন থেকে তা বর্ণনা করেছেন? যদি এমন পাওয়া যায়, তবে বোঝা যায় যে, সেই বর্ণনার এমন একটি মূল উৎস রয়েছে যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়। আর যদি তা না পাওয়া যায়, তবে ইবনু সীরীন ছাড়া অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কি আবূ হুরায়রা থেকে তা বর্ণনা করেছেন? অন্যথায়, আবূ হুরায়রা ছাড়া অন্য কোনো সাহাবী কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা বর্ণনা করেছেন? এইগুলির মধ্যে যে কোনো একটি পাওয়া গেলে এর মাধ্যমে জানা যায় যে, হাদীসটির এমন একটি মূল উৎস রয়েছে যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়, অন্যথায় নয়।

قُلْتُ: فَمِثَالُ الْمُتَابَعَةِ أَنْ يَرْوِيَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ عَنْ أَيُّوبَ غَيْرُ حَمَّادٍ، فَهَذِهِ الْمُتَابَعَةُ التَّامَّةُ، فَإِنْ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ عَنْ أَيُّوبَ لَكِنْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ رَوَاهُ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَلِكَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمُتَابَعَةِ أَيْضًا، لَكِنْ تَقْصُرُ عَنِ الْمُتَابَعَةِ الْأُولَى بِحَسَبِ بُعْدِهَا مِنْهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى ذَلِكَ بِالشَّاهِدِ أَيْضًا. আমি বলি: متابعة (মুতা'বাহা বা সমর্থনের) উদাহরণ হলো যে, হাম্মাদ ছাড়া অন্য কেউ আইয়ুব থেকে হুবহু সেই হাদীসটি বর্ণনা করলেন। এটি হলো পূর্ণাঙ্গ متابعة (আল-মুতা'বাহাতুত তাম্মাহ)। আর যদি আইয়ুব থেকে অন্য কেউ তা বর্ণনা না করেন, কিন্তু কেউ কেউ ইবনু সীরীন থেকে অথবা আবূ হুরায়রা থেকে তা বর্ণনা করেন, অথবা আবূ হুরায়রা ছাড়া অন্য কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা বর্ণনা করেন, তাহলে সেটিকেও 'মুতাবায়াহ' (সমর্থন) নাম দেওয়া যেতে পারে, তবে তা প্রথম মুতাবায়াহ থেকে তার দূরত্বের অনুপাতে কম শক্তিশালী হবে। আর এটিকে 'শাহিদ' (সমর্থনমূলক বর্ণনা) নামেও অভিহিত করা বৈধ।

فَإِنْ لَمْ يُرْوَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ أَصْلًا مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ، لَكِنْ رُوِيَ حَدِيثٌ آخَرُ بِمَعْنَاهُ فَذَلِكَ الشَّاهِدُ مِنْ غَيْرِ مُتَابَعَةٍ. যদি উল্লেখিত কোনো পথেই সেই হাদীসটি মূলত বর্ণিত না হয়, কিন্তু

অন্য একটি হাদীস মর্মগতভাবে একই অর্থে বর্ণিত হয়, তাহলে সেটি হলো 'শাহিদ' (সমর্থনমূলক বর্ণনা) যা মুতা'বাহা (সমর্থন) ব্যতিরেকে।

فَإِنْ لَمْ يُرْوَ أَيْضًا بِمَعْنَاهُ حَدِيثٌ آخَرُ فَقَدْ تَحَقَّقَ فِيهِ التَّفَرُّدُ الْمُطْلَقُ حِينَئِذٍ، وَيَنْقَسِمُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى مَرْدُودٍ مُنْكَرٍ وَغَيْرِ مَرْدُودٍ، كَمَا سَبَقَ.

وَإِذَا قَالُوا فِي مِثْلِ هَذَا: " تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْنُ سِيرِينَ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَيُّوبُ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَيُّوبَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ "، كَانَ فِي ذَلِكَ إِشْعَارٌ بِانْتِفَاءِ وُجُوهِ الْمُتَابَعَاتِ فِيهِ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ فِي بَابِ الْمُتَابَعَةِ وَالِاسْتِشْهَادِ رِوَايَةُ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَحْدَهُ، بَلْ يَكُونُ مَعْدُودًا فِي الضُّعَفَاءِ، وَفِي كِتَابَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ جَمَاعَةٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ ذِكْرَاهُمْ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ، وَلَيْسَ كُلُّ ضَعِيفٍ يَصْلُحُ لِذَلِكَ، وَلِهَذَا يَقُولُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ فِي الضُّعَفَاءِ: " فُلَانٌ يُعْتَبَرُ بِهِ وَفُلَانٌ لَا يُعْتَبَرُ بِهِ " وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

مِثَالٌ لِلْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ: رُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ " وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الدِّبَاغَ.

فَذَكَرَ الْحَافِظُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ لِحَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُتَابِعًا وَشَاهِدًا:

أَمَّا الْمُتَابِعُ: فَإِنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ تَابَعَهُ عَنْ عَطَاءٍ، وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ

فَإِنْ لَمْ يُرْوَ أَيْضًا بِمَعْنَاهُ حَدِيثٌ آخَرُ فَقَدْ تَحَقَّقَ فِيهِ التَّفَرُّدُ الْمُطْلَقُ حِينَئِذٍ، وَيَنْقَسِمُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى مَرْدُودٍ مُنْكَرٍ وَغَيْرِ مَرْدُودٍ، كَمَا سَبَقَ।

وَإِذَا قَالُوا فِي مِثْلِ هَذَا: " تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْنُ سِيرِينَ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَيُّوبُ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَيُّوبَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ "، كَانَ فِي ذَلِكَ إِشْعَارٌ بِانْتِفَاءِ وُجُوهِ الْمُتَابَعَاتِ فِيهِ

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ فِي بَابِ الْمُتَابَعَةِ وَالِاسْتِشْهَادِ رِوَايَةُ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَحْدَهُ، بَلْ يَكُونُ مَعْدُودًا فِي الضُّعَفَاءِ، وَفِي كِتَابَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ جَمَاعَةٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ ذِكْرَاهُمْ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ، وَلَيْسَ كُلُّ ضَعِيفٍ يَصْلُحُ لِذَلِكَ، وَلِهَذَا يَقُولُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ فِي الضُّعَفَاءِ: " فُلَانٌ يُعْتَبَرُ بِهِ وَفُلَانٌ لَا يُعْتَبَرُ بِهِ " وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

مِثَالٌ لِلْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ: رُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ "

وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الدِّبَاغَ

فَذَكَرَ الْحَافِظُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ لِحَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُتَابِعًا وَشَاهِدًا:

أَمَّا الْمُتَابِعُ: فَإِنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ تَابَعَهُ عَنْ عَطَاءٍ، وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَلَا نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ".

وَأَمَّا الشَّاهِدُ: فَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ". وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ وَحُكْمُهَا

وَذَلِكَ فَنٌّ لَطِيفٌ تُسْتَحْسَنُ الْعِنَايَةُ بِهِ. وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ الْجُرْجَانِيُّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ الْأَئِمَّةُ مَذْكُورِينَ بِمَعْرِفَةِ زِيَادَاتِ الْأَلْفَاظِ الْفِقْهِيَّةِ فِي الْأَحَادِيثِ.

وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِيمَا حَكَاهُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ: أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ إِذَا تَفَرَّدَ بِهَا، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ بِأَنْ رَوَاهُ نَاقِصًا مَرَّةً وَرَوَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَفِيهِ تِلْكَ الزِّيَادَةُ، أَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ غَيْرِ مَنْ رَوَاهُ نَاقِصًا.

خِلَافًا لِمَنْ رَدَّ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَخِلَافًا لِمَنْ رَدَّ الزِّيَادَةَ مِنْهُ وَقَبِلَهَا مِنْ غَيْرِهِ. وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْهُ حِكَايَتَهُ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِيمَا إِذَا

আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা কেন এর চামড়া খুলে নিয়ে ট্যানিং (দাবাগাত) করলে না, অতঃপর তা দ্বারা উপকৃত হলে না?"
আর শাহেদ (সমর্থক বর্ণনা) হলো: আব্দুর রহমান ইবনে ওয়ালাহ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কোনো চামড়া দাবাগাত করা হয়, তা পবিত্র হয়ে যায়।" আর আল্লাহই ভালো জানেন।
ষষ্ঠদশ প্রকার: সিকাহদের (নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের) অতিরিক্ত বর্ণনা ও এর বিধান জ্ঞান
এটি একটি সূক্ষ্ম শিল্প যার প্রতি যত্ন নেওয়া বাঞ্ছনীয়। আবু বকর ইবনে জিয়াদ আন-নাইসাবুরি, আবু নুআইম আল-জুরজানি এবং আবুল ওয়ালিদ আল-কুরাশি – এই ইমামগণ হাদীসের ফিকহী শব্দগত অতিরিক্ত বর্ণনা (যিয়াদাতুল আলফাযিল ফিকহিয়্যাহ) সম্পর্কে জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।
ফুকাহায়ে কেরাম (আইনজ্ঞগণ) ও আসহাবুল হাদীসের (হাদীসবিদগণ) অধিকাংশের মাযহাব, যা খতীব আবু বকর বর্ণনা করেছেন, তা হলো: সিকাহ (নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা (যিয়াদাহ) গ্রহণযোগ্য, যদি সে একাই তা বর্ণনা করে (এবং অন্য কেউ না করে)। সেটা একই ব্যক্তির কাছ থেকে হোক, যেমন সে একবার অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করল এবং আরেকবার সেই অতিরিক্ত অংশসহ বর্ণনা করল, অথবা অতিরিক্ত অংশটি এমন ব্যক্তির থেকে হোক যে অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করেনি।
হাদীসবিদদের মধ্যে যারা একে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাদের মতের বিপরীতে, এবং যারা তার (একই বর্ণনাকারীর) অতিরিক্ত বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন কিন্তু অন্য কারো থেকে তা গ্রহণ করেছেন তাদের মতের বিপরীতে। আমরা ইতিপূর্বে তার থেকে বর্ণনা করেছি যে অধিকাংশ আহলে হাদীসের মত হলো যখন

وَصَلَ الْحَدِيثَ قَوْمٌ وَأَرْسَلَهُ قَوْمٌ: أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ أَرْسَلَهُ، مَعَ أَنَّ وَصْلَهُ زِيَادَةٌ مِنَ الثِّقَةِ. وَقَدْ رَأَيْتُ تَقْسِيمَ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ الثِّقَةُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَقَعَ مُخَالِفًا مُنَافِيًا لِمَا رَوَاهُ سَائِرُ الثِّقَاتِ، فَهَذَا حُكْمُهُ الرَّدُّ كَمَا سَبَقَ فِي نَوْعِ الشَّاذِّ.

الثَّانِي: أَنْ لَا تَكُونَ فِيهِ مُنَافَاةٌ وَمُخَالَفَةٌ أَصْلًا لِمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ كَالْحَدِيثِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِرِوَايَةِ جُمْلَتِهِ ثِقَةٌ، وَلَا تَعَرُّضَ فِيهِ لِمَا رَوَاهُ الْغَيْرُ بِمُخَالَفَةٍ أَصْلًا، فَهَذَا مَقْبُولٌ، وَقَدِ ادَّعَى الْخَطِيبُ فِيهِ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ، وَسَبَقَ مِثَالُهُ فِي نَوْعِ الشَّاذِّ.

الثَّالِثُ: مَا يَقَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَرْتَبَتَيْنِ مِثْلَ زِيَادَةِ لَفْظَةٍ فِي حَدِيثٍ لَمْ يَذْكُرْهَا سَائِرُ مَنْ رَوَى ذَلِكَ الْحَدِيثَ.

مِثَالُهُ: مَا رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ".

فَذَكَرَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ أَنَّ مَالِكًا تَفَرَّدَ مِنْ بَيْنِ

কিছু লোক হাদিসটিকে মুত্তাসিল (সনদযুক্ত) রূপে বর্ণনা করেছেন এবং কিছু লোক এটিকে মুরসাল (সনদবিচ্ছিন্ন) রূপে বর্ণনা করেছেন: বিধান হলো যিনি এটিকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন তার জন্য, যদিও এর মুত্তাসিল বর্ণনাটি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে একটি অতিরিক্ত সংযোজন।

আর আমি দেখেছি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর একক বর্ণনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:

প্রথমত: এটি অন্যান্য বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের বর্ণনার বিরোধী বা সাংঘর্ষিক হওয়া। এর বিধান হলো প্রত্যাখ্যান, যেমনটি শায (ব্যতিক্রমধর্মী) প্রকারের আলোচনায় পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: এতে অন্যদের বর্ণিত বিষয়ের সাথে কোনো প্রকারের বিরোধ বা বৈপরীত্য না থাকা, যেমন এমন হাদিস যার সমগ্র বর্ণনা একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী এককভাবে করেছেন, এবং এতে অন্যদের বর্ণনার সাথে কোনো প্রকারের মৌলিক বিরোধও নেই। এটি গ্রহণযোগ্য। আর আল-খতিব এতে উলামাদের ঐকমত্য দাবি করেছেন, এবং এর উদাহরণ শায (ব্যতিক্রমধর্মী) প্রকারের আলোচনায় পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

তৃতীয়ত: যা এই দুটি স্তরের মাঝামাঝি পড়ে, যেমন কোনো হাদিসে একটি শব্দ অতিরিক্ত হওয়া যা সেই হাদিসের অন্যান্য বর্ণনাকারীরা উল্লেখ করেননি।

এর উদাহরণ: ইমাম মালিক, নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমার থেকে বর্ণনা করেছেন যে:
"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের যাকাতুল ফিতর প্রত্যেক স্বাধীন বা দাস, পুরুষ বা নারী মুসলমানের উপর ফরয করেছেন।"
সুতরাং আবু ঈসা আত-তিরমিযী উল্লেখ করেছেন যে, মালিক এককভাবে বর্ণনা করেছেন, অন্যদের মধ্যে...

الثِّقَاتِ بِزِيَادَةِ قَوْلِهِ: " مِنَ الْمُسْلِمِينَ ".
وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَيُّوبُ، وَغَيْرُهُمَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ، فَأَخَذَ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَاحْتَجُّوا بِهَا، مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، رضي الله عنهم، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ حَدِيثُ: " جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا ".
فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو مَالِكٍ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ الْأَشْجَعِيُّ، وَسَائِرُ الرِّوَايَاتِ لَفْظُهَا: " وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ".
فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ يُشْبِهُ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَامٌّ، وَمَا رَوَاهُ الْمُنْفَرِدُ بِالزِّيَادَةِ مَخْصُوصٌ، وَفِي ذَلِكَ مُغَايَرَةٌ فِي الصِّفَةِ وَنَوْعٌ مِنَ الْمُخَالَفَةِ يَخْتَلِفُ بِهِ الْحُكْمُ.
وَيُشْبِهُ أَيْضًا الْقِسْمَ الثَّانِيَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا.

নির্ভরযোগ্য রাবীগণ তাঁর এই উক্তিটি যোগ করেছেন: "মুসলমানদের মধ্য থেকে"।
তবে উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার, আইয়ুব এবং অন্যান্যরা নাফি' থেকে, তিনি ইবনু উমার থেকে এই হাদিসটি এই অতিরিক্ত অংশটুকু ব্যতীত বর্ণনা করেছেন। তবুও ইমামগণের মধ্যে অনেকেই এই অতিরিক্ত অংশটি গ্রহণ করেছেন এবং এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, তাঁদের মধ্যে শাফেয়ী ও আহমাদ উল্লেখযোগ্য, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এর দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে একটি হলো এই হাদিস: "আমাদের জন্য ভূমিকে মসজিদ করা হয়েছে, আর এর মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রতা অর্জনকারী করা হয়েছে।" এই অতিরিক্ত অংশটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন আবু মালিক সা'দ ইবনু তারিক আল-আশজাঈ। অন্যান্য সমস্ত বর্ণনার শব্দাবলী হলো: "আর আমাদের জন্য ভূমিকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনকারী করা হয়েছে।"

সুতরাং এটি এবং এর অনুরূপ বিষয়সমূহ প্রথম প্রকারের সদৃশ, এইদিক থেকে যে, যা জামাআত (সংখ্যাগরিষ্ঠ) বর্ণনা করেছে তা সাধারণ, আর যা অতিরিক্ত অংশসহ একক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন তা সুনির্দিষ্ট। এবং এতে গুণগত পার্থক্য ও এক প্রকারের বিরোধ রয়েছে যার দ্বারা বিধান ভিন্ন হয়ে যায়।

এবং এটি দ্বিতীয় প্রকারেরও সদৃশ এই দিক থেকে যে, উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

وَأَمَّا زِيَادَةُ الْوَصْلِ مَعَ الْإِرْسَالِ فَإِنَّ بَيْنَ الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ مِنَ الْمُخَالَفَةِ نَحْوَ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَيَزْدَادُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْإِرْسَالَ نَوْعُ قَدْحٍ فِي الْحَدِيثِ، فَتَرْجِيحُهُ وَتَقْدِيمُهُ مِنْ قَبِيلِ تَقْدِيمِ الْجَرْحِ عَلَى التَّعْدِيلِ. وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْجَرْحَ قُدِّمَ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْعِلْمِ، وَالزِّيَادَةُ هَاهُنَا مَعَ مَنْ وَصَلَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الْأَفْرَادِ

وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْمُهِمِّ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فِي الْأَنْوَاعِ الَّتِي تَلِيهِ قَبْلَهُ، لَكِنْ أَفْرَدْتُهُ بِتَرْجَمَةٍ كَمَا أَفْرَدَهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَلِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَنَقُولُ:

الْأَفْرَادُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى مَا هُوَ فَرْدٌ مُطْلَقًا، وَإِلَى مَا هُوَ فَرْدٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَةٍ خَاصَّةٍ.

أَمَّا الْأَوَّلُ: فَهُوَ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ وَاحِدٌ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَقَدْ سَبَقَتْ أَقْسَامُهُ وَأَحْكَامُهُ قَرِيبًا.

وَأَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ مَا هُوَ فَرْدٌ بِالنِّسْبَةِ، فَمِثْلَمَا يَنْفَرِدُ بِهِ ثِقَةٌ عَنْ كُلِّ ثِقَةٍ، وَحُكْمُهُ قَرِيبٌ مِنْ حُكْمِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ.

وَمِثْلَمَا يُقَالُ فِيهِ:

আর ইরসালের সাথে ওয়াসলের (যোগসূত্রের) বৃদ্ধি সম্পর্কে, ওয়াসল ও ইরসালের মধ্যে যে বিরোধিতা রয়েছে তা আমরা যা উল্লেখ করেছি তার অনুরূপ। এবং এটি আরও বৃদ্ধি পায় এই কারণে যে, ইরসাল হলো হাদিসের প্রতি এক প্রকার ত্রুটি। সুতরাং একে (ইরসালকে) প্রাধান্য দেওয়া ও অগ্রগণ্য করা জারহকে তা'দীলের উপর অগ্রগণ্য করার ন্যায়। এর উত্তরে বলা হয় যে, জারহকে এই জন্য অগ্রগণ্য করা হয় কারণ এতে অতিরিক্ত জ্ঞান থাকে, আর এখানে অতিরিক্ত তথ্য (জ্ঞান) তার সাথে থাকে যে ওয়াসল (যোগসূত্র) করেছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

সপ্তদশ প্রকার: আফরাদের (একক বর্ণনা) জ্ঞান

এই প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পূর্ববর্তী প্রকারগুলিতে যা এর আগে এসেছে, তার ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি এটিকে একটি পৃথক শিরোনামে উল্লেখ করেছি, যেমনটি ইমাম হাকিম আবু আব্দুল্লাহ একে পৃথক করেছেন। আর এর অবশিষ্ট অংশের জন্য আমরা বলি: আফরাদ (একক বর্ণনা) দুটি ভাগে বিভক্ত: যা মুতলাক (নিরঙ্কুশ) ফারদ, এবং যা একটি নির্দিষ্ট দিকের তুলনায় ফারদ (আপেক্ষিক ফারদ)।

প্রথমটি হলো: যা একজন বর্ণনাকারী অন্য সকলের থেকে এককভাবে বর্ণনা করেন। এর প্রকারভেদ ও বিধানসমূহ ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয়টি হলো: যা আপেক্ষিকভাবে ফারদ। যেমন, একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী অন্য সকল বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী থেকে এককভাবে বর্ণনা করেন। এর বিধান প্রথম প্রকারের বিধানের কাছাকাছি।

এবং যেমনটি এতে বলা হয়:

(ص: 89)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

" هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ، أَوْ: تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الشَّامِ، أَوْ: أَهْلُ الْكُوفَةِ، أَوْ: أَهْلُ خُرَاسَانَ، عَنْ غَيْرِهِمْ. أَوْ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ فُلَانٍ غَيْرُ فُلَانٍ، وَإِنْ كَانَ مَرْوِيًّا مِنْ وُجُوهٍ عَنْ غَيْرِ فُلَانٍ، أَوْ: تَفَرَّدَ بِهِ الْبَصْرِيُّونَ عَنِ الْمَدَنِيِّينَ، أَوْ: الْخُرَاسَانِيُّونَ عَنِ الْمَكِّيِّينَ "، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَسْنَا نُطَوِّلُ بِأَمْثِلَةِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مَفْهُومٌ دُونَهَا.

وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا مَا يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِضَعْفِ الْحَدِيثِ، إِلَّا أَنْ يُطْلِقَ قَائِلٌ قَوْلَهُ: تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ، أَوْ تَفَرَّدَ بِهِ الْبَصْرِيُّونَ عَنِ الْمَدَنِيِّينَ "، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ عَلَى مَا لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، أَوْ وَاحِدٌ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ وَنَحْوَهُ، وَيُضِيفُهُ إِلَيْهِمْ كَمَا يُضَافُ فِعْلُ الْوَاحِدِ مِنَ الْقَبِيلَةِ إِلَيْهَا مَجَازًا. وَقَدْ فَعَلَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، فَيَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّلِ

وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ (الْمَعْلُولَ)، وَذَلِكَ مِنْهُمْ وَمِنَ الْفُقَهَاءِ فِي قَوْلِهِمْ فِي بَابِ الْقِيَاسِ: " الْعِلَّةُ وَالْمَعْلُولُ " مَرْذُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَاللُّغَةِ.

এই হাদীসটি মক্কার অধিবাসীরা এককভাবে বর্ণনা করেছেন, অথবা শামের অধিবাসীরা, অথবা কুফার অধিবাসীরা, অথবা খুরাসানের অধিবাসীরা তাদের ব্যতীত অন্যদের থেকে। অথবা অমুক ব্যতীত আর কেউ অমুক থেকে এটি বর্ণনা করেননি, যদিও এটি অমুক ব্যতীত অন্যদের থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অথবা বসরাবাসীরা মদিনাবাসীদের থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন, অথবা খুরাসানবাসীরা মক্কাবাসীদের থেকে – এবং এর অনুরূপ বিষয়াদি। আমরা এর উদাহরণ দিয়ে দীর্ঘায়িত করছি না, কারণ উদাহরণ ছাড়াই এটি বোধগম্য।

এর কোনো কিছুতে হাদীসকে দুর্বল হিসেবে রায় দেওয়ার কারণ নিহিত নেই, তবে যদি কোনো বক্তা তাঁর উক্তিকে এই অর্থে সাধারণীকরণ করেন যে, 'মক্কার অধিবাসীরা এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন' অথবা 'বসরাবাসীরা মদিনাবাসীদের থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন', অথবা এর অনুরূপ কোনো কথা এমন ক্ষেত্রে যেখানে মক্কার অধিবাসীদের মধ্যে থেকে কেবল একজন অথবা বসরাবাসীদের মধ্যে থেকে কেবল একজন অথবা এর অনুরূপ কেউ বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি এটিকে তাদের (ঐ অঞ্চলের বা দলের) সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করেন, যেমন কোনো গোত্রের একজন ব্যক্তির কাজকে রূপক অর্থে পুরো গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। আর হাকিম আবু আবদুল্লাহ আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছি তাতে এমনটিই করেছেন। সুতরাং, এর ফয়সালা প্রথম বিভাগে যা উল্লেখ করা হয়েছে সে অনুযায়ী হবে, আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আঠারোতম প্রকার: আল-হাদীস আল-মু'আল্লালের পরিচয়

হাদীসবিদগণ একে (আল-মা'লুল) নামে অভিহিত করেন। আর এটি তাদের এবং ফুকাহাদের (ইসলামী আইনজ্ঞদের) ক্বিয়াস (সাদৃশ্যমূলক যুক্তি) অধ্যায়ে তাদের উক্তি "আল-ইল্লাহ (কারণ) ও আল-মা'লুল (কারণকৃত)" এর ক্ষেত্রে, যা আরবি ভাষা ও ব্যাকরণবিদদের নিকট অপছন্দনীয়।

اعْلَمْ أَنَّ مَعْرِفَةَ عِلَلِ الْحَدِيثِ مِنْ أَجَلِّ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَأَدَقِّهَا وَأَشْرَفِهَا، وَإِنَّمَا يَضْطَلِعُ بِذَلِكَ أَهْلُ الْحِفْظِ وَالْخِبْرَةِ وَالْفَهْمِ الثَّاقِبِ، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ أَسْبَابٍ خَفِيَّةٍ غَامِضَةٍ قَادِحَةٍ فِيهِ.

فَالْحَدِيثُ الْمُعَلَّلُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي اطُّلِعَ فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ، مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُ السَّلَامَةُ مِنْهَا.

وَيَتَطَرَّقُ ذَلِكَ إِلَى الْإِسْنَادِ الَّذِي رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، الْجَامِعِ شُرُوطَ الصِّحَّةِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ.

وَيُسْتَعَانُ عَلَى إِدْرَاكِهَا بِتَفَرُّدِ الرَّاوِي وَبِمُخَالَفَةِ غَيْرِهِ لَهُ، مَعَ قَرَائِنَ تَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ تُنَبِّهُ الْعَارِفَ بِهَذَا الشَّأْنِ عَلَى إِرْسَالٍ فِي الْمَوْصُولِ، أَوْ وَقْفٍ فِي الْمَرْفُوعِ، أَوْ دُخُولِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ، أَوْ وَهْمِ وَاهِمٍ بِغَيْرِ ذَلِكَ، بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ، فَيَحْكُمُ بِهِ، أَوْ يَتَرَدَّدُ فَيَتَوَقَّفُ فِيهِ. وَكُلُّ ذَلِكَ مَانِعٌ مِنَ الْحُكْمِ بِصِحَّةِ مَا وُجِدَ ذَلِكَ فِيهِ.

وَكَثِيرًا مَا يُعَلِّلُونَ الْمَوْصُولَ بِالْمُرْسَلِ مِثْلَ: أَنْ يَجِيءَ الْحَدِيثُ بِإِسْنَادٍ مَوْصُولٍ، وَيَجِيءَ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ أَقْوَى مِنْ إِسْنَادِ الْمَوْصُولِ، وَلِهَذَا اشْتَمَلَتْ كُتُبُ عِلَلِ الْحَدِيثِ عَلَى جَمْعِ طُرُقِهِ.

قَالَ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ: " السَّبِيلُ إِلَى مَعْرِفَةِ عِلَّةِ الْحَدِيثِ أَنْ

অবগত হন যে, হাদিসের 'ইলল' (ত্রুটি)-এর জ্ঞান হাদিস শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্মতম ও মহত্তম জ্ঞান। আর এর দায়িত্ব কেবল তারাই গ্রহণ করেন যারা হাফিয (স্মৃতিশক্তিধর), অভিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। এটি হলো হাদিসে বিদ্যমান এমন সব গোপন ও অস্পষ্ট কারণ, যা এর বিশুদ্ধতা ক্ষুণ্ন করে।

সুতরাং মুআল্লাল হাদিস হলো সেই হাদিস যেখানে এমন ত্রুটি আবিষ্কৃত হয় যা তার বিশুদ্ধতাকে ক্ষুণ্ন করে, অথচ বাহ্যিকভাবে তা ত্রুটিমুক্ত মনে হয়।
এই ত্রুটি সেই ইসনাদেও প্রবেশ করতে পারে যার রাবীগণ বিশ্বস্ত, বাহ্যিকভাবে যা বিশুদ্ধতার সকল শর্ত পূরণ করে।
এর (ত্রুটি) উপলব্ধিতে সাহায্য নেওয়া হয় রাবীর একক বর্ণনা এবং অন্যদের তার বিরোধিতা করার মাধ্যমে, এর সাথে যোগ হয় এমন কিছু আনুষঙ্গিক প্রমাণ যা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে মাওসুল (সংযুক্ত) ইসনাদে ইরসাল (বিচ্ছিন্নতা), অথবা মারফূ' হাদিসে ওয়াকফ (সাহাবীর উক্তি হিসাবে) বর্ণনা, অথবা এক হাদিসের সাথে অন্য হাদিসের মিশ্রণ, অথবা অন্য কোনো কারণে বর্ণনাকারীর ভ্রমের বিষয়ে সতর্ক করে; এমনভাবে যে তার মনে প্রবল ধারণা জন্মায় (যে এটি ত্রুটিপূর্ণ), ফলে তিনি সে অনুযায়ী রায় দেন, অথবা যদি সংশয় থাকে, তবে তিনি তা থেকে বিরত থাকেন। আর এই সবকিছুই হলো সেই হাদিসকে বিশুদ্ধ বলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক যেখানে এসব (ত্রুটি) পাওয়া যায়।
এবং প্রায়শই তারা মুরসাল (বিচ্ছিন্ন) হাদিস দ্বারা মাওসুল (সংযুক্ত) হাদিসকে 'মুআল্লাল' (ত্রুটিযুক্ত) ঘোষণা করেন, যেমন: একটি হাদিস মাওসুল ইসনাদ সহকারে আসে, এবং একই হাদিস আবার একটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) ইসনাদ সহকারে আসে যা মাওসুল ইসনাদের চেয়ে শক্তিশালী। আর এই কারণেই ইল্লুল হাদিস গ্রন্থসমূহ এর (হাদিসের) বিভিন্ন সনদ একত্রিত করাকে অন্তর্ভুক্ত করে।
খতীব আবু বকর (রহ.) বলেছেন: "হাদিসের ত্রুটি (ইল্লত) জানার উপায় হলো যে..."

(ص: 91)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

يُجْمَعَ بَيْنَ طُرُقِهِ، وَيُنْظَرَ فِي اخْتِلَافِ رُوَاتِهِ، وَيُعْتَبَرَ بِمَكَانِهِمْ مِنَ الْحِفْظِ وَمَنْزِلَتِهِمْ فِي الْإِتْقَانِ وَالضَّبْطِ ".
وَرَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ: " الْبَابُ إِذَا لَمْ تُجْمَعْ طُرُقُهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ خَطَؤُهُ ".
ثُمَّ قَدْ تَقَعُ الْعِلَّةُ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ، وَقَدْ تَقَعُ فِي مَتْنِهِ.
ثُمَّ مَا يَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ قَدْ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ جَمِيعًا، كَمَا فِي التَّعْلِيلِ بِالْإِرْسَالِ وَالْوَقْفِ، وَقَدْ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ خَاصَّةً مِنْ غَيْرِ قَدْحٍ فِي صِحَّةِ الْمَتْنِ.

فَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا وَقَعَتِ الْعِلَّةُ فِي إِسْنَادِهِ مِنْ غَيْرِ قَدْحٍ فِي الْمَتْنِ: مَا رَوَاهُ الثِّقَةُ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ. . " الْحَدِيثَ. فَهَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ، وَهُوَ مُعَلَّلٌ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَالْمَتْنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ صَحِيحٌ، وَالْعِلَّةُ فِي قَوْلِهِ: " عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ "، إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، هَكَذَا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَصْحَابِ سُفْيَانَ عَنْهُ. فَوَهِمَ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَعَدَلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ إِلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَكِلَاهُمَا ثِقَةٌ.

এর সনদসমূহ একত্রিত করা হবে, এর রাবীদের ভিন্নতা পর্যালোচনা করা হবে এবং তাদের স্মরণশক্তির অবস্থান ও নির্ভুলতা ও সুদৃঢ়তায় তাদের মর্যাদাকে বিবেচনা করা হবে।

আলি ইবনুল মাদীনী থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন: "কোনো অধ্যায়ের হাদীস যদি তার সকল সনদ একত্রিত না করা হয়, তবে তার ভুল স্পষ্ট হবে না।"

এরপর, হাদীসের সনদে গোপন ত্রুটি (ইল্লাত) থাকতে পারে, আর এটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এবং কখনও তা তার মূল বক্তব্যেও (মাতনে) থাকতে পারে।

এরপর, সনদে যে ত্রুটি দেখা যায়, তা সনদ ও মূল বক্তব্য উভয়ের শুদ্ধতাকেই ত্রুটিযুক্ত করতে পারে, যেমন ইরসাল (সনদের বিচ্ছিন্নতা) ও ওয়াকফের (বর্ণনা সাহাবীর উপর থেমে যাওয়া) কারণে ত্রুটি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে হয়। আবার, কখনও তা কেবল সনদের শুদ্ধতাকেই ত্রুটিযুক্ত করতে পারে, মূল বক্তব্যের শুদ্ধতাকে ত্রুটিযুক্ত না করে।

এমন উদাহরণের মধ্যে, যেখানে সনদে ত্রুটি ঘটেছে কিন্তু মূল বক্তব্যে কোনো ত্রুটি নেই, তা হলো: যা নির্ভরযোগ্য ইয়া'লা ইবনে উবাইদ, সুফিয়ান সাওরী থেকে, তিনি আমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি ইবনে উমার থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "বিক্রেতাদ্বয় (যতক্ষণ) এখতিয়ার রাখে..." (সম্পূর্ণ হাদীসটি)। এটি এমন একটি সনদ যা বিশ্বস্ত কর্তৃক বিশ্বস্ত থেকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন), অথচ এটি মু'আল্লাল (ত্রুটিপূর্ণ) এবং সহীহ নয়। কিন্তু মূল বক্তব্য (মাতন) সর্বাবস্থায় সহীহ। আর ত্রুটিটি হলো তার (ইয়া'লার) এই বক্তব্যে: "আমর ইবনে দীনার থেকে", মূলত এটি ছিল আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে, তিনি ইবনে উমার থেকে। এভাবেই সুফিয়ানের শিষ্যদের মধ্যে যারা ইমাম ছিলেন, তারা তার থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইয়া'লা ইবনে

উবাইদ ভুল করেছেন, এবং আবদুল্লাহ ইবনে দীনারের পরিবর্তে আমর ইবনে দীনার বলেছেন, যদিও উভয়ই নির্ভরযোগ্য রাবী।

وَمِثَالُ الْعِلَّةِ فِي الْمَتْنِ: مَا انْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِهِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ مِنَ اللَّفْظِ الْمُصَرِّحِ بِنَفْيِ قِرَاءَةِ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "، فَعَلَّلَ قَوْمٌ رِوَايَةَ اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ لَمَّا رَأَوُا الْأَكْثَرِينَ إِنَّمَا قَالُوا فِيهِ: " فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِذِكْرِ الْبَسْمَلَةِ، وَهُوَ الَّذِي اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ، وَرَأَوْا أَنَّ مَنْ رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي وَقَعَ لَهُ، فَفَهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدِ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُبَسْمِلُونَ، فَرَوَاهُ عَلَى مَا فَهِمَ وَأَخْطَأَ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ السُّورَةَ الَّتِي كَانُوا يَفْتَتِحُونَ بِهَا مِنَ السُّورِ هِيَ الْفَاتِحَةُ، وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِذِكْرِ التَّسْمِيَةِ.

وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ أُمُورٌ، مِنْهَا: أَنَّهُ ثَبَتَ ... عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الِافْتِتَاحِ بِالتَّسْمِيَةِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَحْفَظُ فِيهِ شَيْئًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ... ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ اعْلَمْ: أَنَّهُ قَدْ يُطْلَقُ اسْمُ الْعِلَّةِ عَلَى غَيْرِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ بَاقِي

এবং মতনে (মূল পাঠে) 'ইল্লাত'-এর (ত্রুটির) উদাহরণ: আনাস (রা.)-এর হাদীসে মুসলিম কর্তৃক এককভাবে বর্ণিত সেই শব্দপ্রবন্ধ, যা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' পাঠের অস্বীকৃতিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। তখন একদল লোক উক্ত শব্দের বর্ণনাটিকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন, যখন তারা দেখেছেন যে অধিকাংশ বর্ণনাকারী কেবল এই বিষয়ে বলেছেন: "তারা 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দ্বারা কিরাত শুরু করতেন," বাসমালার উল্লেখের কোনো আলোচনা ছাড়াই। আর এটিই সেই বর্ণনা যা বুখারী ও মুসলিম তাদের সহীহ গ্রন্থে উল্লেখের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। এবং তারা (ত্রুটিযুক্তকারীগণ) মনে করেছেন যে, যে ব্যক্তি উল্লিখিত শব্দে এটি বর্ণনা করেছেন, তিনি এটি সেই অর্থে বর্ণনা করেছেন যা তিনি বুঝেছিলেন। তাই তিনি তাঁর কথা "তারা আলহামদু দ্বারা শুরু করতেন" থেকে বুঝেছিলেন যে তারা বাসমাল্লাহ পাঠ করতেন না। অতঃপর তিনি তার উপলব্ধির ভিত্তিতে তা বর্ণনা করেছেন এবং

ভুল করেছেন। কারণ এর অর্থ হলো, যে সূরা দিয়ে তারা পাঠ শুরু করতেন তা হলো সূরা ফাতিহা, এবং এতে তাসমিয়া (বিসমিল্লাহ) উল্লেখের কোনো আলোচনা নেই।
এবং এর সাথে আরও কিছু বিষয় যুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে: আনাস (রা.) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে ... তাকে তাসমিয়া (বিসমিল্লাহ) দ্বারা শুরু করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনি কিছুই স্মরণ রাখেন না ...। আর আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।
অতঃপর জেনে রাখো: যে, 'ইল্লাত' নামটি আমাদের উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্য বাকিগুলোর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হতে পারে।

(ص: 93)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الْأَسْبَابِ الْقَادِحَةِ فِي الْحَدِيثِ الْمُخْرِجَةِ لَهُ مِنْ حَالِ الصِّحَّةِ إِلَى حَالِ الضَّعْفِ، الْمَانِعَةِ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ عَلَى مَا هُوَ مُقْتَضَى لَفْظِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ، وَلِذَلِكَ تَجِدُ فِي كُتُبِ عِلَلِ الْحَدِيثِ الْكَثِيرَ مِنَ الْجَرْحِ بِالْكَذِبِ، وَالْغَفْلَةِ، وَسُوءِ الْحِفْظِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْجَرْحِ.

وَسَمَّى التِّرْمِذِيُّ النَّسْخَ عِلَّةً مِنْ عِلَلِ الْحَدِيثِ.

ثُمَّ إِنَّ بَعْضَهُمْ أَطْلَقَ اسْمَ الْعِلَّةِ عَلَى مَا لَيْسَ بِقَادِحٍ مِنْ وُجُوهِ الْخِلَافِ، نَحْوَ إِرْسَالِ مَنْ أَرْسَلَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَسْنَدَهُ الثِّقَةُ الضَّابِطُ حَتَّى قَالَ: مِنْ أَقْسَامِ الصَّحِيحِ مَا هُوَ صَحِيحٌ مَعْلُولٌ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: مِنَ الصَّحِيحِ مَا هُوَ صَحِيحٌ شَاذٌّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ

مَعْرِفَةُ الْمُضْطَرِبِ مِنَ الْحَدِيثِ

الْمُضْطَرِبُ مِنَ الْحَدِيثِ: هُوَ الَّذِي تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِيهِ فَيَرْوِيهِ

হাদীসের সেসব ত্রুটিপূর্ণ কারণসমূহ যা তাকে সহীহ অবস্থা থেকে দুর্বল অবস্থায় পর্যবসিত করে, এবং যা মূলতঃ 'ইল্লত' শব্দের আভিধানিক অর্থের প্রতিপাদ্য অনুযায়ী এর উপর আমল করা থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই আপনি 'ইললে হাদীস' বিষয়ক গ্রন্থসমূহে মিথ্যাচার,

উদাসীনতা, খারাপ স্মৃতিশক্তি এবং এ জাতীয় অন্যান্য জারহের প্রকারভেদের মাধ্যমে অনেক জারহ (সমালোচনা) দেখতে পাবেন।
এবং ইমাম তিরমিযী নাসখকে (রহিতকরণকে) হাদীসের ইল্লতসমূহের একটি ইল্লত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
অতঃপর, তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'ইল্লত' নামটি এমন বিষয়ের উপরও প্রয়োগ করেছেন যা মতবিরোধের কারণে ত্রুটিপূর্ণ নয়। যেমন, কোনো হাদীসকে মুরসাল করা হয়েছে অথচ নির্ভরযোগ্য ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বর্ণনাকারী সেটি মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এমনকি তারা বলেছেন: সহীহ হাদীসের প্রকারভেদের মধ্যে এমনও সহীহ হাদীস আছে যা মা'লুল (ত্রুটিপূর্ণ)। যেমন তাদের কেউ কেউ বলেছেন: সহীহ হাদীসের মধ্যে এমনও সহীহ হাদীস আছে যা শাদ্দ (বিরল/ব্যতিক্রমী)। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।
উনবিংশতম প্রকার
মুদতারিব হাদীস পরিচিতি
মুদতারিব হাদীস: এটি এমন হাদীস, যাতে বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন হয়, ফলে তা বর্ণনা করে

بَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهٍ وَبَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ مُخَالِفٍ لَهُ، وَإِنَّمَا نُسَمِّيهِ مُضْطَرِبًا إِذَا تَسَاوَتِ الرِّوَايَتَانِ. أَمَّا إِذَا تَرَجَّحَتْ إِحْدَاهُمَا بِحَيْثُ لَا تُقَاوِمُهَا الْأُخْرَى بِأَنْ يَكُونَ رَاوِيهَا أَحْفَظَ، أَوْ أَكْثَرَ صُحْبَةً لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ الْمُعْتَمَدَةِ، فَالْحُكْمُ لِلرَّاجِحَةِ، وَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَصْفُ الْمُضْطَرِبِ وَلَا لَهُ حُكْمُهُ.

ثُمَّ قَدْ يَقَعُ الِاضْطِرَابُ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ يَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ، وَقَدْ يَقَعُ ذَلِكَ مِنْ رَاوٍ وَاحِدٍ: وَقَدْ يَقَعُ بَيْنَ رُوَاةٍ لَهُ جَمَاعَةٍ.

وَالِاضْطِرَابُ مُوجِبٌ ضَعْفَ الْحَدِيثِ؛ لِإِشْعَارِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يُضْبَطْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: مَا رُوِّينَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُصَلِّي: " إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا يَنْصِبُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَخُطَّ خَطًّا ".

কেউ এক পদ্ধতিতে, কেউ তার বিরোধী অন্য পদ্ধতিতে বর্ণনা করেন। আমরা সেটিকে 'মুযতারিব' বলি কেবল তখনই যখন দুটি বর্ণনা সমপর্যায়ের হয়। কিন্তু যদি একটি বর্ণনা প্রাধান্য লাভ করে এমনভাবে যে অন্যটি তার সমকক্ষ না হয় – যেমন, তার বর্ণনাকারী অধিক স্মরণশক্তি সম্পন্ন হন, অথবা যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে তার অধিক সাহচর্য থাকে, অথবা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য অগ্রাধিকারের পদ্ধতি থাকে – তখন প্রাধান্যপ্রাপ্ত বর্ণনাটিরই ফায়সালা কার্যকর হবে, এবং তখন সেটিকে 'মুযতারিব' বিশেষণ দ্বারা আখ্যায়িত করা হবে না, আর তার হুকুমও আরোপিত হবে না।

অতঃপর, ইযতিরাব (বিশৃঙ্খলা) কখনও হাদিসের মূল পাঠে (মাতন) ঘটতে পারে, আবার কখনও সনদ-সূত্রে (ইসনাদ) ঘটতে পারে। কখনও তা একজন মাত্র বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে ঘটে, আবার কখনও তা একাধিক বর্ণনাকারীর মধ্যে ঘটতে পারে।

ইযতিরাব হাদিসকে দুর্বল করে তোলে; কারণ এটি ইঙ্গিত দেয় যে হাদিসটি সঠিকভাবে সংরক্ষিত (যাবত) হয়নি। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এর উদাহরণস্বরূপ: যা আমরা ইসমাঈল ইবনে উমাইয়াহ থেকে, তিনি আবু আমর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হুরাইস থেকে, তিনি তার দাদা হুরাইস থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সালাত আদায়কারী সম্পর্কে বর্ণনা করেছি যে: "যখন সে তার সামনে স্থাপন করার মতো কোনো লাঠি না পায়, তখন সে একটি রেখা টেনে নেবে।"

(ص: 95)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

فَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ هَكَذَا. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ مِنَ الِاضْطِرَابِ أَكْثَرُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ الْمُدْرَجِ فِي الْحَدِيثِ

وَهُوَ أَقْسَامٌ:

مِنْهَا: مَا أُدْرِجَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ كَلَامِ بَعْضِ رُوَاتِهِ، بِأَنْ يَذْكُرَ الصَّحَابِيُّ أَوْ مَنْ بَعْدَهُ عَقِيبَ مَا يَرْوِيهِ مِنَ الْحَدِيثِ كَلَامًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، فَيَرْوِيَهُ مَنْ بَعْدَهُ مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ غَيْرَ فَاصِلٍ بَيْنَهُمَا بِذِكْرِ قَائِلِهِ، فَيَلْتَبِسَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ حَقِيقَةَ الْحَالِ، وَيَتَوَهَّمَ أَنَّ الْجَمِيعَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

فَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ هَكَذَا. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ مِنَ الِاضْطِرَابِ أَكْثَرُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ।

বিংশতম প্রকার: হাদীসে মুদরাজ-এর পরিচয়

আর এটি কয়েক প্রকারের:

এর মধ্যে একটি হলো: যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসে তাঁর কিছু বর্ণনাকারীর নিজস্ব কথা থেকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এভাবে যে, সাহাবী অথবা তাঁর পরবর্তী কেউ হাদীস বর্ণনা করার পর নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা উল্লেখ করেন, অতঃপর তাঁর পরবর্তী বর্ণনাকারী তা হাদীসের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করেন, এর বক্তার উল্লেখ দ্বারা উভয়ের মাঝে কোনো বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে। ফলে, যারা প্রকৃত অবস্থা জানে না, তাদের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট হয়ে যায়, এবং তারা ধারণা করে যে, সবকিছুই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত।

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ الْمَشْهُورَةِ: مَا رُوِّينَاهُ فِي التَّشَهُّدِ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: " قُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ

فَذَكَرَ التَّشَهُّدَ، وَفِي آخِرِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ "، هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، فَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: فَإِذَا قُلْتَ هَذَا إِلَى آخِرِهِ، وَإِنَّمَا هَذَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ، لَا مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ أَنَّ الثِّقَةَ الزَّاهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ رَوَاهُ عَنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ كَذَلِكَ، وَاتَّفَقَ حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ وَابْنُ عَجْلَانَ وَغَيْرُهُمَا فِي رِوَايَتِهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَلَى تَرْكِ ذِكْرِ هَذَا الْكَلَامِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ، مَعَ اتِّفَاقِ كُلِّ مَنْ رَوَى التَّشَهُّدَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَنْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى ذَلِكَ، وَرَوَاهُ شَبَابَةُ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ فَفَصَلَهُ أَيْضًا.

وَمِنْ أَقْسَامِ الْمُدْرَجِ: أَنْ يَكُونَ مَتْنُ الْحَدِيثِ عِنْدَ الرَّاوِي لَهُ بِإِسْنَادٍ إِلَّا طَرَفًا مِنْهُ، فَإِنَّهُ عِنْدَهُ بِإِسْنَادٍ ثَانٍ، فَيُدْرِجُهُ مَنْ رَوَاهُ

এবং এর প্রসিদ্ধ উদাহরণসমূহের মধ্যে রয়েছে: আবু খায়সামা যুহাইর ইবনু মু'আভিয়া, তিনি হাসান ইবনুল হুর, তিনি কাসিম ইবনু মুখায়মিরাহ, তিনি আলকামা, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) সূত্রে তাশাহহুদ প্রসঙ্গে যা বর্ণনা করেছেন, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সালাতের তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন: "বলুন: সকল সম্মান আল্লাহর জন্য..."। অতঃপর তিনি তাশাহহুদ উল্লেখ করেছেন এবং এর শেষে (বর্ণিত হয়েছে): "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। যখন তুমি এটি বলবে, তখন তোমার সালাত সমাপ্ত হবে। যদি তুমি দাঁড়াতে চাও, তবে দাঁড়াও; আর যদি বসতে চাও, তবে বসো।" এভাবে আবু খায়সামা হাসান ইবনুল হুর থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তিনি হাদীসে এই উক্তিটি সংযুক্ত করেছেন: "যখন তুমি এটি বলবে" থেকে শেষ পর্যন্ত। বস্তুত, এটি ইবনু মাসউদের (রাঃ) উক্তি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি নয়।

এর প্রমাণসমূহের মধ্যে এটিও যে, বিশ্বস্ত ও যুহুদ অবলম্বনকারী আব্দুর রহমান ইবনু সাবিত ইবনু সাওবানও অনুরূপভাবে হাসান ইবনুল হুর-এর সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন। এবং হুসাইন আল-জু'ফী, ইবনু আজলান ও অন্যান্যরা হাসান ইবনুল হুর থেকে তাদের বর্ণনায় হাদীসের শেষে এই কথাটির উল্লেখ বর্জন করার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, আলকামা ও

অন্যান্যদের সূত্রে ইবনু মাসউদ থেকে যারা তাশাহহুদ বর্ণনা করেছেন, তাদের সকলের এই বিষয়ে ঐকমত্যের সাথে (অর্থাৎ, হাদীসের শেষের বাক্যগুলো বাদ দেওয়া)। এবং শাবাবাহ আবু খায়সামা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনিও তা পৃথক করেছেন।
মুদরাজ হাদীসের প্রকারভেদের মধ্যে রয়েছে: যে, বর্ণনাকারীর নিকট হাদীসের মূল পাঠটি (মতন) একটি সনদসহ থাকে, কিন্তু এর একটি অংশ দ্বিতীয় একটি সনদসহ থাকে। অতঃপর যে এটি বর্ণনা করে, সে এটিকে (একসাথে) সংযুক্ত করে দেয়।

عَنْهُ عَلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، وَيَحْذِفُ الْإِسْنَادَ الثَّانِيَ، وَيَرْوِي جَمِيعَهُ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ.
مِثَالُهُ: " حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَزَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي آخِرِهِ: أَنَّهُ جَاءَ فِي الشِّتَاءِ، فَرَآهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ ". وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ صِفَةَ الصَّلَاةِ خَاصَّةً، وَفَصَلَ ذِكْرَ رَفْعِ الْأَيْدِي عَنْهُ، فَرَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ.
وَمِنْهَا: أَنْ يُدْرِجَ فِي مَتْنِ حَدِيثٍ بَعْضَ مَتْنِ حَدِيثٍ آخَرَ، مُخَالِفٍ لِلْأَوَّلِ فِي الْإِسْنَادِ.
مِثَالُهُ: " رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَنَافَسُوا. . " الْحَدِيثَ. فَقَوْلُهُ: " لَا تَنَافَسُوا " أَدْرَجَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ مِنْ مَتْنِ حَدِيثٍ آخَرَ، رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ: " لَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا ". وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمِنْهَا أَنْ يَرْوِيَ الرَّاوِي حَدِيثًا عَنْ جَمَاعَةٍ، بَيْنَهُمُ اخْتِلَافٌ فِي

তাঁর থেকে প্রথম সনদ অনুযায়ী, এবং দ্বিতীয় সনদটি বাদ দিয়ে, আর পুরোটা প্রথম সনদ অনুযায়ী বর্ণনা করে।

এর উদাহরণ হলো: "ইবন উয়ায়নাহ ও যাইদাহ ইবন কুদামাহ থেকে, আসিম ইবন কুলাইব থেকে, তাঁর পিতা থেকে, ওয়ায়েল ইবন হুজর থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের বিবরণ বিষয়ক হাদীস, আর এর শেষে আছে: তিনি শীতকালে এসেছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে তারা তাদের হাত জামাকাপড়ের নিচ থেকে উঠাচ্ছে।" আর বিশুদ্ধ হলো, যারা আসিম ইবন কুলাইব থেকে এই সনদ অনুযায়ী শুধুমাত্র সালাতের বিবরণ বর্ণনা করেছেন, এবং হাত তোলার বিষয়টি এর থেকে পৃথক করেছেন। সুতরাং তিনি তা আসিম থেকে, আব্দুল জাব্বার ইবন ওয়ায়েল থেকে, তাঁর পরিবারের কারো কারো থেকে, ওয়ায়েল ইবন হুজর থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর এর একটি হলো: কোন হাদীসের মূল পাঠে অন্য একটি হাদীসের মূল পাঠের অংশবিশেষ ঢুকিয়ে দেওয়া, যা সনদের দিক থেকে প্রথমটির বিপরীত।

এর উদাহরণ হলো: "সাঈদ ইবন আবি মারইয়াম থেকে, মালিক থেকে, যুহরী থেকে, আনাস থেকে বর্ণিত, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করো না, পরস্পরকে হিংসা করো না, পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, আর পরস্পর প্রতিযোগিতা করো না।" ...হাদীসটি। তার এই উক্তি: "আর পরস্পর প্রতিযোগিতা করো না" — ইবন আবি মারইয়াম এটিকে অন্য একটি হাদীসের মূল পাঠ থেকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, যা মালিক আবুয-যিনাদ থেকে, আ'রাজ থেকে, আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, যেখানে আছে: "তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করো না, কারো গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না, আর পরস্পর প্রতিযোগিতা করো না, আর পরস্পরকে হিংসা করো না।" আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আর এর একটি হলো এই যে, বর্ণনাকারী এমন একদল লোকের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন, যাদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে

إِسْنَادِهِ، فَلَا يَذْكُرُ الِاخْتِلَافَ، بَلْ يُدْرِجُ رِوَايَتَهُمْ عَلَى الِاتِّفَاقِ.

مِثَالُهُ: " رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْعَبْدِيّ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَوَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ

مَسْعُودٍ قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ. . " الْحَدِيثَ. وَوَاصِلٌ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بَيْنَهُمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ شَيْءٍ مِنَ الْإِدْرَاجِ الْمَذْكُورِ، وَهَذَا النَّوْعُ قَدْ صَنَّفَ فِيهِ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ كِتَابَهُ الْمَوْسُومَ " بِالْفَصْلِ لِلْوَصْلِ الْمُدْرَجِ فِي النَّقْلِ " فَشَفَى وَكَفَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوعِ

وَهُوَ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ

اعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمَوْضُوعَ شَرُّ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ، وَلَا تَحِلُّ رِوَايَتُهُ لِأَحَدٍ عَلِمَ حَالَهُ فِي أَيِّ مَعْنًى كَانَ إِلَّا مَقْرُونًا بِبَيَانِ وَضْعِهِ،

তার সনদ বা বর্ণনাসূত্রে, তখন সে মতপার্থক্য উল্লেখ করে না, বরং তাদের বর্ণনাকে ঐক্যমত্যের উপর ভিত্তি করে অন্তর্ভুক্ত করে।

এর উদাহরণ হলো: "আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি এবং মুহাম্মদ ইবনে কাছির আল-আবদি-এর বর্ণনা, সাওরি থেকে, তিনি মানসুর, আল-আ'মাশ ও ওয়াসিল আল-আহদাব থেকে, তিনি আবু ওয়াইল থেকে, তিনি আমর ইবনে শুরাহবিল থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ থেকে: আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল, কোন্ পাপ সবচেয়ে বড়?"... (পুরো) হাদিসটি।" অথচ ওয়াসিল তো এটি আবু ওয়াইল থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তাদের মাঝে আমর ইবনে শুরাহবিলের উল্লেখ না করেই। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

এবং জেনে রাখো যে, উল্লিখিত কোনো প্রকারের ইদরাজি (সন্নিবেশ) ইচ্ছাকৃতভাবে করা জায়েজ নয়। এই প্রকার সম্পর্কে খতীব আবু বকর তার "আল-ফাসল লি-ল-ওয়াসল আল-মুদরাজ ফি আল-নাকল" নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে তিনি পূর্ণাঙ্গ ও যথেষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

একুশতম প্রকার: মাওজু' (জাল) হাদিস পরিচিতি

এবং এটি হলো উদ্ভাবিত ও বানোয়াট।

জেনে রাখো যে, মাওজু' হাদিস হলো দুর্বল হাদিসসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। যে ব্যক্তি এর অবস্থা জানে, তার জন্য কোনো অর্থেই তা বর্ণনা করা হালাল নয়, যদি না এর জাল হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা হয়,

بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الَّتِي يُحْتَمَلُ صِدْقُهَا فِي الْبَاطِنِ، حَيْثُ جَازَ رِوَايَتُهَا فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَإِنَّمَا يُعْرَفُ كَوْنُ الْحَدِيثِ مَوْضُوعًا بِإِقْرَارِ وَاضِعِهِ، أَوْ مَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ إِقْرَارِهِ، وَقَدْ يَفْهَمُونَ الْوَضْعَ مِنْ قَرِينَةِ حَالِ الرَّاوِي أَوِ الْمَرْوِيِّ، فَقَدْ وُضِعَتْ أَحَادِيثُ طَوِيلَةٌ يَشْهَدُ بِوَضْعِهَا رَكَاكَةُ أَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهَا.

وَلَقَدْ أَكْثَرَ الَّذِي جَمَعَ فِي هَذَا الْعَصْرِ (الْمَوْضُوعَاتِ) فِي نَحْوِ مُجَلَّدَيْنِ، فَأَوْدَعَ فِيهَا كَثِيرًا مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَى وَضْعِهِ، إِنَّمَا حَقُّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِي مُطْلَقِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ.

وَالْوَاضِعُونَ لِلْحَدِيثِ أَصْنَافٌ، وَأَعْظَمُهُمْ ضَرَرًا قَوْمٌ مِنَ الْمَنْسُوبِينَ إِلَى الزُّهْدِ، وَضَعُوا الْحَدِيثَ احْتِسَابًا فِيمَا زَعَمُوا، فَتَقَبَّلَ النَّاسُ مَوْضُوعَاتِهِمْ ثِقَةً مِنْهُمْ بِهِمْ وَرُكُونًا إِلَيْهِمْ، ثُمَّ نَهَضَتْ جَهَابِذَةُ الْحَدِيثِ بِكَشْفِ عُوَارِهَا وَمَحْوِ عَارِهَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

এর ভিন্ন হলো সেসব দুর্বল হাদীস, যেগুলোর অভ্যন্তরে সত্যতা থাকার সম্ভাবনা বিদ্যমান, যেখানে তারগীব (উৎসাহদান) ও তারহীব (ভীতিপ্রদর্শন)-এর ক্ষেত্রে সেগুলোর বর্ণনা অনুমোদিত। যেমনটি আমরা অচিরেই ব্যাখ্যা করব, ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

নিশ্চয়ই কোনো হাদীসের মাওযূ' (বানোয়াট) হওয়া জানা যায় এর উদ্ভাবকের স্বীকারোক্তির দ্বারা, অথবা এমন কিছুর দ্বারা যা তার স্বীকারোক্তির পর্যায়ভুক্ত। আর তারা (বিশেষজ্ঞগণ) অনেক সময় বর্ণনাকারী (রাবী) অথবা বর্ণিত বিষয় (মারওয়ী)-এর অবস্থার ইঙ্গিত থেকে বানোয়াট হওয়া অনুধাবন করেন। বস্তুত, বহু দীর্ঘ হাদীস উদ্ভাবিত হয়েছে যার বানোয়াট হওয়ার সাক্ষ্য দেয় সেগুলোর শব্দ ও অর্থের দুর্বলতা ও অগভীরতা।

আর এই যুগে যে ব্যক্তি প্রায় দুই খণ্ডে 'আল-মাওযূ'আত' (বানোয়াট হাদীসসমূহ) সংকলন করেছে, সে তাতে এমন অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করেছে যার বানোয়াট হওয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। বরং সেগুলোর সঠিক স্থান ছিল সাধারণ দুর্বল হাদীসসমূহের মধ্যে।

হাদীসের উদ্ভাবকগণ (বানোয়াটকারীগণ) বিভিন্ন প্রকারের। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর ছিল একদল লোক যারা যুহদ (তপস্যা) এর সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করত। তারা

সওয়াবের আশায় হাদীস উদ্ভাবন করত, যেমনটি তারা ধারণা করত। ফলে সাধারণ মানুষ তাদের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা স্থাপন করে তাদের উদ্ভাবিত হাদীসসমূহ গ্রহণ করত। অতঃপর হাদীসের প্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণ এর ত্রুটিসমূহ উন্মোচন এবং এর কলঙ্ক দূর করার জন্য উঠে দাঁড়ান। আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

(ص: 100)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَفِيمَا رُوِّينَا عَنِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ السَّمْعَانِيِّ: أَنَّ بَعْضَ الْكَرَّامِيَّةِ ذَهَبَ إِلَى جَوَازِ وَضْعِ الْحَدِيثِ فِي بَابِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ.

ثُمَّ إِنَّ الْوَاضِعَ رُبَّمَا صَنَعَ كَلَامًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَرَوَاهُ، وَرُبَّمَا أَخَذَ كَلَامًا لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ، فَوَضَعَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وَرُبَّمَا غَلِطَ غَالِطٌ، فَوَقَعَ فِي شُبَهِ الْوَضْعِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ، كَمَا وَقَعَ لِثَابِتِ بْنِ مُوسَى الزَّاهِدِ فِي حَدِيثِ: " مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ ".

مِثَالُ: " رُوِّينَا ... عَنْ أَبِي عِصْمَةَ - وَهُوَ نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ - أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: " مِنْ أَيْنَ لَكَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ سُورَةً سُورَةً؟ "، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ أَعْرَضُوا عَنِ الْقُرْآنِ، وَاشْتَغَلُوا بِفِقْهِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَغَازِي مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، فَوَضَعْتُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ حِسْبَةً ... ".

وَهَكَذَا حَالُ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي يُرْوَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ سُورَةً فَسُورَةً. بَحَثَ بَاحِثٌ عَنْ مُخْرَجِهِ

وَفِيمَا رُوِّينَا عَنِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ السَّمْعَانِيِّ: أَنَّ بَعْضَ الْكَرَّامِيَّةِ ذَهَبَ إِلَى جَوَازِ وَضْعِ الْحَدِيثِ فِي بَابِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ.এবং ইমাম আবু বকর সাম'আনী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু কাররামিয়্যা সম্প্রদায় তারগীব (উৎসাহ প্রদান) ও তারহীব (ভীতি প্রদর্শন) বিষয়ক অধ্যায়ে হাদীস জাল করাকে জায়েজ মনে করতেন।

ثُمَّ إِنَّ الْوَاضِعَ رُبَّمَا صَنَعَ كَلَامًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَرَوَاهُ، وَرُبَّمَا أَخَذَ كَلَامًا لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ، فَوَضَعَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.অতঃপর, জালকারী ব্যক্তি কখনো হয়তো নিজের থেকে কোনো উক্তি তৈরি করে তা বর্ণনা করত, এবং কখনো হয়তো কোনো প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বা অন্যদের উক্তি গ্রহণ করে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আরোপিত করত।

وَرُبَّمَا غَلِطَ غَالِطٌ، فَوَقَعَ فِي شُبَهِ الْوَضْعِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ، كَمَا وَقَعَ لِثَابِتِ بْنِ مُوسَى الزَّاهِدِ فِي حَدِيثِ: " مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ ".এবং কখনো হয়তো কোনো ভুলকারী অনিচ্ছাকৃতভাবে জাল করার সন্দেহের মধ্যে পতিত হতো, যেমনটি সাবিত ইবন মুসা আয-যাহিদ-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল এই হাদীসের বিষয়ে: "যে ব্যক্তি রাতে অধিক সালাত আদায় করে, দিনে তার মুখমণ্ডল সুন্দর হয়।"

مِثَالٌ: " رُوِّينَا ... عَنْ أَبِي عِصْمَةَ - وَهُوَ نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ - أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: " مِنْ أَيْنَ لَكَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ سُورَةً سُورَةً؟ "، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ أَعْرَضُوا عَنِ الْقُرْآنِ، وَاشْتَغَلُوا بِفِقْهِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَغَازِي مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، فَوَضَعْتُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ حِسْبَةً ... ".উদাহরণ: "আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে ... আবু ইসমাত থেকে – আর তিনি হলেন নূহ ইবন আবি মারইয়াম – যে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "ইকরিমা থেকে, ইবন আব্বাস থেকে কুরআন-এর প্রত্যেক সূরার ফযীলত সম্পর্কে আপনার কাছে (এই বর্ণনাগুলো) কোথা থেকে এসেছে?" তখন তিনি বললেন: "আমি দেখলাম যে লোকেরা কুরআন থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে এবং আবু হানিফার ফিকহ ও মুহাম্মাদ ইবন ইসহাকের যুদ্ধাভিযান বিষয়ক বর্ণনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাই আমি সাওয়াবের আশায় এই হাদীসগুলো তৈরি করেছি ..."।"

وَهَكَذَا حَالُ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي يُرْوَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي فَضْلِ سُوَرِ الْقُرْآنِ فَسُورَةً. بَحَثَ بَاحِثٌ عَنْ مُخْرَجِهِআর এভাবেই সেই দীর্ঘ হাদীসের অবস্থাও, যা উবাই ইবন কা'ব থেকে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে কুরআনের প্রতিটি সূরার ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। একজন গবেষক এর উৎস অনুসন্ধান করেছেন।

حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَنِ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ وَجَمَاعَةً وَضَعُوهُ، وَإِنَّ أَثَرَ الْوَضْعِ لَبَيِّنٌ عَلَيْهِ، وَلَقَدْ أَخْطَأَ الْوَاحِدِيُّ الْمُفَسِّرُ، وَمَنْ ذَكَرَهُ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ فِي إِيدَاعِهِ تَفَاسِيرَهُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ

مَعْرِفَةُ الْمَقْلُوبِ

هُوَ نَحْوُ حَدِيثٍ مَشْهُورٍ عَنْ سَالِمٍ جُعِلَ عَنْ نَافِعٍ لِيَصِيرَ بِذَلِكَ غَرِيبًا مَرْغُوبًا فِيهِ. وَكَذَلِكَ مَا رُوِّينَا أَنَّ الْبُخَارِيَّ رضي الله عنه قَدِمَ بَغْدَادَ، فَاجْتَمَعَ قَبْلَ مَجْلِسِهِ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَعَمَدُوا إِلَى مِائَةِ حَدِيثٍ فَقَلَبُوا مُتُونَهَا وَأَسَانِيدَهَا، وَجَعَلُوا مَتْنَ هَذَا الْإِسْنَادِ لِإِسْنَادٍ آخَرَ، وَإِسْنَادَ هَذَا الْمَتْنِ لِمَتْنٍ آخَرَ، ثُمَّ حَضَرُوا مَجْلِسَهُ وَأَلْقَوْهَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ إِلْقَاءِ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْمَقْلُوبَةِ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَرَدَّ كُلَّ مَتْنٍ إِلَى إِسْنَادِهِ، وَكُلَّ إِسْنَادٍ إِلَى مَتْنِهِ، فَأَذْعَنُوا لَهُ بِالْفَضْلِ.

যে ব্যক্তি স্বীকার করেছিল যে সে ও একটি দল এটি জাল করেছে, তার কাছে গিয়ে শেষ হয়। আর এর জাল হওয়ার নিদর্শন সুস্পষ্ট। নিশ্চয়ই মুফাসসির আল-ওয়াহিদী এবং যে সকল মুফাসসির এটিকে তাদের তাফসির গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তারা ভুল করেছেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

বাইশতম প্রকার

আল-মাকলুব (উল্টানো) চেনা

এটি সালিমের সূত্রে বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ হাদিসের মতো, যা নাফে'র সূত্রে বর্ণিত বলে চালানো হয়েছে, যাতে এটি গারিব (বিরল) এবং আকাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে।

তেমনিভাবে, আমরা বর্ণনা করেছি যে, ইমাম বুখারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন বাগদাদে আগমন করলেন, তখন তাঁর মজলিসের পূর্বে কিছু হাদিস বিশেষজ্ঞ একত্রিত হলেন। তারা একশত হাদিস নির্বাচন করে সেগুলোর মূল পাঠ (মতন) ও বর্ণনা পরম্পরা (সনদ) উল্টে দিলেন। তারা একটি সনদের মূল পাঠকে অন্য একটি সনদের সাথে, আর একটি মূল পাঠের সনদকে অন্য একটি মূল পাঠের সাথে যুক্ত করলেন। এরপর তারা তাঁর মজলিসে উপস্থিত হয়ে সেগুলো তাঁর সামনে পেশ করলেন। যখন তারা সেই মাকলুব (উল্টানো) হাদিসগুলো পেশ করা শেষ করলেন, তখন তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে প্রতিটি মূল পাঠকে তার নিজ সনদের সাথে, আর প্রতিটি সনদকে তার নিজ মূল পাঠের সাথে ফিরিয়ে দিলেন। ফলে তারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিলেন।

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ، وَيَصْلُحُ مِثَالًا لِلْمُعَلَّلِ: مَا رُوِّينَاهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى الطَّبَّاعِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي "، قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى فَأَتَيْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِيثِ، فَقَالَ: وَهِمَ أَبُو النَّضْرِ إِنَّمَا كُنَّا جَمِيعًا فِي مَجْلِسِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ مَعَنَا، فَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي "، فَظَنَّ أَبُو النَّضْرِ أَنَّهُ فِيمَا حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ. أَبُو النَّضْرِ هُوَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ

قَدْ وَفَيْنَا بِمَا سَبَقَ الْوَعْدُ بِشَرْحِهِ مِنَ الْأَنْوَاعِ الضَّعِيفَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، فَلْنُنَبِّهِ الْآنَ عَلَى أُمُورٍ مُهِمَّةٍ:

أَحَدُهَا: إِذَا رَأَيْتَ حَدِيثًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ فَلَكَ أَنْ تَقُولَ: هَذَا ضَعِيفٌ، وَتَعْنِيَ أَنَّهُ بِذَلِكَ الْإِسْنَادِ ضَعِيفٌ، وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقُولَ هَذَا

এর উদাহরণগুলোর মধ্যে এবং মুআল্লাল (ত্রুটিযুক্ত) হাদিসের একটি উপযুক্ত উদাহরণ হল: ইসহাক ইবনু ঈসা আত-তাব্বা' থেকে আমরা যা বর্ণনা করেছি, তিনি বলেন: জারীর ইবনু হাযিম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সাবিত থেকে, আনাস থেকে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন সালাতের ইকামত দেওয়া হয়, তখন আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না।" ইসহাক ইবনু ঈসা বলেন: অতঃপর আমি হাম্মাদ ইবনু যায়িদের কাছে গেলাম এবং তাকে হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: আবুল নাদর ভুল করেছেন। আমরা সবাই সাবিত আল-বুনানীর মজলিসে ছিলাম এবং হাজ্জাজ ইবনু আবি উসমানও আমাদের সাথে ছিলেন। অতঃপর হাজ্জাজ আস-সাওওয়াফ আমাদের কাছে ইয়াহিয়া ইবনু আবি কাসীর থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আবি ক্বাতাদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন সালাতের ইকামত দেওয়া হয়, তখন আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না।" সুতরাং আবুল নাদর

ভেবেছিলেন যে, এটি সাবিত আমাদের কাছে আনাস থেকে যা বর্ণনা করেছেন তার অংশ। আবুল নাদর হলেন জারীর ইবনু হাযিম। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

পরিচ্ছেদ

আমরা দুর্বল প্রকারের হাদিসসমূহ ব্যাখ্যা করার পূর্বপ্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি, এবং সকল প্রশংসা আল্লাহরই। এখন আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করব:

প্রথমত: যখন আপনি দুর্বল সনদযুক্ত কোনো হাদিস দেখেন, তখন আপনার বলার অধিকার আছে: 'এটি দুর্বল', এবং এর দ্বারা আপনি বোঝাবেন যে, ঐ সনদের কারণে এটি দুর্বল। আপনার এটি বলার অধিকার নেই যে, এটি

(ص: 103)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

ضَعِيفٌ وَتَعْنِي بِهِ ضَعْفَ مَتْنِ الْحَدِيثِ بِنَاءً عَلَى مُجَرَّدِ ضَعْفِ ذَلِكَ الْإِسْنَادِ، فَقَدْ يَكُونُ مَرْوِيًّا بِإِسْنَادٍ آخَرَ صَحِيحٍ يَثْبُتُ بِمِثْلِهِ الْحَدِيثُ، بَلْ يَتَوَقَّفُ جَوَازُ ذَلِكَ عَلَى حُكْمِ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ لَمْ يُرْوَ بِإِسْنَادٍ يَثْبُتُ بِهِ، أَوْ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، أَوْ نَحْوُ هَذَا مُفَسِّرًا وَجْهَ الْقَدْحِ فِيهِ. فَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُفَسِّرْ، فَفِيهِ كَلَامٌ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، فَاعْلَمْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِمَّا يُغْلَطُ فِيهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّانِي: يَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمُ التَّسَاهُلُ فِي الْأَسَانِيدِ وَرِوَايَةِ مَا سِوَى الْمَوْضُوعِ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ مِنْ غَيْرِ اهْتِمَامٍ بِبَيَانِ ضَعْفِهَا فِيمَا سِوَى صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَغَيْرِهَا. وَذَلِكَ كَالْمَوَاعِظِ، وَالْقِصَصِ، وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، وَسَائِرِ فُنُونِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَسَائِرِ مَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْأَحْكَامِ وَالْعَقَائِدِ. وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ التَّنْصِيصَ عَلَى التَّسَاهُلِ فِي نَحْوِ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رضي الله عنهما.

الثَّالِثُ: إِذَا أَرَدْتَ رِوَايَةَ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ فَلَا تَقُلْ

দুর্বল (হাদীস), এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল শুধু সেই ইসনাদের দুর্বলতার উপর ভিত্তি করে হাদীসের মতন (পাঠ্য) দুর্বল হওয়া, কেননা এটি অন্য কোনো সহীহ সনদ দ্বারা বর্ণিত হতে পারে যার দ্বারা হাদীসটি প্রমাণিত হয়। বরং এর বৈধতা হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণের মধ্যে থেকে

কোনো ইমামের এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল যে, এটি এমন কোনো সনদ দ্বারা বর্ণিত হয়নি যা দ্বারা এটি প্রমাণিত হতে পারে, অথবা এটি একটি দুর্বল হাদীস, অথবা এর অনুরূপ কোনো কিছু যার মাধ্যমে এর ত্রুটির দিকটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে যদি তিনি সাধারণভাবে উল্লেখ করেন এবং ব্যাখ্যা না করেন, তবে সে সম্পর্কে আলোচনা পরবর্তীতে আসবে, ইনশাআল্লাহু তা'আলা। সুতরাং এটি জেনে রাখুন, কারণ এটি এমন বিষয় যার মধ্যে ভুল করা হয়। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

দ্বিতীয়ত: আহলুল হাদীস (হাদীস বিশারদগণ) ও অন্যান্যদের নিকট সনদসমূহে শিথিলতা অবলম্বন করা এবং আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী ও হালাল-হারামসহ শরীয়তের বিধানাবলী ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে দুর্বল হাদীসের প্রকারগুলোর মধ্যে মাওযু' (বানোয়াট) হাদীস ছাড়া অন্যগুলো বর্ণনা করা জায়েজ (বৈধ), সেগুলোর দুর্বলতা প্রকাশ করার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে। এবং এগুলি হল যেমন ওয়াজ-নসীহত, কিসসা-কাহিনী, আমলের ফযীলতসমূহ এবং উৎসাহ ও ভয়প্রদর্শনমূলক অন্যান্য সকল বিষয়, আর যাবতীয় যা আহকাম (বিধান) ও আকাইদ (বিশ্বাস)-এর সাথে সম্পর্কিত নয়। আর যাদের থেকে আমরা অনুরূপ বিষয়ে শিথিলতা অবলম্বনের সুস্পষ্ট বক্তব্য বর্ণনা করেছি, তাদের মধ্যে রয়েছেন আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী এবং আহমদ ইবনু হাম্বল, আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

তৃতীয়ত: যখন তুমি সনদবিহীন দুর্বল হাদীস বর্ণনা করতে চাও, তখন বলবে না

(ص: 104)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

فِيهِ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا " وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الْجَازِمَةِ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا تَقُولُ فِيهِ: " رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا، أَوْ بَلَغَنَا عَنْهُ كَذَا وَكَذَا، أَوْ وَرَدَ عَنْهُ، أَوْ جَاءَ عَنْهُ، أَوْ رَوَى بَعْضُهُمْ " وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا تَشُكُّ فِي صِحَّتِهِ وَضَعْفِهِ، وَإِنَّمَا تَقُولُ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فِيمَا ظَهَرَ لَكَ صِحَّتُهُ بِطَرِيقِهِ الَّذِي أَوْضَحْنَاهُ أَوَّلًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ قَدْحٍ وَجَرْحٍ وَتَوْثِيقٍ وَتَعْدِيلٍ

أَجْمَعَ جَمَاهِيرُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ عَلَى: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا، ضَابِطًا لِمَا يَرْوِيهِ، وَتَفْصِيلُهُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، بَالِغًا، عَاقِلًا، سَالِمًا مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ وَخَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ، مُتَيَقِّظًا غَيْرَ مُغَفَّلٍ، حَافِظًا إِنْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، ضَابِطًا لِكِتَابِهِ

এর ক্ষেত্রে: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এমন বলেছেন" এবং এ ধরনের নিশ্চিত শব্দসমূহ যা দ্বারা বোঝা যায় যে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা বলেছেন (তা ব্যবহার করবেন না)। বরং এর ক্ষেত্রে আপনি বলবেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন এমন বর্ণিত হয়েছে," অথবা "তার থেকে আমাদের কাছে এমন এমন পৌঁছেছে," অথবা "তার থেকে এসেছে," অথবা "তার থেকে বর্ণিত হয়েছে," অথবা "কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন" এবং এ ধরনের শব্দ। একইভাবে সেই ক্ষেত্রেও বিধান প্রযোজ্য যা আপনার কাছে সহীহ না যঈফ তা নিয়ে সন্দেহ হয়। বরং আপনি "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন" কেবল সেই ক্ষেত্রে বলবেন যার বিশুদ্ধতা আপনার কাছে আমাদের পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী স্পষ্ট হয়েছে। আর আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।

তেইশতম প্রকার

যার বর্ণনা গৃহীত এবং যার বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত তার গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান, এবং এর সাথে সম্পর্কিত কদহ (নিন্দা), জারহ (সমালোচনা), তাওসীক (নির্ভরযোগ্যকরণ) ও তা'দীল (বিশুদ্ধকরণ) সম্পর্কে জ্ঞান।

মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কেরামের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একমত যে: যার বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়, তার জন্য শর্ত হলো যে তিনি 'আদল' (ন্যায়পরায়ণ) হবেন এবং যা বর্ণনা করেন তার 'দাবিত' (সুসংরক্ষণকারী) হবেন। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো, তাকে মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান হতে হবে, ফিসক (পাপাচারে লিপ্ত হওয়া) এর কারণসমূহ এবং মুরুওয়াত (মর্যাদা) ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত হতে হবে, সজাগ ও অমনোযোগী নয় (অর্থাৎ সতর্ক ব্যক্তি), যদি তার স্মৃতি থেকে বর্ণনা করেন, তবে তাকে হাফেয (স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন) হতে হবে, এবং যদি তার কিতাব থেকে বর্ণনা করেন, তবে তার কিতাবের 'দাবিত' (সুসংরক্ষণকারী) হতে হবে।

إِنْ حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ.

وَإِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بِالْمَعْنَى اشْتُرِطَ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَا يُحِيلُ الْمَعَانِيَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَنُوَضِّحُ هَذِهِ الْجُمْلَةَ بِمَسَائِلَ:

إِحْدَاهَا: عَدَالَةُ الرَّاوِي

تَارَةً تَثْبُتُ بِتَنْصِيصِ مُعَدِّلَيْنِ عَلَى عَدَالَتِهِ، وَتَارَةً تَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ، فَمَنِ اشْتَهَرَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَ أَهْلِ النَّقْلِ أَوْ نَحْوِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَشَاعَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِالثِّقَةِ وَالْأَمَانَةِ، اسْتُغْنِيَ فِيهِ بِذَلِكَ عَنْ بَيِّنَةٍ شَاهِدَةٍ بِعَدَالَتِهِ تَنْصِيصًا، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه، وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ فِي فَنِّ أُصُولِ الْفِقْهِ.

وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ، وَمَثَّلَ ذَلِكَ بِمَالِكٍ، وَشُعْبَةَ، وَالسُّفْيَانَيْنِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَوَكِيعٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ فِي نَبَاهَةِ الذِّكْرِ وَاسْتِقَامَةِ الْأَمْرِ، فَلَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ هَؤُلَاءِ وَأَمْثَالِهِمْ، وَإِنَّمَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ مَنْ خَفِيَ أَمْرُهُ عَلَى الطَّالِبِينَ.

وَتَوَسَّعَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْحَافِظُ فِي هَذَا فَقَالَ: " كُلُّ حَامِلِ عِلْمٍ مَعْرُوفُ الْعِنَايَةِ بِهِ فَهُوَ عَدْلٌ، مَحْمُولٌ فِي أَمْرِهِ أَبَدًا عَلَى الْعَدَالَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ جَرْحُهُ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ

ا نْ حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ

ا وَإِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بِالْمَعْنَى اشْتُرِطَ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَا يُحِيلُ الْمَعَانِيَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

وَنُوَضِّحُ هَذِهِ الْجُمْلَةَ بِمَسَائِلَ:

إِحْدَاهَا: عَدَالَةُ الرَّاوِي

তারেতা তাছবুতু বিতানসিসিল মুআদ্দিলানি আলা আদালাতিহি, ওয়াতারেতা তাছবুতু বিলইসতিফাদাতি, ফামানিশতাহারাত আদালতুহু বাইনা আহলিন নাকলি আও নাহবিহিম মিন

আহলিল ইলমি, ওয়াশা'আছ ছানাওু আলাইহি বিছ ছিক্বতি ওয়াল আমানাহ, উসতুগনিয়া ফিহি বিযালিকা আন বাইয়িনাতিন শাহাদাতিন বিআদালাতিহি তানসাসন, ওয়াহাযা হুয়াছ সহিহু ফী মাযহাবিশ শাফিঈ رضي الله عنه, ওয়া আলাইহিল ই'তিমাদু ফি ফান্নি উসুলিল ফিকহ।

وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ، وَمَثَّلَ ذَلِكَ بِمَالِكٍ، وَشُعْبَةَ، وَالسُّفْيَانَيْنِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَوَكِيعٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ فِي نَبَاهَةِ الذِّكْرِ وَاسْتِقَامَةِ الْأَمْرِ، فَلَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ هَؤُلَاءِ وَأَمْثَالِهِمْ، وَإِنَّمَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ مَنْ خَفِيَ أَمْرُهُ عَلَى الطَّالِبِينَ।

وَتَوَسَّعَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْحَافِظُ فِي هَذَا فَقَالَ: " كُلُّ حَامِلِ عِلْمٍ مَعْرُوفُ الْعِنَايَةِ بِهِ فَهُوَ عَدْلٌ، مَحْمُولٌ فِي أَمْرِهِ أَبَدًا عَلَى الْعَدَالَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ جَرْحُهُ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ

যদি সে তার কিতাব থেকে বর্ণনা করে।

আর যদি সে অর্থানুসারে বর্ণনা করে, তবে এর সাথে শর্ত করা হয় যে, সে যেন অর্থ পরিবর্তনকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞানী হয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আমরা এই বাক্যটিকে কয়েকটি মাসআলা (বিষয়ের) মাধ্যমে স্পষ্ট করব:

প্রথমটি: রাবীর আদালাত (বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা)

কখনও তার আদালাত (ন্যায়পরায়ণতা) দুইজন মু'আদ্দিল (আদালাত প্রমাণকারী) কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, আবার কখনও ইসতিফাদা (সর্বজনীন প্রসিদ্ধি) দ্বারা প্রমাণিত হয়। সুতরাং, যার আদালাত আহলুন-নাকল (বর্ণনাকারীগণ) বা তাদের মতো আহলুল-ইলম (জ্ঞানীজন)-দের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, এবং যার বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতার প্রশংসা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তার ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে আদালাতের সাক্ষ্য প্রদানকারী প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ইমাম শাফিঈ (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর মাযহাবে এটিই বিশুদ্ধ মত, এবং উসূলে ফিকাহর ক্ষেত্রে এর উপরই নির্ভর করা হয়।

আহলুল হাদীসের মধ্যে যারা এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবু বকর আল-খাতীব আল-হাফিয। তিনি এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মালেক, শু'বা, দুই সুফিয়ান (সুফিয়ান সাওরী ও সুফিয়ান ইবন উয়ায়না), আওযাঈ, লাইস, ইবনুল মুবারক, ওয়াকী, আহমদ ইবন হানবাল, ইয়াহইয়া ইবন মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী এবং তাদের মতো যারা প্রসিদ্ধি ও সততার ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের। সুতরাং, এদের এবং এদের মতো ব্যক্তিদের আদালাত (ন্যায়পরায়ণতা) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় না। বরং, তাদের আদালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যাদের অবস্থা অনুসন্ধিৎসুদের কাছে অস্পষ্ট।

আর হাফিয ইবন আব্দুল বার্র এই বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করে বলেছেন: "প্রতিটি জ্ঞান বহনকারী ব্যক্তি, যিনি এর প্রতি যত্নশীল বলে পরিচিত, তিনি ন্যায়পরায়ণ (আদল)। তার বিষয়টি সর্বদা আদালাত (ন্যায়পরায়ণতা)-এর উপরই ধার্য করা হবে যতক্ষণ না তার জারা (ত্রুটি) স্পষ্ট হয়; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "এই জ্ঞান প্রতিটি উত্তরসূরী থেকে বহন করবে..."

(ص: 106)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

عُدُولُهُ "، وَفِيمَا قَالَهُ اتِّسَاعٌ غَيْرُ مَرْضِيّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّانِيَةُ: يُعْرَفُ كَوْنُ الرَّاوِي ضَابِطًا بِأَنْ نَعْتَبِرَ رِوَايَاتِهِ بِرِوَايَاتِ الثِّقَاةِ الْمَعْرُوفِينَ بِالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ، فَإِنْ وَجَدْنَا رِوَايَاتِهِ مُوَافِقَةً - وَلَوْ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى - لِرِوَايَاتِهِمْ، أَوْ مُوَافِقَةً لَهَا فِي الْأَغْلَبِ وَالْمُخَالَفَةُ نَادِرَةٌ، عَرَفْنَا حِينَئِذٍ كَوْنَهُ ضَابِطًا ثَبْتًا، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ كَثِيرَ الْمُخَالَفَةِ لَهُمْ، عَرَفْنَا اخْتِلَالَ ضَبْطِهِ، وَلَمْ نَحْتَجَّ بِحَدِيثِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّالِثَةُ: التَّعْدِيلُ مَقْبُولٌ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ سَبَبِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّ أَسْبَابَهُ كَثِيرَةٌ يَصْعُبُ ذِكْرُهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْوِجُ الْمُعَدِّلَ إِلَى أَنْ يَقُولَ: " لَمْ يَفْعَلْ كَذَا، لَمْ يَرْتَكِبْ كَذَا، فَعَلَ كَذَا وَكَذَا " فَيُعَدِّدُ جَمِيعَ مَا يُفَسِّقُ بِفِعْلِهِ أَوْ بِتَرْكِهِ، وَذَلِكَ شَاقٌّ جِدًّا.

وَأَمَّا الْجَرْحُ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ إِلَّا مُفَسَّرًا مُبَيَّنَ السَّبَبِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِيمَا يَجْرَحُ وَمَا لَا يَجْرَحُ، فَيُطْلِقُ أَحَدُهُمُ الْجَرْحَ بِنَاءً عَلَى أَمْرٍ اعْتَقَدَهُ جَرْحًا وَلَيْسَ بِجَرْحٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ

তার 'আদালাহ' (সত্যনিষ্ঠা)", এবং তার উক্তিতে এমন বিস্তৃতি রয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয়, আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

দ্বিতীয়ত: রাবী (বর্ণনাকারী) 'দাবিত' (স্মৃতিশক্তি ও বর্ণনায় সুসংরক্ষিত) কিনা, তা জানা যায় তার বর্ণনাকে সেই সকল 'সিকাহ' (নির্ভরযোগ্য) রাবীদের বর্ণনার সাথে তুলনা করে, যারা 'দাবত' (সুসংরক্ষণ) ও 'ইতকান' (পূর্ণতা/নিপুণতা) এর জন্য সুপরিচিত। যদি আমরা তার বর্ণনাকে তাদের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাই – এমনকি অর্থের দিক থেকেও – অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পাই এবং বিরোধিতা বিরল হয়, তাহলে আমরা তাকে 'দাবিত' (সুসংরক্ষিত) ও 'সাবত' (সুপ্রতিষ্ঠিত/দৃঢ়) হিসেবে জানি। আর যদি আমরা তাকে তাদের বর্ণনার সাথে অধিক পরিমাণে অমিল দেখতে পাই, তাহলে আমরা তার 'দাবত' (সুসংরক্ষণ) এর ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হই, এবং আমরা তার হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করি না, আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

তৃতীয়ত: সঠিক ও প্রসিদ্ধ মাযহাব (মত) অনুযায়ী, 'তা'দীল' (বর্ণনাকারীর সত্যনিষ্ঠা বা গ্রহণযোগ্যতা সত্যায়ন) কারণ উল্লেখ ব্যতিরেকেই গ্রহণযোগ্য; কেননা এর কারণসমূহ অসংখ্য এবং তা উল্লেখ করা কঠিন। কারণ তা 'মু'আদ্দিল' (যিনি তা'দীল করেন) কে বাধ্য করবে এই কথা বলতে যে: "সে এমনটা করেনি, সে এমনটা করেনি, সে এমনটা করেছে," এভাবে সে সকল বিষয় গণনা করতে হবে যা তার কাজ বা বর্জনের কারণে তাকে 'ফাসিক' (পাপী) করে তুলবে, আর এটি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

আর 'জারহ' (বর্ণনাকারীর ত্রুটি বা দুর্বলতা উল্লেখ) তাফসিরকৃত (ব্যাখ্যা করা) এবং কারণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা না হলে গ্রহণযোগ্য হয় না; কারণ মানুষ কী দ্বারা 'জারহ' হয় এবং কী দ্বারা 'জারহ' হয় না, সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। তাই তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কোনো বিষয়ের উপর ভিত্তি করে 'জারহ' করে থাকে যা সে জারহ বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা জারহ নয়। সুতরাং তা স্পষ্ট করা অপরিহার্য।

(ص: 107)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

سَبَبِهِ، لِيُنْظَرَ فِيهِ أَهُوَ جَرْحٌ أَمْ لَا، وَهَذَا ظَاهِرٌ مُقَرَّرٌ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ.

وَذَكَرَ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ أَنَّهُ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ وَنُقَّادِهِ مِثْلِ الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَغَيْرِهِمَا.

وَلِذَلِكَ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِجَمَاعَةٍ سَبَقَ مِنْ غَيْرِهِ الْجَرْحُ لَهُمْ، كَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، وَكَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، وَعَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ، وَغَيْرِهِمْ.

وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِسُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَجَمَاعَةٍ اشْتَهَرَ الطَّعْنُ فِيهِمْ، وَهَكَذَا فَعَلَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَذَلِكَ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْجَرْحَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا إِذَا فُسِّرَ سَبَبُهُ، وَمَذَاهِبُ النُّقَّادِ لِلرِّجَالِ غَامِضَةٌ مُخْتَلِفَةٌ.

وَعَقَدَ الْخَطِيبُ بَابًا فِي بَعْضِ أَخْبَارِ مَنِ اسْتُفْسِرَ فِي جَرْحِهِ، فَذَكَرَ مَا لَا يَصْلُحُ جَارِحًا، مِنْهَا عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: " لِمَ تَرَكْتَ حَدِيثَ فُلَانٍ؟ " فَقَالَ: " رَأَيْتُهُ يَرْكُضُ عَلَى بِرْذَوْنٍ، فَتَرَكْتُ حَدِيثَهُ ".

এর কারণ; যাতে পরীক্ষা করা যায় যে, এটি জর্হ (দোষারোপ) কি না। আর এটি ফিকহ ও উসূলে ফিকহ-এর ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়।

খতীব আল-হাফিজ উল্লেখ করেছেন যে, এটি বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্যদের ন্যায় হাদীস সংগ্রাহক ও সমালোচক ইমামগণের মাযহাব (পন্থা)।

আর এ কারণেই বুখারী এমন অনেককে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন যাদের বিরুদ্ধে অন্যেরা পূর্বে জর্হ (দোষারোপ) করেছেন, যেমন ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মুক্তদাস ইকরিমাহ, ইসমাঈল ইবনে আবি উওয়াইস, আসিম ইবনে আলী, আমর ইবনে মারযূক এবং অন্যান্যরা।

আর মুসলিম সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ এবং এমন একদল লোককে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন যাদের বিরুদ্ধে আপত্তি (তা'ন) সুপরিচিত ছিল। আর আবু দাউদ সিজিস্তানীও এ রকমই করেছেন। আর এটি প্রমাণ করে যে, তারা এ মত পোষণ করতেন যে, জর্হ (দোষারোপ) প্রতিষ্ঠিত হয় না যতক্ষণ না এর কারণ ব্যাখ্যা করা হয়। আর রিজাল (বর্ণনাকারী) সমালোচকদের পদ্ধতিসমূহ জটিল ও ভিন্ন ভিন্ন।

আর খতীব এমন কতিপয় বর্ণনার জন্য একটি অধ্যায় রচনা করেছেন যেখানে যাদের জর্হ (দোষারোপ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে তিনি এমন সব বিষয় উল্লেখ করেছেন যা জর্হ হিসেবে গণ্য হয় না। এর মধ্যে শু'বা থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "আপনি অমুকের হাদীস কেন বর্জন করেছেন?" তিনি

বললেন: "আমি তাকে একটি বর্ধ্যোনের (বোঝাবাহী ঘোড়া) উপর সওয়ার হয়ে দৌড়াতে দেখেছি, তাই তার হাদীস বর্জন করেছি।"

وَمِنْهَا: عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ لِصَالِحٍ الْمُرِّيِّ، فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ بِصَالِحٍ؟ ذَكَرُوهُ يَوْمًا عِنْدَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَامْتَخَطَ حَمَّادٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قُلْتُ: وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا يَعْتَمِدُ النَّاسُ فِي جَرْحِ الرُّوَاةِ وَرَدِّ حَدِيثِهِمْ عَلَى الْكُتُبِ الَّتِي صَنَّفَهَا أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ فِي الْجَرْحِ أَوْ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَقَلَّ مَا يَتَعَرَّضُونَ فِيهَا لِبَيَانِ السَّبَبِ، بَلْ يَقْتَصِرُونَ عَلَى مُجَرَّدِ قَوْلِهِمْ: " فُلَانٌ ضَعِيفٌ، وَفُلَانٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ " وَنَحْوَ ذَلِكَ، أَوْ " هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ ثَابِتٍ " وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَاشْتِرَاطُ بَيَانِ السَّبَبِ يُفْضِي إِلَى تَعْطِيلِ ذَلِكَ وَسَدِّ بَابِ الْجَرْحِ فِي الْأَغْلَبِ الْأَكْثَرِ.

وَجَوَابُهُ: أَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ نَعْتَمِدْهُ فِي إِثْبَاتِ الْجَرْحِ وَالْحُكْمِ بِهِ، فَقَدِ اعْتَمَدْنَاهُ فِي أَنْ تَوَقَّفْنَا عَنْ قَبُولِ حَدِيثِ مَنْ قَالُوا فِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ أَوْقَعُ عِنْدَنَا فِيهِمْ رِيبَةً قَوِيَّةً يُوجِبُ مِثْلُهَا التَّوَقُّفَ.

এবং এর মধ্যে একটি হল: মুসলিম ইবন ইবরাহীম থেকে বর্ণিত যে, তাকে সালিহ আল-মুরীর একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন: সালিহকে দিয়ে কী করবে? একদিন হাম্মাদ ইবন সালামার কাছে তার (সালিহের) আলোচনা করা হয়েছিল, তখন হাম্মাদ (বিরক্তিতে) নাক ঝাড়লেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

আমি বলি: এবং কোনো বক্তা বলতে পারেন যে, নিশ্চয়ই লোকেরা রাবীদের জারহ (সমালোচনা) এবং তাদের হাদীস প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে সেই কিতাবসমূহের উপর নির্ভর করে যা হাদীসের ইমামগণ জারহ অথবা জারহ ওয়া তা'দীল (সমালোচনা ও সত্যায়ন) বিষয়ে সংকলন করেছেন। এবং কদাচিৎ সেগুলোতে কারণ ব্যাখ্যার সম্মুখীন হন, বরং তারা কেবল তাদের এই উক্তির উপর সীমাবদ্ধ থাকেন: "অমুক দুর্বল, এবং অমুক কিছুই নয়" ইত্যাদি, অথবা "এটি একটি দুর্বল হাদীস, এবং এটি একটি অপ্রতিষ্ঠিত হাদীস" ইত্যাদি। সুতরাং, কারণ ব্যাখ্যার শর্তারোপ করা তার নিষ্ক্রিয়তা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে জারহের দ্বার বন্ধ করে দেয়।

এবং তার উত্তর হল: যে, যদিও আমরা জারহ প্রমাণ এবং এর দ্বারা রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সেগুলোর উপর নির্ভর করিনি, তবে আমরা সেগুলোর উপর নির্ভর করেছি এই ক্ষেত্রে যে, যাদের সম্পর্কে তারা অনুরূপ কথা বলেছেন, তাদের হাদীস গ্রহণ থেকে আমরা বিরত থেকেছি, এই ভিত্তিতে যে, তা আমাদের কাছে তাদের সম্পর্কে একটি শক্তিশালী সন্দেহ সৃষ্টি করে, যার মতো বিষয় বিরত থাকা আবশ্যক করে তোলে।

(ص: 109)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

ثُمَّ مَنِ انْزَاحَتْ عَنْهُ الرِّيبَةُ مِنْهُمْ بِبَحْثٍ عَنْ حَالِهِ أَوْجَبَ الثِّقَةَ بِعَدَالَتِهِ قَبِلْنَا حَدِيثَهُ وَلَمْ نَتَوَقَّفْ، كَالَّذِينَ احْتَجَّ بِهِمْ صَاحِبَا الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ مَسَّهُمْ مِثْلُ هَذَا الْجَرْحِ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَافْهَمْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مَخْلَصٌ حَسَنٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يَثْبُتُ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ بِقَوْلِ وَاحِدٍ، أَوْ لَا بُدَّ مِنَ اثْنَيْنِ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ إِلَّا بِاثْنَيْنِ، كَمَا فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فِي الشَّهَادَاتِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ - وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي اخْتَارَهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ - أَنَّهُ يَثْبُتُ بِوَاحِدٍ، لِأَنَّ الْعَدَدَ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي قَبُولِ الْخَبَرِ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي جَرْحِ رَاوِيهِ وَتَعْدِيلِهِ، بِخِلَافِ الشَّهَادَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْخَامِسَةُ: إِذَا اجْتَمَعَ فِي شَخْصٍ جَرْحٌ وَتَعْدِيلٌ، فَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ؛ لِأَنَّ الْمُعَدِّلَ يُخْبِرُ عَمَّا ظَهَرَ مِنْ حَالِهِ، وَالْجَارِحَ يُخْبِرُ عَنْ بَاطِنٍ خَفِيَ عَلَى الْمُعَدِّلِ، فَإِنْ كَانَ عَدَدُ الْمُعَدِّلِينَ أَكْثَرَ فَقَدْ قِيلَ التَّعْدِيلُ أَوْلَى.

তারপর, তাদের মধ্যে যার অবস্থা অনুসন্ধানের মাধ্যমে সন্দেহ দূর হয়েছে এবং যার বিশ্বস্ততা ও আদালত (ন্যায়নিষ্ঠা) নিশ্চিত হয়েছে, আমরা তার হাদীস গ্রহণ করেছি এবং (তা গ্রহণে) কোনো দ্বিধা করিনি। যেমন, সহীহাইন-এর রচয়িতাদ্বয় (ইমাম বুখারী ও মুসলিম) এবং অন্যান্যরা যাদের দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, যাদেরকে অন্যদের পক্ষ থেকে অনুরূপ সমালোচনা (জার্হ) স্পর্শ করেছিল। সুতরাং, বিষয়টি বুঝে নাও, কারণ এটি একটি উত্তম সমাধান। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

চতুর্থ: তারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, জার্হ (সমালোচনা) ও তা'দীল (ন্যায়নিষ্ঠা প্রমাণ) কি একজনের কথায় প্রমাণিত হয়, নাকি দুজনের অপরিহার্য প্রয়োজন হয়?
তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: তা (জার্হ ও তা'দীল) দুজন ব্যতীত প্রমাণিত হয় না, যেমনটি শাহাদাত (সাক্ষ্য) সংক্রান্ত জার্হ ও তা'দীলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন – আর এটিই বিশুদ্ধ মত যা হাফিয আবু বকর আল-খাতীব ও অন্যান্যরা গ্রহণ করেছেন – যে, তা (জার্হ ও তা'দীল) একজনের দ্বারাও প্রমাণিত হয়। কারণ, খবর (হাদীস) গ্রহণের ক্ষেত্রে সংখ্যা শর্ত করা হয়নি, সুতরাং, এর রাবীর জার্হ ও তা'দীলের ক্ষেত্রেও তা (সংখ্যা) শর্ত করা হবে না; শাহাদাতসমূহের (সাক্ষ্যের) ক্ষেত্রে এর ভিন্নতা রয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।
পঞ্চম: যখন কোনো ব্যক্তির মধ্যে জার্হ (সমালোচনা) ও তা'দীল (ন্যায়নিষ্ঠা প্রমাণ) একত্রিত হয়, তখন জার্হকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কারণ, তা'দীলকারী ব্যক্তি তার প্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে খবর দেন, আর জার্হকারী ব্যক্তি এমন একটি গোপন বিষয় সম্পর্কে খবর দেন যা তা'দীলকারীর কাছে গোপন ছিল। তবে যদি তা'দীলকারীদের সংখ্যা অধিক হয়, তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, তা'দীলই অগ্রাধিকারযোগ্য।

(ص: 110)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَالصَّحِيحُ - وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ - أَنَّ الْجَرْحَ أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
السَّادِسَةُ: لَا يُجْزِئُ التَّعْدِيلُ عَلَى الْإِبْهَامِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ الْمُعَدَّلِ، فَإِذَا قَالَ: " حَدَّثَنِي الثِّقَةُ " أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ لَمْ يُكْتَفَ بِهِ، فِيمَا ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ وَالصَّيْرَفِيُّ الْفَقِيهُ وَغَيْرُهُمَا، خِلَافًا لِمَنِ اكْتَفَى بِذَلِكَ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ثِقَةً عِنْدَهُ، وَغَيْرُهُ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى جَرْحِهِ بِمَا هُوَ جَارِحٌ عِنْدَهُ أَوْ بِالْإِجْمَاعِ، فَيُحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُسَمِّيَهُ حَتَّى يُعْرَفَ، بَلْ إِضْرَابُهُ عَنْ تَسْمِيَتِهِ مُرِيبٌ يُوقِعُ فِي الْقُلُوبِ فِيهِ تَرَدُّدًا، فَإِنْ كَانَ الْقَائِلُ لِذَلِكَ عَالِمًا أَجْزَأَ ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ يُوَافِقُهُ فِي مَذْهَبِهِ، عَلَى مَا اخْتَارَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ.

এবং বিশুদ্ধ মত—যার উপর জমহুর (অধিকাংশ উলামা) রয়েছেন—তা হলো, জারহ (দোষারোপ) অগ্রাধিকারযোগ্য, আমরা যা উল্লেখ করেছি তার কারণে। আল্লাহই সমধিক জ্ঞাত।

ষষ্ঠ: যাকে তা'দীল (প্রশংসা/নির্ভরযোগ্য ঘোষণা) করা হচ্ছে তার নাম উল্লেখ না করে অস্পষ্টভাবে তা'দীল যথেষ্ট নয়। সুতরাং যদি কেউ শুধু এতটুকু বলে যে, "আমাকে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হাদিস বর্ণনা করেছেন" অথবা এর অনুরূপ কিছু বলে ক্ষান্ত হয়, তবে তা যথেষ্ট নয়; যেমনটি উল্লেখ করেছেন হাফিযুল-খাতীব (আল-বাগদাদী), ফকীহ আস-সায়রাফী এবং তাঁদের ব্যতীত অন্যান্যগণ, যারা এর দ্বারা যথেষ্ট মনে করেছেন তাদের বিপরীত মত পোষণ করে। এর কারণ হলো, (বর্ণনাকারী) তার (হাদিস গ্রহণকারীর) কাছে বিশ্বস্ত হতে পারে, কিন্তু অন্য কোনো ব্যক্তি তার জারহ (দোষ) সম্পর্কে অবগত হতে পারে, যা তার (অন্যের) কাছে জারহ বলে গণ্য কিংবা ইজমা'র দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং তাকে চেনার জন্য তার নাম উল্লেখ করা জরুরি। বরং তার নাম উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকা সন্দেহজনক, যা অন্তরসমূহে তার বিষয়ে দ্বিধা সৃষ্টি করে। তবে যদি উক্ত কথা বলার ব্যক্তি একজন আলিম হন, তবে তা তাদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে যারা তার মাযহাবের সাথে একমত পোষণ করেন, যেমনটি কিছু মুহাক্কিক (গবেষক) নির্বাচন করেছেন।

وَذَكَرَ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ أَنَّ الْعَالِمَ إِذَا قَالَ: " كُلُّ مَنْ رَوَيْتُ عَنْهُ فَهُوَ ثِقَةٌ وَإِنْ لَمْ أُسَمِّهِ، ثُمَّ رَوَى عَمَّنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُزَكِّيًا لَهُ، غَيْرَ أَنَّا لَا نَعْمَلُ بِتَزْكِيَتِهِ هَذِهِ " وَهَذَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

السَّابِعَةُ: إِذَا رَوَى الْعَدْلُ عَنْ رَجُلٍ وَسَمَّاهُ لَمْ تُجْعَلْ رِوَايَتُهُ عَنْهُ تَعْدِيلًا مِنْهُ لَهُ، عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: " يُجْعَلُ ذَلِكَ تَعْدِيلًا مِنْهُ لَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ التَّعْدِيلَ "، وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ فَلَمْ تَتَضَمَّنْ رِوَايَتُهُ عَنْهُ تَعْدِيلَهُ.

وَهَكَذَا نَقُولُ: إِنَّ عَمَلَ الْعَالِمِ أَوْ فُتْيَاهُ عَلَى وَفْقِ حَدِيثٍ لَيْسَ حُكْمًا مِنْهُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، وَكَذَلِكَ مُخَالَفَتُهُ لِلْحَدِيثِ لَيْسَتْ قَدْحًا مِنْهُ فِي صِحَّتِهِ وَلَا فِي رَاوِيهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّامِنَةُ: فِي رِوَايَةِ الْمَجْهُولِ، وَهُوَ فِي غَرَضِنَا هَاهُنَا أَقْسَامٌ:

(أَحَدُهَا): الْمَجْهُولُ الْعَدَالَةِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ جَمِيعًا، وَرِوَايَتُهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ عَلَى مَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ أَوَّلًا.

(الثَّانِي): الْمَجْهُولُ الَّذِي جُهِلَتْ عَدَالَتُهُ الْبَاطِنَةُ، وَهُوَ عَدْلٌ فِي

খতীব আল-হাফিয উল্লেখ করেছেন যে, কোনো আলেম যখন বলেন: "আমি যার থেকে বর্ণনা করেছি, সে নির্ভরযোগ্য, যদিও আমি তার নাম উল্লেখ না করি," তারপর যদি তিনি এমন কারো থেকে বর্ণনা করেন যার নাম তিনি উল্লেখ করেননি, তাহলে তিনি তার তাযকিয়া (নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত) করেছেন বলে গণ্য হবেন, তবে আমরা এই তাযকিয়া অনুযায়ী আমল করি না। আর এটি আমাদের পূর্বে উপস্থাপিত আলোচনার ভিত্তিতেই। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

সপ্তম মাসআলা: যখন একজন 'আদল' (নির্ভরযোগ্য) ব্যক্তি কোনো পুরুষ থেকে বর্ণনা করেন এবং তার নাম উল্লেখ করেন, তখন তার সেই বর্ণনাকে তার (বর্ণনাকারীর) পক্ষ থেকে উক্ত পুরুষের জন্য তা'দীল (নির্ভরযোগ্যতার স্বীকৃতি) হিসেবে গণ্য করা হয় না, অধিকাংশ হাদীসবিদ ও অন্যান্য উলামায়ে কেরামের মতে।

আর কিছু হাদীসবিদ এবং শাফিঈ মাযহাবের কিছু অনুসারী বলেছেন: "এটিকে তার পক্ষ থেকে তার (উক্ত পুরুষের) জন্য তা'দীল হিসেবে গণ্য করা হবে; কারণ এটি তা'দীলকে অন্তর্ভুক্ত করে।" তবে বিশুদ্ধ মত হলো প্রথমটি; কারণ (নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির জন্য) এমন কারো থেকে বর্ণনা করা জায়েয যার নির্ভরযোগ্যতা নেই, সুতরাং তার থেকে বর্ণনা করা তার তা'দীল (নির্ভরযোগ্যতার স্বীকৃতি) কে অন্তর্ভুক্ত করে না।

এবং এভাবেই আমরা বলি: কোনো আলেমের আমল বা তার ফতোয়া কোনো হাদীসের অনুকূলে হওয়া উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতার উপর তার পক্ষ থেকে কোনো রায় নয়, এবং তেমনিভাবে হাদীসের বিরোধিতা করাও তার পক্ষ থেকে হাদীসের বিশুদ্ধতা বা তার বর্ণনাকারীর প্রতি কোনো আপত্তি নয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

অষ্টম মাসআলা: মাজহুল (অজ্ঞাত) ব্যক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে, আর আমাদের আলোচনার প্রেক্ষাপটে এখানে এর কয়েকটি প্রকার রয়েছে:

(প্রথমত): যার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকে 'আদালত' (নির্ভরযোগ্যতা) অজ্ঞাত, আর তার বর্ণনা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মতে অগ্রহণযোগ্য, যেমনটি আমরা প্রথমে উল্লেখ করেছি।
(দ্বিতীয়ত): সেই মাজহুল ব্যক্তি যার আভ্যন্তরীণ 'আদালত' (নির্ভরযোগ্যতা) অজ্ঞাত, অথচ সে 'আদল' (নির্ভরযোগ্য) এর ক্ষেত্রে

الظَّاهِرِ، وَهُوَ الْمَسْتُورُ، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا: " الْمَسْتُورُ مَنْ يَكُونُ عَدْلًا فِي الظَّاهِرِ، وَلَا تُعْرَفَ عَدَالَةُ بَاطِنِهِ ". فَهَذَا الْمَجْهُولُ يَحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ بَعْضُ مَنْ رَدَّ رِوَايَةَ الْأَوَّلِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيِّينَ وَبِهِ قَطَعَ مِنْهُمُ الْإِمَامُ سُلَيْمُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ، قَالَ: " لِأَنَّ أَمْرَ الْأَخْبَارِ مَبْنِيٌّ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِالرَّاوِي؛ وَلِأَنَّ رِوَايَةَ الْأَخْبَارِ تَكُونُ عِنْدَ مَنْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْعَدَالَةِ فِي الْبَاطِنِ، فَاقْتُصِرَ فِيهَا عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ، وَتُفَارِقُ الشَّهَادَةَ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَ الْحُكَّامِ، وَلَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، فَاعْتُبِرَ فِيهَا الْعَدَالَةُ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ ".

قُلْتُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ فِي غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الرُّوَاةِ الَّذِينَ تَقَادَمَ الْعَهْدُ بِهِمْ، وَتَعَذَّرَتِ الْخِبْرَةُ الْبَاطِنَةُ بِهِمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(الثَّالِثُ): الْمَجْهُولُ الْعَيْنِ، وَقَدْ يُقْبَلُ رِوَايَةَ الْمَجْهُولِ الْعَدَالَةِ مَنْ لَا يَقْبَلُ رِوَايَةَ الْمَجْهُولِ الْعَيْنِ، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ عَدْلَانِ وَعَيَّنَاهُ فَقَدِ ارْتَفَعَتْ عَنْهُ هَذِهِ الْجَهَالَةُ. ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي أَجْوِبَةِ مَسَائِلَ سُئِلَ عَنْهَا أَنَّ الْمَجْهُولَ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ هُوَ كُلُّ مَنْ لَمْ تَعْرِفْهُ الْعُلَمَاءُ، وَمَنْ لَمْ

الظاهر, وهو المستور، فقد قال بعض أئمتنا: "المستور من يكون عدلا في الظاهر، ولا تعرف عدالة باطنه". فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول، وهو قول بعض الشافعيين وبه قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي، قال: "لأن أمر الأخبار مبنيّ على حسن الظن بالراوي؛ ولأن

رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحكام، ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن".

قلت: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم.

(الثالث): المجهول العين، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين، ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة.

ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سئل عنها أن المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم تعرفه العلماء، ومن لم

বাহ্যিকভাবে, আর সে হলো 'আল-মাসতুর' (অজ্ঞাত অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি)। আমাদের কিছু ইমাম বলেছেন: "আল-মাসতুর এমন ব্যক্তি যে বাহ্যিকভাবে ন্যায়পরায়ণ, কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ ন্যায়পরায়ণতা জানা যায় না।" অতএব, এই অজ্ঞাত ব্যক্তির বর্ণনা দ্বারা প্রথমোক্তের বর্ণনা প্রত্যাখ্যানকারী কতিপয় ব্যক্তি যুক্তি পেশ করেন। এটি কিছু শাফিঈ বিদ্বানদের অভিমত এবং তাঁদের মধ্যে ইমাম সুলাইম ইবনু আইয়ুব আর-রাযী এটি দৃঢ়ভাবে বলেছেন। তিনি বলেন: "কারণ, সংবাদসমূহের বিষয়টি বর্ণনাকারীর প্রতি সুধারণার উপর নির্ভরশীল; এবং কারণ, সংবাদসমূহের বর্ণনা এমন ব্যক্তির কাছ থেকে নেওয়া হয় যার অভ্যন্তরীণ ন্যায়পরায়ণতা জানা কঠিন, তাই এতে বাহ্যিকভাবে তা জানার উপর নির্ভর করা হয়। আর এটি সাক্ষ্য থেকে ভিন্ন, কারণ সাক্ষ্য বিচারকদের কাছে উপস্থাপন করা হয় এবং তাদের জন্য তা জানা কঠিন নয়, তাই এতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ন্যায়পরায়ণতা বিবেচনা করা হয়।"

আমি বলি: বহু প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থে এই মতানুযায়ী আমল হওয়াটা সম্ভাব্য, এমন অনেক বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে যাদের যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং তাদের সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ জ্ঞান লাভ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

(তৃতীয়): আল-মাজহুলুল আইন (যার সত্তা অজ্ঞাত)। এমনও হতে পারে যে, যিনি মাজহুলুল আইনের বর্ণনা গ্রহণ করেন না, তিনি মাজহুলুল আদালার (যার ন্যায়পরায়ণতা অজ্ঞাত) বর্ণনা গ্রহণ করেন। আর যার থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন এবং তাকে চিহ্নিত করেছেন, তার থেকে এই অজ্ঞাত অবস্থা দূরীভূত হয়।

আবু বকর আল-খাতীব আল-বাগদাদী তাঁকে জিজ্ঞাসা করা কিছু প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করেছেন যে, হাদিসবিদদের নিকট মাজহুল (অজ্ঞাত) হলো এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে উলামা (আলেমগণ) চিনতে পারেননি, এবং যিনি...

يُعْرَفُ حَدِيثُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ رَاوٍ وَاحِدٍ مِثْلَ عَمْرِو ذِي مُرٍّ، وَجَبَّارٍ الطَّائِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ ذِي حُدَّانَ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ غَيْرُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، وَمِثْلَ الْهَزْهَازِ بْنِ مَيْزَنٍ، لَا رَاوِيَ عَنْهُ غَيْرُ الشَّعْبِيِّ، وَمِثْلَ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا قَتَادَةُ.

قُلْتُ: قَدْ رَوَى عَنِ الْهَزْهَازِ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا.

قَالَ الْخَطِيبُ: " وَأَقَلُّ مَا تَرْتَفِعُ بِهِ الْجَهَالَةُ أَنْ يَرْوِيَ عَنِ الرَّجُلِ اثْنَانِ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالْعِلْمِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْعَدَالَةِ بِرِوَايَتِهِمَا عَنْهُ ". وَهَذَا مِمَّا قَدَّمْنَا بَيَانَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قُلْتُ: قَدْ خَرَّجَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ حَدِيثَ جَمَاعَةٍ لَيْسَ لَهُمْ غَيْرُ رَاوٍ وَاحِدٍ، مِنْهُمْ مِرْدَاسٌ الْأَسْلَمِيُّ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، وَكَذَلِكَ خَرَّجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ قَوْمٍ لَا رَاوِيَ لَهُمْ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَذَلِكَ مِنْهُمَا مُصَيِّرٌ إِلَى أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مَجْهُولًا

তার হাদীস পরিচিত হয় না, তবে শুধু একজন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে। যেমন আমর যি মুরর, জাব্বার আল-তাঈ, এবং সাঈদ ইবনে যি হুদদান – তাদের থেকে আবু ইসহাক আস-সাবীয়ী ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। এবং যেমন আল-হাযহায ইবনে মাইযান – তার থেকে শু'বী ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। এবং যেমন জুরয়ি ইবনে কুলাইব – তার থেকে ক্বাতাদা ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি বলি: আল-হাযহায থেকে সাওরীও বর্ণনা করেছেন।

খতীব বলেছেন: "যে সর্বনিম্ন সংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে জাহালাত দূর হয়, তা হলো যে, জ্ঞানচর্চায় প্রসিদ্ধ দুজন ব্যক্তি তার থেকে বর্ণনা করবে, তবে তাদের দুজনের তার থেকে বর্ণনা

করার কারণে তার আদালাত (নির্ভরযোগ্যতা) প্রমাণিত হয় না।" আর এ বিষয়টি আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি, আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আমি বলি: বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে এমন একদল লোকের হাদীস সংকলন করেছেন যাদের একজন ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণনাকারী ছিল না। তাদের মধ্যে মিরদাস আল-আসলামী, যার থেকে কায়স ইবনে আবি হাযিম ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। অনুরূপভাবে মুসলিমও এমন একদল লোকের হাদীস সংকলন করেছেন যাদের একজন ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণনাকারী ছিল না। তাদের মধ্যে রাবী'আ ইবনে কা'ব আল-আসলামী, যার থেকে আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। আর তাদের দুজনের এই কাজ প্রমাণ করে যে, বর্ণনাকারী মাজহুল (অজ্ঞাত) হওয়ার অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

(ص: 114)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

مَرْدُودًا بِرِوَايَةِ وَاحِدٍ عَنْهُ. وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مُتَّجِهٌ نَحْوَ اتِّجَاهِ الْخِلَافِ الْمَعْرُوفِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ فِي التَّعْدِيلِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

التَّاسِعَةُ: اخْتَلَفُوا فِي قَبُولِ رِوَايَةِ الْمُبْتَدِعِ الَّذِي لَا يُكَفَّرُ فِي بِدْعَتِهِ.

فَمِنْهُمْ مَنْ رَدَّ رِوَايَتَهُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ بِبِدْعَتِهِ، وَكَمَا اسْتَوَى فِي الْكُفْرِ الْمُتَأَوِّلُ وَغَيْرُ الْمُتَأَوِّلِ يَسْتَوِي فِي الْفِسْقِ الْمُتَأَوِّلُ وَغَيْرُ الْمُتَأَوِّلِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَ رِوَايَةَ الْمُبْتَدِعِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْكَذِبَ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِ أَوْ لِأَهْلِ مَذْهَبِهِ، سَوَاءٌ كَانَ دَاعِيَةً إِلَى بِدْعَتِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَعَزَا بَعْضُهُمْ هَذَا إِلَى الشَّافِعِيِّ، لِقَوْلِهِ: " أَقْبَلُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إِلَّا الْخَطَّابِيَّةَ مِنَ الرَّافِضَةِ؛ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ لِمُوَافِقِيهِمْ ".

وَقَالَ قَوْمٌ: " تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً، وَلَا تُقْبَلُ إِذَا كَانَ دَاعِيَةً ". وَهَذَا مَذْهَبُ الْكَثِيرِ أَوِ الْأَكْثَرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه خِلَافًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي

একজন ব্যক্তির বর্ণনা দ্বারা তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। এবং এ বিষয়ে মতভেদ সেই পরিচিত মতভেদের দিকেই ধাবিত হয় যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তাদীল (توثيق‌ীকরণ) এর ক্ষেত্রে একজনে যথেষ্ট হওয়া নিয়ে। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

নবম বিষয়: তারা এমন বিদআতী ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণ করা নিয়ে মতভেদ করেছেন যার বিদআতের কারণে তাকে কাফির বলা হয় না।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার বর্ণনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন; কারণ সে তার বিদআতের কারণে ফাসিক। আর যেমন কুফরির ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকারী (মুতায়াওয়িল) ও অব্যাখ্যাকারী (গায়র মুতায়াওয়িল) উভয়ই সমান, তেমনি ফিসকের ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যাকারী ও অব্যাখ্যাকারী উভয়ই সমান।

আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিদআতী ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণ করেছেন যদি সে এমন না হয় যে, তার মাযহাবের সমর্থনে বা তার মাযহাবের অনুসারীদের জন্য মিথ্যা বলাকে হালাল মনে করে, সে তার বিদআতের দিকে আহ্বানকারী হোক বা না হোক। আর কেউ কেউ এটিকে ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর দিকে সম্বন্ধিত করেছেন তাঁর এই উক্তির জন্য: "আমি আহলুল আহওয়া (প্রবৃত্তির অনুসারীদের) সাক্ষ্য গ্রহণ করি, তবে রাফিদা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত খাত্ত্বাবিয়াহ ব্যতীত; কারণ তারা তাদের অনুসারীদের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াকে জায়েজ মনে করে।" এবং একটি দল বলেছেন: "তার বর্ণনা গ্রহণ করা হবে যদি সে আহ্বানকারী না হয়, আর যদি সে আহ্বানকারী হয় তবে তার বর্ণনা গ্রহণ করা হবে না।" এবং এটি অনেক বা অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মাযহাব।

আর ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর কতিপয় সাথী তাঁর সাথীদের মধ্যে এ বিষয়ে মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করেছেন

(ص: 115)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

قَبُولِ رِوَايَةِ الْمُبْتَدِعِ إِذَا لَمْ يَدْعُ إِلَى بِدْعَتِهِ. وَقَالَ: أَمَّا إِذَا كَانَ دَاعِيَةً فَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي عَدَمِ قَبُولِ رِوَايَتِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ أَحَدُ الْمُصَنِّفِينَ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ: " الدَّاعِيَةُ إِلَى الْبِدَعِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ عِنْدَ أَئِمَّتِنَا قَاطِبَةً. لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ خِلَافًا ".

وَهَذَا الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ أَعْدَلُهَا وَأَوْلَاهَا، وَالْأَوَّلُ بَعِيدٌ مُبَاعِدٌ لِلشَّائِعِ عَنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّ كُتُبَهُمْ طَافِحَةٌ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْمُبْتَدِعَةِ غَيْرِ الدُّعَاةِ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ كَثِيرٌ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فِي الشَّوَاهِدِ وَالْأُصُولِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

বিদআতি ব্যক্তির রেওয়ায়েত গ্রহণ করা হবে যদি সে তার বিদআতের দিকে আহ্বান না করে। আর তিনি বললেন: কিন্তু যদি সে [বিদআতের] দাওয়াতদাতা হয়, তাহলে তার রেওয়ায়েত অগ্রাহ্য করার বিষয়ে তাদের [আলেমদের] মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।
আর আবু হাতিম ইবনে হিব্বান আল-বুসতী, যিনি হাদীসের ইমামদের মধ্য থেকে অন্যতম একজন সংকলক, বলেছেন: "বিদআতের দাওয়াতদাতা দ্বারা আমাদের সকল ইমামের মতে দলীল পেশ করা জায়েজ নয়। আমি তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ জানি না।"
আর এই তৃতীয় মাযহাবটিই সবচেয়ে ন্যায়সম্মত ও অগ্রাধিকারযোগ্য। আর প্রথমটি হাদীসের ইমামগণ থেকে প্রসিদ্ধ মতের থেকে অনেক দূরে ও বিচ্ছিন্ন। কারণ তাদের কিতাবসমূহ এমন বিদআতিদের রেওয়ায়েত দ্বারা পরিপূর্ণ, যারা [বিদআতের] দাওয়াতদাতা ছিল না।
আর সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) গ্রন্থে তাদের (অ-দাওয়াতদাতা বিদআতিদের) অনেক হাদীস বিদ্যমান, যা শাহেদ (সমর্থক প্রমাণ) ও উসূল (মূলনীতি) উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

الْعَاشِرَةُ: التَّائِبُ مِنَ الْكَذِبِ فِي حَدِيثِ النَّاسِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، إِلَّا التَّائِبَ مِنَ الْكَذِبِ مُتَعَمِّدًا فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ أَبَدًا، وَإِنْ حَسُنَتْ تَوْبَتُهُ، عَلَى مَا ذُكِرَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ.
وَأَطْلَقَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ الشَّافِعِيُّ فِيمَا وَجَدْتُ لَهُ فِي شَرْحِهِ لِرِسَالَةِ الشَّافِعِيِّ، فَقَالَ: " كُلُّ مَنْ أَسْقَطْنَا خَبَرَهُ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ بِكَذِبٍ وَجَدْنَاهُ عَلَيْهِ لَمْ نَعُدْ لِقَبُولِهِ بِتَوْبَةٍ تَظْهَرُ، وَمَنْ ضَعَّفْنَا نَقْلَهُ لَمْ نَجْعَلْهُ قَوِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ ".

وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا افْتَرَقَتْ فِيهِ الرِّوَايَةُ وَالشَّهَادَةُ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّ مَنْ كَذَبَ فِي خَبَرٍ وَاحِدٍ وَجَبَ إِسْقَاطُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِهِ، وَهَذَا يُضَاهِي مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الصَّيْرَفِيُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إِذَا رَوَى ثِقَةٌ عَنْ ثِقَةٍ حَدِيثًا وَرُوجِعَ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ

দশম: মানুষের কথায় বা ফিসকের অন্যান্য কারণে মিথ্যাচার থেকে তওবাকারী ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণ করা হবে, তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার থেকে তওবাকারীর ক্ষেত্রে নয়, কারণ তার বর্ণনা কখনো গ্রহণ করা হবে না, যদিও তার তওবা উত্তম হয়। এটি একাধিক আহলুল ইলমের (জ্ঞানীদের) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যাদের মধ্যে আহমদ ইবনে হাম্বল এবং বুখারীর শিক্ষক আবু বকর আল-হুমাইদি রয়েছেন।

ইমাম আবু বকর সায়রাফি শাফিঈ, আমি তার জন্য শাফিঈর রিসালার ব্যাখ্যায় যা পেয়েছি, তাতে তিনি সাধারণভাবে বলেছেন: "বর্ণনাকারীদের মধ্যে যার খবর আমরা তার উপর মিথ্যা পাওয়ার কারণে বাদ দিয়েছি, প্রকাশিত তওবার দ্বারা তার খবর গ্রহণ করার দিকে আমরা আর ফিরে যাই না। আর যার বর্ণনাকে আমরা দুর্বল বলেছি, তারপর তাকে আমরা শক্তিশালী করি না।"

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এটি সেসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যেখানে রেওয়ায়াত (বর্ণনা) এবং শাহাদাত (সাক্ষ্য) ভিন্ন হয়। আর ইমাম আবুল মুযাফফর সাম'আনি মারওয়াযী উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি একটি খবরে মিথ্যা বলে, তার পূর্ববর্তী সকল হাদীস বাদ দেওয়া ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য)। অর্থের দিক থেকে এটি সায়রাফি যা উল্লেখ করেছেন তার অনুরূপ। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

একাদশ: যখন একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী অন্য একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর কাছ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন এবং যার কাছ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়

فَنَفَاهُ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ جَازِمًا بِنَفْيِهِ بِأَنْ قَالَ: " مَا رَوَيْتُهُ، أَوْ كَذَبَ عَلَيَّ " أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَقَدْ تَعَارَضَ الْجَزْمَانِ، وَالْجَاحِدُ هُوَ الْأَصْلُ، فَوَجَبَ رَدُّ حَدِيثِ فَرْعُهُ ذَلِكَ، ثُمَّ لَا يَكُونُ ذَلِكَ جَرْحًا لَهُ يُوجِبُ رَدَّ بَاقِي حَدِيثِهِ؛ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِشَيْخِهِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ قَبُولُ جَرْحِ شَيْخِهِ لَهُ بِأَوْلَى مِنْ قَبُولِ جَرْحِهِ لِشَيْخِهِ، فَتَسَاقَطَا.

أَمَّا إِذَا قَالَ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ: " لَا أَعْرِفُهُ، أَوْ لَا أَذْكُرُهُ " أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ لَا يُوجِبُ رَدَّ رِوَايَةِ الرَّاوِي عَنْهُ.

وَمَنْ رَوَى حَدِيثًا ثُمَّ نَسِيَهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُسْقِطًا لِلْعَمَلِ بِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَالْمُتَكَلِّمِينَ، خِلَافًا لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ صَارُوا إِلَى إِسْقَاطِهِ بِذَلِكَ، وَبَنَوْا عَلَيْهِ رَدَّهُمْ حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. . . " الْحَدِيثَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ: " لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ".

وَكَذَا حَدِيثُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ " فَإِنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ قَالَ: " لَقِيتُ سُهَيْلًا فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَلَمْ

যদি তিনি তা অস্বীকার করেন, তবে নির্বাচিত মত হলো যে, যদি তিনি দৃঢ়ভাবে তা অস্বীকার করে বলেন: "আমি এটি বর্ণনা করিনি, অথবা আমার উপর মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে" অথবা এর সমার্থক কিছু, তবে দুটি দৃঢ় উক্তির মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। আর অস্বীকারকারীই মূল (প্রামাণিক), সুতরাং সেই হাদিসটি প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক, যার শাখা এটি। তবে এটি তার জন্য এমন ত্রুটি হবে না যা তার অবশিষ্ট হাদিস প্রত্যাখ্যান করাকে আবশ্যক করে তোলে; কারণ, এই ক্ষেত্রে সে তার শায়খকেও মিথ্যাবাদী বলছে, এবং শায়খের তাকে ত্রুটিযুক্ত ঘোষণা করা, তার শায়খকে ত্রুটিযুক্ত ঘোষণা করার চেয়ে অধিকতর অগ্রাধিকারযোগ্য নয়, সুতরাং উভয়ই বাতিল হয়ে যায়।

কিন্তু যখন যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি বলেন: "আমি এটি জানি না, অথবা আমার এটি মনে নেই" অথবা এর সমার্থক কিছু, তবে তা তার থেকে বর্ণনা করা রাবীর বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করাকে আবশ্যক করে না।

এবং যে ব্যক্তি কোনো হাদিস বর্ণনা করে তা ভুলে যায়, আহলুল হাদিস, ফুকাহায়ে কেরাম এবং মুতাকাল্লিমিনের অধিকাংশের মতে, এর কারণে সেই হাদিসের উপর আমল রহিত হয় না, তবে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর কতিপয় অনুসারী এর বিরোধিতা করে এটিকে বাতিল করার মত দিয়েছেন। এবং এর উপর ভিত্তি করে তারা সুলাইমান ইবনে মূসা বর্ণিত, যুহরী থেকে, তিনি উরওয়া থেকে, তিনি আয়েশা রা. থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিস প্রত্যাখ্যান করেছেন: "যদি কোনো নারীর তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ হয়, তবে তার বিবাহ বাতিল। . . " – পুরো হাদিসটি, এই কারণে যে, ইবনে জুরাইজ বলেছেন: "আমি যুহরীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম এবং তাকে এই হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তিনি তা জানতেন না।"

অনুরূপভাবে, রাবী'আতুর রায় বর্ণিত, সুহাইল ইবনে আবী সালিহ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসটিও, যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষী ও একটি শপথের মাধ্যমে ফয়সালা করেছিলেন। কারণ আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ আদ্-দারাবুরদী বলেছেন: "আমি সুহাইলের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম এবং তাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তিনি

يَعْرِفُهُ ".

وَالصَّحِيحُ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّ الْمَرْوِيَّ عَنْهُ بِصَدَدِ السَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ، وَالرَّاوِي عَنْهُ ثِقَةٌ جَازِمٌ، فَلَا يُرَدُّ بِالِاحْتِمَالِ رِوَايَتُهُ، وَلِهَذَا كَانَ سُهَيْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي، عَنْ أَبِي وَيَسُوقُ الْحَدِيثَ.

وَقَدْ رَوَى كَثِيرٌ مِنَ الْأَكَابِرِ أَحَادِيثَ نَسُوهَا بَعْدَ مَا حَدَّثُوا بِهَا عَمَّنْ سَمِعَهَا مِنْهُمْ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ: " حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنِّي، عَنْ فُلَانٍ، بِكَذَا وَكَذَا.

وَجَمَعَ الْحَافِظُ الْخَطِيبُ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ (أَخْبَارِ مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ).

وَلِأَجْلِ أَنَّ الْإِنْسَانَ مُعَرَّضٌ لِلنِّسْيَانِ كَرِهَ مَنْ كَرِهَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الرِّوَايَةَ عَنِ الْأَحْيَاءِ "، مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ قَالَ لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ: " إِيَّاكَ وَالرِّوَايَةَ عَنِ الْأَحْيَاءِ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: مَنْ أَخَذَ عَلَى التَّحْدِيثِ أَجْرًا مَنَعَ ذَلِكَ مِنْ قَبُولِ رِوَايَتِهِ عِنْدَ قَوْمٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، رُوِّينَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحَدِّثِ يُحَدِّثُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ: " لَا يُكْتَبُ عَنْهُ "، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

তিনি তা জানেন।"

এবং সঠিক মত সেটাই যার উপর জমহূর (অধিকাংশ) রয়েছেন; কারণ যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি ভুল ও বিস্মৃতির অবস্থানে ছিলেন, এবং তার থেকে বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য ও নিশ্চিত ছিলেন, সুতরাং, শুধুমাত্র সম্ভাবনার ভিত্তিতে তার বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। এজন্য সুহাইল পরবর্তীতে বলতেন: "রাবী'আ আমার থেকে, আমার পিতার সূত্রে আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন" এবং তিনি হাদীসটি বর্ণনা করতেন।

এবং অনেক বড় বড় ইমাম এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন যা তারা ভুলে গিয়েছিলেন তাদের থেকে যিনি সেগুলো তাদের কাছ থেকে শুনেছেন, সুতরাং তাদের কেউ কেউ বলতেন: "অমুক ব্যক্তি আমার থেকে, অমুক ব্যক্তি থেকে আমাকে অমুক অমুক হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।" এবং হাফেয খতীব (আল-বাগদাদী) এই বিষয়টি তাঁর 'আখবার মান হাদ্দাসা ওয়া নাসিয়া' (যারা হাদীস বর্ণনা করে ভুলে গেছেন তাদের সংবাদ) নামক গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

এবং এই কারণে যে মানুষ বিস্মৃতির শিকার হতে পারে, কিছু সংখ্যক উলামা জীবিতদের থেকে বর্ণনা করাকে অপছন্দ করেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম শাফিঈ (রহ.) ইবনে আব্দুল হাকামের প্রতি বলেন: "সাবধান! জীবিতদের থেকে বর্ণনা করবে না!" আর আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

দ্বাদশ (বিষয়): যারা হাদীস বর্ণনা করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, হাদীসের কিছু ইমামের নিকট তা তার বর্ণনা কবুল হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। আমরা ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেছি যে, তাকে এমন মুহাদ্দিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তিনি বললেন: "তার থেকে (হাদীস) লেখা হবে না।" এবং আহমদ ইবনে হাম্বল ও আবু হাতেম আর-রাযী থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

وَتَرَخَّصَ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيُّ وَآخَرُونَ فِي أَخْذِ الْعِوَضِ (عَلَى التَّحْدِيثِ)، وَذَلِكَ شَبِيهٌ بِأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَنَحْوِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي هَذَا مِنْ حَيْثُ الْعُرْفُ خَرْمًا لِلْمُرُوءَةِ، وَالظَّنُّ يُسَاءُ بِفَاعِلِهِ إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ ذَلِكَ بِعُذْرٍ يَنْفِي ذَلِكَ عَنْهُ، كَمِثْلِ مَا حَدَّثَنِيهِ الشَّيْخُ أَبُو الْمُظَفَّرِ، عَنْ أَبِيهِ الْحَافِظِ أَبِي سَعْدٍ السَّمْعَانِيِّ أَنَّ أَبَا الْفَضْلِ مُحَمَّدَ بْنَ نَاصِرٍ السَّلَامِيَّ ذَكَرَ أَنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ بْنَ النَّقُورِ فَعَلَ ذَلِكَ، لِأَنَّ الشَّيْخَ أَبَا إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيَّ أَفْتَاهُ بِجَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّحْدِيثِ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ كَانُوا يَمْنَعُونَهُ عَنِ الْكَسْبِ لِعِيَالِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ مَنْ عُرِفَ بِالتَّسَاهُلِ فِي سَمَاعِ الْحَدِيثِ أَوْ إِسْمَاعِهِ، كَمَنْ لَا يُبَالِي بِالنَّوْمِ فِي مَجْلِسِ السَّمَاعِ، وَكَمَنْ يُحَدِّثُ لَا مِنْ أَصْلٍ مُقَابَلٍ صَحِيحٍ، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَنْ عُرِفَ بِقَبُولِ التَّلْقِينِ فِي الْحَدِيثِ.

وَلَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ مَنْ كَثُرَتِ الشَّوَاذُّ وَالْمَنَاكِيرُ فِي حَدِيثِهِ. جَاءَ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَجِيئُكَ الْحَدِيثُ الشَّاذُّ إِلَّا مِنَ الرَّجُلِ الشَّاذِّ ".

وَلَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ مَنْ عُرِفَ بِكَثْرَةِ السَّهْوِ فِي رِوَايَاتِهِ إِذَا لَمْ يُحَدِّثْ مِنْ أَصْلٍ صَحِيحٍ.

وَكُلُّ هَذَا يَخْرِمُ الثِّقَةَ بِالرَّاوِي وَبِضَبْطِهِ.

আবু নুআইম আল-ফাদল ইবনে দুকাইন, আলি ইবনে আব্দুল আযীয আল-মাক্কী এবং অন্যান্যরা (হাদীস বর্ণনা করার বিনিময়ে) বিনিময় গ্রহণকে জায়েয মনে করতেন। এবং এটা কুরআন শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদির বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের মতোই। তবে এতে, প্রথাগত দৃষ্টিকোণ থেকে, মুরুআতের (ব্যক্তিত্বের মর্যাদা) হানি হয়। এবং এর কার্যকর্তার প্রতি খারাপ ধারণা জন্মে, যদি না এর সাথে এমন কোনো ওজর (অজুহাত) যুক্ত থাকে যা তার থেকে সেই ধারণা দূর করে দেয়। যেমন শায়খ আবুল মুজাফফর আমাকে তাঁর পিতা হাফিয আবু সা'দ আস-সাম'আনী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবুল ফাদল মুহাম্মাদ ইবনে নাসির আস-সাল্লামী উল্লেখ করেছেন যে, আবুল হুসাইন ইবনে আন-নাক্কুর এমনটি করেছিলেন। কারণ শায়খ আবু ইসহাক আশ-শিরাযী তাকে হাদীস বর্ণনা করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয বলে

ফতওয়া দিয়েছিলেন। কারণ আহলে হাদীসগণ তাকে তার পরিবার-পরিজনের জন্য উপার্জন করা থেকে বিরত রাখতেন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ত্রয়োদশ: যার হাদীস শ্রবণ বা শ্রবণে শিথিলতা (অমনোযোগিতা) পরিচিত, তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন যে শ্রবণ মজলিসে ঘুমিয়ে পড়ায় পরোয়া করে না। এবং যেমন যে সঠিক মিলিয়ে দেখা মূল (গ্রন্থ) থেকে বর্ণনা করে না। আর এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হলো সে ব্যক্তি, যে হাদীসে তালকীন (পুনরুক্তি/ইশারা) গ্রহণে পরিচিত।

এবং যার হাদীসে শায (বিরল) ও মুনকার (অস্বীকৃত) বর্ণনা অধিক, তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। শু'বাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: "তোমার কাছে শায (বিরল) হাদীস সেই শায (বিরল) ব্যক্তি ব্যতীত আসে না।"

এবং যার বর্ণনায় অধিক ভুলভ্রান্তি পরিচিত, যদি সে কোনো সঠিক মূল (গ্রন্থ) থেকে বর্ণনা না করে, তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

আর এই সবকিছু বর্ণনাকারী ও তার প্রামাণিকতার প্রতি বিশ্বাসে ঘাটতি সৃষ্টি করে।

وَوَرَدَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالْحُمَيْدِيِّ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ مَنْ غَلِطَ فِي حَدِيثٍ وَبُيِّنَ لَهُ غَلَطُهُ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ وَأَصَرَّ عَلَى رِوَايَةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ سَقَطَتْ رِوَايَتُهُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَنْهُ. وَفِي هَذَا نَظَرٌ، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ إِذَا ظَهَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى جِهَةِ الْعِنَادِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَعْرَضَ النَّاسُ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنِ اعْتِبَارِ مَجْمُوعِ مَا بَيَّنَّا مِنَ الشُّرُوطِ فِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَمَشَايِخِهِ، فَلَمْ يَتَقَيَّدُوا بِهَا فِي رِوَايَاتِهِمْ، لِتَعَذُّرِ الْوَفَاءِ بِذَلِكَ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ، وَكَانَ عَلَيْهِ مَنْ تَقَدَّمَ.

وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا فِي أَوَّلِ كِتَابِنَا هَذَا مِنْ كَوْنِ الْمَقْصُودِ آلَ آخِرًا إِلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى خِصِّيصَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي الْأَسَانِيدِ، وَالْمُحَاذَرَةِ مِنَ انْقِطَاعِ سِلْسِلَتِهَا، فَلْيُعْتَبَرْ مِنَ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ مَا يَلِيقُ بِهَذَا الْغَرَضِ عَلَى تَجَرُّدِهِ، وَلْيُكْتَفَ فِي أَهْلِيَّةِ الشَّيْخِ بِكَوْنِهِ

مُسْلِمًا، بَالِغًا، عَاقِلًا، غَيْرَ مُتَظَاهِرٍ بِالْفِسْقِ وَالسُّخْفِ، وَفِي ضَبْطِهِ بِوُجُودِ سَمَاعِهِ مُثْبَتًا بِخَطِّ غَيْرِ مُتَّهَمٍ، وَبِرِوَايَتِهِ مِنْ أَصْلٍ مُوَافِقٍ لِأَصْلِ شَيْخِهِ.

ইবনুল মুবারক, আহমদ ইবন হাম্বাল, আল-হুমাইদী এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কোনো হাদীসে ভুল করে এবং তার ভুল স্পষ্ট করে দেওয়া সত্ত্বেও সে তা থেকে ফিরে না আসে এবং সেই হাদীস বর্ণনা করার উপর জিদ ধরে থাকে, তার বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য হয় এবং তার থেকে কিছু লেখা হয় না। এতে বিবেচনা করার সুযোগ আছে, এবং এটি অযৌক্তিক নয় যদি প্রতীয়মান হয় যে, এটি তার পক্ষ থেকে বিদ্বেষ বা অনুরূপ কোনো কারণে করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

চতুর্দশতম: এই পরবর্তী যুগে মানুষ হাদীসের বর্ণনাকারী ও তার শিক্ষকদের ক্ষেত্রে আমরা যে শর্তাবলি উল্লেখ করেছি, সেগুলোর সামগ্রিক বিবেচনা থেকে বিমুখ হয়েছে। তাই তারা তাদের বর্ণনায় সেগুলোর দ্বারা আবদ্ধ থাকেনি, কারণ পূর্ববর্তী সময়ের মতো সেগুলো পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে, যা পূর্ববর্তীরা মেনে চলতেন।

আর এর কারণ হলো, এই কিতাবের শুরুতে আমরা যা উল্লেখ করেছি তা হলো, শেষ পর্যন্ত এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই উম্মাহর সনদ পরম্পরার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা এবং এর শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে সতর্ক থাকা। অতএব, উল্লিখিত শর্তাবলির মধ্যে যা এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত, কেবল সেটাই বিবেচনা করা উচিত। আর শিক্ষকের যোগ্যতার ক্ষেত্রে শুধু এতটুকু যথেষ্ট যে, তিনি মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, এবং প্রকাশ্যে ফাসিকি ও মূর্খতা প্রকাশকারী নন। আর তার (বর্ণনার) দৃঢ়তার ক্ষেত্রে, তার শ্রুত বিষয় প্রমাণিত থাকা সন্দেহাতীত হস্তাক্ষরে, এবং তার বর্ণনা তার শিক্ষকের মূল কিতাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল কিতাব থেকে হওয়া যথেষ্ট।

وَقَدْ سَبَقَ إِلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَاهُ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ رحمه الله، فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيمَا رُوِّينَا عَنْهُ تَوَسُّعَ مَنْ تَوَسَّعَ فِي السَّمَاعِ مِنْ بَعْضِ مُحَدِّثِي زَمَانِهِ الَّذِينَ لَا يَحْفَظُونَ حَدِيثَهُمْ وَلَا يُحْسِنُونَ قِرَاءَتَهُ مَنْ كُتُبِهِمْ، وَلَا يَعْرِفُونَ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الْقِرَاءَةُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِمْ.

وَوَجْهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي قَدْ صَحَّتْ، أَوْ وَقَفَتْ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالسُّقْمِ قَدْ دُوِّنَتْ وَكُتِبَتْ فِي الْجَوَامِعِ الَّتِي جَمَعَهَا أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ شَيْءٌ مِنْهَا عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَذْهَبَ عَلَى بَعْضِهِمْ، لِضَمَانِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ حِفْظَهَا.

قَالَ: " فَمَنْ جَاءَ الْيَوْمَ بِحَدِيثٍ لَا يُوجَدُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِحَدِيثٍ مَعْرُوفٍ عِنْدَهُمْ فَالَّذِي يَرْوِيهِ لَا يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ، وَالْحُجَّةُ قَائِمَةٌ بِحَدِيثِهِ بِرِوَايَةِ غَيْرِهِ، وَالْقَصْدُ مِنْ رِوَايَتِهِ وَالسَّمَاعِ مِنْهُ أَنْ يَصِيرَ الْحَدِيثُ مُسَلْسَلًا " بِحَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا "، وَتَبْقَى هَذِهِ الْكَرَامَةُ الَّتِي خُصَّتْ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ شَرَفًا لِنَبِيِّنَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: فِي بَيَانِ الْأَلْفَاظِ الْمُسْتَعْمَلَةِ بَيْنَ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَقَدْ رَتَّبَهَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ

আমরা যা উল্লেখ করেছি, প্রায় সেই একই ধরনের কথা এর পূর্বে হাফিজ ও ফকীহ আবু বকর আল-বায়হাকী (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন) বলেছেন। কেননা আমরা তাঁর থেকে যা বর্ণনা করেছি, তাতে তিনি তাঁর যুগের কিছু মুহাদ্দিসের থেকে হাদিস শ্রবণে যারা শিথিলতা অবলম্বন করতেন, তাদের শিথিলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এই মুহাদ্দিসগণ নিজেদের হাদিস মুখস্থ রাখতেন না, নিজেদের কিতাব থেকে তা সঠিকভাবে পাঠ করতে পারতেন না এবং তাদের শ্রুত মূল কিতাব থেকে তাদের উপর যা পঠিত হতো, সে বিষয়েও তারা অবগত ছিলেন না।

এর কারণ হলো, যে সকল হাদিস সহীহ প্রমাণিত হয়েছে অথবা সহীহ ও দুর্বলতার মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে, সেগুলোকে হাদিসের ইমামগণ কর্তৃক সংগৃহীত জাওয়ামি' (সংকলন)-সমূহে লিপিবদ্ধ ও গ্রন্থিত করা হয়েছে। আর সেগুলোর কোন অংশই তাদের সকলের নিকট থেকে হারিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, যদিও তাদের কারো কারো নিকট থেকে তা হারিয়ে যাওয়া সম্ভব; কারণ শরীয়তের প্রবর্তক (সা.) সেগুলোর সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

তিনি বলেন: "সুতরাং যে ব্যক্তি আজ এমন কোনো হাদিস নিয়ে আসবে যা তাদের (মুহাদ্দিসগণের) সকলের নিকট বিদ্যমান নেই, তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি তাদের নিকট পরিচিত কোনো হাদিস নিয়ে আসবে, তাহলে তার বর্ণনাকারী একাকী এর বর্ণনার ক্ষেত্রে একক হবে না; বরং তার হাদিস দ্বারা প্রমাণ অন্যের বর্ণনার মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠিত।

তার থেকে বর্ণনা এবং শোনার উদ্দেশ্য হলো, হাদিসটি 'হাদ্দাসানা' (আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন) এবং 'আখবারানা' (আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন) এর মাধ্যমে মুসালসাল (ধারাবাহিক) হয়ে থাকা। আর এই সম্মান, যা এই উম্মাহকে বিশেষভাবে দান করা হয়েছে, তা আমাদের মনোনীত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য এক মর্যাদা হিসেবে বাকি থাকবে।" আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

পনেরোতম: এই শাস্ত্রের পণ্ডিতদের মাঝে জারহ (সমালোচনা) ও তা'দীল (প্রশংসা)-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলির ব্যাখ্যায়। আর আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনু আবি হাতিম এগুলোকে বিন্যস্ত করেছেন।

(ص: 122)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الرَّازِيُّ فِي كِتَابِهِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فَأَجَادَ وَأَحْسَنَ، وَنَحْنُ نُرَتِّبُهَا كَذَلِكَ، وَنُورِدُ مَا ذَكَرَهُ، وَنُضِيفُ إِلَيْهِ مَا بَلَغَنَا فِي ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

أَمَّا أَلْفَاظُ التَّعْدِيلِ فَعَلَى مَرَاتِبَ:

(الْأُولَى): قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: " إِذَا قِيلَ لِلْوَاحِدِ إِنَّهُ " ثِقَةٌ أَوْ مُتْقِنٌ " فَهُوَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ".

قُلْتُ: وَكَذَا إِذَا قِيلَ " ثَبْتٌ أَوْ حُجَّةٌ "، وَكَذَا إِذَا قِيلَ فِي الْعَدْلِ إِنَّهُ " حَافِظٌ أَوْ ضَابِطٌ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(الثَّانِيَةُ): قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: " إِذَا قِيلَ إِنَّهُ صَدُوقٌ أَوْ مَحَلُّهُ

আর-রাযী তাঁর 'আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল' বিষয়ক কিতাবে সবিস্তারে ও সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। আর আমরাও সেভাবেই সেগুলো বিন্যস্ত করব এবং তিনি যা উল্লেখ করেছেন, তা বর্ণনা করব। আর আল্লাহ তা'আলা চাইলে এর সাথে অন্যদের থেকে এ বিষয়ে যা আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তাও যোগ করব।

তবে, তা'দীল-এর (নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের) শব্দাবলী কয়েকটি স্তরে বিভক্ত:

(প্রথম স্তর): ইবনু আবী হাতিম বলেছেন: "যখন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় যে, সে 'সিকাহ' (নির্ভরযোগ্য) অথবা 'মুতক্বিন' (সুনিপুণ), তখন তার হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায়।"
আমি বলি: অনুরূপভাবে যখন 'সাবত' (দৃঢ় ও স্থির) অথবা 'হুজ্জাহ' (প্রমাণ) বলা হয়।
অনুরূপভাবে যখন আদল (ন্যায়পরায়ণ) ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় যে, সে 'হাফিজ' (স্মরণশক্তি সম্পন্ন) অথবা 'দাবিত' (সংরক্ষক)। আর আল্লাহই ভালো জানেন।
(দ্বিতীয় স্তর): ইবনু আবী হাতিম বলেছেন: "যখন বলা হয় যে, সে 'সাদুক' (সত্যবাদী) অথবা তার অবস্থান

الصِّدْقُ، أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ " فَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ، وَهِيَ الْمَنْزِلَةُ الثَّانِيَةُ.
قُلْتُ: هَذَا كَمَا قَالَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ لَا تُشْعِرُ بِشَرِيطَةِ الضَّبْطِ، فَيُنْظَرُ فِي حَدِيثِهِ وَيُخْتَبَرُ حَتَّى يُعْرَفَ ضَبْطُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ طَرِيقِهِ فِي أَوَّلِ هَذَا النَّوْعِ.
وَإِنْ لَمْ نَسْتَوْفِ النَّظَرَ الْمُعَرِّفَ لِكَوْنِ ذَلِكَ الْمُحَدِّثِ فِي نَفْسِهِ ضَابِطًا مُطْلَقًا، وَاحْتَجْنَا إِلَى حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِ اعْتَبَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ، وَنَظَرْنَا هَلْ لَهُ أَصْلٌ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ؟ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُ طَرِيقِ الِاعْتِبَارِ فِي النَّوْعِ الْخَامِسَ عَشَرَ.
وَمَشْهُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْقُدْوَةِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَنَّهُ حَدَّثَ، فَقَالَ: " حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ "، فَقِيلَ لَهُ: " أَكَانَ ثِقَةً؟ " فَقَالَ: " كَانَ صَدُوقًا، وَكَانَ مَأْمُونًا، وَكَانَ خَيِّرًا - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ خِيَارًا - الثِّقَةُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ ".
ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي

الصِّدْقُ، أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ " فَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ، وَهِيَ الْمَنْزِلَةُ الثَّانِيَةُ.
قُلْتُ: هَذَا كَمَا قَالَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ لَا تُشْعِرُ بِشَرِيطَةِ الضَّبْطِ، فَيُنْظَرُ فِي حَدِيثِهِ وَيُخْتَبَرُ حَتَّى يُعْرَفَ ضَبْطُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ طَرِيقِهِ فِي أَوَّلِ هَذَا النَّوْعِ.
وَإِنْ لَمْ نَسْتَوْفِ النَّظَرَ الْمُعَرِّفَ لِكَوْنِ ذَلِكَ الْمُحَدِّثِ فِي نَفْسِهِ ضَابِطًا مُطْلَقًا، وَاحْتَجْنَا إِلَى حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِ اعْتَبَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ، وَنَظَرْنَا هَلْ لَهُ أَصْلٌ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ؟ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُ طَرِيقِ الِاعْتِبَارِ فِي النَّوْعِ الْخَامِسَ عَشَرَ.

وَمَشْهُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيّ الْقُدْوَةِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَنَّهُ حَدَّثَ، فَقَالَ: " حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ "، فَقِيلَ لَهُ: " أَكَانَ ثِقَةً؟ " فَقَالَ: " كَانَ صَدُوقًا، وَكَانَ مَأْمُونًا، وَكَانَ خَيِّرًا - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ خِيَارًا - الثِّقَةُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ ".

ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي [যার সম্পর্কে বলা হয়] "সাদূক" (সত্যবাদী) অথবা "লা বা'সা বিহি" (তাতে কোনো অসুবিধা নেই), তাহলে তার হাদিস লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তা যাচাই-বাছাই করা হবে, আর এটি দ্বিতীয় স্তর।

আমি বলি: এটি তেমনই, যেমন তিনি (আলেম) বলেছেন; কারণ এই শব্দগুলো 'দাবত' (সঠিকভাবে সংরক্ষণ) এর শর্ত নির্দেশ করে না, তাই তার হাদিস যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা করা হবে যতক্ষণ না তার 'দাবত' সম্পর্কে জানা যায়, আর এই প্রকারের শুরুতে এর পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

যদি আমরা সেই মুহাদ্দিস স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে 'দাবিত' (সঠিক সংরক্ষণকারী) কিনা তা নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট গবেষণা না করে থাকি, এবং তার কোনো একটি হাদিসের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা সেই হাদিসটিকে 'ই'তিবার' (পর্যালোচনা) করব, এবং দেখব যে, অন্যদের বর্ণনায় এর কোনো মূল ভিত্তি আছে কি না? যেমনটি পঞ্চদশ প্রকারে 'ই'তিবার' এর পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এই বিষয়ে আদর্শ (ওলামা) আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি হাদিস বর্ণনা করে বললেন: "আমাদেরকে আবু খালদা হাদিস শুনিয়েছেন।" তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: "তিনি কি 'সিকাহ' (নির্ভরযোগ্য) ছিলেন?" তিনি বললেন: "তিনি 'সাদূক' (সত্যবাদী) ছিলেন, 'মামুন' (বিশ্বস্ত) ছিলেন, এবং 'খাইয়ির' (কল্যাণকামী) ছিলেন - অন্য বর্ণনায় আছে: 'খিয়ার' (উত্তম মানুষ) ছিলেন। 'সিকাহ' (নির্ভরযোগ্য) তো শু'বা এবং সুফিয়ান।"

অতঃপর, এটি ইবনে আবি [হাতিম] থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার বিরোধী।

خَيْثَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: إِنَّكَ تَقُولُ: فُلَانٌ " لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ "، وَفُلَانٌ " ضَعِيفٌ "؟ قَالَ: إِذَا قُلْتُ لَكَ: " لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ " فَهُوَ ثِقَةٌ، وَإِذَا قُلْتُ لَكَ: " هُوَ ضَعِيفٌ " فَلَيْسَ هُوَ بِثِقَةٍ، لَا تَكْتُبْ حَدِيثَهُ.

قُلْتُ: لَيْسَ فِي هَذَا حِكَايَةُ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى نَفْسِهِ خَاصَّةً، بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(الثَّالِثَةُ): قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: " إِذَا قِيلَ: " شَيْخٌ " فَهُوَ بِالْمَنْزِلَةِ الثَّالِثَةِ، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ، إِلَّا أَنَّهُ دُونَ الثَّانِيَةِ ".

(الرَّابِعَةُ): قَالَ: إِذَا قِيلَ " صَالِحُ الْحَدِيثِ " فَإِنَّهُ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ

খায়ছামা বলেন: আমি ইয়াহইয়া ইবনু মাঈনকে বললাম: আপনি বলেন: অমুক "ليس به بأس" (তার সম্পর্কে কোনো সমস্যা নেই), আর অমুক "ضعيف" (দুর্বল)? তিনি বললেন: যখন আমি আপনাকে বলি: "ليس به بأس", তখন তিনি ছিকাহ (বিশ্বস্ত)। আর যখন আমি আপনাকে বলি: "هو ضعيف" (তিনি দুর্বল), তখন তিনি ছিকাহ নন; তার হাদীছ লিখবেন না।

আমি (গ্রন্থকার) বলি: এতে অন্যান্য আহলুল হাদীছের থেকে এর বর্ণনা নেই, কারণ তিনি (ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন) এটিকে বিশেষভাবে নিজের প্রতিই সম্পর্কিত করেছেন, ইবনু আবী হাতেম যা উল্লেখ করেছেন তার বিপরীত, আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

(তৃতীয়): ইবনু আবী হাতেম বলেন: "যখন বলা হয়: "شَيْخٌ" (শায়খ), তখন তিনি তৃতীয় স্তরের। তার হাদীছ লেখা হবে এবং তাতে দৃষ্টিপাত করা হবে, তবে তিনি দ্বিতীয় স্তরের নিচে।"

(চতুর্থ): তিনি (ইবনু আবী হাতেম) বলেন: যখন বলা হয় "صالح الحديث" (হাদীছের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য), তখন তার হাদীছ লেখা হবে।

لِلِاعْتِبَارِ.

قُلْتُ: وَجَاءَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ رُبَّمَا جَرَى ذِكْرُ حَدِيثِ الرَّجُلِ فِيهِ ضَعْفٌ، وَهُوَ رَجُلٌ صَدُوقٌ، فَيَقُولُ: رَجُلٌ صَالِحُ الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا أَلْفَاظُهُمْ فِي الْجَرْحِ فَهِيَ أَيْضًا عَلَى مَرَاتِبَ:

(أُولَاهَا): قَوْلُهُمْ: " لَيِّنُ الْحَدِيثِ ". قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: إِذَا أَجَابُوا فِي الرَّجُلِ " بِلَيِّنِ الْحَدِيثِ "، فَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَيُنْظَرُ فِيهِ اعْتِبَارًا.

قُلْتُ: وَسَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ السَّهْمِيُّ أَبَا الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيَّ الْإِمَامَ، فَقَالَ لَهُ: إِذَا قُلْتَ: " فُلَانٌ لَيِّنٌ " أَيُشِ تُرِيدُ بِهِ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ سَاقِطًا مَتْرُوكَ الْحَدِيثِ، وَلَكِنْ مَجْرُوحًا بِشَيْءٍ لَا يُسْقِطُ عَنِ الْعَدَالَةِ.

(الثَّانِيَةُ): قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: إِذَا قَالُوا: " لَيْسَ بِقَوِيٍّ " فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَوَّلِ فِي كُتُبِ حَدِيثِهِ، إِلَّا أَنَّهُ دُونَهُ.

(الثَّالِثَةُ): قَالَ: إِذَا قَالُوا: " ضَعِيفُ الْحَدِيثِ " فَهُوَ دُونَ الثَّانِي، لَا يُطْرَحُ حَدِيثُهُ، بَلْ يُعْتَبَرُ بِهِ.

বিবেচনার জন্য।

আমি বলি: আবু জা'ফর আহমদ ইবনু সিনান থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন: আবদুর রহমান ইবনু মাহদী মাঝে মাঝে এমন ব্যক্তির হাদীসের আলোচনা করতেন যার হাদীসে দুর্বলতা ছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন সত্যবাদী ব্যক্তি। তখন তিনি (আবদুর রহমান) বলতেন: 'হাদীসের দিক থেকে একজন সালিহ ব্যক্তি' (অর্থাৎ তার হাদীস গ্রহণযোগ্য), আল্লাহই ভালো জানেন।

আর জারহ (পর্যালোচনা বা সমালোচনার) ক্ষেত্রে তাদের পরিভাষাগুলোও বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট:

(প্রথম স্তর): তাদের উক্তি: "লায়্যিনুল হাদীস" (হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল/নরম)। ইবনু আবী হাতিম বলেছেন: যখন তারা কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে "লায়্যিনুল হাদীস" বলে উত্তর দিতেন, তখন সে এমন একজন যার হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পর্যালোচনার জন্য বিবেচনা করা হয়।

আমি বলি: হামযাহ ইবনু ইউসুফ আস-সাহমী ইমাম আবুল হাসান আদ-দারা কুতনীকে জিজ্ঞাসা করলেন, অতঃপর তাকে বললেন: যখন আপনি বলেন, "অমুক ব্যক্তি লায়্যিন", তখন আপনি এর দ্বারা কী বোঝাতে চান? তিনি (দারা কুতনী) বললেন: সে এমন নয় যে, তার হাদীস সম্পূর্ণ বাতিল বা পরিত্যাজ্য, বরং এমন কিছু কারণে সমালোচিত যা তার 'আদালাত' (বিশ্বাসযোগ্যতা) থেকে তাকে পতন ঘটায় না।

(দ্বিতীয় স্তর): ইবনু আবী হাতিম বলেছেন: যখন তারা বলেন: "লাইসা বিকাবিয়্যিন" (তিনি শক্তিশালী নন), তখন তার হাদীস লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সে প্রথমটির (পূর্বোক্ত লায়্যিন ব্যক্তির) সমতুল্য, তবে তার চেয়ে নিম্নস্তরের।

(তৃতীয় স্তর): তিনি বলেছেন: যখন তারা বলেন: "দা'ঈফুল হাদীস" (হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল), তখন সে দ্বিতীয়টির চেয়ে নিম্নস্তরের। তার হাদীস ফেলে দেওয়া হয় না, বরং এর দ্বারা ই'তিবার (পর্যালোচনা/প্রমাণ) করা হয়।

(الرَّابِعَةُ): قَالَ: إِذَا قَالُوا " مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ "، أَوْ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ، أَوْ كَذَّابٌ " فَهُوَ سَاقِطُ الْحَدِيثِ، لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَهِيَ الْمَنْزِلَةُ الرَّابِعَةُ.

قَالَ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ: أَرْفَعُ الْعِبَارَاتِ فِي أَحْوَالِ الرُّوَاةِ أَنْ يُقَالَ: " حُجَّةٌ أَوْ ثِقَةٌ "، وَأَدْوَنُهَا أَنْ يُقَالَ: " كَذَّابٌ، سَاقِطٌ ".

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ الصَّاعِدِيُّ الْفَرَاوِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِنَيْسَابُورَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ

(চতুর্থ): তিনি বললেন: যখন তারা "মাতরুকুল হাদিস" (যার হাদিস পরিত্যাজ্য), অথবা "যাহিবুল হাদিস" (যার হাদিস অগ্রহণযোগ্য), অথবা "কাযযাব" (মিথ্যাবাদী) বলে, তখন সে "সাকিতুল হাদিস" (যার হাদিস বাতিল)। তার হাদিস লেখা হবে না, আর এটি চতুর্থ স্তর।

খতিব আবু বকর বললেন: বর্ণনাকারীদের অবস্থা বর্ণনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের অভিব্যক্তি হলো "হুজ্জাত" (প্রমাণ) অথবা "সিকাহ" (নির্ভরযোগ্য) বলা; আর সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হলো "কাযযাব" (মিথ্যাবাদী), "সাকিত" (বাতিল/অগ্রাহ্য) বলা।

আমাদের কাছে নাইসাবুরে তাঁর কাছে পঠিত হওয়ার মাধ্যমে আবু বকর ইবন আবদুল মুনইম আস-সা'ইদি আল-ফারাবি বর্ণনা করেছেন। আমাদের কাছে মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-ফারিসি বর্ণনা করেছেন। আমাদের কাছে আবু বকর আহমাদ ইবন আল-হুসাইন

الْبَيْهَقِيُّ الْحَافِظُ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ قَالَ: لَا يُتْرَكُ حَدِيثُ رَجُلٍ حَتَّى يَجْتَمِعَ الْجَمِيعُ عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ. قَدْ يُقَالُ: " فُلَانٌ ضَعِيفٌ "، فَأَمَّا أَنْ يُقَالَ: " فُلَانٌ مَتْرُوكٌ " فَلَا، إِلَّا أَنْ يُجْمِعَ الْجَمِيعُ عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ.

وَمِمَّا لَمْ يَشْرَحْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُمْ: " فُلَانٌ قَدْ رَوَى النَّاسُ عَنْهُ، فُلَانٌ وَسَطٌ، فُلَانٌ مُقَارَبُ الْحَدِيثِ، فُلَانٌ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ، فُلَانٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، فُلَانٌ مَجْهُولٌ، فُلَانٌ لَا شَيْءَ، فُلَانٌ لَيْسَ بِذَاكَ " وَرُبَّمَا قِيلَ " لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ "، " فُلَانٌ فِيهِ أَوْ فِي حَدِيثِهِ ضَعْفٌ "، وَهُوَ فِي الْجَرْحِ أَقَلُّ مِنْ قَوْلِهِمْ: " فُلَانٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ "، " فُلَانٌ مَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا "، وَهُوَ فِي التَّعْبِيرِ دُونَ قَوْلِهِمْ: " لَا بَأْسَ بِهِ " وَمَا مِنْ لَفْظَةٍ مِنْهَا وَمِنْ أَشْبَاهِهَا إِلَّا وَلَهَا نَظِيرٌ شَرَحْنَاهُ، أَوْ أَصْلٌ أَصَّلْنَاهُ، يَتَنَبَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَيْهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

বায়হাকী আল-হাফিয বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আল-হুসাইন ইবনে আল-ফাদল বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইয়াকুব) বললেন: আমি আহমদ ইবনে সালিহকে বলতে শুনেছি, তিনি বললেন: কোনো ব্যক্তির হাদিস ততক্ষণ পর্যন্ত বর্জন করা হবে না, যতক্ষণ না সবাই তার হাদিস বর্জন করার বিষয়ে একমত হয়। হয়তো বলা যেতে পারে: "অমুক দুর্বল", কিন্তু "অমুক মাতরুক (পরিত্যক্ত)" বলা হবে না, যদি না সবাই তার হাদিস বর্জনের বিষয়ে একমত হয়।

এবং এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত এমন কতিপয় শব্দাবলি যার ব্যাখ্যা ইবনে আবি হাতিম ও অন্যান্যরা করেননি, তাদের উক্তিগুলো হলো: "অমুক থেকে লোকেরা বর্ণনা করেছে", "অমুক মধ্যম পর্যায়ের", "অমুকের হাদিস কাছাকাছি মানের", "অমুকের হাদিস মুদতারিব (অসংলগ্ন/বিশৃঙ্খলাপূর্ণ)", "অমুক দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে না", "অমুক অজ্ঞাত", "অমুক কিছুই না", "অমুক তেমনটা নয়"। এবং কখনো বলা হয় "সে তেমন শক্তিশালী নয়", "অমুকের মধ্যে বা তার হাদিসে দুর্বলতা রয়েছে" – আর এটি জারহ (দুর্বল প্রমাণ) এর ক্ষেত্রে তাদের উক্তি "অমুক যঈফুল হাদিস (দুর্বল হাদিসের বর্ণনাকারী)" এর চেয়ে কম তীব্র। "অমুকের মধ্যে আমি কোনো অসুবিধা জানি না" – আর এটি অভিব্যক্তিতে তাদের উক্তি "লা বা'সা বিহ

(কোনো অসুবিধা নেই)" এর চেয়ে নিম্নমানের। এর মধ্য থেকে এবং এর অনুরূপ কোনো শব্দ নেই যার ব্যাখ্যা আমরা দেইনি, অথবা যার জন্য আমরা কোনো মূলনীতি স্থাপন করিনি; ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা এর মাধ্যমে এগুলোর প্রতি সতর্ক হওয়া যাবে। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَتَحَمُّلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِهِ

اعْلَمْ أَنَّ طُرُقَ نَقْلِ الْحَدِيثِ وَتَحَمُّلِهِ عَلَى أَنْوَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَلْنُقَدِّمْ عَلَى بَيَانِهَا بَيَانَ أُمُورٍ:

أَحَدُهَا: يَصِحُّ التَّحَمُّلُ قَبْلَ وُجُودِ الْأَهْلِيَّةِ، فَتُقْبَلُ رِوَايَةُ مَنْ تَحَمَّلَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَرَوَى بَعْدَهُ، وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ مَنْ سَمِعَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَرَوَى بَعْدَهُ.

وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ قَوْمٌ فَأَخْطَئُوا؛ لِأَنَّ النَّاسَ قَبِلُوا رِوَايَةَ أَحْدَاثِ الصَّحَابَةِ كَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَأَشْبَاهِهِمْ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَا تَحَمَّلُوهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَمَا بَعْدَهُ، وَلَمْ يَزَالُوا قَدِيمًا وَحَدِيثًا يُحْضِرُونَ الصِّبْيَانَ مَجَالِسَ التَّحْدِيثِ وَالسَّمَاعِ، وَيَعْتَدُّونَ بِرِوَايَتِهِمْ لِذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّانِي: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ: " يُسْتَحَبُّ كَتْبُ الْحَدِيثِ فِي الْعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهَا مُجْتَمَعُ الْعَقْلِ ". قَالَ: " وَأُحِبُّ أَنْ يَشْتَغِلَ دُونَهَا بِحِفْظِ الْقُرْآنِ وَالْفَرَائِضِ ".

وَوَرَدَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْلُبَ الْحَدِيثَ تَعَبَّدَ قَبْلَ ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً ".

وَقِيلَ لِمُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ: " كَيْفَ لَمْ تَكْتُبْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ؟ "

চব্বিশতম প্রকার

হাদীস শ্রবণ, গ্রহণ ও তার সংরক্ষণের পদ্ধতি জ্ঞান

জেনে রাখো যে, হাদীস বর্ণনা ও তা গ্রহণের পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের। আর এগুলোর ব্যাখ্যা করার পূর্বে আমরা কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করব:

প্রথমটি: যোগ্যতা অর্জনের পূর্বেও হাদীস গ্রহণ করা সহীহ। সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হাদীস গ্রহণ করেছে এবং পরে তা বর্ণনা করেছে, তার বর্ণনা গৃহীত হবে। একইভাবে, যে ব্যক্তি বালেগ হওয়ার পূর্বে হাদীস শুনেছে এবং পরে তা বর্ণনা করেছে, তার বর্ণনাও গৃহীত হবে।

একদল লোক এটি নিষেধ করেছেন এবং ভুল করেছেন; কারণ মানুষ অল্পবয়সী সাহাবীগণের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, যেমন আল-হাসান ইবনে আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবাইর, নু'মান ইবনে বাশীর এবং তাদের মতো অন্যান্যদের, বালেগ হওয়ার পূর্বে তারা যা গ্রহণ করেছেন এবং পরে যা করেছেন তার মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে। এবং পূর্বকাল ও বর্তমানকালে সর্বদা শিশুদেরকে হাদীস বর্ণনার ও শ্রবণের মজলিসে উপস্থিত করা হয়েছে, এবং তাদের বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

দ্বিতীয়টি: আবু আব্দুল্লাহ আয-যুবাইরী বলেছেন: "বিশ বছর বয়সে হাদীস লেখা মুস্তাহাব; কারণ এটি বুদ্ধিমত্তার পূর্ণতা লাভের সময়।" তিনি আরও বলেছেন: "আমি পছন্দ করি যে, এর (বিশ বছরের) পূর্বে কুরআন মুখস্থ করা ও ফরয বিষয়াদি শেখার কাজে ব্যস্ত থাকবে।"

সুফিয়ান আস-সাওরী থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন: "কোনো ব্যক্তি যখন হাদীস অন্বেষণ করতে চাইত, তখন সে এর পূর্বে বিশ বছর ইবাদতে মশগুল থাকত।"

মূসা ইবনে ইসহাককে জিজ্ঞাসা করা হলো: "আপনি আবু নুআইম থেকে কেন লেখেননি?"

فَقَالَ: " كَانَ أَهْلُ الْكُوفَةِ لَا يُخْرِجُونَ أَوْلَادَهُمْ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ صِغَارًا حَتَّى يَسْتَكْمِلُوا عِشْرِينَ سَنَةً ". وَقَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ: " أَهْلُ الْبَصْرَةِ يَكْتُبُونَ لِعَشْرِ سِنِينَ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ لِعِشْرِينَ، وَأَهْلُ الشَّامِ لِثَلَاثِينَ ". وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قُلْتُ: وَيَنْبَغِي بَعْدَ أَنْ صَارَ الْمَلْحُوظُ إِبْقَاءَ سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ أَنْ يُبَكِّرَ بِإِسْمَاعِ الصَّغِيرِ فِي أَوَّلِ زَمَانٍ يَصِحُّ فِيهِ بِسَمَاعِهِ، وَأَمَّا الِاشْتِغَالُ بِكَتْبِهِ الْحَدِيثَ، وَتَحْصِيلِهِ، وَضَبْطِهِ،

وَتَقْيِيدِهِ، فَمِنْ حِينِ يَتَأَهَّلُ لِذَلِكَ وَيَسْتَعِدُّ لَهُ، وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ، وَلَيْسَ يَنْحَصِرُ فِي سِنٍّ مَخْصُوصٍ، كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ آنِفًا عَنْ قَوْمٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّالِثُ: اخْتَلَفُوا فِي أَوَّلِ زَمَانٍ يَصِحُّ فِيهِ سَمَاعُ الصَّغِيرِ، فَرُوِّينَا عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ الْحَمَّالِ - أَحَدِ الْحُفَّاظِ النُّقَّادِ - أَنَّهُ سُئِلَ: مَتَى يَسْمَعُ الصَّبِيُّ الْحَدِيثَ؟ فَقَالَ: " إِذَا فَرَّقَ بَيْنَ الْبَقَرَةِ وَالدَّابَّةِ "، وَفِي رِوَايَةٍ: " بَيْنَ الْبَقَرَةِ وَالْحِمَارِ ".

وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سُئِلَ: " مَتَى يَجُوزُ سَمَاعُ الصَّبِيِّ لِلْحَدِيثِ؟ " فَقَالَ: " إِذَا عَقَلَ وَضَبَطَ "، فَذُكِرَ لَهُ عَنْ

তিনি বললেন: "কুফাবাসী তাদের সন্তানদেরকে ছোটবেলায় হাদিস অন্বেষণের জন্য পাঠাতেন না, যতক্ষণ না তারা বিশ বছর পূর্ণ করত।" মুসা ইবনে হারুন বলেছেন: "বসরাবাসীরা দশ বছর বয়সে (হাদিস) লিপিবদ্ধ করত, কুফাবাসীরা বিশ বছর বয়সে, আর শামের অধিবাসীরা ত্রিশ বছর বয়সে।" আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আমি বলি: ইসনাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যখন লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হলো, তখন শিশুদেরকে এমন প্রথম সময়েই হাদিস শোনানোর ব্যবস্থা করা সমীচীন, যখন তাদের শোনা সহীহ বলে গণ্য হয়। আর হাদিস লিপিবদ্ধ করা, তা অর্জন করা, সংরক্ষণ করা এবং গ্রন্থবদ্ধ করার ব্যস্ততা শুরু হবে যখন সে এর জন্য উপযুক্ত ও প্রস্তুত হয়। এটি বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং কোনো নির্দিষ্ট বয়সে সীমাবদ্ধ নয়, যেমনটি পূর্বে কিছু লোকের উক্তি থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

তৃতীয়ত: ছোটদের হাদিস শোনার বৈধ প্রথম সময়কাল নিয়ে তারা ভিন্নমত পোষণ করেছেন। মুসা ইবনে হারুন আল-হাম্মাল – যিনি হাফিয ও সমালোচকদের (নুক্কাদ) একজন – থেকে আমরা বর্ণনা করেছি যে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "কখন শিশু হাদিস শুনবে?" তিনি বললেন: "যখন সে গরু ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।" এবং অন্য এক বর্ণনায়: "গরু ও গাধার মধ্যে (পার্থক্য করতে পারবে)।"

আহমদ ইবনে হাম্বল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "কখন শিশুর জন্য হাদিস শোনা বৈধ হবে?" তিনি বললেন: "যখন সে অনুধাবন করতে পারবে এবং সংরক্ষণ করতে পারবে।" অতঃপর তাকে উল্লেখ করা হলো যে

رَجُلٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَجُوزُ سَمَاعُهُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً "، فَأَنْكَرَ قَوْلَهُ وَقَالَ: " بِئْسَ الْقَوْلُ ".

وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشِيرِيِّ، عَنِ الْقَاضِي الْحَافِظِ عِيَاضِ بْنِ مُوسَى السَّبْتِيِّ الْيَحْصُبِيِّ قَالَ: " قَدْ حَدَّدَ أَهْلُ الصَّنْعَةِ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَقَلَّهُ سِنُّ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ "، وَذَكَرَ رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ بَعْدَ أَنْ تَرْجَمَ: " مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ؟ " بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: " عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ "، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّهُ كَانَ ابْنَ أَرْبَعِ سِنِينَ. (وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

قُلْتُ: التَّحْدِيدُ بِخَمْسٍ هُوَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَيَكْتُبُونَ لِابْنِ خَمْسٍ فَصَاعِدًا (سَمِعَ)، وَلِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسًا (حَضَرَ)، أَوْ (أُحْضِرَ).

وَالَّذِي يَنْبَغِي فِي ذَلِكَ أَنْ تُعْتَبَرَ فِي كُلِّ صَغِيرٍ حَالُهُ عَلَى الْخُصُوصِ، فَإِنْ وَجَدْنَاهُ مُرْتَفِعًا عَنْ حَالِ مَنْ لَا يَعْقِلُ فَهْمًا لِلْخِطَابِ وَرَدًّا لِلْجَوَابِ وَنَحْوَ ذَلِكَ صَحَّحْنَا سَمَاعَهُ، وَإِنْ كَانَ دُونَ خَمْسٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ نُصَحِّحْ سَمَاعَهُ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ خَمْسٍ، بَلِ ابْنَ خَمْسِينَ.

এক ব্যক্তি বলেছিল: "পনেরো বছর না হওয়া পর্যন্ত তার (হাদীস) শ্রবণ বৈধ হবে না।" অতঃপর (অপর একজন) তার এই উক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন: "এটি মন্দ উক্তি!" আর শায়খ আবূ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ আল-আসাদী আমাকে অবহিত করেছেন আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আল-আশীরী থেকে, তিনি কাযী আল-হাফিজ্ব ইয়ায ইবন মূসা আস-সাবতী আল-ইয়াহসুবী থেকে, যিনি বলেছেন: "এ বিষয়ে এই বিদ্যার পণ্ডিতগণ নির্ধারণ করেছেন যে, এর সর্বনিম্ন সীমা হলো মাহমুদ ইবনুর রাবী'-এর বয়স।" আর তিনি বুখারীর সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যা তিনি এই শিরোনামের অধীনে এনেছেন: "ছোট শিশুর শ্রবণ কখন সহীহ হয়?" তাঁর সনদ সূত্রে মাহমুদ ইবনুর রাবী'

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি কুলিকরণ স্মরণ রেখেছি, যা তিনি একটি বালতি থেকে নিয়ে আমার মুখে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন, যখন আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর।" এবং অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, তার বয়স ছিল চার বছর। (আল্লাহই সর্বজ্ঞ)।

আমি বলি: পাঁচ বছর দ্বারা বয়স নির্ধারণই হলো সেই মত, যার উপর পরবর্তী যুগের আহলে হাদীসের কর্মনীতি স্থির হয়েছে। সুতরাং, পাঁচ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সীদের জন্য তারা (হাদীস শ্রবণের ক্ষেত্রে) লেখেন "(সে) শুনেছে", আর যারা পাঁচ বছর পূর্ণ করেনি তাদের জন্য (তারা লেখেন) "(সে) উপস্থিত ছিল" অথবা "(তাকে) উপস্থিত করানো হয়েছিল"।

আর এ বিষয়ে যা সমীচীন, তা হলো প্রতিটি ছোট শিশুর অবস্থা বিশেষভাবে বিবেচনা করা। যদি আমরা তাকে এমন ব্যক্তির অবস্থা থেকে উন্নত পাই যে কথোপকথন বুঝতে এবং উত্তর দিতে অক্ষম এমন অবস্থা থেকে (অর্থাৎ, সে কথা বুঝতে ও উত্তর দিতে সক্ষম), তাহলে আমরা তার শ্রবণকে বিশুদ্ধ গণ্য করব, যদিও তার বয়স পাঁচ বছরের কম হয়। আর যদি সে এমন না হয় (অর্থাৎ, সে কথা বুঝতে বা উত্তর দিতে সক্ষম নয়), তাহলে আমরা তার শ্রবণকে বিশুদ্ধ গণ্য করব না, যদিও তার বয়স পাঁচ বছর হয়, এমনকি পঞ্চাশ বছরও হয়।

(ص: 131)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيّ قَالَ: " رَأَيْتُ صَبِيًّا ابْنَ أَرْبَعِ سِنِينَ قَدْ حُمِلَ إِلَى الْمَأْمُونِ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، وَنَظَرَ فِي الرَّأْيِ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا جَاعَ يَبْكِي ".

وَعَنِ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيّ قَالَ: " حَفِظْتُ الْقُرْآنَ وَلِي خَمْسُ سِنِينَ، وَحُمِلْتُ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُقْرِئِ لِأَسْمَعَ مِنْهُ وَلِي أَرْبَعُ سِنِينَ، فَقَالَ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ: لَا تُسَمِّعُوا لَهُ فِيمَا قُرِئَ، فَإِنَّهُ صَغِيرٌ، فَقَالَ لِي ابْنُ الْمُقْرِئِ: اقْرَأْ سُورَةَ الْكَافِرِينَ، فَقَرَأْتُهَا، فَقَالَ: اقْرَأْ سُورَةَ التَّكْوِيرِ، فَقَرَأْتُهَا، فَقَالَ لِي غَيْرُهُ: اقْرَأْ سُورَةَ الْمُرْسَلَاتِ، فَقَرَأْتُهَا، وَلَمْ أَغْلَطْ فِيهَا. فَقَالَ ابْنُ الْمُقْرِئِ: سَمِّعُوا لَهُ وَالْعُهْدَةُ عَلَيَّ ".

وَأَمَّا حَدِيثُ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ: فَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ مِنَ ابْنِ خَمْسٍ مِثْلِ مَحْمُودٍ، وَلَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الصِّحَّةِ فِيمَنْ لَمْ يَكُنِ ابْنَ خَمْسٍ، وَلَا عَلَى الصِّحَّةِ فِيمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسٍ وَلَمْ يُمَيِّزْ تَمْيِيزَ مَحْمُودٍ رضي الله عنه، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

আমাদের কাছে ইবরাহীম ইবনে সাঈদ আল-জাওহারী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "আমি একটি চার বছর বয়সী শিশুকে দেখেছি যাকে আল-মামুনের কাছে আনা হয়েছিল, সে কুরআন পাঠ করেছে এবং (ফিকহি) মতামত (রায়) বিষয়ে চিন্তা করেছে, তবে সে যখন ক্ষুধার্ত হয়, তখন কাঁদে।"

আর কাজী আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-আসফাহানি থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন: "আমি পাঁচ বছর বয়সে কুরআন মুখস্থ করেছিলাম, এবং চার বছর বয়সে আমাকে আবু বকর ইবনুল মুকরির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার থেকে (কুরআন) শোনার জন্য, তখন উপস্থিত কিছু লোক বলল: 'ওর জন্য যা পাঠ করা হচ্ছে তা শুনিয়ো না, কারণ সে ছোট।' তখন ইবনুল মুকরি আমাকে বললেন: 'সূরা কাফিরূন পাঠ করো।' আমি তা পাঠ করলাম। তিনি বললেন: 'সূরা তাকবীর পাঠ করো।' আমি তা পাঠ করলাম। এরপর অন্য একজন আমাকে বললেন: 'সূরা মুরসালাত পাঠ করো।' আমি তা পাঠ করলাম এবং তাতে কোনো ভুল করলাম না। তখন ইবনুল মুকরি বললেন: 'ওকে শুনিয়ো, এর দায়িত্ব আমার উপর।"

আর মাহমুদ ইবনুর রাবী'র হাদীস: তা মাহমুদের মতো পাঁচ বছর বয়সীর জন্য এর বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে, কিন্তু যারা পাঁচ বছর বয়সী নয় তাদের জন্য এর বিশুদ্ধতার অস্বীকৃতি প্রমাণ করে না, এবং যারা পাঁচ বছর বয়সী কিন্তু মাহমুদ (রাঃ)-এর মতো জ্ঞানবান ছিল না, তাদের জন্যও বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে না। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

بَيَانُ أَقْسَامِ طُرُقِ نَقْلِ الْحَدِيثِ وَتَحَمُّلِهِ
وَمَجَامِعُهَا ثَمَانِيَةُ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ

السَّمَاعُ مَنْ لَفْظِ الشَّيْخِ

وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى إِمْلَاءٍ، وَتَحْدِيثٍ مِنْ غَيْرِ إِمْلَاءٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَنْ حِفْظِهِ أَوْ مِنْ كِتَابِهِ، وَهَذَا الْقِسْمُ أَرْفَعُ الْأَقْسَامِ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ.

وَفِيمَا نَرْوِيهِ عَنِ الْقَاضِي عِيَاضِ بْنِ مُوسَى السَّبْتِيِّ - أَحَدِ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمُطَّلِعِينَ - قَوْلُهُ: " لَا خِلَافَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي هَذَا أَنْ يَقُولَ السَّامِعُ مِنْهُ: " حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا، وَسَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ، وَقَالَ لَنَا فُلَانٌ، وَذَكَرَ لَنَا فُلَانٌ ".

قُلْتُ: فِي هَذَا نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي فِيمَا شَاعَ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مَخْصُوصًا بِمَا سُمِعَ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الشَّيْخِ - عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের পদ্ধতিসমূহের বিবরণ

এবং এর সমষ্টি আটটি বিভাগ:

প্রথম বিভাগ

শাইখের নিজস্ব শব্দ থেকে শ্রবণ

এবং এটি শ্রুতলিখন (ইমলা) ও শ্রুতলিখন ব্যতীত বর্ণনাতে বিভক্ত হয়, চাই তা তাঁর মুখস্থ থেকে হোক অথবা তাঁর কিতাব থেকে। জমহুরদের (অধিকাংশ উলামাদের) মতে এই প্রকারটি সমস্ত প্রকারের মধ্যে সর্বোচ্চ।

কাযী আয়াদ ইবনে মুসা আস-সাবতী – যিনি আধুনিক অভিজ্ঞ আলেমদের অন্যতম – থেকে আমরা যা বর্ণনা করি, তাতে তাঁর এই উক্তিটি পাওয়া যায়: "এতে কোনো মতভেদ নেই যে, তাঁর থেকে শ্রবণকারী ব্যক্তির জন্য 'হ্বাদ্দাসানা' (তিনি আমাদের বর্ণনা করেছেন), 'আখবারানা' (তিনি আমাদের জানিয়েছেন), 'আনবা'আনা' (তিনি আমাদের খবর দিয়েছেন), 'সামি'তু ফুলানান ইয়াকুলু' (আমি অমুককে বলতে শুনেছি), 'ক্বালা লানা ফুলানুন' (অমুক আমাদের বলেছেন), এবং 'যাকারা লানা ফুলানুন' (অমুক আমাদের উল্লেখ করেছেন) – এসব বলা জায়েজ।"

আমি বলি: এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে। এই শব্দগুলোর মধ্যে যা প্রচলিত হয়েছে, তা বিশেষত শাইখের নিজস্ব শব্দ ব্যতীত যা শ্রুত হয়েছে, তার জন্য নির্দিষ্ট হওয়া উচিত – যা আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করব।

تَعَالَى - أَنْ لَا يُطْلَقَ فِيمَا سَمِعَ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِيهَامِ وَالْإِلْبَاسِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ أَنَّ أَرْفَعَ الْعِبَارَاتِ فِي ذَلِكَ " سَمِعْتُ " ثُمَّ " حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي "، فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يَقُولُ: " سَمِعْتُ " فِي أَحَادِيثِ الْإِجَازَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ، وَلَا فِي تَدْلِيسِ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ.

وَكَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِيمَا أُجِيزَ لَهُ " حَدَّثَنَا "، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ " وَيَتَأَوَّلُ أَنَّهُ حَدَّثَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ الْحَسَنُ إِذْ ذَاكَ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا.

قُلْتُ: وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَ لَهُ سَمَاعًا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

মহিমান্বিত আল্লাহ – যে, শাইখের বক্তব্য থেকে যা শোনা হয়েছে তাতে (কোনো শব্দ) এমনভাবে প্রয়োগ করা না হয় যা অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আর হাফেয আবু বকর আল-খাতীব উল্লেখ করেছেন যে, এ বিষয়ে সর্বোত্তম অভিব্যক্তি হলো "আমি শুনেছি" (سمعتُ), এরপর "আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন" (حدثنا) এবং "আমার কাছে বর্ণনা করেছেন" (حدثني)। কেননা, ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি) ও মুকাতাবাহ (লিখিতভাবে অনুমতি) পদ্ধতির হাদীসসমূহে কেউ সাধারণত "আমি শুনেছি" (سمعتُ) শব্দটি ব্যবহার করেন না, আর যা তিনি শোনেননি তা تدليس (তাদলিস - ত্রুটি গোপন) করার ক্ষেত্রেও নয়।

আর কিছু জ্ঞান বিশারদ ইজাযাহপ্রাপ্ত (বর্ণনার অনুমতিপ্রাপ্ত) বিষয়ে "আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন" (حدثنا) বলতেন। আর হাসান (বসরি) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন: "আমাদের কাছে আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন" (حدثنا أبو هريرة)। তিনি এর ব্যাখ্যা এভাবে করতেন যে, আবু হুরায়রা মদিনাবাসীর কাছে বর্ণনা করেছেন, আর হাসান তখন সেখানেই ছিলেন, যদিও তিনি (আবু হুরায়রা থেকে) কিছুই শোনেননি।

আমি (গ্রন্থকার) বলি: আর তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা তার (হাসানের) জন্য আবু হুরায়রা থেকে সরাসরি শ্রুতিকে (হাদীস শোনাকে) প্রমাণ করেছেন। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ثُمَّ يَتْلُو ذَلِكَ قَوْلُ: " أَخْبَرَنَا " وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الِاسْتِعْمَالِ، حَتَّى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانُوا لَا يَكَادُونَ يُخْبِرُونَ عَمَّا سَمِعُوهُ مِنْ لَفْظِ مَنْ حَدَّثَهُمْ إِلَّا بِقَوْلِهِمْ: " أَخْبَرَنَا "، مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَأَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيَّانِ، وَغَيْرُهُمْ.

وَذَكَرَ الْخَطِيبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَقُولُ:

তারপর এর পরেই আসে এই উক্তি: "আখবারানা", যা ব্যবহারে প্রচুর প্রচলিত, এমনকি জ্ঞানীদের একটি দল তাদের শিক্ষকদের শব্দে যা শুনেছিলেন, তা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে 'আখবারানা' ব্যতীত অন্য কিছু প্রায় ব্যবহারই করতেন না। তাদের মধ্যে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু আল-মুবারাক, হুশাইম ইবনু বাশীর, উবাইদুল্লাহ ইবনু মুসা, আব্দুর রাযযাক ইবনু হাম্মাম, ইয়াযীদ ইবনু হারুন, আমর ইবনু আওন, ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া আত-তামিমি, ইসহাক ইবনু রাহাওয়াইহ, আবু মাসউদ আহমদ ইবনু আল-ফুরাত, এবং মুহাম্মাদ ইবনু আইয়ুব আর-রাযিয়ান প্রমুখ।

আর খতীব মুহাম্মাদ ইবনু রাফি' থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: আব্দুর রাযযাক বলতেন:

" أَنَا " حَتَّى قَدِمَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ، فَقَالَا لَهُ: قُلْ: " حَدَّثَنَا "، فَكُلُّ مَا سَمِعْتُ مَعَ هَؤُلَاءِ قَالَ: " حَدَّثَنَا " وَمَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ: " أَنَا ".

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ الْحَافِظِ قَالَ: هُشَيْمٌ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، لَا يَقُولُونَ إِلَّا " أَخْبَرَنَا " فَإِذَا رَأَيْتَ " حَدَّثَنَا " فَهُوَ مِنْ خَطَأِ الْكَاتِبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قُلْتُ: وَكَانَ هَذَا كُلُّهُ قَبْلَ أَنْ يَشِيعَ تَخْصِيصُ (أَخْبَرَنَا) بِمَا قُرِئَ عَلَى الشَّيْخِ، ثُمَّ يَتْلُو قَوْلَ " أَخْبَرَنَا " قَوْلُ " أَنْبَأَنَا "، وَ " نَبَّأَنَا "، وَهُوَ قَلِيلٌ فِي الِاسْتِعْمَالِ.

قُلْتُ: (حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا) أَرْفَعُ مِنْ (سَمِعْتُ) مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي (سَمِعْتُ) دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الشَّيْخَ رَوَّاهُ الْحَدِيثَ وَخَاطَبَهُ بِهِ، وَفِي (حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا) دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ خَاطَبَهُ بِهِ وَرَوَاهُ لَهُ، أَوْ هُوَ مِمَّنْ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ.

سَأَلَ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ الْحَافِظُ شَيْخَهُ أَبَا بَكْرٍ الْبَرْقَانِيَّ الْفَقِيهَ الْحَافِظَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - عَنِ السِّرِّ فِي كَوْنِهِ يَقُولُ فِيمَا رَوَاهُ لَهُمْ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُرْجَانِيِّ الْأَبْنُدُونِيِّ " سَمِعْتُ " وَلَا يَقُولُ " حَدَّثَنَا، وَلَا أَخْبَرَنَا " فَذَكَرَ لَهُ: أَنَّ أَبَا الْقَاسِمِ كَانَ مَعَ ثِقَتِهِ وَصَلَاحِهِ عَسِرًا فِي الرِّوَايَةِ، فَكَانَ الْبَرْقَانِيُّ يَجْلِسُ بِحَيْثُ لَا يَرَاهُ أَبُو

"আনা" (আমি) [বলতেন] যতক্ষণ না আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক ইবনে রাহুইয়া এসে তাকে বললেন: "হাদ্দাসানা" (তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন) বলুন। সুতরাং, তাদের সাথে যা কিছু তিনি শুনেছেন, সেগুলোতে তিনি "হাদ্দাসানা" বলেছেন এবং এর পূর্বে যা ছিল, তাতে তিনি "আনা" বলেছেন।

মুহাম্মাদ ইবনে আবি আল-ফাওয়ারিস আল-হাফিজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: হুশাইম, ইয়াযিদ ইবনে হারুন, এবং আব্দুর রাজ্জাক শুধু "আখবারানা" (তিনি আমাদের জানিয়েছেন) বলতেন। সুতরাং, যখন তুমি "হাদ্দাসানা" দেখবে, তখন তা লেখকের ভুল। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

আমি বলি: এই সমস্তই ছিল "আখবারানা" (তিনি আমাদের জানিয়েছেন) শব্দটিকে শাইখের সামনে পঠিত বিষয়ের জন্য সুনির্দিষ্টকরণের প্রচলন হওয়ার পূর্বে। অতঃপর "আখবারানা" বলার পর "আনবা'আনা" (তিনি আমাদের সংবাদ দিয়েছেন) এবং "নাব্বা'আনা" (তিনি আমাদের খবর দিয়েছেন) বলা হতো, যা ব্যবহারে বিরল।

আমি বলি: "হাদ্দাসানা" (তিনি আমাদের বর্ণনা করেছেন) এবং "আখবারানা" (তিনি আমাদের জানিয়েছেন) অন্য একটি দিক থেকে "সামি'তু" (আমি শুনেছি) থেকে উচ্চতর। আর তা হলো, "সামি'তু" এর মধ্যে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে শাইখ তাকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। কিন্তু "হাদ্দাসানা" এবং "আখবারানা" এর মধ্যে প্রমাণ রয়েছে যে তিনি তার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন এবং তাকে তা বর্ণনা করেছেন, অথবা তিনি তাদের একজন যাদের সাথে এমনটি করা হয়েছিল।
খতীব আবু বকর আল-হাফিজ তার শাইখ আবু বকর আল-বারক্বানী আল-ফাক্বীহ আল-হাফিজকে—আল্লাহ তায়ালা তাদের দুজনের প্রতি রহম করুন—সেই রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি আবু আল-কাসিম আব্দুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আল-জুজরানি আল-আবান্দুনী থেকে তাদের জন্য যা বর্ণনা করতেন, তাতে "সামি'তু" (আমি শুনেছি) বলতেন, কিন্তু "হাদ্দাসানা" (তিনি আমাদের বর্ণনা করেছেন) বা "আখবারানা" (তিনি আমাদের জানিয়েছেন) বলতেন না। তখন তিনি তাকে উল্লেখ করলেন যে: আবু আল-কাসিম তার নির্ভরযোগ্যতা ও ধার্মিকতা সত্ত্বেও রেওয়ায়েত (বর্ণনা) গ্রহণে কঠিন ছিলেন, তাই আল-বারক্বানী এমনভাবে বসতেন যাতে আবু [আল-কাসিম] তাকে দেখতে না পান।

(ص: 136)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الْقَاسِمِ، وَلَا يَعْلَمُ بِحُضُورِهِ، فَيَسْمَعُ مِنْهُ مَا يُحَدِّثُ بِهِ الشَّخْصَ الدَّاخِلَ إِلَيْهِ، فَلِذَلِكَ يَقُولُ: " سَمِعْتُ "، وَلَا يَقُولُ: " حَدَّثَنَا، وَلَا أَخْبَرَنَا "، لِأَنَّ قَصْدَهُ كَانَ الرِّوَايَةَ لِلدَّاخِلِ إِلَيْهِ وَحْدَهُ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ " قَالَ لَنَا فُلَانٌ، أَوْ ذَكَرَ لَنَا فُلَانٌ " فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ: " حَدَّثَنَا فُلَانٌ " غَيْرَ أَنَّهُ لَائِقٌ بِمَا سَمِعَهُ مِنْهُ فِي الْمُذَاكَرَةِ، وَهُوَ بِهِ أَشْبَهُ مِنْ (حَدَّثَنَا).
وَقَدْ حَكَيْنَا فِي فَصْلِ التَّعْلِيقِ - عَقِيبَ النَّوْعِ الْحَادِيَ عَشَرَ - عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ مُعَبِّرِينَ بِهِ عَمَّا جَرَى بَيْنَهُمْ فِي الْمُذَاكَرَاتِ وَالْمُنَاظَرَاتِ.

وَأَوْضَعُ الْعِبَارَاتِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: " قَالَ فُلَانٌ، أَوْ: ذَكَرَ فُلَانٌ " مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ قَوْلِهِ " لِي، وَلَنَا " وَنَحْوَ ذَلِكَ.

وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي فَصْلِ الْإِسْنَادِ الْمُعَنْعَنِ أَنَّ ذَلِكَ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ مَحْمُولٌ عِنْدَهُمْ عَلَى السَّمَاعِ، إِذَا عُرِفَ لِقَاؤُهُ لَهُ وَسَمَاعُهُ مِنْهُ عَلَى الْجُمْلَةِ، لَا سِيَّمَا إِذَا عُرِفَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يَقُولُ: " قَالَ فُلَانٌ " إِلَّا فِيمَا سَمِعَهُ مِنْهُ.

وَقَدْ كَانَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ يَرْوِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ كُتُبَهُ، وَيَقُولُ فِيهَا: " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ " فَحَمَلَهَا النَّاسُ عَنْهُ، وَاحْتَجُّوا بِرِوَايَاتِهِ، وَكَانَ قَدْ عُرِفَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا مَا سَمِعَهُ.

আল-কাসিমের (মতো ব্যক্তির ক্ষেত্রে), যখন (বর্ণনাকারী) তার (শ্রোতার) উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত থাকেন না, তখন (শ্রোতা) তার (বর্ণনাকারীর) কাছ থেকে শোনেন যা তিনি তার নিকট প্রবেশকারী ব্যক্তিকে বর্ণনা করেন। এই কারণে তিনি বলেন: "আমি শুনেছি", এবং বলেন না: "তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন" কিংবা "তিনি আমাদের অবহিত করেছেন", কারণ (বর্ণনাকারীর) উদ্দেশ্য ছিল শুধু তার নিকট প্রবেশকারী ব্যক্তির জন্য বর্ণনা করা।

আর তার এই উক্তি সম্পর্কে: "অমুক আমাদের কাছে বলেছেন," অথবা "অমুক আমাদের কাছে উল্লেখ করেছেন," তাহা তাহার এই উক্তিরই সমগোত্রীয়: "অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন," তবে এটি সেই বিষয়ের জন্য অধিক মানানসই যা তিনি তার কাছ থেকে আলোচনায় (বা পাঠচক্রে) শুনেছেন, এবং এটি (হাদদাসানা-এর চেয়ে) তার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

এবং আমরা তা'লীক (হাদীস বর্ণনার একটি পদ্ধতি) অধ্যায়ে - একাদশ প্রকারের পরে - বহু মুহাদ্দিসীন থেকে এর ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ করেছি যে, তারা এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে সংঘটিত আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়বস্তু প্রকাশ করেছেন।

এবং এক্ষেত্রে সবচেয়ে সাধারণ পরিভাষা হলো এই যে, সে বলে: "অমুক বলেছেন," অথবা "অমুক উল্লেখ করেছেন," তার "আমাকে," বা "আমাদেরকে," অথবা এ জাতীয় শব্দ উল্লেখ না করে।

এবং আমরা 'আল-ইসনাদ আল-মু'আন'আন' (অনন সূত্রে বর্ণিত হাদীস) অধ্যায়ে পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এই ধরনের এবং এর অনুরূপ শব্দসমূহ তাদের নিকট শ্রবণের উপর নির্ভরশীল হিসাবে গণ্য হয়, যদি তার সাথে তার সাক্ষাৎ এবং তার কাছ থেকে তার শ্রবণ সামগ্রিকভাবে পরিচিত হয়, বিশেষত যদি তার অবস্থা থেকে জানা যায় যে, তিনি "অমুক বলেছেন" এমনটি বলেন না, শুধুমাত্র যা তিনি তার কাছ থেকে শুনেছেন তা ছাড়া।
আর হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মাদ আল-আওয়ার ইবনে জুরেইজের কিতাবসমূহ বর্ণনা করতেন, এবং তাতে বলতেন: "ইবনে জুরেইজ বলেছেন।" সুতরাং লোকেরা তার থেকে (বর্ণনাসমূহ) গ্রহণ করত, এবং তার বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করত। এবং তার অবস্থা থেকে পরিচিত ছিল যে, তিনি যা শুনেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু বর্ণনা করতেন না।

وَقَدْ خَصَّصَ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ الْحَافِظُ الْقَوْلَ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى السَّمَاعِ بِمَنْ عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَالْمَحْفُوظُ الْمَعْرُوفُ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْقِسْمُ الثَّانِي

مِنْ أَقْسَامِ الْأَخْذِ، وَالتَّحَمُّلِ: الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ.

وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ يُسَمُّونَهَا (عَرْضًا) مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْقَارِئَ يَعْرِضُ عَلَى الشَّيْخِ مَا يَقْرَؤُهُ كَمَا يُعْرَضُ الْقُرْآنُ عَلَى الْمُقْرِئِ.

وَسَوَاءٌ كُنْتَ أَنْتَ الْقَارِئَ، أَوْ قَرَأَ غَيْرُكَ وَأَنْتَ تَسْمَعُ، أَوْ قَرَأْتَ مِنْ كِتَابٍ، أَوْ مِنْ حِفْظِكَ، أَوْ كَانَ الشَّيْخُ يَحْفَظُ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ، أَوْ لَا يَحْفَظُهُ لَكِنْ يُمْسِكُ أَصْلَهُ هُوَ أَوْ ثِقَةٌ غَيْرُهُ.

وَلَا خِلَافَ أَنَّهَا رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهَا مِثْلُ السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ فِي الْمَرْتَبَةِ، أَوْ دُونَهُ، أَوْ فَوْقَهُ؟

فَنُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَغَيْرِهِمَا تَرْجِيحُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ عَلَى السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِهِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا.

وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا

وَقَدْ خَصَّصَ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ الْحَافِظُ الْقَوْلَ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى السَّمَاعِ بِمَنْ عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَالْمَحْفُوظُ الْمَعْرُوفُ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.খতীব আবু বকর আল-হাফিজ এই মতটিকে নির্দিষ্ট করেছেন যে, এটি সেই ব্যক্তির শ্রবণের উপর নির্ভরশীল হবে যার এটি অভ্যাস হিসাবে পরিচিত; আর সংরক্ষিত ও সুপরিচিত মতটি হলো যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

الْقِسْمُ الثَّانِي

مِنْ أَقْسَامِ الْأَخْذِ، وَالتَّحَمُّلِ: الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ.জ্ঞানের প্রকারভেদ ও জ্ঞান গ্রহণের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার: শায়খের সামনে পাঠ করা।

وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ يُسَمُّونَهَا (عَرْضًا) مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْقَارِئَ يَعْرِضُ عَلَى الشَّيْخِ مَا يَقْرَؤُهُ كَمَا يُعْرَضُ الْقُرْآنُ عَلَى الْمُقْرِئِ.অধিকাংশ মুহাদ্দিস একে (আরদ/উপস্থাপন) বলে অভিহিত করেন, এই অর্থে যে, পাঠক যা পাঠ করে তা শায়খের সামনে উপস্থাপন করে, যেমন কুরআন কারীকে কুরআন উপস্থাপন করা হয়।

وَسَوَاءٌ كُنْتَ أَنْتَ الْقَارِئَ، أَوْ قَرَأَ غَيْرُكَ وَأَنْتَ تَسْمَعُ، أَوْ قَرَأْتَ مِنْ كِتَابٍ، أَوْ مِنْ حِفْظِكَ، أَوْ كَانَ الشَّيْخُ يَحْفَظُ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ، أَوْ لَا يَحْفَظُهُ لَكِنْ يُمْسِكُ أَصْلَهُ هُوَ أَوْ ثِقَةٌ غَيْرُهُ.আর এক্ষেত্রে সমান যে, পাঠক আপনি ছিলেন, অথবা অন্য কেউ পাঠ করেছে আর আপনি শুনেছেন; অথবা আপনি কোনো কিতাব থেকে পড়েছেন, অথবা আপনার স্মৃতি থেকে পাঠ করেছেন; অথবা শায়খ যা তাঁর সামনে পাঠ করা হয়েছে তা মুখস্থ রেখেছেন, অথবা মুখস্থ রাখেননি কিন্তু তার মূল পাণ্ডুলিপি তিনি নিজে অথবা অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ধরে রেখেছিলেন।

وَلَا خِلَافَ أَنَّهَا رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.এবং এটি একটি সহীহ বর্ণনা হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই, তবে তাদের কারো কারো বর্ণিত মত ভিন্ন যারা অগ্রহণযোগ্য মত দেন, আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهَا مِثْلُ السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ فِي الْمَرْتَبَةِ، أَوْ دُونَهُ، أَوْ فَوْقَهُ؟এবং তারা এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন যে, এটি (শায়খের সামনে পাঠ) শায়খের নিজ মুখে শ্রবণের মতো একই মর্যাদার, নাকি তার চেয়ে নিম্ন, নাকি তার চেয়ে উচ্চতর?

فَنُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَغَيْرِهِمَا تَرْجِيحُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ عَلَى السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِهِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا.সুতরাং আবু হানিফা, ইবনে আবি যি'ব এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা শায়খের মুখে শ্রবণের চেয়ে শায়খের সামনে পাঠ করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এবং মালিক থেকেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে।

وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَاএবং মালিক ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত আছে যে: এই দুটি সমান, এবং বলা হয়েছে: যে এ দুটির মধ্যে সমতা বিধান

مَذْهَبُ مُعْظَمِ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ، وَالْكُوفَةِ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَأَشْيَاخِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ، وَمَذْهَبُ الْبُخَارِيِّ، وَغَيْرِهِمْ.

وَالصَّحِيحُ: تَرْجِيحُ السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، وَالْحُكْمُ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَيْهِ مَرْتَبَةٌ ثَانِيَةٌ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ هَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الْعِبَارَةُ عَنْهَا عِنْدَ الرِّوَايَةِ بِهَا فَهِيَ عَلَى مَرَاتِبَ: أَجْوَدُهَا وَأَسْلَمُهَا أَنْ يَقُولَ: (قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ، أَوْ قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ، فَأَقَرَّ بِهِ) فَهَذَا سَائِغٌ مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ.

وَيَتْلُو ذَلِكَ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعِبَارَاتِ فِي السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ مُطْلَقَةً، إِذَا أَتَى بِهَا هَاهُنَا مُقَيَّدَةً، بِأَنْ يَقُولَ (حَدَّثَنَا فُلَانٌ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَوْ: أَخْبَرَنَا قِرَاءَةً عَلَيْهِ) وَنَحْوَ ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ (أَنْشَدَنَا قِرَاءَةً عَلَيْهِ) فِي الشِّعْرِ.

وَأَمَّا إِطْلَاقُ (حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا) فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى مَذَاهِبَ:

মাজহাব হলো হেজাজ ও কুফার অধিকাংশ আলেম, এবং মালিক ও তাঁর সাথীগণ, এবং মদীনার আলেমদের মধ্য থেকে তাঁর উস্তাদগণ, এবং বুখারী ও অন্যান্যদের।

এবং সহীহ (প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত) হলো শায়খের নিজ মুখে শোনাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং এই ফায়সালা করা যে তাঁর (শায়খের) উপর পঠন একটি দ্বিতীয় পর্যায়। বলা হয়েছে যে, এটি প্রাচ্যের অধিকাংশ আলেমদের মাযহাব, আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আর যখন এর দ্বারা বর্ণনা করা হয়, তখন তার অভিব্যক্তি বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট হয়। তার মধ্যে সর্বোত্তম ও নিরাপদতম হলো এই বলা যে: (আমি অমুকের নিকট পাঠ করেছি, অথবা অমুকের

নিকট পাঠ করা হয়েছে আর আমি শুনছিলাম, অতঃপর তিনি তা স্বীকার করেছেন)। এটি কোনো সমস্যা ছাড়া জায়েজ।

এরপরে আসে শায়খের নিজ মুখে শোনা প্রসঙ্গে যে সমস্ত অভিব্যক্তি সাধারণভাবে জায়েজ, যখন এখানে তা শর্তারোপিতভাবে ব্যবহার করা হয়, এই বলে যে, (অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, যা তাঁর কাছে পঠিত হয়েছিল, অথবা: তিনি আমাদের অবহিত করেছেন, যা তাঁর কাছে পঠিত হয়েছিল) এবং এই ধরনের অন্যান্য।

অনুরূপভাবে কবিতার ক্ষেত্রে (তিনি আমাদের কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন, যা তাঁর কাছে পঠিত হয়েছিল)।

আর শায়খের কাছে পঠনের ক্ষেত্রে 'হাদ্দাসানা' (তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন) এবং 'আখবারানা' (তিনি আমাদের অবহিত করেছেন) শব্দদ্বয়ের সাধারণ প্রয়োগের ব্যাপারে তারা বিভিন্ন মাযহাবে বিভক্ত হয়েছেন:

فَمِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ مَنَعَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَقِيلَ: إِنَّهُ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى التَّمِيمِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالنَّسَائِيِّ، وَغَيْرِهِمْ.

وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَجْوِيزِ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ كَالسَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ فِي جَوَازِ إِطْلَاقِ (حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا). وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ هَذَا مَذْهَبُ مُعْظَمِ الْحِجَازِيِّينَ، وَالْكُوفِيِّينَ، وَقَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، فِي آخَرِينَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْبُخَارِيِّ صَاحِبِ الصَّحِيحِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ.

وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ أَجَازَ فِيهَا أَيْضًا أَنْ يَقُولَ (سَمِعْتُ فُلَانًا).

وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، وَالْمَنْعُ مِنْ إِطْلَاقِ (حَدَّثَنَا)، وَتَجْوِيزُ إِطْلَاقِ (أَخْبَرَنَا)، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ مُسْلِمٍ صَاحِبِ الصَّحِيحِ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ.

وَذَكَرَ صَاحِبُ (كِتَابِ الْإِنْصَافِ) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ الْجَوْهَرِيُّ الْمِصْرِيُّ: أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ الْأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ لَا يُحْصِيهِمْ أَحَدٌ، وَأَنَّهُمْ جَعَلُوا (أَخْبَرَنَا)

عَلَمًا يَقُومُ مَقَامَ قَوْلِ قَائِلِهِ: " أَنَا قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، لَا أَنَّهُ لَفَظَ بِهِ لِي ". قَالَ: " وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ بِهِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، فِي جَمَاعَةٍ مِثْلِهِ مِنْ مُحَدِّثِينَا ".
قُلْتُ: وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ

সুতরাং আহলে হাদীসের মধ্যে এমনও ছিলেন যারা উভয়টিই (অর্থাৎ 'হাদ্দাসানা' ও 'আখবারানা' ব্যবহার) থেকে নিষেধ করেছেন। বলা হয়েছে: এটি ইবনুল মোবারক, ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া আত-তামিমী, আহমাদ ইবনু হাম্বল, আন-নাসাঈ এবং অন্যান্যদের মত।
এবং তাঁদের মধ্যে এমনও ছিলেন যারা সেটিকে জায়েজ বলেছেন, এবং (বলেছেন) যে, এটি শায়খের মুখ থেকে শ্রবণের মতোই (শর্তাধীন), 'হাদ্দাসানা', 'আখবারানা' এবং 'আম্বায়ানা' শব্দগুলো ব্যবহারের অনুমোদনের ক্ষেত্রে। এবং বলা হয়েছে: এটি অধিকাংশ হিজাযী ও কুফীদের মাযহাব, এবং যুহরী, মালিক, সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান সহ অন্যান্য প্রারম্ভিক ইমামদের মত। এটি সহীহ'র রচয়িতা বুখারী এবং মুহাদ্দিসদের একটি দলেরও মাযহাব।
এবং এদের মধ্যে এমনও ছিলেন যারা এর ক্ষেত্রে 'সামি'তু ফুলানান' (আমি অমুকের কাছ থেকে শুনেছি) বলাও জায়েজ মনে করতেন।
এবং তৃতীয় মাযহাবটি হলো: এই বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা, এবং 'হাদ্দাসানা' শব্দ ব্যবহার থেকে নিষেধ করা, কিন্তু 'আখবারানা' শব্দ ব্যবহারকে জায়েজ বলা। এটি শাফি'ঈ এবং তাঁর সঙ্গীদের মাযহাব, এবং এটি সহীহ'র রচয়িতা মুসলিম এবং প্রাচ্যের অধিকাংশ আলেম থেকে বর্ণিত।
এবং (কিতাবুল ইনসাফ) এর রচয়িতা মুহাম্মাদ ইবনু আল-হাসান আত-তামিমী আল-জাওহারী আল-মিসরী উল্লেখ করেছেন: যে এটি আহলে হাদীসের মধ্যে অধিকাংশের মাযহাব, যাদের সংখ্যা কেউ গণনা করতে পারে না। এবং তারা 'আখবারানা' শব্দটিকে একটি চিহ্ন হিসেবে গণ্য করেছেন যা তার বক্তার উক্তির স্থলাভিষিক্ত হয়: "আমি এটি তাঁর (শায়খের) কাছে পড়েছি, তিনি নিজে আমাকে এটি উচ্চারণ করে শোনাননি।" তিনি বলেন: "আমাদের সময়ের যে সমস্ত আলেম এটি বলতেন তাদের মধ্যে আবু আব্দুর রহমান আন-নাসাঈ ছিলেন, আমাদের অন্যান্য মুহাদ্দিসদের একটি দলের সাথে।"
আমি বলি: এবং বলা হয়েছে: এই দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য যিনি সর্বপ্রথম শুরু করেছিলেন

ابْنُ وَهْبٍ بِمِصْرَ.

وَهَذَا يَدْفَعُهُ أَنَّ ذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، والْأَوْزَاعِيِّ، حَكَاهُ عَنْهُمَا الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ، إِلَّا أَنْ يَعْنِيَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِمِصْرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قُلْتُ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا صَارَ هُوَ الشَّائِعَ الْغَالِبَ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَالِاحْتِجَاجُ لِذَلِكَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ عَنَاءٌ وَتَكَلُّفٌ، وَخَيْرُ مَا يُقَالُ فِيهِ: إِنَّهُ اصْطِلَاحٌ مِنْهُمْ أَرَادُوا بِهِ التَّمْيِيزَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ، ثُمَّ خُصِّصَ النَّوْعُ الْأَوَّلُ بِقَوْلِ " حَدَّثَنَا " لِقُوَّةِ إِشْعَارِهِ بِالنُّطْقِ، وَالْمُشَافَهَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُحْكَى عَمَّنْ يَذْهَبُ هَذَا الْمَذْهَبَ مَا حَكَاهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَرَوِيِّ، أَحَدِ رُؤَسَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِخُرَاسَانَ: أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى بَعْضِ الشُّيُوخِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ: " حَدَّثَكُمُ الْفَرَبْرِيُّ "، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْكِتَابِ سَمِعَ الشَّيْخَ يَذْكُرُ: أَنَّهُ إِنَّمَا سَمِعَ الْكِتَابَ مِنَ الْفَرَبْرِيِّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، فَأَعَادَ أَبُو حَاتِمٍ قِرَاءَةَ الْكِتَابِ كُلِّهِ، وَقَالَ لَهُ فِي جَمِيعِهِ: " أَخْبَرَكُمُ الْفَرَبْرِيُّ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ইবনে ওয়াহব মিশরে।

কিন্তু এটি প্রত্যাখ্যান করা হয় এই কারণে যে, এই (মত) ইবনে জুরাইজ ও আল-আওযাঈ থেকে বর্ণিত আছে, যা আল-খতীব আবু বকর তাদের উভয় থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে যদি উদ্দেশ্য হয় যে, তিনিই মিশরে প্রথম এটি করেছেন, তাহলে ভিন্ন কথা। আল্লাহই ভালো জানেন।

আমি বলি: এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য আহলে হাদীসের কাছে ব্যাপক ও প্রচলিত হয়ে গেছে। আর এর জন্য ভাষাগত যুক্তি পেশ করা কষ্টসাধ্য ও কৃত্রিমতা মাত্র। এর সম্পর্কে সর্বোত্তম কথা হলো: এটি তাদের একটি পারিভাষিক শব্দ, যা দ্বারা তারা দুই প্রকারের মধ্যে পার্থক্য করতে চেয়েছেন। অতঃপর প্রথম প্রকারকে "হাদ্দাসানা" (তিনি আমাদেরকে বলেছেন) শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, কারণ এটি উচ্চারিত বাক্য এবং সরাসরি শ্রবণ বোঝাতে শক্তিশালী ইঙ্গিত বহন করে। আল্লাহই ভালো জানেন।

যারা এই মত পোষণ করেন তাদের সম্পর্কে বর্ণিত উত্তম বিষয়সমূহের মধ্যে একটি হলো, যা হাফিয আবু বকর আল-বারকানী বর্ণনা করেছেন আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব আল-হারাবী থেকে, যিনি খুরাসানের আহলে হাদীসের অন্যতম প্রধান ছিলেন: তিনি একজন শায়খের কাছে আল-ফারাবরীর সূত্রে সহীহ আল-বুখারী পড়েছিলেন এবং শায়খ তাকে প্রতিটি হাদীসে বলছিলেন: "আল-ফারাবরী তোমাদেরকে বলেছেন" (হাদ্দাসাকুমুল ফারাবরী)। যখন তিনি বইটি শেষ করলেন, তখন শুনলেন যে শায়খ উল্লেখ করছেন: তিনি বইটি আল-ফারাবরীর কাছ থেকে তাঁর কাছে পঠনের মাধ্যমে (অর্থাৎ, শায়খ নিজে ফারাবরীর সামনে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন) শুনেছেন। অতঃপর আবু হাতিম পুরো বইটি পুনরায় পাঠ করলেন এবং শায়খকে সবক্ষেত্রে বললেন: "আল-ফারাবরী তোমাদেরকে খবর দিয়েছেন" (আখবারাকুমুল ফারাবরী)। আল্লাহই ভালো জানেন।

تَفْرِيعَاتٌ:

الْأَوَّلُ: إِذَا كَانَ أَصْلُ الشَّيْخِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ بِيَدِ غَيْرِهِ، وَهُوَ مَوْثُوقٌ بِهِ مُرَاعٍ لِمَا يُقْرَأُ، أَهْلٌ لِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الشَّيْخُ يَحْفَظُ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ أَصْلُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ، بَلْ أَوْلَى لِتَعَاضُدِ ذِهْنَيْ شَخْصَيْنِ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ الشَّيْخُ لَا يَحْفَظُ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ، فَهَذَا مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَرَأَى بَعْضُ أَئِمَّةِ الْأُصُولِ أَنَّ هَذَا سَمَاعٌ غَيْرُ صَحِيحٍ. وَالْمُخْتَارُ أَنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ، وَبِهِ عَمِلَ مُعْظَمُ الشُّيُوخِ، وَأَهْلِ الْحَدِيثِ.

وَإِذَا كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِ الْقَارِئِ، وَهُوَ مَوْثُوقٌ بِهِ دِينًا وَمَعْرِفَةً، فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيهِ، وَأَوْلَى بِالتَّصْحِيحِ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَصْلُهُ بِيَدِ مَنْ لَا يُوثَقُ بِإِمْسَاكِهِ لَهُ، وَلَا يُؤْمَنُ إِهْمَالُهُ لِمَا يُقْرَأُ، فَسَوَاءٌ كَانَ بِيَدِ الْقَارِئِ أَوْ بِيَدِ غَيْرِهِ، فِي أَنَّهُ سَمَاعٌ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ، إِذَا كَانَ الشَّيْخُ غَيْرَ حَافِظٍ لِلْمَقْرُوءِ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّانِي: إِذَا قَرَأَ الْقَارِئُ عَلَى الشَّيْخِ قَائِلًا: " أَخْبَرَكَ فُلَانٌ، أَوْ قُلْتَ: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ "، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَالشَّيْخُ سَاكِتٌ، مُصْغٍ إِلَيْهِ، فَاهِمٌ لِذَلِكَ، غَيْرُ مُنْكِرٍ لَهُ، فَهَذَا كَافٍ فِي ذَلِكَ.

উপ-অনুচ্ছেদসমূহ:

প্রথমত: যখন শায়খের কাছে (হাদীস) পাঠকালে তার মূল পাণ্ডুলিপি অন্য কারো হাতে থাকে, এবং সে (যার হাতে পাণ্ডুলিপি) নির্ভরযোগ্য, যা পঠিত হচ্ছে তার প্রতি খেয়াল রাখে ও এর উপযুক্ত হয়, তখন যদি শায়খ যা পাঠ করা হচ্ছে তা মুখস্থ রাখেন, তাহলে তা এমন, যেন তার মূল পাণ্ডুলিপি তারই হাতে রয়েছে; বরং দু'জনের মন পরস্পরকে সাহায্য করার কারণে এটি অধিকতর উত্তম। আর যদি শায়খ যা পাঠ করা হচ্ছে তা মুখস্থ না রাখেন, তাহলে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কিছু উসূলী ইমামের মতে এটি (হাদীস) শ্রবণ হিসেবে সহীহ নয়। তবে মনোনীত মত হলো যে এটি সহীহ, এবং অধিকাংশ শায়খ ও হাদীসবিদগণ এ অনুযায়ী আমল করেছেন।

আর যদি মূল পাণ্ডুলিপি পাঠকের হাতে থাকে, এবং সে (পাঠক) দ্বীনী ও জ্ঞানগত দিক থেকে নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য এবং এটিকে সহীহ গণ্য করা অধিকতর উত্তম।

পক্ষান্তরে, যদি তার (শায়খের) মূল পাণ্ডুলিপি এমন ব্যক্তির হাতে থাকে যার তত্ত্বাবধান নির্ভরযোগ্য নয়, এবং যা পঠিত হচ্ছে তাতে তার অবহেলা থেকে নিরাপদ থাকা যায় না, তাহলে তা পাঠকের হাতে থাকুক বা অন্য কারো হাতে থাকুক, উভয়ই সমান এই অর্থে যে, এটি অগ্রহণযোগ্য শ্রবণ (সানা), যদি শায়খ যা তাকে পাঠ করা হচ্ছে তা মুখস্থ না রাখেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্বিতীয়ত: যখন পাঠক শায়খের কাছে পাঠকালে বলে, "আপনাকে অমুক ব্যক্তি অবহিত করেছেন" অথবা "(আমি) বলেছি: আমাদেরকে অমুক ব্যক্তি অবহিত করেছেন" কিংবা এ জাতীয় কিছু, আর শায়খ নীরব থাকেন, মনোযোগ সহকারে শোনেন, তা বোঝেন এবং অস্বীকার না করেন, তাহলে এটি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

وَاشْتَرَطَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ إِقْرَارَ الشَّيْخِ نُطْقًا. وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ، وَأَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمٌ الرَّازِيُّ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ الصَّبَّاغِ مِنَ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّينَ.
قَالَ أَبُو نَصْرٍ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ (حَدَّثَنِي)، أَوْ (أَخْبَرَنِي)، وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ رِوَايَتَهُ عَنْهُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ، أَوْ: قُرِئَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَسْمَعُ.
وَفِي حِكَايَةِ بَعْضِ الْمُصَنِّفِينَ لِلْخِلَافِ فِي ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ الظَّاهِرِيَّةِ شَرَطَ إِقْرَارَ الشَّيْخِ عِنْدَ تَمَامِ السَّمَاعِ: بِأَنْ يَقُولَ الْقَارِئُ لِلشَّيْخِ " وَهُوَ كَمَا قَرَأْتُهُ عَلَيْكَ؟ "، فَيَقُولُ: نَعَمْ.
وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ، وَأَنَّ سُكُوتَ الشَّيْخِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ تَصْرِيحِهِ بِتَصْدِيقِ الْقَارِئِ، اكْتِفَاءً بِالْقَرَائِنِ الظَّاهِرَةِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْجَمَاهِيرِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَالْفُقَهَاءِ، وَغَيْرِهِمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الثَّالِثُ: فِيمَا نَرْوِيهِ عَنِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ رحمه الله، قَالَ: " الَّذِي أَخْتَارُهُ فِي الرِّوَايَةِ، وَعَهِدْتُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مَشَايِخِي، وَأَئِمَّةَ عَصْرِي: أَنْ يَقُولَ فِي الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ: " حَدَّثَنِي فُلَانٌ "، وَمَا يَأْخُذُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا، وَمَعَهُ غَيْرُهُ: " حَدَّثَنَا فُلَانٌ "، وَمَا قَرَأَ عَلَى الْمُحَدِّثِ بِنَفْسِهِ: " أَخْبَرَنِي فُلَانٌ "، وَمَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ، وَهُوَ حَاضِرٌ: " أَخْبَرَنَا فُلَانٌ ".
وَقَدْ رُوِّينَا نَحْوَ مَا ذَكَرَهُ عَنْ

কিছু জাহিরিয়্যাহ এবং অন্যান্যরা শায়খের মৌখিক স্বীকৃতিকে শর্ত করেছেন। শাফিঈ ফকীহগণের মধ্যে শায়খ আবু ইসহাক আশ-শিরাজি, আবুল ফাতহ সুলাইম আর-রাযি এবং আবু নাসর ইবনে আস-সাব্বাগ এই বিষয়ে সুনিশ্চিত মত দিয়েছেন। আবু নাসর বলেছেন: তার জন্য (حَدَّثَنِي) বা (أَخْبَرَنِي) বলা জায়েজ নয়। তবে তার জন্য পঠিত বিষয়ের উপর আমল করা জায়েজ। আর যখন সে তার থেকে বর্ণনা করতে চাইবে, তখন বলবে: (قَرَأْتُ عَلَيْهِ) অর্থাৎ 'আমি তাকে পড়ে শুনিয়েছি', অথবা (قُرِئَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَسْمَعُ) অর্থাৎ 'তাকে পড়ে শোনানো হয়েছে এবং তিনি শুনছিলেন' সে অবস্থায়।
এ বিষয়ে মতপার্থক্য উল্লেখকারী কিছু গ্রন্থকারের বর্ণনায় এসেছে যে, কিছু জাহিরিয়্যাহ শ্রবণ সমাপ্তির সময় শায়খের স্বীকৃতিকে শর্ত করেছেন, এভাবে যে, পাঠক শায়খকে বলবে: "আমি আপনাকে যা পড়ে শুনিয়েছি, তা কি ঠিক তেমনই?" অতঃপর তিনি বলবেন: "হ্যাঁ।"

তবে বিশুদ্ধ মত হলো যে, এটি আবশ্যক নয়, বরং উল্লিখিত পদ্ধতিতে শায়খের নীরবতা পাঠকের সত্যতাকে মৌখিক স্বীকৃতির সমতুল্য, কারণ সুস্পষ্ট লক্ষণসমূহ যথেষ্ট। আর এটিই মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং অন্যান্যদের অধিকাংশের মত। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।
তৃতীয় প্রকার: আল-হাকিম আবু আবদুল্লাহ আল-হাফিজ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে আমরা যা বর্ণনা করি, তিনি বলেছেন: "বর্ণনা পদ্ধতিতে আমি যা নির্বাচন করি এবং আমার অধিকাংশ উস্তাদ ও আমার সমসাময়িক ইমামগণ যার উপর দৃঢ় ছিলেন তা হলো: যখন সে কোনো মুহাদ্দিসের কাছ থেকে মুখে মুখে (হাদীস) গ্রহণ করবে এবং তার সাথে অন্য কেউ থাকবে না, তখন সে বলবে: "অমুক আমাকে বর্ণনা করেছেন" (حَدَّثَنِي فُلَانٌ)। আর যখন সে কোনো মুহাদ্দিসের কাছ থেকে মুখে মুখে (হাদীস) গ্রহণ করবে এবং তার সাথে অন্যরাও থাকবে, তখন সে বলবে: "অমুক আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন" (حَدَّثَنَا فُلَانٌ)। আর যা সে নিজে মুহাদ্দিসকে পড়ে শুনিয়েছে, তখন বলবে: "অমুক আমাকে অবহিত করেছেন" (أَخْبَرَنِي فُلَانٌ)। আর যা মুহাদ্দিসকে পড়ে শোনানো হয়েছে এবং তিনি উপস্থিত ছিলেন, তখন সে বলবে: "অমুক আমাদেরকে অবহিত করেছেন" (أَخْبَرَنَا فُلَانٌ)।"
এবং আমরা তার উল্লিখিত বিষয়ের অনুরূপ বর্ণনা করেছি

(ص: 143)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ صَاحِبِ مَالِكٍ رضي الله عنهما وَهُوَ حَسَنٌ رَائِقٌ.
فَإِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ عِنْدَهُ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ " حَدَّثَنَا، أَوْ أَخْبَرَنَا "، أَوْ مِنْ قَبِيلِ " حَدَّثَنِي، أَوْ أَخْبَرَنِي " لِتَرَدُّدِهِ فِي أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ التَّحَمُّلِ، وَالسَّمَاعِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ نَقُولَ: لِيَقُلْ " حَدَّثَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي "، لِأَنَّ عَدَمَ غَيْرِهِ هُوَ الْأَصْلُ.
وَلَكِنْ ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ الْإِمَامُ، عَنْ شَيْخِهِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ الْإِمَامِ، فِيمَا إِذَا شَكَّ أَنَّ الشَّيْخَ قَالَ: " حَدَّثَنِي فُلَانٌ "، أَوْ قَالَ " حَدَّثَنَا فُلَانٌ "، أَنَّهُ يَقُولُ " حَدَّثَنَا ".
وَهَذَا يَقْتَضِي فِيمَا إِذَا شَكَّ فِي سَمَاعِ نَفْسِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: " حَدَّثَنَا "، وَهُوَ عِنْدِي يَتَوَجَّهُ بِأَنَّ (حَدَّثَنِي) أَكْمَلُ مَرْتَبَةً، وَ (حَدَّثَنَا) أَنْقَصُ مَرْتَبَةً، فَلْيَقْتَصِرْ إِذَا شَكَّ

عَلَى النَّاقِصِ ; لِأَنَّ عَدَمَ الزَّائِدِ هُوَ الْأَصْلُ، وَهَذَا لَطِيفٌ. ثُمَّ وَجَدْتُ الْحَافِظَ أَحْمَدَ الْبَيْهَقِيَّ رحمه الله قَدِ اخْتَارَ بَعْدَ حِكَايَتِهِ قَوْلَ الْقَطَّانِ مَا قَدَّمْتُهُ.

ثُمَّ إِنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ مِنْ أَصْلِهِ مُسْتَحَبٌّ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، حَكَاهُ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَافَّةً، فَجَائِزٌ إِذَا سَمِعَ وَحْدَهُ أَنْ يَقُولَ: " حَدَّثَنَا "، أَوْ نَحْوَهُ، لِجَوَازِ ذَلِكَ لِلْوَاحِدِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، وَجَائِزٌ إِذَا سَمِعَ فِي جَمَاعَةٍ أَنْ يَقُولَ: " حَدَّثَنِي " ; لِأَنَّ الْمُحَدِّثَ حَدَّثَهُ، وَحَدَّثَ غَيْرَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব, যিনি মালিকের শিষ্য ছিলেন, আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, এবং এটি সুন্দর ও চমৎকার।

যদি তার নিকট কোনো বিষয়ে সন্দেহ হয় যে, তা "হাদদাসানা (তিনি আমাদের শুনিয়েছেন)" অথবা "আখবারানা (তিনি আমাদের জানিয়েছেন)" প্রকারের, নাকি "হাদদাসানী (তিনি আমাকে শুনিয়েছেন)" অথবা "আখবারানী (তিনি আমাকে জানিয়েছেন)" প্রকারের, এই দ্বিধার কারণে যে, গ্রহণের (তাহাম্মুল) ও শ্রবণের (সামা') সময় তিনি একা ছিলেন নাকি অন্যের সাথে ছিলেন, তাহলে সম্ভবত আমরা বলব: সে যেন "হাদদাসানী (তিনি আমাকে শুনিয়েছেন)" অথবা "আখবারানী (তিনি আমাকে জানিয়েছেন)" বলে; কারণ অন্যের অনুপস্থিতিই মূলনীতি।

কিন্তু ইমাম আলী ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মাদীনী তার শিক্ষক, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান থেকে উল্লেখ করেছেন যে, যখন সন্দেহ হয় যে, শায়খ কি "হাদদাসানী ফুলান (অমুক আমাকে শুনিয়েছেন)" বলেছেন, নাকি "হাদদাসানা ফুলান (অমুক আমাদের শুনিয়েছেন)" বলেছেন, তখন সে "হাদদাসানা" বলবে।

আর এর দ্বারা বোঝা যায় যে, যখন সে এই ধরনের ক্ষেত্রে নিজের শ্রবণে সন্দেহ করে, তখন সে যেন "হাদদাসানা" বলে। আর আমার মতে, এর ব্যাখ্যা হলো যে, (হাদদাসানী) একটি পূর্ণাঙ্গতর স্তর এবং (হাদদাসানা) একটি কম পূর্ণাঙ্গ স্তর। সুতরাং, যখন সন্দেহ হয়, তখন কম পূর্ণাঙ্গের উপর সীমাবদ্ধ থাকা উচিত; কারণ অতিরিক্তের অনুপস্থিতিই মূলনীতি। আর এটি একটি সূক্ষ্ম বিষয়। অতঃপর আমি দেখেছি যে, হাফেজ আহমদ আল-বায়হাকী (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) কাত্তানের মত উল্লেখ করার পর, আমি যা উপস্থাপন করেছি, তাই গ্রহণ করেছেন।

অতঃপর, এই বিস্তারিত বিবরণটি মূলত মুস্তাহাব (পছন্দনীয়), ওয়াজিব (ফরজ) নয়। আল-খাতীব আল-হাফেজ সকল আহলে ইলম থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। অতএব, যদি সে একা শোনে, তবে "হাদদাসানা" অথবা এর মতো কিছু বলা জায়েজ; কারণ আরবী ভাষায় এককের জন্য এটি জায়েজ। আর যদি সে একটি দলের সাথে শোনে, তবে "হাদদাসানী" বলা জায়েজ; কারণ বর্ণনাকারী তাকেও শুনিয়েছেন এবং অন্যকেও শুনিয়েছেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

الرَّابِعُ: رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: اتَّبَعُ لَفْظَ الشَّيْخِ فِي قَوْلِهِ: " حَدَّثَنَا، وَحَدَّثَنِي، وَسَمِعْتُ، وَأَخْبَرَنَا "، وَلَا تَعْدُوهُ.

قُلْتُ: لَيْسَ لَكَ فِيمَا تَجِدُهُ فِي الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ مِنْ رِوَايَاتِ مَنْ تَقَدَّمَكَ أَنْ تُبَدِّلَ فِي نَفْسِ الْكِتَابِ مَا قِيلَ فِيهِ (أَخْبَرَنَا) بِـ (حَدَّثَنَا)، وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي إِقَامَةِ أَحَدِهِمَا مَقَامَ الْآخَرِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ سَبَقَ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِمَّنْ لَا يَرَى التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا. وَلَوْ وَجَدْتَ مِنْ ذَلِكَ إِسْنَادًا عَرَفْتَ مِنْ مَذْهَبِ رِجَالِهِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا فَإِقَامَتُكَ أَحَدَهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ مِنْ بَابِ تَجْوِيزِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، وَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ فَالَّذِي نَرَاهُ الِامْتِنَاعَ مِنْ إِجْرَاءِ مِثْلِهِ فِي إِبْدَالِ مَا وُضِعَ فِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ، وَالْمَجَامِعِ الْمَجْمُوعَةِ، عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَمَا ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ فِي " كِفَايَتِه " مِنْ إِجْرَاءِ ذَلِكَ الْخِلَافِ فِي هَذَا، فَمَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى مَا يَسْمَعُهُ الطَّالِبُ مِنْ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ، غَيْرُ مَوْضُوعٍ فِي كِتَابٍ مُؤَلَّفٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

চতুর্থ: আবূ আব্দুল্লাহ আহমদ ইবন হাম্বল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: শায়খের "হাদ্দাসানা (তিনি আমাদের বর্ণনা করেছেন), হাদ্দাসানী (তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন), সামি'তু (আমি শুনেছি), এবং আখবারানা (তিনি আমাদের

অবহিত করেছেন)"—এই উক্তিগুলোর শব্দগুচ্ছ অনুসরণ করো, এবং তা থেকে বিচ্যুত হয়ো না।

আমি বলি: আপনার পূর্ববর্তীদের বর্ণিত যেসব বর্ণনা সংকলিত গ্রন্থাবলীতে আপনি পান, সেগুলোতে গ্রন্থের মধ্যে 'আখবারানা' (তিনি আমাদের অবহিত করেছেন) যা বলা হয়েছে তা 'হাদ্দাসানা' (তিনি আমাদের বর্ণনা করেছেন) দ্বারা এবং এ জাতীয় অন্য কিছু দ্বারা পরিবর্তন করা আপনার জন্য সমীচীন নয়, যদিও তাদের একটিকে অপরটির স্থানে ব্যবহার করা নিয়ে পূর্বেই মতপার্থক্য ও বিস্তারিত আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। কারণ, যিনি সে কথা (মূল শব্দগুচ্ছ) বলেছেন, তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন যারা উভয়ের মধ্যে সমতা দেখেন না। আর যদি আপনি এমন কোনো ইসনাদ (বর্ণনার সূত্র) পান যেখান থেকে আপনি তার রাবীদের মাযহাব (মতাদর্শ) অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে সমতা দেখতে পান, তাহলে আপনার একটিকে অপরটির স্থানে ব্যবহার করা হবে 'রিওয়ায়াহ বিল-মা'না' (অর্থের দ্বারা বর্ণনা করার অনুমতি)-এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও এ বিষয়ে একটি সুপরিচিত মতপার্থক্য বিদ্যমান, তবে আমরা যা মনে করি তা হলো, সংকলিত গ্রন্থাবলীতে এবং একত্রিত মজমূয়াগুলোতে যা স্থাপন করা হয়েছে তা পরিবর্তনে এ ধরনের কার্যকারিতা থেকে বিরত থাকা, যেমনটি আমরা উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহু তায়ালা (যদি আল্লাহ চান)।

আর আল-খাতীব আবূ বকর তাঁর "কিফায়াহ" গ্রন্থে এ বিষয়ে যে মতপার্থক্যের প্রয়োগ উল্লেখ করেছেন, তা আমাদের নিকট শিক্ষার্থীর মুহাদ্দিসের (হাদীস বর্ণনাকারী) শব্দ থেকে সরাসরি যা শ্রবণ করা হয় তার উপর প্রযোজ্য, যা কোনো সংকলিত গ্রন্থে স্থান পায়নি। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

الْخَامِسُ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صِحَّةِ سَمَاعِ مَنْ يَنْسَخُ وَقْتَ الْقِرَاءَةِ، فَوَرَدَ عَنِ الْإِمَامِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ، وَأَبِي أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ الْحَافِظِ، وَالْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِينِيِّ الْفَقِيهِ الْأُصُولِيِّ، وَغَيْرِهِمْ نَفْيُ ذَلِكَ.

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الصِّبْغِيِّ، أَحَدِ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيِّينَ بِخُرَاسَانَ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ يَكْتُبُ فِي السَّمَاعِ؟ فَقَالَ: يَقُولُ: " حَضَرْتُ "، وَلَا يَقُلْ: " حَدَّثَنَا، وَلَا أَخْبَرَنَا ".

وَوَرَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ الْحَمَّالِ تَجْوِيزُ ذَلِكَ. وَعَنْ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ قَالَ: " كَتَبْتُ عِنْدَ عَارِمٍ وَهُوَ يَقْرَأُ، وَكَتَبْتُ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ، وَهُوَ يَقْرَأُ ". وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: أَنَّهُ قُرِئَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَنْسَخُ شَيْئًا آخَرَ غَيْرَ مَا يُقْرَأُ.

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ النَّسْخِ مِنَ السَّامِعِ، وَالنَّسْخِ مِنَ الْمُسْمِعِ.

قُلْتُ: وَخَيْرٌ مِنْ هَذَا الْإِطْلَاقِ التَّفْصِيلُ. فَنَقُولُ: لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ إِذَا كَانَ النَّسْخُ بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ مَعَهُ فَهْمُ النَّاسِخِ لِمَا يُقْرَأُ، حَتَّى يَكُونَ الْوَاصِلُ إِلَى سَمْعِهِ كَأَنَّهُ صَوْتٌ غُفْلٌ.

وَيَصِحُّ إِذَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يَمْتَنِعُ مَعَهُ الْفَهْمُ.

كَمِثْلِ مَا رُوِّينَاهُ عَنِ الْحَافِظِ الْعَالِمِ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ): أَنَّهُ حَضَرَ

পঞ্চম: জ্ঞানীরা সে ব্যক্তির ‘সানা’ (শ্রবণ) এর বৈধতা নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন যে ব্যক্তি পাঠকালে অনুলিপি করে, সুতরাং ইমাম ইব্রাহিম আল-হারবি, হাফিজ আবু আহমদ ইবনে আদি, উস্তাদ আবু ইসহাক আল-ইসফারায়িনী (ফকিহ ও উসূলি) এবং অন্যান্যদের থেকে এর বিরোধিতা বর্ণিত হয়েছে।

আর আমরা আবু বকর আহমদ ইবনে ইসহাক আস-সিবগি থেকে বর্ণনা করেছি, যিনি খোরাসানের শাফিঈ মাযহাবের অন্যতম ইমাম ছিলেন, যে তাকে সে ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ‘সানা’ (শ্রবণ) কালে লেখে, তখন তিনি বললেন: সে বলবে "আমি উপস্থিত ছিলাম", কিন্তু "আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন" বা "আমাদেরকে জানিয়েছেন" বলবে না।

আর মূসা ইবনে হারুন আল-হাম্মালের থেকে এর বৈধতা বর্ণিত হয়েছে। এবং আবু হাতেম আর-রাজি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "আমি আরিম-এর কাছে লিখেছি যখন তিনি পাঠ করছিলেন, এবং আমি আমর ইবনে মারজুকের কাছে লিখেছি যখন তিনি পাঠ করছিলেন।"

এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক থেকে বর্ণিত যে, তার সামনে পাঠ করা হয়েছিল, যখন তিনি পাঠকৃত বিষয় ভিন্ন অন্য কিছু অনুলিপি করছিলেন।

এবং শ্রোতার পক্ষ থেকে অনুলিপি করা এবং শোনানকারীর পক্ষ থেকে অনুলিপি করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

আমি বলি: এই সাধারণীকরণের চেয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা উত্তম। সুতরাং আমরা বলি: যদি অনুলিপি এমন হয় যে, এর কারণে অনুলিপিকারীর পক্ষে পঠিত বিষয় বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে 'সানা' (শ্রবণ) সহীহ হবে না, এমনকি তার কানে যা পৌঁছায় তা যেন একটি অনর্থক শব্দ মাত্র।

আর যদি অনুলিপি এমন হয় যে, এর সাথে বোধগম্যতা অসম্ভব না হয়, তবে তা সহীহ হবে। যেমনটি আমরা হাফিজ আল-আলিম আবুল হাসান আদ-দারা কুতনি থেকে বর্ণনা করেছি: যে তিনি উপস্থিত ছিলেন

فِي حَدَاثَتِهِ مَجْلِسَ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارِ، فَجَلَسَ يَنْسَخُ جُزْءًا كَانَ مَعَهُ، وَإِسْمَاعِيلُ يُمْلِي، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ: لَا يَصِحُّ سَمَاعُكَ، وَأَنْتَ تَنْسَخُ، فَقَالَ: فَهْمِي لِلْإِمْلَاءِ خِلَافُ فَهْمِكَ، ثُمَّ قَالَ: تَحْفَظُ كَمْ أَمْلَى الشَّيْخُ مِنْ حَدِيثٍ إِلَى الْآنَ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَمْلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، فَعُدَّتِ الْأَحَادِيثُ فَوُجِدَتْ كَمَا قَالَ. ثُمَّ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مِنْهَا عَنْ فُلَانٍ، عَنْ فُلَانٍ، وَمَتْنُهُ كَذَا. وَالْحَدِيثُ الثَّانِي، عَنْ فُلَانٍ، عَنْ فُلَانٍ، وَمَتْنُهُ كَذَا، وَلَمْ يَزَلْ يَذْكُرُ أَسَانِيدَ الْأَحَادِيثِ، وَمُتُونَهَا عَلَى تَرْتِيبِهَا فِي الْإِمْلَاءِ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهَا، فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

السَّادِسُ: مَا ذَكَرْنَاهُ فِي النَّسْخِ مِنَ التَّفْصِيلِ يَجْرِي مِثْلُهُ فِيمَا إِذَا كَانَ الشَّيْخُ، أَوِ السَّامِعُ يَتَحَدَّثُ، أَوْ كَانَ الْقَارِئُ خَفِيفَ الْقِرَاءَةِ يُفْرِطُ فِي الْإِسْرَاعِ. أَوْ كَانَ يُهَيْنِمُ بِحَيْثُ يُخْفِي بَعْضَ الْكَلِمِ، أَوْ كَانَ السَّامِعُ بَعِيدًا عَنِ الْقَارِئِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُعْفَى فِي كُلِّ ذَلِكَ عَنِ الْقَدْرِ الْيَسِيرِ نَحْوِ الْكَلِمَةِ وَالْكَلِمَتَيْنِ.

وَيُسْتَحَبُّ لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيزَ لِجَمِيعِ السَّامِعِينَ رِوَايَةَ جَمِيعِ الْجُزْءِ، أَوِ الْكِتَابِ الَّذِي سَمِعُوهُ، وَإِنْ جَرَى عَلَى كُلِّهِ اسْمُ السَّمَاعِ.

وَإِذَا بَذَلَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ خَطَّهُ بِذَلِكَ كَتَبَ لَهُ: سَمِعَ مِنِّي هَذَا

তাঁর তারুণ্যে ইসমাঈল আস-সাফফারের মজলিসে (উপস্থিত হয়েছিলেন), তখন তিনি তাঁর সাথে থাকা একটি জুয প্রতিলিপি করছিলেন, আর ইসমাঈল শ্রুতিলিখন করাচ্ছিলেন। উপস্থিতদের কেউ তাকে বললেন: আপনি যখন প্রতিলিপি করছেন, তখন আপনার শ্রুতি (শোনা) সঠিক হবে না। তিনি বললেন: শ্রুতিলিখন (এর মাধ্যমে শোনা) বিষয়ে আমার উপলব্ধি আপনার উপলব্ধির চেয়ে ভিন্ন। এরপর তিনি বললেন: শায়খ এ পর্যন্ত কতটি হাদীস শ্রুতিলিখন করিয়েছেন, তা কি আপনি স্মরণ রেখেছেন? সে বলল: না। তখন দারাকুতনি বললেন: তিনি আঠারোটি হাদীস শ্রুতিলিখন করিয়েছেন। অতঃপর হাদীসগুলো গণনা করা হলো এবং দেখা গেল তা ঠিক তেমনই ছিল যেমন তিনি বলেছিলেন। অতঃপর আবুল হাসান (দারাকুতনি) বললেন: সেগুলোর প্রথম হাদীসটি অমুক থেকে, অমুক থেকে বর্ণিত এবং তার মাতন (মূল পাঠ) এরূপ। আর দ্বিতীয় হাদীসটি অমুক থেকে, অমুক থেকে বর্ণিত এবং তার মাতন এরূপ। তিনি ক্রমাগত হাদীসগুলোর সনদ ও মাতন শ্রুতিলিখন অনুযায়ী তাদের ক্রম অনুসারে উল্লেখ করতে থাকলেন, যতক্ষণ না তিনি সেগুলোর শেষ পর্যন্ত পৌঁছালেন। তখন লোকেরা তার ব্যাপারে বিস্মিত হলো, আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ষষ্ঠ: প্রতিলিপি (নসখ) বিষয়ে আমরা যে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছি, তার অনুরূপ প্রযোজ্য হবে যখন শায়খ অথবা শ্রোতা কথা বলতে থাকে, অথবা পাঠক দ্রুত পাঠ করে (এবং) অতি দ্রুততার কারণে কিছু অংশ বাদ পড়ে যায়, অথবা সে গুনগুন করে এমনভাবে যে কিছু শব্দ গোপন হয়ে যায়, অথবা শ্রোতা পাঠকের থেকে দূরে থাকে, এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে।

অতঃপর স্পষ্ট যে, এসব ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ, যেমন এক বা দুটি শব্দ, ক্ষমাযোগ্য।

শায়খের জন্য এটি মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) যে, তিনি সকল শ্রোতাকে তারা যে সম্পূর্ণ জুয বা কিতাব শুনেছে তা বর্ণনা করার ইজাযত (অনুমতি) দেবেন, যদিও পুরোটার উপর 'সামা' (শ্রুতি) নামটি প্রযোজ্য হয়।

আর যখন তিনি তাদের মধ্যে কাউকে এর জন্য তার হাতের লেখা (অনুমতিপত্র) প্রদান করেন, তখন তার জন্য লিখবেন: "আমার থেকে এটি শুনেছে..."

الْكِتَابَ، وَأَجَزْتُ لَهُ رِوَايَتَهُ عَنِّي، أَوْ نَحْوَ هَذَا، كَمَا كَانَ بَعْضُ الشُّيُوخِ يَفْعَلُ.

وَفِيمَا نَرْوِيهِ عَنِ الْفَقِيهِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّابٍ الْفَقِيهِ الْأَنْدَلُسِيّ، عَنْ أَبِيهِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا غِنَى فِي السَّمَاعِ عَنِ الْإِجَازَةِ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَغْلَطُ الْقَارِئُ، وَيَغْفَلُ الشَّيْخُ، أَوْ يَغْلَطُ الشَّيْخُ إِنْ كَانَ الْقَارِئَ، وَيَغْفُلُ السَّامِعُ، فَيَنْجَبِرُ لَهُ مَا فَاتَهُ بِالْإِجَازَةِ.

هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ تَحْقِيقٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنهما قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: الشَّيْخُ يُدْغِمُ الْحَرْفَ يُعْرَفُ أَنَّهُ كَذَا وَكَذَا، وَلَا يُفْهَمُ عَنْهُ، تَرَى أَنْ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْهُ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَضِيقَ هَذَا.

وَبَلَغَنَا عَنْ خَلَفِ بْنِ سَالِمٍ الْمُخَرِّمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: " نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ " يُرِيدُ " حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ "، لَكِنِ اقْتَصَرَ مِنْ " حَدَّثَنَا " عَلَى " النُّونِ وَالْأَلِفِ " فَإِذَا قِيلَ لَهُ قُلْ: " حَدَّثَنَا عَمْرٌو "، قَالَ: لَا أَقُولُ ; لِأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ: " حَدَّثَنَا " ثَلَاثَةَ أَحْرُفٍ، وَهِيَ " حَدَّثَ " لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ.

قُلْتُ: قَدْ كَانَ كَثِيرٌ مِنْ أَكَابِرِ الْمُحَدِّثِينَ يَعْظُمُ الْجَمْعُ فِي مَجَالِسِهِمْ

কিতাবটি, এবং তাকে আমার সূত্রে এটি বর্ণনা করার অনুমতি দিলাম, অথবা এ ধরনের কিছু, যেমনটা কিছু শায়খ করে থাকতেন।

এবং যা আমরা ফকীহ আবুল মুহাম্মাদ ইবন আবী আবদুল্লাহ ইবন আত্তাব আল-আন্দালুসীর সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করি—আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করুন—তিনি বলেছেন: শ্রবণের ক্ষেত্রে ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি) থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যায় না; কারণ পাঠক ভুল করতে পারে এবং শায়খ অমনোযোগী হতে পারেন, অথবা শায়খ যদি পাঠক হন তাহলে তিনিই ভুল করতে পারেন এবং শ্রোতা অমনোযোগী হতে পারেন। ফলে ইজাযাহর মাধ্যমে তার যেটুকু ভুল হয়ে গেছে তা পূরণ হয়ে যায়।

আমরা যা উল্লেখ করেছি, এটি একটি উত্তম অনুসন্ধান।

এবং আমরা সালিহ ইবন আহমাদ ইবন হাম্বাল (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে বললাম: শায়খ হরফকে ইদগাম করেন, যদিও জানা যায়

যে এটা এ রকম এ রকম, কিন্তু তাঁর থেকে বোঝা যায় না, আপনি কি মনে করেন যে তাঁর থেকে তা বর্ণনা করা যাবে? তিনি বললেন: আমি আশা করি যে এতে কোনো সমস্যা হবে না।
এবং আমাদের কাছে খলফ ইবন সালিম আল-মুখাররামী থেকে পৌঁছেছে, তিনি বলেন: আমি ইবন উয়াইনাহকে বলতে শুনেছি: "না আমর ইবন দীনার" (তিনি) "হাদ্দাসানা আমর ইবন দীনার" বোঝাতে চাইতেন, কিন্তু "হাদ্দাসানা" থেকে "নুন ও আলিফ"-এর উপর সংক্ষিপ্ত করেছেন। যখন তাঁকে বলা হতো যে: বলুন "হাদ্দাসানা আমর", তিনি বলতেন: আমি বলব না; কারণ আমি তাঁর কথা "হাদ্দাসানা" থেকে তিনটি হরফ, অর্থাৎ "হাদ্দাসা" শুনিনি, ভিড়ের আধিক্যের কারণে।
আমি বলি: অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসদের মজলিসে লোকসমাগম অনেক বেশি হতো

(ص: 148)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

جِدًّا، حَتَّى رُبَّمَا بَلَغَ أُلُوفًا مُؤَلَّفَةً، وَيُبَلِّغُهُمْ عَنْهُمُ الْمُسْتَمْلُونَ، فَيَكْتُبُونَ عَنْهُمْ بِوَاسِطَةِ تَبْلِيغِ الْمُسْتَمْلِينَ، فَأَجَازَ غَيْرُ وَاحِدٍ لَهُمْ رِوَايَةَ ذَلِكَ عَنِ الْمُمْلِي.

رُوِّينَا عَنِ الْأَعْمَشِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَتَتَّسِعُ الْحَلْقَةُ، فَرُبَّمَا يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَلَا يَسْمَعُهُ مَنْ تَنَحَّى عَنْهُ، فَيَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَمَّا قَالَ، ثُمَّ يَرْوُونَهُ، وَمَا سَمِعُوهُ مِنْهُ.

وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ، كَيْفَ قُلْتَ؟ فَقَالَ: اسْتَفْهِمْ مَنْ يَلِيكَ.

وَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: أَنَّ أَبَا مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِيَّ قَالَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ لَا يَسْمَعُونَ، قَالَ أَلَا تَسْمَعُ أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَسْمِعْهُمْ.

وَأَبَى آخَرُونَ ذَلِكَ.

رُوِّينَا عَنْ خَلَفِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَشَرَةَ آلَافٍ، أَوْ نَحْوَهَا، فَكُنْتُ أَسْتَفْهِمُ جَلِيسِي، فَقُلْتُ لِزَائِدَةَ؟ فَقَالَ لِي: لَا تُحَدِّثْ مِنْهَا إِلَّا بِمَا تَحْفَظُ بِقَلْبِكَ، وَسَمِعَ أُذُنُكَ، قَالَ: فَأَلْقَيْتُهَا.

وَعَنْ أَبِي نُعَيْمٍ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنَ الْحَرْفِ الْوَاحِدِ، وَالِاسْمِ مِمَّا سَمِعَهُ مِنْ سُفْيَانَ وَالْأَعْمَشِ، وَاسْتَفْهَمَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ: أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْ أَصْحَابِهِ، لَا يَرَى غَيْرَ ذَلِكَ وَاسِعًا لَهُ.

অত্যন্ত, এমনকি সম্ভবত হাজার হাজারে পৌঁছাত। আর শ্রুতলেখকেরা (মুস্তামিলুন) তাদের (মূল শায়খদের) পক্ষ থেকে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতেন, ফলে তারা শ্রুতলেখকদের পৌঁছানোর মাধ্যমে তাদের থেকে লিখতেন। অতঃপর একাধিক ব্যক্তি মূল বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে তা বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন।

আল-আ'মাশ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আমাদের কাছে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: আমরা ইব্রাহিমের কাছে বসতাম, ফলে মজলিস (শিক্ষার আসর) বিস্তৃত হয়ে যেত। কখনো কখনো তিনি হাদিস বর্ণনা করতেন, কিন্তু যারা দূরে থাকত তারা তা শুনতে পেত না। তখন তাদের কেউ কেউ অন্যদের কাছে জিজ্ঞাসা করত তিনি কী বলেছেন, তারপর তারা তা বর্ণনা করত, যদিও তারা সরাসরি তাঁর কাছ থেকে শোনেনি।

আর হাম্মাদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত যে, একজন ব্যক্তি তাকে একই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। সে বলল: "হে আবু ইসমাইল, আপনি কী বললেন?" তখন তিনি বললেন: "তোমার কাছের ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর।"

আর ইবনে উয়াইনা থেকে বর্ণিত যে, আবু মুসলিম আল-মুস্তামলী তাকে বললেন: "অনেক মানুষ শুনতে পাচ্ছে না।" তিনি (ইবনে উয়াইনা) বললেন: "তুমি কি শুনছ না?" সে বলল: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "তাহলে তুমি তাদের শোনাও।"

আর অন্যরা এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

খালাফ ইবনে তামিম থেকে আমাদের কাছে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: "আমি সুফিয়ান আস-সাওরী থেকে দশ হাজার বা এর কাছাকাছি (হাদিস) শুনেছি। আমি আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করতাম। অতঃপর আমি যায়িদাকে জিজ্ঞাসা করলাম? তিনি আমাকে বললেন: 'সেগুলো থেকে তুমি শুধু তাই বর্ণনা করবে যা তোমার হৃদয় মুখস্থ রেখেছে এবং তোমার কান শুনেছে।' তিনি (খালাফ) বলেন: 'অতএব আমি তা পরিত্যাগ করলাম।'"

আর আবু নুয়াইম থেকে বর্ণিত যে, সুফিয়ান ও আ'মাশ থেকে যা তিনি শুনেছিলেন, তার মধ্য থেকে কোনো একটি অক্ষর বা নাম যা তার থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল এবং যা তিনি তার সঙ্গীদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলেন, সে ক্ষেত্রে তিনি মনে করতেন যে, সেগুলোকে তার সঙ্গীদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করা উচিত। এর বাইরে অন্য কোনো পদ্ধতিকে তিনি তার জন্য প্রশস্ত (গ্রহণযোগ্য) মনে করতেন না।

قُلْتُ: الْأَوَّلُ تَسَاهُلٌ بَعِيدٌ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْدَهْ الْحَافِظِ الْأَصْبَهَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِوَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا فُلَانُ، يَكْفِيكَ مِنَ السَّمَاعِ شَمُّهُ. وَهَذَا إِمَّا مُتَأَوَّلٌ، أَوْ مَتْرُوكٌ عَلَى قَائِلِهِ.

ثُمَّ وَجَدْتُ عَنْ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْحَافِظِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَافِظِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: يَا فُلَانُ، يَكْفِيكَ مِنَ الْحَدِيثِ شَمُّهُ. قَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ: قَالَ لَنَا حَمْزَةُ: يَعْنِي إِذَا سُئِلَ عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ عَرَفَهُ، وَلَيْسَ يَعْنِي التَّسْهِيلَ فِي السَّمَاعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

السَّابِعُ: يَصِحُّ السَّمَاعُ مِمَّنْ هُوَ وَرَاءَ حِجَابٍ، إِذَا عَرَفَ صَوْتَهُ، فِيمَا إِذَا حَدَّثَ بِلَفْظِهِ، وَإِذَا عَرَفَ حُضُورَهُ بِمَسْمَعٍ مِنْهُ فِيمَا إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الِاعْتِمَادُ فِي مَعْرِفَةِ صَوْتِهِ وَحُضُورِهِ عَلَى خَبَرِ مَنْ يُوثَقُ بِهِ. وَقَدْ ... كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَغَيْرِهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ... ، وَيَرْوُونَهُ عَنْهُنَّ اعْتِمَادًا عَلَى الصَّوْتِ. وَاحْتَجَّ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ الْحَافِظُ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ".

وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَدَّثَكَ الْمُحَدِّثُ فَلَمْ تَرَ وَجْهَهُ

আমি বলি: প্রথমটি একটি সুদূর প্রসারী শিথিলতা। আমরা আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মানদাহ আল-হাফিজ আল-আসফাহানী থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি তাঁর একজন সাথীকে বলেছিলেন: "হে

অমুক, তোমার জন্য শ্রবণের ঘ্রাণই যথেষ্ট।" আর এটি হয় ব্যাখ্যামূলক, অথবা এর বক্তার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর আমি আব্দুল গনী ইবনে সাঈদ আল-হাফিজ থেকে, হামযা ইবনে মুহাম্মাদ আল-হাফিজ থেকে তাঁর সনদসহ, আব্দুল রহমান ইবনে মাহদী থেকে পেয়েছি যে তিনি বলেছেন: "হে অমুক, তোমার জন্য হাদীসের ঘ্রাণই যথেষ্ট।" আব্দুল গনী বলেন: হামযা আমাদের বলেছেন: এর অর্থ হলো, যখন তাকে এমন প্রথম কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যা সে জানে। এর অর্থ শ্রবণে শিথিলতা নয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

সপ্তম: যে ব্যক্তি পর্দার আড়ালে থাকে, তার থেকে শ্রবণ শুদ্ধ, যদি তার কণ্ঠস্বর চেনা যায়, সে ক্ষেত্রে যখন সে নিজ শব্দে হাদীস বর্ণনা করে। আর যদি তার উপস্থিতি বোঝা যায় তার কাছ থেকে শোনার মাধ্যমে, সে ক্ষেত্রে যখন তার সামনে পড়া হয় (হাদীস)। আর তার কণ্ঠস্বর ও উপস্থিতি চেনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির খবরের উপর নির্ভর করা জায়েজ হওয়া উচিত। আর তারা ... আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যান্য স্ত্রীগণের থেকে পর্দার আড়াল থেকে শুনতেন ... এবং কণ্ঠস্বরের উপর নির্ভর করে তাদের থেকে তা বর্ণনা করতেন। আর আব্দুল গনী ইবনে সাঈদ আল-হাফিজ এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন: "নিশ্চয়ই বেলাল রাতে আযান দেন, সুতরাং তোমরা খাও ও পান করো যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেন।" আর তিনি তাঁর সনদসহ শু'বা থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: যখন কোনো মুহাদ্দিস তোমাকে হাদীস বর্ণনা করে এবং তুমি তার চেহারা না দেখতে পাও

(ص: 150)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

فَلَا تَرْوِ عَنْهُ، فَلَعَلَّهُ شَيْطَانٌ قَدْ تصَوَّرَ فِي صُورَتِهِ يَقُولُ: " حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّامِنُ: مَنْ سَمِعَ مِنْ شَيْخٍ حَدِيثًا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: لَا تَرْوِهِ عَنِّي، أَوْ: لَا آذَنُ لَكَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِّي، أَوْ قَالَ: لَسْتُ أُخْبِرُكَ بِهِ، أَوْ: رَجَعْتُ عَنْ إِخْبَارِي إِيَّاكَ بِهِ، فَلَا تَرْوِهِ عَنِّي، غَيْرَ

مُسْنِدٍ ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ، أَوْ شَكَّ فِيهِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، بَلْ مَنَعَهُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ مَعَ جَزْمِهِ بِأَنَّهُ حَدِيثُهُ وَرِوَايَتُهُ، فَذَلِكَ غَيْرُ مُبْطِلٍ لِسَمَاعِهِ، وَلَا مَانِعَ لَهُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ.

وَسَأَلَ الْحَافِظُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ عَلِيَّكَ النَّيْسَابُورِيُّ الْأُسْتَاذَ أَبَا إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِينِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، عَنْ مُحَدِّثٍ خَصَّ بِالسَّمَاعِ قَوْمًا، فَجَاءَ غَيْرُهُمْ، وَسَمِعَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ الْمُحَدِّثِ بِهِ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ رِوَايَةُ ذَلِكَ عَنْهُ؟ فَأَجَابَ: بِأَنَّهُ يَجُوزُ، وَلَوْ قَالَ الْمُحَدِّثُ: إِنِّي أُخْبِرُكُمْ، وَلَا أُخْبِرُ فُلَانًا، لَمْ يَضُرَّهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَلَا تَرْوِ عَنْهُ، فَلَعَلَّهُ شَيْطَانٌ قَدْ تَصَوَّرَ فِي صُورَتِهِ يَقُولُ: " حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ।

الثَّامِنُ: যে ব্যক্তি কোনো শায়খের কাছ থেকে একটি হাদিস শুনেছে, অতঃপর শায়খ তাকে বললেন: "এটি আমার সূত্রে বর্ণনা করো না," অথবা "আমার সূত্রে এটি বর্ণনা করার অনুমতি তোমাকে দিচ্ছি না," অথবা বললেন: "আমি তোমাকে এটি জানাচ্ছি না," অথবা "আমি তোমাকে যা জানিয়েছি তা থেকে ফিরে এসেছি, সুতরাং আমার সূত্রে এটি বর্ণনা করো না"—এমনভাবে নয় যে, তিনি তাতে ভুল করেছেন বা সন্দেহ করেছেন, অথবা এর অনুরূপ কোনো কারণে নিষেধ করেছেন; বরং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে এটি তাঁরই হাদিস ও বর্ণনা, তারপরও তাকে তার থেকে এটি বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন—তাহলে এটি তার শ্রুতিকে বাতিল করে না, এবং তাকে তার থেকে বর্ণনা করা থেকেও বিরত রাখে না।

আর হাফিজ আবু সাঈদ ইবনে আলিয়াক আল-নইসাবুরি উস্তাদ আবু ইসহাক আল-ইসফারাইনিকে—আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন—এমন একজন মুহাদ্দিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যিনি কিছু নির্দিষ্ট লোককে হাদিস শোনার জন্য বিশেষভাবে নির্বাচন করেছিলেন, কিন্তু অন্যরা এসে মুহাদ্দিসের অজ্ঞাতে তার কাছ থেকে শুনে ফেলল, তাদের জন্য কি তার থেকে এটি বর্ণনা করা জায়েজ হবে? তিনি জবাব দিলেন: এটি জায়েজ হবে, এমনকি যদি মুহাদ্দিস বলেন: "আমি তোমাদের জানাচ্ছি, কিন্তু অমুককে জানাচ্ছি না," তবুও তাতে তার (শ্রোতার) কোনো ক্ষতি হবে না। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

الْقِسْمُ الثَّالِثُ

مِنْ أَقْسَامِ طُرُقِ نَقْلِ الْحَدِيثِ وَتَحَمُّلِهِ: الْإِجَازَةُ

وَهِيَ مُتَنَوِّعَةٌ أَنْوَاعًا:

أَوَّلُهَا: أَنْ يُجِيزَ لِمُعَيَّنٍ فِي مُعَيَّنٍ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: " أَجَزْتُ لَكَ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ، أَوْ: مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ فَهْرَسَتِي هَذِهِ "، فَهَذَا عَلَى أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْمُنَاوَلَةِ. وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِهَا، وَلَا خَالَفَ فِيهَا أَهْلُ الظَّاهِرِ، وَإِنَّمَا خِلَافُهُمْ فِي غَيْرِ هَذَا النَّوْعِ. وَزَادَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ الْمَالِكِيُّ فَأَطْلَقَ نَفْيَ الْخِلَافِ، وَقَالَ: " لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْإِجَازَةِ مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهَا "، وَادَّعَى الْإِجْمَاعَ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، وَحَكَى الْخِلَافَ فِي الْعَمَلِ بِهَا، (وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

قُلْتُ: هَذَا بَاطِلٌ، فَقَدْ خَالَفَ فِي جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْإِجَازَةِ

الْقِسْمُ الثَّالِثُ

مِنْ أَقْسَامِ طُرُقِ نَقْلِ الْحَدِيثِ وَتَحَمُّلِهِ: الْإِجَازَةُ

এটি বিভিন্ন প্রকারের:

প্রথম প্রকার: একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে অনুমতি দেওয়া, যেমন সে বলে: "আমি তোমাকে অমুক কিতাবের ইজাযাহ দিলাম," অথবা: "আমার এই ফাহরাসা (সূচিপত্র) যা অন্তর্ভুক্ত করেছে (তার জন্য ইজাযাহ দিলাম)।" সুতরাং এটি মুনাওয়ালা (গ্রন্থ হস্তগতকরণ) ব্যতিরেকে কেবল ইজাযাহ প্রদানের প্রকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাদের কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, এর বৈধতা নিয়ে কোনো মতানৈক্য নেই, এমনকি আহলুয জাহিরও এতে দ্বিমত করেননি, বরং তাদের মতানৈক্য এই প্রকার ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে। আর কাযী আবুল ওয়ালিদ আল-বাজি আল-মালিকী আরও যোগ করে মতানৈক্য না থাকার কথা নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করেছেন, এবং বলেছেন: "ইজাযাহ দ্বারা বর্ণনা (রিওয়ায়াত) করার বৈধতা নিয়ে এই উম্মাহর সালাফ (পূর্ববর্তী) ও খালাফ (পরবর্তী) কারো থেকে কোনো মতানৈক্য নেই।" এবং কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছাড়াই ইজমার দাবি করেছেন, কিন্তু ইজাযাহ অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে মতানৈক্যের কথা বর্ণনা করেছেন। (আল্লাহই সর্বজ্ঞ)।

আমি বলি: এটি বাতিল, কেননা ইজাযাহ দ্বারা রিওয়ায়াত করার বৈধতা নিয়ে তো দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে

جَمَاعَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَالْفُقَهَاءِ، وَالْأُصُولِيِّينَ، وَذَلِكَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه. رُوِيَ عَنْ صَاحِبِهِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: " كَانَ الشَّافِعِيُّ لَا يَرَى الْإِجَازَةَ فِي الْحَدِيثِ. قَالَ الرَّبِيعُ: أَنَا أُخَالِفُ الشَّافِعِيَّ فِي هَذَا.

وَقَدْ قَالَ بِإِبْطَالِهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيِّينَ، مِنْهُمُ الْقَاضِيَانِ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَرُّوذِيُّ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ، وَبِهِ قَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي كِتَابِهِ (الْحَاوِي)، وَعَزَاهُ إِلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَا جَمِيعًا: " لَوْ جَازَتِ الْإِجَازَةُ لَبَطَلَتِ الرِّحْلَةُ ". وَرُوِيَ أَيْضًا هَذَا الْكَلَامُ عَنْ شُعْبَةَ، وَغَيْرِهِ.

وَمِمَّنْ أَبْطَلَهَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْإِمَامُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ الْمُلَقَّبُ بِأَبِي الشَّيْخِ، وَالْحَافِظُ أَبُو نَصْرٍ الْوَائِلِيُّ السِّجْزِيُّ.

وَحَكَى أَبُو نَصْرٍ فَسَادَهَا عَنْ بَعْضِ مَنْ لَقِيَهُ. قَالَ أَبُو نَصْرٍ: وَسَمِعْتُ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: قَوْلُ الْمُحَدِّثِ: قَدْ أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي تَقْدِيرُهُ: أَجَزْتُ لَكَ مَا لَا يَجُوزُ فِي الشَّرْعِ ; لِأَنَّ الشَّرْعَ لَا يُبِيحُ رِوَايَةَ مَا لَمْ يُسْمَعْ.

قُلْتُ: وَيُشْبِهُ هَذَا مَا حَكَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْخُجَنْدِيُّ أَحَدُ مَنْ أَبْطَلَ الْإِجَازَةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، عَنْ أَبِي طَاهِرٍ الدَّبَّاسِ أَحَدِ أَئِمَّةِ

হাদীসবিদ, ফুকাহা (আইনজ্ঞ) এবং উসূলবিদদের (উসূলুল ফিকহের পন্ডিত) একটি দল (এই মত পোষণ করেন), এবং এটি ইমাম শাফেঈ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত দুটি মতের একটি। তাঁর ছাত্র রবী' ইবনে সুলায়মান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "ইমাম শাফেঈ হাদীসের ক্ষেত্রে ইজাযা অনুমোদন করতেন না।" রবী' বলেছেন: "আমি এক্ষেত্রে ইমাম শাফেঈর সাথে ভিন্নমত পোষণ করি।"

শাফেঈ মাযহাবের একটি দলও এটিকে বাতিল (অগ্রহণযোগ্য) বলেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দুই কাযী: হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ আল-মারওয়াররুযী এবং আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী। আল-মাওয়ার্দী তাঁর 'আল-হাবী' নামক গ্রন্থে এটি চূড়ান্তভাবে উল্লেখ করেছেন এবং এটিকে ইমাম শাফেঈর মাযহাবের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। তাঁরা উভয়েই বলেছেন: "যদি

ইজাযা জায়েয হতো, তাহলে (জ্ঞানার্জনের জন্য) সফর বাতিল হয়ে যেতো।" শু'বা এবং অন্যান্যদের থেকেও এই উক্তিটি বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসবিদদের মধ্যে যারা ইজাযাকে বাতিল বলেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম ইব্রাহীম ইবনে ইসহাক আল-হারবী, আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইসফাহানী যিনি আবূ আশ-শাইখ নামে পরিচিত, এবং হাফিয আবূ নাসর আল-ওয়াইলী আস-সিজযী। আবূ নাসর তাঁর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত কিছু ব্যক্তি থেকে এর ত্রুটি (ফাসাদ) বর্ণনা করেছেন। আবূ নাসর বলেছেন: "আমি অনেক আলিমকে বলতে শুনেছি যে, একজন মুহাদ্দিসের উক্তি: 'আমি তোমাকে আমার থেকে বর্ণনা করার ইজাযা (অনুমতি) দিলাম' এর অর্থ হলো: 'আমি তোমাকে এমন কিছুর ইজাযা দিলাম যা শরীয়তে জায়েয নয়'; কারণ শরীয়ত এমন কিছু বর্ণনা করার অনুমতি দেয় না যা শোনা হয়নি।"

আমি (লেখক) বলি: এটি আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে সাবিত আল-খুজান্দী যা আবূ তাহির আদ-দাব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন তার অনুরূপ, যিনি শাফেঈ মাযহাবের যারা ইজাযাকে বাতিল করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম, এবং আবূ তাহির ছিলেন ইমামদের মধ্যে একজন

(ص: 153)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: " أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا لَمْ تَسْمَعْ "، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: " أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَكْذِبَ عَلَيَّ ".

ثُمَّ إِنَّ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَقَالَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَغَيْرِهِمْ: الْقَوْلُ بِتَجْوِيزِ الْإِجَازَةِ، وَإِبَاحَةِ الرِّوَايَةِ بِهَا.

وَفِي الِاحْتِجَاجِ لِذَلِكَ غُمُوضٌ، وَيَتَّجِهُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا أَجَازَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ مَرْوِيَّاتِهِ، وَقَدْ أَخْبَرَهُ بِهَا جُمْلَةً، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ تَفْصِيلًا، وَإِخْبَارُهُ بِهَا غَيْرُ مُتَوَقِّفٍ عَلَى التَّصْرِيحِ نُطْقًا كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ كَمَا سَبَقَ، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ حُصُولُ الْإِفْهَامِ، وَالْفَهْمِ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْإِجَازَةِ الْمُفْهِمَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

হানাফীগণ বলেছেন: যে ব্যক্তি অন্যকে বলে, "আমি তোমাকে আমার থেকে এমন কিছু বর্ণনা করার অনুমতি দিলাম যা তুমি শোনোনি", তবে সে যেন বলছে, "আমি তোমাকে আমার উপর মিথ্যা বলার অনুমতি দিলাম।"

অতঃপর, যে বিষয়ের উপর কর্মপদ্ধতি স্থির হয়েছে এবং হাদীসশাস্ত্রবিদ ও অন্যান্যদের মধ্য থেকে অধিকাংশ আলেম যে মত দিয়েছেন, তা হলো ইজাজাতের বৈধতা এবং এর মাধ্যমে বর্ণনা করার অনুমতি।

এর স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনে অস্পষ্টতা রয়েছে, তবে এমন বলা যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে: যদি সে তাকে তার বর্ণিত বিষয়াদি বর্ণনা করার অনুমতি দেয়, এবং সামগ্রিকভাবে তাকে তা জানিয়ে থাকে, তবে তা এমন যেন তাকে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছে। এবং এর দ্বারা অবহিত করা শায়খের কাছে পাঠ করার মতো স্পষ্ট মৌখিক ঘোষণার উপর নির্ভরশীল নয়, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বরং উদ্দেশ্য হলো বুঝিয়ে দেওয়া এবং বুঝে নেওয়া, এবং তা বোধগম্য ইজাজাতের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

(ص: 154)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

ثُمَّ إِنَّهُ كَمَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِالْإِجَازَةِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْمَرْوِيِّ بِهَا، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَمَنْ تَابَعَهُمْ: إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، وَإِنَّهُ جَارٍ مَجْرَى الْمُرْسَلِ. وَهَذَا بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْإِجَازَةِ مَا يَقْدَحُ فِي اتِّصَالِ الْمَنْقُولِ بِهَا، وَفِي الثِّقَةِ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الثَّانِي: مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ: أَنْ يُجِيزَ لِمُعَيَّنٍ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: " أَجَزْتُ لَكَ، أَوْ لَكُمْ جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِي، أَوْ جَمِيعَ مَرْوِيَّاتِي " وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فَالْخِلَافُ فِي هَذَا النَّوْعِ أَقْوَى وَأَكْثَرُ، وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ، وَغَيْرِهِمْ عَلَى تَجْوِيزِ الرِّوَايَةِ بِهَا أَيْضًا، وَعَلَى إِيجَابِ الْعَمَلِ بِمَا رُوِيَ بِهَا بِشَرْطِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ: أَنْ يُجِيزَ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ بِوَصْفِ الْعُمُومِ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: " أَجَزْتُ لِلْمُسْلِمِينَ، أَوْ أَجَزْتُ لِكُلِّ أَحَدٍ، أَوْ أَجَزْتُ لِمَنْ أَدْرَكَ زَمَانِي "، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا نَوْعٌ تَكَلَّمَ فِيهِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِمَّنْ جَوَّزَ أَصْلَ الْإِجَازَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ.
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُقَيَّدًا بِوَصْفٍ حَاصِرٍ أَوْ نَحْوِهِ، فَهُوَ إِلَى الْجَوَازِ أَقْرَبُ.

এরপর, ইজাযাহ দ্বারা বর্ণনা করা যেমন বৈধ, তেমনি ইজাযাহর মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়ের উপর আমল করা ওয়াজিব। এটি যাহিরী মতাবলম্বী এবং তাদের অনুসারীদের মতের বিপরীত। তারা বলেন যে, এর উপর আমল করা ওয়াজিব নয়, বরং এটি মুরসাল হাদীসের সমতুল্য। এই মত বাতিল, কারণ ইজাযাহর মধ্যে এমন কিছু নেই যা এর মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়ের ধারাবাহিকতা বা এর নির্ভরযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ন করে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ইজাযাহর প্রকারভেদসমূহের দ্বিতীয় প্রকার: যখন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ইজাযাহ দেওয়া হয়, যেমন সে (শাইখ) বলে: "আমি তোমাকে/তোমাদেরকে আমার সকল শ্রুত বিষয় (হাদীস) বর্ণনা করার ইজাযাহ দিলাম," অথবা "আমার সকল বর্ণিত বিষয় (হাদীস) বর্ণনা করার ইজাযাহ দিলাম," এবং এর অনুরূপ কিছু। এই প্রকারের মধ্যে মতানৈক্য আরও তীব্র ও ব্যাপক। মুহাদ্দিস, ফকীহ ও অন্যান্যদের মধ্য থেকে অধিকাংশ উলামা এই প্রকারের মাধ্যমেও বর্ণনা করাকে বৈধ মনে করেন এবং শর্ত সাপেক্ষে এর দ্বারা বর্ণিত বিষয়ের উপর আমল করাকে ওয়াজিব মনে করেন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ইজাযাহর প্রকারভেদসমূহের তৃতীয় প্রকার: যখন কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ব্যাপকতার গুণবাচকতার মাধ্যমে ইজাযাহ দেওয়া হয়, যেমন সে বলে: "আমি মুসলমানদেরকে ইজাযাহ দিলাম," অথবা "আমি প্রত্যেককে ইজাযাহ দিলাম," অথবা "আমি তাদের ইজাযাহ দিলাম যারা আমার সময়কে পেয়েছে (আমার সময়কাল প্রত্যক্ষ করেছে)," এবং এর অনুরূপ কিছু। এই প্রকার নিয়ে পরবর্তী (মুতাআখখিরুন) উলামা, যারা ইজাযাহর মূলনীতিকে বৈধ মনে করেন, আলোচনা করেছেন এবং এর বৈধতা নিয়ে মতানৈক্য করেছেন।

যদি এটি (এই ইজাযাহ) কোনো সীমাবদ্ধকারী গুণবাচকতার দ্বারা বা অনুরূপ কিছুর দ্বারা শর্তযুক্ত হয়, তবে এটি বৈধতার অধিকতর নিকটবর্তী।

وَمِمَّنْ جَوَّزَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ.

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْدَهْ الْحَافِظِ أَنَّهُ قَالَ: " أَجَزْتُ لِمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ".

وَجَوَّزَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ الْمُحَقِّقِينَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ الْخَطِيبُ الْإِجَازَةَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مَوْجُودًا عِنْدَ الْإِجَازَةِ. وَأَجَازَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ سَعِيدٍ أَحَدُ الْجِلَّةِ مِنْ شُيُوخِ الْأَنْدَلُسِ لِكُلِّ مَنْ دَخَلَ قُرْطُبَةَ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ. وَوَافَقَهُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَتَّابٍ رضي الله عنهم. وَأَنْبَأَنِي مَنْ سَأَلَ الْحَازِمِيَّ أَبَا بَكْرٍ، عَنِ الْإِجَازَةِ الْعَامَّةِ هَذِهِ، فَكَانَ مِنْ جَوَابِهِ: أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنَ الْحُفَّاظِ - نَحْوَ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَافِظِ وَغَيْرِهِ - كَانُوا يَمِيلُونَ إِلَى الْجَوَازِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قُلْتُ: وَلَمْ نَرَ، وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْإِجَازَةَ فَرَوَى بِهَا، وَلَا عَنِ الشِّرْذِمَةِ الْمُسْتَأْخِرَةِ الَّذِينَ سَوَّغُوهَا، وَالْإِجَازَةُ فِي أَصْلِهَا ضَعْفٌ، وَتَزْدَادُ بِهَذَا التَّوَسُّعِ، وَالِاسْتِرْسَالِ ضَعْفًا كَثِيرًا لَا يَنْبَغِي احْتِمَالُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

আর যারা এসবের অনুমতি দিয়েছেন, তাদের মধ্যে আবু বকর আল-খাতীব আল-হাফিয অন্যতম।

আর আমরা আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মানদাহ আল-হাফিয থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: "আমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠকারীকে অনুমতি (ইজাযাহ) প্রদান করেছি।" এবং ক্বাযী আবু তাইয়্যিব আত-ত্বাবারী, যিনি মুহাক্বিক্ব ফুক্বাহাদের (গবেষক ফকীহদের) অন্যতম, আল-খাতীব তাঁর থেকে যা বর্ণনা করেছেন তদনুসারে সকল মুসলিমের জন্য ইজাযাহকে বৈধ বলেছেন, তাদের মধ্যে যারা ইজাযাহ প্রদানের সময় উপস্থিত ছিল। আর আন্দালুসের অন্যতম মহান শায়খ আবু মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ কর্ডোভাতে প্রবেশকারী ইলমের (জ্ঞানের) সকল তালেবুল ইলমের (ছাত্রের) জন্য ইজাযাহ দিয়েছেন। এবং তাদের মধ্যে আবু আব্দুল্লাহ ইবনে আত্তাব رضي الله عنهم (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) এর বৈধতার ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত হয়েছেন। আর আমাকে অবহিত করেছেন সেই ব্যক্তি, যে আল-হাযিমী আবু বকরকে এই সাধারণ ইজাযাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল, তখন তাঁর জবাব ছিল: তাঁর সময়ে তিনি যাদেরকে হাফিযদের মধ্য থেকে পেয়েছিলেন—যেমন আবু আল-আলা আল-হাফিয ও অন্যান্যরা—তারা বৈধতার দিকে ঝুঁকেছিলেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আমি বলি: আমরা এমন কাউকে দেখিনি বা শুনিনি যাদেরকে অনুসরণ করা হয় যে, তারা এই ইজাযাহ ব্যবহার করে বর্ণনা করেছেন, এমনকি যারা এর অনুমতি দিয়েছেন সেই পরবর্তী দল থেকেও নয়। আর ইজাযাহ তার মূলে দুর্বল, এবং এই সম্প্রসারণ ও শিথিলতার কারণে এর দুর্বলতা আরও অনেক বৃদ্ধি পায়, যা বরদাস্ত করা উচিত নয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

النَّوْعُ الرَّابِعُ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ: الْإِجَازَةُ لِلْمَجْهُولِ، أَوْ بِالْمَجْهُولِ، وَيَتَشَبَّثُ بِذَيْلِهَا الْإِجَازَةُ الْمُعَلَّقَةُ بِالشَّرْطِ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: " أَجَزْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيِّ "، وَفِي وَقْتِهِ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مُشْتَرِكُونَ فِي هَذَا الِاسْمِ، وَالنَّسَبِ، ثُمَّ لَا يُعَيِّنُ الْمُجَازَ لَهُ مِنْهُمْ. أَوْ يَقُولُ: " أَجَزْتُ لِفُلَانٍ أَنْ يَرْوِيَ عَنِّي كِتَابَ السُّنَنِ " وَهُوَ يَرْوِي جَمَاعَةٌ مِنْ كُتُبِ السُّنَنِ الْمَعْرُوفَةِ بِذَلِكَ، ثُمَّ لَا يُعَيِّنُ.

فَهَذِهِ إِجَازَةٌ فَاسِدَةٌ لَا فَائِدَةَ لَهَا.

وَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا إِذَا أَجَازَ لِجَمَاعَةٍ مُسَمَّيْنَ، مُعَيَّنِينَ بِأَنْسَابِهِمْ، وَالْمُجِيزُ جَاهِلٌ بِأَعْيَانِهِمْ غَيْرُ عَارِفٍ بِهِمْ، فَهَذَا غَيْرُ قَادِحٍ، كَمَا لَا يَقْدَحُ عَدَمُ مَعْرِفَتِهِ بِهِ إِذَا حَضَرَ شَخْصُهُ فِي السَّمَاعِ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَإِنْ أَجَازَ لِلْمُسَمَّيْنَ الْمُنْتَسِبِينَ فِي الِاسْتِجَازَةِ، وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ، وَلَا بِأَنْسَابِهِمْ، وَلَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ، وَلَمْ يَتَصَفَّحْ أَسْمَاءَهُمْ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ ذَلِكَ أَيْضًا كَمَا يَصِحُّ سَمَاعُ مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَهُ لِلسَّمَاعِ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُمْ أَصْلًا وَلَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ، وَلَا تَصَفَّحَ أَشْخَاصَهُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا.

وَإِذَا قَالَ: " أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ فُلَانٌ "، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَهَذَا فِيهِ جَهَالَةٌ، وَتَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَبِذَلِكَ أَفْتَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ الشَّافِعِيُّ، إِذْ سَأَلَهُ

الْخَطِيبُ الْحَافِظُ عَنْ ذَلِكَ، وَعَلَّلَ بِأَنَّهُ إِجَازَةٌ لِمَجْهُولٍ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ: " أَجَزْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ " مِنْ غَيْرِ

ইজাযাহ-এর প্রকারভেদের চতুর্থ প্রকার: অজ্ঞাত ব্যক্তির জন্য ইজাযাহ, অথবা অজ্ঞাত বস্তুর সাথে ইজাযাহ। এর সাথে শর্তসাপেক্ষ ইজাযাহও জড়িত। যেমন কেউ যদি বলে: "আমি মুহাম্মদ ইবনু খালিদ আদ-দিমাশকিকে ইজাযাহ দিলাম," অথচ তার সময়ে এই নাম ও বংশের বেশ কয়েকজন লোক বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সে তাদের মধ্যে যাকে ইজাযাহ দেওয়া হয়েছে, তাকে সুনির্দিষ্ট করেনি। অথবা সে বলে: "আমি অমুককে আমার থেকে সুনান গ্রন্থটি রিওয়ায়াত করার ইজাযাহ দিলাম," অথচ সে একাধিক সুনান গ্রন্থ রিওয়ায়াত করে যা এই নামে পরিচিত, কিন্তু সে সুনির্দিষ্ট করেনি।

সুতরাং এটি একটি ফাসিদ (অবৈধ) ইজাযাহ, যার কোনো উপকারিতা নেই।

কিন্তু যদি সে এমন একদল সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ইজাযাহ দেয় যাদের বংশপরিচয় দ্বারা তাদের চিহ্নিত করা যায়, অথচ মুজিয (ইজাযাহ দানকারী) তাদের স্বকীয়তা সম্পর্কে অজ্ঞ বা তাদের চেনে না, তবে এটি ক্ষতিকর নয়। যেমন সে যদি কোনো ব্যক্তিকে তার কাছ থেকে শ্রবণ করার মজলিসে উপস্থিত দেখেও তাকে না চিনলে কোনো ক্ষতি হয় না। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আর যদি সে ইজাযাহ প্রার্থনায় উল্লিখিত নাম ও বংশের লোকদের ইজাযাহ দেয়, অথচ তাদের স্বকীয়তা বা বংশপরিচয় সম্পর্কে সে জানে না, তাদের সংখ্যাও জানে না, এবং তাদের নামগুলো এক এক করে দেখেওনি, তাহলে এটিও সহীহ (বৈধ) হওয়া উচিত, যেমন তার মজলিসে যারা শ্রবণ করার জন্য উপস্থিত হয় তাদের শ্রবণ সহীহ হয়, যদিও সে তাদের আদৌ না চেনে, তাদের সংখ্যাও না জানে এবং তাদের ব্যক্তিবিশেষকে এক এক করে না দেখে।

আর যদি সে বলে: "অমুক যাকে ইচ্ছা করে তাকে আমি ইজাযাহ দিলাম," অথবা এ ধরনের কিছু, তাহলে এতে অজানা অবস্থা (জাহালত) এবং শর্তসাপেক্ষতা (তা'লীক বিল-শার্ত) রয়েছে। সুতরাং সুস্পষ্ট যে, এটি সহীহ নয়। এবং কাজী আবুত তাইয়িব আত-তাবারি আশ-শাফি'ঈ এই মর্মে ফতওয়া দিয়েছেন, যখন খতিব আল-হাফিজ তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এবং তিনি কারণ দেখিয়েছিলেন যে, এটি অজানা ব্যক্তির জন্য ইজাযাহ, সুতরাং এটি তার এই কথার মতোই: "আমি কিছু লোককে ইজাযাহ দিলাম" কোনো সুনির্দিষ্টতা ছাড়া।

تَعْيِينٍ. وَقَدْ يُعَلِّلُ ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا فِيهَا مِنَ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ، فَإِنَّ مَا يَفْسُدُ بِالْجَهَالَةِ يَفْسُدُ بِالتَّعْلِيقِ، عَلَى مَا عُرِفَ عِنْدَ قَوْمٍ.

وَحَكَى الْخَطِيبُ، عَنْ أَبِي يَعْلَى بْنِ الْفَرَّاءِ الْحَنْبَلِيِّ، وَأَبِي الْفَضْلِ بْنِ عُمْرُوسٍ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُمَا أَجَازَا ذَلِكَ، وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ كَانُوا مَشَايِخَ مَذَاهِبِهِمْ بِبَغْدَادَ إِذْ ذَاكَ.

وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ تَرْتَفِعُ فِي ثَانِي الْحَالِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَشِيئَةِ، بِخِلَافِ الْجَهَالَةِ الْوَاقِعَةِ فِيمَا إِذَا أَجَازَ لِبَعْضِ النَّاسِ. وَإِذَا قَالَ: (أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ) فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ (أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ فُلَانٌ) بَلْ هَذِهِ أَكْثَرُ جَهَالَةً، وَانْتِشَارًا، مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بِمَشِيئَةِ مَنْ لَا يُحْصَرُ عَدَدُهُمْ بِخِلَافِ تِلْكَ. ثُمَّ هَذَا فِيمَا إِذَا أَجَازَ لِمَنْ شَاءَ الْإِجَازَةَ مِنْهُ لَهُ.

فَإِنْ أَجَازَ لِمَنْ شَاءَ الرِّوَايَةَ عَنْهُ فَهَذَا أَوْلَى بِالْجَوَازِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ مُقْتَضَى كُلِّ إِجَازَةٍ تَفْوِيضُ الرِّوَايَةِ بِهَا إِلَى مَشِيئَةِ الْمُجَازِ لَهُ، فَكَانَ هَذَا - مَعَ كَوْنِهِ بِصِيغَةِ التَّعْلِيقِ - تَصْرِيحًا بِمَا يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاقُ وَحِكَايَةً لِلْحَالِ، لَا تَعْلِيقًا فِي الْحَقِيقَةِ. وَلِهَذَا أَجَازَ بَعْضُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيِّينَ فِي الْبَيْعِ أَنْ يَقُولَ: (بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا إِنْ شِئْتَ)، فَيَقُولُ: (قَبِلْتُ).

وَوُجِدَ بِخَطِّ أَبِي الْفَتْحِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَزْدِيِّ الْمَوْصِلِيِّ الْحَافِظِ:

নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে। এবং এর কারণ হিসেবে শর্তের সাথে এর সংযুক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে; কারণ যা অজ্ঞতার কারণে বাতিল হয়, তা শর্তারোপের কারণেও বাতিল হয়, যেমনটি কিছু সম্প্রদায়ের নিকট পরিচিত।

এবং খতীব বর্ণনা করেছেন আবু ইয়ালা ইবনুল ফাররা আল-হাম্বালী ও আবুল ফাদল ইবনে আমরুস আল-মালিকী থেকে যে, তারা উভয়েই এটিকে বৈধ বলেছেন। আর এই তিনজন তখন বাগদাদে তাদের মাযহাবসমূহের শাইখ (প্রধান) ছিলেন।

এবং এই অজ্ঞতা দ্বিতীয় অবস্থায় অভিপ্রায় বিদ্যমান হলে দূর হয়ে যায়; এর ব্যতিক্রম সেই অজ্ঞতা, যা ঘটে যখন সে কিছু নির্দিষ্ট লোকের জন্য ইজাযত দেয়। আর যদি সে বলে: (আমি তাকে ইজাযত দিলাম যে চায়), তাহলে তা এমন যেন সে বলল: (আমি তাকে ইজাযত দিলাম যাকে অমুক ব্যক্তি চায়)। বরং এটি আরও বেশি অজ্ঞতা ও ব্যাপকতা সম্পন্ন; কারণ এটি এমন অসংখ্য লোকের ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত, যা পূর্বোক্তটির ব্যতিক্রম। এরপর, এটি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন সে এমন ব্যক্তিকে ইজাযত দেয় যে তার থেকে ইজাযত পেতে চায়।

অতএব, যদি সে তাকে ইজাযত দেয় যে তার থেকে বর্ণনা করতে চায়, তাহলে এটি বৈধতার জন্য অধিক উপযুক্ত। এই কারণে যে, প্রতিটি ইজাযতের মূল উদ্দেশ্য হলো এর মাধ্যমে রিওয়ায়াত (বর্ণনার) ক্ষমতা ইজাযতপ্রাপ্ত ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া। সুতরাং, এটি - যদিও শর্তারোপের ভঙ্গিতে রয়েছে - কিন্তু তা হলো অসীমতার দাবিকে স্পষ্ট করা এবং বাস্তবতার বর্ণনা; প্রকৃতপক্ষে এটি শর্তারোপ নয়। আর এ কারণেই কিছু শাফেয়ী ইমাম বেচাকেনার ক্ষেত্রে এটিকে বৈধ বলেছেন যে, বিক্রেতা বলবে: (আমি তোমাকে এটি এত দামে বিক্রি করলাম যদি তুমি চাও), তখন ক্রেতা বলবে: (আমি কবুল করলাম)।
এবং হাফিয আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-আযদী আল-মাওসিলীর হস্তাক্ষরে পাওয়া গেছে:

(ص: 158)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

" أَجَزْتُ رِوَايَةَ ذَلِكَ لِجَمِيعِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْوِيَ ذَلِكَ عَنِّي ".
أَمَّا إِذَا قَالَ: (أَجَزْتُ لِفُلَانٍ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ رِوَايَتَهُ عَنِّي، أَوْ لَكَ إِنْ شِئْتَ، أَوْ أَحْبَبْتَ، أَوْ أَرَدْتَ)، فَالْأَظْهَرُ الْأَقْوَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، إِذْ قَدِ انْتَفَتْ فِيهِ الْجَهَالَةُ، وَحَقِيقَةُ التَّعْلِيقِ، وَلَمْ يَبْقَ سِوَى صِيغَتِهِ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.
النَّوْعُ الْخَامِسُ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ: الْإِجَازَةُ لِلْمَعْدُومِ. وَلْنَذْكُرْ مَعَهُ الْإِجَازَةَ لِلطِّفْلِ الصَّغِيرِ.
هَذَا نَوْعٌ خَاضَ فِيهِ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ، وَمِثَالُهُ: أَنْ يَقُولَ: (أَجَزْتُ لِمَنْ يُولَدُ لِفُلَانٍ).
فَإِنْ عَطَفَ الْمَعْدُومَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَوْجُودِ بِأَنْ قَالَ: (أَجَزْتُ لِفُلَانٍ وَلِمَنْ يُوَلَدُ لَهُ، أَوْ أَجَزْتُ لَكَ وَلِوَلَدِكَ، وَلِعَقِبِكَ مَا تَنَاسَلُوا)، كَانَ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى الْجَوَازِ مِنَ الْأَوَّلِ. وَلِمِثْلِ ذَلِكَ أَجَازَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فِي الْوَقْفِ الْقِسْمَ الثَّانِيَ دُونَ الْأَوَّلِ.
وَقَدْ أَجَازَ أَصْحَابُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنهما أَوْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي الْوَقْفِ - الْقِسْمَيْنِ

أَجَزْتُ رِوَايَةَ ذَلِكَ لِجَمِيعِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْوِيَ ذَلِكَ عَنِّي আমি এর বর্ণনার ইজাযত প্রদান করলাম উন সকল ব্যক্তির জন্য, যারা আমার থেকে তা বর্ণনা করতে আগ্রহী।

أَمَّا إِذَا قَالَ: (أَجَزْتُ لِفُلَانٍ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ رِوَايَتَهُ عَنِّي، أَوْ لَكَ إِنْ شِئْتَ، أَوْ أَحْبَبْتَ، أَوْ أَرَدْتَ)، فَالْأَظْهَرُ الْأَقْوَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، إِذْ قَدِ انْتَفَتْ فِيهِ الْجَهَالَةُ، وَحَقِيقَةُ التَّعْلِيقِ، وَلَمْ يَبْقَ سِوَى صِيغَتِهِ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. কিন্তু যদি সে বলে: (আমি অমুককে এর (অর্থাৎ অমুক অমুক বিষয়) বর্ণনা করার ইজাযত দিলাম, যদি সে আমার থেকে তা বর্ণনা করতে চায়, অথবা তোমাকে (দিলাম) যদি তুমি চাও, অথবা পছন্দ করো, অথবা ইচ্ছা করো), তবে অধিক স্পষ্ট ও শক্তিশালী মত হলো যে, তা জায়েজ। কেননা এতে অজ্ঞতা এবং প্রকৃত শর্তারোপ দূর হয়ে গেছে, আর এর শব্দরূপ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আর জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার নিকট।

النَّوْعُ الْخَامِسُ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ: الْإِجَازَةُ لِلْمَعْدُومِ. وَلْنَذْكُرْ مَعَهُ الْإِجَازَةَ لِلطِّفْلِ الصَّغِيرِ. ইজাযতের প্রকারসমূহের মধ্যে পঞ্চম প্রকার: অবিদ্যমানকে (মা'দুমকে) ইজাযত। আর এর সাথে আমরা ছোট শিশুকে ইজাযতের বিষয়টিও উল্লেখ করব।

هَذَا نَوْعٌ خَاضَ فِيهِ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ، وَمِثَالُهُ: أَنْ يَقُولَ: (أَجَزْتُ لِمَنْ يُولَدُ لِفُلَانٍ). এটি এমন একটি প্রকার যেখানে কিছু মুতাআখখিরিন (পরবর্তী যুগের আলেমগণ) আলোচনা করেছেন এবং এর বৈধতা নিয়ে মতভেদ করেছেন। আর এর উদাহরণ হলো, সে বলবে: (আমি অমুকের জন্য যে জন্মগ্রহণ করবে, তাকে ইজাযত দিলাম)।

فَإِنْ عَطَفَ الْمَعْدُومَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَوْجُودِ بِأَنْ قَالَ: (أَجَزْتُ لِفُلَانٍ وَلِمَنْ يُولَدُ لَهُ، أَوْ أَجَزْتُ لَكَ وَلِوَلَدِكَ وَلِعَقِبِكَ مَا تَنَاسَلُوا)، كَانَ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى الْجَوَازِ مِنَ الْأَوَّلِ. وَلِمِثْلِ ذَلِكَ أَجَازَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فِي الْوَقْفِ الْقِسْمَ الثَّانِيَ دُونَ الْأَوَّلِ. অতঃপর যদি সে বিদ্যমানকে অবিদ্যমানের উপর যুক্ত করে এইভাবে যে সে বলে: (আমি অমুককে এবং তার জন্য যে জন্মগ্রহণ করবে তাকে ইজাযত দিলাম, অথবা আমি তোমাকে এবং তোমার সন্তানকে, আর তোমার বংশধরদেরকে ইজাযত দিলাম যতকাল তারা বংশবৃদ্ধি করবে), তবে তা প্রথমটির চেয়ে বৈধতার অধিক নিকটবর্তী হবে। আর এ কারণেই শাফিঈ (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর অনুসারীরা ওয়াকফ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রকারকে বৈধ বলেছেন, প্রথমটিকে নয়।

وَقَدْ أَجَازَ أَصْحَابُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنهما أَوْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي الْوَقْفِ - الْقِسْمَيْنِ আর মালিক এবং আবু হানিফা (রাযিআল্লাহু আনহুমা)-এর অনুসারীরা, অথবা তাদের মধ্যে যারা ওয়াকফ বিষয়ে উভয় প্রকারকে বৈধ বলেছেন।

كِلَيْهِمَا.

وَفَعَلَ هَذَا الثَّانِيَ فِي الْإِجَازَةِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، فَإِنَّا رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ الْإِجَازَةَ، فَقَالَ: " قَدْ أَجَزْتُ لَكَ، وَلِأَوْلَادِكَ، وَلِحَبَلِ الْحَبَلَةِ ". يَعْنِي الَّذِينَ لَمْ يُولَدُوا بَعْدُ.

وَأَمَّا الْإِجَازَةُ لِلْمَعْدُومِ ابْتِدَاءً، مِنْ غَيْرِ عَطْفٍ عَلَى مَوْجُودٍ: فَقَدْ أَجَازَهَا الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ الْحَافِظُ، وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا يَعْلَى بْنَ الْفَرَّاءِ الْحَنْبَلِيَّ، وَأَبَا الْفَضْلِ بْنَ عُمْرُوسٍ الْمَالِكِيَّ يُجِيزَانِ ذَلِكَ. وَحَكَى جَوَازَ ذَلِكَ أَيْضًا أَبُو نَصْرِ بْنُ الصَّبَّاغِ الْفَقِيهُ، فَقَالَ: ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجِيزَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ، قَالَ: " وَهَذَا إِنَّمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْإِجَازَةَ إِذْنٌ فِي الرِّوَايَةِ لَا مُحَادَثَةٌ ". ثُمَّ بَيَّنَ بُطْلَانَ هَذِهِ الْإِجَازَةِ، وَهُوَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ شَيْخِهِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ الْإِمَامِ.

وَذَلِكَ هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي غَيْرُهُ ; لِأَنَّ الْإِجَازَةَ فِي حُكْمِ الْإِخْبَارِ جُمْلَةً بِالْمَجَازِ، عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي بَيَانِ صِحَّةِ أَصْلِ الْإِجَازَةِ، فَكَمَا لَا يَصِحُّ الْإِخْبَارُ لِلْمَعْدُومِ لَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ لِلْمَعْدُومِ. وَلَوْ قَدَّرْنَا أَنَّ الْإِجَازَةَ إِذْنٌ فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا ذَلِكَ لِلْمَعْدُومِ، كَمَا لَا يَصِحُّ الْإِذْنُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ لِلْمَعْدُومِ، لِوُقُوعِهِ فِي حَالَةٍ لَا يَصِحُّ فِيهَا الْمَأْذُونُ فِيهِ مِنَ الْمَأْذُونِ لَهُ.

وَهَذَا أَيْضًا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْإِجَازَةِ لِلطِّفْلِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يَصِحُّ

উভয়ের জন্যই।

এবং এই দ্বিতীয় (প্রকার ইজাযাহ) প্রদান করেছিলেন পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের মধ্যে আবু বকর ইবনে আবি দাউদ আস-সিজিস্তানি। কেননা আমরা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছি যে, যখন তাঁকে ইজাযাহ চাওয়া হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন: "আমি তোমাকে, তোমার সন্তানদেরকে এবং অনাগত সন্তানদেরকেও ইজাযাহ দিলাম।" অর্থাৎ যারা এখনও জন্মগ্রহণ করেনি।

আর বিদ্যমান কারো সাথে সংশ্লিষ্ট না করে শুরু থেকেই অস্তিত্বহীন ব্যক্তির জন্য ইজাযাহ প্রদানের ক্ষেত্রে: তা জায়েজ বলেছেন খতীব আবু বকর আল-হাফিজ। এবং তিনি উল্লেখ

করেছেন যে, তিনি আবু ইয়া'লা ইবনুল ফাররা আল-হাম্বালী এবং আবুল ফাদল ইবনে উমরুস আল-মালিকীকে এ বিষয়ে ইজাযাহ দিতে শুনেছেন। আবু নসর ইবন আস-সাব্বাগ আল-ফকীহও এর বৈধতা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: একদল বলেছেন যে, যার সৃষ্টি হয়নি, তাকেও ইজাযাহ দেওয়া জায়েজ। তিনি (আস-সাব্বাগ) বলেন: "এটি কেবল তারাই গ্রহণ করেছেন যারা বিশ্বাস করেন যে ইজাযাহ হলো বর্ণনার অনুমতি, কথোপকথন নয়।" অতঃপর তিনি এই ইজাযাহর অকার্যকারিতা ব্যাখ্যা করেছেন, এবং এটিই তাঁর শাইখ ক্বাযী আবুত্তায়্যিব আত-তাবারী আল-ইমামের অভিমত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আর এটাই সঠিক, যা ব্যতীত অন্য কিছু হওয়া উচিত নয়; কারণ ইজাযাহ হলো সামগ্রিকভাবে ইজাযাহপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সংবাদ দেওয়ার হুকুমে, যেমনটি আমরা ইজাযাহর মূল সঠিকতার ব্যাখ্যায় পূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং, যেমন অস্তিত্বহীন ব্যক্তিকে সংবাদ দেওয়া সঠিক নয়, তেমনি অস্তিত্বহীন ব্যক্তিকে ইজাযাহ প্রদানও সঠিক নয়। আর যদি আমরা ধরে নিই যে, ইজাযাহ একটি অনুমতি, তবে সেটিও অস্তিত্বহীন ব্যক্তির জন্য সঠিক নয়, যেমন ওয়াকালাহ (প্রতিনিধিত্ব) অধ্যায়ে অস্তিত্বহীন ব্যক্তির জন্য অনুমতি সঠিক নয়, কারণ এটি এমন অবস্থায় ঘটে যখন অনুমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি থেকে অনুমোদিত কাজটি সঠিক হতে পারে না।

এবং এটি ছোট শিশুর জন্য ইজাযাহর অকার্যকারিতা প্রমাণ করে, যা সঠিক নয়।

(ص: 160)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

سَمَاعُهُ.

قَالَ الْخَطِيبُ: سَأَلْتُ الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيِّبِ الطَّبَرِيَّ عَنِ الْإِجَازَةِ لِلطِّفْلِ الصَّغِيرِ، هَلْ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّتِهَا سِنُّهُ أَوْ تَمْيِيزُهُ، كَمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ سَمَاعِهِ؟ فَقَالَ: لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ: لَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ لِمَنْ لَا يَصِحُّ سَمَاعُهُ، فَقَالَ: قَدْ يَصِحُّ أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ لِلْغَائِبِ عَنْهُ، وَلَا يَصِحُّ السَّمَاعُ لَهُ. وَاحْتَجَّ الْخَطِيبُ لِصِحَّتِهَا لِلطِّفْلِ بِأَنَّ الْإِجَازَةَ إِنَّمَا هِيَ إِبَاحَةُ الْمُجِيزِ لِلْمُجَازِ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ، وَالْإِبَاحَةُ تَصِحُّ لِلْعَاقِلِ، وَغَيْرِ الْعَاقِلِ.

قَالَ: وَعَلَى هَذَا رَأَيْنَا كَافَّةَ شُيُوخِنَا يُجِيزُونَ لِلْأَطْفَالِ الْغُيَّبِ عَنْهُمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلُوا عَنْ مَبْلَغِ أَسْنَانِهِمْ، وَحَالِ تَمْيِيزِهِمْ، وَلَمْ نَرَهُمْ أَجَازُوا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْلُودًا فِي الْحَالِ.

قُلْتُ: كَأَنَّهُمْ رَأَوُا الطِّفْلَ أَهْلًا لِتَحَمُّلِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ تَحَمُّلِ الْحَدِيثِ، لِيُؤَدِّيَ بِهِ بَعْدَ حُصُولِ أَهْلِيَّتِهِ، حِرْصًا عَلَى تَوْسِيعِ السَّبِيلِ إِلَى بَقَاءِ الْإِسْنَادِ الَّذِي اخْتَصَّتْ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ، وَتَقْرِيبِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. (وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

তার শ্রবণ।

আল-খাতীব বলেছেন: আমি কাযী আবু আত-তাইয়িব আত-তাবারী-কে ছোট শিশুর জন্য ইজাযা (বর্ণনার অনুমতি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তার (ইজাযার) বৈধতার জন্য তার বয়স বা তার বিচক্ষণতা বিবেচনা করা হয় কিনা, যেমনটি তার শ্রবণের বৈধতার জন্য বিবেচনা করা হয়? তিনি বললেন: তা বিবেচনা করা হয় না। তিনি বললেন: তখন আমি তাকে বললাম: আমাদের কিছু সঙ্গী বলেছেন যে, যার শ্রবণ বৈধ নয়, তার জন্য ইজাযা বৈধ নয়। তিনি বললেন: অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য ইজাযা দেওয়া বৈধ হতে পারে, অথচ তার জন্য (সেই অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য) শ্রবণ বৈধ হয় না। আল-খাতীব শিশুর জন্য ইজাযার বৈধতার পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন এই বলে যে, ইজাযা মূলত মুজীয (অনুমতিদাতা) কর্তৃক মুজায-লাহু (অনুমতিপ্রাপ্ত) ব্যক্তিকে তার পক্ষ থেকে বর্ণনা করার অনুমতি প্রদান মাত্র, এবং অনুমতি প্রদান জ্ঞানবান ও জ্ঞানহীন (অবিচক্ষণ) উভয়ের জন্যই বৈধ।

তিনি বলেছেন: এবং এর ভিত্তিতে আমরা আমাদের সকল শায়খকে দেখেছি তাদের অনুপস্থিত শিশুদের জন্য ইজাযা প্রদান করতে, তাদের বয়স বা তাদের বিচক্ষণতার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করেই, এবং আমরা তাদের এমন ব্যক্তির জন্য ইজাযা দিতে দেখিনি যে তখনো জন্মগ্রহণ করেনি।

আমি (গ্রন্থকার) বলি: যেন তারা শিশুকে হাদীস গ্রহণের এই প্রকারের (ইজাযা) জন্য যোগ্য মনে করেছেন, যাতে সে তার যোগ্যতার প্রাপ্তির পর তা (হাদীস) বর্ণনা করতে পারে, এই উম্মাহর জন্য বিশেষিত ইসনাদ (সনদ) এর টিকে থাকার পথকে প্রশস্ত করার আগ্রহে, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী করার উদ্দেশ্যে, (আল্লাহই সমধিক অবগত)।

النَّوْعُ السَّادِسُ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ: إِجَازَةُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ الْمُجِيزُ، وَلَمْ يَتَحَمَّلْهُ أَصْلًا بَعْدُ، لِيَرْوِيَهُ الْمُجَازُ لَهُ إِذَا تَحَمَّلَهُ الْمُجِيزُ بَعْدَ ذَلِكَ.

أَخْبَرَنِي مَنْ أَخْبَرَ عَنِ الْقَاضِي عِيَاضِ بْنِ مُوسَى مِنْ فُضَلَاءِ وَقْتِهِ بِالْمَغْرِبِ، قَالَ: " هَذَا لَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَشَايِخِ، وَرَأَيْتُ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْعَصْرِيِّينَ يَصْنَعُونَهُ "، ثُمَّ حَكَى عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ يُونُسَ بْنِ مُغِيثٍ قَاضِي قُرْطُبَةَ أَنَّهُ سُئِلَ الْإِجَازَةَ لِجَمِيعِ مَا رَوَاهُ إِلَى تَارِيخِهَا، وَمَا يَرْوِيهِ بَعْدُ، فَامْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، فَغَضِبَ السَّائِلُ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: يَا هَذَا، يُعْطِيكَ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ؟ هَذَا مُحَالٌ! قَالَ عِيَاضٌ: " وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ".

قُلْتُ: يَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى هَذَا عَلَى أَنَّ الْإِجَازَةَ فِي حُكْمِ الْإِخْبَارِ بِالْمُجَازِ جُمْلَةً، أَوْ هِيَ إِذْنٌ، فَإِنْ جُعِلَتْ فِي حُكْمِ الْإِخْبَارِ لَمْ تَصِحَّ هَذِهِ الْإِجَازَةُ، إِذْ كَيْفَ يُخْبِرُ بِمَا لَا خَبَرَ عِنْدَهُ مِنْهُ. وَإِنْ جُعِلَتْ إِذْنًا انْبَنَى هَذَا عَلَى الْخِلَافِ فِي تَصْحِيحِ الْإِذْنِ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ فِيمَا لَمْ يَمْلِكْهُ الْآذِنُ الْمُوَكِّلُ بَعْدُ، مِثْلَ أَنْ يُوَكِّلَ فِي بَيْعِ الْعَبْدِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ. وَقَدْ أَجَازَ ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

وَالصَّحِيحُ بُطْلَانُ هَذِهِ الْإِجَازَةِ، وَعَلَى هَذَا يَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَرْوِيَ بِالْإِجَازَةِ عَنْ شَيْخٍ أَجَازَ لَهُ جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِهِ مَثَلًا أَنْ

ইজাযাহ-এর ষষ্ঠ প্রকার: যে বিষয় মুজায (ইজাযাত দানকারী) নিজে শোনেননি এবং যা তিনি এখনো মূলতঃ লাভ (تحمل) করেননি, তা মুজায লাহু (যাকে ইজাযাত দেওয়া হয়েছে) কর্তৃক বর্ণনা করার জন্য ইজাযাহ প্রদান, যদি মুজায পরবর্তীতে তা লাভ করেন।

আমাকে এমন একজন অবহিত করেছেন, যিনি মাগরিবের (পশ্চিমাঞ্চলের) তাঁর সময়ের অন্যতম ফুজালার (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বদের) অন্তর্ভুক্ত কাযী ইয়ায ইবন মূসা থেকে অবহিত করেছেন, তিনি বলেছেন: "আমি শাইখদের মধ্যে কাউকে এর উপর কথা বলতে দেখিনি, তবে কিছু মুতাআখখিরিন (পরবর্তী কালের বিদ্বান) এবং আসরিয়্যিন (সমকালীন বিদ্বান) কে এটি করতে দেখেছি।" এরপর তিনি কুরতুবাহর কাযী আবুল ওয়ালীদ ইউনুস ইবন মুগীস সম্পর্কে বর্ণনা

করেছেন যে, তাকে তার সেই তারিখ পর্যন্ত বর্ণিত সকল রেওয়ায়াত এবং এরপর যা তিনি বর্ণনা করবেন, তার জন্য ইজাযাহ চাওয়া হয়েছিল। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন, ফলে আবেদনকারী রাগান্বিত হন। তার কিছু সাথী তাকে বললেন: "আরে ভাই, তিনি তোমাকে এমন কিছু দেবেন যা তিনি নিজেই গ্রহণ করেননি? এটা অসম্ভব!" ইয়ায (রহ.) বলেছেন: "আর এটাই সহীহ (সঠিক)।"

আমি বলি: এটি এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত যে, ইজাযাহ (অনুমতি) হলো সামগ্রিকভাবে মুজায (অনুমোদিত বিষয়) সম্পর্কে খবর দেওয়ার সমতুল্য, অথবা এটি একটি ইযন (প্রাধিকার)। যদি এটিকে খবর দেওয়ার সমতুল্য ধরা হয়, তাহলে এই ইজাযাহ সহীহ হবে না, কারণ কীভাবে কেউ এমন বিষয়ে খবর দিতে পারে, যার সম্পর্কে তার কাছে কোনো তথ্য নেই? আর যদি এটিকে ইযন (প্রাধিকার) হিসেবে ধরা হয়, তাহলে এটি ওয়াকালত (প্রতিনিধিত্ব) অধ্যায়ের মধ্যে প্রাধিকার (ইযন) সহীহ হওয়া নিয়ে বিদ্যমান মতভেদের উপর নির্ভরশীল হবে, যেখানে অনুমতিদাতা (মুওয়াক্কিল) এখনও মালিকানা অর্জন করেনি, যেমন এমন গোলাম বিক্রির জন্য প্রতিনিধিত্ব দেওয়া, যা সে কিনতে চায়। অথচ শাফেয়ী মাযহাবের কিছু অনুসারী এটিকে বৈধ বলেছেন।

এবং সহীহ (সঠিক মত) হলো এই ইজাযাহ বাতিল। আর এর উপর ভিত্তি করে, যে ব্যক্তি ইজাযাহর মাধ্যমে এমন শাইখের সূত্রে রেওয়ায়াত করতে চায়, যিনি তাকে তার সকল শ্রুত বিষয়াদির জন্য ইজাযাহ দিয়েছেন, উদাহরণস্বরূপ, (তখন তার উপর অপরিহার্য) যে

يَبْحَثَ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ ذَاكَ الَّذِي يُرِيدُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ مِمَّا سَمِعَهُ قَبْلَ تَارِيخِ هَذِهِ الْإِجَازَةِ.

وَأَمَّا إِذَا قَالَ: أَجَزْتُ لَكَ مَا صَحَّ وَيَصِحُّ عِنْدَكَ مِنْ مَسْمُوعَاتِي "، فَهَذَا لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، وَقَدْ فَعَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَجَائِزٌ أَنْ يَرْوِيَ بِذَلِكَ عَنْهُ مَا صَحَّ عِنْدَهُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ أَنَّهُ سَمِعَهُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: " ما صَحَّ عِنْدَكَ "، وَلَمْ يَقُلْ: " وَمَا يَصِحُّ "، لِأَنَّ الْمُرَادَ " أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا صَحَّ عِنْدَكَ "، فَالْمُعْتَبَرُ إِذًا فِيهِ صِحَّةُ ذَلِكَ عِنْدَهُ حَالَةَ الرِّوَايَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ السَّابِعُ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ: إِجَازَةُ الْمُجَازِ.

مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الشَّيْخُ (أَجَزْتُ لَكَ مُجَازَاتِي، أَوْ أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَةَ مَا أُجِيزَ لِي رِوَايَتُهُ)، فَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ بَعْضُ مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ.

وَالصَّحِيحُ - وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ - أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَلَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مَا امْتَنَعَ مِنْ تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُوَكِّلِ، وَوَجَدْتُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو السَّفَاقُسِيِّ الْحَافِظِ الْمَغْرِبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ الْحَافِظَ الْأَصْبَهَانِيَّ يَقُولُ: " الْإِجَازَةُ عَلَى الْإِجَازَةِ قَوِيَّةٌ جَائِزَةٌ ".

তাকে অনুসন্ধান করতে হবে যতক্ষণ না সে জানতে পারে যে, যে বিষয়টি সে তার থেকে বর্ণনা করতে চায়, তা এই ইজাযাহর তারিখের পূর্বে তার শ্রুত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

আর যদি সে বলে: "আমি তোমাকে আমার শ্রুত বিষয়সমূহ থেকে যা তোমার কাছে সহীহ প্রমাণিত হয়েছে এবং সহীহ প্রমাণিত হবে, তা বর্ণনা করার ইজাযাহ দিলাম", তাহলে এটি এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। দারাকুতনী ও অন্যান্যরা এটি করেছেন। এর মাধ্যমে তার থেকে তা বর্ণনা করা জায়েজ যা ইজাযাহর পরে তার কাছে সহীহ প্রমাণিত হয়েছে যে, সে তা ইজাযাহর পূর্বে শুনেছিল। এটি জায়েজ, যদিও সে কেবল তার এই কথায় সীমাবদ্ধ থাকে: "যা তোমার কাছে সহীহ প্রমাণিত হয়েছে" এবং "যা সহীহ প্রমাণিত হবে" না বলে। কারণ উদ্দেশ্য হলো: "আমি তোমাকে ইজাযাহ দিলাম যেন তুমি আমার থেকে তা বর্ণনা কর যা তোমার কাছে সহীহ প্রমাণিত হয়।" সুতরাং, এক্ষেত্রে বিবেচ্য হলো বর্ণনার সময় তার কাছে সেটির সহীহ হওয়া। আর আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।

ইজাযাহর প্রকারসমূহের সপ্তম প্রকার: مُزَاجَةِ الإجازة (ইজাযাহ প্রাপ্তের ইজাযাহ)। যেমন শাইখ বলেন: "আমি তোমাকে আমার ইজাযাহপ্রাপ্ত বিষয়াদি বর্ণনা করার ইজাযাহ দিলাম" অথবা "আমি তোমাকে তা বর্ণনা করার ইজাযাহ দিলাম যা আমাকে বর্ণনা করার ইজাযাহ দেওয়া হয়েছে।" কিন্তু পরবর্তীকালের কিছু অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তা নিষিদ্ধ করেছেন। আর সঠিক মত — এবং যার উপর আমল প্রচলিত — তা হলো এটি জায়েজ। এটি এমন ঘটনার মতো নয় যেখানে মুওয়াক্কিলের অনুমতি ব্যতীত ওয়াকিল কর্তৃক আরেকজনকে ওয়াকিল নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ। এবং আমি আবু আমর আস-সাফাকুসী আল-হাফিজ আল-মাগরিবী থেকে পেয়েছি, তিনি বলেছেন: আমি আবু নুয়াইম আল-হাফিজ আল-আসফাহানীকে বলতে শুনেছি: "ইজাযাহর উপর ইজাযাহ (অর্থাৎ ইজাযাহপ্রাপ্ত বিষয়ে ইজাযাহ প্রদান) শক্তিশালী ও জায়েজ।"

وَحَكَى الْخَطِيبُ الْحَافِظُ تَجْوِيزَ ذَلِكَ عَنِ الْحَافِظِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَالْحَافِظِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ عُقْدَةَ الْكُوفِيِّ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدْ كَانَ الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ يَرْوِي بِالْإِجَازَةِ عَنِ الْإِجَازَةِ، حَتَّى رُبَّمَا وَالَى فِي رِوَايَتِهِ بَيْنَ إِجَازَاتٍ ثَلَاثٍ.

وَيَنْبَغِي لِمَنْ يَرْوِي بِالْإِجَازَةِ عَنِ الْإِجَازَةِ أَنْ يَتَأَمَّلَ كَيْفِيَّةَ إِجَازَةِ شَيْخِ شَيْخِهِ، وَمُقْتَضَاهَا، حَتَّى لَا يَرْوِيَ بِهَا مَا لَمْ يَنْدَرِجْ تَحْتَهَا. فَإِذَا كَانَ مَثَلًا صُورَةُ إِجَازَةِ شَيْخِ شَيْخِهِ (أَجَزْتُ لَهُ مَا صَحَّ عِنْدَهُ مِنْ سَمَاعَاتِي)، فَرَأَى شَيْئًا مِنْ مَسْمُوعَاتِ شَيْخِ شَيْخِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ ذَلِكَ عَنْ شَيْخِهِ عَنْهُ، حَتَّى يَسْتَبِينَ أَنَّهُ مِمَّا كَانَ قَدْ صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ كَوْنُهُ مِنْ سَمَاعَاتِ شَيْخِهِ الَّذِي تِلْكَ إِجَازَتُهُ، وَلَا يَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ صِحَّةِ ذَلِكَ عِنْدَهُ الْآنَ، عَمَلًا بِلَفْظِهِ، وَتَقْيِيدِهِ، وَمَنْ لَا يَتَفَطَّنْ لِهَذَا وَأَمْثَالِهِ يَكْثُرْ عِثَارُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

هَذِهِ أَنْوَاعُ الْإِجَازَةِ الَّتِي تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَى بَيَانِهَا، وَيَتَرَكَّبُ مِنْهَا أَنْوَاعٌ أُخَرُ سَيَتَعَرَّفُ الْمُتَأَمِّلُ حُكْمَهَا مِمَّا أَمْلَيْنَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ثُمَّ إِنَّا نُنَبِّهُ عَلَى أُمُورٍ:

أَحَدُهَا: رُوِّينَا عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ الْأَدِيبِ الْمُصَنِّفِ رحمه الله قَالَ: " مَعْنَى الْإِجَازَةِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَأْخُوذٌ مِنْ جَوَازِ

আল-খতিব আল-হাফিজ হাফিজ ইমাম আবুল হাসান আদ-দারাকুতনি, হাফিজ আবুল আব্বাস, যিনি ইবনে উকদাহ আল-কুফী নামে পরিচিত, এবং অন্যান্যদের থেকে এর বৈধতা বর্ণনা করেছেন। ফকিহ ও পরহেজগার নসর ইবনে ইবরাহিম আল-মাকদিসি 'ইজাযাত আনিল ইজাযাত' (একটি ইজাযাহর ভিত্তিতে অন্য ইজাযাহ) সূত্রে বর্ণনা করতেন, এমনকি কখনও কখনও তিনি তাঁর বর্ণনায় তিনটি ইজাযাহর সূত্র পরম্পরা রক্ষা করতেন।

যে ব্যক্তি 'ইজাযাত আনিল ইজাযাত' সূত্রে বর্ণনা করে, তার উচিত তার শাইখের শাইখের ইজাযাহর পদ্ধতি ও তার আবশ্যকতা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা, যাতে সে এমন কিছু বর্ণনা

না করে যা সেই ইজাযাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি তার শাইখের শাইখের ইজাযাহর রূপ হয়: "(আমি তাকে আমার শ্রুত বিষয়াদি থেকে যা তার নিকট সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার ইজাযাহ প্রদান করলাম)," অতঃপর সে যদি তার শাইখের শাইখের শ্রুত বিষয়াদি থেকে কিছু দেখে, তবে তার জন্য তার শাইখের সূত্রে তার থেকে তা বর্ণনা করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না এটি সুস্পষ্ট হয় যে, তা এমন বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত যা তার শাইখের নিকট তার শাইখের (যিনি এই ইজাযাহর অধিকারী) শ্রুত বিষয়াদি থেকে সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ইজাযাহর শব্দ এবং তার শর্তাবলী অনুযায়ী আমল করতে হবে বিধায়, কেবল এখন তার নিজের নিকট এর বিশুদ্ধতা যথেষ্ট নয়। যে ব্যক্তি এই ও এর অনুরূপ বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ দেয় না, তার ভুলত্রুটি বেশি হয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

এইগুলি ইজাযাহর সেই প্রকারভেদ যা বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল। এবং এগুলি থেকে অন্যান্য প্রকারভেদ গঠিত হয়, যার বিধান চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আমরা যা উল্লেখ করেছি তা থেকে ইনশাআল্লাহ জানতে পারবে।

এরপর আমরা কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

প্রথমটি হলো: আবু আল-হুসাইন আহমদ ইবনে ফারিস আল-আদিব আল-মুসান্নিফ (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত করুন) থেকে আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "আরবী ভাষায় 'ইজাযাহ' শব্দের অর্থ 'জাওয়াজ' (অনুমতি বা বৈধতা) থেকে উদ্ভূত।

الْمَاءِ الَّذِي يُسْقَاهُ الْمَالُ مِنَ الْمَاشِيَةِ وَالْحَرْثِ، يُقَالُ مِنْهُ: اسْتَجَزْتُ فُلَانًا، فَأَجَازَ لِي، إِذَا أَسْقَاكَ مَاءً لِأَرْضِكَ، أَوْ مَاشِيَتِكَ، كَذَلِكَ طَالِبُ الْعِلْمِ يَسْأَلُ الْعَالِمَ أَنْ يُجِيزَهُ عِلْمَهُ، فَيُجِيزُهُ إِيَّاهُ.

قُلْتُ: فَلِلْمُجِيزِ عَلَى هَذَا أَنْ يَقُولَ: " أَجَزْتُ فُلَانًا مَسْمُوعَاتِي، أَوْ مَرْوِيَّاتِي "، فَيُعَدِّيَهُ بِغَيْرِ حَرْفِ جَرٍّ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى ذِكْرِ لَفْظِ الرِّوَايَةِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَيَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ مَنْ يَجْعَلُ الْإِجَازَةَ بِمَعْنَى التَّسْوِيغِ، وَالْإِذْنِ، وَالْإِبَاحَةِ، وَذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ، فَيَقُولُ:

(أَجَزْتُ لِفُلَانٍ رِوَايَةَ مَسْمُوعَاتِي) مَثَلًا، وَمَنْ يَقُولُ مِنْهُمْ: (أَجَزْتُ لَهُ مَسْمُوعَاتِي) فَعَلَى سَبِيلِ الْحَذْفِ الَّذِي لَا يَخْفَى نَظِيرُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّانِي: إِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الْإِجَازَةُ إِذَا كَانَ الْمُجِيزُ عَالِمًا بِمَا يُجِيزُ، وَالْمُجَازُ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِأَنَّهَا تَوَسُّعٌ، وَتَرْخِيصٌ، يَتَأَهَّلُ لَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ لِمَسِيسِ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا، وَبَالَغَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَهُ شَرْطًا فِيهَا. وَحَكَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ الْمَالِكِيُّ، عَنْ مَالِكٍ رضي الله عنه. وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ: " الصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ إِلَّا لِمَاهِرٍ بِالصِّنَاعَةِ، وَفِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُشْكِلُ إِسْنَادُهُ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّالِثُ: يَنْبَغِي لِلْمُجِيزِ إِذَا كَتَبَ إِجَازَتَهُ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهَا، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْكِتَابَةِ كَانَ ذَلِكَ إِجَازَةً جَائِزَةً، إِذَا اقْتَرَنَ بِقَصْدِ الْإِجَازَةِ.

সেই পানি যা দ্বারা পশুসম্পদ ও কৃষিজমিকে সেচ দেওয়া হয়। এ থেকেই বলা হয়: "আমি অমুকের কাছে 'ইজাযত' (অনুমোদন) চাইলাম, আর সে আমাকে তা দিল," যখন সে তোমাকে তোমার জমি বা তোমার পশুর জন্য পানি দিল। অনুরূপভাবে, জ্ঞান অন্বেষণকারী আলেমকে অনুরোধ করে যে, তিনি যেন তাকে তাঁর জ্ঞানের ইজাযত দেন, অতঃপর তিনি তাকে তা দেন। আমি বলি: এক্ষেত্রে ইজাযত প্রদানকারীর জন্য এটি বলা জায়েয যে, "আমি অমুককে আমার শ্রুত বিষয়াদি বা আমার বর্ণিত বিষয়াদির ইজাযত দিলাম।" এতে সে কোনো অব্যয় ব্যবহার না করেই তা সকর্মক করে তোলে, বর্ণনা বা অনুরূপ শব্দ উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন ছাড়াই। আর যারা ইজাযতকে অনুমোদন, অনুমতি ও বৈধকরণের অর্থে গ্রহণ করে, এবং এটিই প্রসিদ্ধ, তারা বলে থাকে: (যেমন, "আমি অমুককে আমার শ্রুত বিষয়াদি বর্ণনার ইজাযত দিলাম")। আর তাদের মধ্যে যারা বলে: ("আমি তাকে আমার শ্রুত বিষয়াদির ইজাযত দিলাম"), তা বিলোপের (حذف) মাধ্যমে, যার অনুরূপ গোপন থাকে না। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

দ্বিতীয়ত: ইজাযত তখনই পছন্দনীয় যখন ইজাযত প্রদানকারী যা ইজাযত দিচ্ছেন সে সম্পর্কে জ্ঞানী হন, এবং ইজাযত গ্রহীতা জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হন; কারণ এটি একটি সম্প্রসারণ ও শিথিলতা, যার জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ উপযুক্ত হন তাদের এর প্রতি গভীর প্রয়োজনের কারণে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে এটিকে ইজাযতের শর্ত বানিয়ে দিয়েছেন। আর আবু আল-আব্বাস আল-ওয়ালিদ ইবনে বকর আল-মালিকী এটি মালিক (রাদিয়াল্লাহু

আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হাফিয আবু উমার বলেছেন: "সঠিক মত হলো যে, এটি (ইজাযত) শিল্পে পারদর্শী ব্যক্তি ছাড়া এবং এমন নির্দিষ্ট বিষয়ে যাঁর সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) সন্দেহমুক্ত, তার জন্য জায়েয নয়।" আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।
তৃতীয়ত: ইজাযত প্রদানকারীর উচিত হলো, যখন তিনি তাঁর ইজাযত লিখবেন, তখন যেন তা মুখেও উচ্চারণ করেন। তবে যদি তিনি শুধু লেখার উপরই সীমাবদ্ধ থাকেন, তবে তাও একটি জায়েয ইজাযত হবে, যদি ইজাযত প্রদানের উদ্দেশ্য এর সাথে যুক্ত থাকে।

(ص: 165)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

غَيْرَ أَنَّهَا أَنْقَصُ مَرْتَبَةً مِنَ الْإِجَازَةِ الْمَلْفُوظِ بِهَا، وَغَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ تَصْحِيحُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ هَذِهِ الْكِتَابَةِ فِي بَابِ الرِّوَايَةِ، الَّتِي جُعِلَتْ فِيهِ الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَلْفِظْ بِمَا قُرِئَ عَلَيْهِ إِخْبَارًا مِنْهُ بِمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ

مِنْ أَقْسَامِ طُرُقِ تَحَمُّلِ الْحَدِيثِ، وَتَلَقِّيهِ: الْمُنَاوَلَةُ

وَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: الْمُنَاوَلَةُ الْمَقْرُونَةُ بِالْإِجَازَةِ، وَهِيَ أَعْلَى أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ. وَلَهَا صُوَرٌ: مِنْهَا: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ إِلَى الطَّالِبِ أَصْلَ سَمَاعِهِ، أَوْ فَرْعًا مُقَابَلًا بِهِ،

তবে এটি মৌখিকভাবে উচ্চারিত ইজাযাহ থেকে নিম্নতর মর্যাদা সম্পন্ন। রিওয়ায়াতের অধ্যায়ে, যেখানে শায়খের সামনে পাঠকে এমন রূপে গ্রহণ করা হয়েছে যে, যদিও শায়খ পঠিত বিষয়বস্তু মৌখিকভাবে উচ্চারণ করেননি, কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে পঠিত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাতকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, সেখানে কেবল এই লেখার মাধ্যমেই এর বৈধতা অসম্ভব নয়, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, আর আল্লাহই সমধিক অবগত।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
হাদীস গ্রহণ ও শিক্ষা লাভের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে: মুনাবালাহ
এটি দুই প্রকারের:

প্রথম প্রকার: ইজাযাহ-যুক্ত মুনাবালাহ, এবং এটি ইজাযাহর সকল প্রকারের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর কয়েকটি রূপ রয়েছে:
সেগুলোর মধ্যে একটি হলো: শায়খ ছাত্রকে তাঁর শ্রুত মূল কিতাব দেবেন, অথবা মূলের সাথে তুলনা করা একটি অনুলিপি দেবেন,

وَيَقُولَ: (هَذَا سَمَاعِي، أَوْ رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ، فَارْوِهِ عَنِّي، أَوْ أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَتَهُ عَنِّي)، ثُمَّ يُمَلِّكَهُ إِيَّاهُ. أَوْ يَقُولَ: (خُذْهُ، وَانْسَخْهُ، وَقَابِلْ بِهِ، ثُمَّ رُدَّهُ إِلَيَّ) أَوْ نَحْوَ هَذَا.

وَمِنْهَا: أَنْ يَجِيءَ الطَّالِبُ إِلَى الشَّيْخِ بِكِتَابٍ، أَوْ جُزْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ، فَيَعْرِضُهُ عَلَيْهِ، فَيَتَأَمَّلُهُ الشَّيْخُ وَهُوَ عَارِفٌ مُتَيَقِّظٌ، ثُمَّ يُعِيدُهُ إِلَيْهِ، وَيَقُولُ لَهُ: (وَقَفْتُ عَلَى مَا فِيهِ، وَهُوَ حَدِيثِي عَنْ فُلَانٍ، أَوْ رِوَايَتِي عَنْ شُيُوخِي فِيهِ، فَارْوِهِ عَنِّي، أَوْ أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَتَهُ عَنِّي). وَهَذَا قَدْ سَمَّاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ (عَرْضًا)، وَقَدْ سَبَقَتْ حِكَايَتُنَا فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ أَنَّهَا تُسَمَّى عَرْضًا، فَلْنُسَمِّ ذَلِكَ (عَرْضَ الْقِرَاءَةِ)، وَهَذَا (عَرْضَ الْمُنَاوَلَةِ)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَهَذِهِ الْمُنَاوَلَةُ الْمُقْتَرِنَةُ بِالْإِجَازَةِ: حَالَّةٌ مَحَلَّ السَّمَاعِ عِنْدَ مَالِكٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ. وَحَكَى الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ النَّيْسَابُورِيُّ - فِي عَرْضِ الْمُنَاوَلَةِ الْمَذْكُورِ - عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ: أَنَّهُ سَمَاعٌ.

وَهَذَا مُطَّرِدٌ فِي سَائِرِ مَا يُمَاثِلُهُ مِنْ صُوَرِ الْمُنَاوَلَةِ الْمَقْرُونَةِ بِالْإِجَازَةِ: فَمِمَّنْ حَكَى الْحَاكِمُ ذَلِكَ عَنْهُمْ: ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَرَبِيعَةُ الرَّأْيِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ - الْإِمَامُ -، فِي آخَرِينَ مِنَ الْمَدَنِيِّينَ، وَمُجَاهِدٌ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ فِي جَمَاعَةٍ

এবং সে (শায়খ) বলবে: (এটি আমার শ্রবণলব্ধ, অথবা অমুক ব্যক্তি থেকে আমার বর্ণনা, সুতরাং এটি আমার সূত্রে বর্ণনা করো, অথবা আমি তোমাকে এটি আমার সূত্রে বর্ণনা করার অনুমতি দিলাম)। অতঃপর তাকে এর মালিকানা প্রদান করবে। অথবা বলবে: (এটি গ্রহণ

করো, এর প্রতিলিপি করো, তা (মূল পাণ্ডুলিপির) সাথে মিলিয়ে নাও, অতঃপর আমার কাছে ফিরিয়ে দাও) অথবা অনুরূপ কিছু।

এর একটি হলো: শিক্ষার্থী শায়খের কাছে একটি গ্রন্থ অথবা তাঁর (শায়খের) কোনো হাদীসের অংশ নিয়ে আসবে, অতঃপর তা শায়খের সামনে পেশ করবে। তখন শায়খ, যিনি জ্ঞানী ও সতর্ক, তা মনোযোগ দিয়ে পর্যালোচনা করবেন, অতঃপর তা শিক্ষার্থীর কাছে ফিরিয়ে দেবেন এবং তাকে বলবেন: (আমি এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছি, এটি অমুক ব্যক্তি থেকে আমার হাদীস, অথবা এতে আমার শায়খদের থেকে আমার বর্ণিত হাদীস রয়েছে, সুতরাং এটি আমার সূত্রে বর্ণনা করো, অথবা আমি তোমাকে এটি আমার সূত্রে বর্ণনা করার অনুমতি দিলাম)। হাদীসের অনেক ইমাম এই পদ্ধতিকে 'আরদ' (পেশ করা) নামে অভিহিত করেছেন। শায়খের সামনে ক্বিরাআত (পাঠ) করার ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বের আলোচনা হয়েছে যে, তাকেও 'আরদ' বলা হয়। সুতরাং আমরা সেটিকে (পূর্বোক্ত) 'আরদুল ক্বিরাআত' (পাঠের আরদ) নামে অভিহিত করব এবং এটিকে 'আরদুল মুনাওয়ালা' (হস্তান্তরের আরদ) নামে অভিহিত করব। আল্লাহই সমধিক অবগত।

এবং ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি) সহ এই মুনাওয়ালা (হস্তান্তর পদ্ধতি) ইমাম মালিক এবং হাদীসবেত্তা ইমামগণের একটি দলের কাছে 'সামা' (শ্রবণলব্ধ হাদীস) এর সমতুল্য। এবং আল-হাকিম আবু আবদুল্লাহ আল-হাফিজ আন-নায়সাবুরি - উল্লিখিত 'আরদুল মুনাওয়ালা' প্রসঙ্গে - বহু পূর্ববর্তী আলেম থেকে বর্ণনা করেছেন যে: এটি 'সামা' (শ্রবণ)।

এবং ইজাযাহ সহ মুনাওয়ালা (হস্তান্তর) এর অনুরূপ সকল পদ্ধতিতেই এই বিষয়টি প্রযোজ্য: যাদের থেকে আল-হাকিম এটি বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন: ইবনু শিহাব আয-যুহরী, রাবীআহ আর-রা'য়ী, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনসারী এবং ইমাম মালিক ইবনু আনাস - আরও অন্যান্য মাদানী আলেমগণের সাথে, এবং মুজাহিদ, আবুয-যুবাইর এবং ইবনু উয়াইনাহও একটি দলের অন্তর্ভুক্ত (যারা এটিকে সামা' হিসেবে গণ্য করেছেন)।

مِنَ الْمَكِّيِّينَ، وَعَلْقَمَةُ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيَّانِ، وَالشَّعْبِيُّ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْكُوفِيِّينَ، وَقَتَادَةُ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَأَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ فِي طَائِفَةٍ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبُ فِي طَائِفَةٍ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ، وَآخَرُونَ مِنَ الشَّامِيِّينَ، وَالْخُرَاسَانِيِّينَ.

وَرَأَى الْحَاكِمُ طَائِفَةً مِنْ مَشَايِخِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَفِي كَلَامِهِ بَعْضُ التَّخْلِيطِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ خَلَطَ بَعْضَ مَا وَرَدَ فِي (عَرْضِ الْقِرَاءَةِ) بِمَا وَرَدَ فِي (عَرْضِ الْمُنَاوَلَةِ) وَسَاقَ الْجَمِيعَ مَسَاقًا وَاحِدًا.

وَالصَّحِيحُ: أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ حَالٍّ مَحَلَّ السَّمَاعِ، وَأَنَّهُ مُنْحَطٌّ عَنْ دَرَجَةِ التَّحْدِيثِ لَفْظًا، وَالْإِخْبَارِ قِرَاءَةً.

وَقَدْ قَالَ الْحَاكِمُ فِي هَذَا الْعَرْضِ: " أَمَّا فُقَهَاءُ الْإِسْلَامِ الَّذِينَ أَفْتَوْا فِي الْحَلَالِ، وَالْحَرَامِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهُ سَمَاعًا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالْبُوَيْطِيُّ، وَالْمُزَنِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ. قَالَ: وَعَلَيْهِ عَهِدْنَا أَئِمَّتَنَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبُوا، وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْهَا: أَنْ يُنَاوِلَ الشَّيْخُ الطَّالِبَ كِتَابَهُ، وَيُجِيزَ لَهُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، ثُمَّ يُمْسِكَهُ الشَّيْخُ عِنْدَهُ، وَلَا يُمَكِّنَهُ مِنْهُ، فَهَذَا يَتَقَاعَدُ عَمَّا سَبَقَ، لِعَدَمِ احْتِوَاءِ الطَّالِبِ عَلَى مَا تَحَمَّلَهُ، وَغَيَّبَتَهُ عَنْهُ، وَجَائِزٌ لَهُ رِوَايَةُ ذَلِكَ

মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে, এবং আলকামা, ইব্রাহিম আন-নাখায়ী (উভয়ে), এবং শাবী কুফাবাসীদের একটি দলের সাথে, এবং কাতাদা, আবুল আলিয়া, আবু আল-মুতাওয়াক্কিল আন-নাজী বসরীয়দের একটি সম্প্রদায়ের সাথে, এবং ইবনে ওয়াহব, ইবনে আল-কাসিম, আশহাব মিসরীয়দের একটি দলের সাথে, এবং শামী ও খুরাসানবাসীদের মধ্য থেকে অন্য অনেকে।

আল-হাকিম তাঁর অনেক শায়খকে এই মতের উপর দেখেছেন। আর তাঁর বক্তব্যে কিছু মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়, কারণ তিনি 'আরদ আল-কিরাআহ' (পঠনের মাধ্যমে পেশ করা)-তে বর্ণিত কিছু বিষয়কে 'আরদ আল-মুনাওয়ালাহ' (হস্তান্তরের মাধ্যমে পেশ করা)-তে বর্ণিত বিষয়ের সাথে মিশ্রিত করেছেন এবং সবকিছুকে একই ধারায় উপস্থাপন করেছেন।

এবং সঠিক মত হলো যে, এটি 'সামা' (শ্রবণ)-এর স্থান দখল করে না এবং মৌখিকভাবে হাদীস বর্ণনা (তাহদীস লাফজান) এবং পঠনের মাধ্যমে সংবাদ প্রদান (ইখবার কিরাআতান)-এর স্তর থেকে নিম্নতর।

আল-হাকিম এই প্রসঙ্গে বলেছেন: "তবে ইসলামের যে ফকিহগণ হালাল ও হারাম বিষয়ে ফতওয়া দিয়েছেন, তাঁরা এটিকে 'সামা' (শ্রবণ) হিসেবে গণ্য করেননি। আর এই মত দিয়েছেন শাফিঈ, আওযায়ী, বুয়াইতী, মুজানি, আবু হানিফা, সুফিয়ান আস-সাওরী, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইবনে আল-মুবারাক, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া এবং ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহি।" তিনি (আল-হাকিম) বলেন: "এবং এর উপরই আমরা আমাদের ইমামদেরকে পেয়েছি, তাঁরাও এর দিকে গিয়েছেন, এবং আমরাও এর দিকেই যাই।" আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।
এবং এর (প্রকারগুলোর) মধ্যে একটি হলো, শায়খ তাঁর কিতাব ছাত্রকে প্রদান করবেন এবং তার থেকে এর বর্ণনা করার অনুমতি দেবেন, অতঃপর শায়খ কিতাবটি নিজের কাছে রেখে দেবেন এবং ছাত্রকে এর উপর ক্ষমতা দেবেন না। এটি পূর্বের পদ্ধতি থেকে নিম্নতর, কারণ ছাত্র যা গ্রহণ করেছে তার উপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং সেটি তার থেকে অনুপস্থিত থাকে। তবে তার জন্য তা বর্ণনা করা জায়েজ।

عَنْهُ، إِذَا ظَفِرَ بِالْكِتَابِ، أَوْ بِمَا هُوَ مُقَابَلٌ بِهِ عَلَى وَجْهٍ يَثِقُ مَعَهُ بِمُوَافَقَتِهِ لِمَا تَنَاوَلَتْهُ الْإِجَازَةُ، عَلَى مَا هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الْإِجَازَاتِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْمُنَاوَلَةِ.

ثُمَّ إِنَّ الْمُنَاوَلَةَ فِي مِثْلِ هَذَا لَا يَكَادُ يَظْهَرُ حُصُولُ مَزِيَّةٍ بِهَا عَلَى الْإِجَازَةِ الْوَاقِعَةِ فِي مُعَيَّنٍ كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُنَاوَلَةٍ. وَقَدْ صَارَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لَهَا وَلَا فَائِدَةَ، غَيْرَ أَنَّ شُيُوخَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ - أَوْ مَنْ حُكِيَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْهُمْ - يَرَوْنَ لِذَلِكَ مَزِيَّةً مُعْتَبَرَةً، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تبارك وتعالى.

وَمِنْهَا: أَنْ يَأْتِيَ الطَّالِبُ الشَّيْخَ بِكِتَابٍ أَوْ جُزْءٍ فَيَقُولُ: (هَذَا رِوَايَتُكَ، فَنَاوِلْنِيهِ، وَأَجِزْ لِي رِوَايَتَهُ)، فَيُجِيبُهُ إِلَى ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ، وَيَتَحَقَّقَ رِوَايَتَهُ لِجَمِيعِهِ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ، وَلَا يَصِحُّ.

فَإِنْ كَانَ الطَّالِبُ مَوْثُوقًا بِخَبَرِهِ، وَمَعْرِفَتِهِ جَازَ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَكَانَ ذَلِكَ إِجَازَةً جَائِزَةً، كَمَا جَازَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ الِاعْتِمَادُ عَلَى الطَّالِبِ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْقَارِئُ مِنَ الْأَصْلِ، إِذَا كَانَ مَوْثُوقًا بِهِ مَعْرِفَةً وَدِينًا.

قَالَ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ رحمه الله: " وَلَوْ قَالَ: حَدِّثْ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ عَنِّي إِنْ كَانَ مِنْ حَدِيثِي مَعَ بَرَاءَتِي مِنَ الْغَلَطِ وَالْوَهْمِ، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا حَسَنًا "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

তাঁর পক্ষ থেকে, যখন সে কিতাবটি লাভ করবে, অথবা এমন কিছু পাবে যা মূল কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে এমনভাবে যে, ইজাজাহের আওতাভুক্ত বিষয়ের সাথে এর সামঞ্জস্যতার প্রতি সে আস্থা রাখতে পারে, যেমনটি মুনায়ালাহ বিহীন নিছক ইজাজাহসমূহের ক্ষেত্রে বিবেচ্য।

অতঃপর, এমন পরিস্থিতিতে মুনায়ালাহ দ্বারা কোনো অতিরিক্ত সুবিধা প্রাপ্তি প্রায়শই পরিলক্ষিত হয় না, যা মুনায়ালাহ ব্যতীত নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রদত্ত ইজাজাহের চেয়ে বেশি। ফুকাহা ও উসুলীগণের অনেকেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এর (মুনায়ালাহর) কোনো প্রভাব বা উপকারিতা নেই। তবে প্রাচীন ও আধুনিক আহলে হাদীসের শায়েখগণ – অথবা যাদের থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে – এর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বা শ্রেষ্ঠত্ব (মাজিয়্যাত) দেখতে পান। আর সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ তা'আলাই।

আর তার মধ্যে (ইজাজাহের প্রকারভেদ বা শর্তাদির মধ্যে) একটি হলো: যখন ছাত্র শায়খের কাছে কোনো কিতাব বা জুয (অংশ) নিয়ে এসে বলে, 'এটি আপনার বর্ণনা। অতএব, এটি আমাকে প্রদান করুন এবং এর বর্ণনা করার জন্য আমাকে ইজাজাহ দিন।' আর শায়খ তাতে সম্মত হন, কিতাবটি না দেখেই এবং এর সম্পূর্ণ অংশের বর্ণনা তাঁর থেকে হয়েছে কিনা, তা যাচাই না করেই। সুতরাং, এটি জায়েজ নয় এবং সহীহ নয়।

তবে যদি ছাত্র তার প্রদত্ত সংবাদ ও জ্ঞানে নির্ভরযোগ্য হয়, তবে এক্ষেত্রে তার উপর নির্ভর করা জায়েজ হবে এবং এটি একটি বৈধ ইজাজাহ বলে গণ্য হবে। যেমন শায়খের নিকট কিতাব পাঠের ক্ষেত্রে ছাত্রের উপর নির্ভর করা জায়েজ, যদি সে (ছাত্র) জ্ঞান ও দ্বীনদারীতে নির্ভরযোগ্য হয়, এমনকি যদি সেই (ছাত্র) মূল কিতাব থেকে পাঠক হয়।

খতীব আবু বকর রহি. বলেন: "যদি (শায়খ) বলেন, 'এই কিতাবে যা কিছু আছে, তা আমার পক্ষ থেকে বর্ণনা করো, যদি তা আমার হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং আমার ভুল ও ভ্রম থেকে মুক্ত থাকার শর্তে,' তাহলে তা জায়েজ ও উত্তম।" আর আল্লাহই অধিক অবগত।

الثَّانِي: الْمُنَاوَلَةُ الْمُجَرَّدَةُ عَنِ الْإِجَازَةِ:

بِأَنْ يُنَاوِلَهُ الْكِتَابَ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ أَوَّلًا، وَيَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ: " هَذَا مِنْ حَدِيثِي، أَوْ مِنْ سَمَاعَاتِي " وَلَا يَقُولُ: " ارْوِهِ عَنِّي، أَوْ أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَتَهُ عَنِّي " وَنَحْوَ ذَلِكَ.

فَهَذِهِ مُنَاوَلَةٌ مُخْتَلَّةٌ، لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهَا، وَعَابَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَالْأُصُولِيِّينَ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ أَجَازُوهَا وَسَوَّغُوا الرِّوَايَةَ بِهَا.

وَحَكَى الْخَطِيبُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ صَحَّحُوهَا، وَأَجَازُوا الرِّوَايَةَ بِهَا، وَسَنَذْكُرُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى - قَوْلَ مَنْ أَجَازَ الرِّوَايَةَ بِمُجَرَّدِ إِعْلَامِ الشَّيْخِ الطَّالِبِ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ سَمَاعُهُ مِنْ فُلَانٍ، وَهَذَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَيَتَرَجَّحُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْمُنَاوَلَةِ، فَإِنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ إِشْعَارٍ بِالْإِذْنِ فِي الرِّوَايَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْقَوْلُ فِي عِبَارَةِ الرَّاوِي بِطَرِيقِ الْمُنَاوَلَةِ وَالْإِجَازَةِ:

حُكِيَ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: أَنَّهُمْ جَوَّزُوا إِطْلَاقَ " حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا " فِي الرِّوَايَةِ بِالْمُنَاوَلَةِ، حُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ لَائِقٌ بِمَذْهَبِ جَمِيعِ مَنْ سَبَقَتِ الْحِكَايَةُ عَنْهُمْ: أَنَّهُمْ جَعَلُوا عَرْضَ الْمُنَاوَلَةِ الْمَقْرُونَةِ بِالْإِجَازَةِ سَمَاعًا.

দ্বিতীয়ত: ইজাযাত-মুক্ত মুনাওয়ালা (প্রদান):

এইভাবে যে, যেমনটি পূর্বে প্রথমত উল্লেখ করা হয়েছে, সে তাকে কিতাবটি হস্তান্তর করবে এবং শুধু বলবে: "এটি আমার হাদিস থেকে" অথবা "এটি আমার শ্রবণ করা বিষয় থেকে", কিন্তু সে বলবে না: "এটি আমার সূত্রে বর্ণনা করো" অথবা "আমি তোমাকে আমার সূত্রে এটি বর্ণনা করার অনুমতি দিলাম" অথবা এ ধরনের কিছু।

এটি একটি ত্রুটিপূর্ণ মুনাওয়ালা, এর মাধ্যমে বর্ণনা করা জায়েয নয়। অনেক ফকীহ ও উসূলীগণ মুহাদ্দিসীনদের উপর এর সমালোচনা করেছেন, যারা এটিকে বৈধ মনে করেছেন এবং এর মাধ্যমে বর্ণনা করা অনুমোদন করেছেন।

আর খতীব আহলুল ইলমের একটি দল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা এটিকে সহীহ বলেছেন এবং এর মাধ্যমে বর্ণনা করা জায়েয বলেছেন। আমরা উল্লেখ করব— ইনশাআল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা— তাদের বক্তব্য যারা কেবল শাইখের পক্ষ থেকে তালিবকে এই কিতাবটি অমুকের কাছ থেকে শ্রুত বলে অবহিত করার মাধ্যমে বর্ণনা করা জায়েয বলেছেন। আর এটি

(মুনাওয়ালা) তার চেয়েও অতিরিক্ত এবং এতে যে মুনাওয়ালা রয়েছে, তার কারণে এটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, কারণ এটি বর্ণনার অনুমতির ইঙ্গিত থেকে মুক্ত নয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

মুনাওয়ালা ও ইজাযাত পদ্ধতিতে বর্ণনাকারীর শব্দচয়নের বিষয়ে আলোচনা:

মুতাকাদ্দিমীন ও তাদের পরবর্তী কিছু ব্যক্তি থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা মুনাওয়ালার মাধ্যমে বর্ণনার ক্ষেত্রে "হাদ্দাসানা (আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন)" এবং "আখবারানা (আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন)" শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ জায়েয বলেছেন। এটি যুহরী, মালিক এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর এটি তাদের সকলের মাযহাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যাদের সম্পর্কে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা ইজাযাতের সাথে যুক্ত মুনাওয়ালাকে 'সামা' (শ্রবণ) হিসেবে গণ্য করেছেন।

وَحُكِيَ أَيْضًا عَنْ قَوْمٍ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ بِالْإِجَازَةِ.

وَكَانَ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ - صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْكَثِيرَةِ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ - يُطْلِقُ (أَخْبَرَنَا) فِيمَا يَرْوِيهِ بِالْإِجَازَةِ. رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا إِذَا قُلْتُ: (حَدَّثَنَا) فَهُوَ سَمَاعِي، وَإِذَا قُلْتُ: (أَخْبَرَنَا) عَلَى الْإِطْلَاقِ فَهُوَ إِجَازَةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَذْكُرَ فِيهِ (إِجَازَةً، أَوْ كِتَابَةً، أَوْ كَتَبَ إِلَيَّ، أَوْ أَذِنَ لِي فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ).

وَكَانَ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَرْزُبَانِيُّ الْأَخْبَارِيُّ - صَاحِبُ التَّصَانِيفِ فِي عِلْمِ الْخَبَرِ - يَرْوِي أَكْثَرَ مَا فِي كُتُبِهِ إِجَازَةً مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ، وَيَقُولُ فِي الْإِجَازَةِ: (أَخْبَرَنَا)، وَلَا يُبَيِّنُهَا، وَكَانَ ذَلِكَ - فِيمَا حَكَاهُ الْخَطِيبُ - مِمَّا عِيبَ بِهِ.

وَالصَّحِيحُ - وَالْمُخْتَارُ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ الْجُمْهُورِ، وَإِيَّاهُ اخْتَارَ أَهْلُ التَّحَرِّي، وَالْوَرَعِ - الْمَنْعُ فِي ذَلِكَ مِنْ إِطْلَاقِ (حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا)، وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْعِبَارَاتِ، وَتَخْصِيصُ ذَلِكَ بِعِبَارَةٍ تُشْعِرُ بِهِ، بِأَنْ يُقَيِّدَ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ فَيَقُولُ: (أَخْبَرَنَا، أَوْ حَدَّثَنَا فُلَانٌ مُنَاوَلَةً وَإِجَازَةً، أَوْ أَخْبَرَنَا إِجَازَةً، أَوْ أَخْبَرَنَا مُنَاوَلَةً، أَوْ أَخْبَرَنَا إِذْنًا، أَوْ فِي إِذْنِهِ، أَوْ فِيمَا أَذِنَ لِي

فِيهِ، أَوْ فِيمَا أَطْلَقَ لِي رِوَايَتَهُ عَنْهُ)، أَوْ يَقُولُ: (أَجَازَ لِي فُلَانٌ، أَوْ أَجَازَنِي فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا، أَوْ نَاوَلَنِي فُلَانٌ)، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ.

وَخَصَّصَ قَوْمٌ الْإِجَازَةَ بِعِبَارَاتٍ لَمْ يَسْلَمُوا فِيهَا مِنَ التَّدْلِيسِ، أَوْ

এবং কিছু লোক থেকে 'ইজাযাহ' (বর্ণনার অনুমতি) এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

এবং হাফিয আবু নু'আইম আল-আসফাহানি – যিনি হাদীস বিজ্ঞানে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন – তিনি 'ইজাযাহ'র মাধ্যমে বর্ণিত রেওয়ায়েতে (أَخْبَرَنَا) শব্দটি ব্যবহার করতেন। আমাদের নিকট তার থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: 'আমি যখন (حَدَّثَنَا) বলি, তখন তা আমার শ্রুত হাদীস; আর যখন আমি নিঃশর্তভাবে (أَخْبَرَنَا) বলি, তখন তা 'ইজাযাহ' (বর্ণনার অনুমতি), তাতে (إِجَازَةً), বা (كِتَابَةً), বা (كَتَبَ إِلَيَّ), বা (أَذِنَ لِي فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ) উল্লেখ না করেই।'

এবং আবু উবাইদুল্লাহ আল-মারযুবানি আল-আখবারি – যিনি 'ইলমুল খবর' (ইতিহাস/খবর বিজ্ঞান) এ গ্রন্থ রচনা করেছেন – তার বেশিরভাগ কিতাবে 'ইজাযাহ'র মাধ্যমে বর্ণনা করতেন, শ্রুতি ছাড়া, এবং 'ইজাযাহ'র ক্ষেত্রে (أَخْبَرَنَا) বলতেন, কিন্তু তা স্পষ্ট করতেন না। আর এটি – যেমনটি খতীব বর্ণনা করেছেন – এমন একটি বিষয় ছিল যা নিয়ে তার সমালোচনা করা হয়েছিল।

আর সঠিক মত – যা অধিকাংশের গৃহীত এবং যার উপরই আমল চলে, এবং যা পরহেজগার ও সতর্ক লোকেরা পছন্দ করেছেন – তা হল 'ইজাযাহ'র ক্ষেত্রে (حَدَّثَنَا) এবং (أَخْبَرَنَا) এবং অনুরূপ অন্যান্য অভিব্যক্তি নিঃশর্তভাবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা। বরং এমন অভিব্যক্তি দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা যা 'ইজাযাহ' নির্দেশ করে। অর্থাৎ, এই অভিব্যক্তিগুলিকে সীমাবদ্ধ করে বলা: (أَخْبَرَنَا, أو حَدَّثَنَا فلانٌ مناولةً وإجازةً), বা (أَخْبَرَنَا إِجَازَةً), বা (أَخْبَرَنَا مُنَاوَلَةً), বা (أَخْبَرَنَا إِذْنًا), বা (فِي إِذْنِهِ), বা (فِيمَا أَذِنَ لِي فِيهِ), বা (فِيمَا أَطْلَقَ لِي رِوَايَتَهُ عَنْهُ)। অথবা বলা: (أَجَازَ لِي فُلَانٌ), বা (أَجَازَنِي فُلَانٌ كذا وكذا), বা (نَاوَلَنِي فُلَانٌ) এবং অনুরূপ অন্যান্য অভিব্যক্তি।

এবং কিছু লোক 'ইজাযাহ'কে এমন অভিব্যক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট করেছেন যেখানে তারা 'তাদলিস' (প্রতারণা) থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি, অথবা

طَرَفٍ مِنْهُ، كَعِبَارَةِ مَنْ يَقُولُ فِي الْإِجَازَةِ (أَخْبَرَنَا مُشَافَهَةً) إِذَا كَانَ قَدْ شَافَهَهُ بِالْإِجَازَةِ لَفْظًا، كَعِبَارَةِ مَنْ يَقُولُ: (أَخْبَرَنَا فُلَانٌ كِتَابَةً، أَوْ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، أَوْ فِي كِتَابِهِ) إِذَا كَانَ قَدْ أَجَازَهُ بِخَطِّهِ. فَهَذَا - وَإِنْ تَعَارَفَهُ فِي ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ الْمُتَأَخِّرِينَ - فَلَا يَخْلُو عَنْ طَرَفٍ مِنَ التَّدْلِيسِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الِاشْتِرَاكِ، وَالِاشْتِبَاهِ بِمَا إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ.

وَوَرَدَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ خَصَّصَ الْإِجَازَةَ بِقَوْلِهِ: " خَبَّرَنَا " بِالتَّشْدِيدِ، وَالْقِرَاءَةَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ " أَخْبَرَنَا ".

وَاصْطَلَحَ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى إِطْلَاقِ (أَنْبَأَنَا) فِي الْإِجَازَةِ، وَهُوَ الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ صَاحِبُ (الْوَجَازَةِ فِي الْإِجَازَةِ). وَقَدْ كَانَ (أَنْبَأَنَا) عِنْدَ الْقَوْمِ - فِيمَا تَقَدَّمَ - بِمَنْزِلَةِ (أَخْبَرَنَا)، وَإِلَى هَذَا نَحَا الْحَافِظُ الْمُتْقِنُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ إِذْ كَانَ يَقُولُ: " أَنْبَأَنِي فُلَانٌ إِجَازَةً "، وَفِيهِ أَيْضًا رِعَايَةٌ لِاصْطِلَاحِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَرُوِّينَا عَنِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ رحمه الله أَنَّهُ قَالَ: " الَّذِي أَخْتَارُهُ، وَعَهِدْتُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مَشَايِخِي، وَأَئِمَّةِ عَصْرِي أَنْ يَقُولَ فِيمَا عَرَضَ عَلَى الْمُحَدِّثِ، فَأَجَازَ لَهُ رِوَايَتَهُ شِفَاهًا: " أَنْبَأَنِي فُلَانٌ "، وَفِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ الْمُحَدِّثُ مِنْ مَدِينَةٍ، وَلَمْ يُشَافِهْهُ بِالْإِجَازَةِ: " كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ ".

قَالَ: " وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ

এর একটি দিক, যেমন ইজাযাহ প্রদানকালে কেউ বলে (আখবারানা মুশাফাহাতান – আমাদেরকে মৌখিকভাবে খবর দিয়েছেন), যদি সে তাকে মৌখিকভাবে ইজাযাহ দিয়ে থাকে। অথবা যেমন কেউ বলে: (আখবারানা ফুলানুন কিতাবাতান – অমুক আমাদেরকে লিখিতভাবে খবর দিয়েছেন, অথবা ফিমা কাতাবা ইলাইয়্যা – যা তিনি আমাকে লিখেছেন, অথবা ফি কিতাবিহি – তার কিতাবে), যদি সে তাকে স্বহস্তে লিখিত ইজাযাহ দিয়ে থাকে। এটি – যদিও পরবর্তীকালের মুহাদ্দিসীনদের একটি দল এটিকে প্রথা হিসেবে গ্রহণ করেছে – কিছু পরিমাণে তাদলিস থেকে মুক্ত নয়। কারণ এতে সাধারণীকরণ এবং সাদৃশ্যতার সুযোগ রয়েছে, যা সেই ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি করে যখন উক্ত হাদিসটি সুনির্দিষ্টভাবে তাকে লিখে পাঠানো হয়।

আওযায়ী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইজাযাহর জন্য 'খাব্বারানা' (তাশদীদ সহ) বাক্যটিকে নির্দিষ্ট করেছেন এবং তাঁর কাছে পাঠের জন্য 'আখবারানা' বাক্যটি ব্যবহার করেছেন।
পরবর্তীকালের কিছু লোক ইজাযাহর ক্ষেত্রে (আনবা'আনা) শব্দ ব্যবহারকে প্রচলন করেছেন, আর তিনি হলেন আল-ওয়ালীদ ইবনে বাকর, 'আল-ওয়াজাযাহ ফি আল-ইজাযাহ' গ্রন্থের রচয়িতা। পূর্বেকার আলেমদের নিকট (আনবা'আনা) (আখবারানা)-এর সমতুল্য ছিল। হাফিযুল মুতকিন আবু বাকর আল-বাইহাকী এই মতের দিকেই ঝুঁকেছেন, কেননা তিনি বলতেন: "অমুক আমাকে ইজাযাতান (ইজাযাহস্বরূপ) খবর দিয়েছেন।" আর এতে পরবর্তীকালের পরিভাষার প্রতিও খেয়াল রাখা হয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।
এবং আমরা আল-হাকিম আবু আব্দুল্লাহ আল-হাফিয (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করি যে তিনি বলেছেন: "আমি যা পছন্দ করি, এবং আমার অধিকাংশ শায়েখ ও আমার যুগের ইমামগণ যা গ্রহণ করেছেন, তা হলো, মুহাদ্দিসের কাছে যা পেশ করা হয়েছে এবং তিনি মৌখিকভাবে তার বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে বলা হবে: 'আনবা'আনী ফুলানুন (অমুক আমাকে খবর দিয়েছেন)'। আর মুহাদ্দিস যখন কোনো শহর থেকে তাকে লিখে পাঠিয়েছেন, কিন্তু মৌখিকভাবে ইজাযাহ দেননি, সে ক্ষেত্রে বলা হবে: 'কাতাবা ইলাইয়্যা ফুলানুন (অমুক আমাকে লিখেছেন)'।"
তিনি (আল-হাকিম) বললেন: "এবং আমরা আবু আমর ইবনে আবি জাফার ইবনে হামদান থেকে বর্ণনা করি

النَّيْسَابُورِيّ) قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُلُّ مَا قَالَ الْبُخَارِيُّ " قَالَ لِي فُلَانٌ " فَهُوَ عَرْضٌ، وَمُنَاوَلَةٌ.

قُلْتُ: وَوَرَدَ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الرُّوَاةِ التَّعْبِيرُ عَنِ الْإِجَازَةِ بِقَوْلِ: " أَخْبَرَنَا فُلَانٌ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَهُ، أَوْ أَخْبَرَهُ ". وَبَلَغَنَا ذَلِكَ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ أَنَّهُ اخْتَارَهُ، أَوْ حَكَاهُ، وَهَذَا اصْطِلَاحٌ بَعِيدٌ عَنِ الْإِشْعَارِ بِالْإِجَازَةِ، وَهُوَ فِيمَا إِذَا سَمِعَ مِنْهُ الْإِسْنَادَ، فَحَسْبُ، وَأَجَازَ لَهُ مَا رَوَاهُ قَرِيبٌ، فَإِنَّ كَلِمَةَ (أَنَّ) فِي قَوْلِهِ: " أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّ فُلَانًا أَخْبَرَهُ "، فِيهَا إِشْعَارٌ بِوُجُودِ أَصْلِ الْإِخْبَارِ وَإِنْ أَجْمَلَ الْمُخْبَرَ بِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ تَفْصِيلًا.

قُلْتُ: وَكَثِيرًا مَا يُعَبِّرُ الرُّوَاةُ الْمُتَأَخِّرُونَ عَنِ الْإِجَازَةِ الْوَاقِعَةِ فِي رِوَايَةِ مَنْ فَوْقَ الشَّيْخِ الْمُسْمِعِ بِكَلِمَةِ (عَنْ)، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ إِذَا سَمِعَ عَلَى شَيْخٍ بِإِجَازَتِهِ عَنْ شَيْخِهِ: (قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ، عَنْ فُلَانٍ)، وَذَلِكَ قَرِيبٌ فِيمَا إِذَا كَانَ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ بِإِجَازَتِهِ عَنْ شَيْخِهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا فَإِنَّهُ شَاكٌّ، وَحَرْفُ (عَنْ) مُشْتَرَكٌ بَيْنَ السَّمَاعِ، وَالْإِجَازَةِ صَادِقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ إِطْلَاقِ (حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا) فِي الْإِجَازَةِ لَا يَزُولُ بِإِبَاحَةِ الْمُجِيزِ لِذَلِكَ، كَمَا اعْتَادَهُ قَوْمٌ مِنَ الْمَشَايِخِ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي إِجَازَتِهِمْ لِمَنْ يُجِيزُونَ لَهُ، إِنْ شَاءَ قَالَ: (حَدَّثَنَا)، وَإِنْ شَاءَ

(আন-নাইসাবুরি) বলেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি: বুখারী যখনই "অমুক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন" বলেন, তা 'আরদ (পেশ করা) ও মুনাওয়ালাহ (হাতে দেওয়া) পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

আমি (গ্রন্থকার) বলি: কিছু রাবী থেকে ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি)-কে এই বাক্য দ্বারা প্রকাশ করার রেওয়াজ পাওয়া যায়: "অমুক ব্যক্তি আমাদের খবর দিয়েছেন যে, অমুক তাকে হাদীস শুনিয়েছেন, অথবা খবর দিয়েছেন।" আর ইমাম আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী থেকেও আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, তিনি এটি পছন্দ করতেন, অথবা বর্ণনা করেছেন। এটি একটি পরিভাষা যা ইজাযাহর ইঙ্গিত থেকে দূরবর্তী। এটি এমন ক্ষেত্রে কাছাকাছি, যখন সে তার (শিক্ষক) থেকে শুধুমাত্র সনদ শুনেছে এবং তাকে বর্ণিত বিষয়বস্তু বর্ণনার অনুমতি দিয়েছে। কারণ, তার উক্তি: "অমুক ব্যক্তি আমাকে খবর দিয়েছেন যে, অমুক তাকে খবর দিয়েছেন" - এতে 'আন্না' (أنّ) শব্দটি মূল খবর থাকার ইঙ্গিত বহন করে, যদিও খবরটি সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে এবং বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

আমি (গ্রন্থকার) বলি: অনেক সময় পরবর্তী যুগের রাবীগণ, যিনি হাদীস শুনিয়েছেন সেই শায়েখের উপরের রাবীর বর্ণনায় বিদ্যমান 'ইজাযাহ'কে (عن) "আন" শব্দটি দ্বারা প্রকাশ করেন। তাই তাদের কেউ যখন একজন শায়েখের কাছ থেকে তার (প্রথম) শায়েখের মাধ্যমে ইজাযাহ সহকারে হাদীস শোনেন, তখন তিনি বলেন: "(আমি অমুকের নিকট পড়েছি, তিনি অমুক থেকে)"। এটি তখন কাছাকাছি যখন সে তার (শায়েখ) থেকে তার শায়েখের মাধ্যমে ইজাযাহ সহকারে শুনেছে। যদি এটি সামা' (সরাসরি শোনা) না হয়, তবে তা সন্দেহপূর্ণ। আর

'আন' (عن) অক্ষরটি সামা' এবং ইজাযাহ উভয়ের জন্য সাধারণ, উভয় ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

অতঃপর জেনে রাখো যে, ইজাযাহর ক্ষেত্রে 'হাদ্দাসানা' (আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন) এবং 'আখবারানা' (আমাদেরকে খবর দিয়েছেন) শব্দ দুটি অবাধে ব্যবহার করা থেকে নিষেধ, এই নিষেধ মুজিসের (ইজাযাহ প্রদানকারী) অনুমতির দ্বারা দূর হয় না। যেমনটি কিছু শায়েখদের অভ্যাস হয়ে গেছে যে, তারা যাকে ইজাযাহ দেন তাকে তাদের ইজাযাহতে বলেন: যদি সে চায়, সে 'হাদ্দাসানা' বলবে, আর যদি সে চায়

قَالَ: (أَخْبَرَنَا) فَلْيَعْلَمْ ذَلِكَ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ، وَتَعَالَى.

الْقِسْمُ الْخَامِسُ

مِنْ أَقْسَامِ طُرُقِ نَقْلِ الْحَدِيثِ، وَتَلَقِّيهِ: الْمُكَاتَبَةُ:

وَهِيَ أَنْ يَكْتُبَ الشَّيْخُ إِلَى الطَّالِبِ، وَهُوَ غَائِبٌ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ بِخَطِّهِ، أَوْ يَكْتُبَ لَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ حَاضِرٌ. وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ مَا إِذَا أَمَرَ غَيْرَهُ بِأَنْ يَكْتُبَ لَهُ ذَلِكَ عَنْهُ إِلَيْهِ.

وَهَذَا الْقِسْمُ يَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى نَوْعَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ تَتَجَرَّدَ الْمُكَاتَبَةُ عَنِ الْإِجَازَةِ.

وَالثَّانِي: أَنْ تَقْتَرِنَ بِالْإِجَازَةِ، بِأَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ وَيَقُولَ: (أَجَزْتُ لَكَ مَا كَتَبْتُهُ لَكَ، أَوْ مَا كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ)، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ عِبَارَاتِ الْإِجَازَةِ.

أَمَّا الْأَوَّلُ: وَهُوَ مَا إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ فَقَدْ أَجَازَ الرِّوَايَةَ بِهَا كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَالْمُتَأَخِّرِينَ، مِنْهُمْ: أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَمَنْصُورٌ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الشَّافِعِيِّينَ، وَجَعَلَهَا أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ مِنْهُمْ أَقْوَى مِنَ الْإِجَازَةِ، وَإِلَيْهِ صَارَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ.

وَأَبَى ذَلِكَ قَوْمٌ آخَرُونَ، وَإِلَيْهِ صَارَ مِنَ الشَّافِعِيِّينَ الْقَاضِي الْمَاوَرْدِيُّ، وَقَطَعَ بِهِ فِي كِتَابِهِ (الْحَاوِي).

তিনি বলেন: (আখবারানা - "আমাদেরকে অবহিত করেছেন") – এটি যেন জ্ঞাত থাকে। আর জ্ঞান আল্লাহরই নিকট, যিনি বরকতময় ও সুউচ্চ।

পঞ্চম প্রকার

হাদিস বর্ণনা ও গ্রহণের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে: আল-মুকাতাবাহ:

আর এটি হলো এই যে, শায়খ (উস্তাদ) তার কোনো ছাত্রের অনুপস্থিতিতে তার নিজস্ব হস্তাক্ষরে তার হাদিসের কিছু অংশ তাকে লিখে পাঠান, অথবা ছাত্রের উপস্থিতিতেই তাকে তা লিখে দেন। এর অন্তর্ভুক্ত হবে যখন তিনি অন্য কাউকে আদেশ করেন তার পক্ষ থেকে তার জন্য তা লিখে পাঠাতে।

আর এই প্রকারটিও দুই ভাগে বিভক্ত:

প্রথমত: মুকাতাবাহ ইজাজাহ থেকে মুক্ত হওয়া।

দ্বিতীয়ত: ইজাজাহ এর সাথে সংযুক্ত হওয়া, এভাবে যে, তিনি তাকে লিখে পাঠান এবং বলেন: (আমি তোমাকে ইজাজাহ দিলাম যা আমি তোমার জন্য লিখেছি, অথবা যা আমি তোমার কাছে লিখে পাঠিয়েছি), অথবা ইজাজাহ সংক্রান্ত এ ধরনের কোনো বাক্য।

প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে – অর্থাৎ যখন কেবল মুকাতাবাহ-এর ওপর নির্ভর করা হয় – তখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু বিদ্বান এর মাধ্যমে বর্ণনা করাকে জায়েজ বলেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: আইয়ুব আস-সাখতিয়ানি, মনসুর এবং আল-লাইস ইবনে সা'দ। শাফেয়ী মাযহাবের একাধিক ফকীহও এটি বলেছেন। আর তাঁদের মধ্য থেকে আবু আল-মুজাফফার আস-সামআনি একে ইজাজাহ থেকেও অধিক শক্তিশালী গণ্য করেছেন। বহু উসূলি ফকীহও এই মত গ্রহণ করেছেন।

আর অন্য একদল লোক এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের কাজি আল-মাওয়ার্দি এই মত গ্রহণ করেছেন এবং তার গ্রন্থ (আল-হাওয়ি)-তে এ বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَكَثِيرًا مَا يُوجَدُ فِي مَسَانِيدِهِمْ، وَمُصَنَّفَاتِهِمْ قَوْلُهُمْ: " كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ "، وَالْمُرَادُ بِهِ

هَذَا. وَذَلِكَ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَهُمْ، مَعْدُودٌ فِي الْمُسْنَدِ الْمَوْصُولِ، وَفِيهَا إِشْعَارٌ قَوِيٌّ بِمَعْنَى الْإِجَازَةِ فَهِيَ وَإِنْ لَمْ تَقْتَرِنْ بِالْإِجَازَةِ لَفْظًا فَقَدْ تَضَمَّنَتِ الْإِجَازَةَ مَعْنًى.

ثُمَّ يَكْفِي فِي ذَلِكَ أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ خَطَّ الْكَاتِبِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ: " الْخَطُّ يُشْبِهُ الْخَطَّ فَلَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى ذَلِكَ ". وَهَذَا غَيْرُ مَرْضِيٍّ ; لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ خَطَّ الْإِنْسَانِ لَا يَشْتَبِهُ بِغَيْرِهِ، وَلَا يَقَعُ فِيهِ الْتِبَاسٌ.

ثُمَّ ذَهَبَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُحَدِّثِينَ، وَأَكَابِرِهِمْ، مِنْهُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَمَنْصُورٌ: إِلَى جَوَازِ إِطْلَاقِ (حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا) فِي الرِّوَايَةِ بِالْمُكَاتَبَةِ.

وَالْمُخْتَارُ: قَوْلُ مَنْ يَقُولُ فِيهَا: (كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ: قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ بِكَذَا وَكَذَا)، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ اللَّائِقُ بِمَذَاهِبِ أَهْلِ التَّحَرِّي، وَالنَّزَاهَةِ. وَهَكَذَا لَوْ قَالَ: (أَخْبَرَنِي بِهِ مُكَاتَبَةً، أَوْ كِتَابَةً) وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ، (وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

أَمَّا الْمُكَاتَبَةُ الْمَقْرُونَةُ بِلَفْظِ الْإِجَازَةِ فَهِيَ فِي الصِّحَّةِ، وَالْقُوَّةِ شَبِيهَةٌ بِالْمُنَاوَلَةِ الْمَقْرُونَةِ بِالْإِجَازَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

প্রথম মতটি হলো সহীহ ও হাদীসশাস্ত্রবিদদের (আহলুল হাদীস) মাঝে প্রসিদ্ধ। তাদের মুসনাদ ও গ্রন্থাবলীতে প্রায়শই তাদের এই উক্তিটি পাওয়া যায়: "অমুক আমাকে লিখেছে, সে বলেছে: অমুক আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছে।" এর দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। আর এটি তাদের নিকট আমলযোগ্য এবং মুসনাদে মাউসুল (সনদ সংযুক্ত হাদীস) এর অন্তর্ভুক্ত গণ্য হয়। এতে ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি) এর অর্থের প্রতি একটি শক্তিশালী ইঙ্গিত রয়েছে। সুতরাং, যদিও এটি শাব্দিকভাবে ইজাযাহ এর সাথে যুক্ত না হয়, তথাপি এটি অর্থগতভাবে ইজাযাহকে ধারণ করে।

এরপর, এ ক্ষেত্রে যার কাছে লেখা হয়েছে তার লেখকের হস্তলিপি চেনা যথেষ্ট, যদিও এর উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হয়।

কিছু লোক বলেছেন: "এক হস্তলিপি অন্য হস্তলিপির সদৃশ হতে পারে, তাই এর উপর নির্ভর করা জায়েজ নয়।" আর এটি গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ এমনটা কদাচিৎ ঘটে। এবং স্পষ্টতই মানুষের হস্তলিপি অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় না এবং এতে কোনো বিভ্রম ঘটে না।
এরপর, মুহাদ্দিস উলামায়ে কেরামের একাধিকজন এবং তাদের প্রধানগণ, যেমন লায়স ইবনে সা'দ এবং মানসুর, মুকাতাবাত (চিঠির মাধ্যমে প্রাপ্ত বর্ণনা)-এর ক্ষেত্রে (حَدَّثَنَا – আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন) এবং (أَخْبَرَنَا – আমাদের অবহিত করেছেন) শব্দদ্বয় ব্যবহার জায়েজ বলেছেন।
আর মনোনীত মত হলো তাদের, যারা এ ক্ষেত্রে বলেন: "(অমুক আমাকে লিখেছে: সে বলেছে: অমুক আমাদের নিকট অমুক অমুক বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছে।)" আর এটাই হলো সেই সহীহ (সঠিক) পদ্ধতি যা সতর্কতা ও বিশুদ্ধতার অনুসারীদের (আহলুত-তাহা'ররি ওয়ান-নাজাহা) মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একইভাবে, যদি সে বলে: "(আমাকে তা মুকাতাবাতান বা কিতাবাতান (চিঠির মাধ্যমে) অবহিত করেছে)" অথবা এ জাতীয় অন্য কোনো অভিব্যক্তি ব্যবহার করে। (এবং আল্লাহই সর্বাধিক অবগত)।
আর ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি) শব্দযুক্ত মুকাতাবাত (লিখিত বর্ণনা) হলো বিশুদ্ধতা ও শক্তিমত্তার দিক থেকে ইজাযাহ যুক্ত মুনাওয়ালাহ (হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বর্ণনা) এর সদৃশ। এবং আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

الْقِسْمُ السَّادِسُ

مِنْ أَقْسَامِ الْأَخْذِ وَوُجُوهِ النَّقْلِ: إِعْلَامُ الرَّاوِي لِلطَّالِبِ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ، أَوْ هَذَا الْكِتَابَ سَمَاعُهُ مِنْ فُلَانٍ، أَوْ رِوَايَتُهُ، مُقْتَصِرًا عَلَى ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ: (ارْوِهِ عَنِّي، أَوْ أَذِنْتُ لَكَ فِي رِوَايَتِهِ) وَنَحْوَ ذَلِكَ.

فَهَذَا عِنْدَ كَثِيرِينَ طَرِيقٌ مُجَوِّزٌ لِرِوَايَةِ ذَلِكَ عَنْهُ وَنَقْلِهِ. حُكِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَطَوَائِفَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَالْفُقَهَاءِ، وَالْأُصُلِيِّينَ وَالظَّاهِرِيِّينَ، وَبِهِ قَطَعَ أَبُو نَصْرِ بْنُ

الصَّبَّاغِ مِنَ الشَّافِعِيِّينَ، وَاخْتَارَهُ وَنَصَرَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ الْغَمْرِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِ (الْوَجَازَةُ فِي تَجْوِيزِ الْإِجَازَةِ).

وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ الرَّامَهُرْمُزِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ (الْفَاصِلُ بَيْنَ الرَّاوِي وَالْوَاعِي) عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ، وَاحْتَجَّ لَهُ، وَزَادَ فَقَالَ: " لَوْ قَالَ لَهُ: هَذِهِ رِوَايَتِي، لَكِنْ لَا تَرْوِهَا عَنِّي، كَانَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهَا عَنْهُ، كَمَا لَوْ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: لَا تَرْوِهِ عَنِّي، وَلَا أُجِيزُهُ لَكَ، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ ".

وَوَجْهُ مَذْهَبِ هَؤُلَاءِ اعْتِبَارُ ذَلِكَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ، فَإِنَّهُ إِذَا قَرَأَ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ، وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ رِوَايَتُهُ عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، جَازَ

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রহণ এবং বর্ণনা পদ্ধতির প্রকারসমূহ থেকে: বর্ণনাকারী কর্তৃক ছাত্রকে জানানো যে, এই হাদিস, অথবা এই কিতাব, তার অমুক ব্যক্তি থেকে শ্রুত, অথবা তার বর্ণিত। শুধু এটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা, এই কথা না বলা যে: (আমার পক্ষ থেকে বর্ণনা করো, অথবা আমি তোমাকে এটি বর্ণনা করার অনুমতি দিলাম) অথবা এর অনুরূপ কিছু।

সুতরাং এটি অনেকের মতে, তার পক্ষ থেকে তা বর্ণনা ও নকল করার একটি অনুমোদিত পদ্ধতি। ইবনে জুরায়জ, এবং মুহাদ্দিসগণ, ফুকাহাগণ, উসুলীগণ ও জাহিরীগণের বিভিন্ন দল থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে। শাফেয়ী মাযহাবের আবু নাসর ইবনে আস-সাব্বাগ এটি চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত করেছেন, এবং আবু আল-আব্বাস আল-ওয়ালীদ ইবনে বাকর আল-গামরী আল-মালিকী তাঁর (আল-ওয়াজাযাহ ফি তাজয়ীযিল ইজাযাহ) নামক গ্রন্থে এটিকে সমর্থন ও পছন্দ করেছেন।

এবং কাজী আবু মুহাম্মদ ইবনে খাল্লাদ আর-রামা হুরমুযী, (আল-ফাসিল বাইন আর-রাবী ওয়াল-ওয়ায়ী) নামক গ্রন্থের লেখক, আহলে জাহিরদের কারো কারো থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এই মত গ্রহণ করেছেন এবং এর পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন, এবং আরও যোগ করে বলেছেন: "যদি তিনি (শিক্ষক) তাকে (ছাত্রকে) বলেন: 'এটি আমার বর্ণনা, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এটি বর্ণনা করো না,' তাহলেও তার জন্য তার পক্ষ থেকে এটি বর্ণনা করা জায়েজ হবে, যেমন যদি তিনি তার থেকে একটি হাদীস শুনেছেন, তারপর তিনি তাকে বললেন: 'আমার পক্ষ

থেকে এটি বর্ণনা করো না, এবং আমি তোমাকে এর অনুমতি দিচ্ছি না,' তাহলেও এটি তার (ছাত্রের) জন্য ক্ষতিকর হবে না।"
আর এই আলেমদের মাযহাবের ভিত্তি হলো, শাইখের সামনে ক্বিরাতের সাথে এটিকে তুলনা করা। কারণ, যদি কেউ তার (শাইখের) হাদিসের কিছু তার সামনে পাঠ করে, এবং তিনি স্বীকার করেন যে, এটি অমুক ইবনে অমুকের পক্ষ থেকে তার বর্ণনা, তাহলে তা জায়েজ হবে।

(ص: 176)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ لَفْظِهِ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ: " ارْوِهِ عَنِّي، أَوْ أَذِنْتُ لَكَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِّي "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالْمُخْتَارُ مَا ذُكِرَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِذَلِكَ، وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الطُّوسِيُّ مِنَ الشَّافِعِيِّينَ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَهَذَا لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مَسْمُوعَهُ وَرِوَايَتَهُ، ثُمَّ لَا يَأْذَنُ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ، لِكَوْنِهِ لَا يُجَوِّزُ رِوَايَتَهُ لِخَلَلٍ يَعْرِفُهُ فِيهِ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ التَّلَفُّظُ بِهِ، وَلَا مَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ تَلَفُّظِهِ بِهِ، وَهُوَ تَلَفُّظُ الْقَارِئِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَسْمَعُ وَيُقِرُّ بِهِ حَتَّى يَكُونَ قَوْلُ الرَّاوِي عَنْهُ السَّامِعِ ذَلِكَ (حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا) صِدْقًا، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ.

وَإِنَّمَا هَذَا كَالشَّاهِدِ، إِذَا ذُكِرَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ شَهَادَتُهُ بِشَيْءٍ فَلَيْسَ لِمَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ، إِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ، وَلَمْ يُشْهِدْهُ عَلَى شَهَادَتِهِ.

وَذَلِكَ مِمَّا تَسَاوَتْ فِيهِ الشَّهَادَةُ، وَالرِّوَايَةُ ; لِأَنَّ الْمَعْنَى يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، وَإِنِ افْتَرَقَا فِي غَيْرِهِ.

ثُمَّ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَا ذَكَرَهُ لَهُ إِذَا صَحَّ إِسْنَادُهُ، وَإِنْ لَمْ

তার জন্য তা তার সূত্রে বর্ণনা করা বৈধ হবে, যদিও সে তা তার (মূল বর্ণনাকারীর) নিজস্ব শব্দে না শুনে থাকে এবং যদিও (মূল বর্ণনাকারী) তাকে না বলে থাকেন: "আমার সূত্রে এটি বর্ণনা করো," অথবা "আমার সূত্রে এটি বর্ণনা করার জন্য আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম।" আর আল্লাহই সমধিক অবগত।

এবং নির্বাচিত মত (আল-মুختار) হলো, যা বহু সংখ্যক মুহাদ্দিস ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এভাবে বর্ণনা করা জায়েজ নয়। শাফিঈ মাযহাবের শায়খ আবু হামিদ আত-তুসী এই মতকেই চূড়ান্ত বলে স্থির করেছেন এবং এর ভিন্ন কোনো মত উল্লেখ করেননি। আর এর কারণ হলো, এমন হতে পারে যে এটি তার (মূল বর্ণনাকারীর) শ্রবণকৃত ও বর্ণিত বিষয়, কিন্তু এরপরও সে তাকে তার সূত্রে বর্ণনা করার অনুমতি দেয় না, কারণ সে এতে এমন কোনো ত্রুটি জানে যার কারণে সে এর বর্ণনাকে বৈধ মনে করে না। আর তার পক্ষ থেকে এর সুস্পষ্ট উচ্চারণ পাওয়া যায়নি, কিংবা এমন কিছুও পাওয়া যায়নি যা তার উচ্চারণের সমতুল্য—যেমন পাঠক তার সামনে উচ্চারণ করবে এবং সে (মূল বর্ণনাকারী) তা শুনে স্বীকার করবে—যাতে শ্রোতা-বর্ণনাকারীর তার থেকে "(তিনি) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন" (حدثنا) এবং "(তিনি) আমাদের অবহিত করেছেন" (أخبرنا) বলাটা সত্য হয়, যদিও তিনি (মূল বর্ণনাকারী) তাকে এর অনুমতি না দিয়ে থাকেন।

বস্তুত এটি সাক্ষীর দৃষ্টান্তের ন্যায়: যখন বিচারসভা ব্যতীত অন্য কোনো মজলিসে তার সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে কিছু উল্লেখ করা হয়, তখন যে ব্যক্তি তা শুনেছে তার জন্য সেই সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয়, যদি (মূল সাক্ষী) তাকে অনুমতি না দিয়ে থাকে এবং তাকে তার সাক্ষ্যের উপর সাক্ষী না করে থাকে।

আর এটি এমন একটি বিষয় যেখানে সাক্ষ্যদান (শাহাদাত) ও বর্ণনা (রিওয়ায়াত) সমতুল্য হয়ে যায়; কারণ অর্থগতভাবে এই ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে মিল রয়েছে, যদিও তারা অন্যান্য ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে।

অতঃপর তার উপর আবশ্যক হলো সে যা তার কাছে উল্লেখ করেছে তা অনুযায়ী আমল করা, যদি তার সনদ (ইসনাদ) সহীহ হয়, যদিও

تَجُزْ لَهُ رِوَايَتُهُ عَنْهُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يَكْفِي فِيهِ صِحَّتُهُ فِي نَفْسِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْقِسْمُ السَّابِعُ

مِنْ أَقْسَامِ الْأَخْذِ، وَالتَّحَمُّلِ: الْوَصِيَّةُ بِالْكُتُبِ:

بِأَنْ يُوصِيَ الرَّاوِي بِكِتَابٍ يَرْوِيهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ، فَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ رَضِيَ اللَّهُ [تَعَالَى] عَنْهُمْ: أَنَّهُ جَوَّزَ بِذَلِكَ رِوَايَةَ الْمُوصَى لَهُ لِذَلِكَ عَنِ الْمُوصِي الرَّاوِي.

وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا، وَهُوَ إِمَّا زَلَّةُ عَالِمٍ، أَوْ مُتَأَوَّلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الرِّوَايَةَ عَلَى سَبِيلِ الْوِجَادَةِ الَّتِي يَأْتِي شَرْحُهَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُهُمْ لِذَلِكَ، فَشَبَّهَهُ بِقِسْمِ الْإِعْلَامِ، وَقِسْمِ الْمُنَاوَلَةِ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ، فَإِنَّ لِقَوْلِ مَنْ جَوَّزَ الرِّوَايَةَ بِمُجَرَّدِ الْإِعْلَامِ، وَالْمُنَاوَلَةِ مُسْتَنَدًا ذَكَرْنَاهُ، لَا يَتَقَرَّرُ مِثْلُهُ، وَلَا قَرِيبٌ مِنْهُ هَاهُنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

তাঁর থেকে তার বর্ণনা (রিওয়ায়াত) জায়েজ হবে; কারণ এর জন্য স্বয়ং তার বিশুদ্ধতা যথেষ্ট। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

সপ্তম প্রকার

গ্রহণ ও ধারণের প্রকারভেদসমূহের মধ্যে: কিতাবসমূহের অসিয়ত:

এই যে, বর্ণনাকারী তার মৃত্যুর সময় বা সফরের সময় কোন ব্যক্তিকে এমন একটি কিতাবের অসিয়ত করবে যা সে বর্ণনা করে। তাই কিছু সালাফ থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন: যে, তারা এর দ্বারা অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অসিয়তকারী বর্ণনাকারী থেকে এর বর্ণনা জায়েজ করেছেন।

আর এটা অত্যন্ত সুদূরপরাহত (দূরবর্তী)। আর এটা হয়তো কোন আলেমের পদস্খলন (ভুল), অথবা এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তিনি 'আল-ওয়াজাদা' পদ্ধতিতে বর্ণনা করা বুঝিয়েছেন, যার ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ পরে আসবে।

আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এর পক্ষে যুক্তি পেশ করেছেন, এবং এটিকে 'আল-ই'লাম' ও 'আল-মুনাওয়ালাহ' প্রকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করেছেন। কিন্তু এটি সঠিক নয়। কারণ যারা শুধুমাত্র 'ই'লাম' ও 'মুনাওয়ালাহ'-এর মাধ্যমে বর্ণনা জায়েজ বলেছেন, তাদের মতের একটি নির্ভরতা (যুক্তি) রয়েছে যা আমরা উল্লেখ করেছি, কিন্তু এখানে তার অনুরূপ বা কাছাকাছি কোন যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

الْقِسْمُ الثَّامِنُ

الْوِجَادَةُ:

وَهِيَ مَصْدَرٌ لِـ (وَجَدَ يَجِدُ)، مُوَلَّدٌ غَيْرُ مَسْمُوعٍ مِنَ الْعَرَبِ. رُوِّينَا عَنِ الْمُعَافَى بْنِ زَكَرِيَّا النَّهْرَوَانِيِّ الْعَلَّامَةِ فِي الْعُلُومِ أَنَّ الْمُوَلَّدِينَ فَرَّعُوا قَوْلَهُمْ: (وِجَادَةً) فِيمَا أُخِذَ مِنَ الْعِلْمِ مِنْ صَحِيفَةٍ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ، وَلَا إِجَازَةٍ، وَلَا مُنَاوَلَةٍ مِنْ تَفْرِيقِ الْعَرَبِ بَيْنَ مَصَادِرِ (وَجَدَ) لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ، يَعْنِي قَوْلَهُمْ " وَجَدَ ضَالَّتَهُ وِجْدَانًا، وَمَطْلُوبَهُ وُجُودًا "، وَفِي الْغَضَبِ " مَوْجِدَةً "، وَفِي الْغِنَى " وُجْدًا "، وَفِي الْحُبِّ " وَجْدًا ".

مِثَالُ الْوِجَادَةِ: أَنْ يَقِفَ عَلَى كِتَابِ شَخْصٍ فِيهِ أَحَادِيثُ يَرْوِيهَا بِخَطِّهِ، وَلَمْ يَلْقَهُ، أَوْ لَقِيَهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ذَلِكَ الَّذِي وَجَدَهُ بِخَطِّهِ، وَلَا لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ، وَلَا نَحْوُهَا. فَلَهُ أَنْ يَقُولَ (وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، أَوْ قَرَأْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، أَوْ فِي كِتَابِ فُلَانٍ بِخَطِّهِ أَخْبَرَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ) وَيَذْكُرُ شَيْخَهُ، وَيَسُوقُ سَائِرَ الْإِسْنَادِ، وَالْمَتْنِ. أَوْ يَقُولُ: (وَجَدْتُ، أَوْ قَرَأْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ)، وَيَذْكُرُ الَّذِي حَدَّثَهُ وَمَنْ فَوْقَهُ.

هَذَا الَّذِي اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ قَدِيمًا، وَحَدِيثًا، وَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُنْقَطِعِ، وَالْمُرْسَلِ، غَيْرَ أَنَّهُ أَخَذَ شَوْبًا مِنَ الِاتِّصَالِ بِقَوْلِهِ (وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ).

অষ্টম পরিচ্ছেদ

উজাদাহ:

এটি (وجد يجد)-এর মাসদার (ক্রিয়ামূল), যা আরবরা ব্যবহার করেনি বা তাদের থেকে শ্রুত নয় (মুওয়াল্লাদ)। আমরা মুআ'ফা বিন যাকারিয়া আন-নাহরাওয়ানি, যিনি বিভিন্ন জ্ঞানে বিজ্ঞ আল্লামা ছিলেন, তার থেকে বর্ণনা পেয়েছি যে, পরবর্তী প্রজন্মের (মুওয়াল্লাদীন) লোকেরা তাদের "উজাদাহ" শব্দটি উদ্ভাবন করেছেন জ্ঞান অর্জনের সেই পদ্ধতির ক্ষেত্রে যা কোনো পাণ্ডুলিপি থেকে শ্রুত, ইজাযাত (অনুমতি) বা মুনাওয়ালাহ (হস্তান্তর) ব্যতিরেকে গ্রহণ করা হয়। আরবরা বিভিন্ন অর্থকে পার্থক্য করার জন্য (وجد) ক্রিয়ার বিভিন্ন মাসদার ব্যবহার করত, অর্থাৎ, তারা বলত "সে তার হারানো জিনিস পেল 'ওয়াজদানান' (অনুভূতি), এবং তার কাঙ্ক্ষিত

বস্তুকে 'উজুদন' (উপস্থিতি)", রাগের ক্ষেত্রে "মাওজিদাতান" (ক্রোধ), এবং প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে "উজদান" (প্রাচুর্য), আর ভালোবাসার ক্ষেত্রে "ওয়াজদান" (প্রগাঢ় ভালোবাসা)।
উজাদাহু উদাহরণ: কোনো ব্যক্তি এমন এক ব্যক্তির কিতাব পেলেন যার হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ হাদীস রয়েছে এবং তিনি সেই ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেননি, অথবা তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন কিন্তু হস্তাক্ষরে প্রাপ্ত সেই হাদীসগুলো তার থেকে শোনেননি, এবং তার কাছ থেকে এর জন্য কোনো ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি) বা অনুরূপ কিছু পাননি। এক্ষেত্রে তিনি বলতে পারেন: "অমুকের হস্তাক্ষরে আমি পেয়েছি," অথবা "অমুকের হস্তাক্ষরে পড়েছি," অথবা "অমুকের কিতাবে তার হস্তাক্ষরে (লিখিত আছে): 'আমাদেরকে অমুক বিন অমুক সংবাদ দিয়েছেন'" এবং তিনি তার উস্তাদের (শেখ) নাম উল্লেখ করবেন এবং বাকি সনদ ও মতন (মূল পাঠ) বর্ণনা করবেন। অথবা তিনি বলতে পারেন: "আমি পেয়েছি" অথবা "অমুকের হস্তাক্ষরে অমুক থেকে পড়েছি," এবং যিনি তাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার ঊর্ধ্বতনদের উল্লেখ করবেন।
এই পদ্ধতিটি প্রাচীনকাল এবং আধুনিক কাল উভয় সময়েই প্রচলিত ছিল। এটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন সনদ) এবং মুরসাল (প্রেরিত সনদ)-এর অন্তর্ভুক্ত, তবে "অমুকের হস্তাক্ষরে আমি পেয়েছি" এই উক্তির কারণে এতে কিছু পরিমাণে ইত্তিসাল (সনদের ধারাবাহিকতা) এর ধারণা যুক্ত হয়।

وَرُبَّمَا دَلَّسَ بَعْضُهُمْ، فَذَكَرَ الَّذِي وَجَدَ خَطَّهُ، وَقَالَ فِيهِ: (عَنْ فُلَانٍ، أَوْ قَالَ فُلَانٌ)، وَذَلِكَ تَدْلِيسٌ قَبِيحٌ، إِذَا كَانَ بِحَيْثُ يُوهِمُ سَمَاعَهُ مِنْهُ، عَلَى مَا سَبَقَ فِي نَوْعِ التَّدْلِيسِ.
وَجَازَفَ بَعْضُهُمْ، فَأَطْلَقَ فِيهِ (حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا) وَانْتَقَدَ ذَلِكَ عَلَى فَاعِلِهِ.
وَإِذَا وَجَدَ حَدِيثًا فِي تَأْلِيفِ شَخْصٍ، وَلَيْسَ بِخَطِّهِ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ: (ذَكَرَ فُلَانٌ، أَوْ قَالَ فُلَانٌ: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ، أَوْ ذَكَرَ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ)، وَهَذَا مُنْقَطِعٌ لَمْ يَأْخُذْ شَوْبًا مِنَ الِاتِّصَالِ.
وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا وَثِقَ بِأَنَّهُ خَطُّ الْمَذْكُورِ، أَوْ كِتَابُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَلْيَقُلْ: (بَلَغَنِي عَنْ فُلَانٍ، أَوْ وَجَدْتُ عَنْ فُلَانٍ)، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ، أَوْ لِيُفْصِحْ بِالْمُسْتَنَدِ فِيهِ،

بِأَنْ يَقُولَ مَا قَالَهُ بَعْضُ مَنْ تَقَدَّمَ: (قَرَأْتُ فِي كِتَابِ فُلَانٍ بِخَطِّهِ، وَأَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّهُ بِخَطِّهِ) أَوْ يَقُولُ: (وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ ظَنَنْتُ أَنَّهُ بِخَطِّ فُلَانٍ، أَوْ فِي كِتَابٍ ذَكَرَ كَاتِبُهُ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، أَوْ فِي كِتَابٍ قِيلَ إِنَّهُ بِخَطِّ فُلَانٍ).

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْقُلَ مِنْ كِتَابٍ مَنْسُوبٍ إِلَى مُصَنِّفٍ فَلَا يَقُلْ: (قَالَ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا) إِلَّا إِذَا وَثِقَ بِصِحَّةِ النُّسْخَةِ، بِأَنْ قَابَلَهَا هُوَ أَوْ ثِقَةٌ غَيْرُهُ بِأُصُولٍ مُتَعَدِّدَةٍ، كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ فِي آخِرِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ وَنَحْوُهُ فَلْيَقُلْ (بَلَغَنِي عَنْ فُلَانٍ أَنَّهُ ذَكَرَ كَذَا وَكَذَا، أَوْ وَجَدْتُ فِي نُسْخَةٍ مِنَ الْكِتَابِ الْفُلَانِيِّ)، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْعِبَارَاتِ.

আর হয়তোবা তাদের কেউ কেউ তাদলিস করত, অতঃপর সে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করত যার পাণ্ডুলিপি সে পেয়েছে, এবং সে তার সম্পর্কে বলত: (অমুক থেকে, অথবা অমুক বলেছে)। আর এটা একটি নিকৃষ্ট তাদলিস, যদি তা এমন হয় যে, তা তার থেকে শ্রবণের বিভ্রম সৃষ্টি করে, যেমনটি তাদলিসের প্রকারের আলোচনায় পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আর তাদের কেউ কেউ (বেপরোয়া হয়ে) তাতে (হাদদাসানা ও আখবারানা) শব্দদ্বয় অবাধে ব্যবহার করত, এবং এই কাজের জন্য তার সমালোচনা করা হয়েছে।

আর যখন সে কোনো ব্যক্তির রচনায় একটি হাদিস পায়, অথচ তা তার নিজ হাতের লেখা নয়, তখন তার জন্য বলা জায়েজ যে: (অমুক উল্লেখ করেছেন, অথবা অমুক বলেছেন: অমুক আমাদের খবর দিয়েছেন, অথবা অমুক অমুক থেকে উল্লেখ করেছেন)। আর এটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) হাদিস, যা ইত্তিসাল (সংযোগ) থেকে কোনো মিশ্রণ গ্রহণ করেনি।

আর এই সবকিছুই তখন প্রযোজ্য যখন সে নিশ্চিত হয় যে, উল্লিখিত ব্যক্তির হাতের লেখা অথবা তার গ্রন্থ। আর যদি এমনটি না হয়, তাহলে সে যেন বলে: (অমুক থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে, অথবা অমুক থেকে আমি পেয়েছি), অথবা অনুরূপ অন্যান্য অভিব্যক্তি। অথবা সে যেন তাতে তার সূত্র স্পষ্ট করে দেয়, এভাবে যে, সে যেন বলে যা পূর্ববর্তী কিছু লোক বলেছেন: (আমি অমুকের কিতাবে তার নিজের হাতের লেখায় পড়েছি, এবং অমুক আমাকে খবর দিয়েছেন যে এটি তার হাতের লেখা)। অথবা সে বলবে: (আমি এমন একটি কিতাবে পেয়েছি যা আমি অমুকের হাতের লেখা বলে ধারণা করি, অথবা এমন একটি কিতাবে যার লেখক উল্লেখ করেছেন যে তিনি অমুক ইবনে অমুক, অথবা এমন একটি কিতাবে যা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটি অমুকের হাতের লেখা)।

আর যখন সে এমন কোনো কিতাব থেকে উদ্ধৃত করতে চায় যা কোনো গ্রন্থকারের প্রতি আরোপিত, তখন সে যেন না বলে: (অমুক এই এই কথা বলেছেন)। তবে সে যদি কিতাবের অনুলিপির নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়, এভাবে যে, সে নিজে অথবা তার বিশ্বস্ত কেউ একাধিক মূল পাণ্ডুলিপির সাথে তা মিলিয়ে দেখেছে, যেমনটি আমরা প্রথম প্রকারের শেষে সতর্ক করেছি। আর যদি এই ধরনের কিছু না পাওয়া যায়, তাহলে সে যেন বলে: (অমুক থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে যে তিনি এই এই কথা উল্লেখ করেছেন, অথবা অমুক কিতাবের একটি অনুলিপিতে আমি পেয়েছি), এবং এই ধরনের অন্যান্য অভিব্যক্তি।

(ص: 180)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَقَدْ تَسَامَحَ أَكْثَرُ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ بِإِطْلَاقِ اللَّفْظِ الْجَازِمِ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ، وَتَثَبُّتٍ، فَيُطَالِعُ أَحَدُهُمْ كِتَابًا مَنْسُوبًا إِلَى مُصَنِّفٍ مُعَيَّنٍ، وَيَنْقُلُ مِنْهُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثِقَ بِصِحَّةِ النُّسْخَةِ، قَائِلًا: (قَالَ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا، أَوْ ذَكَرَ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا)، وَالصَّوَابُ مَا قَدَّمْنَاهُ.

فَإِنْ كَانَ الْمُطَالِعُ عَالِمًا فَطِنًا، بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ فِي الْغَالِبِ مَوَاضِعُ الْإِسْقَاطِ، وَالسَّقْطِ، وَمَا أُحِيلَ عَنْ جِهَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا رَجَوْنَا أَنْ يَجُوزَ لَهُ إِطْلَاقُ اللَّفْظِ الْجَازِمِ فِيمَا يَحْكِيهِ مِنْ ذَلِكَ، وَإِلَى هَذَا - فِيمَا أَحْسَبُ - اسْتَرْوَحَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ فِيمَا نَقَلُوهُ مِنْ كُتُبِ النَّاسِ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

هَذَا كُلُّهُ كَلَامٌ فِي كَيْفِيَّةِ النَّقْلِ بِطَرِيقِ الْوِجَادَةِ.

وَأَمَّا جَوَازُ الْعَمَلِ اعْتِمَادًا عَلَى مَا يُوثَقُ بِهِ مِنْهَا، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ مُعْظَمَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ، وَغَيْرِهِمْ لَا يَرَوْنَ الْعَمَلَ بِذَلِكَ.

وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَطَائِفَةٍ مِنْ نُظَّارِ أَصْحَابِهِ جَوَازُ الْعَمَلِ بِهِ.

قُلْتُ: قَطَعَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ عِنْدَ حُصُولِ الثِّقَةِ بِهِ، وَقَالَ: " لَوْ عُرِضَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى جُمْلَةِ الْمُحَدِّثِينَ لَأَبَوْهُ "، وَمَا قُطِعَ بِهِ هُوَ الَّذِي لَا يَتَّجِهُ غَيْرُهُ فِي

এই সময়ে অধিকাংশ মানুষ যাচাই-বাছাই ও নিশ্চিতকরণ ছাড়াই সুনিশ্চিতভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিথিলতা অবলম্বন করেছে। তাদের কেউ একজন কোনো নির্দিষ্ট লেখকের প্রতি আরোপিত কিতাব পাঠ করে এবং সংস্করণের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আস্থা না রেখেই তা থেকে তার বরাত দিয়ে বর্ণনা করে, এই বলে যে: (অমুক এই কথা বলেছেন, অথবা অমুক এই বিষয় উল্লেখ করেছেন)। আর সঠিক পন্থা হলো যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

যদি পাঠক একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হন, এমনভাবে যে, সাধারণত তার কাছে বাদ পড়া অংশ, ভুল এবং যা অন্য উৎস থেকে নিজের দিকে আরোপিত হয়েছে তা গোপন থাকে না, তাহলে আমরা আশা করি যে, তিনি যা বর্ণনা করেন তাতে সুনিশ্চিত শব্দ প্রয়োগ করা তার জন্য জায়েজ হবে। আর আমার ধারণা, অনেক লেখক মানুষের কিতাব থেকে যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তাতে এই নীতির উপরই ভরসা করেছেন। প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার নিকট।

এই সমস্ত আলোচনা 'আল-ওয়াজাদাহ' (লিখিত তথ্য প্রাপ্তি) পদ্ধতিতে বর্ণনা করার পদ্ধতি সম্পর্কে।

আর 'আল-ওয়াজাদাহ' এর নির্ভরযোগ্য অংশের উপর নির্ভর করে আমল করার বৈধতার বিষয়ে, আমরা কিছু মালিকী ফকীহ থেকে বর্ণনা পেয়েছি যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহ—মালিকী ও অন্যান্য—এর উপর আমল করা জায়েজ মনে করেন না।

আর ইমাম শাফিঈ এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে একদল বিচক্ষণ ফকীহ থেকে এর উপর আমল করার বৈধতা বর্ণিত হয়েছে।

আমি বলি: তাঁর (শাফিঈর) কিছু মুহাক্কিক অনুসারী উসুলুল ফিকহ-এর ক্ষেত্রে এর (ওয়াজাদাহর) নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হলে এর উপর আমল করা ওয়াজিব বলে চূড়ান্ত মত দিয়েছেন এবং বলেছেন: "আমরা যা উল্লেখ করেছি তা যদি অধিকাংশ মুহাদ্দিসের সামনে উপস্থাপন করা হয়, তবে তারা তা প্রত্যাখ্যান করবেন।" আর যে মতটি চূড়ান্ত করা হয়েছে, এর বাইরে অন্য কোনো মত গ্রহণযোগ্য নয় এই বিষয়ে

الْأَعْصَارِ الْمُتَأَخِّرَةِ، فَإِنَّهُ لَوْ تَوَقَّفَ الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى الرِّوَايَةِ لَانْسَدَّ بَابُ الْعَمَلِ بِالْمَنْقُولِ، لِتَعَذُّرِ شَرْطِ الرِّوَايَةِ فِيهَا، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ

فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ، وَكَيْفِيَّةِ ضَبْطِ الْكِتَابِ، وَتَقْيِيدِهِ

اخْتَلَفَ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ رضي الله عنهم فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ، فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ كِتَابَةَ الْحَدِيثِ، وَالْعِلْمِ، وَأَمَرُوا بِحِفْظِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ.

وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ كَرَاهَةَ ذَلِكَ: عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو مُوسَى، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فِي جَمَاعَةٍ آخَرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا إِلَّا الْقُرْآنَ، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ.

وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ إِبَاحَةَ ذَلِكَ، أَوْ فَعَلَهُ عَلِيٌّ، وَابْنُهُ الْحَسَنُ،

পরবর্তী যুগগুলোতে, কারণ যদি তাতে আমল রিওয়ায়াতের উপর নির্ভরশীল হতো, তাহলে বর্ণিত বিষয়ের উপর আমলের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যেত, যেহেতু তাতে রিওয়ায়াতের শর্ত পূরণ করা কঠিন, যেমনটি প্রথম প্রকারের আলোচনায় পূর্বে গত হয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

পঁচিশতম প্রকার

হাদীস লিখন, কিতাব সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি প্রসঙ্গে

প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) হাদীস লিখন বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হাদীস ও ইলম লেখা অপছন্দ করেছেন এবং তা মুখস্থ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এর অনুমতি দিয়েছেন।

যাঁদের থেকে আমরা এ বিষয়টি অপছন্দ করার বর্ণনা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: উমার, ইবনু মাসউদ, যায়দ ইবনু সাবিত, আবূ মূসা এবং আবূ সাঈদ আল-খুদরী, এবং সাহাবী ও তাবিঈনদের মধ্যে আরও অনেকেই।

আবূ সাঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা আমার থেকে কুরআন ব্যতীত কিছুই লিখবে না। আর যে ব্যক্তি আমার

থেকে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখেছে, সে যেন তা মুছে ফেলে।" এটি মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।
যাঁদের থেকে আমরা এর বৈধতার বর্ণনা পেয়েছি অথবা যাঁরা তা করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আলী এবং তাঁর পুত্র হাসান,

(ص: 182)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَأَنَسٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فِي جَمْعٍ آخَرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ.
وَمِنْ صَحِيحِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّالِّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ: حَدِيثُ أَبِي شَاهٍ الْيَمَنِيِّ فِي الْتِمَاسِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ لَهُ شَيْئًا سَمِعَهُ مِنْ خُطْبَتِهِ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: " اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ".
وَلَعَلَّهُ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ فِي الْكِتَابَةِ عَنْهُ لِمَنْ خَشِيَ عَلَيْهِ النِّسْيَانَ، وَنَهَى عَنِ الْكِتَابَةِ عَنْهُ مَنْ وَثِقَ بِحِفْظِهِ، مَخَافَةَ الِاتِّكَالِ عَلَى الْكِتَابِ، أَوْ نَهَى عَنْ كِتَابَةِ ذَلِكَ حِينَ خَافَ عَلَيْهِمُ اخْتِلَاطَ ذَلِكَ بِصُحُفِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَأَذِنَ فِي كِتَابَتِهِ حِينَ أَمِنَ مِنْ ذَلِكَ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ الْفُرَاوِيُّ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِنَيْسَابُورَ جَبَرَهَا اللَّهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَعَالِي الْفَارِسِيُّ، أَخْبَرَنَا الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا الْوَلِيدُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: كَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: " كَانَ هَذَا الْعِلْمُ كَرِيمًا

এবং আনাস, এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস, সাহাবী ও তাবেঈনের অন্য এক জামাতের সাথে, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।
এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীসের মধ্যে যা এর বৈধতার প্রমাণ বহন করে, তা হলো: আবু শাহ আল-ইয়ামানির সেই হাদীস যেখানে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মক্কা বিজয়ের বছর তাঁর খুতবা থেকে শোনা কিছু লিখে দেওয়ার

আবেদন করেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি: "আবু শাহের জন্য লিখে দাও।"
আর সম্ভবত তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য লেখার অনুমতি দিয়েছিলেন যারা ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা করতেন, এবং লিখতে নিষেধ করেছিলেন তাদের জন্য যাদের স্মৃতিশক্তির উপর তিনি আস্থা রাখতেন, কিতাবের উপর নির্ভরশীলতার আশঙ্কায়। অথবা তিনি তা লিখতে নিষেধ করেছিলেন যখন তাদের উপর কুরআনে আজিমের সহীফাসমূহের সাথে এর মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করতেন, এবং এর লেখার অনুমতি দিয়েছিলেন যখন এই আশঙ্কা দূর হয়েছিল।
এবং আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফাতহ ইবনে আব্দুল মুনইম আল-ফুরাবী — তার নিকট নিসাপুরে পঠনকালে, আল্লাহ তা পুনরুজ্জীবিত করুন — আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল মাআলী আল-ফারিসী, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন হাফিজ আবু বকর আল-বায়হাকী, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হুসাইন ইবনে বিশরান, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবু আমর ইবনে আস-সাম্মাক, আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন হাম্বল ইবনে ইসহাক, আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন সুলাইমান ইবনে আহমদ, আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন ওয়ালীদ, তিনি ইবনে মুসলিম। তিনি বলেছেন: আল-আওজায়ী বলতেন: "এই জ্ঞান ছিল সম্মানিত।

(ص: 183)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

يَتَلَقَّاهُ الرِّجَالُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا دَخَلَ فِي الْكُتُبِ دَخَلَ فِيهِ غَيْرُ أَهْلِهِ.
ثُمَّ إِنَّهُ زَالَ ذَلِكَ الْخِلَافُ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَسْوِيغِ ذَلِكَ وَإِبَاحَتِهِ، وَلَوْلَا تَدْوِينُهُ فِي الْكُتُبِ لَدُرِسَ فِي الْأَعْصُرِ الْآخِرَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ إِنَّ عَلَى كَتَبَةِ الْحَدِيثِ، وَطَلَبَتِهِ صَرْفَ الْهِمَّةِ إِلَى ضَبْطِ مَا يَكْتُبُونَهُ، أَوْ يُحَصِّلُونَهُ بِخَطِّ الْغَيْرِ مِنْ مَرْوِيَّاتِهِمْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي رَوَوْهُ شَكْلًا، وَنَقْطًا يُؤْمَنُ مَعَهُمَا الِالْتِبَاسُ، وَكَثِيرًا مَا يَتَهَاوَنُ بِذَلِكَ الْوَاثِقُ بِذِهْنِهِ، وَتَيَقُّظِهِ، وَذَلِكَ وَخِيمُ الْعَاقِبَةِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ

مُعَرَّضٌ لِلنِّسْيَانِ، وَأَوَّلُ نَاسٍ أَوَّلُ النَّاسِ، وَإِعْجَامُ الْمَكْتُوبِ يَمْنَعُ مِنِ اسْتِعْجَامِهِ، وَشَكْلُهُ يَمْنَعُ مِنْ إِشْكَالِهِ.

ثُمَّ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَنَّى بِتَقْيِيدِ الْوَاضِحِ الَّذِي لَا يَكَادُ يَلْتَبِسُ، وَقَدْ أَحْسَنَ مِنْ قَالَ: إِنَّمَا يُشْكَلُ مَا يُشْكِلُ.

এটি পুরুষদের মধ্যে একে অপরের থেকে গ্রহণ করা হতো, কিন্তু যখন তা গ্রন্থাবলীতে প্রবেশ করলো, তখন এর অনধিকারী ব্যক্তিরাও এতে প্রবেশ করলো।

অতঃপর সেই মতভেদ দূর হয়ে যায় এবং মুসলমানগণ এর বৈধতা ও অনুমোদনের উপর ঐক্যবদ্ধ হন। যদি গ্রন্থাবলীতে এর সংকলন না হতো, তাহলে শেষ যুগগুলোতে এটি বিলুপ্ত হয়ে যেত। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

অতঃপর হাদীস লেখকগণ এবং এর শিক্ষার্থীগণের উচিত তাদের মনোযোগ ব্যয় করা যা তারা লিখছে অথবা অন্যের হস্তাক্ষরে তাদের বর্ণিত বিষয়াবলী থেকে যা অর্জন করছে, তা এমনভাবে শব্দ ও নুকতা দিয়ে ضبط (নিয়ন্ত্রণ/সঠিক করা) করা, যাতে এর সাথে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়। প্রায়শই, যে ব্যক্তি তার স্মৃতিশক্তি ও বিচক্ষণতার উপর আস্থা রাখে, সে এ বিষয়ে অবহেলা করে, এবং এর পরিণতি খারাপ হয়। কারণ মানুষ বিস্মৃতির শিকার, এবং প্রথম বিস্মৃত ব্যক্তিই প্রথম মানব (আদম)। লিখিতকে নুকতাযুক্ত করা তাকে অস্পষ্টতা থেকে রক্ষা করে এবং এর হরকত তাকে সমস্যাযুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

অতঃপর স্পষ্ট বিষয়, যা সহজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে না, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য অতিরিক্ত কষ্ট করা উচিত নয়। এবং ঐ ব্যক্তিই উত্তম কথা বলেছেন, যিনি বলেছেন: "শুধুমাত্র সেটাই সমস্যাযুক্ত যা সমস্যাযুক্ত।" (অর্থাৎ, যা অস্পষ্ট, সেটাই স্পষ্ট করার প্রয়োজন)।

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ صَاحِبِ كِتَابِ (سِمَاتُ الْخَطِّ وَرُقُومُهُ) عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَغْدَادِيِّ فِيهِ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ الْإِعْجَامَ وَالْإِعْرَابَ إِلَّا فِي الْمُلْتَبِسِ، وَحَكَى غَيْرُهُ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُ

يَنْبَغِي أَنْ يُشْكَلَ مَا يُشْكِلُ، وَمَا لَا يُشْكِلُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُبْتَدِئَ، وَغَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي الْعِلْمِ لَا يُمَيِّزُ مَا يُشْكِلُ مِمَّا لَا يُشْكِلُ، وَلَا صَوَابَ الْإِعْرَابِ مِنْ خَطَئِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَهَذَا بَيَانُ أُمُورٍ مُفِيدَةٍ فِي ذَلِكَ:

أَحَدُهَا: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اعْتِنَاؤُهُ - مِنْ بَيْنِ مَا يَلْتَبِسُ - بِضَبْطِ الْمُلْتَبِسِ مِنْ أَسْمَاءِ النَّاسِ أَكْثَرَ، فَإِنَّهَا لَا تُسْتَدْرَكُ بِالْمَعْنَى، وَلَا يُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا بِمَا قَبْلُ، وَمَا بَعْدُ.

الثَّانِي: يُسْتَحَبُّ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُشْكِلَةِ أَنْ يُكَرِّرَ ضَبْطَهَا، بِأَنْ يَضْبِطَهَا فِي مَتْنِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يَكْتُبَهَا قُبَالَةَ ذَلِكَ فِي الْحَاشِيَةِ مُفْرَدَةً مَضْبُوطَةً، فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي إِبَانَتِهَا، وَأَبْعَدُ مِنَ الْتِبَاسِهَا، وَمَا ضَبَطَهُ فِي أَثْنَاءِ الْأَسْطُرِ رُبَّمَا دَاخَلَهُ نَقْطُ غَيْرِهِ وَشَكْلُهُ، مِمَّا فَوْقَهُ، وَتَحْتَهُ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ دِقَّةِ الْخَطِّ، وَضِيقِ الْأَسْطُرِ، وَبِهَذَا جَرَى رَسْمُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الضَّبْطِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

আমি ‘সিমাতুল খাত্তি ওয়া রুকুমুহু’ গ্রন্থের লেখক আলী ইবনে ইব্রাহিম আল-বাগদাদির হস্তাক্ষরে পড়েছি যে, জ্ঞানীগণ ‘ই‘জাম’ (নুকতা/ফোটা দেওয়া) এবং ‘ই‘রাব’ (স্বরচিহ্ন/হরকত দেওয়া) অপছন্দ করেন, তবে কেবল সন্দেহজনক ক্ষেত্রে (আল-মুলতাবিস)। আর অন্য একজন কিছু লোকের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যা সন্দেহজনক এবং যা সন্দেহজনক নয়, উভয়ই স্বরচিহ্নিত করা উচিত। এর কারণ হলো, নবাগত এবং জ্ঞানে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সন্দেহজনক এবং অ-সন্দেহজনককে পার্থক্য করতে পারে না, আর ই‘রাবের সঠিক-ভুলও নির্ণয় করতে পারে না। আল্লাহই ভালো জানেন।

এই প্রসঙ্গে কিছু উপকারী বিষয় নিচে বর্ণিত হলো:

প্রথমত: যা কিছু সন্দেহজনক হতে পারে তার মধ্যে মানুষের নামগুলোর সন্দেহজনক অংশ সঠিকভাবে চিহ্নিত করার প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। কারণ, এগুলো অর্থ দ্বারা সংশোধন করা যায় না, এবং পূর্বাপর দ্বারাও এগুলোর বিষয়ে অনুমান করা যায় না।

দ্বিতীয়ত: সন্দেহজনক শব্দগুলোর ক্ষেত্রে সেগুলোর সঠিক বিন্যাস (দবত) বারংবার করা পছন্দনীয়। যেমন, সেগুলো বইয়ের মূল অংশে বিন্যস্ত করা, তারপর সেগুলোর বিপরীতে পৃথকভাবে ও সুবিন্যস্ত আকারে পাদটীকায় লেখা। কারণ, এটি সেগুলোর স্পষ্টীকরণে অধিক কার্যকর এবং সন্দেহের সম্ভাবনা থেকে অধিক দূরে। আর যে বিন্যাস সে সারির মধ্যে করে, তা

সম্ভবত এর উপরের ও নিচের অন্যান্য নুকতা ও স্বরচিহ্নের সাথে মিশে যেতে পারে, বিশেষ করে যখন হস্তাক্ষর সূক্ষ্ম হয় এবং সারিগুলো সংকীর্ণ হয়। বিন্যাসকারীদের একটি দল এই রীতি অনুসরণ করেছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

الثَّالِثُ: يُكْرَهُ الْخَطُّ الدَّقِيقُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ يَقْتَضِيهِ.

رُوِّينَا ... عَنْ حَنْبَلِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: رَآنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَنَا أَكْتُبُ خَطًّا دَقِيقًا، فَقَالَ: " لَا تَفْعَلْ، أَحْوَجُ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ يَخُونُكَ " ... . وَبَلَغَنَا عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى خَطًّا دَقِيقًا قَالَ: " هَذَا خَطُّ مَنْ لَا يُوقِنُ بِالْخُلْفِ مِنَ اللَّهِ ".

وَالْعُذْرُ فِي ذَلِكَ هُوَ مِثْلُ أَنْ لَا يَجِدَ فِي الْوَرَقِ سَعَةً، أَوْ يَكُونَ رَحَّالًا يَحْتَاجُ إِلَى تَدْقِيقِ الْخَطِّ، لِيَخِفَّ عَلَيْهِ مَحْمَلُ كِتَابِهِ، وَنَحْوُ هَذَا،

[وَاللَّهُ أَعْلَمُ].

الرَّابِعُ: يَخْتَارُ لَهُ فِي خَطِّهِ التَّحْقِيقَ، دُونَ الْمَشْقِ وَالتَّعْلِيقِ.

بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: ... قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: " شَرُّ الْكِتَابَةِ الْمَشْقُ، وَشَرُّ الْقِرَاءَةِ الْهَذْرَمَةُ، وَأَجْوَدُ الْخَطِّ أَبْيَنُهُ " ... ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْخَامِسُ: كَمَا تُضْبَطُ الْحُرُوفُ الْمُعْجَمَةُ بِالنُّقَطِ كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ تُضْبَطَ الْمُهْمَلَاتُ غَيْرُ الْمُعْجَمَةِ بِعَلَامَةِ الْإِهْمَالِ، لِتَدُلَّ عَلَى عَدَمِ إِعْجَامِهَا.

وَسَبِيلُ النَّاسِ فِي ضَبْطِهَا مُخْتَلِفٌ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْلِبُ النَّقْطَ، فَيَجْعَلُ النَّقْطَ الَّذِي فَوْقَ الْمُعْجَمَاتِ تَحْتَ مَا يُشَاكِلُهَا مِنَ الْمُهْمَلَاتِ، فَيَنْقُطُ تَحْتَ الرَّاءِ، وَالصَّادِ، وَالطَّاءِ، وَالْعَيْنِ، وَنَحْوِهَا مِنَ

الثَّالِثُ: তৃতীয়ত: কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়া সূক্ষ্ম হস্তাক্ষর মাকরূহ।

رُوِّينَا ... হাম্বাল ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আমাকে সূক্ষ্ম হস্তাক্ষরে লিখতে দেখে বললেন: "এমন করো না, যখন তোমার এর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে, তখন এটি তোমাকে ধোঁকা দেবে।" ... । আর আমাদের কাছে কিছু মাশাইখ থেকে পৌঁছেছে যে, তিনি যখন সূক্ষ্ম হস্তাক্ষর দেখতেন, তখন বলতেন: "এটি এমন ব্যক্তির হাতের লেখা, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্তির ব্যাপারে নিশ্চিত নয়।"

আর এ বিষয়ে ওজর হলো, যেমন কাগজে পর্যাপ্ত জায়গা না পাওয়া, অথবা সে একজন পর্যটক যে হস্তাক্ষর সূক্ষ্ম করার প্রয়োজন বোধ করে, যাতে তার বইয়ের বোঝা হালকা হয়, এবং এ ধরনের অন্যান্য কারণ,

[আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত]।

الرَّابِعُ: চতুর্থত: তার জন্য তার হস্তাক্ষরে 'তাহকীক' (স্পষ্ট ও পরিপূর্ণ রূপ) নির্বাচন করা উচিত, 'মাশক' (তাড়াহুড়োর লেখা) ও 'তালীক' (ঝুলন্ত বা বাঁকা লেখা) নয়।

بَلَغَنَا ইবনে কুতাইবা থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন: ... উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলেছেন: "নিকৃষ্ট লেখা হলো 'মাশক' (তাড়াহুড়োর লেখা), এবং নিকৃষ্ট পাঠ হলো 'হাজরামাহ' (দ্রুত ও অস্পষ্ট পাঠ), আর সর্বোত্তম হস্তাক্ষর হলো যা সবচেয়ে স্পষ্ট।" ... , আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

الْخَامِسُ: পঞ্চমত: যেমন নুকতাযুক্ত অক্ষরগুলোকে নুকতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, তেমনি নুকতাহীন অক্ষরগুলোকে 'ইহমাল'-এর চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা উচিত, যাতে তাদের নুকতাহীনতা নির্দেশিত হয়।

আর এগুলোর চিহ্নিতকরণে মানুষের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন: তাদের মধ্যে কেউ কেউ নুকতা উল্টে দেয়, তাই তারা নুকতাযুক্ত অক্ষরের উপরের নুকতাকে অনুরূপ নুকতাহীন অক্ষরের নিচে স্থাপন করে। যেমন, 'রা', 'সাদ', 'ত্বা', 'আইন' ইত্যাদির নিচে নুকতা দেয়।

الْمُهْمَلَاتِ.

وَذَكَرَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ أَنَّ النُّقَطَ الَّتِي تَحْتَ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ تَكُونُ مَبْسُوطَةً صَفًّا، وَالَّتِي فَوْقَ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ تَكُونُ كَالْأَثَافِيِّ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجْعَلُ عَلَامَةَ الْإِهْمَالِ فَوْقَ الْحُرُوفِ الْمُهْمَلَةِ كَقُلَامَةِ الظُّفْرِ، مُضْجَعَةً عَلَى قَفَاهَا.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ تَحْتَ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ حَاءً مُفْرَدَةً صَغِيرَةً، وَكَذَا تَحْتَ الدَّالِ، وَالطَّاءِ، وَالصَّادِ، وَالسِّينِ، وَالْعَيْنِ، وَسَائِرُ الْحُرُوفِ الْمُهْمَلَةِ الْمُلْتَبِسَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.

فَهَذِهِ وُجُوهٌ مِنْ عَلَامَاتِ الْإِهْمَالِ شَائِعَةٌ مَعْرُوفَةٌ.

وَهُنَاكَ مِنَ الْعَلَامَاتِ مَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ، وَلَا يَفْطِنُ لَهُ كَثِيرُونَ، كَعَلَامَةِ مَنْ يَجْعَلُ فَوْقَ الْحَرْفِ الْمُهْمَلِ خَطًّا صَغِيرًا، وَكَعَلَامَةِ مَنْ يَجْعَلُ تَحْتَ الْحَرْفِ الْمُهْمَلِ مِثْلَ الْهَمْزَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

السَّادِسُ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْطَلِحَ مَعَ نَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ بِمَا لَا يَفْهَمُهُ غَيْرُهُ، فَيُوقِعُ غَيْرَهُ فِي حَيْرَةٍ، كَفِعْلِ مَنْ يَجْمَعُ فِي كِتَابِهِ بَيْنَ رِوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَيَرْمُزُ إِلَى رِوَايَةِ كُلِّ رَاوٍ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ مِنِ اسْمِهِ، أَوْ حَرْفَيْنِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَإِنْ بَيَّنَ - فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ، أَوْ آخِرِهِ - مُرَادَهُ بِتِلْكَ الْعَلَامَاتِ وَالرُّمُوزِ، فَلَا بَأْسَ. وَمَعَ ذَلِكَ فَالْأَوْلَى أَنْ يَتَجَنَّبَ الرَّمْزَ، وَيَكْتُبَ عِنْدَ كُلِّ رِوَايَةٍ اسْمَ رَاوِيهَا بِكَمَالِهِ مُخْتَصَرًا، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْعَلَامَةِ بِبَعْضِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

মুহমাল অক্ষরগুলি।

এবং তাদের কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, মুহমাল ‘সিন’ (س)-এর নিচের নুকতাগুলি সারি করে প্রসারিত থাকবে, আর মু'জাম ‘শিন’ (ش)-এর উপরের নুকতাগুলি উনুনের তিনটি পাথরের (ত্রিপদী) মতো হবে।

এবং কিছু লোক এমনও আছেন যারা মুহমাল অক্ষরগুলির উপরে নখের ছাঁটা অংশের মতো করে, উল্টো করে শোয়ানো অবস্থায় ইহমালের চিহ্ন রাখেন।

এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুহমাল ‘হা’ (ح)-এর নিচে একটি ছোট একাকী ‘হা’ ব্যবহার করেন, এবং অনুরূপভাবে ‘দাল’ (د), ‘তা’ (ط), ‘সাদ’ (ص), ‘সিন’ (س), ‘আইন’ (ع) এবং অন্যান্য সন্দেহজনক মুহমাল অক্ষরগুলির নিচেও এমনটি করেন।

সুতরাং, এগুলি হচ্ছে ইহমালের চিহ্নের কিছু পরিচিত ও প্রচলিত ধরণ।

এবং এমন কিছু চিহ্নও আছে যা বহু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু অনেকে তা খেয়াল করেন না, যেমন কোনো ব্যক্তি মুহমাল অক্ষরের উপরে একটি ছোট রেখা দেন, অথবা কোনো ব্যক্তি মুহমাল অক্ষরের নিচে হামজার (ء) মতো চিহ্ন দেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।
ষষ্ঠ: ব্যক্তির জন্য তার গ্রন্থে এমন কোনো স্বকীয় পরিভাষা ব্যবহার করা উচিত নয় যা অন্য কেউ বুঝতে পারে না, কারণ এতে অন্যদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলা হয়। যেমন, এমন ব্যক্তির কাজ যে তার গ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণনা একত্রিত করে এবং প্রতিটি বর্ণনাকারীর বর্ণনার জন্য তার নামের একটি অক্ষর বা দুটি অক্ষর দিয়ে প্রতীক ব্যবহার করে, অথবা অনুরূপ কিছু। তবে যদি সে তার গ্রন্থের শুরুতে বা শেষে এই চিহ্নগুলি ও প্রতীকগুলির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। এতদসত্ত্বেও, প্রতীক ব্যবহার পরিহার করাই উত্তম এবং প্রতিটি বর্ণনার ক্ষেত্রে তার বর্ণনাকারীর সম্পূর্ণ নাম সংক্ষেপে লেখা উচিত, কেবল নামের কিছু অংশের প্রতীকের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

السَّابِعُ: يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَ كُلِّ حَدِيثَيْنِ دَارَةً تَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، وَتُمَيِّزُ. وَمِمَّنْ بَلَغَنَا عَنْهُ ذَلِكَ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَبُو الزِّنَادِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ رضي الله عنهم.
وَاسْتَحَبَّ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ أَنْ تَكُونَ الدَّارَاتُ غُفْلًا، فَإِذَا عَارَضَ فَكُلُّ حَدِيثٍ يَفْرُغُ مِنْ عَرْضِهِ يَنْقُطُ فِي الدَّارَةِ الَّتِي تَلِيهِ نُقْطَةً، أَوْ يَخُطُّ فِي وَسَطِهَا خَطًّا. قَالَ: " وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُعْتَدُّ مِنْ سَمَاعِهِ إِلَّا بِمَا كَانَ كَذَلِكَ، أَوْ فِي مَعْنَاهُ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الثَّامِنُ: يُكْرَهُ لَهُ فِي مِثْلِ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ) أَنْ يَكْتُبَ (عَبْدَ) فِي آخِرِ سَطْرٍ، وَالْبَاقِيَ فِي أَوَّلِ السَّطْرِ الْآخَرِ.
وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ فِي (عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فُلَانٍ)، وَفِي سَائِرِ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى التَّعْبِيدِ لِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يَكْتُبَ (عَبْدَ) فِي آخِرِ سَطْرٍ، وَاسْمَ اللَّهِ مَعَ سَائِرِ النَّسَبِ فِي أَوَّلِ السَّطْرِ الْآخَرِ.
وَهَكَذَا يُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ (قَالَ رَسُولُ) فِي آخِرِ سَطْرٍ، وَيَكْتُبَ فِي أَوَّلِ السَّطْرِ الَّذِي يَلِيهِ (اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

সপ্তম: উচিত হলো যে, সে যেন প্রত্যেক দুটি হাদিসের মাঝে একটি বৃত্ত অঙ্কন করে যা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবে এবং পার্থক্য নির্দেশ করবে। এবং যে সকল ইমাম থেকে আমাদের কাছে এ বিষয়ে সংবাদ পৌঁছেছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন আবূয-যিনাদ, আহমদ ইবন হাম্বল, ইবরাহীম ইবন ইসহাক আল-হারবী এবং মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

এবং আল-খতীব আল-হাফিয পছন্দ করেছেন যে, বৃত্তগুলি যেন ফাঁকা থাকে, অতঃপর যখন সে তুলনা করবে, তখন প্রত্যেক হাদিস যা তার উপস্থাপনা থেকে শেষ হবে, তার পরবর্তী বৃত্তে একটি বিন্দু দেবে, অথবা তার মাঝখানে একটি রেখা টানবে। তিনি বলেন: "এবং কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের শ্রবণকে গ্রহণ করতেন না, যদি তা এমন না হতো অথবা এর অনুরূপ না হতো।" এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

অষ্টম: তার জন্য মাকরুহ (অপছন্দনীয়) হলো, যেমন (আব্দুল্লাহ ইবন অমুক ইবন অমুক) এর ক্ষেত্রে যেন সে (আব্দা) শব্দটি একটি লাইনের শেষে না লেখে, আর বাকি অংশ পরবর্তী লাইনের শুরুতে।

এবং একইভাবে মাকরুহ হলো (আব্দুর রহমান ইবন অমুক) এর ক্ষেত্রে, এবং অন্যান্য সকল নামে যা আল্লাহ তা'আলার প্রতি দাসত্ব (তা'বীদ) নির্দেশ করে, যেন সে (আব্দা) শব্দটি একটি লাইনের শেষে না লেখে, আর আল্লাহর নাম এবং বাকি বংশধারা পরবর্তী লাইনের শুরুতে।

এবং একইভাবে মাকরুহ হলো যে, সে যেন (قال رسول) একটি লাইনের শেষে না লেখে, এবং পরবর্তী লাইনের শুরুতে (الله صلى الله تعالى عليه وسلم) লেখে, এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়। এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

التَّاسِعُ: يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى كِتْبَةِ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذِكْرِهِ، وَلَا يَسْأَمَ مِنْ تَكْرِيرِ ذَلِكَ عِنْدَ تَكَرُّرِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ

الْفَوَائِدِ الَّتِي يَتَعَجَّلُهَا طَلَبَةُ الْحَدِيثِ، وَكَتَبَتُهُ، وَمَنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ حُرِمَ حَظًّا عَظِيمًا، وَقَدْ رُوِّينَا لِأَهْلِ ذَلِكَ مَنَامَاتٍ صَالِحَةً.

وَمَا يَكْتُبُهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ دُعَاءٌ يُثْبِتُهُ لَا كَلَامٌ يَرْوِيهِ، فَلِذَلِكَ لَا يَتَقَيَّدُ فِيهِ بِالرِّوَايَةِ، وَلَا يَقْتَصِرُ فِيهِ عَلَى مَا فِي الْأَصْلِ.

وَهَكَذَا الْأَمْرُ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ ذِكْرِ اسْمِهِ، نَحْوُ عز وجل، وَ تبارك وتعالى وَمَا ضَاهَى ذَلِكَ. وَإِذَا وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَدْ جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَةُ كَانَتِ الْعِنَايَةُ بِإِثْبَاتِهِ، وَضَبْطِهِ أَكْثَرَ. وَمَا وُجِدَ فِي خَطِّ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه مِنْ إِغْفَالِ ذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِ اسْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَعَلَّ سَبَبَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى التَّقَيُّدَ فِي ذَلِكَ بِالرِّوَايَةِ، وَعَزَّ عَلَيْهِ اتِّصَالُهَا فِي ذَلِكَ فِي جَمِيعِ مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الرُّوَاةِ.

قَالَ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ: " وَبَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نُطْقًا لَا خَطًّا "، قَالَ: " وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي ذَلِكَ ".

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَا: " مَا تَرَكْنَا الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي كُلِّ حَدِيثٍ سَمِعْنَاهُ،

নবম: যখন রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর নাম উল্লেখ করা হয়, তখন তাঁর উপর সালাত ও সালাম লেখার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। এবং বারবার তাঁর নাম আসার কারণে এটি বারবার লিখতে বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ এটি হাদীস ছাত্র ও এর লেখকদের জন্য দ্রুত প্রাপ্তব্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপকারিতাগুলোর মধ্যে অন্যতম। আর যে ব্যক্তি এতে অবহেলা করে, সে এক মহা সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়। আর এই কাজের সাথে যারা জড়িত তাদের জন্য আমরা অনেক সৎ স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেছি।

আর সে যা লেখে তা একটি দু'আ যা সে সাব্যস্ত করে, বর্ণনা করার মতো কোনো কথা নয়। তাই এতে বর্ণনার (রিওয়ায়াত) দ্বারা সীমাবদ্ধতা থাকে না এবং মূল পাঠে যা আছে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় না।

অনুরূপভাবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নাম উল্লেখ করার সময় তাঁর প্রশংসা করার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য, যেমন: عز وجل (আযযা ওয়া জাল), وَ تبارك وتعالى (তাবারা ওয়া

তা‘আলা) এবং এর অনুরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে। আর যদি এমন কিছু পাওয়া যায় যা বর্ণনার মাধ্যমে এসেছে, তবে তা লিপিবদ্ধ করা ও সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার প্রতি অধিক যত্ন নেওয়া উচিত। আর নবী صلى الله عليه وسلم-এর নাম উল্লেখ করার সময় আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বাল রদিআল্লাহু আনহু-এর লেখায় এর অবহেলা যা পাওয়া যায়, তার কারণ সম্ভবত এই যে, তিনি এ বিষয়ে বর্ণনা (রিওয়ায়াত) দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকাকেই দেখতেন এবং তার জন্য তার উপরের সকল বর্ণনাকারীর থেকে এর ধারাবাহিকতা অর্জন করা কঠিন ছিল।
খতীব আবু বকর বলেন: "আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, তিনি নবী صلى الله عليه وسلم-এর উপর মুখে দরূদ পাঠ করতেন, লেখায় নয়।" তিনি বলেন: "আর অন্যান্য পূর্ববর্তী ইমামগণ এ বিষয়ে তাঁর বিরোধিতা করেছেন।"
আলী ইবনুল মাদীনী এবং আব্বাস ইবনে আবদুল আযীম আল-আনবারী থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা উভয়ে বলেছেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর উপর দরূদ ত্যাগ করিনি এমন কোনো হাদীসে যা আমরা শুনেছি,

---

(ص: 189)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَرُبَّمَا عَجَّلْنَا فَنُبَيِّضُ الْكِتَابَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْهِ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ لِيَتَجَنَّبْ فِي إِثْبَاتِهَا نَقْصَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكْتُبَهَا مَنْقُوصَةَ صُورَةٍ، رَامِزًا إِلَيْهَا بِحَرْفَيْنِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكْتُبَهَا مَنْقُوصَةَ مَعْنًى، بِأَنْ لَا يَكْتُبَ (وَسَلَّمَ)، وَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ فِي خَطِّ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ. سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ مَنْصُورَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْعِمِ، وَأُمَّ الْمُؤَيَّدِ بِنْتَ أَبِي الْقَاسِمِ بِقِرَائَتِي عَلَيْهِمَا قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا الْبَرَكَاتِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْفُرَاوِيَّ لَفْظًا، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُقْرِئَ ظَرِيفَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَافِظَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: ... سَمِعْتُ حَمْزَةَ الْكِنَانِيَّ يَقُولُ: كُنْتُ أَكْتُبُ الْحَدِيثَ، وَكُنْتُ أَكْتُبُ عِنْدَ ذِكْرِ النَّبِيِّ " صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ " وَلَا أَكْتُبُ " وَسَلَّمَ "، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى

الله عليه وآله وسلم فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ لِي: مَا لَكَ لَا تُتِمُّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَمَا كَتَبْتُ بَعْدَ ذَلِكَ " صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ " إِلَّا كَتَبْتُ " وَسَلَّمَ " ... .

وَقَعَ فِي الْأَصْلِ فِي شَيْخِ الْمَقْرِي ظَرِيفِ " عَبْدُ اللَّهِ " وَإِنَّمَا هُوَ

এবং কখনো কখনো আমরা ত্বরিত গতিতে প্রতিটি হাদীসে গ্রন্থটিকে সুস্পষ্ট করে রাখি, যাতে আমরা সেটির দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারি।" আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

অতঃপর, এর প্রমাণে দুটি ত্রুটি পরিহার করা উচিত:

প্রথমটি: এটিকে সংক্ষিপ্ত রূপে লেখা, এর প্রতি দুটি অক্ষর বা অনুরূপ কিছু দ্বারা প্রতীকী ইঙ্গিত করে।

এবং দ্বিতীয়টি: এটিকে অর্থগতভাবে অসম্পূর্ণরূপে লেখা, অর্থাৎ (ওয়া সাল্লাম) না লেখা, যদিও তা কিছু পূর্ববর্তীদের হস্তাক্ষরে পাওয়া যায়। আমার পাঠকালে আমি আবূল কাসিম মানসুর ইবনে আব্দুল মুনইম এবং উম্মুল মুয়াইয়্যিদ বিনতে আবূল কাসিমকে বলতে শুনেছি যে, তাঁরা উভয়ে বলেছেন: আমরা আবূল বারাকাত আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-ফুরাবীকে মৌখিকভাবে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি মুক্বরি' জারীফ ইবনে মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-হাফিযকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি: ... আমি হামযা আল-কিনানীকে বলতে শুনেছি: আমি হাদীস লিখতাম এবং নবী ﷺ-এর উল্লেখের সময় "সাল্লাল্লাহু আলাইহি" লিখতাম, কিন্তু "ওয়া সাল্লাম" লিখতাম না। অতঃপর আমি স্বপ্নে নবী صلى الله عليه وآله وسلم-কে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন: তোমার কী হয়েছে যে তুমি আমার উপর পূর্ণ সালাত (দরূদ) পাঠ করো না? তিনি (হামযা) বললেন: এরপর থেকে যখনই আমি "সাল্লাল্লাহু আলাইহি" লিখেছি, তখনই "ওয়া সাল্লাম"ও লিখেছি ...।

মূল পাণ্ডুলিপিতে মুক্বরি' জারীফের শায়খ হিসাবে "আব্দুল্লাহ" লেখা হয়েছে, কিন্তু মূলত তিনি হলেন

" عُبَيْدُ اللَّهِ " بِالتَّصْغِيرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُوهُ، هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ، فَقَوْلُهُ " الْحَافِظِ " إِذًا مَجْرُورٌ (1).

قُلْتُ: وَيُكْرَهُ أَيْضًا الِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ " عليه السلام "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

الْعَاشِرُ: عَلَى الطَّالِبِ مُقَابَلَةُ كِتَابِهِ بِأَصْلِ سَمَاعِهِ، وَكِتَابِ شَيْخِهِ الَّذِي يَرْوِيهِ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ إِجَازَةً.

رُوِّينَا عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ هِشَامٍ: " كَتَبْتَ؟ " قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: " عَرَضْتَ كِتَابَكَ؟ " قَالَ: " لَا "، قَالَ: " لَمْ تَكْتُبْ ".

---

(1) قال المحقق (د نور الدين عتر): كذا في جميع الأصول لهذه الطبعة وللطبعة السابقة أيضا. وهو بيان من المصنف لما وقع في السند في الأصل الذي نقل منه كلام حمزة الكناني، مما يجب التنبه له، كما هي طريقة المحدثين، وليست مدرجة في الكتاب من أحد الناسخين، خلافا لما توهمته تعليقة دار الكتب المصرية. ووقع هنا في هامش النسخة الأصل هذه الحاشية: "الحافظ صفة لأبيه، فلذلك جررناه، والله أعلم" انتهى. وهذا يؤكد صواب عملنا وخطل ذلك التوهم.

"উবাইদুল্লাহ" (تَصغير - তাসগীর/ক্ষুদ্রার্থে), এবং তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, তিনি আবু আবদুল্লাহ ইবনে মানদাহ। সুতরাং তার উক্তি "আল-হাফিজ" এখানে মাজরুর (১)।

আমি বলি: "আলাইহিস সালাম" বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাও মাকরুহ। আর আল্লাহই অধিক অবগত সঠিক বিষয়ে।

দশম বিষয়টি: শিক্ষার্থীর উচিত তার কিতাবকে তার শ্রবণের মূলের সাথে মিলিয়ে নেওয়া, এবং তার শাইখের কিতাবের সাথেও, যা থেকে সে বর্ণনা করে, যদিও তা ইজাযাহ (অনুমতিপত্র) আকারে হোক না কেন।

উরওয়াহ ইবনুল যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, যে তিনি তার পুত্র হিশামকে বললেন: "লিখেছ?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "তোমার কিতাব মিলিয়ে নিয়েছ?" তিনি বললেন: "না।" তিনি বললেন: "তুমি লেখোইনি।"

---

(১) মুহাক্কিক (ড. নূরুদ্দীন ইতর) বলেন: এই সংস্করণ এবং পূর্ববর্তী সংস্করণের সকল মূল পাণ্ডুলিপিতে এভাবেই রয়েছে। এটি লেখকের একটি ব্যাখ্যা যা হামজাহ আল-কিনানীর উক্তি যে মূল সনদ থেকে নেওয়া হয়েছে তাতে যা ঘটেছে, সে বিষয়ে যা মনোযোগ আকর্ষণ করার

মতো, যেমনটি মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি। এবং এটি দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যার টীকায় যা অনুমান করা হয়েছে তার বিপরীতে কোনো লিপিকার কর্তৃক কিতাবে সন্নিবেশিত নয়। এবং এখানে মূল পাণ্ডুলিপির মার্জিনে এই টীকাটি পাওয়া গেছে: "আল-হাফিজ তার পিতার বিশেষণ, তাই আমরা এটিকে জার (মাজরুর) করেছি, আল্লাহই অধিক অবগত।" সমাপ্ত। এবং এটি আমাদের কাজের সঠিকতা এবং সেই অনুমানের ভুল প্রমাণ করে।

(ص: 191)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَرُوِّينَا عَنِ الشَّافِعِيِّ الْإِمَامِ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَا: " مَنْ كَتَبَ وَلَمْ يُعَارِضْ كَمَنْ دَخَلَ الْخَلَاءَ وَلَمْ يَسْتَنْجِ ".

وَعَنِ الْأَخْفَشِ قَالَ: " إِذَا نُسِخَ الْكِتَابُ وَلَمْ يُعَارَضْ، ثُمَّ نُسِخَ وَلَمْ يُعَارَضْ خَرَجَ أَعْجَمِيًّا ".

ثُمَّ إِنَّ أَفْضَلَ الْمُعَارَضَةِ: أَنْ يُعَارِضَ الطَّالِبُ بِنَفْسِهِ كِتَابَهُ بِكِتَابِ الشَّيْخِ مَعَ الشَّيْخِ، فِي حَالِ تَحْدِيثِهِ إِيَّاهُ مِنْ كِتَابِهِ، لِمَا يَجْمَعُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الِاحْتِيَاطِ، وَالْإِتْقَانِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَمَا لَمْ تَجْتَمِعْ فِيهِ هَذِهِ الْأَوْصَافُ نَقَصَ مِنْ مَرْتَبَتِهِ بِقَدْرِ مَا فَاتَهُ مِنْهَا.

وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوْلَى مِنْ إِطْلَاقِ أَبِي الْفَضْلِ الْجَارُودِيِّ الْحَافِظِ الْهَرَوِيِّ قَوْلَهُ: " أَصْدِقِ الْمُعَارَضَةَ مَعَ نَفْسِكَ ".

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ مَعَهُ فِي نُسْخَتِهِ مَنْ حَضَرَ مِنَ السَّامِعِينَ، مِمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ نُسْخَةٌ، لَا سِيَّمَا إِذَا أَرَادَ النَّقْلَ مِنْهَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ لَمْ يَنْظُرْ فِي الْكِتَابِ، وَالْمُحَدِّثُ يَقْرَأُ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُحَدِّثَ بِذَلِكَ عَنْهُ؟ فَقَالَ: " أَمَّا عِنْدِي فَلَا يَجُوزُ، وَلَكِنَّ عَامَّةَ الشُّيُوخِ هَكَذَا سَمَاعُهُمْ ".

আমরা ইমাম শাফিঈ এবং ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসির থেকে বর্ণনা করেছি যে, তাঁরা উভয়ে বলেছেন: "যে ব্যক্তি লিখলো কিন্তু মু'আরাদা (মূল অনুলিপির সাথে যাচাই) করলো না, সে

এমন ব্যক্তির মতো যে শৌচাগারে প্রবেশ করলো কিন্তু ইস্তিনজা (মলমূত্র ত্যাগের পর পবিত্রতা অর্জন) করলো না।"
আখফাশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "যদি কোনো কিতাব অনুলিপি করা হয় কিন্তু মু'আরাদা করা না হয়, অতঃপর তা আবারও অনুলিপি করা হয় এবং মু'আরাদা করা না হয়, তবে তা 'আজামি (ত্রুটিপূর্ণ ও অস্পষ্ট) হয়ে যায়।"
অতঃপর, মু'আরাদার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো: ছাত্র নিজেই তার কিতাবকে শায়খের কিতাবের সাথে শায়খের উপস্থিতিতে যাচাই করে নেবে, যখন শায়খ তার কিতাব থেকে তাকে (হাদীস) শুনাচ্ছেন। কারণ এতে উভয় দিক থেকে সতর্কতা ও নিখুঁততার সকল দিক একত্রিত হয়। আর যেখানে এই গুণাবলী একত্রিত হয় না, তার (মু'আরাদার) স্তর থেকে সেই পরিমাণ কমে যায় যা তাতে অনুপস্থিত থাকে। আমরা যা উল্লেখ করেছি, তা হাফিয আবুল ফাদল আল-জারুদি আল-হারাউয়ীর এই উক্তি থেকে অধিকতর অগ্রাধিকারযোগ্য: "নিজের সাথেই সত্যতার সাথে মু'আরাদা করো।"
এবং এটি মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) যে, উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে যাদের কাছে কোনো অনুলিপি নেই, তারা তার (ছাত্রের) অনুলিপিতে তার সাথে (মিলিয়ে) দেখবে, বিশেষত যদি তারা তা থেকে বর্ণনা করতে চায়। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, মুহাদ্দিস যখন পাঠ করেন তখন কিতাবে দৃষ্টি দেয় না, (তাহলে) তার পক্ষে কি তা (সেই হাদীস) তার (মুহাদ্দিসের) সূত্রে বর্ণনা করা জায়েয হবে? তিনি বললেন: "আমার মতে, তা জায়েয নয়। তবে অধিকাংশ শায়খের শ্রবণ পদ্ধতি এমনই (ছিল)।"

(ص: 192)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

قُلْتُ: وَهَذَا مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ التَّشْدِيدِ فِي الرِّوَايَةِ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَذْهَبِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ السَّمَاعُ، وَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ أَصْلًا فِي الْكِتَابِ حَالَةَ الْقِرَاءَةِ، وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُقَابِلَهُ بِنَفْسِهِ، بَلْ يَكْفِيهِ مُقَابَلَةُ نُسْخَتِهِ بِأَصْلِ

الرَّاوِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَالَةَ الْقِرَاءَةِ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَابَلَةُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ ثِقَةً مَوْثُوقًا بِضَبْطِهِ.

قُلْتُ: وَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ مُقَابَلَتُهُ بِفَرْعٍ قَدْ قُوبِلَ الْمُقَابَلَةَ الْمَشْرُوطَةَ بِأَصْلِ شَيْخِهِ أَصْلِ السَّمَاعِ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَابَلَ بِأَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ الْمُقَابَلِ بِهِ أَصْلُ الشَّيْخِ ; لِأَنَّ الْغَرَضَ الْمَطْلُوبَ أَنْ يَكُونَ كِتَابُ الطَّالِبِ مُطَابِقًا لِأَصْلِ سَمَاعِهِ، وَكِتَابِ شَيْخِهِ، فَسَوَاءٌ حَصَلَ ذَلِكَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ.

وَلَا يُجْزِئُ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ قَالَ: " لَا تَصِحُّ مُقَابَلَتُهُ مَعَ أَحَدٍ غَيْرِ نَفْسِهِ، وَلَا يُقَلِّدُ غَيْرَهُ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كِتَابِ الشَّيْخِ وَاسِطَةٌ، وَلْيُقَابِلْ نُسْخَتَهُ بِالْأَصْلِ بِنَفْسِهِ حَرْفًا حَرْفًا حَتَّى يَكُونَ عَلَى ثِقَةٍ وَيَقِينٍ مِنْ مُطَابَقَتِهَا لَهُ ". وَهَذَا مَذْهَبٌ مَتْرُوكٌ، وَهُوَ مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ التَّشْدِيدِ الْمَرْفُوضَةِ فِي أَعْصَارِنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أَمَّا إِذَا لَمْ يُعَارِضْ كِتَابَهُ بِالْأَصْلِ أَصْلًا: فَقَدْ سُئِلَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ عَنْ جَوَازِ رِوَايَتِهِ مِنْهُ، فَأَجَازَ ذَلِكَ. وَأَجَازَهُ

আমি বলি: আর এটি রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে কঠোরপন্থীদের মতবাদের অন্তর্ভুক্ত, আর ইনশাআল্লাহ তা'আলা অচিরেই তাদের মতবাদ উল্লেখ করা হবে। এবং সঠিক মত হলো যে, এটি শর্ত নয়, এবং শ্রুতি (সামা') সহীহ হবে, যদিও পাঠকালে সে মূল কিতাবে আদৌ না দেখে থাকে, এবং এটিও শর্ত নয় যে সে নিজে সেটিকে (কিতাবকে) মুকাবালা (তুলনা) করবে, বরং বর্ণনাকারীর মূল পাণ্ডুলিপির সাথে তার নিজ অনুলিপির তুলনা করাই তার জন্য যথেষ্ট, যদিও সেটি পাঠকালে না হয়ে থাকে, এমনকি যদি তুলনাটি অন্য কারো হাতে সম্পন্ন হয়, যখন সে ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য এবং তার স্মৃতিশক্তি/ضبط বিশ্বাসযোগ্য হয়।

আমি বলি: এবং জায়েজ (বৈধ) হলো যে, তার মুকাবালা এমন একটি উপ-পাণ্ডুলিপির (ফার') সাথে হবে যা তার শাইখের মূল শ্রুতিলিপির (আসলে সামা') সাথে শর্তানুযায়ী মুকাবালা করা হয়েছে, এবং একইভাবে যদি সে এমন শাইখের মূলের মূলের সাথে মুকাবালা করে, যার মূলের সাথে শাইখের মূল মুকাবালা করা হয়েছে; কারণ কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য হলো যে, শিক্ষার্থীর কিতাব তার শ্রুতির মূল (আসলে সামা') এবং তার শাইখের কিতাবের সাথে মিলে যায়, সুতরাং, এটি মধ্যস্থতার মাধ্যমে হোক বা মধ্যস্থতা ছাড়া হোক, উভয়ই সমান।

আর এটি তাদের নিকট যথেষ্ট হবে না যারা বলেন: "তার (কিতাবের) মুকাবালা সে নিজে ছাড়া অন্য কারো সাথে সহীহ নয়, এবং সে অন্য কারো উপর নির্ভর করবে না, এবং তার ও শাইখের কিতাবের মাঝে কোনো মধ্যস্থতা থাকবে না, এবং সে নিজের অনুলিপিটি মূলের সাথে নিজে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নেবে, যাতে সে সেটির (অনুলিপির) সাথে মূলের সাদৃশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত ও সুদৃঢ় হতে পারে।" আর এই মতবাদটি পরিত্যাজ্য, এবং এটি আমাদের যুগে কঠোরপন্থীদের প্রত্যাখ্যাত মতবাদগুলোর অন্তর্ভুক্ত, আর আল্লাহই সম্যক অবগত।
আর যদি সে তার কিতাবকে মূলের সাথে আদৌ তুলনা (মুকাবালা) না করে: তাহলে উস্তাদ আবু ইসহাক আল-ইসফারায়িনীকে তার থেকে রিওয়ায়াত করার বৈধতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি এটিকে বৈধ বলেছেন। এবং তিনি এটিকে বৈধ বলেছেন

(ص: 193)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ أَيْضًا، وَبَيَّنَ شَرْطَهُ، فَذَكَرَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ نُسْخَتُهُ نُقِلَتْ مِنَ الْأَصْلِ، وَأَنْ يُبَيِّنَ عِنْدَ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَمْ يُعَارِضْ، وَحَكَى عَنْ شَيْخِهِ أَبِي بَكْرٍ الْبَرْقَانِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيَّ: " هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحَدِّثَ بِمَا كَتَبَ عَنِ الشَّيْخِ، وَلَمْ يُعَارِضْ بِأَصْلِهِ؟ " فَقَالَ: " نَعَمْ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ لَمْ يُعَارِضْ "، قَالَ: وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ الْبَرْقَانِيِّ، فَإِنَّهُ رَوَى لَنَا أَحَادِيثَ كَثِيرَةً قَالَ فِيهَا: " أَخْبَرَنَا فُلَانٌ، وَلَمْ أُعَارِضْ بِالْأَصْلِ ".

قُلْتُ: وَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطٍ ثَالِثٍ، وهو: أَنْ يَكُونَ نَاقِلُ النُّسْخَةِ مِنَ الْأَصْلِ غَيْرَ سَقِيمِ النَّقْلِ، بَلْ صَحِيحَ النَّقْلِ قَلِيلَ السَّقْطِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعِيَ فِي كِتَابِ شَيْخِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ مِثْلَ مَا ذَكَرْنَا، أَنَّهُ يُرَاعِيهِ مِنْ كِتَابِهِ، وَلَا يَكُونَنَّ كَطَائِفَةٍ مِنَ الطَّلَبَةِ إِذَا رَأَوْا سَمَاعَ شَيْخٍ لِكِتَابٍ قَرَءُوهُ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ نُسْخَةٍ اتَّفَقَتْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْحَادِيَ عَشَرَ: الْمُخْتَارُ فِي كَيْفِيَّةِ تَخْرِيجِ السَّاقِطِ فِي الْحَوَاشِي - وَيُسَمَّى اللَّحَقَ بِفَتْحِ الْحَاءِ - وَهُوَ أَنْ يَخُطَّ مِنْ مَوْضِعِ سُقُوطِهِ مِنَ السَّطْرِ خَطًّا صَاعِدًا إِلَى فَوْقِهِ، ثُمَّ يَعْطِفُهُ بَيْنَ السَّطْرَيْنِ عَطْفَةً

الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ أَيْضًا، وَبَيَّنَ شَرْطَهُ، فَذَكَرَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ نُسْخَتُهُ نُقِلَتْ مِنَ الْأَصْلِ، وَأَنْ يُبَيِّنَ عِنْدَ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَمْ يُعَارِضْ، وَحَكَى عَنْ شَيْخِهِ أَبِي بَكْرٍ الْبَرْقَانِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيَّ: " هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحَدِّثَ بِمَا كَتَبَ عَنِ الشَّيْخِ، وَلَمْ يُعَارِضْ بِأَصْلِهِ؟ " فَقَالَ: " نَعَمْ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ لَمْ يُعَارِضْ "، قَالَ: وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ الْبَرْقَانِيِّ، فَإِنَّهُ رَوَى لَنَا أَحَادِيثَ كَثِيرَةً قَالَ فِيهَا: " أَخْبَرَنَا فُلَانٌ، وَلَمْ أُعَارِضْ بِالْأَصْلِ ".

قُلْتُ: وَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطٍ ثَالِثٍ، وهو: أَنْ يَكُونَ نَاقِلُ النُّسْخَةِ مِنَ الْأَصْلِ غَيْرَ سَقِيمِ النَّقْلِ، بَلْ صَحِيحَ النَّقْلِ قَلِيلَ السَّقْطِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعِيَ فِي كِتَابِ شَيْخِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ مِثْلَ مَا ذَكَرْنَا، أَنَّهُ يُرَاعِيهِ مِنْ كِتَابِهِ، وَلَا يَكُونَنَّ كَطَائِفَةٍ مِنَ الطَّلَبَةِ إِذَا رَأَوْا سَمَاعَ شَيْخٍ لِكِتَابٍ قَرَءُوهُ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ نُسْخَةٍ اتَّفَقَتْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْحَادِيَ عَشَرَ: الْمُخْتَارُ فِي كَيْفِيَّةِ تَخْرِيجِ السَّاقِطِ فِي الْحَوَاشِي - وَيُسَمَّى اللَّحَقَ بِفَتْحِ الْحَاءِ - وَهُوَ أَنْ يَخُطَّ مِنْ مَوْضِعِ سُقُوطِهِ مِنَ السَّطْرِ خَطًّا صَاعِدًا إِلَى فَوْقِهِ، ثُمَّ يَعْطِفُهُ بَيْنَ السَّطْرَيْنِ عَطْفَةً

হাফিজ আবূ বকর আল-খাতীবও এর শর্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, শর্ত হলো তার অনুলিপিটি মূল থেকে নকল করা হয়েছে এবং বর্ণনা করার সময় সে যেন স্পষ্ট করে যে সে (মূলের সাথে) মুআরাদা (তুলনা) করেনি। তিনি তার শায়খ আবূ বকর আল-বারক্বানী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ বকর আল-ইসমাঈলীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "কোন ব্যক্তির জন্য কি শায়খ থেকে যা লিখেছে, তা বর্ণনা করা জায়েজ, যদিও সে তা মূলের সাথে মুআরাদা না করে থাকে?" তখন তিনি বললেন: "হ্যাঁ, তবে তাকে অবশ্যই স্পষ্ট করতে হবে যে সে মুআরাদা করেনি।" (খাতীব) বললেন: আর এটাই আবূ বকর আল-বারক্বানীর মাযহাব (মত)। কেননা তিনি আমাদের কাছে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে তিনি বলেছেন: "অমুক আমাদের জানিয়েছেন, আর আমি মূলের সাথে মুআরাদা করিনি।"

আমি বলি: এবং তৃতীয় একটি শর্ত অপরিহার্য। তা হলো: মূল থেকে অনুলিপির বর্ণনাকারী যেন ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনার অধিকারী না হয়, বরং তার বর্ণনা যেন সঠিক এবং ভুল-ত্রুটি কম থাকে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

অতঃপর, তার শায়খের কিতাবের ক্ষেত্রে তার উপরের স্তরের উস্তাদদের প্রতিও অনুরূপভাবে খেয়াল রাখা উচিত, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ সে যেন তার নিজের কিতাব থেকে (তা যাচাই করে) খেয়াল রাখে। আর সে যেন একদল শিক্ষার্থীর মতো না হয় যে, তারা যখন শায়খের কোনো কিতাব শোনার সুযোগ পায়, তখন তারা যে কোনো অনুলিপি থেকে তা শায়খের কাছে পড়ে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

একাদশ: টীকাতে বাদ পড়া অংশ বের করার (চিহ্নিত করার) পদ্ধতি সম্পর্কে নির্বাচিত মত – এবং এটিকে 'আল-লাহাক' (হা'র ফাতহা সহ) বলা হয় – আর তা হলো, যে স্থান থেকে পঙ্‌ক্তিতে বাদ পড়েছে, সেখান থেকে উপরের দিকে একটি রেখা টানবে, অতঃপর দুটি পঙ্‌ক্তির মাঝখানে সেটিকে বাঁকিয়ে দেবে।

يَسِيرَةً إِلَى جِهَةِ الْحَاشِيَةِ، الَّتِي يَكْتُبُ فِيهَا اللَّحَقَ، وَيَبْدَأُ فِي الْحَاشِيَةِ بِكِتْبَةِ اللَّحَقِ مُقَابِلًا لِلْخَطِّ الْمُنْعَطِفِ، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي حَاشِيَةِ ذَاتِ الْيَمِينِ، وَإِنْ كَانَتْ تَلِي وَسَطَ الْوَرَقَةِ إِنِ اتَّسَعَتْ لَهُ، وَلْيَكْتُبْهُ صَاعِدًا إِلَى أَعْلَى الْوَرَقَةِ لَا نَازِلًا بِهِ إِلَى أَسْفَلُ.

قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ اللَّحَقُ سَطْرَيْنِ، أَوْ سُطُورًا فَلَا يَبْتَدِئُ بِسُطُورِهِ مِنْ أَسْفَلَ إِلَى أَعْلَى، بَلْ يَبْتَدِئُ بِهَا مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ، بِحَيْثُ يَكُونُ مُنْتَهَاهَا إِلَى جِهَةِ بَاطِنِ الْوَرَقَةِ إِذَا كَانَ التَّخْرِيجُ فِي جِهَةِ الْيَمِينِ، وَإِذَا كَانَ فِي جِهَةِ الشِّمَالِ وَقَعَ مُنْتَهَاهَا إِلَى جِهَةِ طَرَفِ الْوَرَقَةِ، ثُمَّ يَكْتُبُ عِنْدَ انْتِهَاءِ اللَّحَقِ (صَحَّ).

وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُ مَعَ (صَحَّ) (رَجَعَ)، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُ فِي آخِرِ اللَّحَقِ الْكَلِمَةَ الْمُتَّصِلَةَ بِهِ دَاخِلَ الْكِتَابِ فِي مَوْضِعِ التَّخْرِيجِ، لِيُؤْذِنَ بِاتِّصَالِ الْكَلَامِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ بَعْضِ أَهْلِ الصَّنْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ، وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ صَاحِبِ كِتَابِ " الْفَاصِلُ بَيْنَ الرَّاوِي وَالْوَاعِي " مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ مَعَ طَائِفَةٍ. وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَرْضِيٍّ، إِذْ رُبَّ كَلِمَةٍ تَجِيءُ فِي الْكَلَامِ مُكَرَّرَةً حَقِيقَةً، فَهَذَا التَّكْرِيرُ يُوقِعُ بَعْضَ النَّاسِ فِي تَوَهُّمِ مِثْلِ ذَلِكَ فِي بَعْضِهِ.

وَاخْتَارَ الْقَاضِي ابْنُ خَلَّادٍ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ أَنْ يَمُدَّ عَطْفَةَ خَطِّ

সামান্য পরিমাণে হাসিয়ার (পাদটীকা/পার্শ্বটীকা) দিকে, যেখানে সংযোজন (লাহাক) লেখা হয়। এবং হাসিয়াতে বাঁকানো লাইনের বিপরীতে সংযোজন লেখা শুরু করবে। আর তা ডানদিকের হাসিয়াতে হবে, যদি তা কাগজের মাঝের কাছাকাছি হয় এবং এর জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকে। এবং তা কাগজের উপরের দিকে লিখতে হবে, নিচের দিকে নামিয়ে নয়।

আমি বলি: যদি সংযোজন দুই লাইন বা একাধিক লাইন হয়, তাহলে তার লাইনগুলো নিচ থেকে উপরের দিকে শুরু করবে না, বরং ওপর থেকে নিচের দিকে শুরু করবে, যাতে তার শেষ প্রান্ত কাগজের ভেতরের দিকে হয়, যদি টীকা (তাখরīj) ডানদিকে থাকে। আর যদি বামদিকে থাকে, তাহলে তার শেষ প্রান্ত কাগজের কিনারার দিকে হবে। অতঃপর সংযোজন শেষ হলে 'সহহ' (صَحَّ) লিখবে।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'সহহ' (সঠিক) এর সাথে 'রাজাআ' (رَجَعَ, পুনরাবৃত্তি) লেখে। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ সংযোজনের শেষে সেই শব্দ লেখে যা বইয়ের মূল অংশে টীকার স্থানে তার সাথে সংযুক্ত থাকে, যাতে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা বোঝানো যায়। এটি মাগরিবের (পশ্চিমের) কিছু শিল্পীর (পাণ্ডুলিপি বিশারদ) এবং মাশরিকের (পূর্বের) কাযী আবু মুহাম্মাদ ইবন খাল্লাদ, 'আল-ফাসিল বাইন আর-রাবী ওয়াল-ওয়াঈ' গ্রন্থের রচয়িতা ও তার অনুসারী একটি দলের পছন্দ। তবে এটি সন্তোষজনক নয়, কারণ অনেক সময় কথায় কিছু শব্দ বাস্তবে পুনরাবৃত্ত হয়, ফলে এই পুনরাবৃত্তি কিছু মানুষকে এর কিছু অংশে এমনটি (ধারাবাহিকতার ভ্রম) মনে করতে প্ররোচিত করে।

এবং কাযী ইবন খাল্লাদ তার গ্রন্থে আরও পছন্দ করেছেন যে, তিনি একটি বাঁকানো লাইন প্রসারিত করবেন...

التَّخْرِيجِ مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى يُلْحِقَهُ بِأَوَّلِ اللَّحَقِ فِي الْحَاشِيَةِ. وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ مَرْضِيٍّ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ زِيَادَةُ بَيَانٍ فَهُوَ تَسْخِيمٌ لِلْكِتَابِ، وَتَسْوِيدٌ لَهُ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ كَثْرَةِ الْإِلْحَاقَاتِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا كِتْبَةَ اللَّحَقِ صَاعِدًا إِلَى أَعْلَى الْوَرَقَةِ، لِئَلَّا يَخْرُجَ بَعْدَهُ نَقْصٌ آخَرُ فَلَا يَجِدُ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْحَاشِيَةِ فَارِغًا لَهُ. لَوْ كَانَ كَتَبَ الْأَوَّلَ نَازِلًا إِلَى أَسْفَلَ، وَإِذَا كَتَبَ الْأَوَّلَ صَاعِدًا فَمَا يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ نَقْصٍ يَجِدُ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْحَاشِيَةِ فَارِغًا لَهُ.

وَقُلْنَا أَيْضًا يُخْرِجُهُ فِي جِهَةِ الْيَمِينِ ; لِأَنَّهُ لَوْ خَرَّجَهُ إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ، فَرُبَّمَا ظَهَرَ مِنْ بَعْدِهِ فِي السَّطْرِ نَفْسِهِ نَقْصٌ آخَرُ، فَإِنْ خَرَّجَهُ قُدَّامَهُ إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ أَيْضًا وَقَعَ بَيْنَ التَّخْرِيجَيْنِ إِشْكَالٌ، وَإِنْ خَرَجَ الثَّانِي إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ الْتَقَتْ عَطْفَةُ تَخْرِيجِ جِهَةَ الشِّمَالِ، وَعَطْفَةُ تَخْرِيجِ جِهَةَ الْيَمِينِ أَوْ تَقَابَلَتَا، فَأَشْبَهَ ذَلِكَ الضَّرْبَ عَلَى مَا بَيْنَهُمَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا خَرَجَ الْأَوَّلُ إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَخْرُجُ الثَّانِي إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ، فَلَا يَلْتَقِيَانِ وَلَا يَلْزَمُ إِشْكَالٌ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَتَأَخَّرَ النَّقْصُ إِلَى آخِرِ السَّطْرِ، فَلَا وَجْهَ حِينَئِذٍ إِلَّا تَخْرِيجُهُ إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ لِقُرْبِهِ مِنْهَا، وَلِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّا لَا نَخْشَى ظُهُورَ نَقْصٍ بَعْدَهُ.

وَإِذَا كَانَ النَّقْصُ فِي أَوَّلِ السَّطْرِ تَأَكَّدَ تَخْرِيجُهُ إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْقُرْبِ مَعَ مَا سَبَقَ.

তার স্থান থেকে নিষ্কাশন করে পাদটীকার প্রথম সংযোজনের সাথে যুক্ত করা, এটিও সন্তোষজনক নয়। কারণ, যদিও এতে ব্যাখ্যার বৃদ্ধি ঘটে, তথাপি এটি গ্রন্থের জন্য কলঙ্কস্বরূপ এবং একে অসুন্দর করে তোলে, বিশেষত যখন সংযোজনের আধিক্য থাকে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আমরা সংযোজিত অংশটি পৃষ্ঠার উপরের দিকে ঊর্ধ্বমুখীভাবে লেখা বেছে নিয়েছি, যাতে পরবর্তীতে অন্য কোনো ত্রুটি প্রকাশ পেলে পাদটীকায় তার বিপরীতে কোনো খালি স্থান না পাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়, যদি প্রথমটি নিচের দিকে লেখা হতো। আর যখন প্রথমটি ঊর্ধ্বমুখীভাবে লেখা হয়, তখন পরবর্তীতে যে কোনো ত্রুটিই পাওয়া যাক না কেন, পাদটীকায় তার বিপরীতে একটি খালি স্থান পাওয়া যায়।

আমরা আরও বলেছি যে, একে ডান দিকে নিষ্কাশন করা হবে; কারণ যদি একে বাম দিকে নিষ্কাশন করা হয়, তবে সম্ভবত এর পরে একই পংক্তিতে অন্য কোনো ত্রুটি প্রকাশ পেতে

পারে। যদি সেটিও তার সামনে বাম দিকে নিষ্কাশন করা হয়, তবে দুটি নিষ্কাশনের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি হবে। আর যদি দ্বিতীয়টি ডান দিকে নিষ্কাশিত হয়, তাহলে বাম দিকের নিষ্কাশনের বাঁক এবং ডান দিকের নিষ্কাশনের বাঁক মিলিত হবে অথবা মুখোমুখি হবে, যা তাদের মাঝখানে একটি চিহ্নের মতো দেখাবে। এর বিপরীত হলো, যখন প্রথমটি ডান দিকে নিষ্কাশিত হয়, তখন দ্বিতীয়টি বাম দিকে নিষ্কাশিত হয়, ফলে তারা মিলিত হয় না এবং কোনো সমস্যাও অনিবার্য হয় না। তবে যদি ত্রুটিটি পংক্তির শেষ পর্যন্ত বিলম্বিত হয়, তখন তাকে বাম দিকে নিষ্কাশন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, কারণ এর নৈকট্য এবং উল্লিখিত কারণের অনুপস্থিতি, যে হেতু আমরা এর পরে কোনো ত্রুটি প্রকাশের আশঙ্কা করি না।
আর যখন ত্রুটিটি পংক্তির শুরুতে থাকে, তখন তাকে ডান দিকে নিষ্কাশন নিশ্চিত হয়, পূর্বে উল্লিখিত নৈকট্য এবং পূর্বাপর বক্তব্যের কারণে।

(ص: 196)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَأَمَّا مَا يَخْرُجُ فِي الْحَوَاشِي - مِنْ شَرْحٍ، أَوْ تَنْبِيهٍ عَلَى غَلَطٍ، أَوِ اخْتِلَافِ رِوَايَةٍ، أَوْ نُسْخَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، مِمَّا لَيْسَ مِنَ الْأَصْلِ - فَقَدْ ذَهَبَ الْقَاضِي الْحَافِظُ عِيَاضٌ رحمه الله إِلَى أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ لِذَلِكَ خَطُّ تَخْرِيجٍ، لِئَلَّا يَدْخُلَ اللَّبْسُ، وَيُحْسَبَ مِنَ الْأَصْلِ، وَأَنَّهُ لَا يُخَرَّجُ إِلَّا لِمَا هُوَ مِنْ نَفْسِ الْأَصْلِ، لَكِنْ رُبَّمَا جَعَلَ عَلَى الْحَرْفِ الْمَقْصُودِ بِذَلِكَ التَّخْرِيجِ عَلَامَةً كَالضَّبَّةِ، أَوِ التَّصْحِيحِ إِيذَانًا بِهِ.

قُلْتُ: التَّخْرِيجُ أَوْلَى وَأَدَلُّ، وَفِي نَفْسِ هَذَا الْمُخْرَجِ مَا يَمْنَعُ الْإِلْبَاسَ، ثُمَّ هَذَا التَّخْرِيجُ يُخَالِفُ التَّخْرِيجَ لِمَا هُوَ مِنْ نَفْسِ الْأَصْلِ فِي أَنَّ خَطَّ ذَلِكَ التَّخْرِيجِ يَقَعُ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا سَقَطَ السَّاقِطُ، وَخَطُّ هَذَا التَّخْرِيجِ يَقَعُ عَلَى نَفْسِ الْكَلِمَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا خُرِّجَ الْمَخْرَجَ فِي الْحَاشِيَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّانِيَ عَشَرَ: مِنْ شَأْنِ الْحُذَّاقِ الْمُتْقِنِينَ الْعِنَايَةُ بِالتَّصْحِيحِ، وَالتَّضْبِيبِ، وَالتَّمْرِيضِ.

أَمَّا التَّصْحِيحُ: فَهُوَ كِتَابَةُ (صَحَّ) عَلَى الْكَلَامِ، أَوْ عِنْدَهُ، وَلَا يُفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا فِيمَا صَحَّ رِوَايَةً وَمَعْنًى، غَيْرَ أَنَّهُ عُرْضَةٌ لِلشَّكِّ، أَوِ الْخِلَافِ، فَيُكْتُبُ عَلَيْهِ (صَحَّ) لِيُعْرَفَ أَنَّهُ لَمْ يُغْفَلْ عَنْهُ، وَأَنَّهُ قَدْ ضُبِطَ وَصَحَّ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ.

আর যা হাশিয়ায় (পাদটীকায়) আসে – যেমন কোনো ব্যাখ্যা, অথবা ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ, অথবা বর্ণনা বা পাণ্ডুলিপির ভিন্নতা, অথবা এ জাতীয় কিছু, যা মূল পাঠের অংশ নয় – সে বিষয়ে কাযী হাফিয ইয়ায (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) এই মত পোষণ করেন যে, এর জন্য কোনো تخريج (উৎস-নির্দেশক রেখা) বের করা হবে না, যাতে বিভ্রম সৃষ্টি না হয় এবং তা মূল পাঠের অংশ বলে মনে না করা হয়। তিনি আরও বলেন যে, تخريج কেবল মূল পাঠের অংশ হিসেবেই করা হবে। তবে কখনো কখনো تخريج দ্বারা উদ্দেশ্য অক্ষরটির উপর ضبة (ধাব্বাহ্) বা تصحيح (সংশোধন) এর মত একটি চিহ্ন রাখা হতে পারে, যা এর নির্দেশক।
আমি বলি: تخريج অধিকতর উত্তম ও নির্দেশক, এবং এই تخريج-এর মধ্যেই বিভ্রম প্রতিরোধের উপাদান বিদ্যমান। উপরন্তু, এই تخريج মূল পাঠের জন্য ব্যবহৃত تخريج থেকে ভিন্ন, এই অর্থে যে, মূল পাঠের تخريج রেখাটি এমন দুটি শব্দের মাঝখানে পড়ে যেখানে বাদ পড়া অংশটি বাদ পড়েছে, আর এই تخريج রেখাটি সেই নির্দিষ্ট শব্দের উপর পড়ে যার জন্য হাশিয়ায় (পাদটীকায়) উৎস-নির্দেশ করা হয়েছে। আর আল্লাহই সম্যক অবগত।
দ্বাদশ: দক্ষ ও নিপুণ ব্যক্তিদের স্বভাব হলো تصحيح (সংশোধন), تضبيب (চিহ্নিতকরণ) এবং تمريض (দুর্বলতা নির্দেশ)-এর প্রতি যত্নশীল হওয়া।
ما تصحيح (সংশোধন): তা হলো কথার উপরে বা তার পাশে (صَحَّ) 'সহীহ' (সঠিক) লেখা। আর তা কেবল সে ক্ষেত্রে করা হয় যা বর্ণনা ও অর্থ উভয় দিক থেকে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে, যদিও তাতে সন্দেহ বা মতবিরোধের অবকাশ থাকে। তাই তার উপর (صَحَّ) 'সহীহ' লেখা হয়, যাতে জানা যায় যে, এটি উপেক্ষা করা হয়নি এবং এটি সেভাবেই যথাযথভাবে সংগৃহীত ও সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

وَأَمَّا التَّضْبِيبُ، وَيُسَمَّى أَيْضًا التَّمْرِيضَ، فَيُجْعَلُ عَلَى مَا صَحَّ وُرُودُهُ كَذَلِكَ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، غَيْرَ أَنَّهُ فَاسِدٌ لَفْظًا، أَوْ مَعْنًى، أَوْ ضَعِيفٌ، أَوْ نَاقِصٌ، مِثْلُ: أَنْ يَكُونَ غَيْرَ جَائِزٍ مِنْ حَيْثُ الْعَرَبِيَّةُ، أَوْ يَكُونَ شَاذًّا عِنْدَ أَهْلِهَا يَأْبَاهُ أَكْثَرُهُمْ، أَوْ مُصَحَّفًا، أَوْيَنْقُصَ مِنْ جُمْلَةِ الْكَلَامِ كَلِمَةً، أَوْ أَكْثَرَ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَيُمَدُّ عَلَى مَا هَذَا سَبِيلُهُ خَطٌّ، أَوَّلُهُ مِثْلُ الصَّادِ، وَلَا يُلْزَقُ بِالْكَلِمَةِ الْمُعَلَّمِ عَلَيْهَا، كَيْلَا يُظَنَّ ضَرْبًا، وَكَأَنَّهُ صَادُ التَّصْحِيحِ بِمَدَّتِهَا دُونَ حَائِهَا، كُتِبَتْ كَذَلِكَ لِيُفَرَّقَ بَيْنَ مَا صَحَّ مُطْلَقًا مِنْ جِهَةِ الرِّوَايَةِ وَغَيْرِهَا، وَبَيْنَ مَا صَحَّ مِنْ جِهَةِ الرِّوَايَةِ دُونَ غَيْرِهَا، فَلَمْ يُكْمَلْ عَلَيْهِ التَّصْحِيحُ، وَكُتِبَ حَرْفٌ نَاقِصٌ عَلَى حَرْفٍ نَاقِصٍ إِشْعَارًا بِنَقْصِهِ وَمَرَضِهِ مَعَ صِحَّةِ نَقْلِهِ، وَرِوَايَتِهِ، وَتَنْبِيهًا بِذَلِكَ لِمَنْ يَنْظُرُ فِي كِتَابِهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ وَقَفَ عَلَيْهِ وَنَقَلَهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَلَعَلَّ غَيْرَهُ قَدْ يُخَرِّجُ لَهُ وَجْهًا صَحِيحًا، أَوْ يَظْهَرُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الْآنَ. وَلَوْ غَيَّرَ ذَلِكَ وَأَصْلَحَهُ عَلَى مَا عِنْدَهُ لَكَانَ مُتَعَرِّضًا لِمَا وَقَعَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَجَاسِرِينَ، الَّذِينَ غَيَّرُوا وَظَهَرَ الصَّوَابُ فِيمَا أَنْكَرُوهُ، وَالْفَسَادُ فِيمَا أَصْلَحُوهُ.

وَأَمَّا تَسْمِيَةُ ذَلِكَ ضَبَّةً: فَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اللُّغَوِيِّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْإِفْلِيلِيِّ: أَنَّ ذَلِكَ لِكَوْنِ الْحَرْفِ مُقْفَلًا بِهَا، لَا يَتَّجِهُ لِقِرَاءَةٍ كَمَا أَنَّ الضَّبَّةَ مُقْفَلٌ بِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

আর 'তাদ্বীব' (التَّضْبِيبُ), যা 'তামরীদ' (التَّمْرِيضَ) নামেও পরিচিত, তা এমন অংশের উপর স্থাপন করা হয় যা বর্ণনাগত দিক থেকে শুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু তা শব্দগতভাবে বা অর্থগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ, দুর্বল অথবা অসম্পূর্ণ; যেমন: আরবী ভাষার দিক থেকে যা অশুদ্ধ, অথবা আরবী ভাষার পণ্ডিতদের কাছে যা বিরল (শায) এবং তাদের অধিকাংশই তা প্রত্যাখ্যান করে, অথবা যা বিকৃত (মুসাহহাফ), অথবা মূল বাক্য থেকে এক বা একাধিক শব্দ বাদ পড়েছে, এবং এর মতো অন্যান্য ক্ষেত্রে। সুতরাং, এই ধরনের অংশের উপর একটি রেখা টানা হয় যার শুরুটা 'সাদ' (ص) অক্ষরের মতো এবং চিহ্নিত শব্দের সাথে তা যুক্ত করা হয় না, যাতে তাকে (ভুলবশত) কেটে ফেলা হয়েছে বলে মনে না হয়। আর এটি যেন 'তাসহীহ' (تصحيح) শব্দের 'সাদ' (ص) অক্ষর, যার 'হা' (ح) অক্ষরটি বাদ দেওয়া হয়েছে; এটি এভাবে লেখা হয় বর্ণনা (রিওয়ায়াত) এবং অন্যান্য সকল দিক থেকে যা সম্পূর্ণ শুদ্ধ, এবং যা কেবল বর্ণনাগত দিক

থেকে শুদ্ধ কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে নয়, তাদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য। তাই এটির উপর সংশোধন (তাসহীহ) সম্পূর্ণ করা হয় না। এবং অসম্পূর্ণতার ইঙ্গিত এবং এর ত্রুটি বোঝানোর জন্য একটি অসম্পূর্ণ অক্ষরকে একটি অসম্পূর্ণ অক্ষরের উপর লেখা হয়, যদিও এর বর্ণনা ও সনদ সঠিক। এর মাধ্যমে তার গ্রন্থের পাঠকের জন্য একটি সতর্কতা প্রদান করা হয় যে লেখক এটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং যেমনটি ছিল তেমনই এটি বর্ণনা করেছেন। হয়তো অন্য কেউ এর জন্য একটি সঠিক ব্যাখ্যা (ওয়াজহ) বের করতে পারবে, অথবা পরে এর শুদ্ধতা সম্পর্কে এমন কিছু প্রকাশ পাবে যা এখন তার কাছে স্পষ্ট হয়নি। যদি সে তা পরিবর্তন করে নিজের মতানুসারে সংশোধন করত, তাহলে সে এমন বহু দুঃসাহসী ব্যক্তির মতো ভুল করত, যারা পরিবর্তন করেছিল এবং দেখা গিয়েছিল যে তারা যা অস্বীকার করেছিল তা-ই সঠিক ছিল, আর যা তারা সংশোধন করেছিল তা-ই ছিল ভ্রান্ত।

আর এটিকে 'দ্বাব্বা' (ضَبَّةً) নামে অভিহিত করার কারণ হলো: আমাদের কাছে আবু আল-কাসিম ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আল-লুগাবী, যিনি ইবনুল ইফলীলী নামে পরিচিত, তাঁর থেকে পৌঁছেছে যে, অক্ষরটি এর দ্বারা আবদ্ধ (মুকাফফাল) থাকে বলে তা পঠনের জন্য উপযোগী থাকে না, যেমন 'দ্বাব্বা' (অর্থাৎ একটি ধাতব কব্জা বা তালা) দ্বারা কোনো কিছুকে আবদ্ধ করা হয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

قُلْتُ: وَلِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ عَلَى كَلَامٍ فِيهِ خَلَلٌ أَشْبَهَتِ الضَّبَّةَ الَّتِي تُجْعَلُ عَلَى كَسْرٍ، أَوْ خَلَلٍ، فَاسْتُعِيرَ لَهَا اسْمُهَا، وَمِثْلُ ذَلِكَ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ فِي بَابِ الِاسْتِعَارَاتِ.

وَمِنْ مَوَاضِعِ التَّضْبِيبِ: أَنْ يَقَعَ فِي الْإِسْنَادِ إِرْسَالٌ، أَوِ انْقِطَاعٌ، فَمِنْ عَادَتِهِمْ تَضْبِيبُ مَوْضِعِ الْإِرْسَالِ، وَالِانْقِطَاعِ، وَذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنَ التَّضْبِيبِ عَلَى الْكَلَامِ النَّاقِصِ.

وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ أُصُولِ الْحَدِيثِ الْقَدِيمَةِ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ جَمَاعَةٌ مَعْطُوفَةٌ أَسْمَاؤُهُمْ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ عَلَامَةٌ تُشْبِهُ الضَّبَّةَ فِيمَا بَيْنَ أَسْمَائِهِمْ، فَيَتَوَهَّمُ مَنْ لَا

خِبْرَةَ لَهُ أَنَّهَا ضَبَّةٌ وَلَيْسَتْ بِضَبَّةٍ، وَكَأَنَّهَا عَلَامَةُ وَصْلٍ فِيمَا بَيْنَهَا، أُثْبِتَتْ تَأْكِيدًا لِلْعَطْفِ، خَوْفًا مِنْ أَنْ تُجْعَلَ " عَنْ " مَكَانَ الْوَاوِ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

ثُمَّ إِنَّ بَعْضَهُمْ رُبَّمَا اخْتَصَرَ عَلَامَةَ التَّصْحِيحِ فَجَاءَتْ صُورَتُهَا تُشْبِهُ صُورَةَ التَّضْبِيبِ، وَالْفِطْنَةُ مِنْ خَيْرِ مَا أُوتِيَهُ الْإِنْسَانُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّالِثَ عَشَرَ: إِذَا وَقَعَ فِي الْكِتَابِ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُنْفَى عَنْهُ بِالضَّرْبِ، أَوِ الْحَكِّ، أَوِ الْمَحْوِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَالضَّرْبُ خَيْرٌ مِنَ الْحَكِّ وَالْمَحْوِ.

আমি বললাম: কারণ যখন এটি (কোনো বক্তব্য) এমন কথার উপর ছিল যেখানে ত্রুটি ছিল, তখন এটি সেই ‘দাব্বাহ’-এর মতো হয়েছিল যা ভাঙা বা ত্রুটির উপর স্থাপন করা হয়। তাই এর নামটি এর জন্য ধার করা হয়েছিল। আর রূপক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমন কিছু আপত্তিকর নয়।

আর তাদ্বীব (দাব্বাহ চিহ্ন প্রয়োগ)-এর স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: যখন ইসনাদে (সনদে) ইরসাল (মুরসাল সনদ) বা ইনকিতা (সনদের বিচ্ছিন্নতা) ঘটে, তখন ইরসাল ও ইনকিতা-এর স্থানে তাদ্বীব করা তাদের প্রথা ছিল। আর এটি অসম্পূর্ণ বক্তব্যের উপর পূর্বে উল্লিখিত তাদ্বীবের মতোই এক প্রকার।

এবং কিছু প্রাচীন হাদীস পাণ্ডুলিপিতে, যে ইসনাদে একদল বর্ণনাকারী একত্রিত হন এবং তাদের নাম একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে, সেখানে তাদের নামের মাঝে ‘দাব্বাহ’ সদৃশ একটি চিহ্ন পাওয়া যায়। তাই যার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই, সে হয়তো এটিকে ‘দাব্বাহ’ মনে করতে পারে, কিন্তু এটি ‘দাব্বাহ’ নয়। বরং এটি যেন তাদের নামের মধ্যে সংযোগের একটি চিহ্ন, যা আতফ (যৌগিকতা) নিশ্চিত করার জন্য স্থাপন করা হয়েছে, যাতে 'ওয়াও' (এবং) এর স্থলে ভুলক্রমে 'আন' (থেকে) বসানো না হয়। আর প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ তা‘আলার নিকটই রয়েছে।

অতঃপর, তাদের কেউ কেউ হয়তো তাসহীহ (সংশোধন) এর চিহ্নকে সংক্ষিপ্ত করেছেন, ফলে এর আকৃতি তাদ্বীবের আকৃতির মতো হয়েছে। আর বিচক্ষণতা মানুষের প্রতি প্রদত্ত সর্বোত্তম গুণাবলীর অন্যতম। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ত্রয়োদশ: যদি কিতাবে এমন কিছু এসে যায় যা এর অংশ নয়, তাহলে তা ‘দারব’ (কালি দিয়ে কেটে দেওয়া), অথবা ‘হাক্ক’ (ঘঁষে তুলে ফেলা), অথবা ‘মাহও’ (মুছে ফেলা), অথবা অন্য

কোনো উপায়ে বাতিল করা হয়। আর দারব (কালি দিয়ে কেটে দেওয়া) ‘হাক্ক’ ও ‘মাহও’ অপেক্ষা উত্তম।

رُوِّينَا عَنِ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ رحمه الله قَالَ: قَالَ أَصْحَابُنَا " الْحَكُّ تُهْمَةٌ ".
وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَخْبَرَ عَنِ الْقَاضِي عِيَاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا بَحْرٍ سُفْيَانَ بْنَ الْعَاصِ الْأَسَدِيَّ يَحْكِي عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " كَانَ الشُّيُوخُ يَكْرَهُونَ حُضُورَ السِّكِّينِ مَجْلِسَ السَّمَاعِ حَتَّى لَا يُبْشَرَ شَيْءٌ ; لِأَنَّ مَا يُبْشَرُ مِنْهُ رُبَّمَا يَصِحُّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، وَقَدْ يَسْمَعُ الْكِتَابَ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى شَيْخٍ آخَرَ يَكُونُ مَا بُشِرَ وَحُكَّ مِنْ رِوَايَةِ هَذَا صَحِيحًا فِي رِوَايَةِ الْآخَرِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى إِلْحَاقِهِ بَعْدَ أَنْ بُشِرَ، وَهُوَ إِذَا خُطَّ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ الْأَوَّلِ وَصَحَّ عِنْدَ الْآخَرِ اكْتُفِيَ بِعَلَامَةِ الْآخَرِ عَلَيْهِ بِصِحَّتِهِ ".
ثُمَّ إِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الضَّرْبِ:
فَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: " أَجْوَدُ الضَّرْبِ أَنْ لَا يَطْمِسَ الْمَضْرُوبَ عَلَيْهِ، بَلْ يَخُطَّ مِنْ فَوْقِهِ خَطًّا جَيِّدًا بَيِّنًا يَدُلُّ عَلَى إِبْطَالِهِ، وَيَقْرَأَ مِنْ تَحْتِهِ مَا خُطَّ عَلَيْهِ ".
وَرُوِّينَا عَنِ الْقَاضِي عِيَاضٍ مَا مَعْنَاهُ: أَنَّ اخْتِيَارَاتِ الضَّابِطِينَ اخْتَلَفَتْ فِي الضَّرْبِ، فَأَكْثَرُهُمْ عَلَى مَدِّ الْخَطِّ عَلَى الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ مُخْتَلِطًا بِالْكَلِمَاتِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهَا، وَيُسَمَّى ذَلِكَ (الشَّقَّ) أَيْضًا.

আমাদের কাছে বিচারক আবু মুহাম্মাদ ইবন খাল্লাদ (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: আমাদের সাথীরা বলেছেন, "ঘঁষে পরিবর্তন সাধন সন্দেহজনক।" এবং আমাকে যিনি কাযী ইয়ায থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আমাদের শায়খ আবু বাহর সুফিয়ান ইবন আল-আস আল-আসাদিকে তার কিছু শায়খের সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলতেন: "শায়খগণ শিক্ষাসভায় ছুরি (বা যেকোনো তীক্ষ্ণ বস্তু) উপস্থিত রাখা অপছন্দ করতেন, যাতে কোনো কিছু ঘষা বা মুছে ফেলা না হয়; কারণ, যা ঘষা

বা মুছে ফেলা হয়, তা হয়তো অন্য কোনো বর্ণনায় সহীহ হতে পারে। এবং হয়তো সে অন্য কোনো শায়খের কাছে পুনরায় কিতাবটি শুনবে, তখন এই শায়খের বর্ণনায় যা ঘষা বা মুছে ফেলা হয়েছে, তা অন্য শায়খের বর্ণনায় সহীহ প্রমাণিত হতে পারে। ফলে ঘষা বা মুছে ফেলার পর তাকে আবার তা সংযুক্ত করার প্রয়োজন হবে। আর যদি প্রথম শায়খের বর্ণনার ভিত্তিতে তার উপর (অকার্যকর করার জন্য) রেখা টানা হয় এবং তা অন্য শায়খের কাছে সহীহ প্রমাণিত হয়, তবে তার সহীহ হওয়ার ব্যাপারে অন্য শায়খের চিহ্নই যথেষ্ট হবে।"

তারপর তারা 'দার্ব' (বাতিল করার জন্য রেখা টানা)-এর পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ করেছেন:

আমাদের কাছে আবু মুহাম্মাদ ইবন খাল্লাদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "'দার্ব'-এর সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, যার উপর রেখা টানা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মুছে না ফেলা, বরং তার উপর দিয়ে একটি স্পষ্ট ও ভালো রেখা টানা যা তার অকার্যকর হওয়া নির্দেশ করে, এবং তার নিচ থেকে যা রেখা টানা হয়েছে, তা পড়া যায়।"

এবং কাযী ইয়ায থেকে এমন কিছু বর্ণিত হয়েছে যার অর্থ হলো: 'দার্ব' (বাতিল করার জন্য রেখা টানা)-এর ক্ষেত্রে নির্ভুলকারী পণ্ডিতদের পছন্দ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তাদের অধিকাংশই বাতিল করার জন্য শব্দগুলোর উপর দিয়ে রেখা টেনে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন, এবং এটি 'শাক্ক' (ছেদ বা আড়াআড়ি রেখা টানা) নামেও পরিচিত।

(ص: 200)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَخْلِطُهُ، وَيُثْبِتُهُ فَوْقَهُ، لَكِنَّهُ يَعْطِفُ طَرَفَيِ الْخَطِّ عَلَى أَوَّلِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ وَآخِرِهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَقْبِحُ هَذَا، وَيَرَاهُ تَسْوِيدًا، وَتَطْلِيسًا، بَلْ يُحَوِّقُ عَلَى أَوَّلِ الْكَلَامِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ بِنِصْفِ دَائِرَةٍ، وَكَذَلِكَ فِي آخِرِهِ، وَإِذَا كَثُرَ الْكَلَامُ الْمَضْرُوبُ عَلَيْهِ فَقَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ كُلِّ سَطْرٍ مِنْهُ وَآخِرِهِ، وَقَدْ يَكْتَفِي بِالتَّحْوِيقِ عَلَى أَوَّلِ الْكَلَامِ وَآخِرِهِ أَجْمَعَ.

وَمِنَ الْأَشْيَاخِ مَنْ يَسْتَقْبِحُ الضَّرْبَ، وَالتَّحْوِيقَ، وَيَكْتَفِي بِدَائِرَةٍ صَغِيرَةٍ أَوَّلَ الزِّيَادَةِ وَآخِرَهَا، وَيُسَمِّيهَا صِفْرًا كَمَا يُسَمِّيهَا أَهْلُ الْحِسَابِ.

وَرُبَّمَا كَتَبَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ (لَا) فِي أَوَّلِهِ، وَ (إِلَى) فِي آخِرِهِ، وَمِثْلُ هَذَا يَحْسُنُ فِيمَا صَحَّ فِي رِوَايَةٍ، وَسَقَطَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الضَّرْبُ عَلَى الْحَرْفِ الْمُكَرَّرِ: فَقَدْ تَقَدَّمَ بِالْكَلَامِ فِيهِ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ الرَّامَهُرْمُزِيُّ رحمه الله عَلَى تَقَدُّمِهِ، فَرُوِّينَا عَنْهُ قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: " أَوْلَاهُمَا بِأَنْ يُبْطَلَ الثَّانِي، لِأَنَّ الْأَوَّلَ كُتِبَ عَلَى صَوَابٍ، وَالثَّانِي كُتِبَ عَلَى الْخَطَأِ، فَالْخَطَأُ أَوْلَى بِالْإِبْطَالِ "، وَقَالَ آخَرُونَ: " إِنَّمَا الْكِتَابُ عَلَامَةٌ لِمَا يُقْرَأُ، فَأَوْلَى الْحَرْفَيْنِ بِالْإِبْقَاءِ أَدَلُّهُمَا عَلَيْهِ، وَأَجْوَدُهُمَا صُورَةً ".

এবং তাদের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন যারা একে (চিহ্নিতকরণ রেখাকে লেখার সাথে) মিশ্রিত করেন না, বরং লেখার উপরে স্থাপন করেন। তবে তারা রেখার দুই প্রান্তকে চিহ্নিত অংশের প্রথম ও শেষ প্রান্তের দিকে বাঁকিয়ে দেন।

তাদের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন যারা এটিকে (পূর্বোক্ত পদ্ধতি) আপত্তিকর মনে করেন এবং এটিকে কালিমা লেপন ও অস্পষ্টকরণ হিসেবে দেখেন। বরং তারা চিহ্নিত বাক্যাংশের শুরুতে অর্ধবৃত্ত দিয়ে ঘিরে দেন এবং একইভাবে এর শেষেও করেন। যদি চিহ্নিত বাক্যাংশটি দীর্ঘ হয়, তবে তারা এর প্রতিটি পঙক্তির শুরুতে ও শেষে এটি করতে পারেন। আবার, তারা সমগ্র চিহ্নিত বাক্যাংশের কেবল শুরু ও শেষকে বৃত্তাকারে ঘিরে দিয়েই যথেষ্ট মনে করতে পারেন।

কিছু উস্তাদ আছেন যারা চিহ্নিতকরণ (রেখা টেনে) এবং বৃত্তাকারে ঘেরাও করাকে অপছন্দ করেন। তারা অপ্রয়োজনীয় অংশের শুরুতে ও শেষে একটি ছোট বৃত্ত দিয়েই যথেষ্ট মনে করেন এবং এটিকে 'সিফর' (শূন্য) বলেন, যেমন হিসাবশাস্ত্রবিদরা বলে থাকেন।

এবং সম্ভবত তাদের কেউ কেউ এর (বর্জনীয় অংশের) শুরুতে 'لا' (লা) এবং শেষে 'إلى' (ইলা) লেখেন। এমন পদ্ধতি সেইসব ক্ষেত্রে উপযুক্ত, যা একটি বর্ণনায় সঠিক পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য বর্ণনায় বাদ পড়ে গেছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আর পুনরাবৃত্ত অক্ষরের উপর চিহ্নিতকরণ (রেখা টানা) প্রসঙ্গে: পূর্ববর্তীদের মধ্যে কাজী আবু মুহাম্মাদ ইবন খাল্লাদ আল-রামা হুরমুযী (আল্লাহ তাকে রহম করুন) এ বিষয়ে আগেই কথা বলেছেন। আমরা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: "আমাদের কিছু সঙ্গী বলেছেন: দুটি পুনরাবৃত্ত অক্ষরের মধ্যে দ্বিতীয়টিকে বাতিল করাই অধিকতর সমীচীন, কারণ প্রথমটি সঠিক হিসেবে লেখা হয়েছে, আর দ্বিতীয়টি ভুল হিসেবে। অতএব, ভুলকেই বাতিল করা অধিকতর উপযুক্ত।" এবং অন্যরা বলেছেন: "লেখা তো যা পাঠ করা হবে তার একটি চিহ্ন মাত্র। সুতরাং, দুটি অক্ষরের মধ্যে যেটি এটিকে (অর্থকে) অধিকতর সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে এবং যেটি দেখতে অধিকতর সুন্দর, সেটিকে রাখা অধিকতর সমীচীন।"

وَجَاءَ الْقَاضِي عِيَاضٌ آخِرًا فَفَصَّلَ تَفْصِيلًا حَسَنًا، فَرَأَى أَنَّ تَكَرُّرَ الْحَرْفِ إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ سَطْرٍ فَلْيَضْرِبْ عَلَى الثَّانِي ; صِيَانَةً لِأَوَّلِ السَّطْرِ عَنِ التَّسْوِيدِ، وَالتَّشْوِيهِ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِ سَطْرٍ فَلْيَضْرِبْ عَلَى أَوَّلِهِمَا صِيَانَةً لِآخِرِ السَّطْرِ، فَإِنَّ سَلَامَةَ أَوَائِلِ السُّطُورِ، وَأَوَاخِرِهَا عَنْ ذَلِكَ أَوْلَى، فَإِنِ اتَّفَقَ أَحَدُهُمَا فِي آخِرِ سَطْرٍ، وَالْآخَرُ فِي أَوَّلِ سَطْرٍ آخَرَ فَلْيَضْرِبْ عَلَى الَّذِي فِي آخِرِ السَّطْرِ، فَإِنَّ أَوَّلَ السَّطْرِ أَوْلَى بِالْمُرَاعَاةِ، فَإِنْ كَانَ التَّكَرُّرُ فِي الْمُضَافِ، أَوِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، أَوْ فِي الصِّفَةِ، أَوْ فِي الْمَوْصُوفِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَمْ نُرَاعِ حِينَئِذٍ أَوَّلَ السَّطْرِ، وَآخِرَهُ، بَلْ نُرَاعِي الِاتِّصَالَ بَيْنَ الْمُضَافِ، وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَنَحْوَهُمَا فِي الْخَطِّ، فَلَا نَفْصِلُ بِالضَّرْبِ بَيْنَهُمَا، وَنَضْرِبُ عَلَى الْحَرْفِ الْمُتَطَرِّفِ مِنَ الْمُتَكَرِّرِ دُونَ الْمُتَوَسِّطِ.

وَأَمَّا الْمَحْوُ: فَيُقَابِلُ الْكَشْطَ فِي حُكْمِهِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَتَتَنَوَّعُ طُرُقُهُ، وَمِنْ أَغْرَبِهَا - مَعَ أَنَّهُ أَسْلَمُهَا - مَا رُوِيَ عَنْ سَحْنُونِ بْنِ سَعِيدٍ التَّنُوخِيِّ الْإِمَامِ الْمَالِكِيِّ: أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا كَتَبَ الشَّيْءَ ثُمَّ لَعِقَهُ، وَإِلَى هَذَا يُومِي مَا رُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ يُرَى فِي ثَوْبِ الرَّجُلِ وَشَفَتَيْهِ مِدَادٌ ". وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الرَّابِعَ عَشَرَ: لِيَكُنْ فِيمَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الرِّوَايَاتُ قَائِمًا بِضَبْطِ مَا تَخْتَلِفُ

পরিশেষে কাযী ইয়ায (رحمه الله) এসে চমৎকারভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি মনে করেন যে, যদি কোনো অক্ষর পুনরাবৃত্ত হয় এবং তা কোনো পঙক্তির শুরুতে থাকে, তবে দ্বিতীয়টির উপর দাগ দেওয়া উচিত; প্রথম পঙক্তিকে কালিমামুক্ত ও বিকৃতি থেকে রক্ষা করার জন্য। আর যদি পঙক্তির শেষে থাকে, তবে শেষ পঙক্তিকে রক্ষা করার জন্য প্রথমটির উপর দাগ দেওয়া উচিত। কেননা, পঙক্তির শুরু ও শেষকে এরূপ থেকে সুরক্ষিত রাখা অধিকতর উত্তম। যদি পুনরাবৃত্তির একটি কোনো পঙক্তির শেষে এবং অন্যটি পরবর্তী পঙক্তির শুরুতে পড়ে, তবে পঙক্তির শেষে থাকাটির উপর দাগ দিতে হবে, কারণ পঙক্তির শুরু অধিকতর মনোযোগের দাবিদার। আর যদি পুনরাবৃত্তি মুদাফ (বিশেষণীয়), মুদাফ ইলাইহি (বিশেষ্য), সিফাত (বিশেষণ), মাউসুফ (বিশেষিত পদ) বা এই জাতীয় কোনো ক্ষেত্রে হয়, তখন আমরা পঙক্তির শুরু বা শেষ বিবেচনা করব না। বরং, আমরা মুদাফ ও মুদাফ ইলাইহি এবং তাদের মতো পদগুলির মধ্যকার লৈখিক সংযোগ বজায় রাখব, এবং দাগ দিয়ে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাব না। এক্ষেত্রে পুনরাবৃত্ত অক্ষরের মধ্যে প্রান্তস্থিতটির উপর দাগ দেব, মধ্যবর্তীটির উপর নয়।

আর 'আল-মাহ্ও' (মুছে ফেলা), এর বিধানের ক্ষেত্রে 'আল-কাশত' (ঘষে তুলে ফেলা)-এর সমতুল্য, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পদ্ধতিগুলি বিবিধ, এবং সবচেয়ে অদ্ভুতগুলির মধ্যে একটি – যদিও এটি সবচেয়ে নিরাপদও বটে – ইমাম মালিকী সাহনুন ইবনে সাঈদ আত-তানুখী (رحمه الله) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কখনো কখনো কিছু লেখার পর তা চেটে মুছে ফেলতেন। আর এর প্রতিই ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ (رضي الله عنه) থেকে আমাদের বর্ণিত বাণী ইঙ্গিত করে যে, তিনি বলতেন: "মানুষের পোশাকে ও ঠোঁটে কালির দাগ দেখা যাওয়াটা পুরুষত্বের লক্ষণ।" আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

চতুর্দশ বিষয়: যে সকল বিষয়ে বর্ণনাগুলি ভিন্ন হয়, তাতে ভিন্নতার প্রামাণিকতাকে সঠিক রাখা উচিত

فِيهِ فِي كِتَابِهِ، جَيِّدَ التَّمْيِيزِ بَيْنَهَا، كَيْلَا تَخْتَلِطَ وَتَشْتَبِهَ فَيَفْسُدَ عَلَيْهِ أَمْرُهَا، وَسَبِيلُهُ: أَنْ يَجْعَلَ أَوَّلًا مَتْنَ كِتَابِهِ عَلَى رِوَايَةٍ خَاصَّةٍ، ثُمَّ مَا كَانَتْ مِنْ زِيَادَةٍ لِرِوَايَةٍ أُخْرَى أَلْحَقَهَا، أَوْ مِنْ نَقْصٍ أَعْلَمَ عَلَيْهِ، أَوْ مِنْ خِلَافٍ كَتَبَهُ إِمَّا فِي الْحَاشِيَةِ، وَإِمَّا فِي غَيْرِهَا، مُعَيِّنًا فِي كُلِّ ذَلِكَ مَنْ رَوَاهُ، ذَاكِرًا اسْمَهُ بِتَمَامِهِ، فَإِنْ رَمَزَ إِلَيْهِ بِحَرْفٍ، أَوْ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ أَنَّهُ يُبَيِّنُ الْمُرَادَ بِذَلِكَ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ أَوْ آخِرِهِ، كَيْلَا يَطُولَ عَهْدُهُ بِهِ فَيَنْسَى، أَوْ يَقَعَ كِتَابُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَيَقَعُ مِنْ رُمُوزِهِ فِي حَيْرَةٍ وَعَمًى.

وَقَدْ يُدْفَعُ إِلَى الِاقْتِصَارِ عَلَى الرُّمُوزِ عِنْدَ كَثْرَةِ الرِّوَايَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ.

وَاكْتَفَى بَعْضُهُمْ فِي التَّمْيِيزِ بِأَنْ خَصَّ الرِّوَايَةَ الْمُلْحَقَةَ بِالْحُمْرَةِ، فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ مِنَ الْمَشَارِقَةِ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ مِنَ الْمَغَارِبَةِ، مَعَ كَثِيرٍ مِنَ الْمَشَايِخِ، وَأَهْلِ التَّقْيِيدِ.

فَإِذَا كَانَ فِي الرِّوَايَةِ الْمُلْحَقَةِ زِيَادَةٌ عَلَى الَّتِي فِي مَتْنِ الْكِتَابِ كَتَبَهَا بِالْحُمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَقْصٌ وَالزِّيَادَةُ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي فِي مَتْنِ الْكِتَابِ حَوَّقَ عَلَيْهَا بِالْحُمْرَةِ، ثُمَّ عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ تَبْيِينُ مَنْ لَهُ الرِّوَايَةُ الْمُعْلَمَةُ بِالْحُمْرَةِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ، أَوْ آخِرِهِ عَلَى مَا سَبَقَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْخَامِسَ عَشَرَ: غَلَبَ عَلَى كَتَبَةِ الْحَدِيثِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الرَّمْزِ فِي قَوْلِهِمْ (حَدَّثَنَا)، وَ (أَخْبَرَنَا) غَيْرَ أَنَّهُ شَاعَ ذَلِكَ وَظَهَرَ حَتَّى لَا يَكَادَ يَلْتَبِسُ.

তার গ্রন্থে, সেগুলোর মধ্যে উত্তম পার্থক্যকরণ করবে, যাতে সেগুলো মিশ্রিত ও সন্দেহযুক্ত না হয় এবং এর ফলে তার বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আর তার পদ্ধতি হলো: প্রথমে সে তার গ্রন্থের মূল পাঠ একটি বিশেষ বর্ণনা অনুসারে রাখবে, এরপর অন্য কোনো বর্ণনায় যা অতিরিক্ত থাকবে, তা সংযুক্ত করবে, অথবা যদি কোনো কমতি থাকে, তা চিহ্নিত করবে, অথবা যদি কোনো মতপার্থক্য থাকে, তা হয় টীকায়, নয়তো অন্য কোথাও লিখবে; এর প্রতিটিতে বর্ণনাকারীর পরিচয় নির্দিষ্ট করবে, তার পূর্ণ নাম উল্লেখ করে। আর যদি সে তাকে এক বা একাধিক অক্ষর দ্বারা সংক্ষেপ করে, তাহলে তার উপর কর্তব্য হলো পূর্বে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা, অর্থাৎ সে তার গ্রন্থের শুরুতে বা শেষে এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা স্পষ্ট করবে,

যাতে সে বিষয়টি দীর্ঘকাল ধরে না ভুলে যায়, অথবা তার গ্রন্থ অন্যের হাতে পড়লে তার সংক্ষেপিত চিহ্নগুলো তাকে বিভ্রান্তি ও অন্ধত্বের মধ্যে না ফেলে।
আর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনার আধিক্যের ক্ষেত্রে প্রতীকসমূহের উপর সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য হতে পারে।
কেউ কেউ পার্থক্য করার ক্ষেত্রে সংযুক্ত বর্ণনাকে লাল রঙে নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে যথেষ্ট মনে করেছেন। প্রাচ্যের আলেমদের মধ্যে আবু যার আল-হারাউই এটি করেছেন, এবং পশ্চিমা আলেমদের মধ্যে আবুল হাসান আল-কাবিসীও, বহু শায়খ ও তা'লীক (নোট) লিখিয়েদের সাথে।
সুতরাং, যদি সংযুক্ত বর্ণনায় গ্রন্থের মূল পাঠের উপর অতিরিক্ত কিছু থাকে, তবে তা লাল রঙে লিখবে, আর যদি তাতে (সংযুক্ত বর্ণনায়) কমতি থাকে এবং মূল গ্রন্থের বর্ণনায় অতিরিক্ত থাকে, তবে মূল গ্রন্থের অতিরিক্ত অংশকে লাল রঙে বৃত্তাকারে ঘিরে দেবে। অতঃপর যে ব্যক্তি এটি করবে তার কর্তব্য হলো, পূর্বে উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী গ্রন্থের শুরুতে বা শেষে লাল রঙে চিহ্নিত বর্ণনাটি কার তা স্পষ্ট করে দেওয়া। আর আল্লাহই ভালো জানেন।
পঞ্চদশ: হাদীস লেখকদের মধ্যে (হাদ্দাসানা) এবং (আখবারানা) বলার সময় প্রতীকের উপর সীমাবদ্ধ থাকার প্রবণতা প্রবল হয়েছে; তবে এটি এতই প্রচলিত ও প্রকাশিত হয়েছে যে, তা প্রায় অস্পষ্ট থাকে না।

(ص: 203)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

أَمَّا (حَدَّثَنَا) فَيُكْتَبُ مِنْهَا شَطْرُهَا الْأَخِيرُ، وَهُوَ الثَّاءُ وَالنُّونُ وَالْأَلِفُ. وَرُبَّمَا اقْتُصِرَ عَلَى الضَّمِيرِ مِنْهَا وَهُوَ النُّونُ وَالْأَلِفُ. وَأَمَّا (أَخْبَرَنَا) فَيُكْتَبُ مِنْهَا الضَّمِيرُ الْمَذْكُورُ مَعَ الْأَلِفِ أَوَّلًا.
وَلَيْسَ بِحَسَنٍ مَا يَفْعَلُهُ طَائِفَةٌ مِنْ كِتَابَةِ (أَخْبَرَنَا) بِأَلِفٍ مَعَ عَلَامَةِ حَدَّثَنَا الْمَذْكُورَةِ أَوَّلًا، وَإِنْ كَانَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ مِمَّنْ فَعَلَهُ.

وَقَدْ يُكْتَبُ فِي عَلَامَةِ (أَخْبَرَنَا) رَاءٌ بَعْدَ الْأَلِفِ، وَفِي عَلَامَةِ (حَدَّثَنَا) دَالٌ فِي أَوَّلِهَا. وَمِمَّنْ رَأَيْتُ فِي خَطِّهِ الدَّالَ فِي عَلَامَةِ (حَدَّثَنَا) الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَالْحَافِظُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ، رضي الله عنهم. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَإِذَا كَانَ لِلْحَدِيثِ إِسْنَادَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَإِنَّهُمْ يَكْتُبُونَ عِنْدَ الِانْتِقَالِ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ مَا صُورَتُهُ (ح)، وَهِيَ حَاءٌ مُفْرَدَةٌ مُهْمَلَةٌ.

وَلَمْ يَأْتِنَا عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ بَيَانٌ لِأَمْرِهَا، غَيْرَ أَنِّي وَجَدْتُ بِخَطِّ الْأُسْتَاذِ الْحَافِظِ أَبِي عُثْمَانَ الصَّابُونِيِّ، وَالْحَافِظِ أَبِي مُسْلِمٍ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ اللَّيْثِيِّ الْبُخَارِيِّ، وَالْفَقِيهِ الْمُحَدِّثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخَلِيلِيِّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي مَكَانِهَا بَدَلًا عَنْهَا (صَحَّ) صَرِيحَةً. وَهَذَا يُشْعِرُ بِكَوْنِهَا رَمْزًا إِلَى (صَحَّ). وَحُسْنَ إِثْبَاتُ (صَحَّ) هَاهُنَا، لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ حَدِيثَ هَذَا الْإِسْنَادِ سَقَطَ، وَلِئَلَّا يُرَكَّبَ الْإِسْنَادُ الثَّانِي عَلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، فَيُجْعَلَا إِسْنَادًا وَاحِدًا.

আর (حَدَّثَنَا)-এর ক্ষেত্রে এর শেষ অংশ লেখা হয়, যা হলো الثَّاء (থা), النُّون (নুন) এবং الْأَلِف (আলিফ)। এবং কখনও কখনও এর মধ্যে থাকা সর্বনামের উপর সীমাবদ্ধ করা হয়, যা হলো النُّون (নুন) এবং الْأَلِف (আলিফ)। আর (أَخْبَرَنَا)-এর ক্ষেত্রে প্রথমে আলিফ-এর সাথে উল্লিখিত সর্বনামটি লেখা হয়।

কিছু লোক প্রথমে উল্লিখিত ‘حَدَّثَنَا’-এর চিহ্ন সহ আলিফ দিয়ে (أَخْبَرَنَا) লেখে, যা ভালো নয়, যদিও হাফিয বায়হাকী তাদের মধ্যে ছিলেন যারা এটি করতেন।

আর কখনও কখনও (أَخْبَرَنَا)-এর প্রতীকে আলিফ-এর পরে র(ر) ◌ٔ লেখা হয়, এবং (حَدَّثَنَا)-এর প্রতীকে এর প্রথমে দাল (د)। যাদের হস্তাক্ষরে আমি (حَدَّثَنَا)-এর প্রতীকে দাল দেখেছি, তাদের মধ্যে আছেন হাফিয আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম, আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী, এবং হাফিয আহমদ আল-বায়হাকী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আর যখন কোনো হাদীসের দুটি বা ততোধিক সনদ থাকে, তখন তারা এক সনদ থেকে অন্য সনদে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় (ح) রূপে কিছু লেখে, এবং এটি একটি একক, বিন্দবিহীন হা (ح)।

কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে এর ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো ব্যাখ্যা আসেনি, তবে আমি উস্তাদ হাফিয আবু উসমান আস-সাবুনি, হাফিয আবু মুসলিম উমার ইবন আলি আল-লাইসি আল-বুখারি, এবং ফকীহ মুহাদ্দিস আবু সাঈদ আল-খালিলি (আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি রহম করুন)-এর হস্তাক্ষরে এর স্থানে এর পরিবর্তে সুস্পষ্টভাবে (صَحَّ) পেয়েছি। আর এটি ইঙ্গিত করে যে এটি (صَحَّ)-এর প্রতীক। আর এখানে (صَحَّ) প্রমাণ করা উত্তম, যাতে ধারণা না হয় যে এই সনদের হাদীস বাদ পড়েছে, এবং যাতে দ্বিতীয় সনদকে প্রথম সনদের উপর সংযুক্ত না করা হয়, ফলে দুটি একটি সনদ হয়ে যায়।

(ص: 204)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَحَكَى لِي بَعْضُ مَنْ جَمَعَتْنِي، وَإِيَّاهُ الرِّحْلَةُ بِخُرَاسَانَ، عَمَّنْ وَصَفَهُ بِالْفَضْلِ مِنَ الْإِصْبَهَانِيِّينَ أَنَّهَا حَاءٌ مُهْمَلَةٌ مِنَ التَّحْوِيلِ، أَيْ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ آخَرَ. وَذَكَرْتُ فِيهَا بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ، وَحَكَيْتُ لَهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ لَقِيتُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهَا حَاءٌ مُهْمَلَةٌ إِشَارَةً إِلَى قَوْلِنَا (الْحَدِيثَ)، فَقَالَ لِي: أَهْلُ الْمَغْرِبِ - وَمَا عَرَفْتُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافًا - يَجْعَلُونَهَا حَاءً مُهْمَلَةً، وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا (الْحَدِيثَ).

وَذَكَرَ لِي: أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ الْبَغْدَادِيِّينَ يَذْكُرُ أَيْضًا أَنَّهَا حَاءٌ مُهْمَلَةٌ، وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهَا فِي الْقِرَاءَةِ (حا) وَيَمُرُّ.

وَسَأَلْتُ أَنَا الْحَافِظَ الرَّحَّالَ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الْقَادِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الرُّهَاوِيَّ رحمه الله عَنْهَا، فَذَكَرَ أَنَّهَا حَاءٌ مِنْ حَائِلٍ أَيْ تَحَوُّلٍ بَيْنَ الْإِسْنَادَيْنِ، قَالَ: وَلَا يُلْفَظُ بِشَيْءٍ عِنْدَ الِانْتِهَاءِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَأَنْكَرَ كَوْنَهَا مِنْ (الْحَدِيثِ) وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَعْرِفْ غَيْرَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ مَشَايِخِهِ، وَفِيهِمْ عَدَدٌ كَانُوا حُفَّاظَ الْحَدِيثِ فِي وَقْتِهِ.

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَأَخْتَارُ أَنَا - وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ - أَنْ يَقُولَ الْقَارِئُ عِنْدَ الِانْتِهَاءِ إِلَيْهَا: (حا) وَيَمُرُّ، فَإِنَّهُ أَحْوَطُ الْوُجُوهِ، وَأَعْدَلُهَا، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

এবং আমাকে বর্ণনা করেছেন আমার সাথে খোরাসানে যার সফর হয়েছিল এমন কতিপয় ব্যক্তি, ইসফাহানের এমন একজন সম্পর্কে, যাকে তারা ফযীলতের অধিকারী হিসেবে বর্ণনা করতো, যে এটি 'হা' (ح) হরফটি 'তাহবীল' (স্থানান্তর) থেকে এসেছে, অর্থাৎ এক সনদ থেকে অন্য সনদে স্থানান্তরের ইঙ্গিত। এবং আমি এই বিষয়ে মাগরিবের (পশ্চিমের) কতিপয় আহলে ইলমের সাথে আলোচনা করেছি এবং তাদের কাছে বর্ণনা করেছি, আহলে হাদীসের মধ্যে যাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের কতিপয়ের মত যে, এটি 'হা' (ح) হরফটি আমাদের 'আল-হাদীস' (الْحَدِيثَ) শব্দটির প্রতি ইঙ্গিতস্বরূপ। তখন তিনি আমাকে বললেন: মাগরিবের লোকেরা – এবং আমি তাদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য দেখিনি – এটিকে 'হা' (ح) হরফ হিসেবেই গ্রহণ করেন, এবং যখন তারা এর কাছে পৌঁছান, তখন তাদের কেউ কেউ 'আল-হাদীস' (الْحَدِيثَ) বলেন।

এবং তিনি আমাকে উল্লেখ করলেন যে, তিনি কিছু বাগদাদী আলেমকে এটিও উল্লেখ করতে শুনেছেন যে, এটি 'হা' (ح) হরফ, এবং তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা তিলাওয়াতের সময় এর কাছে পৌঁছালে '(হা)' বলেন এবং এগিয়ে যান।

এবং আমি স্বয়ং হাফিয আর-রাহহাল আবু মুহাম্মদ আব্দুল কাদির ইবন আব্দুল্লাহ আর-রুহাওয়ী (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন)-কে এটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তখন তিনি উল্লেখ করলেন যে, এটি 'হাইল' (حائل) থেকে আগত 'হা' (ح) হরফ, অর্থাৎ দুই সনদের মধ্যে 'তাহাভুল' (পরিবর্তন বা বিচ্ছেদ)। তিনি বললেন: তিলাওয়াতের সময় এর কাছে পৌঁছালে কোনো কিছু উচ্চারণ করা হবে না। এবং তিনি এটিকে 'আল-হাদীস' (الْحَدِيثَ) বা অন্য কিছু থেকে আসা অস্বীকার করলেন, এবং তিনি তাঁর কোনো উস্তাদের কাছ থেকে এর বাইরে আর কিছু জানতেন না, যাদের মধ্যে তাঁর সময়ে বহু হাদীস হাফিয (স্মারক) ছিলেন।

লেখক বলেন: আমি – এবং আল্লাহ্ই তাওফীকদাতা – এর কাছে পৌঁছালে পাঠকারী '(হা)' বলবে এবং এগিয়ে যাবে - এটিই পছন্দ করি। কারণ এটিই সবচেয়ে সতর্ক ও সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতি। আর আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

السَّادِسَ عَشَرَ: ذَكَرَ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَكْتُبَ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ اسْمَ الشَّيْخِ الَّذِي سَمِعَ الْكِتَابَ مِنْهُ، وَكُنْيَتَهُ وَنَسَبَهُ، ثُمَّ يَسُوقُ مَا سَمِعَهُ مِنْهُ عَلَى لَفْظِهِ، قَالَ: وَإِذَا كَتَبَ الْكِتَابَ الْمَسْمُوعَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ فَوْقَ سَطْرِ التَّسْمِيَةِ أَسْمَاءَ مَنْ سَمِعَ مَعَهُ، وَتَارِيخَ وَقْتِ السَّمَاعِ، وَإِنْ أَحَبَّ كَتَبَ ذَلِكَ فِي حَاشِيَةِ أَوَّلِ وَرَقَةٍ مِنَ الْكِتَابِ، فَكُلًّا قَدْ فَعَلَهُ شُيُوخُنَا.

قُلْتُ: كِتْبَةُ التَّسْمِيعِ حَيْثُ ذَكَرَهُ أَحْوَطُ لَهُ، وَأَحْرَى بِأَنْ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَلَا بَأْسَ بِكِتْبَتِهِ آخِرَ الْكِتَابِ، وَفِي ظَهْرِهِ، وَحَيْثُ لَا يَخْفَى مَوْضِعُهُ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّسْمِيعُ بِخَطِّ شَخْصٍ مَوْثُوقٍ بِهِ غَيْرِ مَجْهُولِ الْخَطِّ، وَلَا ضَيْرَ حِينَئِذٍ فِي أَنْ لَا يَكْتُبَ الشَّيْخُ الْمُسْمِعُ خَطَّهُ بِالتَّصْحِيحِ، وَهَكَذَا لَا بَأْسَ عَلَى صَاحِبِ الْكِتَابِ إِذَا كَانَ مَوْثُوقًا بِهِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى إِثْبَاتِ سَمَاعِهِ بِخَطِّ نَفْسِهِ، فَطَالَمَا فَعَلَ الثِّقَاتُ ذَلِكَ.

وَقَدْ حَدَّثَنِي بِمَرْوَ الشَّيْخُ أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ الْحَافِظِ أَبِي سَعْدٍ الْمَرْوَزِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ مِنَ الْأَصْبَهَانِيَّةِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْدَهْ، قَرَأَ بِبَغْدَادَ جُزْءًا عَلَى أَبِي أَحْمَدَ الْفَرَضِيِّ، وَسَأَلَهُ خَطَّهُ لِيَكُونَ حُجَّةً لَهُ. فَقَالَ لَهُ أَبُو أَحْمَدَ: " يَا بُنَيَّ، عَلَيْكَ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّكَ إِذَا عُرِفْتَ بِهِ لَا يُكَذِّبُكَ أَحَدٌ، وَتُصَدَّقُ فِيمَا تَقُولُ، وَتَنْقُلُ، وَإِذَا كَانَ غَيْرُ

ষষ্ঠদশ: খতীব আল-হাফিজ উল্লেখ করেছেন যে, শিক্ষার্থীর উচিত বিসমিল্লাহ লেখার পর সেই শায়খের নাম, কুনিয়াত এবং বংশপরিচয় লেখা যার কাছ থেকে সে বইটি শুনেছে, তারপর সে যা শুনেছে তা তার (শায়খের) শব্দানুযায়ী লিপিবদ্ধ করা। তিনি বলেন: যখন শ্রবণকৃত কিতাবটি লেখা হয়, তখন تسمية (শিক্ষার্থীর নাম) লেখার সারির উপরে তার সাথে যারা শুনেছে তাদের নাম এবং শ্রবণের সময় ও তারিখ লেখা উচিত। যদি সে চায়, তবে কিতাবের প্রথম পৃষ্ঠার টীকায়ও তা লিখতে পারে; কেননা আমাদের শায়খগণ সকলেই এটি করেছেন।

আমি বলি: তাঁরা যেখানে উল্লেখ করেছেন, সেখানে سماع (শ্রবণের প্রমাণ) লেখা তার জন্য অধিকতর নিরাপদ এবং যার প্রয়োজন তার কাছে তা গোপন না থাকার জন্য অধিকতর উপযুক্ত। কিতাবের শেষে, এর পৃষ্ঠদেশে, এবং এমন স্থানে যেখানে এর অবস্থান গোপন থাকে না, সেখানে এটি লিখতে কোনো অসুবিধা নেই।

এবং سماع এমন একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির হস্তাক্ষরে হওয়া উচিত যার হস্তাক্ষর অপরিচিত নয়, এবং এক্ষেত্রে শায়খ মুসমি‘ (শ্রবণকারীকে যিনি শুনিয়েছেন) নিজের হাতে সত্যায়নের জন্য না লিখলেও কোনো ক্ষতি নেই। আর একইভাবে, কিতাবের মালিক যদি নির্ভরযোগ্য হন, তবে তার নিজের হাতেই তার শ্রবণের প্রমাণ লিপিবদ্ধ করার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরা এমনটি বহুবার করেছেন।

এবং মার্ভে আমাকে শায়খ আবুল মুযাফফর ইবনুল হাফিজ আবু সা‘দ আল-মারওয়াযী বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা থেকে, যিনি তাকে ইস্পাহানের এমন এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, যে, আব্দুর রহমান ইবনু আবী আব্দিল্লাহ ইবনু মানদাহ বাগদাদে আবু আহমাদ আল-ফারাব্বীর কাছে একটি জুজ (গ্রন্থের অংশ) পাঠ করেছিলেন এবং তার কাছে তার (আবু আহমাদের) হস্তাক্ষর চেয়েছিলেন যাতে তা তার জন্য প্রমাণ হয়। তখন আবু আহমাদ তাকে বললেন: “হে আমার পুত্র, তুমি সততা অবলম্বন করো। কারণ, যদি তুমি এর (সততার) জন্য পরিচিত হও, তবে কেউ তোমাকে মিথ্যা বলবে না, এবং তুমি যা বলবে ও বর্ণনা করবে তা বিশ্বাস করা হবে। আর যদি তা না হয়

(ص: 206)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

ذَلِكَ، فَلَوْ قِيلَ لَكَ: مَا هَذَا خَطُّ أَبِي أَحْمَدَ الْفَرَضِيِّ، مَاذَا تَقُولُ لَهُمْ؟ ".

ثُمَّ إِنَّ عَلَى كَاتِبِ التَّسْمِيعِ التَّحَرِّيَ وَالِاحْتِيَاطَ، وَبَيَانَ السَّامِعِ، (وَالْمَسْمُوعِ) مِنْهُ بِلَفْظٍ غَيْرِ مُحْتَمَلٍ، وَمُجَانَبَةَ التَّسَاهُلِ فِيمَنْ يُثْبِتُ اسْمَهُ، وَالْحَذَرَ مِنْ إِسْقَاطِ اسْمِ أَحَدٍ مِنْهُمْ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ. فَإِنْ كَانَ مُثْبِتُ السَّمَاعِ غَيْرَ حَاضِرٍ فِي جَمِيعِهِ، لَكِنْ أَثْبَتَهُ مُعْتَمِدًا عَلَى إِخْبَارِ مَنْ يَثِقُ بِخَبَرِهِ مِنْ حَاضِرِيهِ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ثُمَّ إِنَّ مَنْ ثَبَتَ سَمَاعُهُ فِي كِتَابِهِ فَقَبِيحٌ بِهِ كِتْمَانُهُ إِيَّاهُ، وَمَنْعُهُ مِنْ نَقْلِ سَمَاعِهِ، وَمِنْ نَسْخِ الْكِتَابِ، وَإِذَا أَعَارَهُ إِيَّاهُ فَلَا يُبْطِئُ بِهِ، رُوِّينَا ... عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " إِيَّاكَ وَغُلُولَ الْكُتُبِ "، قِيلَ لَهُ: " وَمَا غُلُولُ الْكُتُبِ؟ " قَالَ: " حَبْسُهَا عَنْ أَصْحَابِهَا ... ". وَرُوِّينَا ... عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: " لَيْسَ مِنْ فِعَالِ أَهْلِ الْوَرَعِ، وَلَا مِنْ أَفْعَالِ الْحُكَمَاءِ أَنْ يَأْخُذَ سَمَاعَ رَجُلٍ فَيَحْبِسَهُ عَنْهُ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ... ". وَفِي رِوَايَةٍ: " وَلَا مِنْ فِعَالِ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَأْخُذَ سَمَاعَ رَجُلٍ وَكِتَابَهُ فَيَحْبِسَهُ عَلَيْهِ ". فَإِنْ مَنَعَهُ إِيَّاهُ فَقَدْ رُوِّينَا: أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِالْكُوفَةِ سَمَاعًا مَنَعَهُ إِيَّاهُ فَتَحَاكَمَا إِلَى قَاضِيهَا حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، فَقَالَ لِصَاحِبِ

". ذَلِكَ، فَلَوْ قِيلَ لَكَ: مَا هَذَا خَطُّ أَبِي أَحْمَدَ الْفَرَضِيِّ، مَاذَا تَقُولُ لَهُمْ؟

ثُمَّ إِنَّ عَلَى كَاتِبِ التَّسْمِيعِ التَّحَرِّيَ وَالِاحْتِيَاطَ، وَبَيَانَ السَّامِعِ، (وَالْمَسْمُوعِ) مِنْهُ بِلَفْظٍ غَيْرِ مُحْتَمَلٍ، وَمُجَانَبَةَ التَّسَاهُلِ فِيمَنْ يُثْبِتُ اسْمَهُ، وَالْحَذَرَ مِنْ إِسْقَاطِ اسْمِ أَحَدٍ مِنْهُمْ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ. فَإِنْ كَانَ مُثْبِتُ السَّمَاعِ غَيْرَ حَاضِرٍ فِي جَمِيعِهِ، لَكِنْ أَثْبَتَهُ مُعْتَمِدًا عَلَى إِخْبَارِ مَنْ يَثِقُ بِخَبَرِهِ مِنْ حَاضِرِيهِ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ثُمَّ إِنَّ مَنْ ثَبَتَ سَمَاعُهُ فِي كِتَابِهِ فَقَبِيحٌ بِهِ كِتْمَانُهُ إِيَّاهُ، وَمَنْعُهُ مِنْ نَقْلِ سَمَاعِهِ، وَمِنْ نَسْخِ الْكِتَابِ، وَإِذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " إِيَّاكَ وَغُلُولَ الْكُتُبِ "، قِيلَ لَهُ: " وَمَا غُلُولُ ... أَعَارَهُ إِيَّاهُ فَلَا يُبْطِئُ بِهِ، رُوِّينَا ". ... الْكُتُبِ؟ " قَالَ: " حَبْسُهَا عَنْ أَصْحَابِهَا

عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: " لَيْسَ مِنْ فِعَالِ أَهْلِ الْوَرَعِ، وَلَا مِنْ أَفْعَالِ ... وَرُوِّينَا وَفِي رِوَايَةٍ: " وَلَا ". ... الْحُكَمَاءِ أَنْ يَأْخُذَ سَمَاعَ رَجُلٍ فَيَحْبِسَهُ عَنْهُ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ مِنْ فِعَالِ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَأْخُذَ سَمَاعَ رَجُلٍ وَكِتَابَهُ فَيَحْبِسَهُ عَلَيْهِ ". فَإِنْ مَنَعَهُ إِيَّاهُ فَقَدْ رُوِّينَا: أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِالْكُوفَةِ سَمَاعًا مَنَعَهُ إِيَّاهُ فَتَحَاكَمَا إِلَى قَاضِيهَا حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، فَقَالَ لِصَاحِبِ

الْكِتَابِ: " أَخْرِجْ إِلَيْنَا كُتُبَكَ فَمَا كَانَ مِنْ سَمَاعِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَطِّ يَدِكَ أَلْزَمْنَاكَ، وَمَا كَانَ بِخَطِّهِ أَعْفَيْنَاكَ مِنْهُ ".

قَالَ ابْنُ خَلَّادٍ: " سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيَّ عَنْ هَذَا، فَقَالَ: لَا يَجِيءُ فِي هَذَا الْبَابِ حُكْمٌ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ; لِأَنَّ خَطَّ صَاحِبِ الْكِتَابِ دَالٌّ عَلَى رِضَاهُ بِاسْتِمَاعِ صَاحِبِهِ مَعَهُ ".

قَالَ ابْنُ خَلَّادٍ: وَقَالَ غَيْرُهُ " لَيْسَ بِشَيْءٍ ".

وَرَوَى الْخَطِيبُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي: أَنَّهُ تُحُوكِمَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَأَطْرَقَ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: " إِنْ كَانَ سَمَاعُهُ فِي كِتَابِكَ بِخَطِّكَ فَيَلْزَمُكَ أَنْ تُعِيرَهُ، وَإِنْ كَانَ سَمَاعُهُ فِي كِتَابِكَ بِخَطِّ غَيْرِكَ فَأَنْتَ أَعْلَمُ ".

قُلْتُ: حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ مَعْدُودٌ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ لِسَانُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَإِمَامُهُمْ، وَقَدْ تَعَاضَدَتْ أَقْوَالُهُمْ فِي ذَلِكَ، وَيَرْجِعُ حَاصِلُهَا إِلَى أَنَّ سَمَاعَ غَيْرِهِ إِذَا ثَبَتَ فِي كِتَابِهِ بِرِضَاهُ فَيَلْزَمُهُ إِعَارَتُهُ إِيَّاهُ. وَقَدْ كَانَ لَا يَبِينُ لِي وَجْهُهُ، ثُمَّ وَجَّهْتُهُ بِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةٍ لَهُ عِنْدَهُ، فَعَلَيْهِ أَدَاؤُهَا بِمَا حَوَتْهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَذْلُ مَالِهِ، كَمَا يَلْزَمُ مُتَحَمِّلَ الشَّهَادَةِ أَدَاؤُهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهِ

কিতাব সম্পর্কে [বলা হয়েছে]: "আমাদের কাছে তোমার কিতাবসমূহ উপস্থাপন করো। এই ব্যক্তির শ্রুত বিষয়াবলির মধ্যে যা তোমার নিজের হাতের লেখায় থাকবে, তা আমরা তোমার উপর আবশ্যক করব। আর যা তার (নিজের) হাতের লেখায় থাকবে, তা থেকে আমরা তোমাকে অব্যাহতি দেব।"

ইবন খাল্লাদ বলেন: "আমি আবু আবদুল্লাহ আয-যুবায়রিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন: এই অধ্যায়ে এর চেয়ে উত্তম কোনো বিধান আসে না; কারণ কিতাবের লেখকের হাতের লেখা তার সঙ্গীর তার সাথে শ্রবণে তার সন্তুষ্টির প্রমাণ।" ইবন খাল্লাদ বলেন: অন্যরা বলেছেন, "এটি কোনো বিষয়ই নয়।"

আল-খাতীব আল-হাফিজ আবু বকর ইসমাইল ইবন ইসহাক আল-কাদী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ বিষয়ে তাঁর কাছে বিচার চাওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দীর্ঘক্ষণ মাথা নিচু করে রইলেন। অতঃপর বাদীর প্রতিপক্ষকে বললেন: "যদি তার শ্রুত বিষয় তোমার কিতাবে তোমার নিজের হাতের লেখায় থাকে, তবে তোমার জন্য তা ধার দেওয়া আবশ্যক। আর যদি তার শ্রুত বিষয় তোমার কিতাবে অন্যের হাতের লেখায় থাকে, তবে তুমিই ভালো জানো।"

আমি বলি: হাফস ইবন গিয়াসকে আবু হানিফার শিষ্যদের প্রথম স্তরের মধ্যে গণ্য করা হয়। আবু আবদুল্লাহ আয-যুবায়রি শাফেয়ীর শিষ্যদের ইমামদের অন্যতম। আর ইসমাইল ইবন ইসহাক মালিকের শিষ্যদের মুখপাত্র ও তাদের ইমাম। এ বিষয়ে তাঁদের উক্তিগুলো পরস্পর সমর্থিত হয়েছে, এবং এর সারসংক্ষেপ এই যে, যখন অন্যের শ্রুত বিষয় তার (কিতাবের মালিকের) কিতাবে তার সন্তুষ্টিতে প্রমাণিত হয়, তখন তাকে তা ধার দেওয়া আবশ্যক। এর কারণ আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না। তারপর আমি একে এভাবে ব্যাখ্যা করলাম যে, এটি তার (কিতাবের মালিকের) কাছে তার (যার শ্রুত বিষয়) জন্য একটি সাক্ষ্যস্বরূপ। সুতরাং, তাকে তা (সাক্ষ্য) তার অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলি সহকারে আদায় করতে হবে, যদিও এতে তার সম্পদ ব্যয় করা হয়; যেমন সাক্ষ্যের দায়িত্ব গ্রহণকারীর জন্য তা আদায় করা আবশ্যক, যদিও এতে [কিছু] থাকে।

(ص: 208)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

بَذْلُ نَفْسِهِ بِالسَّعْيِ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِأَدَائِهَا، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تبارك وتعالى.

ثُمَّ إِذَا نَسَخَ الْكِتَابَ فَلَا يَنْقُلُ سَمَاعَهُ إِلَى نُسْخَتِهِ إِلَّا بَعْدَ الْمُقَابَلَةِ الْمَرْضِيَّةِ. وَهَكَذَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُلَ سَمَاعًا إِلَى شَيْءٍ مِنَ النُّسَخِ، أَوْ يُثْبِتَهُ فِيهَا عِنْدَ السَّمَاعِ ابْتِدَاءً، إِلَّا بَعْدَ الْمُقَابَلَةِ الْمَرْضِيَّةِ بِالْمَسْمُوعِ، كَيْلَا يَغْتَرَّ أَحَدٌ بِتِلْكَ النُّسْخَةِ غَيْرِ الْمُقَابَلَةِ، إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ مَعَ النَّقْلِ، وَعِنْدَهُ كَوْنَ النُّسْخَةِ غَيْرَ مُقَابَلَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

فِي صِفَةِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ، وَشَرْطِ أَدَائِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ كَثِيرٍ مِنْهُ فِي ضِمْنِ النَّوْعَيْنِ قَبْلَهُ.

شَدَّدَ قَوْمٌ فِي الرِّوَايَةِ فَأَفْرَطُوا، وَتَسَاهَلَ فِيهَا آخَرُونَ فَفَرَّطُوا.

وَمِنْ مَذَاهِبِ التَّشْدِيدِ مَذْهَبُ مَنْ قَالَ: " لَا حُجَّةَ إِلَّا فِيمَا رَوَاهُ الرَّاوِي مِنْ حِفْظِهِ، وَتَذَكُّرِهِ "، وَذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنهما، وَذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْدَلَانِيُّ الْمَرْوَزِيُّ.

وَمِنْهَا: مَذْهَبُ مَنْ أَجَازَ الِاعْتِمَادَ فِي الرِّوَايَةِ عَلَى كِتَابِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ

بَذْلُ نَفْسِهِ بِالسَّعْيِ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِأَدَائِهَا، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تبارك وتعالى.

অর্পিত বিষয়গুলো আদায় করার জন্য বিচারালয়ের (বা শাসন কর্তৃপক্ষের) মজলিসে প্রচেষ্টা চালিয়ে নিজেকে নিবেদন করা। আর জ্ঞান আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার কাছেই।

ثُمَّ إِذَا نَسَخَ الْكِتَابَ فَلَا يَنْقُلُ سَمَاعَهُ إِلَى نُسْخَتِهِ إِلَّا بَعْدَ الْمُقَابَلَةِ الْمَرْضِيَّةِ. وَهَكَذَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُلَ سَمَاعًا إِلَى شَيْءٍ مِنَ النُّسَخِ، أَوْ يُثْبِتَهُ فِيهَا عِنْدَ السَّمَاعِ ابْتِدَاءً، إِلَّا بَعْدَ الْمُقَابَلَةِ الْمَرْضِيَّةِ بِالْمَسْمُوعِ، كَيْلَا يَغْتَرَّ أَحَدٌ بِتِلْكَ النُّسْخَةِ غَيْرِ الْمُقَابَلَةِ، إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ مَعَ النَّقْلِ، وَعِنْدَهُ كَوْنَ النُّسْخَةِ غَيْرَ مُقَابَلَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

অতঃপর, যখন কোনো কিতাব অনুলিপি করা হয়, তখন সন্তোষজনক যাচাই-বাছাই (মুকাবালা) সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত শ্রুত পাঠকে তার অনুলিপিতে স্থানান্তর করা যাবে না। অনুরূপভাবে, কোনো ব্যক্তির জন্য উচিত নয় যে, সে কোনো অনুলিপিতে শ্রুত পাঠকে স্থানান্তর করবে, অথবা শ্রুত পাঠের সময় শুরুতেই তাতে লিপিবদ্ধ করবে, যতক্ষণ না শ্রুত বিষয়ের সাথে সন্তোষজনক যাচাই-বাছাই (মুকাবালা) করা হয়; যাতে কেউ অযাচিতভাবে অপরিবর্তিত অনুলিপি দ্বারা প্রতারিত না হয়। তবে যদি স্থানান্তরের সময় এটি সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে অনুলিপিটি যাচাইকৃত নয় (গাইর মুকাবালা), তাহলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

فِي صِفَةِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ، وَشَرْطِ أَدَائِهَا، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

ছাব্বিশতম প্রকার

হাদিস বর্ণনার পদ্ধতি, তা আদায় করার শর্ত এবং এ সম্পর্কিত বিষয়াবলী প্রসঙ্গে।

وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ كَثِيرٍ مِنْهُ فِي ضِمْنِ النَّوْعَيْنِ قَبْلَهُ.

এর অনেক অংশ পূর্ববর্তী দুটি প্রকারের মধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

شَدَّدَ قَوْمٌ فِي الرِّوَايَةِ فَأَفْرَطُوا، وَتَسَاهَلَ فِيهَا آخَرُونَ فَفَرَّطُوا.

একদল লোক রেওয়ায়েতের (বর্ণনার) ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করেছে এবং বাড়াবাড়ি করেছে, আর অন্য একদল এতে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে এবং সীমা অতিক্রম করেছে।

وَمِنْ مَذَاهِبِ التَّشْدِيدِ مَذْهَبُ مَنْ قَالَ: " لَا حُجَّةَ إِلَّا فِيمَا رَوَاهُ الرَّاوِي مِنْ حِفْظِهِ، وَتَذَكُّرِهِ "، وَذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنهما، وَذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْدَلَانِيُّ الْمَرْوَزِيُّ.

কঠোরতাবাদী মাযহাবগুলোর মধ্যে একটি হলো তাদের মাযহাব, যারা বলেছেন: "প্রমাণ কেবল সেক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য যা বর্ণনাকারী তার স্মৃতি ও স্মরণ থেকে বর্ণনা করেছেন।" আর এটি ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানিফা (আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম শাফিঈ-এর অনুসারীদের মধ্যে আবু বকর আস-সাইদালানি আল-মারওয়াযী এই মত গ্রহণ করেছেন।

وَمِنْهَا: مَذْهَبُ مَنْ أَجَازَ الِاعْتِمَادَ فِي الرِّوَايَةِ عَلَى كِتَابِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ এবং সেগুলোর মধ্যে একটি হলো তাদের মাযহাব, যারা রেওয়ায়েতের (বর্ণনার) ক্ষেত্রে নিজের কিতাবের (লিখিত পাণ্ডুলিপির) উপর নির্ভর করা জায়েয মনে করেছেন, তবে শর্ত হলো যে,

---

لَوْ أَعَارَ كِتَابَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ لَمْ يَرَ الرِّوَايَةَ مِنْهُ لِغَيْبَتِهِ عَنْهُ.

وَقَدْ سَبَقَتْ حِكَايَتُنَا لِمَذَاهِبَ عَنْ أَهْلِ التَّسَاهُلِ وَإِبْطَالُهَا، فِي ضِمْنِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ شَرْحِ وُجُوهِ الْأَخْذِ وَالتَّحَمُّلِ.

وَمِنْ أَهْلِ التَّسَاهُلِ قَوْمٌ سَمِعُوا كُتُبًا مُصَنَّفَةً وَتَهَاوَنُوا، حَتَّى إِذَا طَعَنُوا فِي السِّنِّ، وَاحْتِيجَ إِلَيْهِمْ حَمَلَهُمُ الْجَهْلُ وَالشَّرَهُ عَلَى أَنْ رَوَوْهَا مِنْ نُسَخٍ مُشْتَرَاةٍ، أَوْ مُسْتَعَارَةٍ غَيْرِ مُقَابَلَةٍ، فَعَدَّهُمُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي طَبَقَاتِ الْمَجْرُوحِينَ. قَالَ: " وَهُمْ يَتَوَهَّمُونَ أَنَّهُمْ فِي رِوَايَتِهَا صَادِقُونَ ". وَقَالَ: " هَذَا مِمَّا كَثُرَ فِي النَّاسِ، وَتَعَاطَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ، وَالْمَعْرُوفِينَ بِالصَّلَاحِ ".

قُلْتُ: وَمِنَ الْمُتَسَاهِلِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ الْمِصْرِيُّ، تُرِكَ الِاحْتِجَاجُ بِرِوَايَتِهِ مَعَ جَلَالَتِهِ لِتَسَاهُلِهِ. ذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ: أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا مَعَهُمْ جُزْءٌ سَمِعُوهُ مِنِ ابْنِ لَهِيعَةَ فَنَظَرَ فِيهِ فَإِذَا لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ، فَجَاءَ إِلَى ابْنِ

لَهِيعَةَ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: " مَا أَصْنَعُ؟ يَجِيئُونِي بِكِتَابٍ، فَيَقُولُونَ: هَذَا مِنْ حَدِيثِكَ، فَأُحَدِّثُهُمْ بِهِ ".

وَمِثْلُ هَذَا وَاقِعٌ مِنْ شُيُوخِ زَمَانِنَا. يَجِيءُ إِلَى أَحَدِهِمُ الطَّالِبُ بِجُزْءٍ

যদি কেউ তার কিতাব ধার দেয় এবং তা তার হাত থেকে বেরিয়ে যায়, তবে তা অনুপস্থিত থাকার কারণে সে তা থেকে বর্ণনা করতে পারবে না।

আহলুত-তাসাহুল (শিথিলতাকামী)-দের বিভিন্ন মতবাদ এবং সেগুলোর বাতিলতা সম্পর্কে আমাদের বর্ণনা ইতিপূর্বে চলে গেছে, যা গ্রহণের ও ধারণ করার পদ্ধতিসমূহের ব্যাখ্যার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

আহলুত-তাসাহুলদের (শিথিলতাকামীদের) মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় আছে, যারা সংকলিত কিতাবসমূহ শ্রবণ করেছিল কিন্তু উদাসীনতা প্রদর্শন করেছিল। এমনকি যখন তারা বার্ধক্যে উপনীত হলো এবং তাদের প্রয়োজন দেখা দিল, তখন অজ্ঞতা ও লোভ তাদেরকে চালিত করল এমন সব অনুলিপি থেকে বর্ণনা করতে, যা ক্রয় করা বা ধার নেওয়া হয়েছিল এবং যা মূলের সাথে মেলানো (মুকাওয়ালাহ) হয়নি। ফলে, আল-হাকিম আবু আবদুল্লাহ আল-হাফিজ তাদেরকে ‘তাবাকাতুল-মাজরুহিন’ (ত্রুটিযুক্ত বর্ণনাকারীদের স্তরসমূহ) এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেন: "এবং তারা ধারণা করে যে, তারা তাদের বর্ণনায় সত্যবাদী।" তিনি আরও বলেন: "এটা এমন একটি বিষয় যা মানুষের মধ্যে বহুল প্রচলিত হয়েছে, এবং কিছু বড় বড় আলেম ও সৎকর্মশীল বলে পরিচিত ব্যক্তিরাও এটি অনুশীলন করেছেন।"

আমি বলি: শিথিলতাকামীদের মধ্যে একজন হলেন মিসরের আবদুল্লাহ ইবনু লাহী‘আ। তাঁর মহত্ত্ব সত্ত্বেও তাঁর শিথিলতার কারণে তাঁর বর্ণিত হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করা বর্জন করা হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনু হাসসান সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি এমন একদল লোককে দেখলেন যাদের কাছে একটি জুয (পুস্তিকা) ছিল যা তারা ইবনু লাহী‘আ থেকে শুনেছিল। তিনি সেটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তাতে ইবনু লাহী‘আর বর্ণিত একটিও হাদিস নেই। তখন তিনি ইবনু লাহী‘আর কাছে এসে তাঁকে এ বিষয়ে জানালেন। তিনি বললেন: "আমি কী করব? তারা আমার কাছে একটি কিতাব নিয়ে আসে এবং বলে: 'এটি আপনার হাদিস থেকে,' তখন আমি তাদের কাছে তা বর্ণনা করি।"

আর এমন ঘটনা আমাদের বর্তমান সময়ের শাইখদের ক্ষেত্রেও ঘটছে, কোনো ছাত্র তাদের কারো কাছে একটি জুয (পুস্তিকা) নিয়ে আসে

أَوْ كِتَابٍ، فَيَقُولُ: (هَذَا رِوَايَتُكَ)، فَيُمَكِّنُهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ مُقَلِّدًا لَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْحَثَ بِحَيْثُ يَحْصُلُ لَهُ الثِّقَةُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ.

وَالصَّوَابُ: مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَهُوَ التَّوَسُّطُ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ، وَالتَّفْرِيطِ، فَإِذَا قَامَ الرَّاوِي فِي الْأَخْذِ وَالتَّحَمُّلِ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَ شَرْحُهُ، وَقَابَلَ كِتَابَهُ وَضَبَطَ سَمَاعَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ، جَازَتْ لَهُ الرِّوَايَةُ مِنْهُ، وَإِنْ أَعَارَهُ، وَغَابَ عَنْهُ، إِذَا كَانَ الْغَالِبُ مِنْ أَمْرِهِ سَلَامَتَهُ مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ - فِي الْغَالِبِ - لَوْ غُيِّرَ شَيْءٌ مِنْهُ وَبُدِّلَ - تَغْيِيرُهُ وَتَبْدِيلُهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ فِي بَابِ الرِّوَايَةِ عَلَى غَالِبِ الظَّنِّ، فَإِذَا حَصَلَ أَجْزَأَ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ مَزِيدٌ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تَفْرِيعَاتٌ:

أَحَدُهَا: إِذَا كَانَ الرَّاوِي ضَرِيرًا، وَلَمْ يَحْفَظْ حَدِيثَهُ مِنْ فَمِ مَنْ حَدَّثَهُ، وَاسْتَعَانَ بِالْمَأْمُونِينَ فِي ضَبْطِ سَمَاعِهِ، وَحِفْظِ كِتَابِهِ، ثُمَّ عِنْدَ رِوَايَتِهِ فِي الْقِرَاءَةِ مِنْهُ عَلَيْهِ، وَاحْتَاطَ فِي ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، بِحَيْثُ يَحْصُلُ مَعَهُ الظَّنُّ بِالسَّلَامَةِ مِنَ التَّغْيِيرِ، صَحَّتْ رِوَايَتُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ أَوْلَى بِالْخِلَافِ وَالْمَنْعِ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْبَصِيرِ.

قَالَ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ: " وَالسَّمَاعُ مِنَ الْبَصِيرِ الْأُمِّيِّ وَالضَّرِيرِ،

أَوْ كِتَابٍ، فَيَقُولُ: (هَذَا رِوَايَتُكَ)، فَيُمَكِّنُهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ مُقَلِّدًا لَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْحَثَ بِحَيْثُ يَحْصُلُ لَهُ الثِّقَةُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ।

অথবা কোনো কিতাবের মাধ্যমে, অতঃপর বলে: (এটা তোমার বর্ণনা), আর তাকে তা তার কাছে পড়ার সুযোগ দেয়, তাকে (বর্ণনাকারীকে) অন্ধভাবে অনুসরণ করে, এমনভাবে যে, এর সঠিকতার প্রতি তার (শ্রোতার) আস্থা জন্মায় না।

وَالصَّوَابُ: مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَهُوَ التَّوَسُّطُ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ، وَالتَّفْرِيطِ، فَإِذَا قَامَ الرَّاوِي فِي الْأَخْذِ وَالتَّحَمُّلِ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَ شَرْحُهُ، وَقَابَلَ كِتَابَهُ وَضَبَطَ سَمَاعَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ، جَازَتْ لَهُ الرِّوَايَةُ مِنْهُ، وَإِنْ أَعَارَهُ، وَغَابَ عَنْهُ، إِذَا كَانَ الْغَالِبُ مِنْ أَمْرِهِ سَلَامَتَهُ مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ

مِمَّنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ - فِي الْغَالِبِ - لَوْ غُيِّرَ شَيْءٌ مِنْهُ وَبُدِّلَ - تَغْيِيرُهُ وَتَبْدِيلُهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ فِي بَابِ الرِّوَايَةِ عَلَى غَالِبِ الظَّنِّ، فَإِذَا حَصَلَ أَجْزَأَ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ مَزِيدٌ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ।

এবং সঠিক হলো: যার উপর জুমহুর (অধিকাংশ আলেম) রয়েছেন, আর তা হলো বাড়াবাড়ি ও ত্রুটির মাঝখানে মধ্যপন্থা অবলম্বন। সুতরাং যখন বর্ণনাকারী গ্রহণ ও তাহাম্মুলে সেই শর্ত পূরণ করে যা পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং তার কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখেছে এবং তার শ্রুতিকে পূর্বে উল্লিখিত পদ্ধতিতে সুসংহত করেছে, তখন তার জন্য তা থেকে বর্ণনা করা জায়েজ হবে, যদিও সে তা (কিতাব) ধার দেয় এবং তা তার থেকে অনুপস্থিত থাকে, যদি তার বিষয়ে প্রবল ধারণা হয় যে, তা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে নিরাপদ ছিল। বিশেষত যদি সে এমন ব্যক্তি হয় যে, (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) তার থেকে কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হলে তা তার কাছে গোপন থাকে না – তার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। আর এটি এ কারণে যে, রিওয়ায়াতের অধ্যায়ে প্রবল ধারণার উপর নির্ভর করা হয়। সুতরাং যখন তা অর্জিত হয়, তখন তা যথেষ্ট হয়, এবং এর চেয়ে বেশি কিছু শর্ত করা হয় না। আল্লাহই ভালো জানেন।

تَفْرِيعَاتٌ:

শাখা-প্রশাখা:

أَحَدُهَا: إِذَا كَانَ الرَّاوِي ضَرِيرًا، وَلَمْ يَحْفَظْ حَدِيثَهُ مِنْ فَمِ مَنْ حَدَّثَهُ، وَاسْتَعَانَ بِالْمَأْمُونِينَ فِي ضَبْطِ سَمَاعِهِ، وَحِفْظِ كِتَابِهِ، ثُمَّ عِنْدَ رِوَايَتِهِ فِي الْقِرَاءَةِ مِنْهُ عَلَيْهِ، وَاحْتَاطَ فِي ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، بِحَيْثُ يَحْصُلُ مَعَهُ الظَّنُّ بِالسَّلَامَةِ مِنَ التَّغْيِيرِ، صَحَّتْ رِوَايَتُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ أَوْلَى بِالْخِلَافِ وَالْمَنْعِ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْبَصِيرِ।

প্রথমটি: যখন বর্ণনাকারী অন্ধ হয়, এবং সে তার হাদিস তার শায়খের মুখ থেকে মুখস্থ না করে থাকে, আর তার শ্রুতিকে সুসংহত করতে এবং তার কিতাবকে সংরক্ষণ করতে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাহায্য নেয়, অতঃপর যখন সে তা থেকে (অন্যের উপর) বর্ণনা করে পাঠের মাধ্যমে, এবং এই বিষয়ে তার অবস্থা অনুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করে, এমনভাবে যে, তার সাথে পরিবর্তন থেকে নিরাপদ থাকার প্রবল ধারণা জন্মে, তখন তার বর্ণনা সহীহ হবে। তবে সে এক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হওয়া এবং দৃষ্টিনির্ভর ব্যক্তির তুলনায় অধিকতর বিতর্কের যোগ্য।

قَالَ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ: " وَالسَّمَاعُ مِنَ الْبَصِيرِ الْأُمِّيِّ وَالضَّرِيرِ،

খাতীব আল-হাফিজ বলেছেন: "এবং দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন উম্মী (নিরক্ষর) ও অন্ধ ব্যক্তির থেকে শ্রবণ,

اللَّذَيْنِ لَمْ يَحْفَظَا مِنَ الْمُحَدِّثِ مَا سَمِعَاهُ مِنْهُ، لَكِنَّهُ كَتَبَ لَهُمَا بِمَثَابَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَدْ مَنَعَ مِنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُهُمْ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّانِي: إِذَا سَمِعَ كِتَابًا، ثُمَّ أَرَادَ رِوَايَتَهُ مِنْ نُسْخَةٍ لَيْسَ فِيهَا سَمَاعُهُ، وَلَا هِيَ مُقَابَلَةٌ بِنُسْخَةِ سَمَاعِهِ غَيْرَ أَنَّهُ سُمِعَ مِنْهَا عَلَى شَيْخِهِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ. قَطَعَ بِهِ الْإِمَامُ أَبُو نَصْرِ بْنُ الصَّبَّاغِ الْفَقِيهُ فِيمَا بَلَغَنَا عَنْهُ. وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِيهَا سَمَاعُ شَيْخِهِ، أَوْ رَوَى مِنْهَا ثِقَةٌ عَنْ شَيْخِهِ، فَلَا تَجُوزُ لَهُ الرِّوَايَةُ مِنْهَا اعْتِمَادًا عَلَى مُجَرَّدِ ذَلِكَ، إِذْ لَا يُؤْمَنُ أَنْ تَكُونَ فِيهَا زَوَائِدُ لَيْسَتْ فِي نُسْخَةِ سَمَاعِهِ.

ثُمَّ وَجَدْتُ الْخَطِيبَ قَدْ حَكَى مِصْدَاقَ ذَلِكَ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَذَكَرَ فِيمَا إِذَا وَجَدَ أَصْلَ الْمُحَدِّثِ وَلَمْ يُكْتَبْ فِيهِ سَمَاعُهُ، أَوْ وَجَدَ نُسْخَةً كُتِبَتْ عَنِ الشَّيْخِ تَسْكُنُ نَفْسُهُ إِلَى صِحَّتِهَا أَنَّ عَامَّةَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مَنَعُوا مِنْ رِوَايَتِهِ مِنْ ذَلِكَ.

وَجَاءَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيِّ التَّرَخُّصُ فِيهِ.

قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ إِجَازَةٌ مِنْ شَيْخِهِ عَامَّةٌ لِمَرْوِيَّاتِهِ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ الرِّوَايَةُ مِنْهَا، إِذْ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ رِوَايَةِ تِلْكَ الزِّيَادَاتِ بِالْإِجَازَةِ بِلَفْظِ (أَخْبَرَنَا)، أَوْ (حَدَّثَنَا) مِنْ غَيْرِ

যারা মুহাদ্দিসের নিকট থেকে যা শুনেছিল তা মুখস্থ রাখতে পারেনি, কিন্তু মুহাদ্দিস তাদের জন্য একই পদ্ধতিতে লিখে দিয়েছেন, এক্ষেত্রে একাধিক উলামা তা নিষেধ করেছেন, আর কেউ কেউ এতে শিথিলতা দিয়েছেন।" আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

দ্বিতীয়ত: যখন কোনো ব্যক্তি একটি কিতাব শ্রবণ করে, অতঃপর সেটি এমন একটি অনুলিপি থেকে বর্ণনা করতে চায় যেখানে তার শ্রবণের প্রমাণ লিপিবদ্ধ নেই, এবং যা তার শ্রবণের অনুলিপির সাথে যাচাইকৃতও নয়, তবে হ্যাঁ, তার শাইখের কাছ থেকে তা শোনা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে তার জন্য তা জায়েজ হবে না। ইমাম আবু নসর ইবনুল সাব্বাগ আল-ফাক্বীহ আমাদের নিকট পৌঁছানো তথ্য অনুযায়ী এটি সুনির্দিষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে,

যদি তাতে তার শাইখের শ্রবণ লিপিবদ্ধ থাকে, অথবা কোনো বিশ্বস্ত রাবী তার শাইখের কাছ থেকে তা বর্ণনা করে থাকে, তবুও কেবল এর উপর নির্ভর করে তা বর্ণনা করা তার জন্য জায়েজ হবে না। কারণ, তাতে এমন কিছু অতিরিক্ত থাকতে পারে যা তার শ্রবণের অনুলিপিতে ছিল না।

অতঃপর আমি দেখেছি যে, খতীব (আল-বাগদাদী) অধিকাংশ আহলুল হাদীস থেকে এর সত্যতা বর্ণনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যখন কোনো ব্যক্তি মুহাদ্দিসের মূল অনুলিপি পায় কিন্তু তাতে তার শ্রবণ লিপিবদ্ধ নেই, অথবা সে এমন একটি অনুলিপি পায় যা শাইখের থেকে লিখিত হয়েছে এবং যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তার মন আশ্বস্ত হয়, তখনও অধিকাংশ আসহাবুল হাদীস তা থেকে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন।

আর আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী এবং মুহাম্মাদ ইবনে বকর আল-বুরসানী থেকে এতে শিথিলতার বর্ণনা এসেছে।

আমি বলি: হ্যাঁ, তবে যদি তার শাইখের কাছ থেকে তার সমস্ত বর্ণিত বিষয়ের জন্য একটি সাধারণ ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি) থাকে, অথবা অনুরূপ কোনো বিষয়, তাহলে তখন তার জন্য তা থেকে বর্ণনা করা জায়েজ হবে। কারণ, এতে ইজাযাহর মাধ্যমে সেই অতিরিক্ত অংশগুলো (أَخْبَرَنَا - আখবারানা) বা (حَدَّثَنَا - হাদ্দাসানা) শব্দ ব্যবহার করে বর্ণনা করার চেয়ে বেশি কিছু নেই, ব্যতীত

(ص: 212)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

بَيَانٍ لِلْإِجَازَةِ فِيهَا، وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ قَرِيبٌ يَقَعُ مِثْلُهُ فِي مَحَلِّ التَّسَامُحِ.

وَقَدْ حَكَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا غِنًى فِي كُلِّ سَمَاعٍ عَنِ الْإِجَازَةِ، لِيَقَعَ مَا يَسْقُطُ فِي السَّمَاعِ عَلَى وَجْهِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ مِنْ كَلِمَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ مَرْوِيًّا بِالْإِجَازَةِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَهَا.

فَإِنْ كَانَ الَّذِي فِي النُّسْخَةِ سَمَاعَ شَيْخِ شَيْخِهِ، أَوْ هِيَ مَسْمُوعَةٌ عَلَى شَيْخِ شَيْخِهِ، أَوْ مَرْوِيَّةٌ عَنْ شَيْخِ شَيْخِهِ، فَيَنْبَغِي لَهُ حِينَئِذٍ فِي رِوَايَتِهِ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ لَهُ إِجَازَةٌ شَامِلَةٌ

مِنْ شَيْخِهِ، وَلِشَيْخِهِ إِجَازَةٌ شَامِلَةٌ مِنْ شَيْخِهِ، وَهَذَا تَيْسِيرٌ حَسَنٌ، هَدَانَا اللَّهُ لَهُ - وَلَهُ الْحَمْدُ - وَالْحَاجَةُ إِلَيْهِ مَاسَّةٌ فِي زَمَانِنَا جِدًّا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّالِثُ: إِذَا وَجَدَ الْحَافِظُ فِي كِتَابِهِ خِلَافَ مَا يَحْفَظُهُ، نَظَرَ: فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا حَفِظَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مَا فِي كِتَابِهِ، وَإِنْ كَانَ حَفِظَهُ مِنْ فَمِ الْمُحَدِّثِ فَلْيَعْتَمِدْ حِفْظَهُ دُونَ مَا فِي كِتَابِهِ إِذَا لَمْ يَتَشَكَّكْ، وَحَسَنٌ أَنْ يَذْكُرَ الْأَمْرَيْنِ فِي رِوَايَتِهِ، فَيَقُولُ " حِفْظِي كَذَا، وَفِي كِتَابِي كَذَا ".

هَكَذَا فَعَلَ شُعْبَةُ، وَغَيْرُهُ.

وَهَكَذَا إِذَا خَالَفَهُ فِيمَا يَحْفَظُهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ، فَلْيَقُلْ: (حِفْظِي كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ فِيهِ فُلَانٌ، أَوْ قَالَ فِيهِ غَيْرِي كَذَا وَكَذَا)، أَوْ شِبْهَ هَذَا مِنَ الْكَلَامِ، كَذَلِكَ فَعَلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

তাতে ইজাযাহর (বর্ণনার অনুমতি) একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, এবং এই বিষয়টি এমন সাধারণ যা শিথিলতার সীমার মধ্যে পড়ে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, প্রতিটি শ্রবণের ক্ষেত্রে ইজাযাহ অপরিহার্য, যাতে অসাবধানতাবশত বা অন্য কোনো কারণে শ্রবণের সময় এক বা একাধিক শব্দ বাদ পড়লে তা ইজাযাহর মাধ্যমে বর্ণিত (বলে গণ্য) হয়, যদিও তার শব্দাবলী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা না হয়। সুতরাং, যদি পাণ্ডুলিপিতে যা আছে তা তার শাইখের শাইখের শ্রবণ হয়, অথবা তা তার শাইখের শাইখের নিকট পঠিত (শোনা) হয়ে থাকে, অথবা তার শাইখের শাইখের নিকট থেকে বর্ণিত হয়ে থাকে, তাহলে সে সময়ে তার জন্য প্রয়োজন হবে যে, তিনি তার শাইখের নিকট থেকে একটি ব্যাপক ইজাযাহ লাভ করবেন এবং তার শাইখেরও তার শাইখের নিকট থেকে একটি ব্যাপক ইজাযাহ থাকতে হবে। এটি একটি উত্তম সহজীকরণ, আল্লাহ আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন – এবং সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য – এবং আমাদের এই সময়ে এর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত তীব্র। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

তৃতীয়: যখন একজন হাফিয তার গ্রন্থে তার মুখস্থকৃত বিষয়ের বিপরীত কিছু পান, তখন তিনি বিবেচনা করবেন: যদি তিনি তা কেবল তার গ্রন্থ থেকেই মুখস্থ করে থাকেন, তবে তার গ্রন্থে যা আছে তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবেন। আর যদি তিনি তা মুহাদ্দিসের মুখ থেকে মুখস্থ করে

থাকেন, তাহলে সন্দেহ না থাকলে তার মুখস্থের উপরই নির্ভর করবেন, তার গ্রন্থে যা আছে তার উপর নয়। এবং উভয় বিষয় তার বর্ণনায় উল্লেখ করা উত্তম; তাই তিনি বলবেন, "আমার মুখস্থ এমন, আর আমার গ্রন্থে এমন।"
এভাবেই শু'বাহ এবং অন্যান্যরা করেছেন।
অনুরূপভাবে, যদি তার মুখস্থকৃত বিষয়ে অন্য কোনো হাফিযের সাথে তার মতভেদ হয়, তবে তিনি বলবেন: (আমার মুখস্থ এমন এমন, এবং অমুক ব্যক্তি এতে এমন বলেছে, অথবা আমার ব্যতীত অন্য কেউ এতে এমন এমন বলেছে), অথবা এর অনুরূপ কোনো কথা। সুফিয়ান সাওরী এবং অন্যান্যরা এভাবেই করেছেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

(ص: 213)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الرَّابِعُ: إِذَا وَجَدَ سَمَاعَهُ فِي كِتَابِهِ، وَهُوَ غَيْرُ ذَاكِرٍ لِسَمَاعِهِ ذَلِكَ، فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله أَنَّهُ لَا تَجُوزُ لَهُ رِوَايَتُهُ.
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله، وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ رِوَايَتُهُ.
قُلْتُ: هَذَا الْخِلَافُ يَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ قَرِيبًا فِي جَوَازِ اعْتِمَادِ الرَّاوِي عَلَى كِتَابِهِ فِي ضَبْطِ مَا سَمِعَهُ، فَإِنَّ ضَبْطَ أَصْلِ السَّمَاعِ كَضَبْطِ الْمَسْمُوعِ، فَكَمَا كَانَ الصَّحِيحُ - وَمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ - تَجْوِيزَ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْكِتَابِ الْمَصُونِ فِي ضَبْطِ الْمَسْمُوعِ، حَتَّى يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ مَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَذْكُرُ أَحَادِيثَهُ حَدِيثًا حَدِيثًا، كَذَلِكَ لِيَكُنْ هَذَا إِذَا وُجِدَ شَرْطُهُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ السَّمَاعُ بِخَطِّهِ، أَوْ بِخَطِّ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَالْكِتَابُ مَصُونٌ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَةُ ذَلِكَ مِنْ تَطَرُّقِ التَّزْوِيرِ، وَالتَّغْيِيرِ إِلَيْهِ، عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي ذَلِكَ. وَهَذَا إِذَا لَمْ يَتَشَكَّكْ فِيهِ، وَسَكَنَتْ نَفْسُهُ إِلَى صِحَّتِهِ، فَإِنْ تَشَكَّكَ فِيهِ لَمْ يَجُزِ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الْخَامِسُ: إِذَا أَرَادَ رِوَايَةَ مَا سَمِعَهُ عَلَى مَعْنَاهُ دُونَ لَفْظِهِ:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا عَارِفًا بِالْأَلْفَاظِ وَمَقَاصِدِهَا، خَبِيرًا بِمَا يُحِيلُ مَعَانِيَهَا، بَصِيرًا بِمَقَادِيرِ التَّفَاوُتِ بَيْنَهَا، فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْوِيَ مَا سَمِعَهُ إِلَّا عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ.

চতুর্থ: যদি সে তার কিতাবে তার শ্রুতির উল্লেখ পায়, অথচ তার সেই শ্রুতির কথা তার স্মরণ নেই, তাহলে আবূ হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এবং শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ)-এর কিছু সঙ্গীর মতে, তার জন্য তা বর্ণনা (রিওয়ায়াত) করা জায়েজ নয়।

এবং শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ), তাঁর অধিকাংশ সঙ্গী, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ-এর মাযহাব হলো যে, তার জন্য তা বর্ণনা করা জায়েজ।

আমি বলি: এই মতপার্থক্যটি সম্প্রতি উল্লিখিত পূর্ববর্তী মতপার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত, যা বর্ণনাকারীর তার শ্রুত বিষয় নির্ভুলভাবে সংরক্ষণে তার কিতাবের ওপর নির্ভরতার বৈধতা সম্পর্কিত। কারণ শ্রুতির মূল নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করা শ্রুত বিষয় নির্ভুলভাবে সংরক্ষণের মতোই। সুতরাং, যেমনটি বিশুদ্ধ মত – এবং যার ওপর অধিকাংশ হাদীছ বিশারদ রয়েছেন – তা হলো শ্রুত বিষয় নির্ভুলভাবে সংরক্ষণে একটি সুরক্ষিত কিতাবের ওপর নির্ভরতার বৈধতা; এমনকি তার জন্য কিতাবে যা আছে তা বর্ণনা করা জায়েজ, যদিও সে তার হাদীছগুলো এক এক করে স্মরণ করতে না পারে। তেমনি এটিও এমন হওয়া উচিত, যদি এর শর্ত পাওয়া যায়, আর তা হলো শ্রুতি তার হস্তাক্ষরে হতে হবে, অথবা যার ওপর সে আস্থা রাখে তার হস্তাক্ষরে হতে হবে, এবং কিতাব এমনভাবে সুরক্ষিত থাকবে যাতে জালিয়াতি ও পরিবর্তনের অনুপ্রবেশ থেকে এর নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রবল ধারণা হয়, যেমনটি এ বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটি তখন প্রযোজ্য হবে যখন সে তাতে সন্দেহ পোষণ না করে এবং তার মন এর বিশুদ্ধতায় স্থির থাকে। যদি সে তাতে সন্দেহ পোষণ করে, তবে এর ওপর নির্ভর করা জায়েজ নয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

পঞ্চম: যদি সে যা শুনেছে তা শব্দার্থে নয় বরং ভাবার্থে বর্ণনা করতে চায়:

তাহলে যদি সে শব্দ ও সেগুলোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ জ্ঞানী না হয়, যা সেগুলোর অর্থ পরিবর্তন করে সে বিষয়ে পারদর্শী না হয়, সেগুলোর মধ্যকার পার্থক্যের মাত্রা সম্পর্কে বিচক্ষণ না হয়, তবে এতে কোনো মতপার্থক্য নেই যে, এটি তার জন্য জায়েজ নয়। এবং তার উচিত নয় যে, সে যা শুনেছে তা সেই শব্দ ব্যতীত অন্য কোনো শব্দে বর্ণনা করবে, যা সে শুনেছে, কোনো পরিবর্তন ব্যতীত।

فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَالِمًا عَارِفًا بِذَلِكَ، فَهَذَا مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ السَّلَفُ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ، وَأَرْبَابُ الْفِقْهِ، وَالْأُصُولِ، فَجَوَّزَهُ أَكْثَرُهُمْ، وَلَمْ يُجَوِّزْهُ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ، وَطَائِفَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَالْأُصُولِيِّينَ مِنَ الشَّافِعِيِّينَ، وَغَيْرِهِمْ.

وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَجَازَهُ فِي غَيْرِهِ.

وَالْأَصَحُّ: جَوَازُ ذَلِكَ فِي الْجَمِيعِ، إِذَا كَانَ عَالِمًا بِمَا وَصَفْنَاهُ قَاطِعًا بِأَنَّهُ أَدَّى مَعْنَى اللَّفْظِ الَّذِي بَلَغَهُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي تَشْهَدُ بِهِ أَحْوَالُ الصَّحَابَةِ، وَالسَّلَفِ الْأَوَّلِينَ، وَكَثِيرًا مَا كَانُوا يَنْقُلُونَ مَعْنًى وَاحِدًا فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّ مُعَوَّلَهُمْ كَانَ عَلَى الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ.

ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْخِلَافَ لَا نَرَاهُ جَارِيًا - وَلَا أَجْرَاهُ النَّاسُ فِيمَا نَعْلَمُ - فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ بُطُونُ الْكُتُبِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُغَيِّرَ لَفْظَ شَيْءٍ مِنْ كِتَابٍ مُصَنَّفٍ، وَيُثْبِتَ بَدَلَهُ فِيهِ لَفْظًا آخَرَ بِمَعْنَاهُ، فَإِنَّ الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى رَخَّصَ فِيهَا مَنْ رَخَّصَ، لِمَا كَانَ عَلَيْهِمْ فِي ضَبْطِ الْأَلْفَاظِ، وَالْجُمُودِ عَلَيْهَا مِنَ الْحَرَجِ وَالنَّصَبِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ بُطُونُ الْأَوْرَاقِ، وَالْكُتُبِ، وَلِأَنَّهُ إِنْ مَلَكَ تَغْيِيرَ اللَّفْظِ، فَلَيْسَ يَمْلِكُ تَغْيِيرَ تَصْنِيفِ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

যদি সে (বর্ণনাকারী) এ বিষয়ে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ হয়, তবে এটি এমন একটি মাসআলা যেখানে সালাফ, হাদিসবিশারদগণ, এবং ফিকহ ও উসূলের ইমামগণ মতভেদ করেছেন। তাঁদের অধিকাংশ এটিকে জায়েজ বলেছেন। তবে কতিপয় মুহাদ্দিস এবং শাফিঈ ও অন্যান্য মাযহাবের কিছু ফুকাহা ও উসূলবিদ এটিকে জায়েজ বলেননি।

কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ক্ষেত্রে এটি নিষিদ্ধ করেছেন, তবে অন্য ক্ষেত্রে জায়েজ বলেছেন।

এবং বিশুদ্ধ মত হলো: আমরা যা বর্ণনা করেছি সে অনুযায়ী যদি সে (বর্ণনাকারী) জ্ঞানী হয় এবং দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে সে প্রাপ্ত শব্দের অর্থ যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছে, তবে সবক্ষেত্রেই এটি জায়েজ। কারণ সাহাবি ও প্রথম সালাফদের অবস্থা এর সাক্ষ্য দেয়। তাঁরা প্রায়শই একই

বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে একই অর্থ বর্ণনা করতেন। এর কারণ আর কিছুই নয়, বরং তাঁদের নির্ভরতা ছিল অর্থের ওপর, শব্দের ওপর নয়।

তবে, আমরা এই মতভেদকে কিতাবের পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করি না – এবং আমাদের জানামতে কেউ এটি প্রয়োগও করেনি। সুতরাং, কারো জন্য কোন সংকলিত কিতাবের কোন শব্দের পরিবর্তন করে তার পরিবর্তে একই অর্থবোধক অন্য শব্দ স্থাপন করা জায়েজ নয়। কারণ, অর্থের দ্বারা বর্ণনা করার অনুমতি যারা দিয়েছেন, তারা এমন অবস্থার কারণে দিয়েছেন যখন শব্দ নিয়ন্ত্রণ করা এবং এর উপর অটল থাকা তাদের জন্য কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য ছিল। আর এই পরিস্থিতি পাণ্ডুলিপি ও কিতাবের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নয়। উপরন্তু, যদি সে শব্দ পরিবর্তনের ক্ষমতাও রাখে, তবে সে অন্যের সংকলন পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহই ভালো জানেন।

(ص: 215)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

السَّادِسُ: يَنْبَغِي لِمَنْ رَوَى حَدِيثًا بِالْمَعْنَى أَنْ يُتْبِعَهُ بِأَنْ يَقُولَ: " أَوْ كَمَا قَالَ، أَوْ نَحْوَ هَذَا "، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظِ. رُوِيَ ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَنَسٍ رضي الله عنهم.

قَالَ الْخَطِيبُ: " وَالصَّحَابَةُ أَرْبَابُ اللِّسَانِ، وَأَعْلَمُ الْخَلْقِ بِمَعَانِي الْكَلَامِ، وَلَمْ يَكُونُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ إِلَّا تَخَوُّفًا مِنَ الزَّلَلِ، لِمَعْرِفَتِهِمْ بِمَا فِي الرِّوَايَةِ عَلَى الْمَعْنَى مِنَ الْخَطَرِ ".

قُلْتُ: وَإِذَا اشْتَبَهَ عَلَى الْقَارِئِ فِيمَا يَقْرَؤُهُ لَفْظَةٌ، فَقَرَأَهَا عَلَى وَجْهٍ يَشُكُّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَوْ كَمَا قَالَ " فَهَذَا حَسَنٌ، وَهُوَ الصَّوَابُ فِي مِثْلِهِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ: " أَوْ كَمَا قَالَ " يَتَضَمَّنُ إِجَازَةً مِنَ الرَّاوِي وَإِذْنًا فِي رِوَايَةِ صَوَابِهَا عَنْهُ إِذَا بَانَ، ثُمَّ لَا يُشْتَرَطُ إِفْرَادُ ذَلِكَ بِلَفْظِ الْإِجَازَةِ، لِمَا بَيَّنَّاهُ قَرِيبًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

السَّابِعُ: هَلْ يَجُوزُ اخْتِصَارُ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ، وَرِوَايَةُ بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ؟ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ: فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا، بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ مِنَ النَّقْلِ بِالْمَعْنَى مُطْلَقًا.

وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، مَعَ تَجْوِيزِهِ النَّقْلَ بِالْمَعْنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ رَوَاهُ عَلَى التَّمَامِ مَرَّةً أُخْرَى، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ غَيْرَهُ قَدْ رَوَاهُ عَلَى التَّمَامِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ

السَّادِسُ: যিনি কোনো হাদীস অর্থসহ বর্ণনা করেন তার উচিত এর পরে বলা: "অথবা যেমন তিনি বলেছেন, অথবা এই ধরনের" অথবা এর অনুরূপ কোনো শব্দ। সাহাবীগণ থেকে ইবনে মাসউদ, আবু দারদা ও আনাস (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে এমনটি বর্ণিত আছে।

قَالَ الْخَطِيبُ: "আর সাহাবীগণ ছিলেন ভাষার বিশেষজ্ঞ, এবং কথার অর্থ সম্পর্কে সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত, তারা এমনটি বলতেন কেবল ভুল হয়ে যাওয়ার ভয়ে, কারণ তারা জানতেন যে অর্থের ভিত্তিতে বর্ণনায় বিপদ রয়েছে।"

قُلْتُ: আমি বলি: যদি পাঠক যা পাঠ করছেন তাতে কোনো শব্দে সন্দেহ হয়, এবং সে এটিকে এমনভাবে পাঠ করে যা সে সন্দেহ করছে, অতঃপর বলে: "অথবা যেমন তিনি বলেছেন", তবে এটি উত্তম, এবং এর মতো পরিস্থিতিতে এটিই সঠিক; কারণ তার কথা "অথবা যেমন তিনি বলেছেন" বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে একটি অনুমতি এবং যখন এর সঠিকতা স্পষ্ট হয় তখন তার থেকে এর সঠিক বর্ণনা করার অনুমতিকে অন্তর্ভুক্ত করে, তারপর এটির জন্য অনুমতির শব্দ পৃথকভাবে শর্ত করা হয় না, কারণ আমরা সম্প্রতি এটি স্পষ্ট করেছি, আর আল্লাহই ভালো জানেন।

السَّابِعُ: একটি হাদীস সংক্ষিপ্ত করা এবং এর কিছু অংশ বর্ণনা করা, কিছু অংশ বাদ দিয়ে, জায়েজ কি? এ বিষয়ে জ্ঞানীরা মতানৈক্য করেছেন: তাদের মধ্যে কেউ কেউ এটি সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছেন, এই মতের উপর ভিত্তি করে যে, অর্থের ভিত্তিতে বর্ণনা করা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ।

وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، অর্থসহ বর্ণনা করার অনুমতি থাকা সত্ত্বেও, যখন তিনি নিজে অন্য কোনো সময়ে এটিকে সম্পূর্ণ বর্ণনা করেননি, এবং তিনি জানেন না যে অন্য কেউ এটিকে সম্পূর্ণ বর্ণনা করেছেন।

وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ

وَأَطْلَقَ وَلَمْ يُفَصِّلْ.

وَقَدْ رُوِّينَا ... عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: " انْقُصْ مِنَ الْحَدِيثِ مَا شِئْتَ، وَلَا تَزِدْ فِيهِ ... ".

وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ الْعَالِمِ الْعَارِفِ إِذَا كَانَ مَا تَرَكَهُ مُتَمَيِّزًا عَمَّا نَقَلَهُ، غَيْرَ مُتَعَلِّقٍ بِهِ، بِحَيْثُ لَا يَخْتَلُّ الْبَيَانُ، وَلَا تَخْتَلِفُ الدَّلَالَةُ فِيمَا نَقَلَهُ بِتَرْكِ مَا تَرَكَهُ، فَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ، وَإِنْ لَمْ يَجُزِ النَّقْلُ بِالْمَعْنَى ; لِأَنَّ الَّذِي نَقَلَهُ وَالَّذِي تَرَكَهُ - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - بِمَنْزِلَةِ خَبَرَيْنِ مُنْفَصِلَيْنِ فِي أَمْرَيْنِ لَا تَعَلُّقَ لِأَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ.

ثُمَّ هَذَا إِذَا كَانَ رَفِيعَ الْمَنْزِلَةِ، بِحَيْثُ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ تُهْمَةٌ، نَقَلَهُ أَوَّلًا تَمَامًا، ثُمَّ نَقَلَهُ نَاقِصًا، أَوَنَقَلَهُ أَوَّلًا نَاقِصًا، ثُمَّ نَقَلَهُ تَامًّا.

فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَقَدْ ذَكَرَ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ: أَنَّ مَنْ رَوَى حَدِيثًا عَلَى التَّمَامِ، وَخَافَ إِنْ رَوَاهُ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى النُّقْصَانِ أَنْ يُتَّهَمَ بِأَنَّهُ زَادَ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ مَا لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ، أَوْ أَنَّهُ نَسِيَ فِي الثَّانِي بَاقِيَ الْحَدِيثِ لِقِلَّةِ ضَبْطِهِ، وَكَثْرَةِ غَلَطِهِ، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفِيَ هَذِهِ الظِّنَّةَ عَنْ نَفْسِهِ.

وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ الْفَقِيهُ: أَنَّ مَنْ رَوَى بَعْضَ الْخَبَرِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْقُلَ تَمَامَهُ، وَكَانَ مِمَّنْ يُتَّهَمُ بِأَنَّهُ زَادَ فِي حَدِيثِهِ، كَانَ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ فِي تَرْكِ الزِّيَادَةِ وَكِتْمَانِهَا.

قُلْتُ: مَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الِابْتِدَاءِ أَنْ يَرْوِيَ الْحَدِيثَ غَيْرَ تَامٍّ، إِذَا كَانَ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَدَاءُ تَمَامِهِ ; لِأَنَّهُ إِذَا رَوَاهُ

এবং তিনি সাধারণভাবে বলেছেন ও বিস্তারিত বলেননি।

এবং আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে ... মুজাহিদ থেকে, যে তিনি বলেছেন: "হাদীস থেকে যা ইচ্ছা বাদ দাও, তবে তাতে ... বাড়িও না।"

এবং সঠিক মত হলো বিস্তারিত বলা। আর তা জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ আলেমের জন্য জায়েজ, যখন তিনি যা বাদ দিয়েছেন, তা যা বর্ণনা করেছেন তা থেকে স্বতন্ত্র হয়, এর সাথে সম্পর্কযুক্ত না

হয়; এমনভাবে যাতে বর্ণনা ত্রুটিযুক্ত না হয় এবং যা তিনি বর্ণনা করেছেন তাতে যা তিনি বাদ দিয়েছেন তার কারণে মর্মার্থ ভিন্ন না হয়। অতএব, এটি জায়েজ হওয়া উচিত, যদিও শাব্দিক বর্ণনা জায়েজ না হয়; কারণ যা তিনি বর্ণনা করেছেন এবং যা তিনি বাদ দিয়েছেন—এই পরিস্থিতিতে—দুটি ভিন্ন বিষয়ের দুটি বিচ্ছিন্ন বর্ণনার মতো, যার একটির সাথে অন্যটির কোনো সম্পর্ক নেই।

অতঃপর, এটি তখন প্রযোজ্য যখন তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হন, এমনভাবে যে, এই বিষয়ে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের অবকাশ না থাকে, চাই তিনি প্রথমে তা সম্পূর্ণ বর্ণনা করুন, অতঃপর তা অসম্পূর্ণ বর্ণনা করুন, অথবা প্রথমে অসম্পূর্ণ বর্ণনা করুন, অতঃপর তা সম্পূর্ণ বর্ণনা করুন।

কিন্তু যদি এমন না হয়, তাহলে আল-খাতীব আল-হাফিয উল্লেখ করেছেন: যে ব্যক্তি একটি হাদীস সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছে এবং ভয় করে যে, যদি সে এটি পুনরায় অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করে, তাহলে তাকে অভিযুক্ত করা হবে যে, সে প্রথমবার এমন কিছু বাড়িয়েছিল যা সে শোনেনি, অথবা দ্বিতীয়বার হাদীসের বাকি অংশ ভুলে গেছে তার দুর্বল স্মৃতিশক্তির কারণে এবং তার অনেক ভুলের কারণে, তাহলে তার উপর ওয়াজিব হলো এই সন্দেহ নিজের থেকে দূর করা।

এবং ইমাম আবুল ফাতহ সুলাইম ইবন আইয়ুব আর-রাযী আল-ফকীহ উল্লেখ করেছেন: যে ব্যক্তি কোনো খবরের কিছু অংশ বর্ণনা করেছে, অতঃপর তার সম্পূর্ণ অংশ বর্ণনা করতে চেয়েছে, এবং এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদের বিরুদ্ধে তার হাদীসে কিছু সংযোজনের অভিযোগ ছিল, তবে তা তার জন্য সংযোজন ত্যাগ করা এবং তা গোপন রাখার একটি ওজর ছিল।

আমি বলি: যার এমন অবস্থা, তার জন্য শুরু থেকেই হাদীস অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করা জায়েজ নয়, যদি তার উপর তার সম্পূর্ণতা আদায় করা আবশ্যক হয়ে থাকে; কারণ যদি সে তা বর্ণনা করে

أَوَّلًا نَاقِصًا أَخْرَجَ بَاقِيَهُ عَنْ حَيِّزِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَدَارَ: بَيْنَ أَنْ لَا يَرْوِيَهُ أَصْلًا فَيُضَيِّعَهُ رَأْسًا، وَبَيْنَ أَنْ يَرْوِيَهُ مُتَّهَمًا فِيهِ فَيُضَيِّعَ ثَمَرَتَهُ لِسُقُوطِ الْحُجَّةِ فِيهِ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

وَأَمَّا تَقْطِيعُ الْمُصَنِّفِ مَتْنَ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ، وَتَفْرِيقُهُ فِي الْأَبْوَابِ، فَهُوَ إِلَى الْجَوَازِ أَقْرَبُ، وَمِنَ الْمَنْعِ أَبْعَدُ، وَقَدْ فَعَلَهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَلَا يَخْلُو مِنْ كَرَاهِيَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّامِنُ: يَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ أَنْ لَا يَرْوِيَ حَدِيثَهُ بِقِرَاءَةِ لَحَّانٍ، أَوْ مُصَحِّفٍ. رُوِّينَا عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ أَنَّهُ قَالَ: " جَاءَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَنِ الْأَصْلِ مُعْرَبَةً ".

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْمَعَالِي الْفُرَاوِيُّ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - قَالَ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو جَدِّي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْفُرَاوِيُّ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَارِسِيُّ، أَنَا الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ حَمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطَّابِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: أَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي دَاوُدَ السِّنْجِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَصْمَعِيَّ يَقُولُ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ، إِذَا لَمْ يَعْرِفِ النَّحْوَ أَنْ يَدْخُلَ فِي جُمْلَةِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَلْحَنُ، فَمَهْمَا رَوَيْتَ عَنْهُ وَلَحَنْتَ فِيهِ كَذَبْتَ عَلَيْهِ.

قُلْتُ: فَحَقَّ عَلَى طَالِبِ الْحَدِيثِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنَ النَّحْوِ، وَاللُّغَةِ مَا

প্রথমত, অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করলে তার অবশিষ্ট অংশ দলীলযোগ্যতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। আর সে এমন অবস্থার সম্মুখীন হবে যে, হয় সে হাদিসটি আদৌ বর্ণনা করবে না, ফলে তা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যাবে; অথবা সে অভিযুক্ত অবস্থায় বর্ণনা করবে, ফলে এর ফলশ্রুতি বিনষ্ট হবে কারণ এতে প্রমাণ দুর্বল হয়ে পড়বে। আর প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ তা'আলারই কাছে। আর মুসান্নিফ কর্তৃক একটি হাদিসের মূল অংশকে খণ্ড খণ্ড করা এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে তা পৃথক করা অনুমোদনের অধিক নিকটবর্তী এবং নিষেধাজ্ঞার থেকে অধিক দূরে। মালিক, বুখারী এবং হাদিসশাস্ত্রের আরও অনেক ইমাম এরূপ করেছেন। তবে তা কিছু অপছন্দনীয়তা থেকে মুক্ত নয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

অষ্টম: মুহাদ্দিসের উচিত নয় যে, সে ভুল উচ্চারণকারী (لحّان) অথবা ভুল পাঠকারীর (مصحّف) পাঠের মাধ্যমে হাদিস বর্ণনা করবে। আমাদের কাছে নযর ইবনু শুমাইলের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: "এই হাদিসগুলো মূল থেকে আরবী ব্যাকরণসম্মত (ই'রাবযুক্ত) অবস্থায় এসেছে।"

এবং আমাদের খবর দিয়েছেন আবূ বকর ইবনু আবীল মা'আলী আল-ফিরাভী —তাঁর কাছে পাঠ করে (অনুমতি নিয়ে)— তিনি বলেন: আমাদের খবর দিয়েছেন ইমাম আবূ জাদ্দী আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল আল-ফিরাভী, আমাদের খবর দিয়েছেন আবূল হুসাইন আব্দুল গাফির ইবনু মুহাম্মাদ আল-ফারিসী, আমাদের খবর দিয়েছেন ইমাম আবূ সুলাইমান হামাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-খাত্তাবী, আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু মু'আয, তিনি বলেন: আমাদের খবর দিয়েছেন আমাদের কিছু সঙ্গী, আবূ দাউদ আস-সিজ্জীর সূত্রে, তিনি বলেন: আমি আসমা'ঈকে বলতে শুনেছি: নিশ্চয় ইলম অন্বেষণকারীর উপর আমি যা সবচেয়ে বেশি ভয় পাই, তা হলো যদি সে নাহু (ব্যাকরণ) না জানে, তাহলে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে: "যে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করলো, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" কারণ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুল উচ্চারণ করতেন না (لحن করতেন না), সুতরাং তুমি তাঁর থেকে যা-ই বর্ণনা করো এবং তাতে যদি ভুল উচ্চারণ করো, তবে তুমি তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করলে।

আমি বলি: অতএব, হাদিস অন্বেষণকারীর উপর আবশ্যক হলো নাহু (ব্যাকরণ) এবং ভাষা থেকে এতটুকু শেখা যা

(ص: 218)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

يَتَخَلَّصُ بِهِ مِنْ شَيْنِ اللَّحْنِ، وَالتَّحْرِيفِ، وَمَعَرَّتِهِمَا.

رُوِّينَا ... عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: " مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يُبْصِرِ الْعَرَبِيَّةَ فَمَثَلُهُ مَثَلُ رَجُلٍ عَلَيْهِ بُرْنُسٌ لَيْسَ لَهُ رَأْسٌ ... "، أَوْ كَمَا قَالَ.

وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: " مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ الْحَدِيثَ، وَلَا يَعْرِفُ النَّحْوَ مَثَلُ الْحِمَارِ عَلَيْهِ مِخْلَاةٌ لَا شَعِيرَ فِيهَا ... ".

وَأَمَّا التَّصْحِيفُ: فَسَبِيلُ السَّلَامَةِ مِنْهُ الْأَخْذُ مِنْ أَفْوَاهِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالضَّبْطُ، فَإِنَّ مَنْ حُرِمَ ذَلِكَ، وَكَانَ أَخْذُهُ وَتَعَلُّمُهُ مِنْ بُطُونِ الْكُتُبِ، كَانَ مِنْ شَأْنِهِ التَّحْرِيفُ، وَلَمْ يُفْلِتْ مِنَ التَّبْدِيلِ، وَالتَّصْحِيفِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

التَّاسِعُ: إِذَا وَقَعَ فِي رِوَايَتِهِ لَحْنٌ، أَوْ تَحْرِيفٌ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَرْوِيهِ عَلَى الْخَطَأِ كَمَا سَمِعَهُ، وَذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنَ التَّابِعِينَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ. وَهَذَا غُلُوٌّ فِي مَذْهَبِ اتِّبَاعِ اللَّفْظِ، وَالْمَنْعِ مِنَ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى.

وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى تَغْيِيرَهُ، وَإِصْلَاحَهُ، وَرِوَايَتَهُ عَلَى الصَّوَابِ، رُوِّينَا ذَلِكَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُحَصِّلِينَ وَالْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ. وَالْقَوْلُ بِهِ فِي اللَّحْنِ الَّذِي لَا يَخْتَلِفُ بِهِ الْمَعْنَى

এর মাধ্যমে 'লাহন' (ব্যাকরণগত ত্রুটি), 'তাহরীফ' (বিকৃতি) এবং এ দুটোর ক্ষতি থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

আমাদের কাছে বর্ণিত আছে ... শু'বা (রহঃ) থেকে, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি হাদীস অন্বেষণ করে কিন্তু আরবি ভাষায় পারদর্শী নয়, তার উপমা এমন এক ব্যক্তির ন্যায় যার পরনে বুরনুস (হুডযুক্ত পোশাক) আছে কিন্তু তার মাথা নেই ... " অথবা যেমনটি তিনি বলেছেন।

এবং হাম্মাদ ইবনু সালামা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি হাদীস অন্বেষণ করে কিন্তু নাহু (ব্যাকরণ) জানে না, তার উপমা এমন গাধার ন্যায় যার পিঠে শস্যহীন একটি খাদ্য থলে (মিখলাত) আছে ... "।

আর 'তাসহিফ' (লিপিকর/পাঠক কর্তৃক শব্দ বিকৃতি): তা থেকে নিরাপদ থাকার উপায় হলো জ্ঞানীদের মুখ থেকে গ্রহণ করা এবং সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষণ করা। কেননা যে ব্যক্তি তা থেকে বঞ্চিত হলো এবং তার জ্ঞান ও শিক্ষা কিতাবের পৃষ্ঠা থেকে গ্রহণ করলো (সরাসরি উস্তাদ ব্যতীত), তার দ্বারা বিকৃতি (তাহরীফ) ঘটাই স্বাভাবিক; সে পরিবর্তন (তাবদিল) ও তাসহিফ (লিপিকর/পাঠক কর্তৃক শব্দ বিকৃতি) থেকে রক্ষা পাবে না। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

নবম বিষয়: যখন তার বর্ণনায় 'লাহন' (ব্যাকরণগত ত্রুটি) অথবা 'তাহরীফ' (বিকৃতি) ঘটে, তখন (আলেমগণ) মতভেদ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করতেন যে, সেটিকে ভুল অবস্থাতেই বর্ণনা করা উচিত, যেমনটি সে শুনেছে। তাবেঈনদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনু সীরীন এবং আবু মা'মার আব্দুল্লাহ ইবনু সাখবারাহ এই মত গ্রহণ করেছেন। আর এটি শাব্দিক অনুসরণের মাযহাব এবং অর্থানুগ বর্ণনা (রিওয়ায়াত বিল মা'না) থেকে বারণ করার ক্ষেত্রে এক প্রকার বাড়াবাড়ি।

আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এটিকে পরিবর্তন, সংশোধন এবং বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করার পক্ষে মত দিয়েছেন। আওযা'য়ী, ইবনুল মুবারক এবং অন্যান্যদের থেকে এ মত আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে। আর এটি হলো মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সুগভীর জ্ঞানসম্পন্ন ও বিজ্ঞ আলেমদের মাযহাব। আর এই মত সেই 'লাহন' (ব্যাকরণগত ত্রুটি)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে অর্থ পরিবর্তিত হয় না।

(ص: 219)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَأَمْثَالِهِ لَازِمٌ عَلَى مَذْهَبِ تَجْوِيزِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ.

وَأَمَّا إِصْلَاحُ ذَلِكَ وَتَغْيِيرُهُ فِي كِتَابِهِ وَأَصْلِهِ، فَالصَّوَابُ تَرْكُهُ، وَتَقْرِيرُ مَا وَقَعَ فِي الْأَصْلِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، مَعَ التَّضْبِيبِ عَلَيْهِ، وَبَيَانِ الصَّوَابِ خَارِجًا فِي الْحَاشِيَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ لِلْمَصْلَحَةِ وَأَنْفَى لِلْمَفْسَدَةِ.

وَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ رُئِيَ فِي الْمَنَامِ، وَكَأَنَّهُ قَدْ مَرَّ مِنْ شَفَتِهِ، أَوْ لِسَانِهِ شَيْءٌ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: " لَفْظَةٌ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ غَيَّرْتُهَا بِرَأْيِي، فَفُعِلَ بِي هَذَا ".

وَكَثِيرًا مَا نَرَى مَا يَتَوَهَّمُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ خَطَأً - وَرُبَّمَا غَيَّرُوهُ - صَوَابًا ذَا وَجْهٍ صَحِيحٍ، وَإِنْ خَفِيَ، وَاسْتُغْرِبَ لَا سِيَّمَا فِيمَا يَعُدُّونَهُ خَطَأً مِنْ جِهَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ لُغَاتِ الْعَرَبِ وَتَشَعُّبِهَا.

وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: " كَانَ إِذَا مَرَّ بِأَبِي لَحْنٌ فَاحِشٌ غَيَّرَهُ، وَإِذَا كَانَ لَحْنًا سَهْلًا تَرَكَهُ، وَقَالَ: كَذَا قَالَ الشَّيْخُ ".

وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَشْيَاخِنَا: عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ الْقَاضِي الْحَافِظِ عِيَاضٍ بِمَا مَعْنَاهُ، وَاخْتِصَارُهُ: " أَنَّ الَّذِي اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُ أَكْثَرِ الْأَشْيَاخِ أَنْ يَنْقُلُوا الرِّوَايَةَ كَمَا وَصَلَتْ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُغَيِّرُوهَا فِي كُتُبِهِمْ حَتَّى فِي أَحْرُفٍ

এবং এর অনুরূপ বিষয়সমূহ অর্থের দিক থেকে হাদীস বর্ণনার বৈধতার মতানুসারে অপরিহার্য, এবং ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে এটিই অধিকাংশের অভিমত।

আর তার কিতাব ও মূল গ্রন্থে তা সংশোধন করা ও পরিবর্তন করার বিষয়ে সঠিক হলো তা বর্জন করা এবং মূল গ্রন্থে যা আছে, তা যেমন আছে তেমনই রাখা, এর উপর চিহ্ন প্রদান সহকারে এবং সঠিক বিষয়টি টীকায় (হাশিয়ায়) বাইরে উল্লেখ করা। কেননা, এটিই কল্যাণের জন্য অধিকতর উপযোগী এবং অকল্যাণ দূরীভূত করার জন্য অধিক কার্যকর।

এবং আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, হাদীসের কতিপয় মুহাদ্দিসকে স্বপ্নে দেখা গিয়েছিল, যেন তার ঠোঁট বা জিহ্বা থেকে কিছু বেরিয়ে গেছে। তখন তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো। সে বলল: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের একটি শব্দ আমি আমার মতানুসারে পরিবর্তন করেছিলাম, তাই আমার সাথে এমনটি করা হয়েছে।"

এবং প্রায়শই আমরা দেখি যে ইলমের অনেক লোক যাকে ভুল মনে করে – এবং সম্ভবত তারা তা পরিবর্তনও করে থাকে – তা একটি সঠিক কারণসহ সঠিক (ব্যাপার), যদিও তা অস্পষ্ট বা অদ্ভুত মনে হয়, বিশেষ করে আরবি ভাষার দিক থেকে যাকে তারা ভুল মনে করে। আর এটি আরবের ভাষাগুলোর প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের কারণে।

এবং আমাদের কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "আমার বাবার সামনে যখন কোন স্পষ্ট ব্যাকরণগত ভুল (ফাহিশ লাহন) আসত, তিনি তা পরিবর্তন করতেন। আর যদি তা সহজ (সাধারণ) ভুল হতো, তিনি তা ছেড়ে দিতেন এবং বলতেন: 'শায়খ এমনই বলেছেন।'"

এবং আমাদের কতিপয় শায়খ আমাকে খবর দিয়েছেন: ঐ ব্যক্তি থেকে, যিনি তাকে কাযী হাফিয আয়াদ্ব থেকে এর অর্থ সম্পর্কে এবং এর সংক্ষিপ্তসার সম্পর্কে অবহিত করেছেন: "অধিকাংশ শায়খের কর্মপদ্ধতি যা ছিল তা হলো যে, তাদের কাছে যেভাবে বর্ণনা পৌঁছেছে,

তারা সেভাবেই তা বর্ণনা করতেন এবং তাদের কিতাবসমূহে তা পরিবর্তন করতেন না, এমনকি অক্ষর (হরফ) এর ক্ষেত্রেও।"

مِنَ الْقُرْآنِ، اسْتَمَرَّتِ الرِّوَايَةُ فِيهَا فِي الْكُتُبِ عَلَى خِلَافِ التِّلَاوَةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَجِيءَ ذَلِكَ فِي الشَّوَاذِّ. وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي " الصَّحِيحَيْنِ "، وَ " الْمُوَطَّأِ "، وَغَيْرِهَا، لَكِنَّ أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ مِنْهُمْ يُنَبِّهُونَ عَلَى خَطَئِهَا عِنْدَ السَّمَاعِ، وَالْقِرَاءَةِ، وَفِي حَوَاشِي الْكُتُبِ، مَعَ تَقْرِيرِهِمْ مَا فِي الْأُصُولِ عَلَى مَا بَلَغَهُمْ.

وَمِنْهُمْ مَنْ جَسَرَ عَلَى تَغْيِيرِ الْكُتُبِ، وَإِصْلَاحِهَا، مِنْهُمْ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ أَحْمَدَ الْكِنَانِيُّ الْوَقَشِيُّ، فَإِنَّهُ - لِكَثْرَةِ مُطَالَعَتِهِ وَافْتِتَانِهِ، وَثُقُوبِ فَهْمِهِ، وَحِدَّةِ ذِهْنِهِ - جَسَرَ عَلَى الْإِصْلَاحِ كَثِيرًا، وَغَلِطَ فِي أَشْيَاءَ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِمَّنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُ.

فَالْأَوْلَى سَدُّ بَابِ التَّغْيِيرِ، وَالْإِصْلَاحِ، لِئَلَّا يَجْسُرَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ لَا يُحْسِنُ، وَهُوَ أَسْلَمُ مَعَ التَّبْيِينِ، فَيَذْكُرُ ذَلِكَ عِنْدَ السَّمَاعِ كَمَا وَقَعَ، ثُمَّ يَذْكُرُ وَجْهَ صَوَابِهِ إِمَّا مِنْ جِهَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ الرِّوَايَةِ، وَإِنْ شَاءَ قَرَأَهُ، أَوَّلًا عَلَى الصَّوَابِ، ثُمَّ قَالَ: " وَقَعَ عِنْدَ شَيْخِنَا، أَوْ فِي رِوَايَتِنَا، أَوْ مِنْ طَرِيقِ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا ". وَهَذَا أَوْلَى مِنَ الْأَوَّلِ، كَيْلَا يَتَقَوَّلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْ.

وَأَصْلَحُ مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْإِصْلَاحِ أَنْ يَكُونَ مَا يُصْلَحُ بِهِ الْفَاسِدُ قَدْ وَرَدَ فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ، فَإِنْ ذَا كَرَهُ آمِنٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَقَوِّلًا

কুরআনের ক্ষেত্রে যেমন, কিতাবসমূহে এর রিওয়ায়াত (বর্ণনা) এমনভাবে অব্যাহত আছে যা সর্বসম্মত তিলাওয়াতের (আবৃত্তির) পরিপন্থী, অথচ তা শাওয়াযের (ব্যতিক্রমী পাঠের) অন্তর্ভুক্ত নয়। এর মধ্যে কিছু বিষয় 'সহীহাইন' (বুখারী ও মুসলিম), 'মুয়াত্তা' এবং অন্যান্য গ্রন্থেও বিদ্যমান আছে। তবে, তাদের মধ্যে যারা ইলমের অধিকারী, তারা শ্রবণের (সামা') ও পঠনের (ক্বিরাআত) সময় এবং কিতাবের টীকাগুলিতে এর ভুল সম্পর্কে সতর্ক করে দেন, যদিও তারা মূল গ্রন্থে প্রাপ্ত বিষয়াবলীকে তাদের কাছে পৌঁছানো রূপেই প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা গ্রন্থসমূহ পরিবর্তন ও সংশোধনের সাহস করেছেন, যেমন আবুল ওয়ালিদ হিশাম ইবনে আহমাদ আল-কিনানি আল-ওয়াক্কাশী। কারণ তিনি - তাঁর ব্যাপক অধ্যয়ন ও মুগ্ধতা, সূক্ষ্ম উপলব্ধি এবং প্রখর মেধার কারণে - অনেক সংশোধন করার দুঃসাহস করেছেন, এবং এর কিছু বিষয়ে ভুলও করেছেন। এবং তার পথ অনুসরণকারী অন্যরাও একই রকম করেছেন।

অতএব, পরিবর্তন ও সংশোধনের দ্বার রুদ্ধ করাই উত্তম, যাতে অদক্ষ ব্যক্তিরা এতে দুঃসাহস না দেখায়। বর্ণনা সহকারে (সংশোধন না করে) এটি নিরাপদ পদ্ধতি। অতএব, শ্রবণের সময় যেভাবে এসেছে, সেভাবেই উল্লেখ করা হবে, এরপর তার বিশুদ্ধ দিকটি বর্ণনা করা হবে, হয় আরবী ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে, অথবা বর্ণনার (রিওয়ায়াতের) দৃষ্টিকোণ থেকে। আর যদি কেউ চায়, তবে প্রথমে বিশুদ্ধ রূপে পড়বে, তারপর বলবে: "আমাদের শাইখের কাছে, অথবা আমাদের বর্ণনায়, অথবা অমুকের সূত্রে এমনটি এমনটি এসেছে।" এটি প্রথম পদ্ধতির চেয়েও উত্তম, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এমন কথা আরোপ করা না হয় যা তিনি বলেননি।

এবং সংশোধনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হলো এই যে, যা দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ অংশ সংশোধন করা হবে, তা যেন অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত হয়ে থাকে। কেননা, যদি সে তা স্মরণ করিয়ে দেয় (বা উল্লেখ করে), তবে সে মনগড়া কথা বলার দোষ থেকে মুক্ত থাকে।

(ص: 221)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْعَاشِرُ: إِذَا كَانَ الْإِصْلَاحُ بِزِيَادَةِ شَيْءٍ قَدْ سَقَطَ:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مُغَايَرَةٌ فِي الْمَعْنَى، فَالْأَمْرُ فِيهِ عَلَى مَا سَبَقَ، وَذَلِكَ كَنَحْوِ مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: " أَرَأَيْتَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُزَادُ فِيهِ الْوَاوُ وَالْأَلِفُ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ؟ فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا ".

وَإِنْ كَانَ الْإِصْلَاحُ بِالزِّيَادَةِ يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنًى مُغَايِرٍ لِمَا وَقَعَ فِي الْأَصْلِ تَأَكَّدَ فِيهِ الْحُكْمُ بِأَنَّهُ يَذْكُرُ مَا فِي الْأَصْلِ مَقْرُونًا بِالتَّنْبِيهِ عَلَى مَا سَقَطَ، لِيَسْلَمَ مِنْ مَعَرَّةِ الْخَطَأِ، وَمِنْ أَنْ يَقُولَ عَلَى شَيْخِهِ مَا لَمْ يَقُلْ.

حَدَّثَ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ شَيْخٍ لَهُ بِحَدِيثٍ قَالَ فِيهِ: " عَنْ بُحَيْنَةَ "، فَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: إِنَّمَا هُوَ " ابْنُ بُحَيْنَةَ "، وَلَكِنَّهُ قَالَ " بُحَيْنَةَ ".

وَإِذَا كَانَ مِنْ دُونِ مَوْضِعِ الْكَلَامِ السَّاقِطِ مَعْلُومًا أَنَّهُ قَدْ أُتِيَ بِهِ، وَإِنَّمَا أَسْقَطَهُ مَنْ بَعْدَهُ، فَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ يُلْحَقَ السَّاقِطُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الْكِتَابِ مَعَ كَلِمَةِ (يَعْنِي) كَمَا فَعَلَ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ، إِذْ رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْقَاضِي الْمَحَامِلِيِّ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এমন কথা আরোপ করা যা তিনি বলেননি, আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

দশম: যদি সংশোধন এমন কোনো কিছু যোগ করার মাধ্যমে হয় যা বাদ পড়েছিল:

যদি এতে অর্থের কোনো পরিবর্তন না হয়, তবে বিষয়টি পূর্বোক্ত নিয়ম অনুযায়ী হবে। এটি এমন, যেমন ইমাম মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁকে বলা হয়েছিল: "আপনি কি মনে করেন যে, নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে 'ওয়াও' বা 'আলিফ' যোগ করা হয়, অথচ অর্থ একই থাকে?" তিনি বললেন: "আমি আশা করি এটি হালকা (ক্ষুদ্র বিষয়) হবে।"

আর যদি যোগ করার মাধ্যমে সংশোধনের কারণে মূল পাঠে যা ছিল তার চেয়ে ভিন্ন কোনো অর্থ আসে, তবে এক্ষেত্রে বিধান আরও সুদৃঢ় হয় যে, মূল পাঠে যা আছে তা উল্লেখ করবে এবং এর সাথে কী বাদ পড়েছিল সে সম্পর্কে সতর্কীকরণ যুক্ত করবে, যাতে ভুলের ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা যায় এবং তার শিক্ষকের উপর এমন কথা আরোপ করা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় যা তিনি বলেননি।

আবু নুআইম আল-ফাদল ইবনে দুকাইন তার একজন শাইখ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন: "বুহাইনা থেকে।" তখন আবু নুআইম বললেন: "আসলে এটি 'ইবনে বুহাইনা', কিন্তু তিনি 'বুহাইনা' বলেছিলেন।"

আর যদি বাদ পড়া অংশের স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও জানা থাকে যে, তা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছিল এবং তা কেবল পরবর্তী কোনো বর্ণনাকারী বাদ দিয়েছে, তবে এতে আরেকটি পদ্ধতি রয়েছে, আর তা হলো: বাদ পড়া অংশটিকে বইয়ের তার নির্দিষ্ট স্থানে "(অর্থাৎ)" শব্দটি সহ সংযুক্ত করা, যেমনটি আল-খতিব আল-হাফিজ করেছেন, যখন তিনি ইবনে উমার ইবনে মাহদি থেকে, আল-কাদি আল-মাহামিলি থেকে তার সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন, ... থেকে

عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - تَعْنِي عَنْ عَائِشَةَ - أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ، فَأُرَجِّلُهُ ".

قَالَ الْخَطِيبُ: " كَانَ فِي أَصْلِ ابْنِ مَهْدِيٍّ " عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ ". فَأَلْحَقْنَا فِيهِ ذِكْرَ عَائِشَةَ إِذْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ، وَعَلِمْنَا أَنَّ الْمَحَامِلِيَّ كَذَلِكَ رَوَاهُ، وَإِنَّمَا سَقَطَ مِنْ كِتَابِ شَيْخِنَا أَبِي عُمَرَ، وَقُلْنَا فِيهِ: " تَعْنِي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها " لِأَجْلِ أَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ لَمْ يَقُلْ لَنَا ذَلِكَ، وَهَكَذَا رَأَيْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِنَا يَفْعَلُ فِي مِثْلِ هَذَا، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: ... سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: إِنَّا لَنَسْتَعِينُ فِي الْحَدِيثِ بِـ " يَعْنِي "

قُلْتُ: وَهَذَا إِذَا كَانَ شَيْخُهُ قَدْ رَوَاهُ لَهُ عَلَى الْخَطَأِ. فَأَمَّا إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ لَا مِنْ شَيْخِهِ، فَيَتَّجِهُ هَاهُنَا إِصْلَاحُ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، وَفِي رِوَايَتِهِ عِنْدَ تَحْدِيثِهِ بِهِ مَعًا.

ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي (حَجَّاجٌ، عَنْ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) يَجُوزُ لِي أَنْ أُصْلِحَهُ (ابْنَ جُرَيْجٍ)؟ فَقَالَ: " أَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ "، (وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

উরওয়াহ থেকে, আমরাহ বিনত আব্দুর রহমান থেকে - অর্থাৎ আয়েশা থেকে - যে তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন, আর আমি তা আঁচড়ে দিতাম।"

খতীব বলেছেন: "ইবনু মাহদীর মূল লিপিতে ছিল, 'আমরাহ থেকে যে তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন'। অতঃপর আমরা এতে আয়েশার উল্লেখ যুক্ত করেছি, কারণ এর বিকল্প ছিল না। আর আমরা জানতাম যে, মাহামিলীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে এটি আমাদের শায়খ আবু উমারের কিতাব থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল। এবং আমরা এতে বলেছি: 'অর্থাৎ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে', কারণ ইবনু মাহদী আমাদের তা বলেননি। আর এভাবেই আমি আমাদের একাধিক শায়খকে এমনটি করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি তাঁর সনদসহ আহমদ ইবনু হাম্বল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: ... আমি ওয়াকী'কে বলতে শুনেছি: 'আমরা হাদীসে 'অর্থাৎ' শব্দ দ্বারা সাহায্য নিয়ে থাকি।"

আমি বলি: এটি তখন প্রযোজ্য, যখন তার শায়খ ভুলভাবে তাকে তা বর্ণনা করেছেন। তবে যদি সে তা তার কিতাবে পায়, এবং তার প্রবল ধারণা হয় যে এটি কিতাব থেকেই এসেছে, তার শায়খের কাছ থেকে নয়, তাহলে এখানে তার কিতাবে এবং সে যখন তা বর্ণনা করে, উভয় ক্ষেত্রে তা সংশোধন করা সমীচীন হবে।

আবু দাউদ উল্লেখ করেছেন যে তিনি আহমদ ইবনু হাম্বলকে বলেছিলেন: "আমি আমার কিতাবে (হাজ্জাজ, জুরাইজ থেকে, আবুয যুবাইর থেকে) পেয়েছি। আমার কি তা (ইবনু জুরাইজ) হিসেবে সংশোধন করা জায়েয হবে?" তিনি বললেন: "আমি আশা করি, এতে কোনো অসুবিধা নেই," (আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত)।

(ص: 223)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَهَذَا مِنْ قَبِيلِ مَا إِذَا دَرَسَ مِنْ كِتَابِهِ بَعْضُ الْإِسْنَادِ، أَوِ الْمَتْنِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ اسْتِدْرَاكُهُ مِنْ كِتَابِ غَيْرِهِ، إِذَا عَرَفَ صِحَّتَهُ وَسَكَنَتْ نَفْسُهُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السَّاقِطُ مِنْ كِتَابِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمُحَدِّثِينَ مَنْ لَا يَسْتَجِيزُ ذَلِكَ. وَمِمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ فِيمَا رَوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، عَنْهُ، قَالَ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ: " وَلَوْ بُيِّنَ ذَلِكَ فِي حَالِ الرِّوَايَةِ كَانَ أَوْلَى ".

وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي اسْتِثْبَاتِ الْحَافِظِ مَا شَكَّ فِيهِ مِنْ كِتَابِ غَيْرِهِ، أَوْ مِنْ حِفْظِهِ، وَذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، مِنْهُمْ عَاصِمٌ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.

وَكَانَ بَعْضُهُمْ يُبَيِّنُ مَا ثَبَّتَهُ فِيهِ غَيْرُهُ، فَيَقُولُ: " حَدَّثَنَا فُلَانٌ، وَثَبَّتَنِي فُلَانٌ " كَمَا رُوِيَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ أَنَّهُ قَالَ: " أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، وَثَبَّتَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ ".

وَهَكَذَا الْأَمْرُ فِيمَا إِذَا وَجَدَ فِي أَصْلِ كِتَابِهِ كَلِمَةً مِنْ غَرِيبِ الْعَرَبِيَّةِ، أَوْ غَيْرِهَا غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ، وَأَشْكَلَتْ عَلَيْهِ، فَجَائِزٌ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهَا أَهْلَ الْعِلْمِ بِهَا، وَيَرْوِيَهَا عَلَى مَا يُخْبِرُونَهُ بِهِ. رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَغَيْرِهِمَا رضي الله عنهم، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْحَادِيَ عَشَرَ: إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عِنْدَ الرَّاوِي عَنِ اثْنَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ، وَبَيْنَ رِوَايَتِهِمَا تَفَاوُتٌ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، كَانَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي

এটি এমন ধরনের বিষয় যখন কারো কিতাব থেকে কিছু সনদ অথবা মতন বিলীন হয়ে যায়, তখন তার জন্য অন্যের কিতাব থেকে তা পুনরুদ্ধার করা জায়েজ। যদি সে এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় এবং তার মন এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয় যে, এটিই তার কিতাব থেকে বাদ পড়া অংশ। যদিও মুহাদ্দিসগণের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছেন যারা এটিকে বৈধ মনে করেন না। যারা এমন করেছেন, তাদের মধ্যে নু'আইম ইবনু হাম্মাদ (রহ.) অন্যতম, যেমনটা ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন (রহ.) থেকে তার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আল-খাতীব আল-হাফিয (রহ.) বলেন: "যদি বর্ণনার সময় এটি স্পষ্ট করা হতো, তবে তা অধিক উত্তম হতো।"

অনুরূপভাবে, কোনো হাফিযের জন্য অন্যের কিতাব থেকে অথবা তার নিজস্ব মুখস্থ থেকে কোনো বিষয়ে সন্দেহ হলে তা যাচাই করে নিশ্চিত হওয়ার বিধানও একই। এটি একাধিক আহলে হাদীস থেকে বর্ণিত হয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছেন আসিম, আবু আওয়ানা এবং আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ.)।

তাদের কেউ কেউ এমন বিষয় স্পষ্ট করে দিতেন যা অন্যেরা তাদের জন্য নিশ্চিত করে দিয়েছে, তারা বলতেন: "আমাদেরকে অমুক বর্ণনা করেছেন, আর অমুক আমাকে নিশ্চিত করেছেন।" যেমন ইয়াযীদ ইবনু হারুন (রহ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "আসিম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আর শু'বা আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনু সারজিস থেকে নিশ্চিত করেছেন।"

অনুরূপ বিধান হলো, যদি কেউ তার মূল কিতাবে আরবি ভাষার কোনো অপরিচিত শব্দ অথবা অন্য কোনো শব্দ অনির্দিষ্ট অবস্থায় পায় এবং তা তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়, তবে তার জন্য এই বিষয়ে অভিজ্ঞ জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসা করা এবং তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তা বর্ণনা করা জায়েজ। এমনটাই ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ, আহমাদ ইবনু হাম্বল এবং তাদের ব্যতীত অন্যান্যদের (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।
একাদশতম: যখন কোনো রাবীর কাছে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণিত হয়, এবং তাদের বর্ণনাগুলোর মধ্যে শব্দগত ভিন্নতা থাকলেও অর্থ এক হয়, তখন তার জন্য সেগুলোকে একত্রিত করা জায়েজ...

الْإِسْنَادِ، ثُمَّ يَسُوقُ الْحَدِيثَ عَلَى لَفْظِ أَحَدِهِمَا خَاصَّةً، وَيَقُولُ: " أَخْبَرَنَا فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَاللَّفْظُ لِفُلَانٍ، أَوْ وَهَذَا لَفْظُ فُلَانٍ، قَالَ، أَوْ قَالَا: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ "، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ.

وَلِمُسْلِمٍ صَاحِبِ الصَّحِيحِ مَعَ هَذَا فِي ذَلِكَ عِبَارَةٌ أُخْرَى حَسَنَةٌ مِثْلُ قَوْلِهِ: " حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ ". فَإِعَادَتُهُ ثَانِيًا ذِكْرَ أَحَدِهِمَا خَاصَّةً إِشْعَارٌ بِأَنَّ اللَّفْظَ الْمَذْكُورَ لَهُ.

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَخُصَّ لَفْظَ أَحَدِهِمَا بِالذِّكْرِ، بَلْ أَخَذَ مِنْ لَفْظِ هَذَا، وَمِنْ لَفْظِ ذَاكَ، وَقَالَ " أَخْبَرَنَا فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ " فَهَذَا غَيْرُ مُمْتَنِعٍ عَلَى مَذْهَبِ تَجْوِيزِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى.

وَقَوْلُ أَبِي دَاوُدَ - صَاحِبِ السُّنَنِ -: " حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو تَوْبَةَ - الْمَعْنَى - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ " مَعَ أَشْبَاهٍ لِهَذَا فِي كِتَابِهِ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ، فَيَكُونُ اللَّفْظُ لِمُسَدَّدٍ، وَيُوَافِقُهُ أَبُو تَوْبَةَ فِي الْمَعْنَى. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الثَّانِي، فَلَا

يَكُونُ قَدْ أَوْرَدَ لَفْظَ أَحَدِهِمَا خَاصَّةً، بَلْ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى عَنْ كِلَيْهِمَا، وَهَذَا الِاحْتِمَالُ يَقْرُبُ فِي قَوْلِهِ: " حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبَانٌ ".

وَأَمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ جَمَاعَةِ رُوَاةٍ قَدِ اتَّفَقُوا فِي الْمَعْنَى، وَلَيْسَ مَا أَوْرَدَهُ

الْإِسْنَادِ، ثُمَّ يَسُوقُ الْحَدِيثَ عَلَى لَفْظِ أَحَدِهِمَا خَاصَّةً، وَيَقُولُ: " أَخْبَرَنَا فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَاللَّفْظُ لِفُلَانٍ، أَوْ وَهَذَا لَفْظُ فُلَانٍ، قَالَ، أَوْ قَالَا: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ "، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ.

ইসনাদের, অতঃপর তিনি তাদের দুজনের একজনের শব্দে বিশেষভাবে হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন: "আমাদেরকে অমুক ও অমুক অবহিত করেছেন, আর শব্দ অমুকের," অথবা "এটি অমুকের শব্দ," তিনি বললেন, অথবা তারা দু'জন বললেন: "আমাদেরকে অমুক অবহিত করেছেন," অথবা এ জাতীয় অন্যান্য অভিব্যক্তি।

وَلِمُسْلِمٍ صَاحِبِ الصَّحِيحِ مَعَ هَذَا فِي ذَلِكَ عِبَارَةٌ أُخْرَى حَسَنَةٌ مِثْلُ قَوْلِهِ: " حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ ". فَإِعَادَتُهُ ثَانِيًا ذِكْرَ أَحَدِهِمَا خَاصَّةً إِشْعَارٌ بِأَنَّ اللَّفْظَ الْمَذْكُورَ لَهُ.

আর সহীহ মুসলিমের রচয়িতা মুসলিমের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে এর সাথে অন্য একটি উত্তম অভিব্যক্তি রয়েছে, যেমন তার উক্তি: "আমাদেরকে আবু বকর ইবনে আবি শাইবাহ এবং আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ উভয়ই আবু খালিদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।" আবু বকর বললেন: "আমাদেরকে আবু খালিদ আল-আহমার আ'মাশ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন," এবং হাদীসটি বর্ণনা করলেন।" সুতরাং, তার দ্বিতীয়বার তাদের দুজনের একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা নির্দেশ করে যে উল্লেখিত শব্দ তারই।

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَخُصَّ لَفْظَ أَحَدِهِمَا بِالذِّكْرِ، بَلْ أَخَذَ مِنْ لَفْظِ هَذَا، وَمِنْ لَفْظِ ذَاكَ، وَقَالَ " أَخْبَرَنَا فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ " فَهَذَا غَيْرُ مُمْتَنِعٍ عَلَى مَذْهَبِ تَجْوِيزِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى.

তবে যদি তিনি তাদের দুজনের একজনের শব্দ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করেন, বরং এর শব্দ এবং ওর শব্দ থেকে গ্রহণ করেন, এবং বলেন: "আমাদেরকে অমুক ও অমুক অবহিত করেছেন, আর তাদের উভয়ের শব্দে নৈকট্য ছিল, তারা উভয়ে বললেন: আমাদেরকে অমুক অবহিত করেছেন," তবে এটি অর্থের মাধ্যমে বর্ণনা (রিওয়ায়াত বিল-মা'না) বৈধতা দানকারী মাযহাব অনুসারে অগ্রহণীয় নয়।

وَقَوْلُ أَبِي دَاوُدَ - صَاحِبِ السُّنَنِ -: " حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو تَوْبَةَ - الْمَعْنَى - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ " مَعَ أَشْبَاهٍ لِهَذَا فِي كِتَابِهِ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ، فَيَكُونُ اللَّفْظُ لِمُسَدَّدٍ، وَيُوَافِقُهُ أَبُو تَوْبَةَ فِي الْمَعْنَى. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الثَّانِي، فَلَا يَكُونُ قَدْ أَوْرَدَ لَفْظَ أَحَدِهِمَا خَاصَّةً، بَلْ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى عَنْ كِلَيْهِمَا، وَهَذَا الِاحْتِمَالُ يَقْرُبُ فِي قَوْلِهِ: " حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبَانُ ".

আর সুনান গ্রন্থের রচয়িতা আবু দাউদের উক্তি: "আমাদেরকে মুসাদ্দাদ ও আবু তাওবাহ - (অর্থ) - বর্ণনা করেছেন, তারা উভয়ে বললেন: আমাদেরকে আবুল আহওয়াস বর্ণনা করেছেন," এবং তার কিতাবে এর অনুরূপ অন্যান্য উক্তি সহ, এটি প্রথম প্রকারের হতে পারে। সেক্ষেত্রে, শব্দটি মুসাদ্দাদের হবে, আর আবু তাওবাহ অর্থের দিক থেকে তার সাথে একমত পোষণ করবেন। আবার, এটি দ্বিতীয় প্রকারের হতে পারে। সেক্ষেত্রে, তিনি তাদের দুজনের একজনের শব্দ বিশেষভাবে উল্লেখ করেননি, বরং উভয়ের কাছ থেকে অর্থের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। আর এই সম্ভাবনাটি তার এই উক্তিতে আরও প্রকট হয়: "আমাদেরকে মুসলিম ইবনে ইবরাহিম ও মুসা ইবনে ইসমাইল - অর্থ এক - বর্ণনা করেছেন, তারা উভয়ে বললেন: আমাদেরকে আবান বর্ণনা করেছেন।"

وَأَمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ جَمَاعَةِ رُوَاةٍ قَدِ اتَّفَقُوا فِي الْمَعْنَى، وَلَيْسَ مَا أَوْرَدَهُ

আর যখন তিনি এমন একদল বর্ণনাকারীকে একত্রিত করেন যারা অর্থে একমত পোষণ করেছেন, এবং যা তিনি উপস্থাপন করেছেন তা

لَفْظَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَسَكَتَ عَنِ الْبَيَانِ لِذَلِكَ، فَهَذَا مِمَّا عِيبَ بِهِ الْبُخَارِيُّ، أَوْ غَيْرُهُ، وَلَا بَأْسَ بِهِ عَلَى مُقْتَضَى مَذْهَبِ تَجْوِيزِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى.

وَإِذَا سَمِعَ كِتَابًا مُصَنَّفًا مِنْ جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَابَلَ نُسْخَتَهُ بِأَصْلِ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ، وَأَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ جَمِيعَهُمْ فِي الْإِسْنَادِ، وَيَقُولَ: " وَاللَّفْظُ لِفُلَانٍ " كَمَا سَبَقَ، فَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَجُوزَ كَالْأَوَّلِ ; لِأَنَّ مَا أَوْرَدَهُ قَدْ سَمِعَهُ بِنَصِّهِ مِمَّنْ ذَكَرَ أَنَّهُ بِلَفْظِهِ.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجُوزَ، لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ بِكَيْفِيَّةِ رِوَايَةِ الْآخَرِينَ حَتَّى يُخْبِرَ عَنْهَا، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ، فَإِنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِ مَنْ نَسَبَ اللَّفْظَ إِلَيْهِ وَعَلَى مُوَافَقَتِهِمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّانِيَ عَشَرَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي نَسَبِ مَنْ فَوْقَ شَيْخِهِ مِنْ رِجَالِ الْإِسْنَادِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ شَيْخُهُ مُدْرِجًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ مُمَيَّزٍ، فَإِنْ أَتَى بِفَصْلٍ جَازَ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: (هُوَ ابْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ) أَوْ (يَعْنِي: ابْنَ فُلَانٍ)، وَنَحْوَ ذَلِكَ.

وَذَكَرَ الْحَافِظُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ رحمه الله فِي كِتَابِ (اللُّقَطِ) لَهُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: إِذَا حَدَّثَكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ، وَلَمْ يَنْسِبْهُ، فَأَحْبَبْتَ أَنْ تَنْسِبَهُ، فَقُلْ: (حَدَّثَنَا فُلَانٌ، أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ، حَدَّثَهُ)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ شَيْخُهُ قَدْ ذَكَرَ نَسَبَ شَيْخِهِ، أَوْ صِفَتَهُ، فِي أَوَّلِ كِتَابٍ

তাদের প্রত্যেকের শব্দশৈলী [বর্ণনা করেছেন], এবং এ বিষয়ে ব্যাখ্যা থেকে নীরব থেকেছেন। অতএব, এটি এমন একটি বিষয় যার জন্য বুখারী বা অন্যকে দোষারোপ করা হয়েছে। তবে, অর্থের ভিত্তিতে বর্ণনা (রিওয়ায়াত বিল-মা'না) জায়েজ হওয়ার মতবাদ অনুসারে এতে কোনো অসুবিধা নেই।

এবং যখন সে কোনো সংকলিত কিতাব একদল লোকের নিকট থেকে শুনবে, অতঃপর তার নিজের অনুলিপি তাদের সকলের মূল অনুলিপির সাথে না মিলিয়ে তাদের কারো কারো মূলের সাথে মিলাবে, আর চাইবে যে ইসনাদে (সনদে) তাদের সকলের নাম উল্লেখ করবে এবং বলবে: "এবং শব্দশৈলী অমুকের" যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এটি প্রথমটির ন্যায় জায়েজ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে; কারণ সে যা বর্ণনা করেছে, তা আক্ষরিকভাবে সেই ব্যক্তির নিকট থেকে শুনেছে যার শব্দশৈলী হিসেবে সে তা উল্লেখ করেছে।

এবং এটি জায়েজ না হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ অন্যের বর্ণনা পদ্ধতি সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই যে সে তা সম্পর্কে খবর দেবে। পূর্বের অবস্থার বিপরীতে, যেখানে সে যার প্রতি শব্দশৈলীকে সম্পৃক্ত করেছে, তার ব্যতীত অন্যদের বর্ণনা সম্পর্কে এবং অর্থের দিক থেকে তাদের ঐকমত্য সম্পর্কে অবগত ছিল, অতঃপর সে তা জানিয়েছিল। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

দ্বাদশ: শাইখের উপরের সনদের পুরুষদের বংশপরিচয়ে তার শাইখ যা উল্লেখ করেছেন, তার উপর সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী কোনো বিচ্ছেদ ছাড়া সংযুক্ত করে বৃদ্ধি করা তার জন্য জায়েজ নয়। তবে যদি সে একটি বিচ্ছেদ নিয়ে আসে, তবে তা জায়েজ, যেমন সে বলবে: "(তিনি অমুক ইবনুল অমুক)" অথবা "(অর্থাৎ: অমুকের পুত্র)", এবং এর মতো অন্যান্য।
এবং হাফিজ ইমাম আবু বকর আল-বারকানী (রহিমাহুল্লাহ) তার 'আল-লুকাত' নামক কিতাবে তার সনদসহ আলী ইবনুল মাদীনী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "যদি কোনো ব্যক্তি তোমাকে হাদীস বর্ণনা করে এবং বলে: 'অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন', কিন্তু তার বংশপরিচয় উল্লেখ না করে, আর তুমি তার বংশপরিচয় উল্লেখ করতে চাও, তবে বলো: '(অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, অমুকের পুত্র অমুক তাকে বর্ণনা করেছেন)', আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।"
আর যদি তার শাইখ তার শাইখের বংশপরিচয়, অথবা তার গুণাগুণ, কোনো কিতাবের শুরুতে উল্লেখ করে থাকেন,

(ص: 226)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

أَوْ جُزْءٍ عِنْدَ أَوَّلِ حَدِيثٍ مِنْهُ، وَاقْتَصَرَ فِيمَا بَعْدَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَلَى ذِكْرِ اسْمِ الشَّيْخِ، أَوْ بَعْضِ نَسَبِهِ، مِثَالُهُ: أَنْ أَرْوِيَ جُزْءًا عَنِ الْفُرَاوِيِّ، وَأَقُولَ فِي أَوَّلِهِ: " أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفُرَاوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ "، وَأَقُولُ فِي بَاقِي أَحَادِيثِهِ: " أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ "، فَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ الْجُزْءَ مِنِّي أَنْ يَرْوِيَ عَنِّي الْأَحَادِيثَ الَّتِي بَعْدَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مُتَفَرِّقَةً، وَيَقُولُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا: " أَنَا فُلَانٌ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفُرَاوِيُّ، قَالَ: أَنَا فُلَانٌ) وَإِنْ لَمْ أَذْكُرْ لَهُ ذَلِكَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، اعْتِمَادًا عَلَى ذِكْرِي لَهُ أَوَّلًا؟ فَهَذَا قَدْ حَكَى الْخَطِيبُ الْحَافِظُ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ أَجَازُوهُ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: " يَعْنِي ابْنَ فُلَانٍ ". وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَ اسْمُ الرَّجُلِ غَيْرَ مَنْسُوبٍ قَالَ " يَعْنِي ابْنَ فُلَانٍ ".

وَرُوِيَ عَنِ الْبَرْقَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ عَنْهُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ هَكَذَا رَأَى أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيَّ - نَزِيلَ نَيْسَابُورَ - يَفْعَلُ، وَكَانَ أَحَدَ الْحُفَّاظِ الْمُجَوِّدِينَ وَمِنْ أَهْلِ الْوَرَعِ، وَالدِّينِ، وَأَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ رَوَاهَا لَهُ قَالَ فِيهَا: " أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ: أَنَّ أَبَا يَعْلَى أَحْمَدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيَّ أَخْبَرَهُمْ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِيِّ: أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ،

অথবা কোনো জুয'-এর ক্ষেত্রে, যার প্রথম হাদীসের সাথে (সম্পূর্ণ উল্লেখ করা হয়), আর এর পরের হাদীসগুলোতে শায়খের নাম অথবা তাঁর বংশের কিছু অংশ উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত করা হয়। এর উদাহরণ হলো: আমি ফুরাবী থেকে একটি জুয' বর্ণনা করলাম, এবং এর শুরুতে আমি বললাম: "আমাদেরকে আবু বকর মানসূর ইবন আব্দুল মুন'ইম ইবন আব্দুল্লাহ আল-ফুরাবী সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বললেন: আমাদেরকে অমুক সংবাদ দিয়েছেন।" আর এর বাকি হাদীসগুলোতে আমি বললাম: "আমাদেরকে মানসূর সংবাদ দিয়েছেন, আমাদেরকে মানসূর সংবাদ দিয়েছেন।" তাহলে কি আমার থেকে ঐ জুয'টি শ্রবণকারীর জন্য বৈধ হবে যে, সে প্রথম হাদীসের পরের হাদীসগুলো পৃথক পৃথকভাবে আমার থেকে বর্ণনা করবে, এবং সেগুলোর প্রত্যেকটিতে বলবে: "আমাকে অমুক (অর্থাৎ, বর্ণনাকারী শিক্ষক) সংবাদ দিয়েছেন, তিনি (শিক্ষক) বললেন: আমাকে আবু বকর মানসূর ইবন আব্দুল মুন'ইম ইবন আব্দুল্লাহ আল-ফুরাবী সংবাদ দিয়েছেন, তিনি (আল-ফুরাবী) বললেন: আমাকে অমুক (তাঁর শিক্ষক) সংবাদ দিয়েছেন।"—যদিও আমি তাকে সেগুলোর প্রত্যেকটিতে তা উল্লেখ করিনি, আমার প্রথমবারে উল্লেখ করার উপর নির্ভর করে? এই বিষয়ে খতীব আল-হাফিজ অধিকাংশ আহলে ইলম (জ্ঞানীদের) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা এটিকে জায়েয (বৈধ) বলেছেন। আর তাদের কারো কারো মতে উত্তম হলো, সে বলবে: "অর্থাৎ অমুকের পুত্র।" আর তাঁর (খতীব আল-হাফিজের) সূত্রে আহমদ ইবন হাম্বল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কোনো ব্যক্তির নাম বংশের সম্পর্ক ছাড়া আসত, তখন বলতেন: "অর্থাৎ অমুকের পুত্র।" আর বারকানী থেকে তাঁর সূত্রে, আলী ইবনুল মাদীনী থেকে তা বর্ণিত আছে যা আমরা পূর্বে তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এভাবে আবু বকর আহমদ ইবন আলী আল-আসফাহানীকে—যিনি নিসাপুরের বাসিন্দা ছিলেন—এমন করতে দেখেছেন। এবং তিনি ছিলেন দক্ষ হাফিযগণের অন্যতম, পরহেযগারী ও দ্বীনের অনুসারীদের

অন্তর্ভুক্ত। এবং তিনি তাকে বহু হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যা তিনি তাঁকে বর্ণনা করেছিলেন এবং তাতে তিনি (আল-আসফাহানী) বলেছিলেন: "আমাকে আবু আমর ইবন হামদান সংবাদ দিয়েছেন, যে, আবু ইয়া'লা আহমদ ইবন আলী ইবনুল মুসান্না আল-মাওসিলী তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, এবং আমাদেরকে আবু বকর ইবনুল মুকরী সংবাদ দিয়েছেন: যে, ইসহাক ইবন আহমদ ইবন নাফি' তাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।"

وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ: أَنَّ أَبَا يُوسُفَ مُحَمَّدَ بْنَ سُفْيَانَ الصَّفَّارَ أَخْبَرَهُمْ "، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهَا أَحَادِيثُ سَمِعَهَا قِرَاءَةً عَلَى شُيُوخِهِ فِي جُمْلَةِ نَسْخٍ، نَسَبُوا الَّذِينَ حَدَّثُوهُمْ بِهَا فِي أَوَّلِهَا، وَاقْتَصَرُوا فِي بَقِيَّتِهَا عَلَى ذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ.

قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا " أَخْبَرَنَا فُلَانٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ هُوَ ابْنُ فُلَانٍ "، ثُمَّ يَسُوقُ نَسَبَهُ إِلَى مُنْتَهَاهُ.

قَالَ: " وَهَذَا الَّذِي أَسْتَحِبُّهُ ; لِأَنَّ قَوْمًا مِنَ الرُّوَاةِ كَانُوا يَقُولُونَ فِيمَا أُجِيزَ لَهُمْ: " أَخْبَرَنَا فُلَانٌ: أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَهُمْ ".

قُلْتُ: جَمِيعُ هَذِهِ الْوُجُوهِ جَائِزَةٌ، وَأَوْلَاهَا أَنْ يَقُولَ: (هُوَ ابْنُ فُلَانٍ، أَوْ يَعْنِي ابْنَ فُلَانٍ)، ثُمَّ أَنْ يَقُولَ: (إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ)، ثُمَّ أَنْ يَذْكُرَ الْمَذْكُورَ فِي أَوَّلِ الْجُزْءِ بِعَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّالِثَ عَشَرَ: جَرَتِ الْعَادَةُ بِحَذْفِ (قَالَ)، وَنَحْوِهِ، فِيمَا بَيْنَ رِجَالِ الْإِسْنَادِ خَطًّا، وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ حَالَةَ الْقِرَاءَةِ لَفْظًا.

وَمِمَّا قَدْ يُغْفَلُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ (قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ: أَخْبَرَكَ فُلَانٌ)، فَيَنْبَغِي لِلْقَارِئِ أَنْ يَقُولَ فِيهِ: (قِيلَ لَهُ: أَخْبَرَكَ فُلَانٌ)، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ

(قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ)، فَهَذَا يَذْكُرُ فِيهِ (قَالَ)، فَيُقَالُ (قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ قَالَ: ثَنَا فُلَانٌ)، وَقَدْ جَاءَ هَذَا مُصَرَّحًا بِهِ خَطًّا هَكَذَا فِي بَعْضِ مَا رُوِّينَاهُ.

وَإِذَا تَكَرَّرَتْ كَلِمَةُ (قَالَ) كَمَا فِي قَوْلِهِ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ " حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ "، حَذَفُوا إِحْدَاهُمَا فِي الْخَطِّ، وَعَلَى الْقَارِئِ أَنْ يَلْفِظَ بِهِمَا جَمِيعًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

এবং আবু আহমদ আল-হাফিয আমাদের জানিয়েছেন: যে আবু ইউসুফ মুহাম্মাদ ইবনে সুফিয়ান আস-সাফফার তাঁদেরকে জানিয়েছেন, তিনি তাঁকে উল্লেখ করেছেন যে, এইগুলি এমন সব হাদীস যা তিনি তাঁর শায়খদের নিকট থেকে পাঠ করে শুনেছেন, অনেক নুসখার (লিখিত পাণ্ডুলিপি) মধ্যে, যেগুলির শুরুতে রাবীগণের পূর্ণ পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছিল যারা তাঁকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, এবং বাকি অংশে তাঁদের শুধু নাম উল্লেখ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল।

তিনি বললেন: এবং অন্যরা এ ধরনের ক্ষেত্রে বলতেন, "অমুক আমাদের জানিয়েছেন, তিনি বললেন: অমুক আমাদের জানিয়েছেন, তিনি অমুকের পুত্র", তারপর তাঁর বংশপরিচয় শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করতেন।

তিনি বললেন: "আর এটাই আমি পছন্দ করি; কারণ কিছু সংখ্যক রাবী তাঁদের ইজাযতপ্রাপ্ত (বর্ণনার অনুমতিপ্রাপ্ত) বিষয়ে বলতেন: 'অমুক আমাদের জানিয়েছেন: যে অমুক তাঁদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন'।"

আমি বলি: এই সব পদ্ধতিই জায়িয (অনুমতিপ্রাপ্ত), তবে সর্বোত্তম হলো এই বলা: (তিনি অমুকের পুত্র, অথবা অমুকের পুত্রকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে), এরপর এই বলা: (নিশ্চয় অমুকের পুত্র অমুক), এরপর অংশের শুরুতে উল্লিখিত রাবীকে হুবহু উল্লেখ করা, কোনো ব্যবধান ছাড়াই, আর আল্লাহই সমধিক জ্ঞাত।

ত্রয়োদশ (পদ্ধতি/বিষয়): সনদ বর্ণনাকারীদের মাঝে "قَالَ" (তিনি বললেন) এবং অনুরূপ শব্দাবলী লিখিত আকারে বাদ দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে, কিন্তু মুখে পাঠ করার সময় তা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

এবং এর মধ্যে যা কখনো উপেক্ষা করা হয়, তা হলো যখন সনদের মাঝে থাকে: (অমুকের কাছে পাঠ করা হয়েছিল: অমুক তোমাকে খবর দিয়েছেন), তখন পাঠককে তাতে বলতে হবে:

(তাকে বলা হলো: অমুক তোমাকে খবর দিয়েছেন), এবং এর কিছু ক্ষেত্রে পাওয়া যায়: (অমুকের কাছে পাঠ করা হয়েছিল: অমুক আমাদের বর্ণনা করেছেন), তখন এতে (قَالَ) শব্দটি উল্লেখ করা হবে, সুতরাং বলা হবে: (অমুকের কাছে পাঠ করা হয়েছিল, তিনি বললেন: অমুক আমাদের বর্ণনা করেছেন), এবং আমরা যা বর্ণনা করেছি, তার কিছুতে লিখিত আকারে এভাবেই স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে।
এবং যখন "قَالَ" (তিনি বললেন) শব্দটি পুনরাবৃত্তি হয়, যেমন বুখারীর কিতাবে তাঁর উক্তি: "সালেহ ইবনে হাইয়ান আমাদের বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: আমের আশ-শাবী বললেন", তখন লেখার সময় তাঁদের একটি বাদ দেওয়া হয়, কিন্তু পাঠকের জন্য উভয়টিই মুখে উচ্চারণ করা আবশ্যক, আর আল্লাহই সমধিক জ্ঞাত।

(ص: 228)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الرَّابِعَ عَشَرَ: النُّسَخُ الْمَشْهُورَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى أَحَادِيثَ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ، كَنُسْخَةِ " هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "، رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ، وَنَحْوِهَا مِنَ النُّسَخِ، وَالْأَجْزَاءِ. مِنْهُمْ مَنْ يُجَرِّدُ ذِكْرَ الْإِسْنَادِ فِي أَوَّلِ كُلِّ حَدِيثٍ مِنْهَا، وَيُوجَدُ هَذَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُصُولِ الْقَدِيمَةِ، وَذَلِكَ أَحْوَطُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتَفِي بِذِكْرِ الْإِسْنَادِ فِي أَوَّلِهَا عِنْدَ أَوَّلِ حَدِيثٍ مِنْهَا، أَوْ فِي أَوَّلِ كُلِّ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ سَمَاعِهَا، وَيُدْرِجُ الْبَاقِيَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ: " وَبِالْإِسْنَادِ "، أَوْ " وَبِهِ "، وَذَلِكَ هُوَ الْأَغْلَبُ الْأَكْثَرُ. وَإِذَا أَرَادَ مَنْ كَانَ سَمَاعُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَفْرِيقَ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ، وَرِوَايَةَ كُلِّ حَدِيثٍ مِنْهَا بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِهَا، جَازَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، مِنْهُمْ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَهَذَا لِأَنَّ الْجَمِيعَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْأَوَّلِ، فَالْإِسْنَادُ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا فِي حُكْمِ الْمَذْكُورِ فِي كُلِّ حَدِيثٍ، وَهُوَ بِمَثَابَةِ تَقْطِيعِ الْمَتْنِ الْوَاحِدِ فِي أَبْوَابٍ بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنَ الْمُحَدِّثِينَ مَنْ أَبَى إِفْرَادَ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْمُدْرَجَةِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا، وَرَآهُ تَدْلِيسًا. وَسَأَلَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْأُسْتَاذَ أَبَا إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِينِيَّ الْفَقِيهَ الْأُصُولِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " لَا يَجُوزُ ".

وَعَلَى هَذَا مَنْ كَانَ سَمَاعُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَطَرِيقُهُ أَنْ يُبَيِّنَ، وَيَحْكِيَ

ابِعَ عَشَرَال: প্রসিদ্ধ নুসখা বা পান্ডুলিপি, যা এমন সব হাদীস দ্বারা গঠিত, যেগুলির সনদ একটিই, যেমন "হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ, আন আবি হুরায়রা" নুসখা, যা আব্দুর রাযযাক কর্তৃক মা'মার সূত্রে তাঁর (আবি হুরায়রার) থেকে বর্ণিত। এবং এ ধরনের অন্যান্য নুসখা ও জূয।

তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিটি হাদীসের শুরুতে সনদ উল্লেখের পুনরাবৃত্তি করেন। প্রাচীন অনেক মূল কিতাবে এটি পাওয়া যায় এবং এটি অধিক সতর্কতামূলক। আর তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু প্রথম হাদীসের শুরুতে অথবা প্রতিটি শ্রবণের মজলিসের শুরুতে সনদ উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হন এবং বাকি হাদীসগুলোকে এর সাথে সংযুক্ত করেন। এবং এরপর প্রতিটি হাদীসে বলেন: "ওয়া বিল ইসনাদ" (একই সনদে) অথবা "ওয়া বিহি" (এবং তার দ্বারাই)। এবং এটিই অধিক প্রচলিত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মত।

আর যদি এমন ব্যক্তি, যার শ্রবণ এই পদ্ধতিতে হয়েছে, সেই হাদীসগুলো পৃথক করতে চায় এবং সেগুলোর প্রতিটি হাদীসকে শুরুতে উল্লেখিত সনদ সহ বর্ণনা করতে চায়, তবে অধিকাংশের মতে তার জন্য তা জায়েয। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এবং আবু বকর আল-ইসমাঈলী। এটি এজন্য যে, সবকিছু প্রথমটির উপর আত্তফ (যুক্ত) করা হয়। সুতরাং, শুরুতে উল্লেখিত সনদ প্রতিটি হাদীসে উল্লেখিত হওয়ার হুকুম রাখে। আর এটি অধ্যায়সমূহে একটি মূল মতনকে বিভক্ত করার মতো, যেখানে এর সনদ প্রথমে উল্লেখ করা হয়। আর আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

আর মুহাদ্দিসদের মধ্যে কেউ কেউ উল্লেখিত সনদ সহ সেই সংযুক্ত হাদীসগুলোর কোনোটিকে পৃথকভাবে বর্ণনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং এটিকে তাদলিস (দোষ লুকানো) বলে মনে করেছেন। আর কিছু আহলে হাদীস উস্তায আবু ইসহাক আল-ইসফারায়িনী, যিনি একজন ফকীহ ও উসূলবিদ, তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: "এটি জায়েয নয়।"

এবং এর উপর ভিত্তি করে, যার শ্রবণ এই পদ্ধতিতে হয়েছে, তার পদ্ধতি হলো স্পষ্ট করা এবং বর্ণনা করা

ذَلِكَ كَمَا جَرَى، كَمَا فَعَلَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فِي صَحِيفَةِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، نَحْوَ قَوْلِهِ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: تَمَنَّ. . . . الْحَدِيثَ ". وَهَكَذَا فَعَلَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْخَامِسَ عَشَرَ: إِذَا قَدَّمَ ذِكْرَ الْمَتْنِ عَلَى الْإِسْنَادِ، أَوْ ذِكْرَ الْمَتْنِ، وَبَعْضَ الْإِسْنَادِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْإِسْنَادَ عَقِيبَهُ عَلَى الِاتِّصَالِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا)، أَوْ يَقُولَ: (رَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا)، ثُمَّ يَقُولُ: (أَخْبَرَنَا بِهِ فُلَانٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ) وَيَسُوقُ الْإِسْنَادَ حَتَّى يَتَّصِلَ بِمَا قَدَّمَهُ، فَهَذَا يَلْتَحِقُ بِمَا إِذَا قَدَّمَ الْإِسْنَادَ فِي كَوْنِهِ يَصِيرُ بِهِ مُسْنِدًا لِلْحَدِيثِ لَا مُرْسِلًا لَهُ.

فَلَوْ أَرَادَ مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ هَكَذَا أَنْ يُقَدِّمَ الْإِسْنَادَ وَيُؤَخِّرَ الْمَتْنَ، وَيُلَفِّقَهُ كَذَلِكَ فَقَدْ وَرَدَ عَنْ بَعْضِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ جَوَّزَ ذَلِكَ.

قُلْتُ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ خِلَافٌ نَحْوُ الْخِلَافِ فِي تَقْدِيمِ بَعْضِ مَتْنِ الْحَدِيثِ عَلَى بَعْضٍ. وَقَدْ حَكَى الْخَطِيبُ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ عَلَى الْمَعْنَى لَا تَجُوزُ، وَالْجَوَازَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ

এটা তেমনই ঘটেছে, যেমন ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহ-এর সহীফায় করেছেন, তাঁর এই উক্তির ন্যায়: আমাদের কাছে মুহাম্মাদ ইবন রাফি' বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাদের কাছে আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাকে মা'মার হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহ থেকে (বর্ণনা করেছেন), তিনি বলেছেন: এই হলো যা আবু হুরায়রা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এবং তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে একটি হলো: এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কারো

জান্নাতে সর্বনিম্ন স্থান এই যে, তাকে বলা হবে: আকাঙ্ক্ষা করো... (পূর্ণ) হাদীস।" এভাবেই বহু লেখক করেছেন, আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

পঞ্চদশ: যখন ইসনাদের (সনদের) পূর্বে মাতন (হাদীসের মূল পাঠ) উল্লেখ করা হয়, অথবা মাতন এবং ইসনাদের কিছু অংশ উল্লেখ করা হয়, অতঃপর তার পরেই পূর্ণ ইসনাদ ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হয়, যেমন কেউ বলে: "(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এমন বলেছেন)", অথবা বলে: "(আমর ইবন দীনার জাবির থেকে, জাবির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন এমন বর্ণনা করেছেন)", এরপর সে বলে: "(অমুক আমাদের কাছে এটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন)" এবং সে ইসনাদ বর্ণনা করতে থাকে যতক্ষণ না তা পূর্বোক্ত বক্তব্যের সাথে সংযুক্ত হয়, তাহলে এটি সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে যেখানে ইসনাদকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছিল, কারণ এর দ্বারা সে হাদীসের একজন মুসনিদ (পূর্ণ সনদসহ বর্ণনাকারী) হিসেবে গণ্য হবে, মুরসিল (যিনি সনদের শুরু বাদ দিয়েছেন) নয়।

সুতরাং যদি যে ব্যক্তি তার কাছ থেকে এভাবে শুনেছে, সে ইসনাদকে প্রথমে এবং মাতনকে পরে উল্লেখ করতে চায়, এবং সেভাবে বিন্যস্ত করে, তাহলে পূর্ববর্তী কিছু মুহাদ্দিস থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা তা জায়েজ বলেছেন।

আমি বলি: এক্ষেত্রে মতভেদ হওয়া উচিত, যেমন হাদীসের মাতনের কিছু অংশকে অন্য অংশের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। আর আল-খাতীব এর নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন এই মতের ভিত্তিতে যে, অর্থানুসারে বর্ণনা জায়েজ নয়, এবং এর বৈধতা বর্ণনা করেছেন এই মতের ভিত্তিতে যে,

---

الرِّوَايَةَ عَلَى الْمَعْنَى تَجُوزُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ إِعَادَةِ ذِكْرِ الْإِسْنَادِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ، أَوِ الْجُزْءِ بَعْدَ ذِكْرِهِ أَوَّلًا، فَهَذَا لَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي إِفْرَادِ كُلِّ حَدِيثٍ بِذَلِكَ الْإِسْنَادِ عِنْدَ رِوَايَتِهَا، لِكَوْنِهِ لَا يَقَعُ مُتَّصِلًا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَلَكِنَّهُ يُفِيدُ تَأْكِيدًا، وَاحْتِيَاطًا، وَيَتَضَمَّنُ إِجَازَةً بَالِغَةً مِنْ أَعْلَى أَنْوَاعِ الْإِجَازَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

السَّادِسَ عَشَرَ: إِذَا رَوَى الْمُحَدِّثُ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ، وَقَالَ عِنْدَ انْتِهَائِهِ " مِثْلَهُ " فَأَرَادَ الرَّاوِي عَنْهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْإِسْنَادِ الثَّانِي، وَيَسُوقَ لَفْظَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ عَقِيبَ الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، فَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ.

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْخَطِيبِ الْحَافِظِ رحمه الله قَالَ: " كَانَ شُعْبَةُ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ ".

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَجُوزُ ذَلِكَ، إِذَا عُرِفَ أَنَّ الْمُحَدِّثَ ضَابِطٌ مُتَحَفِّظٌ يَذْهَبُ إِلَى تَمْيِيزِ الْأَلْفَاظِ وَعَدِّ الْحُرُوفِ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، وَكَانَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا رَوَى مِثْلَ هَذَا يُورِدُ الْإِسْنَادَ، وَيَقُولُ: (مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ مَتْنُهُ كَذَا وَكَذَا)، ثُمَّ يَسُوقُهُ. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُحَدِّثُ قَدْ قَالَ: (نَحْوَهُ). قَالَ: (وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَخْتَارُهُ).

الرِّوَايَةَ عَلَى الْمَعْنَى تَجُوزُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

অর্থের ভিত্তিতে রেওয়ায়াত (বর্ণনা) জায়েজ, এবং এই ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ إِعَادَةِ ذِكْرِ الْإِسْنَادِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ، أَوِ الْجُزْءِ بَعْدَ ذِكْرِهِ أَوَّلًا، فَهَذَا لَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي إِفْرَادِ كُلِّ حَدِيثٍ بِذَلِكَ الْإِسْنَادِ عِنْدَ رِوَايَتِهَا، لِكَوْنِهِ لَا يَقَعُ مُتَّصِلًا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَلَكِنَّهُ يُفِيدُ تَأْكِيدًا، وَاحْتِيَاطًا، وَيَتَضَمَّنُ إِجَازَةً بَالِغَةً مِنْ أَعْلَى أَنْوَاعِ الْإِجَازَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

আর কিতাব বা খণ্ডের শেষে, প্রথমে উল্লেখ করার পর আবার সনদ (ইসনাদ) উল্লেখ করার যে রীতি কেউ কেউ পালন করে থাকে, এটি সেই মতভেদকে দূর করে না যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছিল প্রতিটি হাদীস তার নিজ নিজ সনদ সহ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে; কারণ তা প্রতিটি হাদীসের সাথে সরাসরি সংযুক্ত হয় না। তবে এটি তা'কীদ (পুনরায় নিশ্চিতকরণ) ও ইহতিয়াত (সতর্কতা) প্রদান করে এবং উচ্চতম প্রকারের ইজাযাত (বর্ণনার অনুমতি)-এর মধ্যে একটি সুদূরপ্রসারী ইজাযাতও এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

السَّادِسَ عَشَرَ: إِذَا رَوَى الْمُحَدِّثُ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ، وَقَالَ عِنْدَ انْتِهَائِهِ " مِثْلَهُ " فَأَرَادَ الرَّاوِي عَنْهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْإِسْنَادِ الثَّانِي، وَيَسُوقَ لَفْظَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ عَقِيبَ الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، فَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ.

ষোড়শ: যখন কোনো মুহাদ্দিস একটি হাদীস একটি সনদ সহ বর্ণনা করেন, অতঃপর তার পেছনে আরেকটি সনদ যোগ করেন এবং শেষে বলেন, "মিছলুহু" (এর অনুরূপ), আর তার

থেকে বর্ণনাকারী যদি দ্বিতীয় সনদের উপরই সীমাবদ্ধ থাকতে চায় এবং প্রথম সনদের পরেই উল্লিখিত হাদীসের শব্দমালা উল্লেখ করতে চায়, তবে স্পষ্টতর মত হলো এটি নিষিদ্ধ।

".وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْخَطِيبِ الْحَافِظِ رحمه الله قَالَ: " كَانَ شُعْبَةُ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ

আর হাফিজ আবু বকর আল-খাতীব (আল্লাহ তাকে রহম করুন) থেকে আমরা বর্ণনা করেছি যে তিনি বলেছেন: "শু'বা তা জায়েজ মনে করতেন না।"

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَجُوزُ ذَلِكَ، إِذَا عُرِفَ أَنَّ الْمُحَدِّثَ ضَابِطٌ مُتَحَفِّظٌ يَذْهَبُ إِلَى تَمْيِيزِ الْأَلْفَاظِ وَعَدِّ الْحُرُوفِ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، وَكَانَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا رَوَى مِثْلَ هَذَا يُورِدُ الْإِسْنَادَ، وَيَقُولُ: (مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ مَتْنُهُ كَذَا وَكَذَا)، ثُمَّ يَسُوقُهُ. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُحَدِّثُ قَدْ قَالَ: (نَحْوَهُ). قَالَ: (وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَخْتَارُهُ).

আর কিছু আলেম বলেছেন: তা জায়েজ, যদি জানা থাকে যে মুহাদ্দিস এমন একজন নির্ভরযোগ্য ও সতর্ক ব্যক্তি যিনি শব্দসমূহকে পার্থক্য করা এবং অক্ষরসমূহ গণনা করার প্রতি যত্নশীল। আর যদি তার সম্পর্কে এমনটি জানা না থাকে তবে তা জায়েজ নয়। আর একাধিক আলেম এমন ক্ষেত্রে সনদ উল্লেখ করতেন এবং বলতেন: ("এর পূর্ববর্তী হাদীসের মত, যার মতন এমন এমন"), অতঃপর তা উল্লেখ করতেন। অনুরূপভাবে, যখন মুহাদ্দিস বলেন: ("এর কাছাকাছি")। তিনি (লেখক) বলেন: "আর এটিই আমি গ্রহণ করি।"

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ عَلِيّ بْنِ عَلِيّ الْبَغْدَادِيُّ شَيْخُ الشُّيُوخِ بِهَا، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِهَا، قَالَ أَنَا وَالِدِي رحمه الله، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّرِيفِينِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ حُبَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: " فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ مِثْلَهُ " " لَا يُجْزِئُ ". قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: " يُجْزِئُ ".

وَأَمَّا إِذَا قَالَ: (نَحْوَهُ)، فَهُوَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ كَمَا إِذَا قَالَ: (مِثْلَهُ).

وَنُبِّئْنَا بِإِسْنَادٍ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا قَالَ " نَحْوَهُ "، فَهُوَ حَدِيثٌ.

وَقَالَ شُعْبَةُ (نَحْوَهُ) شَكٌّ.

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ أَجَازَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي قَوْلِهِ " مِثْلَهُ " وَلَمْ يُجِزْهُ فِي قَوْلِهِ: " نَحْوَهُ ".

قَالَ الْخَطِيبُ: وَهَذَا الْقَوْلُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَمْ يُجِزِ الرِّوَايَةَ عَلَى الْمَعْنَى. فَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَجَازَهَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ " مِثْلَهُ "، وَ " نَحْوَهُ ".

قُلْتُ: هَذَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَا رُوِّينَاهُ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ عَلِيٍّ السِّجْزِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَاكِمَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظَ يَقُولُ: " إِنَّ مِمَّا يَلْزَمُ الْحَدِيثِيَّ مِنَ

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ عَلِيّ بْنِ عَلِيّ الْبَغْدَادِيُّ شَيْخُ الشُّيُوخِ بِهَا، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِهَا، قَالَ أَنَا وَالِدِي رحمه الله، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّرِيفِينِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ حُبَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: " فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ مِثْلَهُ " " لَا يُجْزِئُ ". قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: " يُجْزِئُ ".আমাদেরকে আবূ আহমাদ আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু আবী মানসূর আলী ইবনু আলী আল-বাগদাদী, তথাকার শায়খুশ শায়খ, যিনি সেখানে আমার কাছে (হাদীস) পাঠের সময় বলেছিলেন: আমাকে আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বলেছেন, তিনি বললেন: আমাকে আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আস-সারীফীনী বলেছেন, তিনি বললেন: আমাকে আবুল কাসিম ইবনু হুবাবাহ বলেছেন, তিনি বললেন: আমাদের কাছে আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-বাগাবী বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: আমাদের কাছে আমর ইবনু মুহাম্মাদ আন-নাক্বিদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: ওয়াক্বী' বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: শু'বা বলেছেন: "অমুক অমুকের সূত্রে এর অনুরূপ" - এটি যথেষ্ট নয়। ওয়াক্বী' বললেন: আর সুফিয়ান সাওরী বলেছেন: "এটি যথেষ্ট"।

وَأَمَّا إِذَا قَالَ: (نَحْوَهُ)، فَهُوَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ كَمَا إِذَا قَالَ: (مِثْلَهُ).আর যখন তিনি বলেন: (এর মতো), তখন কারো কারো মতে এ ক্ষেত্রে তা (এর অনুরূপ) বলার মতোই।

وَنُبِّئْنَا بِإِسْنَادٍ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا قَالَ " نَحْوَهُ "، فَهُوَ حَدِيثٌ.আর আমাদেরকে ওয়াক্বী' থেকে একটি সনদসহ জানানো হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: সুফিয়ান বলেছেন: যখন "(এর) মতো" বলা হয়, তখন সেটি একটি হাদীস (হিসেবে গণ্য)।

وَقَالَ شُعْبَةُ (نَحْوَهُ) شَكٌّ.আর শু'বা বলেছেন: "(এর) মতো" হলো সন্দেহ।

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ أَجَازَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي قَوْلِهِ " مِثْلَهُ " وَلَمْ يُجِزْهُ فِي قَوْلِهِ: " نَحْوَهُ ".আর ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন থেকে বর্ণিত যে, তিনি "এর অনুরূপ" বলা প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে যা উল্লেখ করেছি তা জায়েয (বৈধ) বলেছেন, কিন্তু "এর মতো" বলা প্রসঙ্গে তা জায়েয বলেননি।

قَالَ الْخَطِيبُ: وَهَذَا الْقَوْلُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَمْ يُجِزِ الرِّوَايَةَ عَلَى الْمَعْنَى. فَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَجَازَهَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ " مِثْلَهُ "، وَ " نَحْوَهُ ".খতীব (আল-বাগদাদী) বলেছেন: আর এই উক্তিটি তাদের মতবাদ অনুযায়ী, যারা অর্থের ভিত্তিতে বর্ণনা (রিওয়ায়াত বিল-মা'না) বৈধ মনে করেন না। কিন্তু যারা তা (অর্থের ভিত্তিতে বর্ণনা) বৈধ মনে করেন, তাদের মতবাদ অনুযায়ী "এর অনুরূপ" এবং "এর মতো" এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

قُلْتُ: هَذَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَا رُوِّينَاهُ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ عَلِيٍّ السِّجْزِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَاكِمَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظَ يَقُولُ: " إِنَّ مِمَّا يَلْزَمُ الْحَدِيثِيَّ مِنَআমি বলি: এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে সেই বর্ণনাটির যা আমরা মাস'ঊদ ইবনু আলী আস-সিজযী থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাফিযকে বলতে শুনেছেন: "নিশ্চয়ই হাদীসবেত্তার জন্য যা আবশ্যক তার মধ্যে রয়েছে...

الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: " مِثْلَهُ "، أَوْ يَقُولَ: " نَحْوَهُ "، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ: " مِثْلَهُ " إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُمَا عَلَى لَفْظٍ وَاحِدٍ، وَيَحِلُّ أَنْ يَقُولَ: " نَحْوَهُ " إِذَا كَانَ عَلَى مِثْلِ مَعَانِيهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

السَّابِعَ عَشَرَ: إِذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ إِسْنَادَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ مَتْنِهِ إِلَّا طَرَفًا، ثُمَّ قَالَ: (وَذَكَرَ الْحَدِيثَ)، أَوْ قَالَ: (وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ) فَأَرَادَ الرَّاوِي عَنْهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ الْحَدِيثَ بِكَمَالِهِ وَبِطُولِهِ، فَهَذَا أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِمَّا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي قَوْلِهِ (مِثْلَهُ)، أَوْ (نَحْوَهُ). فَطَرِيقُهُ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ، بِأَنْ يَقْتَصَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَلَى وَجْهِهِ وَيَقُولَ: (قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ)، ثُمَّ يَقُولَ: (وَالْحَدِيثُ بِطُولِهِ هُوَ كَذَا وَكَذَا)، وَيَسُوقَهُ إِلَى آخِرِهِ.

وَسَأَلَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيَّ الْمُقَدَّمَ فِي الْفِقْهِ، وَالْأُصُولِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " لَا يَجُوزُ لِمَنْ سَمِعَ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ أَنْ يَرْوِيَ الْحَدِيثَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ عَلَى التَّفْصِيلِ ".

وَسَأَلَ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ أَبَا بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيَّ الْحَافِظَ الْفَقِيهَ، عَمَّنْ قَرَأَ إِسْنَادَ حَدِيثٍ عَلَى الشَّيْخِ، ثُمَّ قَالَ: " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ " هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُحَدِّثَ بِجَمِيعِ الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: إِذَا عَرَفَ الْمُحَدِّثُ، وَالْقَارِئُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ، فَأَرْجُو أَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ، وَالْبَيَانُ أَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَمَا كَانَ.

الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: " مِثْلَهُ "، أَوْ يَقُولَ: " نَحْوَهُ "، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ: " مِثْلَهُ " إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُمَا عَلَى لَفْظٍ وَاحِدٍ، وَيَحِلُّ أَنْ يَقُولَ: " نَحْوَهُ " إِذَا كَانَ عَلَى مِثْلِ مَعَانِيهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

সতর্কতা ও পূর্ণতার দাবি এই যে, "মisluhu" (এর অনুরূপ) বলা এবং "নাহ্নু" (এর প্রায় কাছাকাছি) বলা-এর মধ্যে পার্থক্য করা। সুতরাং, যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হয় যে উভয়ের শব্দাবলি এক, ততক্ষণ তার জন্য "মisluhu" বলা বৈধ নয়। আর যদি অর্থের দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তবে তার জন্য "নাহ্নু" বলা বৈধ। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

السَّابِعَ عَشَرَ: إِذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ إِسْنَادَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ مَتْنِهِ إِلَّا طَرَفًا، ثُمَّ قَالَ: (وَذَكَرَ الْحَدِيثَ)، أَوْ قَالَ: (وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ) فَأَرَادَ الرَّاوِي عَنْهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ الْحَدِيثَ بِكَمَالِهِ وَبِطُولِهِ، فَهَذَا أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِمَّا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي قَوْلِهِ (مِثْلَهُ)، أَوْ (نَحْوَهُ). فَطَرِيقُهُ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ، بِأَنْ يَقْتَصَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَلَى وَجْهِهِ وَيَقُولَ: (قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ)، ثُمَّ يَقُولَ: (وَالْحَدِيثُ بِطُولِهِ هُوَ كَذَا وَكَذَا)، وَيَسُوقَهُ إِلَى آخِرِهِ.

সপ্তদশ: যদি শায়খ হাদীসের ইসনাদ (বর্ণনাসূত্র) উল্লেখ করেন এবং এর মতন (মূল পাঠ) থেকে শুধুমাত্র একটি অংশ উল্লেখ করেন, তারপর বলেন: "(তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেছেন)" অথবা বলেন: "(তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন)" আর তার থেকে বর্ণনাকারী যদি সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করতে চান, তবে এটি পূর্বোল্লেখিত "(মisluhu)" বা "(নাহ্নু)" বলার চেয়েও নিষেধের অধিক উপযুক্ত। সুতরাং, তার পদ্ধতি হবে এই যে, তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করবেন, যেভাবে শায়খ উল্লেখ করেছেন সেভাবে উদ্ধৃত করবেন এবং বলবেন: "(তিনি বলেছেন: তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন)", তারপর বলবেন: "(এবং সম্পূর্ণ হাদীসটি এই এই)", এবং তিনি তা শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করবেন।

وَسَأَلَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيَّ الْمُقَدَّمَ فِي الْفِقْهِ، وَالْأُصُولِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " لَا يَجُوزُ لِمَنْ سَمِعَ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ أَنْ يَرْوِيَ الْحَدِيثَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ عَلَى التَّفْصِيلِ ".

এবং কিছু হাদীস বিশারদ ফিকহ ও উসূলে অগ্রণী আবুল ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মদ আশ-শাফিয়ী-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে (অর্থাৎ ইসনাদ ও কিছু অংশ শুনে, তারপর 'হাদীসটি উল্লেখ করেছেন' শুনে) হাদীস শুনেছে, তার জন্য এর বিস্তারিত শব্দাবলি সহ হাদীস বর্ণনা করা জায়েজ নয়।"

وَسَأَلَ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ أَبَا بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيَّ الْحَافِظَ الْفَقِيهَ، عَمَّنْ قَرَأَ إِسْنَادَ حَدِيثٍ عَلَى الشَّيْخِ، ثُمَّ قَالَ: " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ " هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُحَدِّثَ بِجَمِيعِ الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: إِذَا عَرَفَ الْمُحَدِّثُ، وَالْقَارِئُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ، فَأَرْجُو أَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ، وَالْبَيَانُ أَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَمَا كَانَ.

এবং হাফেজে ফকীহ আবু বকর আল-বারকানী, হাফেজে ফকীহ আবু বকর আল-ইসমাঈলী-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যে শায়খের নিকট একটি হাদীসের ইসনাদ পাঠ করেছে, তারপর শায়খ বলেছেন: "এবং তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেছেন" - এমতাবস্থায় কি তার জন্য সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা জায়েজ হবে? তখন তিনি বললেন: "যদি মুহাদ্দিস এবং পাঠক সেই হাদীসটি জানে, তবে আমি আশা করি তা জায়েজ হবে। তবে, যেমনটি ছিল তেমন করে উল্লেখ করাই অধিক উত্তম।"

(ص: 233)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

قُلْتُ: إِذَا جَوَّزْنَا ذَلِكَ فَالتَّحْقِيقُ فِيهِ أَنَّهُ بِطَرِيقِ الْإِجَازَةِ فِيمَا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ، لَكِنَّهَا إِجَازَةٌ أَكِيدَةٌ قَوِيَّةٌ مِنْ جِهَاتٍ عَدِيدَةٍ، فَجَازَ لِهَذَا مَعَ كَوْنِ أَوَّلِهِ سَمَاعًا إِدْرَاجُ الْبَاقِي عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِفْرَادٍ لَهُ بِلَفْظِ الْإِجَازَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّامِنَ عَشَرَ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ (عَنِ النَّبِيِّ) إِلَى (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَذَا بِالْعَكْسِ، وَإِنْ جَازَتِ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى، فَإِنَّ شَرْطَ ذَلِكَ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ الْمَعْنَى، وَالْمَعْنَى فِي هَذَا مُخْتَلِفٌ.

وَثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ إِذَا كَانَ فِي الْكِتَابِ (النَّبِيُّ)، فَقَالَ الْمُحَدِّثُ: " عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ضَرَبَ وَكَتَبَ " عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ".

وَقَالَ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ: " هَذَا غَيْرُ لَازِمٍ، وَإِنَّمَا اسْتَحَبَّ أَحْمَدُ اتِّبَاعَ الْمُحَدِّثِ فِي لَفْظِهِ، وَإِلَّا فَمَذْهَبُهُ التَّرْخِيصُ فِي ذَلِكَ ". ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَكُونُ فِي الْحَدِيثِ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "، فَيَجْعَلُ الْإِنْسَانُ " قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "، قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.
وَذَكَرَ الْخَطِيبُ بِسَنَدِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَفَّانُ، وَبَهْزٌ، فَجَعَلَا يُغَيِّرَانِ " النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " مِنْ " رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "، فَقَالَ لَهُمَا حَمَّادٌ: أَمَّا أَنْتُمَا فَلَا تَفْقَهَانِ أَبَدًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

আমি বললাম: যদি আমরা এটিকে অনুমোদন করি, তাহলে এর সঠিক ব্যাখ্যা হলো এটি ইজাযাত (অনুমতি) পদ্ধতির মাধ্যমে, যা শাইখ উল্লেখ করেননি। কিন্তু এটি একাধিক দিক থেকে নিশ্চিত ও শক্তিশালী ইজাযাত। অতএব, এর প্রথম অংশ শ্রুত (সামা') হওয়া সত্ত্বেও এর জন্য জায়েজ হয়েছে যে, বাকি অংশকে এর সাথে ইজাযাত শব্দ ব্যবহার না করেই অন্তর্ভুক্ত করা। আর আল্লাহই ভালো জানেন।
আঠারোতম: প্রকাশ্যত এটি জায়েজ নয় যে '(আনিন-নাবিয়্যি)' কে '(আন রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)' এ পরিবর্তন করা, এবং এর বিপরীতও। যদিও অর্থের মাধ্যমে বর্ণনা করা জায়েজ, কারণ এর শর্ত হলো অর্থ ভিন্ন না হওয়া, আর এক্ষেত্রে অর্থ ভিন্ন।
আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি তাঁর পিতাকে দেখেছেন যে, যখন কিতাবে '(আন-নাবিয়্যু)' লেখা থাকত, আর মুহাদ্দিস বলতেন: "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে", তখন তিনি (আহমদ) (কিতাবের 'আন-নাবিয়্যু' অংশটি) কেটে দিতেন এবং লিখতেন "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে"।
আর খতীব আবু বকর বলেছেন: "এটি অবশ্যকরণীয় নয়। বরং আহমদ মুহাদ্দিসের শব্দ অনুসরণের সুপারিশ করতেন, অন্যথায়, তাঁর মাযহাব হলো এক্ষেত্রে শিথিলতা।" তারপর তিনি (খতীব) তাঁর সূত্রে সালিহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণনা করেছেন, সালিহ বলেছেন: আমি আমার পিতাকে বললাম: হাদিসে থাকে "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন", আর মানুষ (তাকে) "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন" বানিয়ে দেয়। তিনি (আহমদ) বললেন: আমি আশা করি, এতে কোনো ক্ষতি নেই।

আর খতীব তাঁর সনদে হাম্মাদ ইবনে সালামা থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হাদিস বর্ণনা করছিলেন, আর তাঁর সামনে ছিলেন আফফান ও বাহজ। তখন তারা দুজন '(রাসুলুল্লাহ ﷺ)' শব্দটিকে '(নবী ﷺ)' শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করতে লাগলেন। তখন হাম্মাদ তাদের দুজনকে বললেন: "তোমরা দুজন কখনোই ফিকাহ বুঝবে না।" আর আল্লাহই ভালো জানেন।

التَّاسِعَ عَشَرَ: إِذَا كَانَ سَمَاعُهُ عَلَى صِفَةٍ فِيهَا بَعْضُ الْوَهْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَهَا فِي حَالَةِ الرِّوَايَةِ، فَإِنَّ فِي إِغْفَالِهَا نَوْعًا مِنَ التَّدْلِيسِ، وَفِيمَا مَضَى لَنَا أَمْثِلَةٌ لِذَلِكَ.

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ مَا إِذَا حَدَّثَهُ الْمُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ فِي حَالَةِ الْمُذَاكَرَةِ، فَلْيَقُلْ: (حَدَّثَنَا فُلَانٌ مُذَاكَرَةً)، أَوْ (حَدَّثَنَاهُ فِي الْمُذَاكَرَةِ)، فَقَدْ كَانَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ مُتَقَدِّمِ الْعُلَمَاءِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنْ حُفَّاظِهِمْ يَمْنَعُونَ مِنْ أَنْ يُحْمَلَ عَنْهُمْ فِي الْمُذَاكَرَةِ شَيْءٌ، مِنْهُمْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، وَرُوِّينَاهُ عَنِ ابنِ الْمُبَارَكِ، وَغَيْرِهِ. وَذَلِكَ لِمَا قَدْ يَقَعُ فِيهَا مِنَ الْمُسَاهَلَةِ، مَعَ أَنَّ الْحِفْظَ خَوَّانٌ، وَلِذَلِكَ امْتَنَعَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَعْلَامِ الْحُفَّاظِ مِنْ رِوَايَةِ مَا يَحْفَظُونَهُ إِلَّا مِنْ كُتُبِهِمْ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْعِشْرُونَ: إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عَنْ رَجُلَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَجْرُوحٌ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، وَأَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَنَسٍ، فَلَا يُسْتَحْسَنُ إِسْقَاطُ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْإِسْنَادِ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرِ الثِّقَةِ، خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَنِ الْمَجْرُوحِ شَيْءٌ لَمْ يَذْكُرْهُ الثِّقَةُ، قَالَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثُمَّ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ.

قَالَ الْخَطِيبُ: " وَكَانَ

التَّاسِعَ عَشَرَ: إِذَا كَانَ سَمَاعُهُ عَلَى صِفَةٍ فِيهَا بَعْضُ الْوَهْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَهَا فِي حَالَةِ الرِّوَايَةِ. فَإِنَّ فِي إِغْفَالِهَا نَوْعًا مِنَ التَّدْلِيسِ. وَفِيمَا مَضَى لَنَا أَمْثِلَةٌ لِذَلِكَ। উনবিংশ: যদি তার শ্রবণে (হাদিস শোনার ক্ষেত্রে) এমন কোনো দুর্বলতা থাকে, তবে বর্ণনা করার সময় তার তা উল্লেখ করা কর্তব্য। কারণ তা গোপন রাখলে তা এক প্রকার তাদলিস (দোষ গোপন করা) হবে। এ বিষয়ে আমাদের কাছে পূর্বে উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ مَا إِذَا حَدَّثَهُ الْمُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ فِي حَالَةِ الْمُذَاكَرَةِ. فَلْيَقُلْ: (حَدَّثَنَا فُلَانٌ مُذَاكَرَةً). أَوْ (حَدَّثَنَاهُ فِي الْمُذَاكَرَةِ). فَقَدْ كَانَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ مُتَقَدِّمِ الْعُلَمَاءِ يَفْعَلُ ذَلِكَ। এর একটি উদাহরণ হলো, যখন কোনো মুহাদ্দিস মুযাকারার (আলোচনা/স্মরণ) সময় স্মৃতি থেকে তাকে হাদিস বর্ণনা করেন, তখন সে যেন বলে: "(অমুক) মুযাকারা সূত্রে আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন" অথবা "তিনি মুযাকারার সময় আমাদের কাছে তা বর্ণনা করেছেন"। কারণ পূর্ববর্তী বহু আলেমই এমনটি করতেন।

وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنْ حُفَّاظِهِمْ يَمْنَعُونَ مِنْ أَنْ يُحْمَلَ عَنْهُمْ فِي الْمُذَاكَرَةِ شَيْءٌ. مِنْهُمْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ. وَرُوِّينَاهُ عَنِ ابنِ الْمُبَارَكِ. وَغَيْرِهِ. وَذَلِكَ لِمَا قَدْ يَقَعُ فِيهَا مِنَ الْمُسَاهَلَةِ. مَعَ أَنَّ الْحِفْظَ خَوَّانٌ. وَلِذَلِكَ امْتَنَعَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَعْلَامِ الْحُفَّاظِ مِنْ رِوَايَةِ مَا يَحْفَظُونَهُ إِلَّا مِنْ كُتُبِهِمْ. مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ। আর তাদের হাফিযদের (স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন আলেম) মধ্যে একটি দল মুযাকারার সময় তাদের থেকে কিছু বর্ণনা করা (গ্রহণ করা) থেকে নিষেধ করতেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন: আব্দুর রহমান ইবন মাহদী এবং আবু যুর'আহ আর-রাযী। আর আমরা ইবনুল মুবারাক ও অন্যান্যদের থেকেও এটি বর্ণনা করেছি। আর তা এজন্য যে, মুযাকারায় শিথিলতা (কম গুরুত্ব) আসতে পারে, তদুপরি, স্মৃতিশক্তি বিশ্বাসঘাতক (ভুলকারী)। আর এ কারণেই অনেক প্রসিদ্ধ হাফিয তারা যা মুখস্থ করেছেন, তা কেবল তাদের কিতাব থেকেই বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

الْعِشْرُونَ: إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عَنْ رَجُلَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَجْرُوحٌ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ. وَأَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ. عَنْ أَنَسٍ. فَلَا يُسْتَحْسَنُ إِسْقَاطُ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْإِسْنَادِ. وَالِاقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرِ الثِّقَةِ. خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَنِ الْمَجْرُوحِ شَيْءٌ لَمْ يَذْكُرْهُ الثِّقَةُ. قَالَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. ثُمَّ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ। বিংশ: যদি হাদিস দুইজন ব্যক্তির সূত্রে হয়, যাদের একজন মাজরুহ (দুর্বল বা অভিযুক্ত বর্ণনাকারী), যেমন যদি তা সাবিত আল-বুনানী এবং আবান ইবন আবী আইয়াশ সূত্রে আনাস (রাঃ) থেকে হয়, তাহলে ইসনাদ (সনদ) থেকে মাজরুহ বর্ণনাকারীকে বাদ দেওয়া এবং শুধু

নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বর্ণনাকারীর উল্লেখ করা পছন্দনীয় নয়। এই আশঙ্কায় যে, মাজরুহ বর্ণনাকারীর কাছ থেকে এমন কিছু থাকতে পারে যা সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারী উল্লেখ করেননি। এমনটিই বলেছেন আহমাদ ইবন হাম্বল, তারপর খতীব আবু বকর।
وَكَانَ قَالَ الْخَطِيبُ: " খতীব বলেছেন: "আর (তা) ছিল

(ص: 235)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي مِثْلِ هَذَا رُبَّمَا أَسْقَطَ الْمَجْرُوحَ مِنَ الْإِسْنَادِ، وَيَذْكُرُ الثِّقَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: " وَآخَرُ " كِنَايَةً عَنِ الْمَجْرُوحِ، قَالَ: " وَهَذَا الْقَوْلُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ ".
قُلْتُ: وَهَكَذَا يَنْبَغِي إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عَنْ رَجُلَيْنِ ثِقَتَيْنِ أَنْ لَا يُسْقِطَ أَحَدَهُمَا مِنْهُ، لِتَطَرُّقِ مِثْلِ الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مَحْذُورُ الْإِسْقَاطِ فِيهِ أَقَلَّ، ثُمَّ لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ فِي الصُّورَتَيْنِ امْتِنَاعَ تَحْرِيمٍ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ اتِّفَاقُ الرِّوَايَتَيْنِ، وَمَا ذُكِرَ مِنَ الِاحْتِمَالِ نَادِرٌ بَعِيدٌ، فَإِنَّهُ مِنَ الْإِدْرَاجِ الَّذِي لَا يَجُوزُ تَعَمُّدُهُ كَمَا سَبَقَ فِي نَوْعِ الْمُدْرَجِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: إِذَا سَمِعَ بَعْضَ حَدِيثٍ مِنْ شَيْخٍ، وَبَعْضَهُ مِنْ شَيْخٍ آخَرَ، فَخَلَطَهُ، وَلَمْ يُمَيِّزْهُ، وَعَزَى الْحَدِيثَ جُمْلَةً إِلَيْهِمَا، مُبَيِّنًا أَنَّ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْضَهُ، وَعَنِ الْآخَرِ بَعْضَهُ، فَذَلِكَ جَائِزٌ، كَمَا فَعَلَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ، حَيْثُ رَوَاهُ، عَنْ عُرْوَةَ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَقَالَ: " وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا، قَالُوا: قَالَتْ:. . . . الْحَدِيثَ ".
ثُمَّ إِنَّهُ مَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِلَّا وَهُوَ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ عَلَى الْإِبْهَامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْرُوحًا لَمْ يَجُزْ

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ এই ধরনের ক্ষেত্রে হয়তো ইসনাদ (সনদ) থেকে মাজরুহ (দুর্বল বা সমালোচিত বর্ণনাকারী) কে বাদ দিতেন এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর উল্লেখ করতেন,

তারপর বলতেন: "এবং অন্যজন", মাজরুহ ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে। তিনি (অন্যজন) বললেন: "এই উক্তিতে কোনো ফায়দা নেই।"
আমি বলি: এবং এমনই হওয়া উচিত যে, যখন হাদীসটি দুজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর সূত্রে বর্ণিত হয়, তখন তাদের একজনকে বাদ দেওয়া যাবে না, উল্লেখিত সম্ভাব্যতার (ঝুঁকির) কারণে, যদিও এতে বাদ দেওয়ার বিপদ কম। তবে উভয় ক্ষেত্রে এটি হারাম হওয়ার মতো নিষেধ নয়; কারণ বাহ্যত দুটি রেওয়ায়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান। আর যে সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা বিরল ও সুদূরপরাহত। কারণ এটি ইদরাজ (সনদে নিজের কথা প্রবেশ করানো)-এর অন্তর্ভুক্ত, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা জায়িজ নয়, যেমনটি মুদরাজ প্রকারের আলোচনায় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।
একুশতম (মাসআলা/প্রসঙ্গ): যখন একজন শাইখের কাছ থেকে হাদীসের কিছু অংশ শুনবে এবং অন্য একজন শাইখের কাছ থেকে তার কিছু অংশ শুনবে, তারপর তা একত্রিত করবে এবং পৃথক করবে না, এবং হাদীসটিকে সম্পূর্ণরূপে উভয়ের দিকেই সম্বন্ধযুক্ত করবে, এই স্পষ্ট করে যে, তাদের একজনের থেকে কিছু অংশ এবং অন্যজনের থেকে কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে, তবে তা জায়িজ। যেমনটি যুহরী (রহ.) হাদীসুল ইফক (অপবাদের হাদীস)-এর ক্ষেত্রে করেছেন, যখন তিনি তা বর্ণনা করেছেন উরওয়াহ, ইবনুল মুসায়্যিব, আলকামাহ ইবনে ওয়াক্কাস আল-লায়সী এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উত্বাহ সূত্রে, আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে। এবং বলেছেন: "তাদের প্রত্যেকেই আমাকে তার হাদীসের একটি অংশ বর্ণনা করেছেন, তারা বলেছেন: আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন:... (সম্পূর্ণ হাদীসটি)"
অতঃপর সেই হাদীসের এমন কোনো অংশ নেই যা এই হুকুমে নেই যে, তিনি তা অস্পষ্টভাবে দুজন বর্ণনাকারীর একজনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এমনকি যদি তাদের একজন মাজরুহ (দুর্বল বা সমালোচিত) হয়, তবে তা জায়িজ হবে না।

الِاحْتِجَاجُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، وَغَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ بَعْدَ اخْتِلَاطِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقِطَ ذِكْرَ أَحَدِ الرَّاوِيَيْنِ، وَيَرْوِيَ الْحَدِيثَ عَنِ الْآخَرِ وَحْدَهُ، بَلْ يَجِبُ ذِكْرُهُمَا جَمِيعًا مَقْرُونًا بِالْإِفْصَاحِ بِأَنَّ بَعْضَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَبَعْضَهُ عَنِ الْآخَرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

مَعْرِفَةُ آدَابِ الْمُحَدِّثِ

وَقَدْ مَضَى طَرَفٌ مِنْهَا اقْتَضَتْهُ الْأَنْوَاعُ الَّتِي قَبْلَهُ.

عِلْمُ الْحَدِيثِ عِلْمٌ شَرِيفٌ، يُنَاسِبُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنَ الشِّيَمِ، وَيُنَافِرُ مَسَاوِيَ الْأَخْلَاقِ، وَمَشَايِنَ الشِّيَمِ، وَهُوَ مِنْ عُلُومِ الْآخِرَةِ لَا مِنْ عُلُومِ الدُّنْيَا. فَمَنْ أَرَادَ التَّصَدِّيَ لِإِسْمَاعِ الْحَدِيثِ، أَوْ لِإِفَادَةِ شَيْءٍ مِنْ عُلُومِهِ، فَلْيُقَدِّمْ تَصْحِيحَ النِّيَّةِ وَإِخْلَاصَهَا، وَلْيُطَهِّرْ قَلْبَهُ مِنَ الْأَغْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَأَدْنَاسِهَا، وَلْيَحْذَرْ بَلِيَّةَ حُبِّ الرِّيَاسَةِ، وَرُعُونَاتِهَا.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي السِّنِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ التَّصَدِّي لِإِسْمَاعِ الْحَدِيثِ، وَالِانْتِصَابُ لِرِوَايَتِهِ، وَالَّذِي نَقُولُهُ: إِنَّهُ مَتَى احْتِيجَ إِلَى مَا عِنْدَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ التَّصَدِّي لِرِوَايَتِهِ، وَنَشْرِهِ، فِي أَيِّ سِنٍّ كَانَ، وَرُوِّينَا عَنِ الْقَاضِي الْفَاضِلِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ رحمه الله أَنَّهُ قَالَ: " الَّذِي يَصِحُّ عِنْدِي مِنْ طَرِيقِ الْأَثَرِ وَالنَّظَرِ، فِي الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ

সে হাদিসের কোনো কিছু দ্বারা যুক্তি দেখানো। আর সেই বিষয়গুলো মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার পর কারো জন্য দুই বর্ণনাকারীর একজনের উল্লেখ বাদ দিয়ে কেবল অন্যজনের সূত্রে হাদিস বর্ণনা করা জায়েজ নয়। বরং তাদের উভয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক, এই সুস্পষ্ট ঘোষণার সাথে যে, এর কিছু অংশ একজনের সূত্রে এবং কিছু অংশ অন্যজনের সূত্রে (বর্ণিত)। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

সাতাশতম প্রকার

মুহাদ্দিসের আদব সম্পর্কিত জ্ঞান

এর কিছু অংশ ইতোমধ্যে গত হয়েছে, যা এর পূর্ববর্তী প্রকারগুলো দাবি করেছিল।

হাদিসশাস্ত্র একটি মহৎ জ্ঞান, যা মহৎ চরিত্র ও সুন্দর স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মন্দ চরিত্র ও খারাপ স্বভাব থেকে দূরে রাখে। এটি আখিরাতের জ্ঞানসমূহের অন্তর্ভুক্ত, দুনিয়ার

জ্ঞানসমূহের নয়। সুতরাং যে হাদিস শোনানোর কাজে আত্মনিয়োগ করতে চায়, অথবা এর কোনো জ্ঞান থেকে ফায়দা দিতে চায়, সে যেন প্রথমে নিয়তকে বিশুদ্ধ করে ও তাতে ইখলাস বজায় রাখে। এবং তার অন্তরকে দুনিয়াবি উদ্দেশ্য ও তার কলুষতা থেকে পবিত্র করে। আর নেতৃত্বের মোহ এবং এর মন্দ প্রবণতা থেকে সাবধান থাকে।

হাদিস শোনানোর কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং তা বর্ণনা করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার যে বয়স, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আর আমরা যা বলি তা হলো: যখন তার নিকট যা আছে তার প্রয়োজন হবে, তখন তার জন্য যেকোনো বয়সেই তা বর্ণনা করা এবং প্রচার করা মুস্তাহাব। এবং আমরা আল-কাদি আল-ফাদিল আবু মুহাম্মাদ ইবনে খাল্লাদ (আল্লাহ তাকে রহম করুন) থেকে বর্ণনা করেছি যে তিনি বলেছেন: "আমার মতে আছার (পূর্ববর্তীদের উক্তি) ও যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে যা সঠিক, সেই সীমার ব্যাপারে যা অর্জন করলে

النَّاقِلُ حَسُنَ بِهِ أَنْ يُحَدِّثَ هو: أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْخَمْسِينَ ; لِأَنَّهَا انْتِهَاءُ الْكُهُولَةِ وَفِيهَا مُجْتَمَعُ الْأَشُدِّ. قَالَ سُحَيْمُ بْنُ وَثِيلٍ:

أَخُو خَمْسِينَ مُجْتَمِعٌ أَشُدِّي ... وَنجَّذَنِي مُدَاوَرَةُ الشُّئُونِ.

قَالَ: " وَلَيْسَ بِمُنْكَرٍ أَنْ يُحَدِّثَ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْأَرْبَعِينَ ; لِأَنَّهَا حَدُّ الِاسْتِوَاءِ وَمُنْتَهَى الْكَمَالِ. نُبِّئَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ. وَفِي الْأَرْبَعِينَ تَتَنَاهَى عَزِيمَةُ الْإِنْسَانِ وَقُوَّتُهُ. وَيَتَوَفَّرُ عَقْلُهُ. وَيَجُودُ رَأْيُهُ ".

وَأَنْكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ خَلَّادٍ. وَقَالَ: كَمْ مِنَ السَّلَفِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ مَنْ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى هَذَا السِّنِّ. وَمَاتَ قَبْلَهُ. وَقَدْ نَشَرَ مِنَ الْحَدِيثِ. وَالْعِلْمِ مَا لَا يُحْصَى هَذَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ تُوُفِّيَ وَلَمْ يُكْمِلِ الْأَرْبَعِينَ. وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لَمْ يَبْلُغِ الْخَمْسِينَ. وَكَذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ.

وَهَذَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ جَلَسَ لِلنَّاسِ ابْنَ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ، وَقِيلَ: ابْنَ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ، وَشُيُوخُهُ أَحْيَاءٌ، وَكَذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ أُخِذَ عَنْهُ الْعِلْمُ فِي سِنِّ الْحَدَاثَةِ، وَانْتَصَبَ لِذَلِكَ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قُلْتُ: مَا ذَكَرَهُ ابْنُ خَلَّادٍ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَالَهُ: فِيمَنْ يَتَصَدَّى لِلتَّحْدِيثِ ابْتِدَاءً مِنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ بَرَاعَةٍ فِي الْعِلْمِ

বর্ণনাকারীর জন্য তখন হাদীস বর্ণনা করা সমীচীন যখন সে পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করে; কারণ এটি মধ্যবয়সের পরিসমাপ্তি এবং এতেই পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞা একত্রিত হয়। সুহাইম ইবন ওয়াসীল বলেছেন:

পঞ্চাশের ভাই, আমার শক্তি সুসংহত ... এবং বিভিন্ন বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আমাকে পরিপক্ক করেছে।

তিনি বললেন: "চল্লিশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর হাদীস বর্ণনা করা অপছন্দনীয় নয়; কারণ এটি ভারসাম্য ও পূর্ণতার চূড়ান্ত সীমা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াত প্রদান করা হয়েছিল যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর ছিল। চল্লিশ বছরে মানুষের সংকল্প ও শক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়, তার বুদ্ধি পরিপক্ক হয় এবং তার মতামত উন্নত হয়।"

তবে কাজী ইয়াদ ইবন খাল্লাদের এই মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন: কত পূর্ববর্তী সলফ এবং তাদের পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ রয়েছেন যারা এই বয়সে পৌঁছাননি এবং এর আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন, অথচ তারা অগণিত হাদীস ও জ্ঞান প্রচার করেছেন! এই উমার ইবন আব্দুল আযীয চল্লিশ বছর পূর্ণ করার আগেই ইন্তিকাল করেছেন।

এবং সাঈদ ইবন জুবাইর পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছাননি। ইবরাহীম আন-নাখায়ীও একই রকম।

আর এই মালেক ইবন আনাস বিশোর্ধ্ব বয়সে মানুষের জন্য (শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে) বসতেন, এবং কেউ কেউ বলেছেন যে, সতের বছর বয়সে; অথচ তখন মানুষের সমাগম প্রচুর ছিল এবং তার শায়খগণ জীবিত ছিলেন। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফিঈ: তার কাছ থেকে অল্প বয়সেও জ্ঞান গ্রহণ করা হয়েছে এবং তিনি এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞাতা।

আমি বলি: ইবন খাল্লাদ যা উল্লেখ করেছেন, তা অগ্রহণযোগ্য নয়। তবে এটি এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, তিনি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে কথাটি বলেছেন যে নিজে থেকে জ্ঞানগত দক্ষতা ছাড়াই হাদীস বর্ণনার জন্য এগিয়ে আসে।

(ص: 238)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

تَعَجَّلَتْ لَهُ قَبْلَ السِّنِّ الَّذِي ذَكَرَهُ، فَهَذَا إِنَّمَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ السِّنِّ الْمَذْكُورِ، فَإِنَّهُ مَظِنَّةُ الِاحْتِيَاجِ إِلَى مَا عِنْدَهُ، وَأَمَّا الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ عِيَاضٌ مِمَّنْ حَدَّثَ قَبْلَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لِبَرَاعَةٍ مِنْهُمْ فِي الْعِلْمِ تَقَدَّمَتْ، ظَهَرَ لَهُمْ مَعَهَا الِاحْتِيَاجُ إِلَيْهِمْ، فَحَدَّثُوا قَبْلَ ذَلِكَ، أَوْ لِأَنَّهُمْ سُئِلُوا ذَلِكَ إِمَّا بِصَرِيحِ السُّؤَالِ، وَإِمَّا بِقَرِينَةِ الْحَالِ.

وَأَمَّا السِّنُّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الْمُحَدِّثُ انْبَغَى لَهُ الْإِمْسَاكُ عَنِ التَّحْدِيثِ فَهُوَ السِّنُّ الَّذِي يُخْشَى عَلَيْهِ فِيهِ مِنَ الْهَرَمِ وَالْخَرَفِ، وَيُخَافُ عَلَيْهِ فِيهِ أَنْ يَخْلِطَ، وَيَرْوِيَ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، وَالنَّاسُ فِي بُلُوغِ هَذِهِ السِّنِّ يَتَفَاوَتُونَ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمْ، وَهَكَذَا إِذَا عَمِيَ، وَخَافَ أَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، فَلْيُمْسِكْ عَنِ الرِّوَايَةِ.

وَقَالَ ابْنُ خَلَّادٍ: أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يُمْسِكَ فِي الثَّمَانِينَ، لِأَنَّهُ حَدُّ الْهَرَمِ، فَإِنْ كَانَ عَقْلُهُ ثَابِتًا، وَرَأْيُهُ مُجْتَمِعًا، يَعْرِفُ حَدِيثَهُ، وَيَقُومُ بِهِ، وَتَحَرَّى أَنْ يُحَدِّثَ احْتِسَابًا رَجَوْتُ لَهُ خَيْرًا.

وَوَجْهُ مَا قَالَهُ أَنَّ مَنْ بَلَغَ الثَّمَانِينَ ضَعُفَ حَالُهُ فِي الْغَالِبِ، وَخِيفَ عَلَيْهِ الِاخْتِلَالُ، وَالْإِخْلَالُ، أَوْ أَنْ لَا يُفْطَنَ لَهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُخَلِّطَ، كَمَا اتَّفَقَ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الثِّقَاتِ، مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ.

এটি তার জন্য উল্লেখিত বয়সের পূর্বেই ত্বরান্বিত হয়েছে; সুতরাং, এটি তার জন্য উল্লেখিত বয়স পূর্ণ করার পরেই উপযুক্ত হবে, কেননা তার (জ্ঞানের) প্রতি প্রয়োজনের সম্ভাবনা থাকে।

আর যারা ইয়ায কর্তৃক উল্লিখিত হয়েছেন এবং এর আগে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বাহ্যত মনে হয় যে, তা তাদের পূর্বেকার জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে হয়েছে, যার সাথে তাদের প্রতি প্রয়োজনের প্রকাশ ঘটেছিল, ফলে তারা এর আগেই হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা এই কারণে যে, তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হয় সুস্পষ্ট প্রশ্নের মাধ্যমে, অথবা পরিস্থিতির ইঙ্গিতের মাধ্যমে।

আর যে বয়সে মুহাদ্দিস পৌঁছলে তার জন্য হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকা উচিত, তা হলো সেই বয়স যখন বার্ধক্য ও স্মৃতিভ্রংশতা নিয়ে তার বিষয়ে আশঙ্কা করা হয়, এবং তার বিষয়ে (বর্ণনায়) মিশ্রণ ঘটার ও যা তার হাদীস নয় তা বর্ণনা করার ভয় করা হয়। আর এই বয়সে পৌঁছার ক্ষেত্রে মানুষ তাদের অবস্থার ভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন হয়। অনুরূপভাবে, যখন সে অন্ধ হয়ে যায় এবং ভয় করে যে, তার হাদীস নয় এমন কিছু তার উপর প্রবেশ করানো হতে পারে, তখন সে যেন রেওয়ায়েত থেকে বিরত থাকে।

আর ইবনু খাল্লাদ বলেছেন: আমার কাছে অধিক পছন্দনীয় যে, সে আশি বছরে (হাদীস বর্ণনা থেকে) বিরত থাকবে, কারণ এটি বার্ধক্যের সীমা। তবে যদি তার জ্ঞান স্থির থাকে, তার মত সুসংহত থাকে, সে তার হাদীস চিনতে পারে এবং তা সংরক্ষণ করতে পারে, এবং সওয়াবের আশায় হাদীস বর্ণনা করার চেষ্টা করে, তবে আমি তার জন্য কল্যাণ আশা করি।

আর তিনি যা বলেছেন তার কারণ হলো, যে আশি বছরে পৌঁছায় তার অবস্থা সাধারণত দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং তার জন্য (স্মৃতিতে) বিশৃঙ্খলা ও ত্রুটি ঘটার আশঙ্কা করা হয়, অথবা তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝা না যায় যতক্ষণ না সে (বর্ণনায়) মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলে, যেমনটি বিশ্বস্তদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটেছে, তাদের মধ্যে আব্দুর রাজ্জাক এবং সাঈদ ইবনু আবি আরুবাহ অন্যতম।

وَقَدْ حَدَّثَ خَلْقٌ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ هَذَا السِّنِّ، فَسَاعَدَهُمُ التَّوْفِيقُ، وَصَحِبَتْهُمُ السَّلَامَةُ، مِنْهُمْ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، فِي عَدَدٍ جَمٍّ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَالْمُتَأَخِّرِينَ. وَفِيهِمْ غَيْرُ وَاحِدٍ حَدَّثُوا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ مِائَةِ سَنَةٍ، مِنْهُمْ: الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، وَأَبُو

الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْهُجَيْمِيُّ، وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ أَنْ يُحَدِّثَ بِحَضْرَةِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِذَلِكَ.

[وَ] كَانَ إِبْرَاهِيمُ، وَالشَّعْبِيُّ إِذَا اجْتَمَعَا لَمْ يَتَكَلَّمْ إِبْرَاهِيمُ بِشَيْءٍ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَكَرِهَ الرِّوَايَةَ بِبَلَدٍ فِيهِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ، لِسِنِّهِ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ.

رُوِّينَا ... عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، قَالَ: " إِذَا حَدَّثْتُ فِي بَلَدٍ فِيهِ مِثْلُ أَبِي مُسْهِرٍ فَيَجِبُ لِلْحَيَاءِ أَنْ تُحْلَقَ " ... . وَعَنْهُ أَيْضًا: " إِنَّ الَّذِي يُحَدِّثُ بِالْبَلْدَةِ - وَفِيهَا مَنْ هُوَ أَوْلَى بِالتَّحْدِيثِ مِنْهُ - فَهُوَ أَحْمَقُ ".

وَيَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ - إِذَا الْتُمِسَ مِنْهُ مَا يَعْلَمُهُ عِنْدَ غَيْرِهِ، فِي بَلَدِهِ، أَوْ غَيْرِهِ، بِإِسْنَادٍ أَعْلَى مِنْ إِسْنَادِهِ، أَوْ أَرْجَحَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ - أَنْ يُعْلِمَ الطَّالِبَ بِهِ، وَيُرْشِدَهُ إِلَيْهِ، فَإِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ.

وَلَا يَمْتَنِعُ مِنْ تَحْدِيثِ أَحَدٍ لِكَوْنِهِ غَيْرَ صَحِيحِ النِّيَّةِ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُرْجَى لَهُ حُصُولُ النِّيَّةِ مِنْ بَعْدُ.

رُوِّينَا عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَطْلُبُ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَيَأْبَى عَلَيْهِ الْعِلْمُ حَتَّى يَكُونَ لِلَّهِ

এবং অনেকেই এই বয়স অতিক্রম করার পরেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহর তাওফীক (ঐশ্বরিক সাহায্য) তাঁদের সহায় হয়েছে এবং কল্যাণ তাঁদের সঙ্গী হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাহাবিগণের মধ্য থেকে আনাস ইবনে মালিক, সাহল ইবনে সা'দ, ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা; এবং মালিক, লাইস, ইবনে উয়াইনা, ও আলী ইবনে আল-জাদ—পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অসংখ্য উলামায়ে কেরামের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে একজন নন, বরং অনেকেই একশো বছর পূর্ণ করার পরেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হাসান ইবনে আরাফাহ, আবুল কাসিম আল-বাগাভী, আবু ইসহাক আল-হুজাইমি, এবং ক্বাযী আবুল তাইয়্যিব আল-তাবারী (আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

অতঃপর, মুহাদ্দিসের জন্য এটি সমীচীন নয় যে, তিনি এমন কারো উপস্থিতিতে হাদীস বর্ণনা করবেন যিনি এ বিষয়ে তাঁর চেয়ে অধিক যোগ্য।

ইব্রাহিম ও শা'বী যখন একত্রিত হতেন, তখন ইব্রাহিম কিছুই বলতেন না (অর্থাৎ, নীরব থাকতেন)। কেউ কেউ এও যোগ করেছেন যে, তিনি (মুহাদ্দিস) এমন কোনো শহরে হাদীস বর্ণনা করা অপছন্দ করতেন যেখানে তাঁর বয়স বা অন্য কোনো কারণে তাঁর চেয়ে অধিক যোগ্য কোনো মুহাদ্দিস আছেন।

আমাদের কাছে ... ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: "যদি আমি এমন কোনো শহরে হাদীস বর্ণনা করি যেখানে আবু মুসহারের মতো (যোগ্য ব্যক্তি) আছেন, তবে আমার দাড়ি মুণ্ডিয়ে ফেলা উচিত।" ...। তাঁর কাছ থেকে আরও বর্ণিত আছে: "যে ব্যক্তি এমন কোনো শহরে হাদীস বর্ণনা করে যেখানে তার চেয়ে হাদীস বর্ণনার জন্য অধিক যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন, সে নির্বোধ।"

এবং মুহাদ্দিসের জন্য এটি সমীচীন যে, যখন তার কাছে এমন কিছু চাওয়া হয় যা তিনি অন্যের কাছে জানেন – সে তার নিজের শহরে হোক বা অন্য কোনো শহরে – এমন একটি ইসনাদ সহ যা তার ইসনাদের চেয়ে উচ্চতর, অথবা অন্য কোনো দিক থেকে অধিক শক্তিশালী, তখন সে শিক্ষার্থীকে সে বিষয়ে অবহিত করবে এবং তাকে সেদিকে পথনির্দেশ করবে। কারণ দ্বীন হলো নসিহত (সদিচ্ছা/পরামর্শ)।

এবং কারো হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকবে না এই কারণে যে, তার নিয়ত (উদ্দেশ্য) বিশুদ্ধ নয়। কারণ আশা করা যায় যে, পরে তার নিয়ত বিশুদ্ধ হবে।

মা'মার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: বলা হতো: "নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করে, কিন্তু জ্ঞান তাকে প্রত্যাখ্যান করে যতক্ষণ না তা আল্লাহর জন্য হয়।"

عَزَّ وَجَلَّ ".

وَلْيَكُنْ حَرِيصًا عَلَى نَشْرِهِ مُبْتَغِيًا جَزِيلَ أَجْرِهِ، وَقَدْ كَانَ فِي السَّلَفِ رضي الله عنهم مَنْ يَتَأَلَّفُ النَّاسُ عَلَى حَدِيثِهِ، مِنْهُمْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما، (وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

وَلْيَقْتَدِ بِمَالِكٍ رضي الله عنه فِيمَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْفُرَاوِيُّ بِنَيْسَابُورَ، قَالَ: أَنَا أَبُو الْمَعَالِي الْفَارِسِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ الْحَافِظُ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: " ... كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحَدِّثَ تَوَضَّأَ، وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِ فِرَاشِهِ، وَسَرَّحَ لِحْيَتَهُ، وَتَمَكَّنَ فِي جُلُوسِهِ بِوَقَارٍ وَهَيْبَةٍ، وَحَدَّثَ ". فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: " أُحِبُّ أَنْ أُعَظِّمَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أُحَدِّثَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ مُتَمَكِّنًا " ... .

وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَدِّثَ فِي الطَّرِيقِ، أَوْ هُوَ قَائِمٌ، أَوْ يَسْتَعْجِلُ، وَقَالَ: " ... أُحِبُّ أَنْ أَتَفَهَّمَ مَا أُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ... - ".

وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِذَلِكَ، وَيَتَبَخَّرُ وَيَتَطَيَّبُ، فَإِنْ رَفَعَ أَحَدٌ صَوْتَهُ فِي مَجْلِسِهِ زَبَرَهُ وَقَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) فَمَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ عِنْدَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَأَنَّمَا رَفَعَ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

তিনি পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত।".

এবং এর প্রচারে সচেষ্ট হওয়া উচিত, এর মহৎ প্রতিদানের প্রত্যাশায়, আর পূর্ববর্তী সালাফগণের মধ্যে, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, এমন ব্যক্তিরা ছিলেন যারা তাঁদের হাদীসের উপর মানুষকে একত্রিত করতেন, তাঁদের মধ্যে উরওয়া ইবন আল-যুবাইর ছিলেন, আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। (আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত)।

আর মালিক (রহঃ)-এর অনুসরণ করা উচিত, যেরূপ আবূল কাসিম আল-ফিরাভি নিশাপুরে আমাদের জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন: আমাকে আবূল মা'আলি আল-ফারিসি জানিয়েছেন, আমাকে আবূ বকর আল-বায়হাকী আল-হাফিয জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন: আমাকে আবূ আবদুল্লাহ আল-হাফিয জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন: আমাকে ইসমাঈল ইবন মুহাম্মাদ ইবন আল-ফাদল ইবন মুহাম্মাদ আশ-শা'রানী অবহিত করেছেন, আমাদের দাদা আমাদের নিকট

বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাদের নিকট ইসমাঈল ইবন আবী উওয়াইস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "... মালিক ইবন আনাস যখন হাদীস বর্ণনা করতে চাইতেন, তখন ওযু করতেন, তাঁর বিছানার উপরে বসতেন, দাড়ি আঁচড়াতেন, এবং অত্যন্ত শান্তভাবে ও গাম্ভীর্যের সাথে সুদৃঢ় হয়ে বসতেন, অতঃপর হাদীস বর্ণনা করতেন।" তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসকে সম্মান করতে পছন্দ করি এবং পাক-পবিত্র না হয়ে ও সুদৃঢ়ভাবে না বসে হাদীস বর্ণনা করি না।" ...। আর তিনি রাস্তায়, বা দাঁড়িয়ে, অথবা তাড়াহুড়া করে হাদীস বর্ণনা করা অপছন্দ করতেন, এবং তিনি বললেন: "... আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বর্ণনা করি তা গভীরভাবে অনুধাবন করতে পছন্দ করি ... -"।

তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি এর (হাদীস বর্ণনার) জন্য গোসল করতেন, ধূপ ব্যবহার করতেন এবং সুগন্ধি লাগাতেন। যদি কেউ তাঁর মজলিসে উচ্চস্বরে কথা বলত, তিনি তাকে ধমক দিতেন এবং বলতেন: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: (হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উচ্চ করো না) সুতরাং, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের নিকট নিজের কণ্ঠস্বর উচ্চ করে, সে যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠস্বরের উপরে নিজের কণ্ঠস্বর উচ্চ করল।

وَرُوِّينَا - أَوْ بَلَغَنَا - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفَقِيهِ أَنَّهُ قَالَ: " الْقَارِئُ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ لِأَحَدٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ".

وَيُسْتَحَبُّ لَهُ مَعَ أَهْلِ مَجْلِسِهِ مَا وَرَدَ ... عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ أَنْ يُقْبِلَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا " ... ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَلَا يَسْرُدُ الْحَدِيثَ سَرْدًا يَمْنَعُ السَّامِعَ مِنْ إِدْرَاكِ بَعْضِهِ، وَلْيَفْتَتِحْ مَجْلِسَهُ، وَلْيَخْتَتِمْهُ بِذِكْرٍ، وَدُعَاءٍ يَلِيقُ بِالْحَالِ، وَمِنْ أَبْلَغِ مَا يَفْتَتِحُهُ بِهِ أَنْ يَقُولَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَكْمَلَ الْحَمْدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَتَمَّانِ، عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ،

كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَائِرِ النَّبِيِّينَ، وَآلِ كُلٍّ، وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ، نِهَايَةَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَهُ السَّائِلُونَ ".

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُحَدِّثِ الْعَارِفِ عَقْدُ مَجْلِسٍ لِإِمْلَاءِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَعْلَى مَرَاتِبِ الرَّاوِينَ، وَالسَّمَاعُ فِيهِ مِنْ أَحْسَنِ وُجُوهِ التَّحَمُّلِ، وَأَقْوَاهَا، وَلْيَتَّخِذْ مُسْتَمْلِيًا يُبَلِّغُ عَنْهُ إِذَا كَثُرَ الْجَمْعُ، فَذَلِكَ دَأْبُ أَكَابِرِ الْمُحَدِّثِينَ الْمُتَصَدِّينَ لِمِثْلِ ذَلِكَ.

وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ: مَالِكٌ، وَشُعْبَةُ، وَوَكِيعٌ، وَأَبُو عَاصِمٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، فِي عَدَدٍ كَثِيرٍ مِنَ الْأَعْلَامِ السَّالِفِينَ.

وَرُوِّينَا - أَوْ بَلَغَنَا - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفَقِيهِ أَنَّهُ قَالَ: " الْقَارِئُ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ لِأَحَدٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ".

عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا حَدَّثَ ... وَيُسْتَحَبُّ لَهُ مَعَ أَهْلِ مَجْلِسِهِ مَا وَرَدَ .. وَاللَّهُ أَعْلَمُ ... " الرَّجُلُ الْقَوْمَ أَنْ يُقْبِلَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا

وَلَا يَسْرُدُ الْحَدِيثَ سَرْدًا يَمْنَعُ السَّامِعَ مِنْ إِدْرَاكِ بَعْضِهِ، وَلْيَفْتَتِحْ مَجْلِسَهُ، وَلْيَخْتَتِمْهُ بِذِكْرٍ، وَدُعَاءٍ يَلِيقُ بِالْحَالِ، وَمِنْ أَبْلَغِ مَا يَفْتَتِحُهُ بِهِ أَنْ يَقُولَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَكْمَلَ الْحَمْدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَتَمَّانِ، عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَائِرِ النَّبِيِّينَ، وَآلِ كُلٍّ، وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ، نِهَايَةَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَهُ السَّائِلُونَ ".

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُحَدِّثِ الْعَارِفِ عَقْدُ مَجْلِسٍ لِإِمْلَاءِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَعْلَى مَرَاتِبِ الرَّاوِينَ، وَالسَّمَاعُ فِيهِ مِنْ أَحْسَنِ وُجُوهِ التَّحَمُّلِ، وَأَقْوَاهَا، وَلْيَتَّخِذْ مُسْتَمْلِيًا يُبَلِّغُ عَنْهُ إِذَا كَثُرَ الْجَمْعُ، فَذَلِكَ دَأْبُ أَكَابِرِ الْمُحَدِّثِينَ الْمُتَصَدِّينَ لِمِثْلِ ذَلِكَ.

وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ: مَالِكٌ، وَشُعْبَةُ، وَوَكِيعٌ، وَأَبُو عَاصِمٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، فِي عَدَدٍ كَثِيرٍ مِنَ الْأَعْلَامِ السَّالِفِينَ.

وَلْيَكُنْ مُسْتَمْلِيهِ مُحَصِّلًا مُتَيَقِّظًا، كَيْلَا يَقَعَ فِي مِثْلِ مَا رُوِّينَا أَنَّ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ سُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ، فَقَالَ: " حَدَّثَنَا بِهِ عِدَّةٌ "، فَصَاحَ بِهِ مُسْتَمْلِيهِ: " يَا أَبَا خَالِدٍ، عِدَّةُ ابْنُ مَنْ؟ "، فَقَالَ لَهُ: " عِدَّةُ ابْنُ فَقَدْتُكَ ".

وَلْيَسْتَمْلِ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ مِنْ كُرْسِيٍّ، أَوْ نَحْوِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ اسْتَمْلَى قَائِمًا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَّبِعَ لَفْظَ الْمُحَدِّثِ، فَيُؤَدِّيَهُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَالْفَائِدَةُ فِي اسْتِمْلَاءِ الْمُسْتَمْلِي تَوَصُّلُ مَنْ يَسْمَعُ لَفْظَ الْمُمْلِي عَلَى بُعْدٍ مِنْهُ إِلَى تَفَهُّمِهِ، وَتَحَقُّقِهِ بِإِبْلَاغِ الْمُسْتَمْلِي.

وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَسْمَعْ إِلَّا لَفْظَ الْمُسْتَمْلِي، فَلَيْسَ يَسْتَفِيدُ بِذَلِكَ جَوَازَ رِوَايَتِهِ لِذَلِكَ عَنِ الْمُمْلِي مُطْلَقًا، مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْحَالِ فِيهِ، وَفِي هَذَا كَلَامٌ قَدْ تَقَدَّمَ فِي النَّوْعِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ.

وَيُسْتَحَبُّ افْتِتَاحُ الْمَجْلِسِ بِقِرَاءَةِ قَارِئٍ لِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، فَإِذَا فَرَغَ اسْتَنْصَتَ الْمُسْتَمْلِي أَهْلَ الْمَجْلِسِ إِنْ كَانَ فِيهِ لَغَطٌ، ثُمَّ يُبَسْمِلُ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ تبارك وتعالى، وَيُصَلِّي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَيَتَحَرَّى الْأَبْلَغَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَى الْمُحَدِّثِ، وَيَقُولُ: مَنْ ذَكَرْتَ

এবং তার শ্রুতিলিপিকার যেন একজন সু-সংগ্রাহক ও সজাগ হন, যাতে তিনি এমন ভুলের শিকার না হন, যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি যে, ইয়াযিদ ইবনে হারুনকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: "আমাদেরকে তা বর্ণনা করেছেন বেশ কয়েকজন।" তখন তার শ্রুতিলিপিকার তাকে ডেকে বললেন: "হে আবু খালিদ, 'আদ্দাতুন' কার পুত্র?" তখন তিনি তাকে বললেন: "তোমার মাতা তোমাকে হারাক (অর্থাৎ, তুমি নির্বোধ)!"

এবং সে যেন একটি উঁচু স্থানে বসে শ্রুতিলিপি গ্রহণ করে, যেমন কুরসি বা অনুরূপ কিছুতে। যদি সে তা না পায়, তবে দাঁড়িয়ে শ্রুতিলিপি গ্রহণ করবে। এবং তার উচিত মুহাদ্দিসের শব্দ অনুসরণ করা, এবং কোনো ভিন্নতা ছাড়া সেটিকে সঠিকভাবে পরিবেশন করা। আর শ্রুতিলিপিকারের শ্রুতিলিপি গ্রহণের উপকারিতা হলো, যিনি মুমল্লির (বর্ণনাকারী) কথা দূর

থেকে শুনছেন, শ্রুতিলিপিকারের পৌঁছানোর মাধ্যমে তিনি যেন তা বুঝতে এবং নিশ্চিত হতে পারেন।

কিন্তু যে কেবল শ্রুতিলিপিকারের শব্দ শুনেছে, তার জন্য এর দ্বারা মুমল্লি (মূল বর্ণনাকারী) থেকে তা বর্ণনা করার অনুমতি সম্পূর্ণরূপে লাভ হয় না, যদি অবস্থা স্পষ্ট করা না হয়। আর এ বিষয়ে আলোচনা চব্বিশতম প্রকারের মধ্যে পূর্বে করা হয়েছে।

এবং মজলিসের সূচনা করা মুস্তাহাব যে, একজন পাঠক মহা কুরআন থেকে কিছু অংশ তিলাওয়াত করবে। অতঃপর যখন সে (পাঠক) শেষ করবে, তখন শ্রুতিলিপিকার মজলিসের লোকদেরকে নীরব থাকতে বলবে, যদি সেখানে শোরগোল থাকে। এরপর সে বিসমিল্লাহ বলবে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার প্রশংসা করবে, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়বে। এবং এ বিষয়ে সবচেয়ে জোরালো ও সুসংক্ষিপ্ত শব্দ চয়ন করবে। এরপর সে মুহাদ্দিসের দিকে ফিরে বলবে: "আপনি কাকে উল্লেখ করেছেন?"

(ص: 243)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

أَوْ مَا ذَكَرْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ، أَوْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، (وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

وَكُلَّمَا انْتَهَى إِلَى ذِكْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ الْخَطِيبُ أَنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِذَلِكَ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى ذِكْرِ الصَّحَابِيِّ قَالَ: " رضي الله عنه ".

وَيَحْسُنُ بِالْمُحَدِّثِ الثَّنَاءُ عَلَى شَيْخِهِ فِي حَالَةِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ بِمَا هُوَ أَهْلٌ لَهُ، فَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ، وَالْعُلَمَاءِ، كَمَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: " حَدَّثَنِي الْبَحْرُ "، وَعَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ قَالَ: " حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ ".

وَأَهَمُّ مِنْ ذَلِكَ الدُّعَاءُ لَهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ، فَلَا يَغْفُلَنَّ عَنْهُ.

وَلَا بَأْسَ بِذِكْرِ مَنْ يَرْوِي عَنْهُ بِمَا يُعْرَفُ بِهِ مِنْ لَقَبٍ، كَغُنْدَرٍ لَقَبِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ صَاحِبِ شُعْبَةَ، وَلُوَيْنٍ لَقَبِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيِّ، أَوْ نِسْبَةٍ إِلَى أُمٍّ عُرِفَ بِهَا،

كَيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ الصَّحَابِيِّ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ، وَمُنْيَةُ أُمُّهُ، وَقِيلَ: جَدَّتُهُ أُمُّ أَبِيهِ، أَوْ وَصْفٍ بِصِفَةِ نَقْصٍ فِي جَسَدِهِ عُرِفَ بِهَا، كَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، إِلَّا مَا يَكْرَهُهُ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا فِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ عُلَيَّةَ، وَهِيَ أُمُّهُ،

অথবা আপনি যা উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, অথবা আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, অথবা এর অনুরূপ কিছু, (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত)।

এবং যখনই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উল্লেখের কাছে পৌঁছতেন, তাঁর উপর দরূদ পড়তেন। এবং খতিব উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এর দ্বারা তাঁর আওয়াজ উচ্চ করতেন। আর যখন কোনো সাহাবীর উল্লেখের কাছে পৌঁছতেন, তখন বলতেন: "আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।"

মুহাদ্দিসের জন্য উত্তম হলো, যখন তার শাইখের থেকে বর্ণনা করেন, তখন এমনভাবে তার প্রশংসা করা যা তার যোগ্য। কারণ সালফে সালেহীন এবং ওলামাদের মধ্যে অনেকেই এমনটি করেছেন। যেমন আতা ইবনে আবি রাবাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে হাদীস বর্ণনা করার সময় বলতেন: "আমার কাছে বর্ণনা করেছেন আল-বাহর (মহাসাগর)।" এবং ওয়াকী' থেকে বর্ণিত যে তিনি বলতেন: "আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান, হাদীসের আমিরুল মু'মিনীন।"

এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, তাকে উল্লেখ করার সময় তার জন্য দু'আ করা, সুতরাং এ ব্যাপারে যেন গাফেল না হয়।

এবং তার থেকে যে বর্ণনা করে, তাকে এমন উপাধি দ্বারা উল্লেখ করা দোষের কিছু নয় যা দ্বারা সে পরিচিত, যেমন গুনদার (শু'বার সঙ্গী মুহাম্মদ ইবনে জাফরের উপাধি), এবং লুওয়াইন (মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আল-মিসসীসীর উপাধি)। অথবা এমন মায়ের দিকে সম্বন্ধ করা যা দ্বারা সে পরিচিত, যেমন সাহাবী ইয়া'লা ইবনে মুনইয়াহ (যদিও তিনি উমাইয়্যার পুত্র, এবং মুনইয়াহ ছিলেন তাঁর মা, এবং বলা হয়েছে: তিনি তার দাদী বা বাবার মা ছিলেন)। অথবা তার শরীরের কোনো ত্রুটিপূর্ণ গুণ দ্বারা বর্ণনা করা, যা দ্বারা সে পরিচিত, যেমন সুলাইমান আল-আ'মাশ (দৃষ্টিহীন) এবং আসিম আল-আহওয়াল (একচোখা বা ট্যারা)। তবে এর মধ্যে যা তিনি অপছন্দ করেন, তা ব্যতীত, যেমন ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহিম, যিনি ইবনে উলাইয়াহ নামে পরিচিত, এবং উলাইয়াহ ছিলেন তাঁর মা।

وَقِيلَ: أُمُّ أُمِّهِ، رُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ "، فَنَهَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَقَالَ: " قُلْ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى أُمِّهِ "، فَقَالَ: " قَدْ قَبِلْنَا مِنْكَ يَا مُعَلِّمَ الْخَيْرِ ".

وَقَدِ اسْتُحِبَّ لِلْمُمْلِي أَنْ يَجْمَعَ فِي إِمْلَائِهِ بَيْنَ الرِّوَايَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ شُيُوخِهِ، مُقَدِّمًا لِلْأَعْلَى إِسْنَادًا، أَوِ الْأَوْلَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَيُمْلِيَ عَنْ كُلِّ شَيْخٍ مِنْهُمْ حَدِيثًا وَاحِدًا وَيَخْتَارُ مَا عَلَا سَنَدُهُ وَقَصُرَ مَتْنُهُ، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ، وَأَلْيَقُ، وَيَنْتَقِيَ مَا يُمْلِيهِ وَيَتَحَرَّى الْمُسْتَفَادَ مِنْهُ، وَيُنَبِّهَ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ فَائِدَةٍ، وَعُلُوٍّ، وَفَضِيلَةٍ، وَيَتَجَنَّبَ مَا لَا تَحْتَمِلُهُ عُقُولُ الْحَاضِرِينَ، وَمَا يُخْشَى فِيهِ مِنْ دُخُولِ الْوَهْمِ عَلَيْهِمْ فِي فَهْمِهِ.

وَكَانَ مِنْ عَادَةِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْمَذْكُورِينَ خَتْمُ الْإِمْلَاءِ بِشَيْءٍ مِنَ الْحِكَايَاتِ، وَالنَّوَادِرِ، وَالْإِنْشَادَاتِ بِأَسَانِيدِهَا، وَذَلِكَ حَسَنٌ، (وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

وَإِذَا قَصَّرَ الْمُحَدِّثُ عَنْ تَخْرِيجِ مَا يُمْلِيهِ، فَاسْتَعَانَ بِبَعْضِ حُفَّاظِ وَقْتِهِ، فَخَرَّجَ لَهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

قَالَ الْخَطِيبُ: " كَانَ جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِنَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ".

وَإِذَا نَجَزَ الْإِمْلَاءُ فَلَا غِنَى عَنْ مُقَابَلَتِهِ، وَإِتْقَانِهِ وَإِصْلَاحِ مَا فَسَدَ مِنْهُ بِزَيْغِ الْقَلَمِ، وَطُغْيَانِهِ.

এবং বলা হয়েছে: তাঁর মায়ের মা। আমাদের কাছে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন: "আমাদেরকে ইসমাঈল ইবনু উলাইয়া বর্ণনা করেছেন।" তখন আহমাদ ইবনু হাম্বল তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন: "বলুন: ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম, কেননা আমার কাছে পৌঁছেছে যে, তিনি তাঁর মায়ের দিকে নিসবত (সম্পর্কিত করা) অপছন্দ করতেন।" তখন তিনি বললেন: "হে কল্যাণের শিক্ষক, আমরা আপনার কথা গ্রহণ করলাম।"

এবং মুমলী (শ্রুতলেখক)-এর জন্য পছন্দনীয় যে, তিনি তাঁর ইমলাতে (লিখিতকরণ/ডিকটেশনে) তাঁর একাধিক শাইখের (শিক্ষকের) থেকে বর্ণিত বিষয়সমূহ

একত্রিত করবেন, সনদগতভাবে উচ্চতরটিকে অথবা অন্য কোনো দিক থেকে অগ্রগণ্যটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে। এবং তাদের প্রত্যেক শাইখ থেকে একটি করে হাদীস বর্ণনা করবেন এবং এমনটি নির্বাচন করবেন যার সনদ উচ্চ এবং মাতন (মূল পাঠ) সংক্ষিপ্ত; কেননা এটি অধিক সুন্দর ও উপযুক্ত। এবং যা তিনি বর্ণনা করবেন তা সতর্কতার সাথে চয়ন করবেন, তার থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো যাচাই করবেন এবং তাতে যে উপকার, উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, সেদিকে ইঙ্গিত করবেন। এবং তিনি এমন বিষয় পরিহার করবেন যা উপস্থিত শ্রোতাদের বুদ্ধি ধারণ করতে সক্ষম নয় এবং যে বিষয়ে তাদের উপলব্ধিতে ভুল ধারণার প্রবেশ করার আশঙ্কা থাকে। উল্লিখিতদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির অভ্যাস ছিল যে, তাঁরা ইমলা শেষ করতেন কিছু গল্প, বিরল ঘটনা ও কাব্য আবৃত্তি দ্বারা, সেগুলোর সনদসহ। আর এটি উত্তম। (আল্লাহই সর্বজ্ঞ)।
যদি মুহাদ্দিস তাঁর শ্রুতিলিখিত বিষয়গুলো থেকে হাদীস বের করতে (তখরীজ করতে) অক্ষম হন, তখন যদি তিনি তাঁর সময়ের কিছু হাফিজের (হাদীস মুখস্থকারী) সাহায্য গ্রহণ করেন এবং তারা তার জন্য তা বের করে দেন, তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।
খতীব বলেছেন: "আমাদের শাইখদের একটি দল এমনটি করতেন।"
এবং যখন ইমলা সমাপ্ত হয়, তখন তার মুক্বাবালা (মূল পাণ্ডুলিপির সাথে তুলনা) এবং নির্ভুলতা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। এবং কলমের ত্রুটি বা অতিরিক্ততার কারণে যা কিছু ভুল হয়েছে, তা সংশোধন করা আবশ্যক।

(ص: 245)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

هَذِهِ عُيُونٌ مِنْ آدَابِ الْمُحَدِّثِ، اجْتَزَأْنَا بِهَا مُعْرِضِينَ عَنِ التَّطْوِيلِ بِمَا لَيْسَ مِنْ مُهِمَّاتِهَا، أَوْ هُوَ ظَاهِرٌ لَيْسَ مِنْ مُسْتَبْهِمَاتِهَا، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ، وَالْمُعِينُ، وَهُوَ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

مَعْرِفَةُ آدَابِ طَالِبِ الْحَدِيثِ

وَقَدِ انْدَرَجَ طَرَفٌ مِنْهُ فِي ضِمْنِ مَا تَقَدَّمَ.

فَأَوَّلُ مَا عَلَيْهِ تَحْقِيقُ الْإِخْلَاصِ، وَالْحَذَرُ مِنْ أَنْ يَتَّخِذَهُ وُصْلَةً إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةِ.

رُوِّينَا ... عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ لِغَيْرِ اللَّهِ مُكِرَ بِهِ " .... .

وَرُوِّينَا ... عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " مَا أَعْلَمُ عَمَلًا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ الْحَدِيثِ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهَ بِهِ ... ". وَرُوِّينَا نَحْوَهُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ رضي الله عنه.

وَمِنْ أَقْرَبِ الْوُجُوهِ فِي إِصْلَاحِ النِّيَّةِ فِيهِ مَا رُوِّينَا ... عَنْ أَبِي عَمْرٍو إِسْمَاعِيلَ بْنِ نُجَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنَ حَمْدَانَ، وَكَانَا عَبْدَيْنِ صَالِحَيْنِ، فَقَالَ لَهُ: " بِأَيِّ نِيَّةٍ أَكْتُبُ الْحَدِيثَ؟ " فَقَالَ: " أَلَسْتُمْ

এগুলো মুহাদ্দিসের আদব সম্পর্কিত নির্বাচিত অংশ। আমরা অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘকরণ পরিহার করে এর উপরই নির্ভর করেছি, কারণ তা এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত নয় অথবা তা স্পষ্ট যা এর অস্পষ্ট বিষয়াবলীর মধ্যে পড়ে না। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা ও সাহায্যকারী এবং তিনিই সর্বাধিক অবগত।

আঠাশতম প্রকার

হাদীস অন্বেষণকারীর আদব পরিচিতি

এর কিছু অংশ পূর্বে আলোচিত বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সুতরাং তার প্রথম কর্তব্য হলো ইখলাস (নিষ্ঠা) প্রতিষ্ঠা করা এবং পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে এটিকে গ্রহণ করা থেকে সতর্ক থাকা।

আমরা ... হাম্মাদ ইবনে সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হাদীস অন্বেষণ করবে, তাকে ধোঁকা দেওয়া হবে।" ... .

এবং আমরা ... সুফিয়ান সাওরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: "আমি এমন কোনো আমল জানি না যা হাদীস অন্বেষণের চেয়ে উত্তম, যে ব্যক্তি এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় ...।" এবং আমরা ইবনুল মুবারক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছি।

এবং এতে (হাদীস অন্বেষণে) নিয়ত বিশুদ্ধ করার নিকটতম উপায়গুলির মধ্যে একটি হলো যা আমরা ... আবু আমর ইসমাইল ইবনে নুজাইদ থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি আবু জা'ফর আহমদ ইবনে হামদানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন – আর তারা উভয়েই সৎ বান্দা ছিলেন – তিনি তাকে বললেন: "আমি কোন নিয়তে হাদীস লিখব?" তখন তিনি বললেন: "তোমরা কি...

(ص: 246)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

تَرْوُونَ أَنَّ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ؟ " قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: " فَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسُ الصَّالِحِينَ " ... .

وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ تبارك وتعالى التَّيْسِيرَ، وَالتَّأْيِيدَ، وَالتَّوْفِيقَ، وَالتَّسْدِيدَ، وَلْيَأْخُذْ نَفْسَهُ بِالْأَخْلَاقِ الزَّكِيَّةِ، وَالْآدَابِ الْمَرْضِيَّةِ، فَقَدْ رُوِّينَا ... عَنْ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ، قَالَ: " مَنْ طَلَبَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَدْ طَلَبَ أَعْلَى أُمُورِ الدِّينِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ النَّاسِ " ... .

وَفِي السِّنِّ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ الِابْتِدَاءُ بِسَمَاعِ الْحَدِيثِ، وَبِكِتْبَتِهِ اخْتِلَافٌ، سَبَقَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ النَّوْعِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ.

وَإِذَا أَخَذَ فِيهِ فَلْيُشَمِّرْ عَنْ سَاقِ جُهْدِهِ، وَاجْتِهَادِهِ، وَيَبْدَأُ بِالسَّمَاعِ مِنْ أَسْنَدِ شُيُوخِ مِصْرِهِ، وَمِنَ الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى مِنْ حَيْثُ الْعِلْمُ، أَوِ الشُّهْرَةُ، أَوِ الشَّرَفُ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ.

وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سَمَاعِ الْعَوَالِي وَالْمُهِمَّاتِ الَّتِي بِبَلَدِهِ فَلْيَرْحَلْ إِلَى غَيْرِهِ.

رُوِّينَا ... عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: " أَرْبَعَةٌ لَا تُؤْنِسُ مِنْهُمْ رُشْدًا: حَارِسُ الدَّرْبِ، وَمُنَادِي الْقَاضِي، وَابْنُ الْمُحَدِّثِ، وَرَجُلٌ يَكْتُبُ فِي بَلَدِهِ وَلَا يَرْحَلُ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ " ... .

وَرُوِّينَا ... عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: " أَيَرْحَلُ

আপনারা কি বর্ণনা করেন যে, নেককারদের স্মরণকালে রহমত অবতীর্ণ হয়?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই নেককারদের সর্দার।" ... ।

এবং সে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার কাছে সহজীকরণ, সমর্থন, তৌফিক এবং সঠিক পথপ্রদর্শন কামনা করবে। এবং সে নিজেকে পবিত্র চারিত্রিক গুণাবলী ও পছন্দনীয় শিষ্টাচার দ্বারা সজ্জিত করবে। কেননা আমরা ... আবু আসিম আন-নাবিল থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি এই হাদীস অন্বেষণ করে, সে প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের সর্বোচ্চ বিষয় অন্বেষণ করে। সুতরাং তার উচিত হবে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম হওয়া।" ... ।

যে বয়সে হাদীস শোনা এবং লেখার সূচনা করা মুস্তাহাব, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এর ব্যাখ্যা চব্বিশতম প্রকারের শুরুতে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আর যখন সে এতে প্রবৃত্ত হবে, তখন সে তার সকল চেষ্টা ও পরিশ্রমের হাত গুটিয়ে নেবে (অর্থাৎ পূর্ণ উদ্যমে কাজ করবে)। এবং তার শহরের সবচেয়ে শক্তিশালী সনদবিশিষ্ট শাইখদের থেকে শোনা শুরু করবে। এবং জ্ঞান, খ্যাতি, মর্যাদা অথবা অন্য কোনো দিক থেকে ক্রমান্বয়ে অগ্রগণ্যদের থেকে (শোনা শুরু করবে)।

আর যখন সে তার শহরে উচ্চতর (সনদযুক্ত) ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শোনা শেষ করবে, তখন সে অন্য শহরে যাত্রা করবে।

আমরা ... ইয়াহইয়া ইবন মাঈন থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: "চার ব্যক্তি, যাদের থেকে আপনি কোনো কল্যাণ আশা করতে পারেন না: রাস্তার প্রহরী, বিচারকের ঘোষক, মুহাদ্দিসের ছেলে এবং যে ব্যক্তি তার নিজ শহরে বসে লেখে এবং হাদীসের সন্ধানে যাত্রা করে না।" ... ।

এবং আমরা ... আহমদ ইবন হাম্বল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছি যে, তাকে বলা হয়েছিল: "সে কি যাত্রা করবে..."

(ص: 247)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الرَّجُلُ فِي طَلَبِ الْعُلُوِّ؟ " فَقَالَ: " بَلَى، وَاللَّهِ شَدِيدًا، لَقَدْ كَانَ عَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ يَبْلُغُهُمَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، فَلَا يُقْنِعُهُمَا حَتَّى يَخْرُجَا إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه فَيَسْمَعَانِهِ مِنْهُ " ... ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْفَعُ الْبَلَاءَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِرِحْلَةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ " ... .

وَلَا يَحْمِلَنَّهُ الْحِرْصُ، وَالشَّرَهُ عَلَى التَّسَاهُلِ فِي السَّمَاعِ، وَالتَّحَمُّلِ، وَالْإِخْلَالِ بِمَا يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ.

وَلْيَسْتَعْمِلْ مَا يَسْمَعُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، فَذَلِكَ زَكَاةُ الْحَدِيثِ، عَلَى مَا رُوِّينَا ... عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ بِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْحَافِي رضي الله عنه، وَرُوِّينَا عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: " يَا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ، أَدُّوا زَكَاةَ هَذَا الْحَدِيثِ، اعْمَلُوا مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ حَدِيثٍ بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ " ... .

وَرُوِّينَا ... عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: " إِذَا بَلَغَكَ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَاعْمَلْ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ " ... .

وَرُوِّينَا عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ: " إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَحْفَظَ الْحَدِيثَ فَاعْمَلْ بِهِ " ... .

وَلْيُعَظِّمْ شَيْخَهُ، وَمَنْ يَسْمَعُ مِنْهُ، فَذَلِكَ مِنْ إِجْلَالِ الْحَدِيثِ، وَالْعِلْمِ، وَلَا يُثْقِلْ عَلَيْهِ، وَلَا يُطَوِّلْ بِحَيْثُ يُضْجِرُهُ، فَإِنَّهُ يُخْشَى عَلَى

মানুষ কি উচ্চতার সন্ধানে থাকে?" তখন তিনি বললেন: "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, তীব্রভাবে! নিশ্চয়ই `আলকামা` এবং `আল-আসওয়াদ`-এর কাছে `উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু` থেকে হাদীস পৌঁছাতো, কিন্তু তা তাদের সন্তুষ্ট করতো না যতক্ষণ না তারা `উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু`-এর কাছে যেতেন এবং তাঁর কাছ থেকে সরাসরি শুনতেন।" ... আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আর ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এই উম্মত থেকে বিপদাপদ দূর করে দেন হাদীসবিদগণের সফরের কারণে।" ... ।

আর যেন তার আগ্রহ ও প্রখর আকাঙ্ক্ষা তাকে হাদীস শোনা ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শিথিলতা এবং এ বিষয়ে তার উপর যা শর্ত করা হয়েছে তা লঙ্ঘনের দিকে প্ররোচিত না করে, যেমনটি পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আর সে যেন নামাজ, তাসবীহ এবং অন্যান্য নেক আমল সম্পর্কিত যে হাদীসগুলো শুনেছে সেগুলোর উপর আমল করে। কেননা এটাই হলো হাদীসের যাকাত, যেমনটি আমরা ... পুণ্যবান বান্দা বিশ্‌র ইবনে আল-হারিথ আল-হাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছি। আর আমরা তাঁর থেকে আরও বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: "হে হাদীসবিদগণ, এই

হাদীসের যাকাত আদায় করো, তোমরা প্রতি দুইশো হাদীস থেকে পাঁচটি হাদীসের উপর আমল করো।" ... ।

আর আমরা ... আমর ইবনে কায়স আল-মুলাই রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন: "যদি তোমার কাছে কোনো কল্যাণকর বিষয় পৌঁছায়, তবে তার উপর আমল করো, যদিও একবার হয়, তাহলে তুমি তার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" ... ।

আর আমরা ওয়াকী থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন: "যদি তুমি হাদীস মুখস্থ করতে চাও, তবে তার উপর আমল করো।" ... ।

আর সে যেন তার শায়েখকে এবং যার কাছ থেকে শুনে থাকে তাকে সম্মান করে। কেননা এটা হাদীস ও ইলমের প্রতি শ্রদ্ধার অংশ। আর সে যেন তাকে ভারাক্রান্ত না করে এবং এতটা দীর্ঘায়িত না করে যাতে তাকে বিরক্ত করে তোলে। কারণ তার উপর আশঙ্কা করা হয়

(ص: 248)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

فَاعِلِ ذَلِكَ أَنْ يُحْرَمَ الِانْتِفَاعَ، وَقَدْ رُوِّينَا ... عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ " ... ، (وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

وَمَنْ ظَفِرَ مِنَ الطَّلَبَةِ بِسَمَاعِ شَيْخٍ فَكَتَمَهُ غَيْرَهُ، لِيَنْفَرِدَ بِهِ عَنْهُمْ، كَانَ جَدِيرًا بِأَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِهِ، وَذَلِكَ مِنَ اللُّؤْمِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ جَهَلَةُ الطَّلَبَةِ الْوُضَعَاءِ، وَمِنْ أَوَّلِ فَائِدَةِ طَلَبِ الْحَدِيثِ الْإِفَادَةُ، رُوِّينَا ... عَنْ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: " مِنْ بَرَكَةِ الْحَدِيثِ إِفَادَةُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا " ... .

وَرُوِّينَا ... عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَاهْوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ فِي جَمَاعَةٍ: " انْسَخْ مِنْ كِتَابِهِمْ مَا قَدْ قَرَأْتُ، فَقَالُ: إِنَّهُمْ لَا يُمَكِّنُونَنِي، قَالَ: إِذًا وَاللَّهِ لَا يُفْلِحُونَ، قَدْ رَأَيْنَا أَقْوَامًا مَنَعُوا هَذَا السَّمَاعَ، فَوَاللَّهِ مَا أَفْلَحُوا، وَلَا أَنْجَحُوا " ... .

قُلْتُ: وَقَدْ رَأَيْنَا نَحْنُ أَقْوَامًا مَنَعُوا السَّمَاعَ فَمَا أَفْلَحُوا، وَلَا أَنْجَحُوا، وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَلَا يَكُنْ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ، أَوِ الْكِبْرُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الطَّلَبِ. وَقَدْ رُوِّينَا ... عَنْ مُجَاهِدٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَتَعَلَّمُ مُسْتَحٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ " ... ، وَرُوِّينَا ... عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِهِ رضي الله عنهما أَنَّهُمَا قَالَا: " مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ " ... .

وَلَا يَأْنَفْ مِنْ أَنْ يَكْتُبَ عَمَّنْ دُونَهُ مَا يَسْتَفِيدُهُ مِنْهُ. رُوِّينَا ... عَنْ

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ كَانَ لِلشَّيْطَانِ ... فَاعِلِ ذَلِكَ أَنْ يُحْرَمَ الِانْتِفَاعَ، وَقَدْ رُوِّينَا (وَاللَّهُ أَعْلَمُ)، ... " فِيهِ نَصِيبٌ

وَمَنْ ظَفِرَ مِنَ الطَّلَبَةِ بِسَمَاعِ شَيْخٍ فَكَتَمَهُ غَيْرَهُ، لِيَنْفَرِدَ بِهِ عَنْهُمْ، كَانَ جَدِيرًا بِأَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِهِ، وَذَلِكَ عَنْ ... مِنَ اللُّؤْمِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ جَهَلَةُ الطَّلَبَةِ الْوُضَعَاءِ، وَمِنْ أَوَّلِ فَائِدَةِ طَلَبِ الْحَدِيثِ الْإِفَادَةُ. رُوِّينَا ... " مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: " مِنْ بَرَكَةِ الْحَدِيثِ إِفَادَةُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا ... .

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَاهْوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ فِي جَمَاعَةٍ: " انْسَخْ مِنْ ... وَرُوِّينَا كِتَابِهِمْ مَا قَدْ قَرَأْتُ، فَقَالُ: إِنَّهُمْ لَا يُمَكِّنُونَنِي، قَالَ: إِذًا وَاللَّهِ لَا يُفْلِحُونَ، قَدْ رَأَيْنَا أَقْوَامًا مَنَعُوا هَذَا السَّمَاعَ، فَوَاللَّهِ مَا أَفْلَحُوا، وَلَا أَنْجَحُوا " ... .

قُلْتُ: وَقَدْ رَأَيْنَا نَحْنُ أَقْوَامًا مَنَعُوا السَّمَاعَ فَمَا أَفْلَحُوا، وَلَا أَنْجَحُوا، وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

عَنْ مُجَاهِدٍ رضي الله عنه ... وَلَا يَكُنْ مِمَّنْ يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ، أَوِ الْكِبْرُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الطَّلَبِ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِهِ رضي الله ... ، وَرُوِّينَا ... " أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَتَعَلَّمُ مُسْتَحٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ " ... عنهما أَنَّهُمَا قَالَا: " مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ " ... .

عَنْ ... وَلَا يَأْنَفْ مِنْ أَنْ يَكْتُبَ عَمَّنْ دُونَهُ مَا يَسْتَفِيدُهُ مِنْهُ. رُوِّينَا

وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَنْبُلُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ حَتَّى يَكْتُبَ عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُ وَعَمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ، وَعَمَّنْ هُوَ دُونَهُ " ... ، وَلَيْسَ بِمُوَفَّقٍ مَنْ ضَيَّعَ شَيْئًا مِنْ وَقْتِهِ فِي الِاسْتِكْثَارِ مِنَ الشُّيُوخِ، لِمُجَرَّدِ اسْمِ الْكَثْرَةِ وَصِيتِهَا.

وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ ... قَوْلُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ: " إِذَا كَتَبْتَ فَقَمِّشْ، وَإِذَا حَدَّثْتَ فَفَتِّشْ " ... .

وَلْيَكْتُبْ، وَلْيَسْمَعْ مَا يَقَعُ إِلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ أَوْ جُزْءٍ عَلَى التَّمَامِ، وَلَا يَنْتَخِبْ. فَقَدْ ... قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ رضي الله عنه: " مَا انْتَخَبْتُ عَلَى عَالَمٍ قَطُّ إِلَّا نَدِمْتُ " ... . وَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُنْتَخَبُ عَلَى عَالَمٍ إِلَّا بِذَنْبٍ "، وَرُوِّينَا - أَوْ بَلَغَنَا - ... عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: " سَيَنْدَمُ الْمُنْتَخِبُ فِي الْحَدِيثِ حِينَ لَا تَنْفَعُهُ النَّدَامَةُ " ... . فَإِنْ ضَاقَتْ بِهِ الْحَالُ عَنِ الِاسْتِيعَابِ، وَأُحْوِجَ إِلَى الِانْتِقَاءِ، وَالِانْتِخَابِ، تَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ إِنْ كَانَ أَهْلًا مُمَيِّزًا، عَارِفًا بِمَا يَصْلُحُ لِلِانْتِقَاءِ، وَالِاخْتِيَارِ، وَإِنْ كَانَ قَاصِرًا عَنْ ذَلِكَ اسْتَعَانَ بِبَعْضِ الْحُفَّاظِ لِيَنْتَخِبَ لَهُ. وَقَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ مُتَصَدِّينَ لِلِانْتِقَاءِ عَلَى الشُّيُوخِ، وَالطَّلَبَةُ تَسْمَعُ وَتَكْتُبُ بِانْتِخَابِهِمْ، مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أُرْمَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ بِعُبَيْدٍ الْعِجْلِ، وَأَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْجِعَابِيُّ، فِي آخَرِينَ.

ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "হাদীসশাস্ত্রের কোনো ব্যক্তি মহৎ হতে পারে না, যতক্ষণ না সে তার ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি, তার সমকক্ষ ব্যক্তি এবং তার নিম্নস্তরের ব্যক্তির থেকে (হাদীস) লিপিবদ্ধ করে।" ... এবং সে সফলকাম নয় যে কেবল সংখ্যার আধিক্য ও তার প্রসিদ্ধির জন্য শায়খদের থেকে বেশি সংগ্রহ করতে গিয়ে তার সময়ের কিছু অংশ নষ্ট করে।

এবং এর (অর্থাৎ সংখ্যার জন্য সময় নষ্ট করার) অন্তর্ভুক্ত নয় ... আবূ হাতিম আর-রাযীর উক্তি: "যখন তুমি লিখবে, তখন সবকিছু একত্রিত করো, এবং যখন তুমি বর্ণনা করবে, তখন যাচাই-বাছাই করো।" ... .

এবং সে যেন কোনো পূর্ণাঙ্গ কিতাব বা জুয (গ্রন্থের অংশ) থেকে যা তার কাছে আসে, তা সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করে এবং শুনে, আর যেন বাছাই না করে। কেননা ... ইবনুল মুবারাক (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন) বলেছেন: "আমি কখনো কোনো আলেমের (হাদীস) থেকে বাছাই করে নেইনি, তবে আমি অনুতপ্ত হয়েছি।" ... এবং আমরা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: "কোনো আলেমের (হাদীস) থেকে বাছাই করা হয় না, পাপ ছাড়া।" এবং আমরা বর্ণনা করেছি - অথবা আমাদের কাছে পৌঁছেছে - ... ইয়াহইয়া ইবনু মা'ইন থেকে যে, তিনি বলেছেন: "হাদীস বাছাইকারী ব্যক্তি অনুতপ্ত হবে যখন তার অনুশোচনা কোনো কাজে আসবে না।" ... .

তবে যদি পরিস্থিতি তাকে সব গ্রহণ করা থেকে বাধা দেয় এবং সে বাছাই ও নির্বাচন করতে বাধ্য হয়, তাহলে সে নিজেই এই দায়িত্ব নেবে, যদি সে যোগ্য ও বিচক্ষণ হয় এবং যা বাছাই ও নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত তা সম্পর্কে অবগত হয়। আর যদি সে এ বিষয়ে দুর্বল হয়, তাহলে সে কিছু হাফিযের সাহায্য নেবে যাতে তারা তার জন্য বাছাই করে দেয়। এবং অনেক হাফিয ছিলেন যারা শায়খদের থেকে বাছাই করার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, আর ছাত্ররা তাদের বাছাই অনুযায়ী শুনতো ও লিখতো। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবরাহীম ইবনু উরমাহ আল-আসফাহানী, আবূ আব্দুল্লাহ আল-হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ, যিনি উবায়েদ আল-ইজলী নামে পরিচিত, আবুল হাসান আদ-দারাকুতনী, আবূ বকর আল-জি'আবী, এবং অন্যান্যরা।

وَكَانَتِ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِرَسْمِ الْحَافِظِ عَلَامَةً فِي أَصْلِ الشَّيْخِ عَلَى مَا يَنْتَخِبُهُ. فَكَانَ النُّعَيْمِيُّ أَبُو الْحَسَنِ يُعَلِّمُ بِصَادٍ مَمْدُودَةٍ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ بِطَاءٍ مَمْدُودَةٍ، وَأَبُو الْفَضْلِ الْفَلَكِيُّ بِصُورَةِ هَمْزَتَيْنِ، وَكُلُّهُمْ يُعَلِّمُ بِحِبْرٍ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُمْنَى مِنَ الْوَرَقَةِ. وَعَلَّمَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُسْرَى بِخَطٍّ عَرِيضٍ بِالْحُمْرَةِ، وَكَانَ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيُّ الْحَافِظُ يُعَلِّمُ بِخَطٍّ صَغِيرٍ بِالْحُمْرَةِ عَلَى أَوَّلِ إِسْنَادِ الْحَدِيثِ، وَلَا حَجْرَ فِي ذَلِكَ وَلِكُلٍّ الْخِيَارُ.

ثُمَّ لَا يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْحَدِيثِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى سَمَاعِ الْحَدِيثِ، وَكَتْبِهِ دُونَ مَعْرِفَتِهِ، وَفَهْمِهِ، فَيَكُونُ قَدْ أَتْعَبَ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْفَرَ بِطَائِلٍ، وَبِغَيْرِ أَنْ يَحْصُلَ فِي عِدَادِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، بَلْ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ صَارَ مِنَ الْمُتَشَبِّهِينَ الْمَنْقُوصِينَ، الْمُتَحَلِّيْنَ بِمَا هُمْ مِنْهُ عَاطِلُونَ.

قُلْتُ: أَنْشَدَنِي أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ الْحَافِظِ أَبِي سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ رحمه الله لَفْظًا - بِمَدِينَةِ مَرْوَ، قَالَ: أَنْشَدَنَا وَالِدِي - لَفْظًا، أَوْ قِرَاءَةً عَلَيْهِ - قَالَ: أَنْشَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ السَّلَامِيُّ مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: أَنْشَدَنَا الْأَدِيبُ الْفَاضِلُ فَارِسُ بْنُ الْحُسَيْنِ لِنَفْسِهِ:

يَا طَالِبَ الْعِلْمِ الَّذِي ... ذَهَبَتْ بِمُدَّتِهِ الرِّوَايَهْ

كُنْ فِي الرِّوَايَةِ ذَا الْعِنَا ... يَةِ بِالرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَهْ
وَارْوِ الْقَلِيلَ وَرَاعِهِ ... فَالْعِلْمُ لَيْسَ لَهُ نِهَايَهْ

হাফিযদের জন্য শায়খের মূল পাণ্ডুলিপিতে, তাঁরা যা নির্বাচন করতেন, তার উপর একটি চিহ্ন অঙ্কন করার রীতি প্রচলিত ছিল। নু'আইমী আবুল হাসান একটি দীর্ঘ 'সাদ' (ص) অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করতেন, আবু মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল একটি দীর্ঘ 'তা' (ط) অক্ষর দ্বারা, এবং আবুল ফাদল আল-ফালাকী দুটি হামযা (ءء) চিহ্নের আকারে। তাঁরা সবাই কাগজের ডান পাশের হাশিয়ায় কালি দ্বারা চিহ্নিত করতেন। আর দারা কুতনী বাম পাশের হাশিয়ায় মোটা লাল রেখা দ্বারা চিহ্নিত করতেন। হাফিয আবুল কাসিম আল-লালাকায়ী হাদীসের ইসনাদের শুরুতে লাল রঙে ছোট রেখা দ্বারা চিহ্নিত করতেন। এতে কোনো বাধা নেই এবং প্রত্যেকেরই নিজস্ব পছন্দের স্বাধীনতা আছে।

অতঃপর হাদীস অন্বেষণকারীর উচিত নয় যে সে কেবল হাদীস শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, এর জ্ঞান ও গভীর উপলব্ধি ছাড়া। ফলে সে নিজেকে পরিশ্রান্ত করবে কোনো বড় উপকার লাভ ছাড়াই এবং আহলে হাদীসের অন্তর্ভুক্ত না হয়েই। বরং সে কেবল তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা ত্রুটিপূর্ণ সাদৃশ্য অবলম্বনকারী, যারা এমন বস্তুতে অলংকৃত হওয়ার ভান করে যা থেকে তারা প্রকৃতপক্ষে বঞ্চিত।

আমি বললাম: মারওয়া শহরে হাফিয আবু সা'দ আস-সাম'আনী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন)-এর পুত্র আবুল মুজাফফার আমাকে মৌখিকভাবে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন: আমাকে আমার পিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন—মৌখিকভাবে অথবা তাঁর নিকট পঠিত হয়েছে এমন— তিনি বলেছেন: মুহাম্মাদ ইবনু নাসির আস-সালামী তাঁর নিজস্ব মৌখিক বর্ণনায় আমাদেরকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন, তিনি বলেছেন: জ্ঞানী ও গুণী সাহিত্যিক ফারিস ইবনু আল-হুসাইন তাঁর নিজের রচিত কবিতা আমাদেরকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন:

হে সেই জ্ঞান অন্বেষণকারী, যার ... জীবনের দীর্ঘ সময় কেটেছে কেবল রিওয়ায়াত চর্চায়,
রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে তুমি মনোযোগী ... হও রিওয়ায়াত ও দিরায়াত উভয়ের প্রতি।
আর অল্প বর্ণনা করো ও সেদিকে মনোযোগ ... দাও, কারণ জ্ঞানের কোনো সীমা নেই।

وَلْيُقَدِّمِ الْعِنَايَةَ بِالصَّحِيحَيْنِ، ثُمَّ بِسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَسُنَنِ النَّسَائِيِّ، وَكِتَابِ التِّرْمِذِيِّ، ضَبْطًا لِمُشْكِلِهَا، وَفَهْمًا لِخَفِيِّ مَعَانِيهَا، وَلَا يُخْدَعَنَّ عَنْ كِتَابِ السُّنَنِ الْكَبِيرِ لِلْبَيْهَقِيِّ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ مِثْلَهُ فِي بَابِهِ.

ثُمَّ بِسَائِرِ مَا تَمَسُّ حَاجَةُ صَاحِبِ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْمَسَانِيدِ كَمُسْنَدِ أَحْمَدَ، وَمِنْ كُتُبِ الْجَوَامِعِ الْمُصَنَّفَةِ فِي الْأَحْكَامِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْمَسَانِيدِ وَغَيْرِهَا، وَمُوَطَّأُ مَالِكٍ هُوَ الْمُقَدَّمُ مِنْهَا.

وَمِنْ كُتُبِ عِلَلِ الْحَدِيثِ، وَمِنْ أَجْوَدِهَا كِتَابُ الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَكِتَابُ الْعِلَلِ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ.

وَمِنْ كُتُبِ مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ وَتَوَارِيخِ الْمُحَدِّثِينَ، وَمِنْ أَفْضَلِهَا (تَارِيخُ الْبُخَارِيِّ الْكَبِيرُ) وَ (كِتَابُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ) لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ.

وَمِنْ كُتُبِ الضَّبْطِ لِمُشْكِلِ الْأَسْمَاءِ، وَمِنْ أَكْمَلِهَا " كِتَابُ الْإِكْمَالِ " لِأَبِي نَاصِرِ بْنِ مَاكُولَا.

وَلْيَكُنْ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ اسْمٌ مُشْكِلٌ، أَوْ كَلِمَةٌ مِنْ حَدِيثٍ مُشْكِلَةٌ، بَحَثَ عَنْهَا، وَأَوْدَعَهَا قَلْبَهُ، فَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ لَهُ بِذَلِكَ عِلْمٌ كَثِيرٌ فِي يُسْرٍ.

وَلْيَكُنْ تَحَفُّظُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى التَّدْرِيجِ قَلِيلًا قَلِيلًا مَعَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي، فَذَلِكَ أَحْرَى بِأَنْ يُمْتَّعَ بِمَحْفُوظِهِ.

وَمِمَّنْ وَرَدَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِينَ: شُعْبَةُ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، وَمَعْمَرٌ.

وَرُوِّينَا عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: ... سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: " مَنْ

وَلْيُقَدِّمِ الْعِنَايَةَ بِالصَّحِيحَيْنِ، ثُمَّ بِسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَسُنَنِ النَّسَائِيِّ، وَكِتَابِ التِّرْمِذِيِّ، ضَبْطًا لِمُشْكِلِهَا، وَفَهْمًا لِخَفِيِّ مَعَانِيهَا، وَلَا يُخْدَعَنَّ عَنْ كِتَابِ السُّنَنِ الْكَبِيرِ لِلْبَيْهَقِيِّ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ مِثْلَهُ فِي بَابِهِ। এবং সে যেন সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম), অতঃপর সুনান আবি দাউদ, সুনান নাসায়ী এবং তিরমিযীর কিতাব নিয়ে যত্নবান হয়; সেগুলোর দুর্বোধ্য বিষয়গুলো আয়ত্ত করার জন্য এবং

সেগুলোর লুক্কায়িত অর্থসমূহ বোঝার জন্য। এবং সে যেন বাইহাকীর "আস-সুনানুল কাবীর" কিতাব থেকে প্রতারিত না হয়, কেননা আমরা এর বিষয়ে এর অনুরূপ অন্য কিছু জানি না।

ثُمَّ بِسَائِرِ مَا تَمَسُّ حَاجَةُ صَاحِبِ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْمَسَانِدِ كَمُسْنَدِ أَحْمَدَ، وَمِنْ كُتُبِ الْجَوَامِعَ الْمُصَنَّفَةِ فِي الْأَحْكَامِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْمَسَانِيدِ وَغَيْرِهَا، وَمُوَطَّأُ مَالِكٍ هُوَ الْمُقَدَّمُ مِنْهَا। অতঃপর হাদিসবিদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কিতাব নিয়ে যত্নবান হবে, যেমন মুসনাদ কিতাবসমূহ, যেমন মুসনাদ আহমদ; এবং আহকাম বিষয়ক সংকলিত জাওয়ামি' কিতাবসমূহ যা মুসনাদ ও অন্যান্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর মালিকের মুয়াত্তা সেগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য।

وَمِنْ كُتُبِ عِلَلِ الْحَدِيثِ، وَمِنْ أَجْوَدِهَا كِتَابُ الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَكِتَابُ الْعِلَلِ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ। এবং ইলমুল হাদিসের কিতাবসমূহ থেকে, সেগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত "কিতাবুল ইলাল" এবং দারেকুতনী থেকে বর্ণিত "কিতাবুল ইলাল"।

وَمِنْ كُتُبِ مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ وَتَوَارِيخِ الْمُحَدِّثِينَ، وَمِنْ أَفْضَلِهَا (تَارِيخُ الْبُخَارِيِّ الْكَبِيرُ) وَ (كِتَابُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ) لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ। এবং রিজাল পরিচিতি ও মুহাদ্দিসদের ইতিহাস বিষয়ক কিতাবসমূহ থেকে, সেগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হলো (তারীখুল বুখারী আল-কাবীর) এবং ইবনে আবি হাতিমের (কিতাবুল জারহি ওয়াত-তা'দিল)।

وَمِنْ كُتُبِ الضَّبْطِ لِمُشْكِلِ الْأَسْمَاءِ، وَمِنْ أَكْمَلِهَا " كِتَابُ الْإِكْمَالِ " لِأَبِي نَاصِرِ بْنِ مَاكُولَا। এবং দুর্বোধ্য নামসমূহ আয়ত্তকরণের কিতাবসমূহ থেকে, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ হলো আবূ নাসর ইবনে মাকুলার "কিতাবুল ইকমাল"।

وَلْيَكُنْ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ اسْمٌ مُشْكِلٌ، أَوْ كَلِمَةٌ مِنْ حَدِيثٍ مُشْكِلَةٌ، بَحَثَ عَنْهَا، وَأَوْدَعَهَا قَلْبَهُ، فَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ لَهُ بِذَلِكَ عِلْمٌ كَثِيرٌ فِي يُسْرٍ। এবং যখনই তার সামনে কোনো দুর্বোধ্য নাম অথবা কোনো হাদিসের কোনো দুর্বোধ্য শব্দ আসে, সে যেন তা নিয়ে গবেষণা করে এবং তা হৃদয়ে ধারণ করে, কেননা এর দ্বারা তার জন্য সহজে অনেক জ্ঞান সঞ্চিত হবে।

وَلْيَكُنْ تَحَفُّظُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى التَّدْرِيجِ قَلِيلًا قَلِيلًا مَعَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي، فَذَلِكَ أَحْرَى بِأَنْ يُمَتَّعَ بِمَحْفُوظِهِ। এবং তার হাদিস মুখস্থকরণ যেন ধীরে ধীরে হয়, দিনে ও রাতে অল্প অল্প করে; কেননা এর দ্বারাই সে তার মুখস্থকৃত বিষয় থেকে উপকৃত হওয়ার অধিক যোগ্য হবে।

وَمِمَّنْ وَرَدَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِينَ: شُعْبَةُ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَمَعْمَرٌ। এবং পূর্ববর্তী হাদিস হাফিযদের মধ্যে যাদের থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে, তারা হলেন: শু'বা, ইবনে উলাইয়্যা এবং মা'মার।

وَرُوِّينَا عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: " مَنْ ... এবং আমরা মা'মার থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন: ... আমি যুহরীকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি..."

(ص: 252)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

طَلَبَ الْعِلْمَ جُمْلَةً فَاتَهُ جُمْلَةً، وَإِنَّمَا يُدْرَكُ الْعِلْمُ حَدِيثًا، وَحَدِيثَيْنِ " ... .

وَلْيَكُنِ الْإِتْقَانُ مِنْ شَأْنِهِ، فَقَدَ ... قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: " الْحِفْظُ الْإِتْقَانُ " ... .

ثُمَّ إِنَّ الْمُذَاكَرَةَ بِمَا يَتَحَفَّظُهُ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ الْإِمْتَاعِ بِهِ، رُوِّينَا ... عَنْ عَلْقَمَةَ النَّخَعِيِّ قَالَ: " تَذَاكَرُوا الْحَدِيثَ، فَإِنَّ حَيَاتَهُ ذِكْرُهُ " ... . وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَحْفَظَ الْحَدِيثَ، فَلْيُحَدِّثْ بِهِ، وَلَوْ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ مَنْ لَا يَشْتَهِيهِ " ... .

وَلْيَشْتَغِلْ بِالتَّخْرِيجِ، وَالتَّأْلِيفِ، وَالتَّصْنِيفِ إِذَا اسْتَعَدَّ لِذَلِكَ، وَتَأَهَّلَ لَهُ، فَإِنَّهُ - كَمَا قَالَ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ - يُثَبِّتُ الْحِفْظَ، وَيُذَكِّي الْقَلْبَ، وَيَشْحَذُ الطَّبْعَ، وَيُجِيدُ الْبَيَانَ، وَيَكْشِفُ الْمُلْتَبِسَ، وَيُكْسِبُ جَمِيلَ الذِّكْرِ، وَيُخَلِّدُهُ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ، وَقَلَّ مَا يَمْهَرُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ، وَيَقِفُ عَلَى غَوَامِضِهِ، وَيَسْتَبِينُ الْخَفِيَّ مِنْ فَوَائِدِهِ إِلَّا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.

وَحَدَّثَ الصُّورِيُّ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: " رَأَيْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الْغَنِيِّ بْنَ سَعِيدٍ الْحَافِظَ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، خَرِّجْ، وَصَنِّفْ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، هَذَا أَنَا تَرَانِي قَدْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ ذَلِكَ " ... .

. ... " طَلَبَ الْعِلْمَ جُمْلَةً فَاتَهُ جُمْلَةً، وَإِنَّمَا يُدْرَكُ الْعِلْمُ حَدِيثًا، وَحَدِيثَيْنِ

. ... " قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: " الْحِفْظُ الْإِتْقَانُ ... وَلْيَكُنِ الْإِتْقَانُ مِنْ شَأْنِهِ، فَقَدَ

عَنْ عَلْقَمَةَ النَّخَعِيِّ قَالَ: " ... ثُمَّ إِنَّ الْمُذَاكَرَةَ بِمَا يَتَحَفَّظُهُ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ الْإِمْتَاعِ بِهِ، رُوِّينَا

وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَحْفَظَ ... . " تَذَاكَرُوا الْحَدِيثَ، فَإِنَّ حَيَاتَهُ ذِكْرُهُ

. ... " الْحَدِيثَ، فَلْيُحَدِّثْ بِهِ، وَلَوْ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ مَنْ لَا يَشْتَهِيهِ

وَلْيَشْتَغِلْ بِالتَّخْرِيجِ، وَالتَّأْلِيفِ، وَالتَّصْنِيفِ إِذَا اسْتَعَدَّ لِذَلِكَ، وَتَأَهَّلَ لَهُ، فَإِنَّهُ - كَمَا قَالَ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ - يُثَبِّتُ الْحِفْظَ، وَيُذَكِّي الْقَلْبَ، وَيَشْحَذُ الطَّبْعَ، وَيُجِيدُ الْبَيَانَ، وَيَكْشِفُ الْمُلْتَبِسَ، وَيُكْسِبُ جَمِيلَ الذِّكْرِ، وَيُخَلِّدُهُ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ، وَقَلَّ مَا يَمْهَرُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ، وَيَقِفُ عَلَى غَوَامِضِهِ، وَيَسْتَبِينُ الْخَفِيَّ مِنْ فَوَائِدِهِ إِلَّا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.

وَحَدَّثَ الصُّورِيُّ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: " رَأَيْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الْغَنِيِّ بْنَ سَعِيدٍ الْحَافِظَ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، خَرِّجْ، وَصَنِّفْ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، هَذَا أَنَا تَرَانِي قَدْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ ذَلِكَ " ... .

(ص: 253)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَلِلْعُلَمَاءِ بِالْحَدِيثِ فِي تَصْنِيفِهِ طَرِيقَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: التَّصْنِيفُ عَلَى الْأَبْوَابِ، وَهُوَ تَخْرِيجُهُ عَلَى أَحْكَامِ الْفِقْهِ، وَغَيْرِهَا، وَتَنْوِيعُهُ أَنْوَاعًا وَجَمْعُ مَا وَرَدَ فِي كُلِّ حُكْمٍ، وَكُلِّ نَوْعٍ فِي بَابٍ فَبَابٍ.

وَالثَّانِيَةُ: تَصْنِيفُهُ عَلَى الْمَسَانِيدِ، وَجَمْعُ حَدِيثِ كُلِّ صَحَابِيٍّ وَحْدَهُ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُهُ، وَلِمَنِ اخْتَارَ ذَلِكَ أَنْ يُرَتِّبَهُمْ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ فِي أَسْمَائِهِمْ، وَلَهُ أَنْ يُرَتِّبَهُمْ عَلَى الْقَبَائِلِ، فَيَبْدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ، ثُمَّ بِالْأَقْرَبِ، فَالْأَقْرَبِ نَسَبًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَهُ أَنْ يُرَتِّبَ عَلَى سَوَابِقِ الصَّحَابَةِ، فَيَبْدَأُ بِالْعَشَرَةِ، ثُمَّ بِأَهْلِ بَدْرٍ، ثُمَّ بِأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ بِمَنْ أَسْلَمَ، وَهَاجَرَ بَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَفَتْحِ مَكَّةَ، وَيَخْتِمُ بِأَصَاغِرِ الصَّحَابَةِ كَأَبِي الطُّفَيْلِ، وَنُظَرَائِهِ، ثُمَّ بِالنِّسَاءِ، وَهَذَا أَحْسَنُ، وَالْأَوَّلُ أَسْهَلُ، وَفِي ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْتِيبِ غَيْرُ ذَلِكَ.

ثُمَّ إِنَّ مِنْ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ فِي تَصْنِيفِهِ تَصْنِيفَهُ مُعَلَّلًا، بِأَنْ يَجْمَعَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ طَرَفَهُ، وَاخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِيهِ، كَمَا فَعَلَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ.

وَمِمَّا يَعْتَنُونَ بِهِ فِي التَّأْلِيفِ جَمْعُ الشُّيُوخِ، أَيْ: جَمْعُ حَدِيثِ شُيُوخٍ مَخْصُوصِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ. ... قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ

এবং হাদিস সংকলনে হাদিসবিদদের দুটি পদ্ধতি রয়েছে:

প্রথমত: অধ্যায়ভিত্তিক সংকলন। এটি হলো ফিকহের বিধানসমূহ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে হাদিসকে বিন্যস্ত করা, বিভিন্ন প্রকারের হাদিসকে শ্রেণীভুক্ত করা এবং প্রতিটি বিধান ও প্রতিটি প্রকারের অধীনস্থ হাদিসসমূহকে অধ্যায়ক্রমে সংগ্রহ করা।
দ্বিতীয়ত: মাসানীদ (মুসনাদ) পদ্ধতিতে সংকলন। এটি হলো প্রত্যেক সাহাবীর হাদিসকে আলাদাভাবে সংগ্রহ করা, যদিও সেগুলোর প্রকার ভিন্ন ভিন্ন হয়। যারা এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তারা সাহাবীদের নাম বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাতে পারেন। অথবা তারা তাদের গোত্র অনুযায়ী সাজাতে পারেন, এক্ষেত্রে বনু হাশিম দিয়ে শুরু করে রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর বংশের নিকটতমদের দিয়ে ক্রমান্বয়ে সাজাবেন। অথবা তারা সাহাবীদের পূর্ববর্তীতার ভিত্তিতে সাজাতে পারেন, সেক্ষেত্রে 'আশারা মুবাশশারা' (দশজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী) দিয়ে শুরু করবেন, তারপর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের দিয়ে, তারপর হুদায়বিয়ার অঙ্গীকারে অংশগ্রহণকারীদের দিয়ে, তারপর যারা হুদায়বিয়া ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত করেছেন তাদের দিয়ে, এবং সবশেষে ছোট সাহাবী যেমন আবু তুফাইল ও তার সমপর্যায়েরদের দিয়ে শেষ করবেন, তারপর নারীদের দিয়ে। এই পদ্ধতিটি উত্তম, আর প্রথমটি সহজতর। এছাড়া এই বিন্যাসে আরও অনেক পদ্ধতি বিদ্যমান।
অতএব, সংকলনের উচ্চতর স্তরসমূহের মধ্যে একটি হলো ‘মুআল্লাল’ সংকলন, যেখানে প্রতিটি হাদিসের সনদ (তরফ) ও এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিদ্যমান ভিন্নতা একত্রিত করা হয়, যেমন ইয়াকুব ইবনে শায়বাহ তাঁর মুসনাদে করেছেন।
এবং সংকলনের ক্ষেত্রে তারা যে বিষয়টিতে মনোযোগ দেন, তা হলো 'শুইয়ুখ' (উস্তাদগণ)-এর হাদিস সংকলন, অর্থাৎ নির্দিষ্ট উস্তাদদের হাদিস সংগ্রহ করা, যাদের প্রত্যেকের হাদিস পৃথকভাবে সংকলিত হয়। ... উসমান ইবনে সাঈদ বলেছেন

(ص: 254)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الدَّارِمِيُّ: " يُقَالُ: مَنْ لَمْ يَجْمَعْ حَدِيثَ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مُفْلِسٌ فِي الْحَدِيثِ: سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، وَمَالِكٌ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَهُمْ أُصُولُ الدِّينِ " ... .
وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَجْمَعُونَ حَدِيثَ خَلْقٍ كَثِيرٍ غَيْرِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ الدَّارِمِيُّ، مِنْهُمْ: أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ.

وَيَجْمَعُونَ أَيْضًا التَّرَاجِمَ، وَهِيَ أَسَانِيدُ يَخُصُّونَ مَا جَاءَ بِهَا بِالْجَمْعِ، وَالتَّأْلِيفِ، مِثْلُ تَرْجَمَةِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَتَرْجَمَةِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَرْجَمَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فِي أَشْبَاهٍ لِذَلِكَ كَثِيرَةٍ.

وَيَجْمَعُونَ أَيْضًا أَبْوَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ الْجَامِعَةِ لِلْأَحْكَامِ، فَيُفْرِدُونَهَا بِالتَّأْلِيفِ، فَتَصِيرُ كُتُبًا مُفْرَدَةً نَحْوَ بَابِ رُؤْيَةِ اللَّهِ عز وجل، وَبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ، وَبَابِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَيُفْرِدُونَ أَحَادِيثَ، فَيَجْمَعُونَ طُرُقَهَا فِي كُتُبٍ مُفْرَدَةٍ نَحْوَ طُرُقِ حَدِيثِ قَبْضِ الْعِلْمِ، وَحَدِيثِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَكَثِيرٌ مِنْ أَنْوَاعِ كِتَابِنَا هَذَا قَدْ أَفْرَدُوا أَحَادِيثَهُ بِالْجَمْعِ وَالتَّصْنِيفِ.

وَعَلَيْهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ تَصْحِيحُ الْقَصْدِ، وَالْحَذَرُ مِنْ قَصْدِ الْمُكَاثَرَةِ وَنَحْوِهِ.

بَلَغَنَا عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيِّ: أَنَّهُ خَرَّجَ حَدِيثًا وَاحِدًا مِنْ

الدَّارِمِيُّ: " يُقَالُ: مَنْ لَمْ يَجْمَعْ حَدِيثَ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مُفْلِسٌ فِي الْحَدِيثِ: سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، وَمَالِكٌ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَهُمْ أُصُولُ الدِّينِ " ... .

وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَجْمَعُونَ حَدِيثَ خَلْقٍ كَثِيرٍ غَيْرِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ الدَّارِمِيُّ، مِنْهُمْ: أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ.

وَيَجْمَعُونَ أَيْضًا التَّرَاجِمَ، وَهِيَ أَسَانِيدُ يَخُصُّونَ مَا جَاءَ بِهَا بِالْجَمْعِ، وَالتَّأْلِيفِ، مِثْلُ تَرْجَمَةِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَتَرْجَمَةِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَرْجَمَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فِي أَشْبَاهٍ لِذَلِكَ كَثِيرَةٍ.

وَيَجْمَعُونَ أَيْضًا أَبْوَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ الْجَامِعَةِ لِلْأَحْكَامِ، فَيُفْرِدُونَهَا بِالتَّأْلِيفِ، فَتَصِيرُ كُتُبًا مُفْرَدَةً نَحْوَ بَابِ رُؤْيَةِ اللَّهِ عز وجل، وَبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ، وَبَابِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَيُفْرِدُونَ أَحَادِيثَ، فَيَجْمَعُونَ طُرُقَهَا فِي كُتُبٍ مُفْرَدَةٍ نَحْوَ طُرُقِ حَدِيثِ قَبْضِ الْعِلْمِ، وَحَدِيثِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَكَثِيرٌ مِنْ أَنْوَاعِ كِتَابِنَا هَذَا قَدْ أَفْرَدُوا أَحَادِيثَهُ بِالْجَمْعِ وَالتَّصْنِيفِ.

وَعَلَيْهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ تَصْحِيحُ الْقَصْدِ، وَالْحَذَرُ مِنْ قَصْدِ الْمُكَاثَرَةِ وَنَحْوِهِ.

بَلَغَنَا عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيِّ: أَنَّهُ خَرَّجَ حَدِيثًا وَاحِدًا مِنْ দারেমী: "বলা হয়, যে ব্যক্তি এই পাঁচজনের হাদীস সংগ্রহ করেনি, সে হাদীস শাস্ত্রে দেউলিয়া: সুফিয়ান, শু'বা, মালিক, হাম্মাদ ইবনু যায়দ, এবং ইবনু উয়ায়না। আর তাঁরাই দীনের মূলভিত্তি।" ... ।

এবং হাদীস বিশারদগণ দারেমী যাদের উল্লেখ করেছেন তারা ব্যতীতও অসংখ্য লোকের হাদীস সংগ্রহ করেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন: আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী, আয-যুহরী, এবং আল-আওযা'ঈ।

তাঁরা 'তারাজিম'ও (সনদধারা) সংগ্রহ করেন, যা হলো বর্ণনা-সূত্রসমূহ; যার ভিত্তিতে তাঁরা হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করেন। যেমন: মালিক কর্তৃক নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার হতে বর্ণিত সনদধারা; এবং সুহাইল ইবনু আবী সালিহ কর্তৃক তাঁর পিতা হতে, তিনি আবূ হুরায়রা হতে বর্ণিত সনদধারা; এবং হিশাম ইবনু উরওয়া কর্তৃক তাঁর পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত সনদধারা। এ ধরনের আরও অনেক সনদধারা রয়েছে।

এবং তাঁরা আহকাম (ধর্মীয় বিধিবিধান) সম্বলিত সংকলিত গ্রন্থসমূহের কিছু অধ্যায়ও সংগ্রহ করেন। অতঃপর সেগুলোকে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে সংকলন করেন, ফলে তা স্বতন্ত্র কিতাব হয়ে যায়। যেমন: 'মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর দর্শন' অধ্যায়, 'হাত উত্তোলন' অধ্যায়, 'ইমামের পিছনে কিরাত' অধ্যায়, এবং অন্যান্য।

এবং তাঁরা (কোনো কোনো) হাদীসকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করেন, অতঃপর সেগুলোর বিভিন্ন সনদ স্বতন্ত্র গ্রন্থসমূহে সংকলন করেন। যেমন: 'ইলম উঠিয়ে নেওয়া' সম্পর্কিত হাদীসের সনদসমূহ, এবং 'জুমু'আর দিনে গোসল' সম্পর্কিত হাদীস, ও অন্যান্য। এবং আমাদের এই কিতাবের অনেক প্রকারের হাদীস তারা সংগ্রহ ও সংকলন করে স্বতন্ত্র করেছেন।

আর এই সমস্ত বিষয়ে তার (সংকলকের) উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ করা আবশ্যক, এবং সংখ্যাধিক্যের উদ্দেশ্য বা অনুরূপ উদ্দেশ্য থেকে সতর্ক থাকা উচিত।

হামযা ইবনু মুহাম্মাদ আল-কিনানী থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, তিনি একটি মাত্র হাদীস সংকলন করেছেন

نَحْوِ مِائَتَيْ طَرِيقٍ، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، فَرَأَى يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ فِي مَنَامِهِ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: أَخْشَى أَنْ يَدْخُلَ هَذَا تَحْتَ: (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ).

ثُمَّ لِيَحْذَرْ أَنْ يُخْرِجَ إِلَى النَّاسِ مَا يُصَنِّفُهُ إِلَّا بَعْدَ تَهْذِيبِهِ، وَتَحْرِيرِهِ، وَإِعَادَةِ النَّظَرِ فِيهِ، وَتَكْرِيرِهِ.

وَلْيَتَّقِ أَنْ يَجْمَعَ مَا لَمْ يَتَأَهَّلْ بَعْدُ لِاجْتِنَاءِ ثَمَرَتِهِ، وَاقْتِنَاصِ فَائِدَةِ جَمْعِهِ، كَيْلَا يَكُونَ حُكْمُهُ مَا رُوِّينَاهُ ... عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الْحَدَثَ أَوَّلَ مَا يَكْتُبُ الْحَدِيثَ، يَجْمَعُ حَدِيثَ الْغُسْلِ، وَحَدِيثَ: " مَنْ كَذَبَ " فَاكْتُبْ عَلَى قَفَاهُ " لَا يُفْلِحُ " ....

ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ مَدْخَلٌ إِلَى هَذَا الشَّأْنِ، مُفْصِحٌ عَنْ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، شَارِحٌ لِمُصْطَلَحَاتِ أَهْلِهِ وَمَقَاصِدِهِمْ وَمُهِمَّاتِهِمُ الَّتِي يَنْقُصُ الْمُحَدِّثُ بِالْجَهْلِ بِهَا نَقْصًا فَاحِشًا، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ جَدِيرٌ بِأَنْ تُقَدَّمَ الْعِنَايَةُ بِهِ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَضْلَهُ الْعَظِيمَ، وَهُوَ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

مَعْرِفَةُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي وَالنَّازِلِ

أَصْلُ الْإِسْنَادِ أَوَّلًا: خَصِيصَةٌ فَاضِلَةٌ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَسُنَّةٌ بَالِغَةٌ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ.

رُوِّينَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ... عَنْ

প্রায় দুশোটি সূত্র ধরে। এতে তিনি মুগ্ধ হলেন। অতঃপর তিনি ইয়াহইয়া ইবনু মা'ইনকে স্বপ্নে দেখলেন এবং তাকে বিষয়টি জানালেন। তখন তিনি তাকে বললেন: আমি আশঙ্কা করি যে, এটি (আল-কুরআনের আয়াত) "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে উদাসীন রেখেছে" এর আওতাভুক্ত হবে।

অতঃপর তার সতর্ক থাকা উচিত যেন তিনি যা সংকলন করেন, তা মানুষের সামনে প্রকাশ না করেন, যতক্ষণ না তা পরিমার্জন, সুবিন্যস্তকরণ, পুনর্বিবেচনা ও বারংবার নিরীক্ষণ করা হয়। আর তার এমন কিছু সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকা উচিত যার ফল আহরণের এবং তার সংগ্রহের উপকারিতা উপলব্ধির যোগ্যতা এখনও তার হয়নি। যাতে তার ক্ষেত্রে সেই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য না হয় যা আমরা বর্ণনা করেছি ... আলি ইবনুল মাদীনী থেকে, তিনি বলেন: "যখন তুমি কোনো নবীনকে দেখবে যে, সে প্রথম হাদিস লেখা শুরু করে গোসল সংক্রান্ত হাদিস এবং

'যে মিথ্যা বলল' সংক্রান্ত হাদিস সংগ্রহ করছে, তখন তার পিঠে লিখে দাও 'সে সফল হবে না'।" ... .

অতঃপর, এই কিতাবটি এই শাস্ত্রের একটি প্রবেশিকা, যা এর মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা সুস্পষ্ট করে, এর প্রবক্তাদের পরিভাষা, উদ্দেশ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করে, যা সম্পর্কে অজ্ঞতা একজন মুহাদ্দিসের জন্য মারাত্মক ত্রুটি বয়ে আনে। সুতরাং, আল্লাহ চাহেন তো, এটি যত্ন সহকারে উপস্থাপন করার যোগ্য। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। আর তিনিই সর্বজ্ঞ।

উনত্রিশতম প্রকার

আল-ইসনাদুল 'আলি ও আন-নাযিল-এর পরিচিতি

ইসনাদের মূলনীতি হলো: প্রথমত, এটি এই উম্মাহর একটি শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এবং সুদৃঢ় সুন্নাতসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।

আমরা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছি ... থেকে

(ص: 256)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: " الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، لَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ " ... .

وَطَلَبُ الْعُلُوِّ فِيهِ سُنَّةٌ أَيْضًا، وَلِذَلِكَ اسْتُحِبَّتِ الرِّحْلَةُ فِيهِ عَلَى مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رضي الله عنه: " طَلَبُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي سُنَّةٌ عَمَّنْ سَلَفَ " ... .

وَقَدْ رُوِّينَا: ... أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ رضي الله عنه قِيلَ لَهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: " مَا تَشْتَهِي؟ قَالَ: " بَيْتٌ خَالٍ، وَإِسْنَادٌ عَالٍ " ... .

قُلْتُ: الْعُلُوُّ يُبْعِدُ الْإِسْنَادَ مِنَ الْخَلَلِ، لِأَنَّ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ رِجَالِهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَقَعَ الْخَلَلُ مِنْ جِهَتِهِ سَهْوًا، أَوْ عَمْدًا، فَفِي قِلَّتِهِمْ قِلَّةُ جِهَاتِ الْخَلَلِ، وَفِي كَثْرَتِهِمْ كَثْرَةُ جِهَاتِ الْخَلَلِ، وَهَذَا جَلِيٌّ وَاضِحٌ.

ثُمَّ إِنَّ الْعُلُوَّ الْمَطْلُوبَ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَلَى أَقْسَامٍ خَمْسَةٍ:

أَوَّلُهَا: الْقُرْبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِسْنَادٍ نَظِيفٍ غَيْرِ ضَعِيفٍ، وَذَلِكَ مِنْ أَجَلِّ أَنْوَاعِ الْعُلُوِّ، وَقَدْ رُوِّينَا ... عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطُّوسِيِّ

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন: "ইসনাদ (সনদ) দ্বীনের অংশ। ইসনাদ না থাকলে যে যা খুশি বলতে পারত।" ... .

আর এতে (ইসনাদে) 'উলুভ' (উচ্চতা) অন্বেষণ করাও সুন্নাত। একারণেই পূর্বে উল্লেখিত আলোচনা অনুযায়ী এতে (ইসনাদের সন্ধানে) ভ্রমণ করা মুস্তাহাব।

আহমাদ ইবনে হাম্বল رضي الله عنه বলেছেন: "উচ্চ ইসনাদ অন্বেষণ পূর্ববর্তীদের থেকে চলে আসা সুন্নাত।" ... .

এবং আমরা বর্ণনা করেছি: ... যে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন رضي الله عنه-কে তাঁর মৃত্যুশয্যার অসুস্থতার সময় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "আপনি কী কামনা করেন?" তিনি বললেন: "একটি নির্জন ঘর এবং একটি উচ্চ ইসনাদ।" ... .

আমি বলি: 'উলুভ' (উচ্চতা) ইসনাদকে ত্রুটি থেকে দূরে রাখে। কারণ, এর প্রত্যেক বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে অসাবধানতাবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে ত্রুটি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং, তাদের সংখ্যা কম হলে ত্রুটির সম্ভাবনার দিকও কম হয়, আর তাদের সংখ্যা বেশি হলে ত্রুটির সম্ভাবনার দিকও বেশি হয়। এটি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।

অতঃপর, হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত 'উলুভ' (উচ্চতা) পাঁচ প্রকারের:

প্রথমত: রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর নিকটবর্তী হওয়া একটি বিশুদ্ধ ও দুর্বলতাহীন ইসনাদ সহকারে। আর এটি 'উলুভ'-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকার। এবং আমরা বর্ণনা করেছি ... মুহাম্মাদ ইবনে আসলাম আত-তূসী থেকে।

الزَّاهِدِ الْعَالِمِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: " قُرْبُ الْإِسْنَادِ قُرْبٌ أَوْ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ عز وجل " ....

وَهَذَا كَمَا قَالَ ; لِأَنَّ قُرْبَ الْإِسْنَادِ قُرْبٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْقُرْبُ إِلَيْهِ قُرْبٌ إِلَى اللَّهِ عز وجل.

الثَّانِي: وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، الْقُرْبُ مِنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَثُرَ الْعَدَدُ مِنْ ذَلِكَ الْإِمَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ فِي إِسْنَادٍ وُصِفَ بِالْعُلُوِّ، نَظَرًا إِلَى قُرْبِهِ مِنْ ذَلِكَ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِيًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

وَكَلَامُ الْحَاكِمِ يُوهِمُ أَنَّ الْقُرْبَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُعَدُّ مِنَ الْعُلُوِّ الْمَطْلُوبِ أَصْلًا.

وَهَذَا غَلَطٌ مِنْ قَائِلِهِ ; لِأَنَّ الْقُرْبَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم بِإِسْنَادٍ نَظِيفٍ غَيْرِ ضَعِيفٍ أَوْلَى بِذَلِكَ.

وَلَا يُنَازِعُ فِي هَذَا مَنْ لَهُ مُسْكَةٌ مِنْ مَعْرِفَةٍ، وَكَأَنَّ الْحَاكِمَ أَرَادَ بِكَلَامِهِ ذَلِكَ إِثْبَاتَ الْعُلُوِّ لِلْإِسْنَادِ بِقُرْبِهِ مِنْ إِمَامٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْإِنْكَارَ عَلَى مَنْ يُرَاعِي فِي

তাপস আলিম, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তিনি বলেছেন: "ইসনাদের নৈকট্য মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর নৈকট্য, বা আল্লাহর দিকে নৈকট্য অর্জন।" ... ।

আর এটি যেমন তিনি বলেছেন; কারণ ইসনাদের নৈকট্য হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য, এবং তাঁর নৈকট্য হলো মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর নৈকট্য।

দ্বিতীয়ত: আর তা হলো যা হাফেয আল-হাকিম আবু আবদুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, কোনো হাদীসের ইমামের নৈকট্য, যদিও সেই ইমাম থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত বর্ণনাকারীর সংখ্যা বেশি হয়, যখন কোনো ইসনাদে এটি পাওয়া যায়, তখন তাকে 'উলু' (উচ্চ) হিসেবে বর্ণনা করা হয়, সেই ইমামের প্রতি তার নৈকট্যের কারণে, যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাপেক্ষে তা উচ্চ না হয়।

আর আল-হাকিমের কথা থেকে এমন ভ্রম হয় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য আদতে আকাঙ্ক্ষিত 'উলু'র অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর এটি তার (বক্তা) ভুল; কারণ দুর্বল নয় এমন একটি বিশুদ্ধ ইসনাদ সহকারে তাঁর (রাসূলের) নৈকট্য অর্জন করা এর (উলু) জন্য অধিক উপযুক্ত।

এ বিষয়ে যার সামান্য জ্ঞান আছে, সে মতবিরোধ করবে না, আর সম্ভবত আল-হাকিম তার এই কথা দ্বারা ইসনাদের উচ্চতা (উলু) প্রমাণ করতে চেয়েছেন কোনো ইমামের নৈকট্যের মাধ্যমে, যদিও তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিকটবর্তী না হয়, এবং সেই ব্যক্তিকে অস্বীকার করা (বা বিরোধিতা করা) যে বিবেচনা করে

ذَلِكَ مُجَرَّدَ قُرْبِ الْإِسْنَادِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ كَانَ إِسْنَادًا ضَعِيفًا، وَلِهَذَا مَثَّلَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي هُدْبَةَ، وَدِينَارٍ، وَالْأَشَجِّ، وَأَشْبَاهِهِمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّالِثُ: الْعُلُوُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْكُتُبِ الْمَعْرُوفَةِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَذَلِكَ مَا اشْتُهِرَ آخِرًا مِنَ الْمُوَافَقَاتِ، وَالْأَبْدَالِ، وَالْمُسَاوَاةِ، وَالْمُصَافَحَةِ، وَقَدْ كَثُرَ اعْتِنَاءُ الْمُحَدِّثِينَ الْمُتَأَخِّرِينَ بِهَذَا النَّوْعِ، وَمِمَّنْ وَجَدْتُ هَذَا النَّوْعَ فِي كَلَامِهِ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ وَبَعْضُ شُيُوخِهِ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ مَاكُولَا، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيْدِيُّ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَبَقَتِهِمْ، وَمِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ، (وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

أَمَّا الْمُوَافَقَةُ: فَهِيَ أَنْ يَقَعَ لَكَ الْحَدِيثُ عَنْ شَيْخِ مُسْلِمٍ فِيهِ - مَثَلًا - عَالِيًا، بِعَدَدٍ أَقَلَّ مِنَ الْعَدَدِ الَّذِي يَقَعُ لَكَ بِهِ ذَلِكَ الْحَدِيثُ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ إِذَا رَوَيْتَهُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْهُ.

وَأَمَّا الْبَدَلُ: فَمِثْلُ أَنْ يَقَعَ لَكَ هَذَا الْعُلُوُّ عَنْ شَيْخٍ غَيْرِ شَيْخِ مُسْلِمٍ،

এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ইসনাদের নিছক নৈকট্য, যদিও এটি একটি দুর্বল ইসনাদ ছিল। আর এই কারণেই এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে আবু হুদবাহ, দীনার, আল-আশাজ্জ এবং তাদের মতো ব্যক্তিদের হাদীস দিয়ে। আল্লাহই ভালো জানেন।
তৃতীয় প্রকার: সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এর বর্ণনা, অথবা তাদের কোনো একটির, অথবা অন্যান্য প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কিতাবের সাপেক্ষে 'উলুউ' (সনদের উচ্চতা)। আর এটিই সাম্প্রতিককালে 'মুওয়াফাকাত', 'আবদাল', 'মুসাওয়াত' এবং 'মুসাফাহাত' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পরবর্তীকালের মুহাদ্দিসগণ এই প্রকারের প্রতি অনেক মনোযোগ দিয়েছেন। যাদের

লেখায় আমি এই প্রকারটি পেয়েছি তাদের মধ্যে রয়েছেন আবু বকর আল-খাতীব আল-হাফিজ এবং তাঁর কিছু শায়খ, আবু নাসর ইবন মাকুলা, আবু আবদুল্লাহ আল-হুমাইদী এবং তাদের সমসাময়িক অন্যান্যরা, এবং তাদের পরবর্তীকালের ব্যক্তিগণ। (আল্লাহই ভালো জানেন)।
আর 'মুওয়াফাকাত' হলো: এমন যে, আপনি কোনো হাদীস মুসলিমের শায়খের সূত্রে (উদাহরণস্বরূপ) উচ্চ সনদে এমন সংখ্যক রাবীর মাধ্যমে পান, যা সেই সংখ্যক রাবীর চেয়ে কম, যে সংখ্যক রাবীর মাধ্যমে আপনি সেই হাদীসটি ঐ শায়খের কাছ থেকে পাবেন যদি আপনি মুসলিমের সূত্রে তাঁর থেকে বর্ণনা করেন।
আর 'আবদাল' হলো: এমন যে, আপনি এই 'উলুউ' (উচ্চ সনদ) মুসলিমের শায়খ ব্যতীত অন্য কোনো শায়খের সূত্রে পান,

(ص: 259)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

هُوَ مِثْلُ شَيْخِ مُسْلِمٍ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ.
وَقَدْ يُرَدُّ الْبَدَلُ إِلَى الْمُوَافَقَةِ، فَيُقَالُ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ إِنَّهُ مُوَافَقَةٌ عَالِيَةٌ فِي شَيْخِ مُسْلِمٍ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَالِيًا فَهُوَ أَيْضًا مُوَافَقَةٌ، وَبَدَلٌ، لَكِنْ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمُوَافَقَةِ، وَالْبَدَلِ لِعَدَمِ الِالْتِفَاتِ إِلَيْهِ.
وَأَمَّا الْمُسَاوَاةُ: فَهِيَ - فِي أَعْصَارِنَا - أَنْ يَقِلَّ الْعَدَدُ فِي إِسْنَادِكَ لَا إِلَى شَيْخِ مُسْلِمٍ، وَأَمْثَالِهِ، وَلَا إِلَى شَيْخِ شَيْخِهِ، بَلْ إِلَى مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ كَالصَّحَابِيِّ، أَوْ مَنْ قَارَبَهُ، وَرُبَّمَا كَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَيْثُ يَقَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الصَّحَابِيِّ - مَثَلًا - مِنَ الْعَدَدِ مِثْلُ مَا وَقَعَ مِنَ الْعَدَدِ بَيْنَ مُسْلِمٍ، وَبَيْنَ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ، فَتَكُونُ بِذَلِكَ مُسَاوِيًا لِمُسْلِمٍ مَثَلًا فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ وَعَدَدِ رِجَالِهِ.
وَأَمَّا الْمُصَافَحَةُ: فَهِيَ أَنْ تَقَعَ هَذِهِ الْمُسَاوَاةُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا لِشَيْخِكَ لَا لَكَ، فَيَقَعُ ذَلِكَ لَكَ مُصَافَحَةً، إِذْ تَكُونُ كَأَنَّكَ لَقِيتَ مُسْلِمًا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ وَصَافَحْتَهُ بِهِ لِكَوْنِكَ قَدْ لَقِيتَ شَيْخَكَ الْمُسَاوِيَ لِمُسْلِمٍ.

فَإِنْ كَانَتِ الْمُسَاوَاةُ لِشَيْخِ شَيْخِكَ كَانَتِ الْمُصَافَحَةُ لِشَيْخِكَ، فَتَقُولُ: كَأَنَّ شَيْخِي سَمِعَ مُسْلِمًا وَصَافَحَهُ.

وَإِنْ كَانَتِ الْمُسَاوَاةُ لِشَيْخِ شَيْخِ شَيْخِكَ، فَالْمُصَافَحَةُ لِشَيْخِ شَيْخِكَ، فَتَقُولُ فِيهَا: كَأَنَّ شَيْخَ شَيْخِي سَمِعَ مُسْلِمًا، وَصَافَحَهُ. وَلَكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ لَكَ فِي ذَلِكَ نِسْبَةً، بَلْ تَقُولُ: كَأَنَّ فُلَانًا سَمِعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقُولَ فِيهِ (شَيْخِي)، أَوْ (شَيْخَ شَيْخِي).

ثُمَّ لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ: أَنَّ فِي الْمُسَاوَاةِ، وَالْمُصَافَحَةِ الْوَاقِعَتَيْنِ لَكَ

এটি ঐ হাদীসে মুসলিমের শায়খের মতো।

বদলকে মুওয়াফাকার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, তখন আমরা যা উল্লেখ করেছি, সে সম্পর্কে বলা হবে যে, এটি মুসলিমের শায়খের শায়খের ক্ষেত্রে একটি উচ্চতর মুওয়াফাকা। আর যদি তা উচ্চতর নাও হয়, তবে সেটিও মুওয়াফাকা ও বদল; কিন্তু সেদিকে মনোযোগ না দেওয়ার কারণে এটিকে মুওয়াফাকা বা বদল নামে আখ্যায়িত করা হয় না।

আর মুসাওয়াত হলো: আমাদের যুগে এর সংজ্ঞা হলো, আপনার ইসনাদে বর্ণনাকারীর সংখ্যা হ্রাস পাবে; কিন্তু তা মুসলিম ও তার সমপর্যায়ের শায়খদের পর্যন্ত নয়, কিংবা তার শায়খের শায়খ পর্যন্তও নয়, বরং তার চেয়েও দূরের কোনো ব্যক্তি যেমন সাহাবী বা তার কাছাকাছি কারো পর্যন্ত। এমনকি কখনো কখনো তা রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্তও হতে পারে, এমতাবস্থায় আপনার ও সাহাবীর (উদাহরণস্বরূপ) মাঝে বর্ণনাকারীর সংখ্যা ততটুকুই হবে, যতটুকু মুসলিম ও ঐ সাহাবীর মাঝে ছিল। ফলে আপনি ইসনাদের নৈকট্য ও বর্ণনাকারীর সংখ্যার দিক থেকে মুসলিমের (উদাহরণস্বরূপ) সমান হয়ে যাবেন।

আর মুসাফাহা হলো: আমরা যে মুসাওয়াতের বর্ণনা দিয়েছি, তা আপনার জন্য না হয়ে আপনার শায়খের জন্য হওয়া। তখন এটি আপনার জন্য মুসাফাহা হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, আপনি যেন ঐ হাদীসে মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাকে মুসাফাহা করেছেন, কারণ আপনি আপনার সেই শায়খের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন যিনি মুসলিমের সমান।

যদি মুসাওয়াত আপনার শায়খের শায়খের জন্য হয়, তবে মুসাফাহা আপনার শায়খের জন্য হবে। তখন আপনি বলবেন: "আমার শায়খ যেন মুসলিমের কাছ থেকে শুনেছেন এবং তাকে মুসাফাহা করেছেন।"

আর যদি মুসাওয়াত আপনার শায়খের শায়খের শায়খের জন্য হয়, তবে মুসাফাহা আপনার শায়খের শায়খের জন্য হবে। তখন আপনি সে সম্পর্কে বলবেন: "আমার শায়খের শায়খ যেন মুসলিমের কাছ থেকে শুনেছেন এবং তাকে মুসাফাহা করেছেন।" আপনার জন্য এই ধরনের সম্পর্কে কোনো সম্পর্ক উল্লেখ না করারও সুযোগ রয়েছে, বরং আপনি বলবেন: "অমুক যেন মুসলিমের কাছ থেকে শুনেছেন," তাতে "আমার শায়খ" বা "আমার শায়খের শায়খ" না বলেও।
এরপর গভীরভাবে চিন্তাকারীর কাছে গোপন থাকে না যে: আপনার জন্য সংঘটিত মুসাওয়াত এবং মুসাফাহার মধ্যে

(ص: 260)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

لَا يَلْتَقِي إِسْنَادُكَ، وَإِسْنَادُ مُسْلِمٍ - أَوْ نَحْوُهُ - إِلَّا بَعِيدًا عَنْ شَيْخِ مُسْلِمٍ، فَيَلْتَقِيَانِ فِي الصَّحَابِيِّ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَإِنْ كَانَتِ الْمُصَافَحَةُ الَّتِي تَذْكُرُهَا لَيْسَتْ لَكَ، بَلْ لِمَنْ فَوْقَكَ مِنْ رِجَالِ إِسْنَادِكَ، أَمْكَنَ الْتِقَاءُ الْإِسْنَادَيْنِ فِيهَا فِي شَيْخِ مُسْلِمٍ، أَوْ أَشْبَاهِهِ، وَدَاخَلَتِ الْمُصَافَحَةُ حِينَئِذٍ الْمُوَافَقَةَ، فَإِنَّ مَعْنَى الْمُوَافَقَةِ رَاجِعٌ إِلَى مُسَاوَاةٍ وَمُصَافَحَةٍ مَخْصُوصَةٍ، إِذْ حَاصِلُهَا: أَنَّ بَعْضَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ رُوَاةِ إِسْنَادِكَ الْعَالِي سَاوَى أَوْ صَافَحَ مُسْلِمًا، أَوِ الْبُخَارِيَّ، لِكَوْنِهِ سَمِعَ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ شَيْخِهِمَا، مَعَ تَأَخُّرِ طَبَقَتِهِ عَنْ طَبَقَتِهِمَا.

وَيُوجَدُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْعَوَالِي الْمُخَرَّجَةِ لِمَنْ تَكَلَّمَ أَوَّلًا فِي هَذَا النَّوْعِ، وَطَبَقَتُهُمُ الْمُصَافَحَاتُ مَعَ الْمُوَافَقَاتِ، وَالْأَبْدَالِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْعُلُوِّ عُلُوٌّ تَابِعٌ لِنُزُولٍ، إِذْ لَوْلَا نُزُولُ ذَلِكَ الْإِمَامِ فِي إِسْنَادِهِ لَمْ تَعْلُ أَنْتَ فِي إِسْنَادِكَ.

وَكُنْتُ قَدْ قَرَأْتُ بِمَرْوَ عَلَى شَيْخِنَا الْمُكْثِرِ أَبِي الْمُظَفَّرِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْحَافِظِ الْمُصَنِّفِ أَبِي سَعْدٍ السَّمْعَانِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، فِي أَرْبَعِي أَبِي الْبَرَكَاتِ الْفُرَاوِيِّ حَدِيثًا ادَّعَى فِيهِ أَنَّهُ كَأَنَّهُ

سَمِعَهُ هُوَ أَوْ شَيْخُهُ مِنَ الْبُخَارِيِّ، فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْمُظَفَّرِ: " لَيْسَ لَكَ بِعَالٍ، وَلَكِنَّهُ لِلْبُخَارِيِّ نَازِلٌ ". وَهَذَا حَسَنٌ لَطِيفٌ، يَخْدِشُ وَجْهَ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْعُلُوِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ا يَلْتَقِي إِسْنَادُكَ، وَإِسْنَادُ مُسْلِمٍ - أَوْ نَحْوُهُ - إِلَّا بَعِيدًا عَنْ شَيْخِ مُسْلِمٍ، فَيَلْتَقِيَانِ فِي الصَّحَابِيِّ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَإِنْ كَانَتِ الْمُصَافَحَةُ الَّتِي تَذْكُرُهَا لَيْسَتْ لَكَ، بَلْ لِمَنْ فَوْقَكَ مِنْ رِجَالِ إِسْنَادِكَ، أَمْكَنَ الْتِقَاءُ الْإِسْنَادَيْنِ فِيهَا فِي شَيْخِ مُسْلِمٍ، أَوْ أَشْبَاهِهِ، وَدَاخَلَتِ الْمُصَافَحَةُ حِينَئِذٍ الْمُوَافَقَةَ، فَإِنَّ مَعْنَى الْمُوَافَقَةِ رَاجِعٌ إِلَى مُسَاوَاةٍ وَمُصَافَحَةٍ مَخْصُوصَةٍ، إِذْ حَاصِلُهَا: أَنَّ بَعْضَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ رُوَاةِ إِسْنَادِكَ الْعَالِي سَاوَى أَوْ صَافَحَ مُسْلِمًا، أَوِ الْبُخَارِيَّ، لِكَوْنِهِ سَمِعَ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ شَيْخِهِمَا، مَعَ تَأَخُّرِ طَبَقَتِهِ عَنْ طَبَقَتِهِمَا.

وَيُوجَدُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْعَوَالِي الْمُخَرَّجَةِ لِمَنْ تَكَلَّمَ أَوَّلًا فِي هَذَا النَّوْعِ، وَطَبَقَتُهُمُ الْمُصَافَحَاتُ مَعَ الْمُوَافَقَاتِ، وَالْأَبْدَالِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْعُلُوِّ عُلُوٌّ تَابِعٌ لِنُزُولٍ، إِذْ لَوْلَا نُزُولُ ذَلِكَ الْإِمَامِ فِي إِسْنَادِهِ لَمْ تَعْلُ أَنْتَ فِي إِسْنَادِكَ.

وَكُنْتُ قَدْ قَرَأْتُ بِمَرْوَ عَلَى شَيْخِنَا الْمُكْثِرِ أَبِي الْمُظَفَّرِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْحَافِظِ الْمُصَنِّفِ أَبِي سَعْدٍ السَّمْعَانِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، فِي أَرْبَعِي أَبِي الْبَرَكَاتِ الْفُرَاوِيِّ حَدِيثًا ادَّعَى فِيهِ أَنَّهُ كَأَنَّهُ سَمِعَهُ هُوَ أَوْ شَيْخُهُ مِنَ الْبُخَارِيِّ، فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْمُظَفَّرِ: " لَيْسَ لَكَ بِعَالٍ، وَلَكِنَّهُ لِلْبُخَارِيِّ نَازِلٌ ". وَهَذَا حَسَنٌ لَطِيفٌ، يَخْدِشُ وَجْهَ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْعُلُوِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الرَّابِعُ: مِنْ أَنْوَاعِ الْعُلُوِّ: الْعُلُوُّ الْمُسْتَفَادُ مِنْ تَقَدُّمِ وَفَاةِ الرَّاوِي: مِثَالُهُ ما أَرْوِيهِ عَنْ شَيْخٍ، أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْ وَاحِدٍ، عَنِ الْبَيْهَقِيِّ الْحَافِظِ، عَنِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ أَعْلَى مِنْ رِوَايَتِي لِذَلِكَ عَنْ شَيْخٍ، أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَفٍ، عَنِ الْحَاكِمِ، وَإِنْ تَسَاوَى الْإِسْنَادَانِ فِي الْعَدَدِ، لِتَقَدُّمِ وَفَاةِ الْبَيْهَقِيِّ عَلَى وَفَاةِ ابْنِ خَلَفٍ ; لِأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَمَاتَ ابْنُ خَلَفٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

رُوِّينَا عَنْ أَبِي يَعْلَى الْخَلِيلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلِيلِيِّ الْحَافِظِ رحمه الله، قَالَ: " قَدْ يَكُونُ الْإِسْنَادُ يَعْلُو عَلَى غَيْرِهِ بِتَقَدُّمِ مَوْتِ رَاوِيهِ، وَإِنْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْعَدَدِ ". وَمَثَّلَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ نَفْسِهِ بِمِثْلِ مَا ذَكَرْنَاهُ.

ثُمَّ إِنَّ هَذَا كَلَامٌ فِي الْعُلُوِّ الْمُنْبَنِي عَلَى تَقَدُّمِ الْوَفَاةِ، الْمُسْتَفَادِ مِنْ نِسْبَةِ شَيْخٍ إِلَى شَيْخٍ، وَقِيَاسِ رَاوٍ بِرَاوٍ.

أَمَّا الْعُلُوُّ الْمُسْتَفَادُ مِنْ مُجَرَّدِ تَقَدُّمِ وَفَاةِ شَيْخِكَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى قِيَاسِهِ بِرَاوٍ آخَرَ، فَقَدْ حَدَّهُ بَعْضُ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ بِخَمْسِينَ سَنَةً.

চতুর্থ প্রকার: উলুও (সনদের উচ্চতা)-এর প্রকারভেদসমূহের মধ্যে, বর্ণনাকারীর পূর্ববর্তী ওফাতের কারণে অর্জিত উলুও। এর উদাহরণ হলো: যে বর্ণনা আমি এক শাইখ থেকে গ্রহণ করি, যিনি তা আমাকে এক ব্যক্তি থেকে, তিনি হাফেজ বাইহাকি থেকে, তিনি হাফেজ আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম থেকে অবহিত করেছেন—তা আমার সেই বর্ণনা থেকে উচ্চতর হবে, যা আমি এক শাইখ থেকে গ্রহণ করি, যিনি তা আমাকে এক ব্যক্তি থেকে, তিনি আবু বকর ইবন খালাফ থেকে, তিনি হাকিম থেকে অবহিত করেছেন। যদিও উভয় ইসনাদ (সনদ) সংখ্যায় সমান হয়, কেননা বাইহাকির ওফাত ইবন খালাফের ওফাতের পূর্বে হয়েছিল। কারণ বাইহাকি ৪৫৮ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন এবং ইবন খালাফ ৪৮৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

আমরা হাফেজ আবু ইয়ালা আল-খলিল ইবন আবদুল্লাহ আল-খলিলী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন: "কোনো ইসনাদ তার বর্ণনাকারীর মৃত্যুর পূর্ববর্তিতার কারণে অন্যদের থেকে উচ্চতর হতে পারে, যদিও সংখ্যায় উভয়টি সমান হয়।" এবং তিনি নিজের হাদিস থেকে এমন দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি তার অনুরূপ।

অতঃপর, এটি সেই উলুও (সনদের উচ্চতা) সংক্রান্ত আলোচনা, যা ওফাতের পূর্ববর্তিতার উপর ভিত্তি করে গঠিত এবং যা এক শাইখের সাথে অন্য শাইখের সম্পর্ক স্থাপন এবং একজন বর্ণনাকারীর সাথে অন্য বর্ণনাকারীর তুলনার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

আর যে উলুও কেবল আপনার শাইখের ওফাতের পূর্ববর্তিতা থেকে অর্জিত হয়, অন্য কোনো বর্ণনাকারীর সাথে তার তুলনা না করে—এই বিষয়ের কিছু বিশেষজ্ঞ তার সীমা নির্ধারণ করেছেন পঞ্চাশ বছর দ্বারা।

وَذَلِكَ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي عَلِيّ الْحَافِظِ النَّيْسَابُورِيّ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عُمَيْرٍ الدِّمَشْقِيَّ - وَكَانَ مِنْ أَرْكَانِ الْحَدِيثِ - يَقُولُ: إِسْنَادُ خَمْسِينَ سَنَةً مِنْ مَوْتِ الشَّيْخِ إِسْنَادُ عُلُوٍّ، وَفِيمَا نَرْوِي ... عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْدَهْ الْحَافِظِ، قَالَ: " إِذَا مَرَّ عَلَى الْإِسْنَادِ ثَلَاثُونَ سَنَةً فَهُوَ عَالٍ " ... . وَهَذَا أَوْسَعُ مِنَ الْأَوَّلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْخَامِسُ: الْعُلُوُّ الْمُسْتَفَادُ مِنْ تَقَدُّمِ السَّمَاعِ.

أُنْبِئْنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاصِرٍ الْحَافِظِ، ... عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الْحَافِظِ، قَالَ: " مِنَ الْعُلُوِّ تَقَدُّمُ السَّمَاعِ " ... .

قُلْتُ: وَكَثِيرٌ مِنْ هَذَا يَدْخُلُ فِي النَّوْعِ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ، وَفِيهِ مَا لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ، بَلْ يَمْتَازُ عَنْهُ. مِثْلُ أَنْ يَسْمَعَ شَخْصَانِ مِنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ، وَسَمَاعُ أَحَدِهِمَا مِنْ سِتِّينَ سَنَةً مَثَلًا، وَسَمَاعُ الْآخَرِ مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً. فَإِذَا تَسَاوَى السَّنَدُ إِلَيْهِمَا فِي الْعَدَدِ، فَالْإِسْنَادُ إِلَى الْأَوَّلِ الَّذِي تَقَدَّمَ سَمَاعُهُ أَعْلَى.

فَهَذِهِ أَنْوَاعُ الْعُلُوِّ عَلَى الِاسْتِقْصَاءِ وَالْإِيضَاحِ الشَّافِي، وَلِلَّهِ سبحانه وتعالى الْحَمْدُ كُلُّهُ.

এটি তা, যা আমরা আবু আলী আল-হাফিজ আন-নাইসাপুরি থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন: আমি আহমদ ইবনে উমাইর আদ-দিমাশকিকে – যিনি হাদিসের স্তম্ভসমূহের একজন ছিলেন – বলতে শুনেছি: শাইখের মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছরের ইসনাদ হলো 'উলু'র (উচ্চতার) ইসনাদ। আর আমরা যা বর্ণনা করি ... আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মান্দাহ আল-হাফিজ থেকে, তিনি বলেছেন: "যখন ইসনাদের উপর ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়, তখন তা 'আলী' (উচ্চ) হয়।" ... আর এটি প্রথমটির চেয়ে অধিক প্রশস্ত। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

পঞ্চম: শ্রবণের অগ্রগণ্যতা থেকে প্রাপ্ত 'উলু'।

মুহাম্মদ ইবনে নাসির আল-হাফিজ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে, ... মুহাম্মদ ইবনে তাহির আল-হাফিজ থেকে, তিনি বলেছেন: " 'উলু'র অন্তর্ভুক্ত হলো শ্রবণের অগ্রগণ্যতা।" ... .

আমি বলি: এর অনেক অংশই এর পূর্বে উল্লিখিত প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। আবার এর মধ্যে এমন কিছুও আছে যা সেটির অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তা থেকে স্বতন্ত্র। যেমন, যদি দুইজন ব্যক্তি একজন শাইখের কাছ থেকে শোনেন, এবং তাদের একজনের শোনা হয়, উদাহরণস্বরূপ, ষাট বছর

আগে, আর অন্যজনের শোনা হয় চল্লিশ বছর আগে। তখন যদি তাদের উভয়ের প্রতি সনদ সংখ্যায় সমান হয়, তবে প্রথমজনের প্রতি ইসনাদ, যার শোনা অগ্রগণ্য, সেটিই উচ্চতর হবে। সুতরাং, এগুলো হলো 'উলু'র প্রকারভেদ, যা পরিপূর্ণ অনুসন্ধান ও পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা সহকারে উপস্থাপিত হলো। আর সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়া'লার জন্য।

(ص: 263)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَأَمَّا مَا رُوِّينَاهُ عَنِ الْحَافِظِ أَبِي الطَّاهِرِ السِّلَفِيِّ رحمه الله مِنْ قَوْلِهِ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ:

بَلْ عُلُوُّ الْحَدِيثِ بَيْنَ أُولِي الْحِفْـ ... ـظِ وَالْإِتْقَانِ صِحَّةُ الْإِسْنَادِ

وَمَا رُوِّينَاهُ عَنِ الْوَزِيرِ نِظَامِ الْمُلْكِ مِنْ قَوْلِهِ: " عِنْدِي أَنَّ الْحَدِيثَ الْعَالِيَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ بَلَغَتْ رُوَاتُهُ مِائَةً ". فَهَذَا وَنَحْوُهُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْعُلُوِّ الْمُتَعَارَفِ إِطْلَاقُهُ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا هُوَ عُلُوٌّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَحَسْبُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ

وَأَمَّا النُّزُولُ فَهُوَ ضِدُّ الْعُلُوِّ، وَمَا مِنْ قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ الْعُلُوِّ الْخَمْسَةِ إِلَّا وَضِدُّهُ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ النُّزُولِ، فَهُوَ إِذًا خَمْسَةُ أَقْسَامٍ، وَتَفْصِيلُهَا يُدْرَكُ مِنْ تَفْصِيلِ أَقْسَامِ الْعُلُوِّ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ.

وَأَمَّا قَوْلُ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: " لَعَلَّ قَائِلًا يَقُولُ: النُّزُولُ ضِدُّ الْعُلُوِّ، فَمَنْ عَرَفَ الْعُلُوَّ فَقَدْ عَرَفَ ضِدَّهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ لِلنُّزُولِ مَرَاتِبَ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا أَهْلُ الصَّنْعَةِ. . . إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ "، فَهَذَا لَيْسَ نَفْيًا لِكَوْنِ النُّزُولِ ضِدًّا لِلْعُلُوِّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ، بَلْ نَفْيًا لِكَوْنِهِ يُعْرَفُ بِمَعْرِفَةِ الْعُلُوِّ، وَذَلِكَ يَلِيقُ بِمَا ذَكَرَهُ هُوَ فِي مَعْرِفَةِ الْعُلُوِّ، فَإِنَّهُ قَصَّرَ فِي بَيَانِهِ وَتَفْصِيلِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَاهُ نَحْنُ

আর যা আমরা হাফিজ আবু তাহির আস-সিলফী থেকে বর্ণনা করেছি, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, তাঁর কিছু পঙক্তিতে তাঁর এই উক্তি:

বরং যারা হাদিস মুখস্থকারী ও পারদর্শী, তাদের নিকট হাদিসের 'উলু' হলো ইসনাদের বিশুদ্ধতা।

আর যা আমরা উজীর নিজামুল মুলক থেকে বর্ণনা করেছি তাঁর এই উক্তি: "আমার মতে, 'আলী' হাদিস হলো তা-ই যা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ প্রমাণিত হয়েছে, যদিও এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা একশ পৌঁছে যায়।" সুতরাং এই মত এবং এ ধরনের অন্যান্য মত, হাদিস বিশারদদের মাঝে প্রচলিত 'উলু'-এর সংজ্ঞাভুক্ত নয়, বরং এটি কেবল অর্থগত 'উলু', আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ

আর 'নুযুল' হলো 'উলু'-এর বিপরীত। 'উলু'-এর পাঁচটি প্রকারের এমন কোনো প্রকার নেই যার বিপরীত 'নুযুল'-এর কোনো প্রকার নয়। সুতরাং এটিও পাঁচটি প্রকারের। আর এর বিস্তারিত বর্ণনা 'উলু'-এর প্রকারভেদের বিস্তারিত বর্ণনা থেকে অনুধাবন করা যায়, যেমনটি পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আর হাকিম আবু আবদুল্লাহ-এর উক্তি প্রসঙ্গে: "হয়তো কোনো ব্যক্তি বলবে: 'নুযুল' হলো 'উলু'-এর বিপরীত। সুতরাং যে 'উলু' সম্পর্কে জেনেছে সে তার বিপরীত সম্পর্কেও জেনেছে। কিন্তু বিষয়টি এমন নয়, কারণ 'নুযুল'-এর এমন অনেক স্তর রয়েছে যা শুধু এই বিদ্যার পারদর্শীরাই জানে... তার বক্তব্যের শেষ পর্যন্ত।" সুতরাং এটি সেই অর্থে 'নুযুল'কে 'উলু'-এর বিপরীত হওয়ার অস্বীকার নয় যা আমি উল্লেখ করেছি, বরং এটি হলো যে, 'উলু' জানার মাধ্যমেই 'নুযুল'কে জানা যায়—এই ধারণার অস্বীকার। আর এটি তার নিজের 'উলু' সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন, তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, কারণ তিনি এর ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বর্ণনায় সংক্ষেপ করেছেন, যা আমাদের উল্লিখিত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

(ص: 264)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

فِي مَعْرِفَةِ الْعُلُوِّ، فَإِنَّهُ مُفَصَّلٌ تَفْصِيلًا مُفْهِمًا لِمَرَاتِبِ النُّزُولِ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تبارك وتعالى.

ثُمَّ إِنَّ النُّزُولَ مَفْضُولٌ مَرْغُوبٌ عَنْهُ، وَالْفَضِيلَةُ لِلْعُلُوِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ وَدَلِيلُهُ.

وَحَكَى ابْنُ خَلَّادٍ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ النَّظَرِ أَنَّهُ قَالَ: " التَّنَزُّلُ فِي الْإِسْنَادِ أَفْضَلُ "، وَاحْتَجَّ لَهُ بِمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَجِبُ الِاجْتِهَادُ، وَالنَّظَرُ فِي تَعْدِيلِ كُلِّ رَاوٍ وَتَجْرِيحِهِ، فَكُلَّمَا زَادُوا كَانَ الِاجْتِهَادُ أَكْثَرَ.

وَهَذَا مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ ضَعِيفُ الْحُجَّةِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَأَبِي عَمْرٍو الْمُسْتَمْلِيِّ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: " النُّزُولُ شُؤْمٌ ".

وَهَذَا وَنَحْوُهُ مِمَّا جَاءَ فِي ذَمِّ النُّزُولِ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ النُّزُولِ، فَإِنَّ النُّزُولَ إِذَا تَعَيَّنَ - دُونَ الْعُلُوِّ - طَرِيقًا إِلَى فَائِدَةٍ رَاجِحَةٍ عَلَى فَائِدَةِ الْعُلُوِّ فَهُوَ مُخْتَارٌ غَيْرُ مَرْذُولٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

উচ্চতা (উলু) জানার ক্ষেত্রে, কারণ এটি نزول (নুজুল)-এর স্তরগুলো বোঝার মতো বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, আর জ্ঞান আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার কাছেই।

অতঃপর, نزول (নুজুল) এমন একটি বিষয় যা কম পছন্দনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত, আর উচ্চতা (উলু)-এর জন্যই শ্রেষ্ঠত্ব, যা পূর্বে তার ব্যাখ্যা ও প্রমাণসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে খাল্লাদ কিছু আহলে নজর (চিন্তাবিদ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: "ইসনাদে 'তানাজ্জুল' (نزول) অধিক উত্তম।" এবং এর পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন এই মর্মে যে, প্রতিটি বর্ণনাকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা (তা'দিল) যাচাই ও ত্রুটি (তাজরিহ) নির্ণয়ে ইজতিহাদ ও গবেষণা করা আবশ্যক, তাই বর্ণনাকারীর সংখ্যা যত বাড়বে, ইজতিহাদও তত বেশি হবে।

আর এটি একটি দুর্বল মতবাদ, যার যুক্তিও দুর্বল। আমরা আলী ইবনুল মাদীনী এবং আবু আমর আল-মুস্তামলী আন-নয়সাপুরী থেকে বর্ণনা পেয়েছি যে তারা উভয়ে বলেছেন: "নুজুল (نزول) অশুভ।"

আর এটি এবং এ জাতীয় যা নুজুলের নিন্দা বিষয়ে এসেছে, তা নুজুলের কিছু বিশেষ অংশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ, যদি নুজুল – উচ্চতা (উলু) ব্যতীত – উচ্চতার উপকারের চেয়ে অধিকতর উপকারী কোনো ফল লাভের পথ হিসেবে নির্ধারিত হয়, তবে তা গৃহীত, বর্জনীয় নয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

النَّوْعُ الْمُوَفِّي ثَلَاثِينَ

مَعْرِفَةُ الْمَشْهُورِ مِنَ الْحَدِيثِ

وَمَعْنَى الشُّهْرَةِ مَفْهُومٌ، وَهُوَ مُنْقَسِمٌ إِلَى: صَحِيحٍ، كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ". وَأَمْثَالِهِ.

وَإِلَى غَيْرِ صَحِيحٍ: كَحَدِيثِ: " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ".

وَكَمَا بَلَغَنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: " أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ تَدُورُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَسْوَاقِ لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ: " مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ آذَارَ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ "، وَ " مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "،

ত্রিশতম প্রকার

হাদিসের প্রসিদ্ধ (মাশহূর) প্রকারের জ্ঞান

এবং শুহরাতের (প্রসিদ্ধির) অর্থ বোধগম্য। আর এটি বিভক্ত হয়: সহীহ (বিশুদ্ধ) প্রকারের মধ্যে, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি: "নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" এবং এর অনুরূপ অন্যান্য।

এবং গাইরে সহীহ (অবিশুদ্ধ) প্রকারের মধ্যে: যেমন হাদিস: "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।"

আর যেমন আমাদের নিকট আহমদ ইবনে হাম্বল রদিয়াল্লাহু আনহু (আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে চারটি হাদিস বাজারে প্রচলিত আছে যার কোনো ভিত্তি নেই: 'যে আমাকে আযারের (মার্চ মাসের) বিদায়ের সুসংবাদ দেবে, আমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেব', এবং 'যে কোনো যিম্মিকে কষ্ট দেবে, কিয়ামতের দিন আমি তার প্রতিপক্ষ হব',"

وَ " يَوْمُ نَحْرِكُمْ يَوْمُ صَوْمِكُمْ "، وَ " لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ ".

وَيَنْقَسِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ إِلَى: مَا هُوَ مَشْهُورٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ، كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ". وَأَشْبَاهِهِ.
وَإِلَى مَا هُوَ مَشْهُورٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهِمْ، كَالَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -

আর "তোমাদের কুরবানির দিন, তোমাদের রোযার দিন", এবং "সাওয়ালকারীর অধিকার আছে, যদিও সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসে" ।
এবং অন্য একটি দিক থেকে এটি বিভক্ত হয়: যা আহলে হাদীস ও অন্যান্যদের মধ্যে প্রসিদ্ধ, যেমন তাঁর বাণী (সা.): "প্রকৃত মুসলিম সেই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।" এবং এর অনুরূপ।
এবং যা শুধুমাত্র আহলে হাদীসদের মধ্যেই প্রসিদ্ধ, অন্যদের মধ্যে নয়, যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আনসারী থেকে, তিনি সুলায়মান আত-তাইমী থেকে, তিনি আবূ মিজলাজ থেকে, তিনি আনাস (রাঃ) থেকে: "যে রাসূলুল্লাহ (সা.) -

---

قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ ".
فَهَذَا مَشْهُورٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ، وَلَهُ رُوَاةٌ عَنْ أَنَسٍ غَيْرُ أَبِي مِجْلَزٍ، وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ غَيْرُ التَّيْمِيِّ، وَرَوَاهُ عَنِ التَّيْمِيِّ غَيْرُ الْأَنْصَارِيِّ، وَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا أَهْلُ الصَّنْعَةِ. وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَقَدْ يَسْتَغْرِبُونَهُ مِنْ حَيْثُ: إِنَّ التَّيْمِيَّ يَرْوِي عَنْ أَنَسٍ، وَهُوَ هَاهُنَا يَرْوِي عَنْ وَاحِدٍ، عَنْ أَنَسٍ.
وَمِنَ الْمَشْهُورِ: الْمُتَوَاتِرُ الَّذِي يَذْكُرُهُ أَهْلُ الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ لَا يَذْكُرُونَهُ بِاسْمِهِ الْخَاصِّ الْمُشْعِرِ بِمَعْنَاهُ الْخَاصِّ، وَإِنْ كَانَ الْحَافِظُ الْخَطِيبُ قَدْ ذَكَرَهُ، فَفِي كَلَامِهِ

مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ اتَّبَعَ فِيهِ غَيْرَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَا تَشْمَلُهُ صِنَاعَتُهُمْ، وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ فِي رِوَايَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي يَنْقُلُهُ مَنْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِهِ ضَرُورَةً، وَلَا بُدَّ فِي إِسْنَادِهِ مِنِ اسْتِمْرَارِ هَذَا الشَّرْطِ فِي رُوَاتِهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ.

তিনি এক মাস রুকুর পর কুনূত পাঠ করেছিলেন, রি'ল ও যাকওয়ানের বিরুদ্ধে বদদোয়া করছিলেন।"

এটি আহলে হাদীসদের মাঝে প্রসিদ্ধ, সহীহ গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত হয়েছে। আনাস (রা.) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন আবূ মিজলাজ ব্যতীতও অন্যান্য বর্ণনাকারী; আবূ মিজলাজ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন তাইমী ব্যতীতও অন্যান্য বর্ণনাকারী; এবং তাইমী থেকে এটি বর্ণনা করেছেন আনসারী ব্যতীতও অন্যান্য বর্ণনাকারী। এ বিষয়টি আহলে সান'আ (জ্ঞান বিশারদগণ) ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। আর তাদের (আহলে সান'আ) ছাড়া অন্যরা এটিকে বিস্ময়কর মনে করতে পারে এই কারণে যে, তাইমী আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, অথচ এখানে তিনি একজন (মধ্যস্থতাকারী) থেকে আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করছেন।

আর প্রসিদ্ধ (হাদীসের প্রকার)-এর মধ্যে মুতাওয়াতির (হাদীস) অন্যতম, যা ফিকহ ও উসূলে ফিকহের বিশেষজ্ঞগণ উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু আহলে হাদীসগণ এর বিশেষ অর্থ প্রকাশক নিজস্ব নামে এটিকে উল্লেখ করেন না, যদিও হাফিয আল-খাতীব এটিকে উল্লেখ করেছেন। তবে তার বক্তব্যে এমন কিছু আছে যা থেকে বোঝা যায় যে তিনি এতে আহলে হাদীস ব্যতীত অন্যদের অনুসরণ করেছেন। আর সম্ভবত এর কারণ হলো যে এটি তাদের (হাদীস শাস্ত্রের) শিল্পরীতির অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তাদের বর্ণনাসমূহে এটি খুব কমই পাওয়া যায়। কেননা এটি এমন সংবাদ যা এমন ব্যক্তির দ্বারা বর্ণিত হয় যার সত্যতা সম্পর্কে অনিবার্যভাবে জ্ঞান অর্জিত হয়, এবং এর সনদ (বর্ণনাসূত্র)-এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে এই শর্তটি বজায় থাকা আবশ্যক।

وَمَنْ سُئِلَ عَنْ إِبْرَازِ مِثَالٍ لِذَلِكَ فِيمَا يُرْوَى مِنَ الْحَدِيثِ أَعْيَاهُ تَطَلُّبُهُ.

وَحَدِيثُ: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ بِسَبِيلٍ، وَإِنْ نَقَلَهُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ، وَزِيَادَةٌ ; لِأَنَّ ذَلِكَ طَرَأَ عَلَيْهِ فِي وَسَطِ إِسْنَادِهِ، وَلَمْ

আর যে ব্যক্তি হাদীস থেকে এর কোনো দৃষ্টান্ত পেশ করতে জিজ্ঞাসিত হবে, তার অনুসন্ধান তাকে ক্লান্ত করে দেবে।
এবং "নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়ত অনুযায়ী হয়"—এই হাদীসটি সেগুলির অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও তা তাওয়াতুর সংখ্যক বা তারও অধিক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে; কারণ এটি এর ইসনাদের মধ্যভাগে সংঘটিত হয়েছে, এবং না...

(ص: 269)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

يُوجَدُ فِي أَوَائِلِهِ عَلَى مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ.
نَعَمْ حَدِيثُ " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " نَرَاهُ مِثَالًا لِذَلِكَ، فَإِنَّهُ نَقَلَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم الْعَدَدُ الْجَمُّ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَرْوِيٌّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ.
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ الْحَافِظُ الْجَلِيلُ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ.
وَذَكَرَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ " أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم اثْنَانِ وَسِتُّونَ نَفْسًا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَفِيهِمُ الْعَشَرَةُ الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ ".
قَالَ: وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَدِيثٌ اجْتَمَعَ عَلَى رِوَايَتِهِ الْعَشَرَةُ غَيْرُهُ، وَلَا يُعْرَفُ حَدِيثٌ يُرْوَى عَنْ أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ نَفْسًا مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ.
قُلْتُ: وَبَلَغَ بِهِمْ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ، وَفِي بَعْضِ ذَلِكَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ عَدَدُ رُوَاتِهِ فِي ازْدِيَادٍ، وَهَلُمَّ جَرًّا عَلَى التَّوَالِي وَالِاسْتِمْرَارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

এর প্রারম্ভে তা বিদ্যমান, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

হ্যাঁ, "যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান করে নেয়" – এই হাদিসটিকে আমরা এর একটি উদাহরণ হিসেবে দেখি। কেননা, বিপুল সংখ্যক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম এটি বর্ণনা করেছেন এবং এটি সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এ তাঁদের একটি জামাআত থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আর মহান হাফিয আবু বকর আল-বাযযার তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, প্রায় চল্লিশ জন সাহাবী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

এবং কিছু হাফিয উল্লেখ করেছেন যে, "বাষট্টি জন সাহাবী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, এবং তাঁদের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জনও রয়েছেন।"

তিনি বলেছেন: দুনিয়াতে এমন কোনো হাদিস নেই যা বর্ণনার উপর ঐ দশজন (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী) ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন এটি ছাড়া। এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ষাট জনেরও বেশি সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত কোনো হাদিস এটি ছাড়া আর পরিচিত নয়।

আমি বলি: এবং কিছু হাদিস বিশারদ তাঁদের সংখ্যাকে এই সংখ্যার চেয়েও বেশি বলেছেন, এবং এর কিছু বর্ণনায় তাওয়াতুরের (গণ-বর্ণনা) সংখ্যা পর্যন্ত পৌঁছেছে। এরপরও এর রাবীগণের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং একইভাবে পর্যায়ক্রমে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে তা চলে আসছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

مَعْرِفَةُ الْغَرِيبِ وَالْعَزِيزِ مِنَ الْحَدِيثِ

رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْدَهْ الْحَافِظِ الْأَصْبَهَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " الْغَرِيبُ مِنَ الْحَدِيثِ كَحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَأَشْبَاهِهِمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ مِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُمْ. إِذَا انْفَرَدَ الرَّجُلُ

عَنْهُمْ بِالْحَدِيثِ يُسَمَّى غَرِيبًا، فَإِذَا رَوَى عَنْهُمْ رَجُلَانِ وَثَلَاثَةٌ، وَاشْتَرَكُوا فِي حَدِيثٍ يُسَمَّى عَزِيزًا، فَإِذَا رَوَى الْجَمَاعَةُ عَنْهُمْ حَدِيثًا سُمِّيَ مَشْهُورًا ".

قُلْتُ: الْحَدِيثُ الَّذِي يَتَفَرَّدُ بِهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ يُوصَفُ بِالْغَرِيبِ، وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَتَفَرَّدُ فِيهِ بَعْضُهُمْ بِأَمْرٍ لَا يَذْكُرُهُ فِيهِ غَيْرُهُ: إِمَّا فِي مَتْنِهِ، وَإِمَّا فِي إِسْنَادِهِ، وَلَيْسَ كُلُّ مَا يُعَدُّ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَفْرَادِ مَعْدُودًا مِنْ أَنْوَاعِ الْغَرِيبِ، كَمَا فِي الْأَفْرَادِ الْمُضَافَةِ إِلَى الْبِلَادِ عَلَى مَا سَبَقَ شَرْحُهُ.

ثُمَّ إِنَّ الْغَرِيبَ يَنْقَسِمُ إِلَى صَحِيحٍ، كَالْأَفْرَادِ الْمُخَرَّجَةِ فِي الصَّحِيحِ،

একত্রিশতম প্রকার

হাদীসের গরীব ও আযীয প্রকারের জ্ঞান

আমরা আবু আবদুল্লাহ ইবনে মান্দাহ আল-হাফিজ আল-আসফাহানি থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: "হাদীসের গরীব (প্রকার) হলো যুহরী, ক্বাতাদাহ এবং তাদের মতো যেসব ইমামের হাদীস সংকলিত হয়, তাদের হাদীসের মতো, যদি কোনো একজন ব্যক্তি তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তবে তাকে গরীব বলা হয়। আর যদি দুই বা তিনজন ব্যক্তি তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তারা একটি হাদীসে শরিক হন, তবে তাকে আযীয বলা হয়। আর যদি একটি দল তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তবে তাকে মাশহূর বলা হয়।"

আমি বলি: যে হাদীস কিছু বর্ণনাকারী একাকী বর্ণনা করেন, তাকে গরীব বলা হয়, এবং একইভাবে, যে হাদীসে কিছু বর্ণনাকারী এমন কোনো বিষয় এককভাবে বর্ণনা করেন যা অন্য কেউ তাতে উল্লেখ করেননি: হয় তার মূল পাঠে (মতনে), অথবা তার সনদ-সূত্রে (ইসনাদে)। তবে, আফরাদ (একক বর্ণনা)-এর প্রকারের মধ্যে যা কিছু গণ্য করা হয়, তার সবকিছুই গরীব-এর প্রকারের মধ্যে গণ্য হয় না, যেমন দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট আফরাদ (আফরাদে মুদাফাহ ইলাল বিলাদ) এর ক্ষেত্রে, যা পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অতঃপর, গরীব সহীহ (নির্ভুল)-এ বিভক্ত হয়, যেমন সহীহ গ্রন্থাবলীতে সংকলিত একক বর্ণনা (আফরাদ) সমূহ।

وَإِلَى غَيْرِ صَحِيحٍ، وَذَلِكَ هُوَ الْغَالِبُ عَلَى الْغَرِيبِ.

رُوِّينَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ: " لَا تَكْتُبُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الْغَرَايِبَ، فَإِنَّهَا مَنَاكِيرُ، وَعَامَّتُهَا عَنِ الضُّعَفَاءِ ".

وَيَنْقَسِمُ الْغَرِيبُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ:

فَمِنْهُ مَا هُوَ (غَرِيبٌ مَتْنًا وَإِسْنَادًا) وَهُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي تَفَرَّدَ بِرِوَايَةِ مَتْنِهِ رَاوٍ وَاحِدٌ.

وَمِنْهُ مَا هُوَ (غَرِيبٌ إِسْنَادًا لَا مَتْنًا) كَالْحَدِيثِ الَّذِي مَتْنُهُ مَعْرُوفٌ مَرْوِيٌّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، إِذَا تَفَرَّدَ بَعْضُهُمْ بِرِوَايَتِهِ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ كَانَ غَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ مَعَ أَنَّ مَتْنَهُ غَيْرُ غَرِيبٍ.

وَمِنْ ذَلِكَ غَرَائِبُ الشُّيُوخِ فِي أَسَانِيدِ الْمُتُونِ الصَّحِيحَةِ، وَهَذَا الَّذِي يَقُولُ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ: " غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ".

وَلَا أَرَى هَذَا النَّوْعَ يَنْعَكِسُ، فَلَا يُوجَدُ إِذًا مَا هُوَ غَرِيبٌ مَتْنًا وَلَيْسَ غَرِيبًا إِسْنَادًا، إِلَّا إِذَا اشْتَهَرَ الْحَدِيثُ الْفَرْدُ عَمَّنْ تَفَرَّدَ بِهِ، فَرَوَاهُ عَنْهُ عَدَدٌ كَثِيرُونَ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ غَرِيبًا مَشْهُورًا، وَغَرِيبًا مَتْنًا وَغَيْرَ غَرِيبٍ إِسْنَادًا، لَكِنْ بِالنَّظَرِ إِلَى أَحَدِ طَرَفَيِ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ إِسْنَادَهُ مُتَّصِفٌ بِالْغَرَابَةِ فِي طَرَفِهِ الْأَوَّلِ، مُتَّصِفٌ بِالشُّهْرَةِ فِي طَرَفِهِ الْآخَرِ، كَحَدِيثِ: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " وَكَسَائِرِ الْغَرَائِبِ الَّتِي اشْتَمَلَتْ

ا وَإِلَى غَيْرِ صَحِيحٍ، وَذَلِكَ هُوَ الْغَالِبُ عَلَى الْغَرِيبِ
رُوِّينَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ: " لَا تَكْتُبُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الْغَرَايِبَ، فَإِنَّهَا مَنَاكِيرُ، وَعَامَّتُهَا عَنِ الضُّعَفَاءِ ".
وَيَنْقَسِمُ الْغَرِيبُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ:
فَمِنْهُ مَا هُوَ (غَرِيبٌ مَتْنًا وَإِسْنَادًا) وَهُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي تَفَرَّدَ بِرِوَايَةِ مَتْنِهِ رَاوٍ وَاحِدٌ.
وَمِنْهُ مَا هُوَ (غَرِيبٌ إِسْنَادًا لَا مَتْنًا) كَالْحَدِيثِ الَّذِي مَتْنُهُ مَعْرُوفٌ مَرْوِيٌّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، إِذَا تَفَرَّدَ بَعْضُهُمْ بِرِوَايَتِهِ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ كَانَ غَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ مَعَ أَنَّ مَتْنَهُ غَيْرُ غَرِيبٍ
وَمِنْ ذَلِكَ غَرَائِبُ الشُّيُوخِ فِي أَسَانِيدِ الْمُتُونِ الصَّحِيحَةِ، وَهَذَا الَّذِي يَقُولُ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ: " غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ".

وَلَا أَرَى هَذَا النَّوْعَ يَنْعَكِسُ، فَلَا يُوجَدُ إِذًا مَا هُوَ غَرِيبٌ مَتْنًا وَلَيْسَ غَرِيبًا إِسْنَادًا، إِلَّا إِذَا اشْتَهَرَ الْحَدِيثُ الْفَرْدُ عَمَّنْ تَفَرَّدَ بِهِ، فَرَوَاهُ عَنْهُ عَدَدٌ كَثِيرُونَ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ غَرِيبًا مَشْهُورًا، وَغَرِيبًا مَتْنًا وَغَيْرَ غَرِيبٍ إِسْنَادًا، لَكِنْ بِالنَّظَرِ إِلَى أَحَدِ طَرَفَيِ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ إِسْنَادَهُ مُتَّصِفٌ بِالْغَرَابَةِ فِي طَرَفِهِ الْأَوَّلِ، مُتَّصِفٌ بِالشُّهْرَةِ فِي طَرَفِهِ الْآخَرِ، كَحَدِيثِ: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " وَكَسَائِرِ الْغَرَائِبِ الَّتِي اشْتَمَلَتْ

এবং অপ্রমাণিত (হাদীস) এর দিকে (ধাবিত হয়), আর এটাই গারীব হাদীসের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।

আমরা আহমদ ইবনে হাম্বল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি একাধিকবার বলেছেন: "তোমরা এই গারাইব (অপরিচিত/অদ্ভুত) হাদীসগুলো লিখো না, কারণ এগুলো মুনকার (অস্বীকৃত), এবং এর অধিকাংশই দুর্বল বর্ণনাকারীদের সূত্রে বর্ণিত।"

গারীব (হাদীস) আরও এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভক্ত হয়:

এর মধ্যে এমন কিছু আছে যা (মাতান ও ইসনাদ উভয় দিক থেকে গারীব), আর তা হলো এমন হাদীস যার মাতান বর্ণনায় মাত্র একজন রাবী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

এবং এর মধ্যে এমনটিও রয়েছে যা (ইসনাদ সূত্রে গারীব, মাতান সূত্রে নয়), যেমন এমন হাদীস যার মাতান (মূল পাঠ) পরিচিত এবং সাহাবীদের একটি জামাত থেকে বর্ণিত; যখন তাদের মধ্যে কেউ একজন অন্য কোনো সাহাবী থেকে এটি এককভাবে বর্ণনা করেন, তখন এটি সেই দিক থেকে গারীব হয়, যদিও এর মাতান গারীব নয়।

এবং এর মধ্যে রয়েছে সহীহ মাতানসমূহের সনদসমূহে শায়খদের গারাইব (অপরিচিত বর্ণনা), আর এটাই সেই বিষয় যার সম্পর্কে তিরমিযী বলেন: "এই দিক থেকে এটি গারীব।"

এবং আমি এই প্রকারকে বিপরীত হতে দেখি না। সুতরাং এমন কিছু পাওয়া যায় না যা মাতান সূত্রে গারীব কিন্তু ইসনাদ সূত্রে গারীব নয়, তবে যদি এককভাবে বর্ণিত হাদীসটি যিনি এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন তার থেকে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তাঁর থেকে অসংখ্য লোক এটি বর্ণনা করে, তাহলে এটি 'গারীবুন মাশহুর' (প্রসিদ্ধ গারীব) হয়ে যায়, এবং মাতান সূত্রে গারীব ও ইসনাদ সূত্রে অ-গারীব হয়ে যায়, তবে ইসনাদের উভয় প্রান্তের একটির দিকে দৃষ্টিপাত করলে (এ কথা বলা হয়)। কারণ এর ইসনাদ তার প্রথম প্রান্তে গারাবাত (এককত্ব) দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং তার অন্য প্রান্তে শুহরাহ (প্রসিদ্ধি) দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যেমন হাদীস: "নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল" এবং অন্যান্য গারাইব হাদীসের মতো যা অন্তর্ভুক্ত করে

عَلَيْهَا التَّصَانِيفُ الْمُشْتَهِرَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ غَرِيبِ الْحَدِيثِ

وَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا وَقَعَ فِي مُتُونِ الْأَحَادِيثِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْغَامِضَةِ الْبَعِيدَةِ مِنَ الْفَهْمِ، لِقِلَّةِ اسْتِعْمَالِهَا.

هَذَا فَنٌّ مُهِمٌّ، يَقْبُحُ جَهْلُهُ بِأَهْلِ الْحَدِيثِ خَاصَّةً، ثُمَّ بِأَهْلِ الْعِلْمِ عَامَّةً، وَالْخَوْضُ فِيهِ لَيْسَ بِالْهَيِّنِ، وَالْخَائِضُ فِيهِ حَقِيقٌ بِالتَّحَرِّي جَدِيرٌ بِالتَّوَقِّي.

رُوِّينَا عَنِ الْمَيْمُونِيِّ قَالَ: ... سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ حَرْفٍ مِنْ غَرِيبِ الْحَدِيثِ، فَقَالَ: " سَلُوا أَصْحَابَ الْغَرِيبِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالظَّنِّ فَسَأُخْطِئُ " ... .

যার উপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি রয়েছে, আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

বত্রিশতম প্রকার: গারীবুল হাদীসের জ্ঞান

এটি এমন অস্পষ্ট শব্দাবলির বিবরণ, যা হাদীসের মূল পাঠে এসেছে এবং যার ব্যবহার স্বল্পতার কারণে বোধগম্যতা থেকে দূরবর্তী।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র; বিশেষত হাদীসশাস্ত্রবিদদের জন্য এবং অতঃপর সাধারণভাবে জ্ঞানীদের জন্য এর বিষয়ে অজ্ঞতা নিন্দনীয়। এতে গভীরে প্রবেশ করা সহজ কাজ নয়, আর যে এতে প্রবেশ করে, সে সত্যানুসন্ধানের উপযুক্ত এবং সতর্কতা অবলম্বনের যোগ্য।

মাইমুনী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ... আহমাদ ইবনু হাম্বলকে গারীবুল হাদীসের একটি শব্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: "তোমরা গারীব শাস্ত্রের পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করো, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীতে অনুমান করে কথা বলা অপছন্দ করি, তাহলে আমি ভুল করব।" ...।

وَبَلَغَنَا عَنِ التَّارِيخِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: ... حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْأَصْمَعِيِّ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَا مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "؟ فَقَالَ: أَنَا لَا أُفَسِّرُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنَّ الْعَرَبَ تَزْعُمُ أَنَّ السَّقَبَ اللَّزِيقُ ... .

ثُمَّ إِنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ صَنَّفُوا فِي ذَلِكَ فَأَحْسَنُوا، وَرُوِّينَا عَنِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ قَالَ: " أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الْغَرِيبَ فِي الْإِسْلَامِ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ "، وَمِنْهُمْ مَنْ خَالَفَهُ فَقَالَ: " أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِيهِ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى "، وَكِتَابَاهُمَا صَغِيرَانِ.

وَصَنَّفَ بَعْدَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ كِتَابَهُ الْمَشْهُورَ، فَجَمَعَ وَأَجَادَ وَاسْتَقْصَى، فَوَقَعَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِمَوْقِعٍ جَلِيلٍ، وَصَارَ قُدْوَةً فِي هَذَا الشَّأْنِ.

ثُمَّ تَتَبَّعَ الْقُتَيْبِيُّ مَا فَاتَ أَبَا عُبَيْدٍ، فَوَضَعَ فِيهِ كِتَابَهُ الْمَشْهُورَ.

ثُمَّ تَتَبَّعَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ مَا فَاتَهُمَا، فَوَضَعَ فِي ذَلِكَ كِتَابَهُ الْمَشْهُورَ.

فَهَذِهِ الْكُتُبُ الثَّلَاثَةُ أُمَّهَاتُ الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ فِي ذَلِكَ، وَوَرَاءَهَا مَجَامِعُ تَشْتَمِلُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى زَوَائِدَ وَفَوَائِدَ كَثِيرَةٍ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَلَّدَ مِنْهَا إِلَّا مَا كَانَ مُصَنِّفُوهَا أَئِمَّةً جِلَّةً.

حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ ... :وَبَلَغَنَا عَنِ التَّارِيخِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ لِلْأَصْمَعِيِّ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَا مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "؟ فَقَالَ: أَنَا ... لَا أُفَسِّرُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنَّ الْعَرَبَ تَزْعُمُ أَنَّ السَّقَبَ اللَّزِيقُ .

ثُمَّ إِنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ صَنَّفُوا فِي ذَلِكَ فَأَحْسَنُوا، وَرُوِّينَا عَنِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ قَالَ: " أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الْغَرِيبَ فِي الْإِسْلَامِ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ "، وَمِنْهُمْ مَنْ خَالَفَهُ فَقَالَ: " أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِيهِ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى "، وَكِتَابَاهُمَا صَغِيرَانِ.

وَصَنَّفَ بَعْدَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ كِتَابَهُ الْمَشْهُورَ، فَجَمَعَ وَأَجَادَ وَاسْتَقْصَى، فَوَقَعَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِمَوْقِعٍ جَلِيلٍ، وَصَارَ قُدْوَةً فِي هَذَا الشَّأْنِ.

ثُمَّ تَتَبَّعَ الْقُتَيْبِيُّ مَا فَاتَ أَبَا عُبَيْدٍ، فَوَضَعَ فِيهِ كِتَابَهُ الْمَشْهُورَ.

ثُمَّ تَتَبَّعَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ مَا فَاتَهُمَا، فَوَضَعَ فِي ذَلِكَ كِتَابَهُ الْمَشْهُورَ.

فَهَذِهِ الْكُتُبُ الثَّلَاثَةُ أُمَّهَاتُ الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ فِي ذَلِكَ، وَوَرَاءَهَا مَجَامِعُ تَشْتَمِلُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى زَوَائِدَ وَفَوَائِدَ كَثِيرَةٍ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَلَّدَ مِنْهَا إِلَّا مَا كَانَ مُصَنِّفُوهَا أَئِمَّةً جِلَّةً

وَأَقْوَى مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ: أَنْ يُظْفَرَ بِهِ مُفَسَّرًا فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ، نَحْوُ مَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ صَيَّادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: " قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئًا، فَمَا هُوَ؟. قَالَ: الدُّخُّ ".

فَهَذَا خَفِيَ مَعْنَاهُ وَأَعْضَلَ، وَفَسَّرَهُ قَوْمٌ بِمَا لَا يَصِحُّ.

وَفِي مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ الدَّخُّ بِمَعْنَى الزَّخِّ الَّذِي هُوَ الْجِمَاعُ، وَهَذَا تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ يَغِيظُ الْعَالِمَ وَالْمُؤْمِنَ.

وَإِنَّمَا مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: قَدْ أَضْمَرْتُ لَكَ ضَمِيرًا، فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: الدُّخُّ، بِضَمِّ الدَّالِ، يَعْنِي الدُّخَانَ، وَالدُّخُّ هُوَ الدُّخَانُ فِي لُغَةٍ، إِذْ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ مَا نَصُّهُ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئًا وَخَبَّأَ لَهُ: يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ".

فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ "، وَهَذَا ثَابِتٌ صَحِيحٌ، خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ. فَأَدْرَكَ ابْنُ صَيَّادٍ مِنْ ذَلِكَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فَحَسْبُ، عَلَى عَادَةِ الْكُهَّانِ فِي اخْتِطَافِ بَعْضِ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيَاطِينِ، مِنْ غَيْرِ وُقُوفٍ

আর হাদিসের দুর্লভ বা দুর্বোধ্য শব্দ (গরিবুল হাদিস) ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হলো: যদি এটি হাদিসেরই অন্য কোনো বর্ণনায় ব্যাখ্যাসহ পাওয়া যায়, যেমন ইবনে সায়্যাদের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: "আমি তোমার জন্য একটি লুকানো জিনিস রেখেছি, সেটি কী?" সে বলল: "আদ-দুখখু।" অতঃপর এর অর্থ গোপন ও দুর্বোধ্য রয়ে গেল, এবং একদল লোক এর এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা সঠিক নয়।

আর হাকিমের 'মারিফাতু উলুমিল হাদিস' গ্রন্থে রয়েছে যে, 'আদ-দুখখু' মানে 'আয-যাকখু' যা 'জিমাহ' (সহবাস), এবং এটি একটি জঘন্য ভুল ব্যাখ্যা যা আলেম ও মুমিনকে ক্রোধান্বিত করে।

প্রকৃতপক্ষে হাদিসের অর্থ হলো যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: "আমি তোমার জন্য একটি গোপন বিষয় রেখেছি, সেটি কী?" অতঃপর সে বলল: "আদ-দুখখু" (দালের পেশ দিয়ে), অর্থাৎ ধোঁয়া। আর 'আদ-দুখখু' ভাষাগতভাবে ধোঁয়াকেই বোঝায়, কারণ, হাদিসের কিছু বর্ণনায় এসেছে: অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "আমি তোমার জন্য একটি লুকানো জিনিস রেখেছি" – এবং তিনি তার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলেন: "যেদিন আকাশ প্রকাশ্য ধোঁয়া নিয়ে আসবে।"

তখন ইবনে সায়্যাদ বলল: "সেটি হলো আদ-দুখখু।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "দূর হ! তুই তোর সীমা অতিক্রম করতে পারবি না।" আর এটি সহীহ ও প্রমাণিত, যা তিরমিযী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইবনে সায়্যাদ সে বিষয়ে শুধু এই বাক্যটিই বুঝতে পেরেছিল, শয়তানদের কাছ থেকে কিছু অংশ হরণকারী জ্যোতিষীদের অভ্যাসমতো, পুরোটা না বুঝেই।

(ص: 275)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

عَلَى تَمَامِ الْبَيَانِ. وَلِهَذَا قَالَ لَهُ: " اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ " أَيْ فَلَا مَزِيدَ لَكَ عَلَى قَدْرِ إِدْرَاكِ الْكُهَّانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ الْمُسَلْسَلِ مِنَ الْحَدِيثِ

التَّسَلْسُلُ مِنْ نُعُوتِ الْأَسَانِيدِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَتَابُعِ رِجَالِ الْإِسْنَادِ وَتَوَارُدِهِمْ فِيهِ، وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، عَلَى صِفَةٍ أَوْ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَيَنْقَسِمُ ذَلِكَ إِلَى مَا يَكُونُ صِفَةً لِلرِّوَايَةِ وَالتَّحَمُّلِ، وَإِلَى مَا يَكُونُ صِفَةً لِلرُّوَاةِ أَوْ حَالَةً لَهُمْ.

ثُمَّ إِنَّ صِفَاتِهِمْ فِي ذَلِكَ وَأَحْوَالَهُمْ - أَقْوَالًا وَأَفْعَالًا وَنَحْوَ ذَلِكَ - تَنْقَسِمُ إِلَى مَا لَا نُحْصِيهِ.

وَنَوَّعَهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِلَى ثَمَانِيَةِ أَنْوَاعٍ، وَالَّذِي ذَكَرَهُ فِيهَا إِنَّمَا هُوَ صُوَرٌ وَأَمْثِلَةٌ ثَمَانِيَةٌ، وَلَا انْحِصَارَ لِذَلِكَ فِي ثَمَانِيَةٍ كَمَا ذَكَرْنَاهُ.

وَمِثَالُ مَا يَكُونُ صِفَةً لِلرِّوَايَةِ وَالتَّحَمُّلِ مَا يَتَسَلْسَلُ بِـ (سَمِعْتُ فُلَانًا قَالَ: سَمِعْتُ فُلَانًا) إِلَى آخِرِ الْإِسْنَادِ، أَوْ يَتَسَلْسَلُ بِـ (حَدَّثَنَا) أَوْ (أَخْبَرَنَا) إِلَى آخِرِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ " أَخْبَرَنَا وَاللَّهِ فُلَانٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَاللَّهِ فُلَانٌ " إِلَى آخِرِهِ.

وَمِثَالُ مَا يَرْجِعُ إِلَى صِفَاتِ الرُّوَاةِ وَأَقْوَالِهِمْ وَنَحْوِهَا إِسْنَادُ

ـَمَامِ الْبَيَانِ. وَلِهَذَا قَالَ لَهُ: " اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ " أَيْ فَلَا مَزِيدَ لَكَ عَلَى قَدْرِ إِدْرَاكِ ح عَلَى الْكُهَّانِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

তেত্রিশতম প্রকার: মুসালসাল হাদীস চেনা

তাসালসুল হলো ইসনাদের গুণাবলীর অন্যতম, এবং এটি হলো ইসনাদের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা ও তাদের এতে একের পর এক আসা, একই গুণ বা একই অবস্থায়।

এবং এটি বিভক্ত হয় এমন প্রকারে যা বর্ণনা ও শ্রবণের গুণ হয়, এবং এমন প্রকারে যা বর্ণনাকারীদের গুণ বা তাদের অবস্থা হয়।

অতঃপর তাদের সেই গুণাবলী ও তাদের অবস্থা - উক্তি, কর্ম এবং অনুরূপ কিছু - এমন প্রকারে বিভক্ত হয় যা আমরা গণনা করতে পারি না।

এবং আল-হাকিম আবু আবদুল্লাহ আল-হাফিয এটিকে আট প্রকারে বিভক্ত করেছেন, এবং তিনি এতে যা উল্লেখ করেছেন তা কেবল আটটি রূপ ও উদাহরণ, আর আমরা যেমনটি উল্লেখ করেছি, এর আটটিতে সীমাবদ্ধতা নেই।

বর্ণনা ও শ্রবণের গুণ হয় এমন কিছুর উদাহরণ হলো যা (আমি অমুকের কাছ থেকে শুনেছি যে, সে বলেছে: আমি অমুকের কাছ থেকে শুনেছি) বলে ইসনাদের শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক হয়, অথবা (হাদদাসানা) বা (আখবারানা) বলে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক হয়, এবং এর অন্তর্ভুক্ত হলো "আল্লাহর কসম, অমুক আমাদের জানিয়েছেন, সে বলেছে: আল্লাহর কসম, অমুক আমাদের জানিয়েছেন" শেষ পর্যন্ত।

আর বর্ণনাকারীদের গুণাবলী, তাদের উক্তি এবং অনুরূপ কিছুর সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উদাহরণ হলো ইসনাদ

حَدِيثِ: " اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى شُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " الْمُتَسَلْسِلُ بِقَوْلِهِمْ: إِنِّي أُحِبُّكَ، فَقُلْ، وَحَدِيثِ التَّشْبِيكِ بِالْيَدِ، وَحَدِيثِ الْعَدِّ فِي الْيَدِ، فِي أَشْبَاهٍ لِذَلِكَ نَرْوِيهَا وَتُرْوَى كَثِيرَةً.

وَخَيْرُهَا مَا كَانَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى اتِّصَالِ السَّمَاعِ وَعَدَمِ التَّدْلِيسِ.

وَمِنْ فَضِيلَةِ التَّسَلْسُلِ اشْتِمَالُهُ عَلَى مَزِيدِ الضَّبْطِ مِنَ الرُّوَاةِ، وَقَلَّمَا تَسْلَمُ الْمُسَلْسَلَاتُ مِنْ ضَعْفٍ، أَعْنِي فِي وَصْفِ التَّسَلْسُلِ لَا فِي أَصْلِ الْمَتْنِ.

وَمِنَ الْمُسَلْسَلِ مَا يَنْقَطِعُ تَسَلْسُلُهُ فِي وَسَطِ إِسْنَادِهِ، وَذَلِكَ نَقْصٌ فِيهِ، وَهُوَ كَالْمُسَلْسَلِ بِأَوَّلِ حَدِيثٍ سَمِعْتَهُ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ نَاسِخِ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخِهِ

هَذَا فَنٌّ مُهِمٌّ مُسْتَصْعَبٌ.

رُوِّينَا ... عَنِ الزُّهْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: " أَعْيَا الْفُقَهَاءَ وَأَعْجَزَهُمْ أَنْ يَعْرِفُوا نَاسِخَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ

হাদিস: "হে আল্লাহ, আপনার শুকরিয়া আদায়ে, আপনাকে স্মরণ করায় এবং আপনার উত্তম ইবাদত করায় আমাকে সাহায্য করুন" – যা তাদের "আমি তোমাকে ভালোবাসি, সুতরাং বলো" এই উক্তির সাথে মুতাসালসাল (ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত); এবং হাতে হাত মিলিয়ে বলার হাদিস (তাশবিক বিল-ইয়াদ), এবং হাতে গণনা করার হাদিস (আল-আদ্দু ফিল-ইয়াদ), এর অনুরূপ আরও অনেক হাদিস রয়েছে যা আমরা বর্ণনা করি এবং প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত হয়।

আর সেগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হলো যেগুলোতে শ্রবণের ধারাবাহিকতা (ইত্তিসালুস সামা') এবং তাদলিস (বর্ণনায় অস্পষ্টতা বা ধোঁকা) না থাকার প্রমাণ রয়েছে।

আর তালাসসুল-এর (ধারাবাহিক বর্ণনা) অন্যতম ফযিলত হলো, এতে বর্ণনাকারীদের পক্ষ থেকে অধিকতর সতর্কতা (দাবত) অন্তর্ভুক্ত থাকে। তবে মুসালসাল হাদিসগুলো খুব কমই

দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকে, আমি বলতে চাচ্ছি তালাসসুল-এর বর্ণনার ক্ষেত্রে, মূল মতন বা হাদিসটির ক্ষেত্রে নয়।
আর মুসালসাল হাদিসের মধ্যে এমনও আছে যার ধারাবাহিকতা (তালাসসুল) তার সনদ-এর মাঝখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এবং এটি তাতে একটি ত্রুটি। আর এটি "প্রথম হাদিস যা আমি শুনেছি" (মুসালসাল বি-আওয়ালি হাদিসিন সামি'তুহু) এর মতো, এই বিষয়ে যা সঠিক, এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।
চৌত্রিশতম প্রকার: হাদিসের নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসুখ (রহিতকৃত) জানা
এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল শাস্ত্র।
আমরা বর্ণনা করেছি ... যুহরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যে তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের নাসিখ (রহিতকারী) জানতে গিয়ে ফুকাহাগণ ক্লান্ত ও অক্ষম হয়ে পড়েছেন"

(ص: 277)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

- صلى الله عليه وسلم مِنْ مَنْسُوخِهِ " .... .
وَكَانَ لِلشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فِيهِ يَدٌ طُولَى وَسَابِقَةٌ أُولَى.
رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، أَحَدِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ لَهُ، وَقَدْ قَدِمَ مِنْ مِصْرَ: " كَتَبْتَ كُتُبَ الشَّافِعِيِّ؟ " فَقَالَ: لَا، قَالَ: " فَرَّطْتَ، مَا عَلِمْنَا الْمُجْمَلَ مِنَ الْمُفَسَّرِ، وَلَا نَاسِخَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَنْسُوخِهِ حَتَّى جَالَسْنَا الشَّافِعِيَّ ".
وَفِيمَنْ عَانَاهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ أَدْخَلَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لِخَفَاءِ مَعْنَى النَّسْخِ وَشَرْطِهِ.
وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ الشَّارِعِ حُكْمًا مِنْهُ مُتَقَدِّمًا بِحُكْمٍ مِنْهُ مُتَأَخِّرًا.
وَهَذَا حَدٌّ - وَقَعَ لَنَا - سَالِمٌ مِنِ اعْتِرَاضَاتٍ وَرَدَتْ عَلَى غَيْرِهِ.
ثُمَّ إِنَّ نَاسِخَ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخَهُ يَنْقَسِمُ أَقْسَامًا:

فَمِنْهَا: مَا يُعْرَفُ بِتَصْرِيحِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهِ، كَحَدِيثِ بُرَيْدَةَ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا " فِي أَشْبَاهٍ لِذَلِكَ.

وَمِنْهَا مَا يُعْرَفُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ، كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، ... عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: " كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا " ... .

وَكَمَا خَرَّجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

তাঁর মানসুখের মধ্য থেকে।" ...

আর শাফেয়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর এ বিষয়ে দীর্ঘ হাত (প্রচুর অবদান) এবং প্রথমিক অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে ওয়ারা, যিনি হাদীসের অন্যতম ইমাম ছিলেন, তাঁর থেকে আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, আহমাদ ইবনে হাম্বল যখন তিনি মিসর থেকে ফিরে এলেন, তখন তাঁকে বললেন: "আপনি কি শাফেয়ীর কিতাবগুলো লিখেছেন?" তিনি বললেন: "না।" তিনি বললেন: "আপনি অবহেলা করেছেন। আমরা শাফেয়ীর সান্নিধ্যে না বসা পর্যন্ত মুজমাল থেকে মুফাস্সার এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসের নাসিখ থেকে মানসুখ চিনতে পারিনি।"

আর যারা এর মোকাবিলা করেছেন, তাদের মধ্যে হাদীস বিশারদদের কেউ কেউ এমন কিছু এতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন যা এর অংশ নয়, কারণ নসখের অর্থ ও শর্ত তাদের কাছে অস্পষ্ট ছিল। আর এটি হলো শরীয়ত প্রণেতার (আল্লাহ তায়ালা) পক্ষ থেকে তাঁরই একটি পূর্ববর্তী বিধানকে তাঁরই একটি পরবর্তী বিধান দ্বারা বাতিল করে দেওয়ার অভিব্যক্তি।

আর এই সংজ্ঞা — যা আমরা পেয়েছি — তা অন্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি থেকে নিরাপদ।

অতঃপর হাদীসের নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসুখ (রহিতকৃত) বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত:

এর মধ্যে কিছু এমন আছে যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা জানা যায়, যেমন বুরায়দা (রাঃ)-এর হাদীস যা মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত

করতে নিষেধ করেছিলাম, অতঃপর এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো।" এ জাতীয় আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।
আর এর মধ্যে কিছু এমন আছে যা সাহাবীর বক্তব্য দ্বারা জানা যায়, যেমন তিরমিযী ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন, ... উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে যে তিনি বলেছেন: "ইসলামের প্রথম দিকে 'পানি থেকে পানি' (অর্থাৎ সহবাসের পর শুধু বীর্যপাত হলেই গোসল ওয়াজিব হওয়া, আর বীর্যপাত না হলে শুধু ওযু) একটি অবকাশ ছিল, অতঃপর তা নিষেধ করা হয়।" ...
যেমন নাসায়ী জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন:

(ص: 278)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

" كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ". فِي أَشْبَاهٍ لِذَلِكَ.
وَمِنْهَا: مَا عُرِفَ بِالتَّارِيخِ، كَحَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ".
بَيَّنَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الثَّانِيَ نَاسِخٌ لِلْأَوَّلِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ رُوِيَ فِي حَدِيثِ شَدَّادٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَمَانَ الْفَتْحِ، فَرَأَى رَجُلًا يَحْتَجِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ". وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ ". فَبَانَ بِذَلِكَ: أَنَّ الْأَوَّلَ كَانَ زَمَنَ الْفَتْحِ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ، وَالثَّانِيَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي سَنَةِ عَشْرٍ.
وَمِنْهَا: مَا يُعْرَفُ بِالْإِجْمَاعِ، كَحَدِيثِ قَتْلِ شَارِبِ الْخَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ، فَإِنَّهُ مَنْسُوخٌ، عُرِفَ نَسْخُهُ بِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ، وَالْإِجْمَاعُ لَا يَنْسَخُ وَلَا يُنْسَخُ، وَلَكِنْ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ نَاسِخٍ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (দুটি আদেশের) মধ্যে শেষোক্তটি ছিল আগুন স্পর্শ করা জিনিস (খাওয়ার পর) ওযু ত্যাগ করা। এর অনুরূপ আরও দৃষ্টান্ত রয়েছে।
এবং এর মধ্যে এমন বিষয়ও আছে যা তারিখ দ্বারা পরিচিত, যেমন শাদ্দাদ ইবনে আওস প্রমুখের হাদীস যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "হিজামাকারী ও যার হিজামা করা হয়, তাদের সওম ভঙ্গ হয়ে যায়," এবং ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওম অবস্থায় হিজামা করিয়েছিলেন।
ইমাম শাফিঈ (রহ.) সুস্পষ্ট করেছেন যে, দ্বিতীয়টি প্রথমটির নাসেখ (রহিতকারী)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, শাদ্দাদ (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ফাতহে মক্কার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন। তখন তিনি রমযান মাসে এক ব্যক্তিকে হিজামা করাতে দেখে বললেন: "হিজামাকারী ও যার হিজামা করা হয়, তাদের সওম ভঙ্গ হয়ে যায়।" এবং ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহরাম অবস্থায় সওম রেখে হিজামা করিয়েছিলেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, প্রথম ঘটনাটি ছিল অষ্টম হিজরীর ফাতহে মক্কার সময়, আর দ্বিতীয়টি ছিল দশম হিজরীর বিদায় হজের সময়।
এবং এর মধ্যে এমন বিষয়ও আছে যা ইজমা' (সর্বসম্মতি) দ্বারা পরিচিত, যেমন চতুর্থবার মদ পানকারীকে হত্যার হাদীস। এটি মানসুখ (রহিত)। এর রহিতকরণ জ্ঞাত হয়েছে এর উপর আমল ত্যাগ করার বিষয়ে ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে। ইজমা' নিজে নাসেখও (রহিতকারী) নয়, মানসুখও (রহিত) নয়; তবে এটি এর বাইরে অন্য কোনো নাসেখের অস্তিত্বের উপর প্রমাণ বহন করে। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত সঠিক বিষয়ে।

(ص: 279)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ الْمُصَحَّفِ مِنْ أَسَانِيدِ الْأَحَادِيثِ وَمُتُونِهَا
هَذَا فَنٌّ جَلِيلٌ، إِنَّمَا يَنْهَضُ بِأَعْبَائِهِ الْحُذَّاقُ مِنَ الْحُفَّاظِ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْهُمْ، وَلَهُ فِيهِ تَصْنِيفٌ مُفِيدٌ.

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: " وَمَنْ يَعْرَى مِنَ الْخَطَأِ وَالتَّصْحِيفِ؟ "

فَمِثَالُ التَّصْحِيفِ فِي الْإِسْنَادِ حَدِيثُ شُعْبَةَ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُرَاجِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا. . . " الْحَدِيثَ، صَحَّفَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فَقَالَ: " ابْنُ مُزَاحِمٍ " بِالزَّايِ وَالْحَاءِ، فَرُدَّ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا هُوَ " ابْنُ مُرَاجِمٍ " بِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ.

وَمِنْهُ: مَا رُوِّينَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ ".

পঁয়ত্রিশতম প্রকার: হাদীসের সনদ ও মতন থেকে মুসাহহাফ (বিকৃত) চেনা

এটি একটি মহৎ শাস্ত্র, যার গুরুভার বহন করেন হাফেযদের মধ্যে যারা সুনিপুণ। দারাকুতনী (রহ.) তাঁদেরই একজন এবং এ বিষয়ে তাঁর একটি উপকারী গ্রন্থ রয়েছে।

আমরা আবূ আবদুল্লাহ আহমদ ইবন হাম্বল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: "কে আছে যে ভুল ও তাহসীফ (বিকৃতি) থেকে মুক্ত?"

সনদে তাহসীফের (বিকৃতির) উদাহরণ হলো শু'বা বর্ণিত হাদীস, যা আল-আওয়াম ইবন মুরাজিম থেকে, তিনি আবূ উসমান আন-নাহদি থেকে, তিনি উসমান ইবন আফফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা অবশ্যই অধিকারসমূহ তাদের হকদারদের কাছে পৌঁছে দেবে..." (পুরো হাদীস)। এ হাদীসে ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন বিকৃত করে "ইবন মুযাহিম" বলেছেন, যা 'যা' ও 'হা' অক্ষর দ্বারা। তখন তাকে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বস্তুত তা হলো "ইবন মুরাজিম", যা 'রা' (বিন্দুবিহীন) ও 'জীম' অক্ষর দ্বারা।

এর আরেকটি উদাহরণ হলো: যা আমরা আহমদ ইবন হাম্বল থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন: আমাদের কাছে মুহাম্মদ ইবন জা'ফর হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাদের কাছে শু'বা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি মালিক ইবন উরফুতা থেকে, তিনি আবদ খায়র থেকে, তিনি আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুকনো লাউয়ের খোসা (দুল্লা) এবং আলকাতরা মাখানো পাত্র (মুযাফফাত) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।"

قَالَ أَحْمَدُ: " صَحَّفَ شُعْبَةُ فِيهِ، فَإِنَّمَا هُوَ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ "، وَقَدْ رَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَغَيْرُهُ عَلَى مَا قَالَهُ أَحْمَدُ.

وَبَلَغَنَا عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ: أَنَّ ابْنَ جَرِيرٍ الطَّبَرِيَّ قَالَ فِيمَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: " وَمِنْهُمْ عُتْبَةُ بْنُ الْبُذَّرِ "، قَالَهُ بِالْبَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَرَوَى لَهُ حَدِيثًا، وَإِنَّمَا هُوَ " ابْنُ النُّدَّرِ " بِالنُّونِ وَالدَّالِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ.

وَمِثَالُ التَّصْحِيفِ فِي الْمَتْنِ: مَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ كِتَابِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إِلَيْهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ فِي الْمَسْجِدِ "، وَإِنَّمَا هُوَ بِالرَّاءِ " احْتَجَرَ فِي الْمَسْجِدِ بِخُصٍّ أَوْ حَصِيرٍ حُجْرَةً يُصَلِّي فِيهَا "، فَصَحَّفَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ، لِكَوْنِهِ أَخَذَهُ مِنْ كِتَابٍ بِغَيْرِ سَمَاعٍ، ذَكَرَ ذَلِكَ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ التَّمْيِيزِ لَهُ.

وَبَلَغَنَا عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ، فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَّ غُنْدَرًا قَالَ فِيهِ " أَبِي "، وَإِنَّمَا هُوَ " أُبَيٌّ " وَهُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ.

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ: " ثُمَّ يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

قَالَ أَحْمَدُ: "শু'বাহ এতে তাসহীফ (বর্ণবিকৃতি/ভুল পাঠ) করেছেন, কারণ তিনি হলেন খালিদ ইবন আলকামা।" যায়িদাহ ইবন কুদামা এবং অন্যান্যরা আহমদ যা বলেছেন সে অনুযায়ীই বর্ণনা করেছেন।

আদ-দারাকুতনী থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে: ইবন জারীর আত-তাবারি বনী সুলাইম গোত্রের যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের সম্পর্কে বলেছেন: "তাদের মধ্যে উত্বা ইবনুল বুযযার রয়েছেন," তিনি তা বা (ب) এবং

নুক্তাযুক্ত যাল (ذ) অক্ষর দ্বারা বলেছেন এবং তার থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথচ তিনি হলেন "ইবনুন নুদ্দার" নূন (ن) এবং নুক্তাবিহীন দাল (د) অক্ষর দ্বারা।
এবং মতন (মূল পাঠ)-এ তাসহীফ (বর্ণবিকৃতি/ভুল পাঠ)-এর উদাহরণ হলো: যা ইবন লাহী'আহ মুসা ইবন উকবার কিতাব থেকে, তাঁর সনদে যায়িদ ইবন সাবিত থেকে বর্ণনা করেছেন যে: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে শিঙ্গা লাগিয়েছেন (হিজামা করেছেন)," অথচ তা আসলে রা (ر) অক্ষর দ্বারা: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে খেজুর পাতার চালা বা চাটাই দিয়ে একটি কক্ষ তৈরি করে তাতে সালাত আদায় করতেন।" ইবন লাহী'আহ এতে তাসহীফ করেছেন, কারণ তিনি তা কিতাব থেকে সরাসরি শ্রুতি (سمع) ছাড়া গ্রহণ করেছেন। মুসলিম তাঁর কিতাবুত-তাময়ীয-এ এটি উল্লেখ করেছেন।
আদ-দারাকুতনী থেকে আমাদের কাছে আবু সুফিয়ান জাবির থেকে বর্ণিত হাদীসে পৌঁছেছে যে, জাবির বললেন: "উবাইকে আহযাবের যুদ্ধে তার আকহাল (বাহুর একটি শিরা বা রক্তনালী) লক্ষ্য করে তীর মারা হয়েছিল, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লোহার ছ্যাঁকা দিয়েছিলেন।" (আদ-দারাকুতনী থেকে আরও পৌঁছেছে) যে, গুন্দার এতে "আবী" (أبي) বলেছেন, অথচ তিনি হলেন "উবাই" (أُبي), আর তিনি হলেন উবাই ইবন কা'ব।
এবং আনাসের হাদীসে (রয়েছে): "অতঃপর যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে,

وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً "، قَالَ فِيهِ شُعْبَةُ " ذُرَةً " بِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ، وَنُسِبَ فِيهِ إِلَى التَّصْحِيفِ.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ " تُعِينُ الصَّانِعَ "، قَالَ فِيهِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ تَصْحِيفٌ، وَالصَّوَابُ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ " الصَّانِعُ " بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، ضِدُّ الْأَخْرَقِ.
وَبَلَغَنَا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَلَّامٍ - هُوَ الْمُفَسِّرُ - حَدَّثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ) قَالَ: " مِصْرَ "،

وَاسْتَعْظَمَ أَبُو زُرْعَةَ هَذَا وَاسْتَقْبَحَهُ، وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي تَفْسِيرِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ " مَصِيرَهُمْ ".

وَبَلَغَنَا عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى أَبَا مُوسَى الْعَنَزِيَّ حَدَّثَ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ " فَقَالَ فِيهِ: " أَوْ شَاةٍ تَنْعِرُ " بِالنُّونِ، وَإِنَّمَا هُوَ " تَيْعِرُ " بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ، وَأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ يَوْمًا " نَحْنُ قَوْمٌ لَنَا شَرَفٌ، نَحْنُ مِنْ عَنَزَةَ، قَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا "، يُرِيدُ مَا رُوِيَ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى إِلَى

আর তার অন্তরে এক কণা পরিমাণও কল্যাণ ছিল।" شعبة (শু'বা) এ সম্পর্কে বলেছেন, "ذُرَّةً (যুরাতুন)" - যম্মাহ ও তাখফীফ (হ্রস্ব উচ্চারণ) সহকারে, এবং এটিতে تصحيف (তাসহীফ) এর দিকে নিসবত করা হয়েছে (অর্থাৎ একে শব্দবিকৃতি বলে অভিহিত করা হয়েছে)।

আর আবু যর (রা)-এর হাদীসে এসেছে, "تُعِينُ الصَّانِعَ (তু'ঈনুস সানিয়া') (সে কারিগরকে সাহায্য করে)। হিশাম ইবনে উরওয়াহ এ বিষয়ে বলেছেন: 'যাদ' (ض) অক্ষর দিয়ে, আর এটি تَصْحِيفٌ (তাসহীফ) বা শব্দবিকৃতি; সঠিক হলো যা যুহরি (রহ) বর্ণনা করেছেন, "الصَّانِعُ (আস-সানি'উ)" - 'সাদ' (ص) অক্ষর দিয়ে, (যার অর্থ) অদক্ষের বিপরীত (অর্থাৎ দক্ষ)।

আর আবু যুর'আহ আল-রাযী থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, ইয়াহইয়া ইবনে সালাম - যিনি একজন মুফাসসির - সা'ঈদ ইবনে আবি 'আরুবাহ থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে আল্লাহ তা'আলার বাণী: (আমি শীঘ্রই তোমাদেরকে ফাসিকদের আবাসস্থল দেখাব) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "মিসর"। আর আবু যুর'আহ এটিকে অত্যন্ত গুরুতর ও আপত্তিকর মনে করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, সা'ঈদের তাফসীরে কাতাদাহ থেকে এটি "তাদের পরিণতি" (مَصِيرَهُمْ) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

আর দারাকুতনী থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, মুহাম্মাদ ইবনে আল-মুসান্না আবু মূসা আল-'আনযী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন: "তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন এমন গরু নিয়ে না আসে যা হাম্বা হাম্বা রব করে।" অতঃপর তিনি এতে বলেছেন: "অথবা এমন ছাগল যা تَنْعِرُ (তান'ইরু)" - নুন (ن) অক্ষর দিয়ে, অথচ এটি "تَيْعِرُ (তাই'ইরু)" - নিচের ইয়া (ي) অক্ষর দিয়ে। আর তিনি তাদের একদিন বলেছিলেন: "আমরা এমন এক জাতি যাদের সম্মান আছে, আমরা 'আনযাহ গোত্রের। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে ফিরে সালাত আদায় করেছেন।" তিনি

বোঝাতে চেয়েছেন যা বর্ণিত হয়েছে যে, "নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিকে ফিরে সালাত আদায় করেছেন...

(ص: 282)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

عَنَزَةَ " تَوَهَّمَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى قَبِيلَتِهِمْ، وَإِنَّمَا الْعَنَزَةُ هَاهُنَا حَرْبَةٌ، نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَصَلَّى إِلَيْهَا.

وَأَظْرَفُ مِنْ هَذَا مَا رُوِّينَاهُ عَنِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَعْرَابِيٍّ زَعَمَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَاةٌ، أَيْ صَحَّفَهَا عَنْزَةً بِإِسْكَانِ النُّونِ.

وَعَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصُّولِيَّ أَمْلَى فِي الْجَامِعِ حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ ". فَقَالَ فِيهِ " شَيْئًا " بِالشِّينِ وَالْيَاءِ.

وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيَّ الْإِمَامَ كَانَ - فِيمَا بَلَغَهُمْ عَنْهُ - يَقُولُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكُهَّانِ: " قَرَّ الزُّجَاجَةِ " بِالزَّايِ، وَإِنَّمَا هُوَ " قَرَّ الدَّجَاجَةِ " بِالدَّالِ.

وَفِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ يُشَقِّقُونَ الْخُطَبَ تَشْقِيقَ الشِّعْرِ "، ذَكَرَ

“আনযা” (গোত্র) – সে মনে করল যে, তিনি তাদের গোত্রের দিকে সালাত আদায় করেছেন। অথচ এখানে ‘আনযা’ মানে একটি ছোট বর্শা যা তাঁর সামনে স্থাপন করা হয়েছিল এবং তিনি সেটির দিকে সালাত আদায় করেছেন।

এর চেয়েও বিস্ময়কর হলো যা আমরা আল-হাকিম আবু আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছি, এক বেদুঈন সম্পর্কে, যে দাবি করেছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত আদায় করতেন, তখন তাঁর সামনে একটি বকরি স্থাপন করা হতো। অর্থাৎ, সে ‘عنزة’ (আনযা) শব্দটিকে ‘শাত’ (بكرী) হিসেবে ভুল পাঠ করেছিল, যেখানে ‘নুন’ অক্ষরের উপর সুকুন রয়েছে।

আদ-দারাকুতনি থেকেও বর্ণিত আছে যে, আবু বকর আস-সুলি জামে মসজিদে আবু আইয়ুবের হাদিসটি লিখিয়েছিলেন: "যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখল এবং এর সাথে শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখল," কিন্তু তিনি এতে 'ছয়টি' (সিত্তান) এর স্থলে 'কিছু' (শাইআন) বলেছিলেন, 'শিন' ও 'ইয়া' দিয়ে।

এবং ইমাম আবু বকর আল-ইসমাইলী – তাদের কাছে তাঁর সম্পর্কে যা পৌঁছেছে – তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদিসে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জ্যোতিষীদের সম্পর্কে বলতেন: "কাঁচ স্থির রইল" (ক্বাররায-যুজাজাহ) 'জা' অক্ষর দিয়ে, অথচ এটি হলো "মুরগি স্থির রইল" (ক্বাররাদ-দাজাজাহ) 'দা' অক্ষর দিয়ে।

এবং একটি হাদিসে যা মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা কবিতার মতো সূক্ষ্মভাবে ভাষণকে ছিন্নভিন্ন করে।" উল্লেখ করেছেন

الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ قَالَهُ مَرَّةً بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَأَبُو نُعَيْمٍ شَاهِدٌ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمَضْمُومَةِ.

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ مُصَنِّفٍ أَنَّ ابْنَ شَاهِينَ قَالَ فِي جَامِعِ الْمَنْصُورِ فِي الْحَدِيثِ: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَشْقِيقِ الْحَطَبِ "، فَقَالَ بَعْضُ الْمَلَّاحِينَ: يَا قَوْمُ! فَكَيْفَ نَعْمَلُ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ.

قُلْتُ: فَقَدِ انْقَسَمَ التَّصْحِيفُ إِلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا فِي الْمَتْنِ، وَالثَّانِي فِي الْإِسْنَادِ.

وَيَنْقَسِمُ قِسْمَةً أُخْرَى إِلَى قِسْمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: تَصْحِيفُ الْبَصَرِ، كَمَا سَبَقَ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَرُ.

وَالثَّانِي: تَصْحِيفُ السَّمْعِ، نَحْوُ حَدِيثٍ (لِعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ) رَوَاهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: " عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ " فَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ تَصْحِيفِ السَّمْعِ، لَا مِنْ تَصْحِيفِ الْبَصَرِ،

كَأَنَّهُ ذَهَبَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَشْتَبِهُ مِنْ حَيْثُ الْكِتَابَةِ، وَإِنَّمَا أَخْطَأَ فِيهِ سَمْعُ مَنْ رَوَاهُ.

وَيَنْقَسِمُ قِسْمَةً ثَالِثَةً: إِلَى تَصْحِيفِ اللَّفْظِ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ، وَإِلَى تَصْحِيفٍ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ، كَمِثْلِ مَا سَبَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى فِي الصَّلَاةِ إِلَى عَنَزَةٍ.

দারা কুতনী ওয়াকী' থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার তা হা (ح) অক্ষর দ্বারা বলেছিলেন এবং আবু নু'আইম সাক্ষী, তখন তিনি (আবু নু'আইম) তাকে খা (خ) অক্ষর (ডটযুক্ত ও পেশযুক্ত) দ্বারা তা প্রত্যাখ্যান করেন।

এবং আমি এক গ্রন্থকারের হস্তলিপিতে পড়েছি যে, ইবনু শাহীন জামি'উল মনসুরে হাদীস প্রসঙ্গে বলেছেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঠ ফাড়তে নিষেধ করেছেন।" তখন কিছু মাঝি বলল: হে লোক সকল! আমরা কিভাবে কাজ করব যখন প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র?

আমি বলি: তাসহিফ (লিপিগত ভুল) দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে: এর একটি হল মতন (মূল পাঠ) এ, এবং দ্বিতীয়টি হল ইসনাদ (বর্ণনা সূত্র) এ।

এবং এটি অন্যভাবেও দুই ভাগে বিভক্ত হয়:

এর একটি হল দৃষ্টিগত তাসহিফ (লিপিগত ভুল), যেমনটি ইবনু লাহিয়াহর ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এটিই সর্বাধিক।

এবং দ্বিতীয়টি হল শ্রবণগত তাসহিফ (লিপিগত ভুল), যেমন (আছিম আল-আহওয়াল এর) হাদীস, যা তাদের কেউ কেউ বর্ণনা করে বলেছেন: "ওয়াসিল আল-আহদাব থেকে।" তখন দারা কুতনী উল্লেখ করেছেন যে, এটি শ্রবণগত তাসহিফ, দৃষ্টিগত তাসহিফ নয়, যেন তিনি - আল্লাহই সর্বাধিক জানেন - এই মত পোষণ করেছেন যে, এটি লেখার দিক থেকে সন্দেহযুক্ত নয়, বরং এটি বর্ণনাকারীর শ্রবণের ভুল ছিল।

এবং এটি তৃতীয়ত বিভক্ত হয়: শাব্দিক তাসহিফ (লিপিগত ভুল) এ, এবং এটিই সর্বাধিক, এবং এমন তাসহিফ এ যা শব্দের পরিবর্তে অর্থের সাথে সম্পর্কিত, যেমনটি মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্নার থেকে আনazah (বর্শা/কাঠের টুকরা) এর দিকে সালাত আদায় প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَتَسْمِيَةُ بَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ تَصْحِيفًا مَجَازٌ.

وَكَثِيرٌ مِنَ التَّصْحِيفِ الْمَنْقُولِ عَنِ الْأَكَابِرِ الْجِلَّةِ لَهُمْ فِيهِ أَعْذَارٌ لَمْ يَنْقُلْهَا نَاقِلُوهُ،

وَنَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَهُوَ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ

وَإِنَّمَا يَكْمُلُ لِلْقِيَامِ بِهِ الْأَئِمَّةُ الْجَامِعُونَ بَيْنَ صِنَاعَتَيِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، الْغَوَّاصُونَ عَلَى الْمَعَانِي الدَّقِيقَةِ.

اعْلَمْ أَنَّ مَا يُذْكَرُ فِي هَذَا الْبَابِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، وَلَا يَتَعَذَّرَ إِبْدَاءُ وَجْهٍ يَنْفِي تَنَافِيَهُمَا،

فَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ الْمَصِيرُ إِلَى ذَلِكَ وَالْقَوْلُ بِهِمَا مَعًا.

وَمِثَالُهُ: حَدِيثُ: " لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ "، مَعَ حَدِيثِ: " لَا يُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ "،

وَحَدِيثِ: " فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ

আর আমরা যা উল্লেখ করেছি তার কিছুকে 'তাসহীফ' (লিপিকরজনিত ত্রুটি) নামে অভিহিত করা রূপক অর্থে।

আর সম্মানিত মহান ব্যক্তিত্বদের থেকে বর্ণিত অনেক 'তাসহীফ' (লিপিকরজনিত ত্রুটি)-এর ক্ষেত্রে তাদের এমন ওজর ছিল যা তাদের বর্ণনাকারীরা বর্ণনা করেননি। আমরা আল্লাহর কাছে তাওফীক (সঠিক পথপ্রদর্শন) ও ইসমা (পাপমুক্ততা) প্রার্থনা করি। আর তিনিই সর্বজ্ঞ।

ছত্রিশতম প্রকার: মুখতালিফুল হাদীস (বিরুদ্ধভাবাপন্ন হাদীসসমূহ) সম্পর্কে জ্ঞান

আর এই বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করেন সেই ইমামগণ যারা হাদীস ও ফিকহ উভয় শাস্ত্রে পারদর্শী এবং সূক্ষ্ম অর্থ অনুসন্ধানে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন।

জেনে রাখুন, এই পরিচ্ছেদে যা উল্লেখ করা হয় তা দু'ভাগে বিভক্ত:

প্রথমত: যখন দুটি হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয় এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান আপাত বিরোধ নিরসনের জন্য কোনো পন্থা উদ্ভাবন করা কঠিন না হয়, তখন এমতাবস্থায় সেই দিকে ধাবিত হওয়া এবং উভয় হাদীসকে একই সাথে গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এর উদাহরণ হলো: হাদীস: "রোগ সংক্রমণ নেই এবং অশুভ লক্ষণও নেই", এই হাদীসটির সাথে: "কোনো রোগাক্রান্তকে সুস্থের উপর আনা হবে না", এবং হাদীস: "কুষ্ঠ রোগী থেকে এমনভাবে পালাস

مِنَ الْأَسَدِ ".

وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ هَذِهِ الْأَمْرَاضَ لَا تُعْدِي بِطَبْعِهَا، وَلَكِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى جَعَلَ مُخَالَطَةَ الْمَرِيضِ بِهَا لِلصَّحِيحِ سَبَبًا لِإِعْدَائِهِ مَرَضَهُ.

ثُمَّ قَدْ يَتَخَلَّفُ ذَلِكَ عَنْ سَبَبِهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَسْبَابِ، فَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ نَفَى صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ يَعْتَقِدُهُ الْجَاهِلِيُّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ يُعْدِي بِطَبْعِهِ، وَلِهَذَا قَالَ: " فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ "، وَفِي الثَّانِي: اعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - جَعَلَ ذَلِكَ سَبَبًا لِذَلِكَ، وَحَذَّرَ مِنَ الضَّرَرِ الَّذِي يَغْلِبُ وُجُودُهُ عِنْدَ وُجُودِهِ، بِفِعْلِ اللَّهِ سبحانه وتعالى.

وَلِهَذَا فِي الْحَدِيثِ أَمْثَالٌ كَثِيرَةٌ. وَ (كِتَابُ مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ) لِابْنِ قُتَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَعْنَى إِنْ يَكُنْ قَدْ أَحْسَنَ فِيهِ مِنْ وَجْهٍ فَقَدْ أَسَاءَ فِي أَشْيَاءَ مِنْهُ قَصُرَ بَاعُهُ فِيهَا، وَأَتَى بِمَا غَيْرُهُ أَوْلَى وَأَقْوَى.

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ الْإِمَامِ أَنَّهُ قَالَ: " لَا أَعْرِفُ أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَانِ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَلْيَأْتِنِي بِهِ لِأُؤَلِّفَ بَيْنَهُمَا ".

"সিংহের ন্যায়।"

উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দিকটি হলো এই যে, এসব রোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংক্রামক নয়। তবে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা, এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ ব্যক্তির সাথে মেলামেশাকে তার রোগ সংক্রমণের কারণ বানিয়েছেন।

এরপর, অন্যান্য কারণের ন্যায় এটিও তার কারণ থেকে ব্যাহত হতে পারে। সুতরাং, প্রথম হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলী যুগের লোকদের এই বিশ্বাসকে অস্বীকার করেছেন যে, রোগ নিজ প্রকৃতিতে সংক্রামক। এজন্য তিনি বলেছেন: "তবে প্রথম রোগটি কে সংক্রামিত করলো?" আর দ্বিতীয় হাদীসে (বলা হয়েছে): জানো যে, আল্লাহ - সুবহানাহু - এটিকে সেটির কারণ বানিয়েছেন এবং তিনি সেই ক্ষতি থেকে সতর্ক করেছেন যার অস্তিত্ব তার উপস্থিতিতে প্রবল হয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কার্যকারিতায়।

এবং এই কারণে হাদীসে বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। ইবনে কুতায়বার 'কিতাবুল মুখতালিফ আল-হাদীস' এই অর্থে একদিক থেকে ভালো হলেও, এর কিছু বিষয়ে তিনি ভুল করেছেন যেখানে তার জ্ঞানের পরিধি কম ছিল এবং তিনি এমন কিছু এনেছেন যা অন্যের জন্য অধিক উপযুক্ত ও শক্তিশালী ছিল।

আর আমরা ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন খুজাইমাহ থেকে বর্ণনা করেছি যে তিনি বলেছেন: "আমার জানা মতে এমন দুটি হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি যা দুটি সহীহ সনদ সহ পরস্পর বিরোধী। সুতরাং, যার কাছে এমন কিছু আছে, সে যেন আমার কাছে তা নিয়ে আসে যাতে আমি তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারি।"

(ص: 286)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَتَضَادَّا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَذَلِكَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَظْهَرَ كَوْنُ أَحَدِهِمَا نَاسِخًا وَالْآخَرِ مَنْسُوخًا، فَيُعْمَلُ بِالنَّاسِخِ وَيُتْرَكُ الْمَنْسُوخُ.

وَالثَّانِي: أَنْ لَا تَقُومَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّاسِخَ أَيُّهُمَا وَالْمَنْسُوخَ أَيُّهُمَا، فَيُفْزَعُ حِينَئِذٍ إِلَى التَّرْجِيحِ، وَيُعْمَلُ بِالْأَرْجَحِ مِنْهُمَا وَالْأَثْبَتِ، كَالتَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ، أَوَبِصِفَاتِهِمْ فِي خَمْسِينَ وَجْهًا مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ وَأَكْثَرَ، وَلِتَفْصِيلِهَا مَوْضِعٌ غَيْرُ ذَا، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ الْمَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ

مِثَالُهُ: مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا

দ্বিতীয় প্রকার: তারা এমনভাবে পরস্পর বিরোধী হবে যে তাদের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব হবে না, এবং তা দুই প্রকারের:

প্রথমটি: তাদের মধ্যে একটিকে নাসিখ (রহিতকারী) এবং অন্যটিকে মানসুখ (রহিত) হিসেবে প্রকাশিত হবে, তখন নাসিখ অনুসারে আমল করা হবে এবং মানসুখকে পরিত্যাগ করা হবে।

এবং দ্বিতীয়টি: যখন কোনটি নাসিখ এবং কোনটি মানসুখ তার উপর কোন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হবে না, তখন তারজিহ (প্রাধান্যকরণ)-এর আশ্রয় নেওয়া হবে, এবং তাদের মধ্যে অধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও অধিক প্রতিষ্ঠিত অনুসারে আমল করা হবে, যেমন বর্ণনাকারীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে প্রাধান্য দেওয়া হয়, অথবা তাদের গুণাবলীর ভিত্তিতে, তারজিহ-এর পঞ্চাশ বা ততোধিক প্রকারের মধ্যে, এবং এর বিস্তারিত বর্ণনার জন্য এটি স্থান নয়, আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্যক অবগত।

সাঁইত্রিশতম প্রকার: মুত্তাসিল আসানীদ (সনদের ধারাবাহিকতা)-এ বর্ধিত অংশের জ্ঞান।

এর উদাহরণ: যা আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: সুফিয়ান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ইবনে জাবির থেকে, যিনি বলেন: বুসর ইবনে উবাইদুল্লাহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আবু ইদ্রিসকে বলতে শুনেছি: আমি ওয়াসিলা ইবনুল আসকা'কে বলতে শুনেছি: আমি আবু

مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا ".

فَذِكْرُ سُفْيَانَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ زِيَادَةٌ وَوَهْمٌ، وَهَكَذَا ذِكْرُ أَبِي إِدْرِيسَ.

أَمَّا الْوَهْمُ فِي ذِكْرِ سُفْيَانَ فَمِمَّنْ دُونَ ابْنِ الْمُبَارَكِ، لِأَنَّ جَمَاعَةً ثِقَاتٍ رَوَوْهُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ نَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَّحَ فِيهِ بِلَفْظِ الْإِخْبَارِ بَيْنَهُمَا.

وَأَمَّا ذِكْرُ أَبِي إِدْرِيسَ فِيهِ: فَابْنُ الْمُبَارَكِ مَنْسُوبٌ فِيهِ إِلَى الْوَهْمِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الثِّقَاتِ رَوَوْهُ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، فَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَا إِدْرِيسَ بَيْنَ بُسْرٍ وَوَاثِلَةَ، وَفِيهِمْ مَنْ صَرَّحَ فِيهِ بِسَمَاعِ بُسْرٍ مِنْ وَاثِلَةَ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: " يَرَوْنَ أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ وَهِمَ فِي هَذَا، قَالَ: وَكَثِيرًا مَا يُحَدِّثُ بُسْرٌ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، فَغَلِطَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَظَنَّ أَنَّ هَذَا مِمَّا رَوَى عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ وَاثِلَةَ، وَقَدْ سَمِعَ هَذَا بُسْرٌ مِنْ وَاثِلَةَ نَفْسِهِ.

قُلْتُ: قَدْ أَلَّفَ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ فِي هَذَا النَّوْعِ كِتَابًا سَمَّاهُ " كِتَابُ تَمْيِيزِ الْمَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ "، وَفِي كَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرَهُ نَظَرٌ، لِأَنَّ الْإِسْنَادَ الْخَالِيَ عَنِ الرَّاوِي الزَّائِدِ إِنْ كَانَ بِلَفْظَةِ " عَنْ " فِي ذَلِكَ

মরছাদ আল-ঘানাভী বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "কবরসমূহের উপর বসো না এবং সেগুলির দিকে সালাত আদায় করো না।"

সুতরাং এই ইসনাদে সুফিয়ানের উল্লেখ একটি অতিরিক্ত সংযোজন ও ভ্রম, এবং অনুরূপভাবে আবু ইদ্রীসের উল্লেখও।

আর সুফিয়ানের উল্লেখের ক্ষেত্রে যে ভ্রম, তা ইবনুল মুবারকের নিম্নস্তরের রাবীগণের পক্ষ থেকে হয়েছে, কারণ একদল নির্ভরযোগ্য রাবী এটি ইবনুল মুবারক থেকে ইবনে জাবির স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের উভয়ের মাঝে 'ইখবার' (বর্ণনা) শব্দে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

আর এতে আবু ইদ্রীসের উল্লেখের ক্ষেত্রে: ইবনুল মুবারককে এতে ভ্রমের দিকে সম্বন্ধিত করা হয়, কারণ একদল নির্ভরযোগ্য রাবী এটি ইবনে জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা বুসর ও ওয়াসিলার মাঝে আবু ইদ্রীসের উল্লেখ করেননি, এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এতে বুসরের ওয়াসিলা থেকে সরাসরি শ্রবণের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

আবু হাতিম আর-রাযী বলেছেন: "তারা মনে করেন যে ইবনুল মুবারক এতে ভ্রম করেছেন। তিনি (আবু হাতিম) বলেন: বুসর প্রায়শই আবু ইদ্রীস থেকে বর্ণনা করেন, ফলে ইবনুল মুবারক ভুল করেছেন এবং ভেবেছেন যে এটি সেইগুলির অন্তর্ভুক্ত যা তিনি আবু ইদ্রীস থেকে ওয়াসিলা থেকে বর্ণনা করেছেন, অথচ বুসর এটি ওয়াসিলা স্বয়ং থেকে শুনেছেন।"

আমি বলি: খতীবুল হাফিয এই প্রকার সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম দিয়েছেন "কিতাবু তাময়ীযিল মাযীদ ফি মুত্তাসিলিল আসানীদ" (সংযুক্ত সনদসমূহে অতিরিক্ত রাবী পৃথকীকরণ গ্রন্থ)। এবং তিনি যা উল্লেখ করেছেন তার অনেক কিছুতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে, কারণ অতিরিক্ত রাবী বিহীন ইসনাদ যদি তাতে "আন" (থেকে) শব্দ সহকারে হয়

فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِإِرْسَالِهِ، وَيُجْعَلَ مُعَلَّلًا بِالْإِسْنَادِ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ الزَّائِدُ، لِمَا عُرِفَ فِي نَوْعِ الْمُعَلَّلِ، وَكَمَا يَأْتِي ذِكْرُهُ إِنْ - شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - فِي النَّوْعِ الَّذِي يَلِيهِ.

وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالسَّمَاعِ أَوْ بِالْإِخْبَارِ، كَمَا فِي الْمِثَالِ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ، فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَجُلٍ عَنْهُ، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْهُ نَفْسُهُ، فَيَكُونُ بُسْرٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ وَاثِلَةَ، ثُمَّ لَقِيَ وَاثِلَةَ فَسَمِعَهُ مِنْهُ، كَمَا جَاءَ مِثْلُهُ مُصَرَّحًا بِهِ فِي غَيْرِ هَذَا.

اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُوجَدَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ وَهْمًا، كَنَحْوِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ.

وَأَيْضًا فَالظَّاهِرُ مِمَّنْ وَقَعَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَذْكُرَ السَّمَاعَيْنِ، فَإِذَا لَمْ يَجِئْ عَنْهُ ذِكْرُ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى الزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ الْمَرَاسِيلِ الْخَفِيِّ إِرْسَالُهَا

هَذَا نَوْعٌ مُهِمٌّ عَظِيمُ الْفَائِدَةِ، يُدْرَكُ بِالِاتِّسَاعِ فِي الرِّوَايَةِ وَالْجَمْعِ

সুতরাং, এটিকে 'মুরসাল' হিসেবে রায় দেওয়া উচিত এবং অতিরিক্ত উল্লেখ রয়েছে এমন সনদটিকে 'মু'আল্লাল' গণ্য করা উচিত, 'মু'আল্লাল' প্রকারের মধ্যে যা পরিচিত এবং যেমনটি আল্লাহর ইচ্ছায় এর পরবর্তী প্রকারে এর উল্লেখ আসবে।

আর যদি এতে 'সামা' (শ্রবণ) বা 'ইখবার' (সংবাদ দান)-এর স্পষ্ট উল্লেখ থাকে, যেমনটি আমরা যে উদাহরণটি পেশ করেছি তাতে রয়েছে, তাহলে সম্ভবত সে তা তার থেকে অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে শুনেছে, অতঃপর সরাসরি তার কাছ থেকে শুনেছে। যেমন বুসর এই হাদীসে আবূ ইদ্রীস সূত্রে ওয়াসিলা থেকে শুনেছে, অতঃপর ওয়াসিলার সাথে সাক্ষাৎ করে সরাসরি তার কাছ থেকে শুনেছে, যেমনটি এর অনুরূপ অন্য স্থানে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে যদি এমন কোনো 'কারিনা' (ইঙ্গিত/আলামত) পাওয়া যায় যা এর ভ্রম হওয়ার উপর প্রমাণ করে, যেমনটি উল্লিখিত উদাহরণে আবূ হাতেম উল্লেখ করেছেন।

আর এটাও যে, যার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে, তার কাছ থেকে উভয় শ্রবণ উল্লেখ করাটাই স্বাভাবিক। সুতরাং, যদি তার থেকে এর উল্লেখ না আসে, তাহলে আমরা এটিকে উল্লিখিত অতিরিক্ত হিসেবেই গণ্য করব। আর আল্লাহই সম্যক অবগত।

আটত্রিশতম প্রকার: যে 'মারাসিলে খাফি' (গোপন মুরসাল)-এর 'ইরসাল' (প্রেরণ) লুক্কায়িত, সেগুলোর জ্ঞান।
এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত উপকারী প্রকার, যা বর্ণনা ও সংকলনে বিস্তৃতির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়।

(ص: 289)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

لِطُرُقِ الْأَحَادِيثِ مَعَ الْمَعْرِفَةِ التَّامَّةِ، وَلِلْخَطِيبِ الْحَافِظِ فِيهِ كِتَابُ " التَّفْصِيلِ لِمُبْهَمِ الْمَرَاسِيلِ ".
وَالْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْهُ مَا عُرِفَ فِيهِ الْإِرْسَالُ بِمَعْرِفَةِ عَدَمِ السَّمَاعِ مِنَ الرَّاوِي فِيهِ أَوْ عَدَمِ اللِّقَاءِ،

হাদিসের সূত্রসমূহের পূর্ণ জ্ঞানের সাথে, আর হাফিজ খতীবের এই বিষয়ে একটি গ্রন্থ আছে, যার নাম "আত-তাফসীল লিমুবহামিল মারাসিল"।
আর এই অধ্যায়ে যা উল্লিখিত হয়েছে, তার মধ্যে কিছু হাদীসের 'ইরসাল' (বিচ্ছিন্নতা) নির্ণয় করা হয় বর্ণনাকারীর থেকে সরাসরি শ্রবণের অভাব অথবা তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়ার বিষয়টি জানার মাধ্যমে।

(ص: 290)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ بِلَالٌ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ نَهَضَ

যেমন আল-আওয়াম ইবন হাওশাব সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন আবি আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে যে, তিনি বলেন: "নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিলাল (রা.) বলতেন: 'সালাত কায়েম হয়েছে', তখন তিনি (সা.) দাঁড়িয়ে যেতেন।"

وَكَبَّرَ "، رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: " الْعَوَّامُ لَمْ يَلْقَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ".

وَمِنْهُ مَا كَانَ الْحُكْمُ بِإِرْسَالِهِ مُحَالًا عَلَى مَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، بِزِيَادَةِ شَخْصٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي الْمَوْضِعِ الْمُدَّعَى فِيهِ الْإِرْسَالُ، كَالْحَدِيثِ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي النَّوْعِ الْعَاشِرِ: عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَإِنَّهُ حُكِمَ فِيهِ بِالِانْقِطَاعِ وَالْإِرْسَالِ بَيْنَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَالثَّوْرِيِّ، لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْجَنْدِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَحُكِمَ أَيْضًا فِيهِ بِالْإِرْسَالِ بَيْنَ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي إِسْحَاقَ، لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

وَهَذَا وَمَا سَبَقَ فِي النَّوْعِ الَّذِي قَبْلَهُ يَتَعَرَّضَانِ، لِأَنْ يُعْتَرَضَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ

هَذَا عِلْمٌ كَبِيرٌ قَدْ أَلَّفَ النَّاسُ فِيهِ كُتُبًا كَثِيرَةً، وَمِنْ أَحْلَاهَا

এবং তাকবীর দিলেন"। এ সম্পর্কে আহমাদ ইবনে হাম্বাল থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: "আল-আওয়াম ইবনে আবী আওফার সাথে সাক্ষাৎ করেননি।"

এবং এর অন্তর্ভুক্ত হলো সেটি, যার ইরসাল (হাদীসের সনদে মাঝখানে বর্ণনাকারীর অনুপস্থিতি) অন্য সূত্রে আসার কারণে সাব্যস্ত করা হয়েছিল, যেখানে ইরসালের দাবি করা হয়েছিল সেখানে একজন বা একাধিক বর্ণনাকারীর বৃদ্ধি ছিল। যেমন দশম প্রকারের পূর্বে উল্লিখিত হাদীস: আব্দুর রাজ্জাক থেকে, তিনি সাওরী থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে। কেননা এতে আব্দুর রাজ্জাক ও সাওরীর মাঝে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) ও ইরসাল সাব্যস্ত করা হয়েছিল, কারণ আব্দুর রাজ্জাক থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: আমাকে নু'মান ইবনে আবী শাইবা আল-জান্দী বর্ণনা করেছেন, তিনি সাওরী থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে। এবং এতে সাওরী ও আবু ইসহাকের মাঝেও ইরসাল সাব্যস্ত করা হয়েছিল, কারণ সাওরী থেকে শারীক থেকে আবু ইসহাকের সূত্রে বর্ণিত আছে।

এবং এটি ও এর পূর্ববর্তী প্রকারে যা আলোচিত হয়েছে, উভয়ই একে অপরের উপর আপত্তির কারণ হতে পারে, যেমনটি পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।
ঊনচল্লিশতম প্রকার: সাহাবীগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) পরিচয়
এটি একটি বিশাল জ্ঞানশাস্ত্র, যা নিয়ে লোকেরা বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং এর মধ্যে সবচেয়ে মনোরম হলো

وَأَكْثَرِهَا فَوَائِدَ كِتَابُ " الِاسْتِيعَابِ " لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، لَوْلَا مَا شَانَهُ بِهِ مِنْ إِيرَادِهِ كَثِيرًا مِمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَحِكَايَاتِهِ عَنِ الْأَخْبَارِيِّينَ لَا الْمُحَدِّثِينَ، وَغَالِبٌ عَلَى الْأَخْبَارِيِّينَ الْإِكْثَارُ وَالتَّخْلِيطُ فِيمَا يَرْوُونَهُ.

এবং সেগুলোর (কিতাবসমূহের) মধ্যে সর্বাধিক ফায়দাজনক হলো ইবনু আব্দিল বার্র-এর ‘আল-ইসতিয়াব’ কিতাবটি। যদি না এতে তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সংঘটিত বহু ঘটনা উল্লেখ করে এটিকে ত্রুটিযুক্ত করতেন, এবং মুহাদ্দিসীনদের পরিবর্তে আখবারিয়্যীনদের (ঐতিহাসিক/সংবাদ বর্ণনাকারী) সূত্রে তার বর্ণনা প্রদান করতেন। কারণ, আখবারিয়্যীনদের বর্ণনার সাধারণ প্রবণতা হলো তারা যা বর্ণনা করেন তাতে অতিশয়োক্তি ও মিশ্রণ (ভুলভ্রান্তি) বিদ্যমান থাকে।

وَأَنَا أُورِدُ نُكَتًا نَافِعَةً - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - قَدْ كَانَ يَنْبَغِي لِمُصَنِّفِي كُتُبِ الصَّحَابَةِ أَنْ يُتَوِّجُوهَا بِهَا، مُقَدِّمِينَ لَهَا فِي فَوَاتِحِهَا:

إِحْدَاهَا: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَنَّ الصَّحَابِيَّ مَنْ؟ فَالْمَعْرُوفُ مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: " مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ.

وَبَلَغَنَا عَنْ أَبِي الْمُظَفَّرِ السِّمْعَانِيِّ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يُطْلِقُونَ اسْمَ الصَّحَابَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ رَوَى عَنْهُ حَدِيثًا أَوْ كَلِمَةً، وَيَتَوَسَّعُونَ حَتَّى يَعُدُّونَ مَنْ رَآهُ رُؤْيَةً مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهَذَا لِشَرَفِ مَنْزِلَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَوْا كُلَّ مَنْ رَآهُ حُكْمَ الصُّحْبَةِ ".

وَذُكِرَ أَنَّ اسْمَ الصَّحَابِيِّ - مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ، وَالظَّاهِرُ - يَقَعُ عَلَى مَنْ طَالَتْ صُحْبَتُهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَثُرَتْ مُجَالَسَتُهُ لَهُ عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِ لَهُ وَالْأَخْذِ عَنْهُ، قَالَ: " وَهَذَا طَرِيقُ الْأُصُولِيِّينَ ".

قُلْتُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعُدُّ الصَّحَابِيَّ إِلَّا مَنْ أَقَامَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، وَغَزَا مَعَهُ غَزْوَةً أَوْ غَزْوَتَيْنِ، وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا - إِنْ صَحَّ عَنْهُ - رَاجِعٌ إِلَى الْمَحْكِيِّ عَنِ الْأُصُولِيِّينَ.

আমি কিছু উপকারী বিষয় উল্লেখ করব – আল্লাহ তাআলা চাইলে – যা সাহাবাদের গ্রন্থ প্রণেতাদের উচিত ছিল সেগুলোকে তাদের সূচনালগ্নে উপস্থাপন করে তাদের কিতাবসমূহকে সুশোভিত করা:

সেগুলোর একটি: সাহাবী কে, এ বিষয়ে আহলে ইলমগণ মতানৈক্য করেছেন। আহলে হাদীসের পদ্ধতি অনুযায়ী সুপরিচিত মত হলো, প্রত্যেক মুসলিম যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন, তিনিই সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত।

বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে বলেছেন: "মুসলিমদের মধ্যে যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন অথবা তাঁকে দেখেছেন, তিনিই তাঁর সাহাবী।"

আবু আল-মুজাফফর আস-সাম'আনি আল-মারওয়াযী থেকে আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন: "আসহাবুল হাদীস সাহাবী নামটি প্রত্যেক এমন ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করেন যিনি তাঁর (নবীর) থেকে একটি হাদীস অথবা একটি বাক্য বর্ণনা করেছেন। এমনকি তারা

এতটুকু উদারতা দেখিয়ে থাকেন যে, যে ব্যক্তি তাঁকে (নবীকে) একনজর দেখেছেন তাকেও সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেন। আর এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার কারণে; তাঁরা প্রত্যেক দর্শককে সাহাবিয়াতের হুকুম দিয়েছেন।"

এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাহাবী শব্দটি – ভাষাগত ও বাহ্যিক দিক থেকে – এমন ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হয় যার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহচর্য দীর্ঘ ছিল এবং তাঁর অনুসরণ ও তাঁর থেকে জ্ঞানার্জনের পথে তাঁর মজলিসে ঘন ঘন উপস্থিতি ছিল। তিনি (গ্রন্থকার) বলেন: "এটি উসুলবিদগণের পন্থা।"

আমি বলি: আমরা সাঈদ ইবনে আল-মুসায়্যিব থেকে বর্ণনা পেয়েছি যে, তিনি সাহাবী গণ্য করতেন না কেবল এমন ব্যক্তিকে ছাড়া যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক বা দুই বছর অবস্থান করেছেন এবং তাঁর সাথে এক বা দুটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আর এর উদ্দেশ্য – যদি তাঁর থেকে এটি সহীহ প্রমাণিত হয় – উসুলবিদগণের বর্ণিত মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

(ص: 294)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَلَكِنْ فِي عِبَارَتِهِ ضِيقٌ يُوجِبُ أَلَّا يُعَدَّ مِنَ الصَّحَابَةِ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ وَمَنْ شَارَكَهُ فِي فَقْدِ ظَاهِرِ مَا اشْتَرَطَهُ فِيهِمْ، مِمَّنْ لَا نَعْرِفُ خِلَافًا فِي عَدِّهِ مِنَ الصَّحَابَةِ.

وَرُوِّينَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُوسَى السَّبَلَانِيِّ - وَأُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا - قَالَ: ... أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ: هَلْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ غَيْرَكَ؟ قَالَ: " بَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ قَدْ رَأَوْهُ، فَأَمَّا مَنْ صَحِبَهُ فَلَا " ... . إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، حَدَّثَ بِهِ مُسْلِمٌ بِحَضْرَةِ أَبِي زُرْعَةَ.

ثُمَّ إِنَّ كَوْنَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ صَحَابِيًّا تَارَةً يُعْرَفُ بِالتَّوَاتُرِ، وَتَارَةً بِالِاسْتِفَاضَةِ الْقَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ، وَتَارَةً بِأَنْ يُرْوَى عَنْ آحَادِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ صَحَابِيٌّ، وَتَارَةً بِقَوْلِهِ وَإِخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ - بَعْدَ ثُبُوتِ عَدَالَتِهِ - بِأَنَّهُ صَحَابِيٌّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّانِيَةُ: لِلصَّحَابَةِ بِأَسْرِهِمْ خَصِيصَةٌ، وَهِيَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ، بَلْ ذَلِكَ أَمْرٌ مَفْرُوغٌ مِنْهُ، لِكَوْنِهِمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ مُعَدَّلِينَ بِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ مِنَ الْأُمَّةِ.

قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)

وَلَكِنْ فِي عِبَارَتِهِ ضِيقٌ يُوجِبُ أَلَّا يُعَدَّ مِنَ الصَّحَابَةِ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ وَمَنْ شَارَكَهُ فِي فَقْدِ ظَاهِرِ مَا اشْتَرَطَهُ فِيهِمْ، مِمَّنْ لَا نَعْرِفُ خِلَافًا فِي عَدِّهِ مِنَ الصَّحَابَةِ.

কিন্তু তার বক্তব্যে এমন এক সংকীর্ণতা রয়েছে যা অপরিহার্য করে যে, জারির ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী এবং যারা তাদের (সাহাবীদের) জন্য বর্ণিত শর্তের বাহ্যিক দিকটি না থাকার কারণে তার সাথে অংশীদার হয়েছেন, অথচ যাদের সাহাবী হিসেবে গণ্য করার বিষয়ে আমরা কোনো মতভেদ জানি না, তাদের সাহাবী হিসেবে গণনা করা হবে না।

أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ: هَلْ ... :وَرُوِّينَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُوسَى السَّبَلَانِيِّ - وَأُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا - قَالَ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ غَيْرَكَ؟ قَالَ: " بَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ قَدْ رَأَوْهُ. فَأَمَّا مَنْ صَحِبَهُ فَلَا ... . " إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، حَدَّثَ بِهِ مُسْلِمٌ بِحَضْرَةِ أَبِي زُرْعَةَ.

আমরা শু'বা থেকে, তিনি মুসা আস-সাবালানী থেকে বর্ণনা করেছি — আমি তার উত্তম প্রশংসা করি — তিনি বলেন: ... আমি আনাস ইবনে মালিকের কাছে এলাম এবং বললাম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে আপনি ছাড়া আর কেউ কি অবশিষ্ট আছেন? তিনি বললেন: "কিছু গ্রাম্য লোক এখনও বাকি আছে যারা তাঁকে দেখেছেন, তবে যারা তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন, তারা নেই।" ...। এর সনদ জয়্যিদ/উত্তম। মুসলিম এটি আবু যুরআর উপস্থিতিতে বর্ণনা করেছেন।

ثُمَّ إِنَّ كَوْنَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ صَحَابِيًّا تَارَةً يُعْرَفُ بِالتَّوَاتُرِ، وَتَارَةً بِالِاسْتِفَاضَةِ الْقَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ، وَتَارَةً بِأَنْ يُرْوَى عَنْ آحَادِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ صَحَابِيٌّ، وَتَارَةً بِقَوْلِهِ وَإِخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ - بَعْدَ ثُبُوتِ عَدَالَتِهِ - بِأَنَّهُ صَحَابِيٌّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

তারপর, তাদের মধ্যে একজন সাহাবী হওয়ার বিষয়টি কখনো তাওয়াতুরের মাধ্যমে জানা যায়, কখনো এমন ইস্তিফাদা (ব্যাপক প্রসিদ্ধি) দ্বারা যা তাওয়াতুরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে না, কখনো সাহাবীদের একক বর্ণনা দ্বারা যে, সে সাহাবী, এবং কখনো তার নিজের উক্তি ও তার নিজের সম্পর্কে সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে যে, — তার ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) প্রমাণিত হওয়ার পর — সে একজন সাহাবী। আল্লাহই ভালো জানেন।

الثَّانِيَةُ: لِلصَّحَابَةِ بِأَسْرِهِمْ خَصِيصَةٌ، وَهِيَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ، بَلْ ذَلِكَ أَمْرٌ مَفْرُوغٌ مِنْهُ، لِكَوْنِهِمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ مُعَدَّلِينَ بِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ مِنَ الْأُمَّةِ.

দ্বিতীয়ত: সাহাবীদের সকলের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আর তা হলো, তাদের কারো ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় না, বরং এটি একটি নিষ্পত্তিকৃত বিষয়, কারণ তারা সর্বাবস্থায় ন্যায়পরায়ণ বলে বিবেচিত কিতাব (কুরআন) ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এবং উম্মাহর মধ্যে যাদের ইজমা' গ্রহণযোগ্য তাদের ইজমা' দ্বারা।

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: আল্লাহ তা'আলা বরকতময় ও সুমহান বলেন: (তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানবজাতির জন্য বের করা হয়েছে।)

(ص: 295)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الْآيَةَ، قِيلَ: اتَّفَقَ الْمُفَسِّرُونَ عَلَى أَنَّهُ وَارِدٌ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ تَعَالَى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ). وَهَذَا خِطَابٌ مَعَ الْمَوْجُودِينَ حِينَئِذٍ.

وَقَالَ سبحانه وتعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ) الْآيَةَ.

وَفِي نُصُوصِ السُّنَّةِ الشَّاهِدَةِ بِذَلِكَ كَثْرَةٌ، مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ ".

ثُمَّ إِنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى تَعْدِيلِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ، وَمَنْ لَابَسَ الْفِتَنَ مِنْهُمْ فَكَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ فِي الْإِجْمَاعِ، إِحْسَانًا لِلظَّنِّ بِهِمْ، وَنَظَرًا إِلَى مَا تَمَهَّدَ لَهُمْ مِنَ الْمَآثِرِ، وَكَأَنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى أَتَاحَ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ لِكَوْنِهِمْ نَقَلَةَ الشَّرِيعَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّالِثَةُ: أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبُو هُرَيْرَةَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَذَلِكَ مِنَ الظَّاهِرِ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَى حَدِيثِيٍّ، وَهُوَ أَوَّلُ صَاحِبِ حَدِيثٍ.

بَلَغَنَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ: " رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

আয়াতটি। বলা হয়েছে: তাফসীরকারকগণ একমত যে, এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের (সাথীগণের) সম্পর্কে প্রযোজ্য।

এবং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: (আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হও)। আর এই সম্বোধন তখনকার বিদ্যমান লোকদের সাথে।

এবং সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন: (মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং যারা তাঁর সাথে আছে, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর...) আয়াতটি।

এবং এ বিষয়ে সাক্ষ্যদানকারী সুন্নাহর বর্ণনাসমূহ প্রচুর। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো আবু সাঈদ (রা.)-এর হাদীস, যার বিশুদ্ধতার উপর ঐক্যমত রয়েছে, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিও না। কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও ব্যয় করে, তবুও তাদের এক মুদ (পরিমাণ) কিংবা তার অর্ধেকও পৌঁছাতে পারবে না।"

অতঃপর, উম্মত সকল সাহাবীর ন্যায়পরায়ণতার (আদালতের) উপর ঐক্যবদ্ধ। আর তাদের মধ্যে যারা ফিতনার সাথে জড়িত ছিলেন, তারাও তেমনিভাবে ঐ সকল উলামাদের ইজমা দ্বারা [ন্যায়পরায়ণ] যাদের ইজমা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় – তাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করে এবং তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত অবদানসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে। আর যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই বিষয়ে ইজমার সুযোগ দিয়েছেন কারণ তারা শরীয়তের বাহক। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

তৃতীয়: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হলেন আবু হুরায়রা। এ কথা সাঈদ ইবনে আবী আল-হাসান এবং আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর এটি এমন একটি সুস্পষ্ট বিষয় যা কোনো হাদীসবিদের কাছে গোপন নয়। এবং তিনিই প্রথম 'সাহিবুল হাদীস'।

আবু বকর ইবনে আবী দাউদ আস-সিজিস্তানী থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে তিনি বলেছেন: "আমি আবু হুরায়রাকে দেখেছি

فِي النَّوْمِ، وَأَنَا بِسِجِسْتَانَ أُصَنِّفُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ: إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: " أَنَا أَوَّلُ صَاحِبِ حَدِيثٍ كَانَ فِي الدُّنْيَا ".

وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَيْضًا رضي الله عنه قَالَ: " سِتَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُوا الرِّوَايَةَ عَنْهُ وَعُمِّرُوا: أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَكْثَرُهُمْ حَدِيثًا، وَحَمَلَ عَنْهُ الثِّقَاتُ ".

ثُمَّ إِنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ فُتْيَا تُرْوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، بَلَغَنَا ... عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: " لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُرْوَى عَنْهُ فِي الْفَتْوَى أَكْثَرَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ " ... .

وَرُوِّينَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَيْضًا أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: " مَنِ الْعَبَادِلَةُ؟ " فَقَالَ: " عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ". قِيلَ لَهُ: " فَابْنُ مَسْعُودٍ؟ " قَالَ: " لَا، لَيْسَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الْعَبَادِلَةِ ".

قَالَ الْحَافِظُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ فِيمَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ وَقَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ: " وَهَذَا لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ تَقَدَّمَ مَوْتُهُ، وَهَؤُلَاءِ عَاشُوا حَتَّى احْتِيجَ إِلَى عِلْمِهِمْ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى شَيْءٍ قِيلَ: هَذَا قَوْلُ الْعَبَادِلَةِ، أَوْ هَذَا فِعْلُهُمْ ".

قُلْتُ: وَيَلْتَحِقُ بِابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ سَائِرُ الْعَبَادِلَةِ الْمُسَمِّينَ بِعَبْدِ اللَّهِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُمْ نَحْوُ مِائَتَيْنِ وَعِشْرِينَ نَفْسًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيِّ قَالَ: " لَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ

আমি সিজিস্তানে ছিলাম এবং আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদিস সংকলন করছিলাম। সে সময় স্বপ্নে আমি বললাম: "আমি আপনাকে ভালোবাসি।" তখন তিনি বললেন: "আমি দুনিয়ার প্রথম হাদিস বর্ণনাকারী ছিলাম।"

এবং আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছয়জন সাহাবী তাঁর থেকে অধিক বর্ণনা করেছেন

এবং দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন: আবু হুরায়রা, ইবনু উমার, আইশা, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, ইবনু আব্বাস এবং আনাস। আবু হুরায়রা তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ তাঁর থেকে (হাদিস) গ্রহণ করেছেন।"

অতঃপর, সাহাবীদের মধ্যে ফতোয়া বিষয়ক বর্ণনা ইবনু আব্বাস থেকেই অধিক পাওয়া যায়। আমাদের কাছে পৌঁছেছে ... আহমাদ ইবনু হাম্বাল থেকে যে, তিনি বলেছেন: "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীদের মধ্যে ইবনু আব্বাসের চেয়ে অধিক ফতোয়া বিষয়ক বর্ণনা কারো থেকে পাওয়া যায় না।" ... .

এবং আমরা আহমাদ ইবনু হাম্বাল থেকে আরও বর্ণনা করেছি যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "আবদিলারা কারা?" তখন তিনি বললেন: "আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আমর।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: "তাহলে ইবনু মাসউদ?" তিনি বললেন: "না, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ আবদিলার অন্তর্ভুক্ত নন।"

হাফিয আহমাদ আল-বায়হাকী (রহঃ) সে বিষয়ে বলেছেন যা আমরা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছি এবং তাঁর হস্তাক্ষরে পড়েছি: "এটি এজন্য যে, ইবনু মাসউদের মৃত্যু পূর্বে হয়েছিল, আর এরা এতকাল বেঁচে ছিলেন যে তাঁদের জ্ঞানের প্রয়োজন হয়েছিল। সুতরাং যখন তাঁরা কোনো বিষয়ে একমত হতেন, তখন বলা হতো: 'এটি আবদিলাদের উক্তি' অথবা 'এটি তাঁদের কর্ম'।"

আমি বলি: এবং এই ক্ষেত্রে ইবনু মাসউদের সাথে অন্যান্য সাহাবীগণও যুক্ত হবেন যারা 'আব্দুল্লাহ' নামে পরিচিত, এবং তাঁদের সংখ্যা প্রায় দুইশত বিশ জন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এবং আমরা আলী ইবনু আব্দুল্লাহ আল-মাদীনী থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: "সাহাবীদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না

النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَقُومُونَ بِقَوْلِهِ فِي الْفِقْهِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، كَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَصْحَابٌ يَقُومُونَ بِقَوْلِهِ وَيُفْتُونَ النَّاسَ ".

وَرُوِّينَا عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: " وَجَدْتُ عِلْمَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْتَهَى إِلَى سِتَّةٍ: عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأُبَيٍّ، وَزَيْدٍ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، ثُمَّ انْتَهَى عِلْمُ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ إِلَى اثْنَيْنِ: عَلِيٍّ، وَعَبْدُ اللَّهِ ".

وَرُوِّينَا نَحْوَهُ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، لَكِنْ ذَكَرَ أَبَا مُوسَى بَدَلَ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " كَانَ الْعِلْمُ يُؤْخَذُ عَنْ سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَزَيْدٌ، يُشْبِهُ عِلْمُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَكَانَ يَقْتَبِسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَكَانَ عَلِيٌّ، وَالْأَشْعَرِيُّ، وَأُبَيٌّ، يُشْبِهُ عِلْمُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَكَانَ يَقْتَبِسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ".

وَرُوِّينَا عَنِ الْحَافِظِ أَحْمَدَ الْبَيْهَقِيِّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ ذَكَرَ الصَّحَابَةَ فِي رِسَالَتِهِ الْقَدِيمَةِ، وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ بِمَا هُمْ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: " وَهُمْ فَوْقَنَا فِي كُلِّ عِلْمٍ، وَاجْتِهَادٍ، وَوَرَعٍ، وَعَقْلٍ، وَأَمْرٍ اسْتُدْرِكَ بِهِ عِلْمٌ وَاسْتُنْبِطَ بِهِ، وَآرَاؤُهُمْ لَنَا أَحْمَدُ وَأَوْلَى بِنَا مِنْ آرَائِنَا عِنْدَنَا لِأَنْفُسِنَا ". وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الرَّابِعَةُ: رُوِّينَا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عِدَّةِ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: وَمَنْ يَضْبِطُ هَذَا؟ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِجَّةَ الْوَدَاعِ أَرْبَعُونَ أَلْفًا، وَشَهِدَ مَعَهُ تَبُوكَ سَبْعُونَ أَلْفًا.

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন কোনো সাহাবী ছিলেন না যাঁদের নিজস্ব ফিকহী মতামত ছিল, কেবল তিনজন ব্যতীত: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যায়েদ ইবনে সাবিত এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম। এই তিনজনের প্রত্যেকেরই এমন সাহাবীগণ ছিলেন যাঁরা তাঁদের মতামত অনুসরণ করতেন এবং মানুষকে ফতোয়া দিতেন।"

মাসরুক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের জ্ঞান ছয়জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ পেয়েছি: উমার, আলী, উবাই, যায়েদ, আবুদ্দারদা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ। অতঃপর এই ছয়জনের জ্ঞান দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল: আলী এবং আব্দুল্লাহ।"

এবং আমরা অনুরূপ বর্ণনা করেছি মুতাররিফ থেকে, তিনি শা'বী থেকে, তিনি মাসরুক থেকে, তবে তিনি আবুদ্দারদার পরিবর্তে আবু মূসার নাম উল্লেখ করেছেন।
এবং আমরা শা'বী থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন: "জ্ঞান গ্রহণ করা হতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছয়জন সাহাবী থেকে। উমার, আব্দুল্লাহ এবং যায়েদের জ্ঞান একে অপরের সদৃশ ছিল এবং তারা একে অপরের থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন। আর আলী, আশ'আরী এবং উবাইয়ের জ্ঞান একে অপরের সদৃশ ছিল এবং তারা একে অপরের থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন।"
এবং আমরা হাফিয আহমদ আল-বায়হাকী থেকে বর্ণনা করেছি যে, ইমাম শাফেঈ তাঁর পুরাতন রিসালাহ গ্রন্থে সাহাবীগণের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের প্রাপ্য প্রশংসায় ভূষিত করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন: "তারা আমাদের চেয়ে সকল জ্ঞান, ইজতিহাদ, তাকওয়া, বুদ্ধিমত্তা এবং এমন যে কোনো বিষয়ে যার দ্বারা জ্ঞান অর্জন ও উদঘাটন করা হয়, সে সবে উচ্চতর। তাঁদের মতামত আমাদের নিজেদের মতামতের চেয়ে আমাদের কাছে অধিক প্রশংসনীয় ও আমাদের জন্য অধিক উপযোগী।" আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।
চতুর্থত: আমরা আবু যুর'আ রাযী থেকে বর্ণনা করেছি যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনাকারীর সংখ্যা সম্পর্কে। তখন তিনি বললেন: "কে তা গণনা করতে পারে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদায় হজ্জে চল্লিশ হাজার (সাহাবী) উপস্থিত ছিলেন, এবং তাবুক যুদ্ধে সত্তর হাজার (সাহাবী) উপস্থিত ছিলেন।"

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ - أَيْضًا - أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: " أَلَيْسَ يُقَالُ: حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةُ آلَافِ حَدِيثٍ؟ " قَالَ: " وَمَنْ قَالَ ذَا؟ قُلْقَلَ اللَّهُ أَنْيَابَهُ! هَذَا قَوْلُ الزَّنَادِقَةِ، وَمَنْ يُحْصِي حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مِائَةِ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفًا مِنَ الصَّحَابَةِ، مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: مِمَّنْ رَآهُ وَسَمِعَ مِنْهُ "، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا زُرْعَةَ، هَؤُلَاءِ أَيْنَ كَانُوا وَأَيْنَ

سَمِعُوا مِنْهُ؟ قَالَ: " أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلُ مَكَّةَ، وَمَنْ بَيْنَهُمَا، وَالْأَعْرَابُ، وَمَنْ شَهِدَ مَعَهُ حِجَّةَ الْوَدَاعِ، كُلٌّ رَآهُ وَسَمِعَ مِنْهُ بِعَرَفَةَ ".

قُلْتُ: ثُمَّ إِنَّهُ اخْتُلِفَ فِي عَدَدِ طَبَقَاتِهِمْ وَأَصْنَافِهِمْ، وَالنَّظَرِ فِي ذَلِكَ إِلَى السَّبْقِ بِالْإِسْلَامِ، وَالْهِجْرَةِ، وَشُهُودِ الْمَشَاهِدِ الْفَاضِلَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَنْفُسِنَا هُوَ صلى الله عليه وسلم.

وَجَعَلَهُمُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اثْنَتَيْ عَشْرَةَ طَبَقَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَسْنَا نُطَوِّلُ بِتَفْصِيلِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْخَامِسَةُ: أَفْضَلُهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ إِنَّ جُمْهُورَ السَّلَفِ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانَ عَلَى عَلِيٍّ، وَقَدَّمَ أَهْلُ الْكُوفَةِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلِيًّا عَلَى عُثْمَانَ، وَبِهِ قَالَ مِنْهُمْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَوَّلًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانَ، رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ وَعَنْهُمُ الْخَطَّابِيُّ.

وَمِمَّنْ نُقِلَ عَنْهُ مِنْ

আর আমাদের নিকট আবু যুরআ থেকেও বর্ণিত আছে যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "এটা কি বলা হয় না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস চার হাজার?" তিনি বললেন: "কে এই কথা বলেছে? আল্লাহ তার দাঁত কাঁপিয়ে দিন! এটা যিন্দিকদের (ধর্মদ্রোহীদের) কথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস কে গণনা করতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ইন্তেকাল করেছেন এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাহাবীর উপস্থিতিতে, যারা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে শুনেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে: যারা তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে শুনেছেন।" অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আবু যুরআ, এই সাহাবীগণ কোথায় ছিলেন এবং কোথায় তাঁর থেকে শুনেছিলেন? তিনি বললেন: "মদীনার অধিবাসীগণ, মক্কার অধিবাসীগণ এবং তাদের মধ্যবর্তী স্থানের অধিবাসীগণ, বেদুঈনগণ এবং যারা তাঁর সাথে বিদায় হজ্বে উপস্থিত ছিলেন, তাদের সকলেই আরাফাতে তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে শুনেছেন।"

আমি বলি: অতঃপর তাদের স্তর ও প্রকারভেদ নিয়ে মতানৈক্য হয়েছে। আর এই বিষয়ে বিবেচ্য হলো ইসলামে অগ্রগামিতা, হিজরত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

সাথে ফযীলতপূর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। আমাদের পিতা-মাতা ও আমাদের জীবন তাঁর প্রতি উৎসর্গীকৃত হোক, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল-হাকিম আবু আবদুল্লাহ তাঁদেরকে বারোটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। আর তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এর থেকেও বেশি স্তর করেছেন। আমরা এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় দীর্ঘায়িত করছি না। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

পঞ্চমতঃ তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবু বকর, অতঃপর উমর। অতঃপর অধিকাংশ সালাফ উসমানকে আলীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের কূফাবাসীগণ আলীকে উসমানের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুফিয়ান সাওরীও প্রথমে এই মতের সমর্থক ছিলেন, অতঃপর তিনি উসমানকে প্রাধান্য দেওয়ার মতের দিকে ফিরে আসেন। এই বিষয়টি তাঁর থেকে এবং তাঁদের থেকে খাত্তাবী বর্ণনা করেছেন।

আর তাঁদের মধ্যে যাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

(ص: 299)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

أَهْلِ الْحَدِيثِ تَقْدِيمُ عَلِيّ عَلَى عُثْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنُ خُزَيْمَةَ، وَتَقْدِيمُ عُثْمَانَ هُوَ الَّذِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ مَذَاهِبُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ.

وَأَمَّا أَفْضَلُ أَصْنَافِهِمْ صِنْفًا: فَقَدْ قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ التَّمِيمِيُّ: أَصْحَابُنَا مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَهُمُ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ، ثُمَّ السِّتَّةُ الْبَاقُونَ إِلَى تَمَامِ الْعَشَرَةِ، ثُمَّ الْبَدْرِيُّونَ، ثُمَّ أَصْحَابُ أُحُدٍ، ثُمَّ أَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ بِالْحُدَيْبِيَةِ.

قُلْتُ: وَفِي نَصِّ الْقُرْآنِ تَفْضِيلُ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَهُمُ الَّذِينَ صَلَّوْا إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ فِي قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَطَائِفَةٍ، وَفِي قَوْلِ الشَّعْبِيِّ: هُمُ الَّذِينَ شَهِدُوا بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا قَالَا: هُمْ أَهْلُ بَدْرٍ، رَوَى ذَلِكَ عَنْهُمَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِيمَا وَجَدْنَاهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

السَّادِسَةُ: اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي أَوَّلِهِمْ إِسْلَامًا، فَقِيلَ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَغَيْرِهِمْ.
وَقِيلَ: عَلِيٌّ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَالْمِقْدَادِ، وَغَيْرِهِمْ.
وَقَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَصْحَابِ

হাদীসপন্থীগণ (মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন খুযাইমা) আলী (রা)-কে উসমান (রা)-এর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, তবে উসমান (রা)-কে প্রাধান্য দেওয়াই হলো সেই মত, যার উপর হাদীসপন্থী ও সুন্নাহপন্থীদের মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আর তাদের মধ্যে শ্রেণিগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে: আবূ মানসূর আল-বাগদাদী আত-তামীমী বলেছেন: আমাদের সাথীগণ একমত যে, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন চার খলীফা, তারপর বাকী ছয়জন, দশজনের সংখ্যা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, তারপর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, তারপর উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, তারপর হুদায়বিয়ার বাইয়াতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীগণ।

আমি বলি: কুরআনের বর্ণনায় মুহাজিরীন ও আনসারদের মধ্য থেকে অগ্রগামী প্রথম সারির লোকদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও একটি দলের মতে, তারাই যারা দুই কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করেছেন। শা'বীর মতে: তারাই যারা বাইয়াতুর রিদওয়ানের সাক্ষী ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কুরযী ও আতা ইবন ইয়াসার থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা দু'জন বলেছেন: তারা হলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ। ইবন আব্দুল বার্র তাদের উভয়ের থেকে আমাদের প্রাপ্ত বর্ণনা অনুযায়ী তা বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

ষষ্ঠ: সালাফগণ তাদের মধ্যে কে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন তা নিয়ে মতভেদ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন: আবূ বকর আস-সিদ্দীক (রা)। এটি ইবন আব্বাস, হাসসান ইবন সাবিত, ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আর কেউ কেউ বলেছেন: আলী (রা) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। এটি যায়দ ইবন আরকাম, আবূ যার্র, আল-মিকদাদ এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আর হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ বলেছেন: "আমি সাথীদের মধ্যে কোনো মতভেদ জানি না...

التَّوَارِيخِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَوَّلُهُمْ إِسْلَامًا "، وَاسْتُنْكِرَ هَذَا مِنَ الْحَاكِمِ.

وَقِيلَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَذَكَرَ مَعْمَرٌ نَحْوَ ذَلِكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وَقِيلَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ خَدِيجَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، وَجَمَاعَةٍ، وَرُوِيَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَادَّعَى الثَّعْلَبِيُّ الْمُفَسِّرُ فِيمَا رُوِّينَاهُ أَوْ بَلَغَنَا عَنْهُ اتِّفَاقُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ خَدِيجَةُ، وَأَنَّ اخْتِلَافَهُمْ إِنَّمَا هُوَ فِي أَوَّلِ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَهَا.

وَالْأَوْرَعُ أَنْ يُقَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ أَبُو بَكْرٍ، وَمِنَ الصِّبْيَانِ أَوِ الْأَحْدَاثِ عَلِيٌّ، وَمِنَ النِّسَاءِ خَدِيجَةُ، وَمِنَ الْمَوَالِي زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَمِنَ الْعَبِيدِ بِلَالٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

السَّابِعَةُ: آخِرُهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ مَوْتًا أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ، مَاتَ سَنَةَ مِائَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ.

وَأَمَّا بِالْإِضَافَةِ إِلَى النَّوَاحِي، فَآخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِالْمَدِينَةِ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ قَتَادَةَ، وَقِيلَ: سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَقِيلَ: السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ.

وَآخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ

ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, আলী ইবনে আবি তালিবই তাদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন।" তবে এ দাবি আল-হাকিমের পক্ষ থেকে সমালোচিত হয়েছে।

এবং বলা হয়েছে: প্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি ছিলেন যায়েদ ইবনে হারিসা। মা'মার যুহরি থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এবং বলা হয়েছে: প্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনীন খাদিজা। যুহরি থেকে বিভিন্ন সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে এবং এটি কাতাদাহ, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার ও একটি দলের মত। ইবনে আব্বাস থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

তাফসীরকারক সা'লাবী দাবি করেছেন, যা আমরা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছি বা জেনেছি, যে খাদিজাই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে। আর তাদের মতভেদ কেবল তাঁর পরে কে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন তা নিয়ে।
অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করে বলা উচিত: স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন আবু বকর; শিশু বা তরুণদের মধ্যে আলী; নারীদের মধ্যে খাদিজা; আযাদকৃত গোলামদের (মাওয়ালি) মধ্যে যায়েদ ইবনে হারিসা; এবং দাসদের মধ্যে বিলাল। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।
সপ্তম: তাদের মধ্যে সর্বাত্মকভাবে সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী হলেন আবু তুফাইল আমির ইবনে ওয়াছিলা, যিনি হিজরতের একশ'তম সনে ইন্তেকাল করেন।
আর অঞ্চলের হিসাবে, মদিনায় তাদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী হলেন: জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ। এটি আহমদ ইবনে হাম্বল কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং বলা হয়েছে: সাহল ইবনে সা'দ, আবার বলা হয়েছে: সা'ইব ইবনে ইয়াযীদ।
এবং তাদের মধ্যে সর্বশেষ যিনি ইন্তেকাল করেন

(ص: 301)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

بِمَكَّةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَقِيلَ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. وَذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ بِمَكَّةَ مَاتَ، فَهُوَ إِذًا الْآخِرُ بِهَا.
وَآخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِالْبَصْرَةِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: " مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مَاتَ بَعْدَهُ مِمَّنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَبَا الطُّفَيْلِ ".
وَآخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِالْكُوفَةِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى.
وَبِالشَّامِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ، وَقِيلَ: بَلْ أَبُو أُمَامَةَ.
وَتَبَسَّطَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: " آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِصْرَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيُّ، وَبِفَلَسْطِينَ: أَبُو أُبَيٍّ ابْنُ أُمِّ حَرَامٍ، وَبِدِمَشْقَ: وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ، وَبِحِمْصَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ، وَبِالْيَمَامَةِ: الْهِرْمَاسُ بْنُ

زِيَادٍ، وَبِالْجَزِيرَةِ: الْعُرْسُ بْنُ عَمِيرَةَ، وَبِأَفْرِيقِيَّةَ: رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ، وَبِالْبَادِيَةِ فِي الْأَعْرَابِ: سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ، رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ ".

وَفِي بَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ خِلَافٌ لَمْ نَذْكُرْهُ.

وَقَوْلُهُ فِي رُوَيْفِعٍ: " بِأَفْرِيقِيَّةَ " لَا يَصِحُّ، إِنَّمَا مَاتَ فِي حَاضِرَةِ بَرْقَةَ وَقَبْرُهُ بِهَا، وَنَزَلَ سَلَمَةُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِلَيَالٍ فَمَاتَ بِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

মক্কায় (সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী ছিলেন) আবদুল্লাহ ইবনু উমার, এবং বলা হয়েছে: জাবির ইবনু আবদুল্লাহ। আলী ইবনু মাদীনী উল্লেখ করেছেন যে, আবু তুফাইল মক্কায় ইন্তেকাল করেছেন, সুতরাং তিনিই সেখানে সর্বশেষ (মৃত্যুবরণকারী)।

তাদের মধ্যে বসরায় সর্বশেষ ইন্তেকাল করেছেন আনাস ইবনু মালিক। আবু উমার ইবনু আব্দুল বার্র বলেছেন: "আমি আবু তুফাইল ব্যতীত এমন কাউকে জানি না যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন এবং তাঁর (আনাস ইবনু মালিকের) পর ইন্তেকাল করেছেন।"

তাদের মধ্যে কুফায় সর্বশেষ ইন্তেকাল করেছেন: আবদুল্লাহ ইবনু আবি আওফা।

আর শামে: আবদুল্লাহ ইবনু বুসর, এবং বলা হয়েছে: বরং আবু উমামা।

আর তাদের কেউ কেউ বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের মধ্যে মিসরে সর্বশেষ ইন্তেকাল করেছেন: আবদুল্লাহ ইবনু হারিস ইবনু জায' আয-যুবায়দী, এবং ফিলিস্তিনে: আবু উবাই ইবনু উম্মি হারাম, এবং দামেস্কে: ওয়াসেলা ইবনু আসকা', এবং হিমসে: আবদুল্লাহ ইবনু বুসর, এবং ইয়ামামায়: হিরমাস ইবনু যিয়াদ, এবং জাযীরায়: আল-উরস ইবনু উমায়রাহ, এবং আফ্রিকায়: রুওয়াইফি' ইবনু ছাবিত, এবং বেদুঈনদের মধ্যে মরুভূমিতে: সালামা ইবনু আকওয়া', আল্লাহ তাঁদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন।"

আমরা যা উল্লেখ করেছি তার কিছুতে মতপার্থক্য রয়েছে যা আমরা উল্লেখ করিনি।

আর রুওয়াইফি' সম্পর্কে তাঁর উক্তি: "আফ্রিকায়" সঠিক নয়। বরং তিনি বারক্কার শহরে ইন্তেকাল করেছেন এবং তাঁর কবর সেখানেই। আর সালামা তাঁর মৃত্যুর কয়েক রাত পূর্বে মদিনায় ফিরে এসেছিলেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেছেন। আর আল্লাহই সম্যক অবগত।

النَّوْعُ الْمُوفِي أَرْبَعِينَ: مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ

هَذَا وَمَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ أَصْلٌ أَصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ الْمُرْسَلِ وَالْمُسْنَدِ.

قَالَ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ: التَّابِعِيُّ مَنْ صَحِبَ الصَّحَابِيَّ.

قُلْتُ: وَمُطْلَقُهُ مَخْصُوصٌ بِالتَّابِعِ بِإِحْسَانٍ، وَيُقَالُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمْ: تَابِعٌ وَتَابِعِيٌّ.

وَكَلَامُ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ مُشْعِرٌ بِأَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ أَنْ يَسْمَعَ مِنَ الصَّحَابِيِّ أَوْ يَلْقَاهُ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدِ الصُّحْبَةُ الْعُرْفِيَّةُ. وَالِاكْتِفَاءُ فِي هَذَا بِمُجَرَّدِ اللِّقَاءِ وَالرُّؤْيَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ فِي الصَّحَابِيِّ، نَظَرًا إِلَى مُقْتَضَى اللَّفْظَيْنِ فِيهِمَا.

وَهَذِهِ مُهِمَّاتٌ فِي هَذَا النَّوْعِ:

إِحْدَاهَا: ذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ التَّابِعِينَ عَلَى خَمْسَ عَشْرَةَ طَبَقَةً:

الْأُولَى: الَّذِينَ لَحِقُوا الْعَشَرَةَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَقَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَقَيْسُ بْنُ عُبَادٍ، وَأَبُو سَاسَانَ حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَأَبُو وَائِلٍ، وَأَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

وَعَلَيْهِ فِي بَعْضِ هَؤُلَاءِ إِنْكَارٌ، فَإِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ لَيْسَ بِهَذِهِ

চল্লিশতম প্রকার: তাবেঈগণের পরিচিতি

এটি এমন যে, সাহাবীগণের পরিচয় একটি মৌলিক ভিত্তি, যার দিকে মুরাসল ও মুসনাদ (হাদীস) এর পরিচয় নির্ণয়ে প্রত্যাবর্তন করা হয়।

খাতীব আল-হাফিজ বলেছেন: তাবেঈ হলেন তিনি, যিনি কোনো সাহাবীর সঙ্গ লাভ করেছেন।

আমি বলি: এর সাধারণ প্রয়োগ 'তাবেঈ বি-ইহসান' (উত্তমভাবে অনুসরণকারী) দ্বারা নির্দিষ্ট। এবং তাদের মধ্যে একজনকে 'তাবে' অথবা 'তাবেঈ' বলা হয়।

এবং হাকিম আবু আব্দুল্লাহ ও অন্যদের কথা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাবেঈ হওয়ার জন্য সাহাবীর কাছ থেকে শোনা অথবা তাঁর সাথে সাক্ষাত করাই যথেষ্ট, যদি প্রথাগত সঙ্গ লাভ (সুহবাত) না-ও থাকে। আর এতে কেবল সাক্ষাত ও দেখার উপর নির্ভর করা সাহাবীর ক্ষেত্রে নির্ভর করার চেয়ে অধিক যুক্তিযুক্ত, উভয়ের ক্ষেত্রে শব্দদ্বয়ের তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য করে।

এবং এই প্রকারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো:

প্রথমত: হাফিজ আবু আব্দুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, তাবেঈগণ পনেরোটি স্তরে বিভক্ত:

প্রথম স্তর: তাঁরা, যাঁরা আশারা মুবাশশারা'র (দশ জন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী) সাক্ষাৎ লাভ করেছেন: সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, কায়স ইবনু আবি হাযিম, আবু উসমান আন-নাহদি, কায়স ইবনু উবাদ, আবু সাসান হুজাইন ইবনুল মুনযির, আবু ওয়ায়েল, আবু রাজা আল-উতারিদি এবং অন্যান্য।
এবং এদের মধ্যে কারো কারো ব্যাপারে (এই দাবির উপর) আপত্তি রয়েছে, কারণ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব এই স্তরের নন

الْمَثَابَةِ، لِأَنَّهُ وُلِدَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَكْثَرِ الْعَشَرَةِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَصِحُّ لَهُ رِوَايَةٌ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَشَرَةِ إِلَّا سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ.

قُلْتُ: وَكَانَ سَعْدٌ آخِرَهُمْ مَوْتًا.

وَذَكَرَ الْحَاكِمُ قَبْلَ كَلَامِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّ سَعِيدًا أَدْرَكَ عُمَرَ فَمَنْ بَعْدَهُ إِلَى آخِرِ الْعَشَرَةِ.

وَقَالَ: لَيْسَ فِي جَمَاعَةِ التَّابِعِينَ مَنْ أَدْرَكَهُمْ وَسَمِعَ مِنْهُمْ غَيْرَ سَعِيدٍ وَقَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ، نَعَمْ، قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ سَمِعَ الْعَشَرَةَ وَرَوَى عَنْهُمْ، وَلَيْسَ فِي التَّابِعِينَ أَحَدٌ رَوَى عَنِ الْعَشَرَةِ سِوَاهُ، ذَكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ بْنُ خِرَاشٍ الْحَافِظُ، فِيمَا رُوِّينَا أَوْ بَلَغَنَا عَنْهُ، وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَوَى عَنِ التِّسْعَةِ: وَلَمْ يَرْوِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

وَيَلِي هَؤُلَاءِ التَّابِعُونَ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَأَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، وَغَيْرِهِمْ.

الثَّانِيَةُ: الْمُخَضْرَمُونَ مِنَ التَّابِعِينَ: هُمُ الَّذِينَ أَدْرَكُوا الْجَاهِلِيَّةَ، وَحَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَسْلَمُوا، وَلَا صُحْبَةَ لَهُمْ، وَاحِدُهُمْ مُخَضْرَمٌ - بِفَتْحِ الرَّاءِ - كَأَنَّهُ خُضْرِمَ أَيْ قُطِعَ عَنْ نُظَرَائِهِ الَّذِينَ أَدْرَكُوا الصُّحْبَةَ وَغَيْرَهَا.

আল-মাসাবাহ, কারণ তিনি উমরের খিলাফতে জন্মগ্রহণ করেন, এবং অধিকাংশ আশারায়ে মুবাশশারাহ থেকে শোনেননি। তাদের কেউ কেউ বলেছেন: আশারায়ে মুবাশশারাহর কারো থেকে তার বর্ণনা সহীহ নয়, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ব্যতীত।

আমি বলি: এবং সা'দ তাদের মধ্যে সবশেষে মৃত্যুবরণ করেন।

আর হাকিম তাঁর উল্লিখিত কথার পূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, সাঈদ উমরকে এবং তাঁর পরবর্তী থেকে আশারায়ে মুবাশশারাহর শেষ পর্যন্ত পেয়েছেন।

এবং তিনি বলেছেন: তাবিয়ীনদের মধ্যে সাঈদ ও কায়েস ইবনে আবি হাযিম ব্যতীত এমন কেউ নেই যিনি তাঁদের (সাহাবীদের) পেয়েছেন এবং তাঁদের থেকে শুনেছেন। তবে তিনি যা বলেছেন তা এমন নয় যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। হ্যাঁ, কায়েস ইবনে আবি হাযিম আশারায়ে মুবাশশারাহ সকলের থেকে শুনেছেন এবং তাঁদের থেকে বর্ণনা করেছেন। তাবিয়ীনদের মধ্যে তিনি ব্যতীত আর কেউ আশারায়ে মুবাশশারাহ সকলের থেকে বর্ণনা করেননি। এ কথা হাফেজ আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনে খিরাশ উল্লেখ করেছেন, যা আমরা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছি বা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এবং আবু দাউদ সিজিস্তানি থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন: (কায়েস) নয়জনের থেকে বর্ণনা করেছেন এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ থেকে বর্ণনা করেননি।

এবং এই তাবিয়ীনদের পরে আসেন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেছেন, সাহাবীদের পুত্রদের মধ্যে, যেমন আবদুল্লাহ ইবনে আবি তালহা, আবু উমামা আস'আদ ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ, আবু ইদরিস আল-খাওলানি, এবং অন্যান্য।

দ্বিতীয় প্রকার: তাবিয়ীনদের মধ্যে 'মুখাদরামুন': তারা হলেন যারা জাহিলিয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনকাল পেয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের সাহাবীত্ব লাভ হয়নি। তাদের একজন 'মুখাদরাম' (রা অক্ষরের উপর ফাতহা সহকারে) - যেন তাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বা কাটা হয়েছে তাঁর সমসাময়িকদের থেকে যারা সাহাবীত্ব ও অন্যান্য বিষয় পেয়েছেন।

وَذَكَرَهُمْ مُسْلِمٌ فَبَلَغَ بِهِمْ عِشْرِينَ نَفْسًا، مِنْهُمْ: أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ، وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ الْكِنْدِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيُّ، وَعَبْدُ خَيْرِ بْنُ يَزِيدَ الْخَيْوَانِيُّ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلٍّ، وَأَبُو الْحَلَالِ الْعَتَكِيُّ رَبِيعَةُ بْنُ زُرَارَةَ.

وَمِمَّنْ لَمْ يَذْكُرْهُ مُسْلِمٌ: مِنْهُمْ أَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُوَبٍ، وَالْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّالِثَةُ: مِنْ أَكَابِرِ التَّابِعِينَ: الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ،

এবং মুসলিম তাঁদের উল্লেখ করেছেন; ফলে তাঁদের সংখ্যা বিশ জনে পৌঁছেছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: আবু আমর আশ-শাইবানী, সুওয়াইদ ইবনে গাফালা আল-কিন্দী, আমর ইবনে মায়মুন আল-আউদী, আব্দু খায়র ইবনে ইয়াযীদ আল-খাইওয়ানী, আবু উসমান আন-নাহদী, আব্দুর রহমান ইবনে মূল্ল এবং আবুল হালাল আল-আতাকী রাবীআ ইবনে যুরারা।

এবং যাদেরকে মুসলিম উল্লেখ করেননি, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: আবু মুসলিম আল-খাওলানী আবদুল্লাহ ইবনে সাওব এবং আহনাফ ইবনে কাইস। আর আল্লাহই অধিক অবগত।

তৃতীয়ত: তাবিঈগণের মধ্যে যারা প্রবীণ ছিলেন: মদীনার সাত ফকীহ,

وَهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ.

رُوِّينَا عَنِ الْحَافِظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: " هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ ".

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: " كَانَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ يَصْدُرُونَ عَنْ رَأْيِهِمْ سَبْعَةً " فَذَكَرَ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَذَكَرَ بَدَلَهُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ تَسْمِيَتَهُمْ فِي كِتَابِهِ عَنْهُمْ، فَذَكَرَ هَؤُلَاءِ، إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَدَلَ أَبِي سَلَمَةَ وَسَالِمٍ.

الرَّابِعَةُ: وَرَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: " أَفْضَلُ التَّابِعِينَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ "، فَقِيلَ لَهُ: " فَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ؟ " فَقَالَ: " سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ ".

وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " لَا أَعْلَمُ فِي التَّابِعِينَ مِثْلَ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، وَقَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ".

وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: " أَفْضَلُ التَّابِعِينَ قَيْسٌ، وَأَبُو عُثْمَانَ وَعَلْقَمَةُ، وَمَسْرُوقٌ، هَؤُلَاءِ كَانُوا فَاضِلِينَ، وَمِنْ عِلْيَةِ التَّابِعِينَ ".

وَأَعْجَبَنِي مَا وَجَدْتُهُ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَفِيفٍ الزَّاهِدِ الشِّيرَازِيِّ فِي كِتَابٍ لَهُ، قَالَ: " اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَفْضَلِ التَّابِعِينَ:

তাঁরা হলেন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, উরওয়া ইবনুয যুবায়ের, খারেজা ইবনে জায়েদ, আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান, উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা এবং সুলাইমান ইবনে ইয়াসার।

আমরা হাফিয আবু আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছি যে তিনি বলেছেন: "এঁরা হলেন হেজাজের অধিকাংশ আলেমদের নিকট প্রসিদ্ধ সাত ফকীহ।"

এবং আমরা ইবনুল মুবারাক থেকে বর্ণনা করেছি যে তিনি বলেছেন: "মদিনাবাসীর যেসব ফকীহের মতামত গ্রহণ করা হতো, তাঁরা ছিলেন সাতজন।" অতঃপর তিনি এঁদেরকেই উল্লেখ করেছেন, তবে তিনি আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান-এর নাম উল্লেখ করেননি, বরং তাঁর স্থলে সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

এবং আমরা আবুয যিনাদ থেকে তাঁদের নাম তাঁর কিতাবে বর্ণনা পেয়েছি, তিনি এঁদেরকেই উল্লেখ করেছেন, তবে তিনি আবু সালামা ও সালিমের বদলে আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

চতুর্থ: আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন: "তাবেয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব।" অতঃপর তাঁকে বলা হলো: "তাহলে আলকামা ও আসওয়াদ?" তিনি বললেন: "সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আলকামা এবং আসওয়াদ।"

এবং তাঁর থেকেই বর্ণিত যে তিনি বলেছেন: "তাবেয়ীদের মধ্যে আমি আবু উসমান আন-নাহদি এবং কায়স ইবনে আবি হাযিমের মতো কাউকে জানি না।"

এবং তাঁর থেকেই আরও বর্ণিত যে তিনি বলেছেন: "তাবেয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন কায়স, আবু উসমান, আলকামা এবং মাসরুক। তাঁরা ছিলেন গুণী ও তাবেয়ীদের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।"

আর আমাকে মুগ্ধ করেছে যা আমি শায়খ আবু আব্দুল্লাহ ইবনে খাফিফ আয-যাহিদ আশ-শিরাজি-এর একটি কিতাবে তাঁর থেকে পেয়েছি, তিনি বলেছেন: "তাবেয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে মানুষেরা মতভেদ করেছেন:

فَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ: أُوَيْسٌ الْقَرَنِيُّ، وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يَقُولُونَ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ".

وَبَلَغَنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: " لَيْسَ أَحَدٌ أَكْثَرَ فِي فَتْوَى مِنَ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، يَعْنِي مِنَ التَّابِعِينَ ".

وَقَالَ أَيْضًا: " كَانَ عَطَاءٌ مُفْتِيَ مَكَّةَ وَالْحَسَنُ مُفْتِيَ الْبَصْرَةِ، فَهَذَانِ أَكْثَرَ النَّاسُ عَنْهُمْ آرَاءُهُمْ ".

وَبَلَغَنَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: " سَيِّدَتَا التَّابِعِينَ مِنَ النِّسَاءِ: حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ، وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَثَالِثُهُمَا - وَلَيْسَتْ كَهُمَا - أُمُّ الدَّرْدَاءِ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْخَامِسَةُ: رُوِّينَا عَنِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " طَبَقَةٌ تُعَدُّ فِي التَّابِعِينَ، وَلَمْ يَصِحَّ سَمَاعُ أَحَدٍ مِنْهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ النَّخَعِيُّ الْفَقِيهُ، وَلَيْسَ بِإِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ الْفَقِيهِ، وَبُكَيْرُ بْنُ أَبِي السَّمِيطِ، وَبُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْأَشَجِّ "، وَذَكَرَ غَيْرَهُمْ.

قَالَ: " وَطَبَقَةٌ عِدَادُهُمْ عِنْدَ النَّاسِ فِي أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ وَقَدْ لَقُوا الصَّحَابَةَ، مِنْهُمْ: أَبُو الزِّنَادِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَنَسًا، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَقَدْ أُدْخِلَ

عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَقَدْ أَدْرَكَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَأُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ "، وَفِي بَعْضِ مَا قَالَهُ مَقَالٌ.

সুতরাং, মদিনার লোকেরা বলেন: সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব; কুফার লোকেরা বলেন: উয়াইস আল-কারানি; এবং বসরাতের লোকেরা বলেন: আল-হাসান আল-বাসরি।"
আর আমাদের কাছে আহমদ ইবন হাম্বাল থেকে পৌঁছেছে যে তিনি বলেছেন: "হাসান এবং আতা'র চেয়ে অধিক ফতোয়াদানকারী আর কেউ ছিল না, অর্থাৎ তাবেঈদের মধ্যে থেকে।"
তিনি আরও বলেছেন: "আতা ছিলেন মক্কার মুফতি এবং হাসান ছিলেন বসরাতের মুফতি। এই দুজনের কাছ থেকে লোকেরা তাদের মতামত (বা ফতোয়া) অধিক গ্রহণ করত।"
এবং আমাদের কাছে আবু বকর ইবন আবি দাউদ থেকে পৌঁছেছে যে তিনি বলেছেন: "নারীদের মধ্যে তাবেঈনদের দুই নেত্রী হলেন: হাফসা বিনত সীরিন এবং আমরা বিনত আবদির রহমান। আর তাদের তৃতীয়জন - তবে তাদের মতো নন - উম্মুদ দারদা'।" আর আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।
পঞ্চম: আমাদের কাছে হাকিম আবু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন: "এমন একটি স্তর রয়েছে যাদেরকে তাবেঈনদের মধ্যে গণ্য করা হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে কারও সাহাবীদের থেকে সরাসরি শ্রুতিসিদ্ধ প্রমাণিত হয়নি। তাদের মধ্যে রয়েছেন: ইবরাহিম ইবন সুওয়াইদ আন-নাখঈ আল-ফাকিহ (এবং তিনি ইবরাহিম ইবন ইয়াযীদ আন-নাখঈ আল-ফাকিহ নন), বুকাইর ইবন আবিস সামিত, এবং বুকাইর ইবন আবদুল্লাহ ইবনুল আশাজ্জ'।" এবং তিনি আরও অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন।
তিনি (হাকিম আবু আবদিল্লাহ) বলেছেন: "এবং এমন একটি স্তর রয়েছে যাদেরকে লোকেরা আতবাউত তাবেঈন (তাবেঈনদের অনুসারী) হিসেবে গণ্য করে, অথচ তারা সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন: আবুল যিনাদ আবদুল্লাহ ইবন যাকওয়ান, যিনি আবদুল্লাহ ইবন উমার এবং আনাস-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন; এবং হিশাম ইবন উরওয়াহ, যাকে আবদুল্লাহ ইবন উমার, জাবির ইবন আবদুল্লাহ এবং মুসা ইবন উকবার কাছে পেশ করা হয়েছিল; এবং যিনি আনাস ইবন মালিক ও উম্মে খালিদ বিনত খালিদ ইবন সাঈদ ইবনুল আস-কে পেয়েছিলেন।" আর তার কিছু কিছু কথার মধ্যে আপত্তি রয়েছে।

قُلْتُ: وَقَوْمٌ عُدُّوا مِنَ التَّابِعِينَ وَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمِنْ أَعْجَبِ ذَلِكَ عَدُّ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: النُّعْمَانَ وَسُوَيْدًا ابْنَيْ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ فِي التَّابِعِينَ، عِنْدَمَا ذَكَرَ الْأُخُوَةَ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُمَا صَحَابِيَّانِ مَعْرُوفَانِ مَذْكُورَانِ فِي الصَّحَابَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ الْأَكَابِرِ الرُّوَاةِ عَنِ الْأَصَاغِرِ

وَمِنَ الْفَائِدَةِ فِيهِ أَنْ لَا يُتَوَهَّمَ كَوْنُ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ أَكْبَرَ وَأَفْضَلَ مِنَ الرَّاوِي، نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْأَغْلَبَ كَوْنُ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ كَذَلِكَ، فَيُجْهَلُ بِذَلِكَ مَنْزِلَتُهُمَا.

وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ ".

ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى أَضْرُبٍ: مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي أَكْبَرَ سِنًّا، وَأَقْدَمَ طَبَقَةً مِنَ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ، كَالزُّهْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، فِي رِوَايَتِهِمَا عَنْ مَالِكٍ، وَكَأَبِي الْقَاسِمِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَزْهَرِيِّ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، أَحَدِ شُيُوخِ

আমি বলি: এমন কিছু লোক আছে যাদেরকে তাবেঈনদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অথচ তারা সাহাবী ছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হলো আল-হাকিম আবু আবদুল্লাহর গণনা: তিনি নু'মান ও সুওয়াইদ ইবন মুকাররিন আল-মুজানিকে তাবেঈনদের মধ্যে গণ্য করেছেন, যখন তিনি তাবেঈনদের মধ্যে ভাইদের উল্লেখ করছিলেন। অথচ তারা দুজনেই প্রসিদ্ধ সাহাবী এবং সাহাবীদের মধ্যে তাদের উল্লেখ আছে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

একচল্লিশতম প্রকার: প্রবীণ বর্ণনাকারীদের কর্তৃক নবীনদের থেকে বর্ণনা জ্ঞান

এর মধ্যে উপকারিতা হলো যাতে ভুল ধারণা না করা হয় যে, যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বর্ণনাকারী থেকে বয়সে বড় এবং অধিকতর উত্তম। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমনটিই হয়ে থাকে যে, যার থেকে বর্ণনা করা হয়, তিনি তেমনই হন। ফলে তাদের উভয়ের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে যায়।

আয়িশা (রাঃ) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমরা মানুষকে তাদের স্ব স্ব মর্যাদায় স্থাপন করি।"

অতঃপর এটি কয়েক প্রকারে ঘটে থাকে: এর মধ্যে একটি হলো: বর্ণনাকারী যার থেকে বর্ণনা করছেন, তার থেকে বয়সে বড় এবং প্রাচীন স্তরের হওয়া। যেমন যুহরি এবং ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী, তাদের মালিক থেকে বর্ণনায়। এবং পরবর্তীতে আগতদের মধ্যে আবু আল-কাসিম উবাইদুল্লাহ ইবন আহমদ আল-আযহারী, যিনি ছিলেন অন্যতম শায়খ

الْخَطِيبِ، رَوَى عَنِ الْخَطِيبِ فِي بَعْضِ تَصَانِيفِهِ، وَالْخَطِيبُ إِذْ ذَاكَ فِي عُنْفُوَانِ شَبَابِهِ وَطَلَبِهِ.

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي أَكْبَرَ قَدْرًا مِنَ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ، بِأَنْ يَكُونَ حَافِظًا عَالِمًا، وَالْمَرْوِيُّ عَنْهُ شَيْخًا رَاوِيًا فَحَسْبُ، كَمَالِكٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهَ فِي رِوَايَتِهِمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، فِي أَشْبَاهٍ لِذَلِكَ كَثِيرَةٍ.

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي أَكْبَرَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، وَذَلِكَ كَرِوَايَةِ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْحُفَّاظِ عَنْ أَصْحَابِهِمْ وَتَلَامِذَتِهِمْ، كَعَبْدِ الْغَنِيِّ الْحَافِظِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصُّورِيِّ، وَكَرِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ الْبَرْقَانِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْخَطِيبِ، وَكَرِوَايَةِ الْخَطِيبِ عَنْ أَبِي نَصْرِ بْنِ مَاكُولَا، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.

وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذَا النَّوْعِ مَا يُذْكَرُ مِنْ رِوَايَةِ الصَّحَابِيِّ عَنِ التَّابِعِيِّ كَرِوَايَةِ الْعَبَادِلَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ.

وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ التَّابِعِيِّ عَنْ تَابِعِ التَّابِعِيِّ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ وَالْأَنْصَارِيِّ عَنْ مَالِكٍ، وَكَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لَمْ يَكُنْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَرَوَى عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِينَ نَفْسًا مِنَ التَّابِعِينَ، جَمَعَهُمْ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ الْحَافِظُ فِي كُتَيِّبٍ لَهُ.

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الْحَافِظِ أَبِي مُحَمَّدٍ الطَّبَسِيِّ فِي تَخْرِيجٍ لَهُ

ا الْخَطِيبِ، رَوَى عَنِ الْخَطِيبِ فِي بَعْضِ تَصَانِيفِهِ، وَالْخَطِيبُ إِذْ ذَاكَ فِي عُنْفُوَانِ شَبَابِهِ وَطَلَبِهِ

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي أَكْبَرَ قَدْرًا مِنَ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ، بِأَنْ يَكُونَ حَافِظًا عَالِمًا، وَالْمَرْوِيُّ عَنْهُ شَيْخًا رَاوِيًا فَحَسْبُ، كَمَالِكٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ فِي رِوَايَتِهِمَا عَنْ

ا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، فِي أَشْبَاهٍ لِذَلِكَ كَثِيرَةٍ

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي أَكْبَرَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، وَذَلِكَ كَرِوَايَةِ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْحُفَّاظِ عَنْ أَصْحَابِهِمْ وَتَلَامِذَتِهِمْ، كَعَبْدِ الْغَنِيِّ الْحَافِظِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصُّورِيِّ، وَكَرِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ

ا الْبَرْقَانِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْخَطِيبِ، وَكَرِوَايَةِ الْخَطِيبِ عَنْ أَبِي نَصْرِ بْنِ مَاكُولَا، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ

وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذَا النَّوْعِ مَا يُذْكَرُ مِنْ رِوَايَةِ الصَّحَابِيِّ عَنِ التَّابِعِيِّ كَرِوَايَةِ الْعَبَادِلَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ

ا الصَّحَابَةِ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ

وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ التَّابِعِيِّ عَنْ تَابِعِ التَّابِعِيِّ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ وَالْأَنْصَارِيِّ عَنْ مَالِكٍ، وَكَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لَمْ يَكُنْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَرَوَى عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ

ا عِشْرِينَ نَفْسًا مِنَ التَّابِعِينَ، جَمَعَهُمْ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ الْحَافِظُ فِي كُتَيِّبٍ لَهُ

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الْحَافِظِ أَبِي مُحَمَّدٍ الطَّبَسِيِّ فِي تَخْرِيجٍ لَهُ

قَالَ: " عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ لَيْسَ بِتَابِعِيٍّ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ نَيِّفٌ وَسَبْعُونَ رَجُلًا مِنَ التَّابِعِينَ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ

مَعْرِفَةُ الْمُدَبَّجِ وَمَا عَدَاهُ مِنْ رِوَايَةِ الْأَقْرَانِ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ

وَهُمُ الْمُتَقَارِبُونَ فِي السِّنِّ وَالْإِسْنَادِ، وَرُبَّمَا اكْتَفَى الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِيهِ بِالتَّقَارُبِ فِي الْإِسْنَادِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدِ التَّقَارُبُ فِي السِّنِّ.

اعْلَمْ أَنَّ رِوَايَةَ الْقَرِينِ عَنِ الْقَرِينِ تَنْقَسِمُ:

فَمِنْهَا الْمُدَبَّجُ: وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ الْقَرِينَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ.

مِثَالُهُ فِي الصَّحَابَةِ: عَائِشَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، رَوَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ.

وَفِي التَّابِعِينَ: رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَرِوَايَةُ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وَفِي أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ: رِوَايَةُ مَالِكٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَرِوَايَةُ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَالِكٍ.
وَفِي أَتْبَاعِ الْأَتْبَاعِ: رِوَايَةُ

قَالَ: "আমর ইবন শু'আইব একজন তাবেঈ নন, অথচ সত্তরোর্ধ্ব তাবেঈ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।" আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

বিয়াল্লিশতম প্রকার

'মুদাব্বাজ'-এর পরিচয় এবং সমপর্যায়ের রাবীদের একে অপরের থেকে বর্ণনা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়

আর তারা হলেন যারা বয়স ও সনদের দিক থেকে কাছাকাছি। আর কখনো হাকিম আবু আব্দুল্লাহ এ ক্ষেত্রে সনদের নৈকট্যকেই যথেষ্ট মনে করতেন, যদিও বয়সে নৈকট্য বিদ্যমান না থাকত।

জেনে রাখুন যে, সমপর্যায়ের রাবী কর্তৃক অপর সমপর্যায়ের রাবী থেকে বর্ণনা কয়েক প্রকারের হয়:

এর মধ্যে একটি হলো 'আল-মুদাব্বাজ': আর তা হলো যখন দুজন সমপর্যায়ের রাবী একে অপরের থেকে বর্ণনা করেন।

সাহাবীগণের মধ্যে এর উদাহরণ: আয়েশা ও আবু হুরায়রা, তাঁরা প্রত্যেকেই একে অপরের থেকে বর্ণনা করেছেন।

তাবেঈগণের মধ্যে: যুহরী কর্তৃক উমার ইবন আব্দুল আযীয থেকে বর্ণনা, এবং উমার কর্তৃক যুহরী থেকে বর্ণনা।

আতবাউত-তাবেঈনের মধ্যে: মালিক কর্তৃক আওযাঈ থেকে বর্ণনা, এবং আওযাঈ কর্তৃক মালিক থেকে বর্ণনা।

আতবাউত-আতবাঈনের মধ্যে: বর্ণনা

أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَرِوَايَةُ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ.

وَذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي هَذَا رِوَايَةَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَرِوَايَةَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أَحْمَدَ، وَلَيْسَ هَذَا بِمَرْضِيٍّ.

وَمِنْهَا: غَيْرُ الْمُدَبَّجِ، وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ أَحَدُ الْقَرِينَيْنِ عَنِ الْآخَرِ، وَلَا يَرْوِيَ الْآخَرُ عَنْهُ فِيمَا نَعْلَمُ.

مِثَالُهُ: رِوَايَةُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ مِسْعَرٍ، وَهُمَا قَرِينَانِ، وَلَا نَعْلَمُ لِمِسْعَرٍ رِوَايَةً عَنِ التَّيْمِيِّ، وَلِذَلِكَ أَمْثَالٌ كَثِيرَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّوَاةِ

وَذَلِكَ إِحْدَى مَعَارِفِ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُفْرَدَةِ بِالتَّصْنِيفِ.

صَنَّفَ فِيهَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَوِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ وَغَيْرُهُمْ.

فَمِنْ أَمْثِلَةِ الْأَخَوَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ مَسْعُودٍ هُمَا أَخَوَانِ، زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَيَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ هُمَا أَخَوَانِ، عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَهِشَامُ بْنُ الْعَاصِ أَخَوَانِ.

আহমাদ ইবনে হাম্বাল কর্তৃক আলী ইবনুল মাদীনী থেকে বর্ণনা, এবং আলী কর্তৃক আহমাদ থেকে বর্ণনা।

আল-হাকিম এ বিষয়ে আহমাদ ইবনে হাম্বাল কর্তৃক আব্দুর রাযযাক থেকে বর্ণনা, এবং আব্দুর রাযযাক কর্তৃক আহমাদ থেকে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, তবে এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

এবং এর মধ্যে রয়েছে: গাইরুল মুদাব্বাজ (অ-পারস্পরিক), এটি হলো যখন দুই সমকক্ষের একজন অপরজন থেকে বর্ণনা করেন, কিন্তু আমাদের জানামতে অপরজন তাঁর থেকে বর্ণনা করেন না।

এর উদাহরণ: সুলাইমান আত-তাইমী কর্তৃক মিসআর থেকে বর্ণনা, আর তারা দুজনেই সমকক্ষ; কিন্তু আমরা মিসআরের তাইমী থেকে কোনো বর্ণনা জানি না। এর বহু উদাহরণ রয়েছে, আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তেতাল্লিশতম প্রকার: উলামা ও বর্ণনাকারীদের মধ্যে ভাই-বোনদের পরিচয়

আর এটি হাদীসশাস্ত্রবিদদের অনন্য জ্ঞানসমূহের একটি, যা গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে।

এ বিষয়ে আলী ইবনুল মাদীনী, আবু আব্দুর রহমান আন-নাসাবী, আবু আল-আব্বাস আস-সাররাজ এবং অন্যান্যরা গ্রন্থ রচনা করেছেন।
সাহাবীদের মধ্য থেকে দুই ভাইয়ের কিছু উদাহরণ হলো: আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং উতবা ইবনে মাসউদ - তাঁরা দুই ভাই; যায়েদ ইবনে সাবিত এবং ইয়াযীদ ইবনে সাবিত - তাঁরা দুই ভাই; আমর ইবনুল আস এবং হিশাম ইবনুল আস - তাঁরা দুই ভাই।

وَمِنَ التَّابِعِينَ: عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ أَبُو مَيْسَرَةَ وَأَخُوهُ أَرْقَمُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، كِلَاهُمَا مِنْ أَفَاضِلِ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ وَأَرْقَمُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، أَخَوَانِ آخَرَانِ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ ثَلَاثَةِ الْإِخْوَةِ: سَهْلٌ، وَعَبَّادٌ، وَعُثْمَانُ، بَنُو حُنَيْفٍ إِخْوَةٌ ثَلَاثَةٌ، عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، وَعُمَرُ، وَشُعَيْبٌ بَنُو شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِخْوَةٌ ثَلَاثَةٌ.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْأَرْبَعَةِ: سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانُ الزَّيَّاتُ، وَإِخْوَتُهُ عَبْدُ اللَّهِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ عَبَّادٌ، وَمُحَمَّدٌ، وَصَالِحٌ.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْخَمْسَةِ: مَا نَرْوِيهِ عَنِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحَافِظَ غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ: " آدَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَعِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثُوا عَنْ آخِرِهِمْ ".
وَمِثَالُ السِّتَّةِ: أَوْلَادُ سِيرِينَ، سِتَّةٌ تَابِعِيُّونَ، وَهُمْ: مُحَمَّدٌ، وَأَنَسٌ، وَيَحْيَى، وَمَعْبَدٌ، وَحَفْصَةُ، وَكَرِيمَةُ ذَكَرَهُمْ هَكَذَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَوِيُّ، وَنَقَلْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ بِخَطِّ الدَّارَقُطْنِيِّ فِيمَا أَحْسَبُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، وَهَكَذَا ذَكَرَهُمُ الْحَاكِمُ فِي " كِتَابِ

তাবিঈদের মধ্যে: আমরু ইবন শুরাহবিল আবু মাইসারাহ এবং তাঁর ভাই আরকাম ইবন শুরাহবিল, তাঁরা উভয়েই ইবন মাসউদের উত্তম সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হুযাইল ইবন

শুরাহবিল এবং আরকাম ইবন শুরাহবিল, তাঁরাও ইবন মাসঊদের অন্য দুই ভাই সাহাবী ছিলেন।
এবং তিন ভাইয়ের উদাহরণগুলির মধ্যে: সাহল, আব্বাদ, ও উসমান, বনু হুনাইফ তিন ভাই। আমরু ইবন শু'আইব, উমার, ও শু'আইব, শু'আইব ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আসের সন্তান, তাঁরা তিন ভাই।
এবং চারজনের উদাহরণগুলির মধ্যে: সুহাইল ইবন আবী সালিহ আস-সাম্মান আয-যাইয়্যাত, এবং তাঁর ভাইয়েরা আব্দুল্লাহ যাকে আব্বাদ বলা হয়, মুহাম্মদ, ও সালিহ।
এবং পাঁচজনের উদাহরণগুলির মধ্যে: যা আমরা আল-হাকিম আবু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করি, তিনি বলেন: আমি আবু আলী আল-হুসাইন ইবন আলী আল-হাফিযকে একাধিকবার বলতে শুনেছি: "আদম ইবন উয়াইনাহ, ইমরান ইবন উয়াইনাহ, মুহাম্মদ ইবন উয়াইনাহ, সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ, এবং ইব্রাহিম ইবন উয়াইনাহ, তাঁরা সকলে বর্ণনা করেছেন।"
এবং ছয়জনের উদাহরণ: সীরিনের সন্তানগণ, ছয়জন তাবিঈ, তাঁরা হলেন: মুহাম্মদ, আনাস, ইয়াহিয়া, মা'বাদ, হাফসা, ও কারীমাহ। আবু আব্দুর রহমান আন-নাসাবী তাঁদের এভাবেই উল্লেখ করেছেন, এবং আমি তা তাঁর কিতাব থেকে দারা কুতনীর হস্তাক্ষরে, যেমনটি আমি মনে করি, নকল করেছি। এবং এই বিষয়ে ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন থেকেও বর্ণিত হয়েছে, আর আল-হাকিমও তাঁদের এভাবেই "কিতাবে" উল্লেখ করেছেন (অসম্পূর্ণ)।

الْمَعْرِفَةِ "، لَكِنْ ذَكَرَ فِيمَا نَرْوِيهِ مِنْ تَارِيخِهِ بِإِسْنَادِنَا عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَلِيٍّ الْحَافِظَ يَذْكُرُ بَنِي سِيرِينَ خَمْسَةَ إِخْوَةٍ: مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَأَكْبَرُهُمْ مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ، وَيَحْيَى بْنُ سِيرِينَ، وَخَالِدُ بْنُ سِيرِينَ، وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، وَأَصْغَرُهُمْ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ.
قُلْتُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا ".
وَهَذِهِ غَرِيبَةٌ، عَايَا بِهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ: أَيُّ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ؟

وَمِثَالُ السَّبْعَةِ: النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ، وَإِخْوَتُهُ: مَعْقِلٌ، وَعَقِيلٌ، وَسُوَيْدٌ، وَسِنَانٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَسَابِعٌ لَمْ يُسَمَّ لَنَا، بَنُو مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيُّونَ سَبْعَةُ إِخْوَةٍ، هَاجَرُوا وَصَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُشَارِكْهُمْ - فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَجَمَاعَةٌ - فِي هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ غَيْرُهُمْ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُمْ شَهِدُوا الْخَنْدَقَ كُلُّهُمْ. (وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

وَقَدْ يَقَعُ فِي الْإِخْوَةِ مَا فِيهِ خِلَافٌ فِي مِقْدَارِ عَدَدِهِمْ، وَلَمْ نُطَوِّلْ بِمَا زَادَ عَلَى السَّبْعَةِ لِنُدْرَتِهِ، وَلِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي غَرَضِنَا هَاهُنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

"আল-মা'রিফাহ"-তে, কিন্তু তিনি যা আমাদের সনদসহ তাঁর ইতিহাস থেকে বর্ণনা করা হয়, তাতে উল্লেখ করেছেন যে তিনি আবু আলী আল-হাফিজকে বলতে শুনেছেন যে বনু সীরীন পাঁচ ভাই ছিলেন: মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মা'বাদ ইবনু সীরীন, ইয়াহইয়া ইবনু সীরীন, খালিদ ইবনু সীরীন, আনাস ইবনু সীরীন এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন হাফসা বিনত সীরীন।

আমি বলি: মুহাম্মাদ থেকে, তিনি ইয়াহইয়া থেকে, তিনি আনাস থেকে, তিনি আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি উপস্থিত, সত্যিই সত্যিই, উপাসনা ও দাসত্ব সহকারে।"

আর এটি একটি বিরল (বর্ণনা), কেউ কেউ এর দ্বারা ধাঁধা তৈরি করে বলেছেন: "কোন তিন ভাই একে অপরের থেকে বর্ণনা করেছেন?"

আর সাত ভাইয়ের উদাহরণ হলো: নু'মান ইবনু মুকাররিন এবং তাঁর ভাইয়েরা: মা'কিল, উকাইল, সুওয়াইদ, সিনান, আব্দুর রহমান, এবং একজন সপ্তম ব্যক্তি যার নাম আমাদের কাছে উল্লেখ করা হয়নি – এই বনু মুকাররিন আল-মুযানী গোত্রের সাত ভাই হিজরত করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। ইবনু আব্দুল বার্র ও একটি দল যা উল্লেখ করেছেন সে অনুযায়ী, এই মহান সম্মানে তাদের ছাড়া আর কেউ শরীক হননি। এবং বলা হয়েছে যে, তারা সকলেই খন্দকের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। (আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত)।

আর ভাইদের ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। আমরা সাতের অধিকের ক্ষেত্রে আলোচনা দীর্ঘায়িত করিনি, কারণ তা বিরল এবং এখানে আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য এর প্রয়োজন নেই। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ رِوَايَةِ الْآبَاءِ عَنِ الْأَبْنَاءِ

وَلِلْخَطِيبِ الْحَافِظِ فِي ذَلِكَ كِتَابٌ رُوِّينَا فِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنِ ابْنِهِ الْفَضْلِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ ".

وَرُوِّينَا فِيهِ: عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ - وَهُمَا ثِقَتَانِ - أَحَادِيثَ: مِنْهَا: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ بَكْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَخِرُّوا الْأَحْمَالَ فَإِنَّ الْيَدَ مُعَلَّقَةٌ، وَالرِّجْلَ مُوَثَّقَةٌ ".

قَالَ الْخَطِيبُ: " لَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا نَعْلَمُهُ - إِلَّا مِنْ جِهَةِ بَكْرٍ وَأَبِيهِ ".

وَرُوِّينَا فِيهِ: عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَّتَ عَنِّي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " وَيْحٌ " كَلِمَةُ رَحْمَةٍ، وَهَذَا طَرِيفٌ يَجْمَعُ أَنْوَاعًا.

وَرُوِّينَا فِيهِ: عَنْ أَبِي عُمَرَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ

চৌচল্লিশতম প্রকার: পিতা কর্তৃক পুত্রদের থেকে বর্ণনা পরিচিতি

এ বিষয়ে হাফিয আল-খতীবের একটি কিতাব রয়েছে, যাতে আমরা বর্ণনা করেছি আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব থেকে, তাঁর পুত্র ফযল (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সূত্রে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "মুযদালিফায় দুই সালাত একত্র করেছিলেন।"

এবং আমরা তাতে ওয়াইল ইবনে দাউদ থেকে তাঁর পুত্র বাকর ইবনে ওয়াইল-এর সূত্রে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছি — তাঁরা উভয়েই নির্ভরযোগ্য —।

তার মধ্যে একটি: ইবনে উয়াইনাহ থেকে, তিনি ওয়াইল ইবনে দাউদ থেকে, তিনি তাঁর পুত্র বাকর থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বোঝাসমূহকে (যাত্রী বিশেষ করে নারীদেরকে) ধীরে ধীরে (বা যত্ন সহকারে) নাও, কারণ (তাদের) হাত ঝুলন্ত থাকে এবং পা বাঁধা থাকে।"

আল-খতীব (রহ.) বলেছেন: "আমাদের জানা মতে, এই হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বাকর ও তাঁর পিতা ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে বর্ণিত হয়নি।"
এবং আমরা তাতে মু'তামির ইবনে সুলায়মান তাইমী থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন: আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: 'তুমি (মু'তামির) আমার থেকে, আমার সূত্রে আইয়ুবের মাধ্যমে হাসান থেকে বর্ণনা করেছ' যে, তিনি (হাসান) বলেছেন: "ওয়াইহ" (وَيْحٌ) একটি রহমতের শব্দ। আর এটি একটি কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা যা বিভিন্ন প্রকারকে একত্র করে।
এবং আমরা তাতে আবূ উমার হাফস ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেছি।

(ص: 314)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الدُّورِيّ الْمُقْرِي، عَنِ ابْنِهِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ سِتَّةَ عَشَرَ حَدِيثًا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَكْثَرُ مَا رُوِّينَاهُ لِأَبٍ عَنِ ابْنِهِ.
وَآخِرُ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ وَأَقْرَبُهُ عَهْدًا مَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو الْمُظَفَّرِ عَبْدُ الرَّحِيمِ ابْنُ الْحَافِظِ أَبِي سَعْدٍ الْمَرْوَزِيّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - بِهَا مِنْ لَفْظِهِ قَالَ: أَنْبَأَنِي وَالِدِي عَنِّي - فِيمَا قَرَأْتُ بِخَطِّهِ - قَالَ: حَدَّثَنِي وَلَدِي أَبُو الْمُظَفَّرِ عَبْدُ الرَّحِيمِ مِنْ لَفْظِهِ وَأَصْلِهِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَحْضِرُوا مَوَائِدَكُمُ الْبَقْلَ، فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ مَعَ التَّسْمِيَةِ ".
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ "، فَهُوَ غَلَطٌ مِمَّنْ رَوَاهُ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.
وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: " لَا نَعْرِفُ أَرْبَعَةً أَدْرَكُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ إِلَّا هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ " فَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، وَأَبَاهُ، وَابْنَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَابْنَهُ مُحَمَّدًا أَبَا عَتِيقٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الدُّورِيّ الْمُقْرِي، عَنِ ابْنِهِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ سِتَّةَ عَشَرَ حَدِيثًا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَكْثَرُ مَا رُوِّينَاهُ لِأَبٍ عَنِ ابْنِهِ.

وَآخِرُ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ وَأَقْرَبُهُ عَهْدًا مَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو الْمُظَفَّرِ عَبْدُ الرَّحِيمِ ابْنُ الْحَافِظِ أَبِي سَعْدٍ الْمَرْوَزِيّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - بِهَا مِنْ لَفْظِهِ قَالَ: أَنْبَأَنِي وَالِدِي عَنِّي - فِيمَا قَرَأْتُ بِخَطِّهِ - قَالَ: حَدَّثَنِي وَلَدِي أَبُو الْمُظَفَّرِ عَبْدُ الرَّحِيمِ مِنْ لَفْظِهِ وَأَصْلِهِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَحْضِرُوا مَوَائِدَكُمُ الْبَقْلَ، فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ مَعَ التَّسْمِيَةِ".

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ "، فَهُوَ غَلَطٌ مِمَّنْ رَوَاهُ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.

وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: " لَا نَعْرِفُ أَرْبَعَةً أَدْرَكُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ إِلَّا هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ " فَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، وَأَبَاهُ، وَابْنَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَابْنَهُ مُحَمَّدًا أَبَا عَتِيقٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ رِوَايَةِ الْأَبْنَاءِ عَنِ الْآبَاءِ

وَلِأَبِي نَصْرٍ الْوَايِلِيِّ الْحَافِظِ فِي ذَلِكَ كِتَابٌ.

وَأَهَمُّهُ مَا لَمْ يُسَمَّ فِيهِ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: رِوَايَةُ الِابْنِ عَنِ الْأَبِ عَنِ الْجِدِّ نَحْوُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَلَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نُسْخَةٌ كَبِيرَةٌ، أَكْثَرُهَا فِقْهِيَّاتٌ جِيَادٌ، وَشُعَيْبٌ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَقَدِ احْتَجَّ أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِحَدِيثِهِ، حَمْلًا لِمُطْلَقِ الْجَدِّ فِيهِ عَلَى الصَّحَابِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو دُونَ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ وَالِدِ شُعَيْبٍ، لِمَا ظَهَرَ لَهُمْ مِنْ إِطْلَاقِهِ ذَلِكَ.

وَنَحْوُ: بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رُوِيَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نُسْخَةٌ كَبِيرَةٌ حَسَنَةٌ، وَجَدُّهُ هُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ.

وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَجَدُّهُ عَمْرُو بْنُ كَعْبٍ

পঁয়তাল্লিশতম প্রকার: পিতাদের থেকে পুত্রদের বর্ণনার জ্ঞান

আর আবূ নসর আল-ওয়াইলী আল-হাফিযের এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রয়েছে।

আর এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো যেখানে পিতা বা দাদার নাম উল্লেখ করা হয়নি। আর এটি দুই প্রকার:

এক প্রকার: পুত্রের কর্তৃক পিতা থেকে দাদা থেকে বর্ণনা, যেমন: আমর ইবনু শুআইব, তার পিতা থেকে, তার দাদা থেকে। আর এই সনদসূত্রে তার একটি বিশাল সংস্করণ রয়েছে, যার অধিকাংশ চমৎকার ফিকহি বিষয়। আর শুআইব হলেন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আসের পুত্র। আর অধিকাংশ হাদীস বিশারদ তার হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এক্ষেত্রে 'দাদা' শব্দটির সাধারণ প্রয়োগকে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আমর-এর উপর আরোপ করে, তার পুত্র মুহাম্মাদ, শুআইবের পিতা, এর উপর নয়, কারণ তাদের নিকট এর ব্যাপক ব্যবহার সুস্পষ্ট।

এবং যেমন: বাহয ইবনু হাকীম, তার পিতা থেকে, তার দাদা থেকে। এই সনদসূত্রে একটি বিশাল উত্তম সংস্করণ বর্ণিত হয়েছে। আর তার দাদা হলেন মুআবিয়া ইবনু হাইদাহ আল-কুশাইরী।

এবং তালহা ইবনু মুসাররিফ, তার পিতা থেকে, তার দাদা থেকে। আর তার দাদা হলেন আমর ইবনু কাব

(ص: 316)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الْيَامِيُّ، وَيُقَالُ: كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو.

وَمِنْ أَطْرَفِ ذَلِكَ رِوَايَةُ أَبِي الْفَرَجِ عَبْدِ الْوَهَّابِ التَّمِيمِيِّ الْفَقِيهِ الْحَنْبَلِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ بِبَغْدَادَ فِي جَامِعِ الْمَنْصُورِ حَلَقَةٌ لِلْوَعْظِ وَالْفَتْوَى، عَنْ أَبِيهِ، فِي تِسْعَةٍ مِنْ آبَائِهِ نَسَقًا، أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ مُؤَيَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِهَا، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَيْنَا، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَسَدِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أُكَيْنَةَ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ مِنْ لَفْظِهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: ... سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ، فَقَالَ: الْحَنَّانُ الَّذِي يُقْبِلُ عَلَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، وَالْمَنَّانُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالنَّوَالِ قَبْلَ السُّؤَالِ ... .

آخِرُهُمْ أُكَيْنَةُ - بِالنُّونِ - وَهُوَ السَّامِعُ عَلِيًّا رضي الله عنه.

حَدَّثَنِي أَبُو الْمُظَفَّرِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ الْحَافِظِ أَبِي سَعْدٍ السِّمْعَانِيّ بِمُرْوِ الشَّاهْجَانْ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْفَامِيّ قَالَ: سَمِعْتُ السَّيِّدَ أَبَا الْقَاسِمِ مَنْصُورَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيَّ يَقُولُ: " الْإِسْنَادُ

আল-ইয়ামী, এবং বলা হয়: কা'ব ইবন 'আমর।

এর মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার হল ফকীহ হাম্বলী আবুল ফারাজ আব্দুল ওয়াহহাব আত-তামিমীর বর্ণনা। বাগদাদে মনসুর জামে মসজিদে তাঁর ওয়াজ ও ফতোয়ার মজলিস ছিল। তিনি তাঁর পিতার সূত্রে, পর্যায়ক্রমে তাঁর ঊর্ধ্বতন নয়জন পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। শাইখ আবুল হাসান মুয়ায়্যাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী আন-নিসাবুরী আমাকে তা শুনিয়েছেন, আমি তাঁর কাছে তা পাঠ করেছিলাম। তিনি বলেন: আবু মানসুর আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী তাঁর লিখিত পত্রে আমাদেরকে জানিয়েছেন, তিনি বলেন: হাফেজ আবু বকর আহমদ ইবন আলী আমাদেরকে জানিয়েছেন, আব্দুল ওয়াহহাব ইবন আব্দুল আযীয ইবন আল-হারিস ইবন আসাদ ইবন আল-লায়স ইবন সুলায়মান ইবন আল-আসওয়াদ ইবন সুফিয়ান ইবন ইয়াযিদ ইবন উকায়না ইবন আব্দুল্লাহ আত-তামিমী তাঁর নিজস্ব শব্দে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি: ... আমি আলী ইবন আবি তালিবকে বলতে শুনেছি যখন তাঁকে 'আল-হান্নান আল-মান্নান' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন: 'আল-হান্নান' তিনি, যিনি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া

ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং 'আল-মান্নান' তিনি, যিনি প্রশ্ন করার পূর্বেই দান শুরু করেন ... ।
তাদের মধ্যে সর্বশেষ হলেন উকায়না - নুন সহ - এবং তিনিই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে (সরাসরি) শুনেছিলেন।
আমাকে বর্ণনা করেছেন আবুল মুজাফফর আব্দুর রাহিম ইবন আল-হাফিজ আবি সা'দ আস-সাম'আনী, মার্ভ শাহজানে, আবু আন-নাসর আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল জাব্বার আল-ফামী সূত্রে, তিনি বলেন: আমি সাইয়্যিদ আবুল কাসিম মানসুর ইবন মুহাম্মাদ আল-'আলাউইকে বলতে শুনেছি: "ইসনাদ

بَعْضُهُ عَوَالٍ وَبَعْضُهُ مَعَالٍ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: " حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي " مِنَ الْمَعَالِي ".
الثَّانِي: رِوَايَةُ الِابْنِ عَنْ أَبِيهِ دُونَ الْجَدِّ وَذَلِكَ بَابٌ وَاسِعٌ، وَهُوَ نَحْوُ رِوَايَةِ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثُهُ مَعْرُوفٌ.
وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَالْأَشْهُرُ أَنَّ أَبَا الْعُشَرَاءِ هُوَ أُسَامَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قِهْطِمٍ، وَهُوَ فِيمَا نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ الْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِ بِكَسْرِ الْقَافِ، وَقِيلَ: قِحْطِمٌ بِالْحَاءِ، وَقِيلَ: هُوَ عُطَارِدُ بْنُ بَرْزٍ بِتَسْكِينِ الرَّاءِ، وَقِيلَ: بِتَحْرِيكِهَا أَيْضًا، وَقِيلَ: بْنُ بَلْزٍ بِاللَّامِ، وَفِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ مِنَ الْخِلَافِ غَيْرُ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: مُعْرِفَةُ مَنِ اشْتَرَكَ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ رَاوِيَانِ:
مُتَقَدِّمٌ وَمُتَأَخِّرٌ، تَبَايَنَ وَقْتُ وَفَاتَيْهِمَا تَبَايُنًا شَدِيدًا، فَحَصَلَ بَيْنَهُمَا أَمَدٌ بَعِيدٌ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا غَيْرَ مَعْدُودٍ مِنْ مُعَاصِرِي الْأَوَّلِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ
وَمِنْ فَوَائِدِ ذَلِكَ تَقْرِيرُ حَلَاوَةِ عُلُوِّ الْإِسْنَادِ فِي الْقُلُوبِ.
وَقَدْ

". بَعْضُهُ عَوَالٍ وَبَعْضُهُ مَعَالٍ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: " حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي " مِنَ الْمَعَالِي

এর কিছু 'আওয়াল (উচ্চ সনদযুক্ত) এবং কিছু 'মা'আলী (অধিক উচ্চ সনদযুক্ত)। আর কোনো ব্যক্তির এই উক্তি যে, "আমার পিতা আমার দাদার সূত্রে আমাকে বর্ণনা করেছেন," তা 'মা'আলী (উচ্চতর সনদ)-এর অন্তর্ভুক্ত।

الثَّانِي: رِوَايَةُ الِابْنِ عَنْ أَبِيهِ دُونَ الْجَدِّ وَذَلِكَ بَابٌ وَاسِعٌ، وَهُوَ نَحْوُ رِوَايَةِ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثُهُ مَعْرُوفٌ.

দ্বিতীয়ত: পুত্র কর্তৃক তার পিতা থেকে দাদার সূত্র বাদ দিয়ে বর্ণনা করা; এটি একটি ব্যাপক বিষয়। এটি আবু আল-'উশারা আদ-দারিমী কর্তৃক তার পিতা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। আর তার হাদীসটি সুপরিচিত।

وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَالْأَشْهُرُ أَنَّ أَبَا الْعُشَرَاءِ هُوَ أُسَامَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قِهْطِمٍ، وَهُوَ فِيمَا نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ الْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِ بِكَسْرِ الْقَافِ، وَقِيلَ: قِحْطِمٌ بِالْحَاءِ، وَقِيلَ: هُوَ عُطَارِدُ بْنُ بَرْزٍ بِتَسْكِينِ الرَّاءِ، وَقِيلَ: بِتَحْرِيكِهَا أَيْضًا، وَقِيلَ: بْنُ بَلْزٍ بِاللَّامِ، وَفِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ مِنَ الْخِلَافِ غَيْرُ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

এ বিষয়ে তারা (মুহাদ্দিসগণ) মতানৈক্য করেছেন। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত হলো এই যে, আবু আল-'উশারা হলেন উসামা ইবনে মালিক ইবনে কিহ্ত্বিম (قِهْطِم)। আর আল-বায়হাকী ও অন্যান্যদের হস্তলিপি থেকে আমি যা নকল করেছি, তাতে কাফ অক্ষরের নিচে কাসরা (যের) রয়েছে। আবার বলা হয়েছে: 'কিহ্ত্বিম' হা অক্ষর সহকারে (অর্থাৎ قحطم)। আবার বলা হয়েছে: তিনি হলেন 'উতারিদ ইবনে বারয (بَرْز), রা অক্ষরে সুকুন (যযম) সহকারে। আবার বলা হয়েছে: (রা অক্ষর) হরকত সহকারে। আবার বলা হয়েছে: ইবনে বালয (بَلْز), লাম অক্ষর সহকারে। তার নাম ও তার পিতার নাম নিয়ে এছাড়াও অন্যান্য মতানৈক্য রয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: مُعْرِفَةُ مَنِ اشْتَرَكَ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ رَاوِيَانِ مُتَقَدِّمٌ وَمُتَأَخِّرٌ، تَبَايَنَ وَقْتُ وَفَاتَيْهِمَا تَبَايُنًا شَدِيدًا، فَحَصَلَ بَيْنَهُمَا أَمَدٌ بَعِيدٌ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا غَيْرُ مَعْدُودٍ مِنْ مُعَاصِرِي الْأَوَّلِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ

ছেচল্লিশতম প্রকার: এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, যার সূত্রে দুজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন: একজন অগ্রবর্তী এবং একজন পরবর্তী। তাদের উভয়ের মৃত্যুর সময়ের মধ্যে তীব্র পার্থক্য ছিল, ফলে তাদের দুজনের মধ্যে একটি দীর্ঘ ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল। এমনকি যদি পরবর্তী বর্ণনাকারী প্রথমজনের সমসাময়িকদের বা তার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না হন।

وَمِنْ فَوَائِدِ ذَلِكَ تَقْرِيرُ حَلَاوَةِ عُلُوِّ الْإِسْنَادِ فِي الْقُلُوبِ.

আর এর অন্যতম উপকারিতা হলো মানুষের হৃদয়ে উচ্চ সনদের মাধুর্য প্রতিষ্ঠা করা।

وَقَدْ

أَفْرَدَهُ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ فِي كِتَابٍ حَسَنٍ سَمَّاهُ " كِتَابَ السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ ".
وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيَّ السَّرَّاجَ النَّيْسَابُورِيَّ رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ الْإِمَامُ فِي تَارِيخِهِ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَفَّافُ النَّيْسَابُورِيُّ، وَبَيْنَ وَفَاتَيْهِمَا مِائَةٌ وَسَبْعٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَمَاتَ الْخَفَّافُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَقِيلَ: مَاتَ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ.
وَكَذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الْإِمَامُ حَدَّثَ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ وَزَكَرِيَّا بْنُ دُوَيْدٍ الْكِنْدِيُّ، وَبَيْنَ وَفَاتَيْهِمَا مِائَةٌ وَسَبْعٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرُ، [[إذ مات مالك بن أنس سنة تسع وتسعين ومائة.]] وَمَاتَ الزُّهْرِيُّ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَلَقَدْ حَظِيَ مَالِكٌ بِكَثِيرٍ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

আল-খতীব আল-হাফিজ একটি সুন্দর গ্রন্থে এ বিষয়টিকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছেন, যার নামকরণ তিনি করেছেন "কিতাবুস সাবিক ওয়াল-লাহিক"।
এবং এর উদাহরণসমূহের মধ্যে রয়েছে: মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস-সাকাফী আস-সাররাজ আন-নয়সাপুরী থেকে ইমাম বুখারী তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে আবু হুসাইন আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-খাফফাফ আন-নয়সাপুরীও বর্ণনা করেছেন। তাঁদের উভয়ের মৃত্যুর সময়ের ব্যবধান একশত সাঁইত্রিশ বছর বা তারও বেশি। এর কারণ হলো, বুখারী ২৫৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন, আর আল-খাফফাফ ৩৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এ-ও বলা হয়েছে যে, তিনি ৩৯৪ বা ৩৯৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।
অনুরূপভাবে, ইমাম মালিক ইবনু আনাস থেকে জুহরী এবং যাকারিয়া ইবনু দুওয়াইদ আল-কিন্দি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের উভয়ের মৃত্যুর সময়ের ব্যবধান একশত সাঁইত্রিশ বছর বা তারও বেশি। [[কেননা মালিক ইবনু আনাস একশত নিরানব্বই হিজরীতে ইন্তেকাল

করেন।]] আর জুহরী একশত চব্বিশ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। প্রকৃতপক্ষে, মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) এই ধরণের অনেক দৃষ্টান্ত লাভ করেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ رضي الله عنهم

وَلِمُسْلِمٍ فِيهِ كِتَابٌ لَمْ أَرَهُ، وَمِثَالُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهْبُ بْنُ خَنْبَشٍ - وَهُوَ فِي كِتَابَيِ الْحَاكِمِ وَأَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ فِي مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَرِمُ بْنُ خَنْبَشٍ، وَهُوَ رِوَايَةُ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَذَلِكَ خَطَأٌ - صَحَابِيٌّ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الشَّعْبِيِّ.

وَكَذَلِكَ عَامِرُ بْنُ شَهْرٍ، وَعُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَفْوَانَ الْأَنْصَارِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَيْفِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ - وَلَيْسَا بِوَاحِدٍ وَإِنْ قَالَهُ بَعْضُهُمْ - صَحَابِيُّونَ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ غَيْرُ الشَّعْبِيِّ.

وَانْفَرَدَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ بِالرِّوَايَةِ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُزَنِيِّ، وَالصُّنَابِحِ بْنِ الْأَعْسَرِ، وَمِرْدَاسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيِّ، وَكُلُّهُمْ صَحَابَةٌ.

وَقُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكِلَابِيُّ مِنْهُمْ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ.

وَفِي الصَّحَابَةِ جَمَاعَةٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ غَيْرُ أَبْنَائِهِمْ مِنْهُمْ: شَكَلُ بْنُ حُمَيْدٍ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ شُتَيْرٍ.

وَمِنْهُمْ: الْمُسَيَّبُ بْنُ حَزْنٍ الْقُرَشِيُّ

সাঁইত্রিশতম প্রকার: সাহাবী, তাবে'ঈ এবং তাদের পরবর্তীগণের মধ্যে যাদের থেকে শুধুমাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাদের পরিচিতি (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)

এ বিষয়ে ইমাম মুসলিমের একটি কিতাব আছে যা আমি দেখিনি। সাহাবীদের মধ্যে এর উদাহরণ হলেন ওয়াহব ইবনে খানবাশ। – আল-হাকিম ও আবু নু'আইম আল-আসফাহানীর

‘মা‘রিফাতু উলূমিল হাদীস’ গ্রন্থে হারিম ইবনে খানবাশ উল্লেখিত হয়েছে, এবং এটি আশ-শা'বী থেকে দাউদ আল-আউদি-এর বর্ণনা, যা ভুল – তিনি একজন সাহাবী, যার থেকে শা‘বী ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

অনুরূপভাবে আমির ইবনে শাহর, উরওয়াহ ইবনে মুদাররিস, মুহাম্মাদ ইবনে সাফওয়ান আল-আনসারী এবং মুহাম্মাদ ইবনে সাইফী আল-আনসারী – (এরা দুজন এক ব্যক্তি নন, যদিও কেউ কেউ এমনটি বলেছেন) – তাঁরা (সবাই) সাহাবী, যাদের থেকে শা‘বী ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

কায়স ইবনে আবি হাযিম এককভাবে তার পিতা, দুকাইন ইবনে সাঈদ আল-মুযানী, আস-সুনাবিহ ইবনে আল-আ'সার এবং মিরদাস ইবনে মালিক আল-আসলামী থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁরা সকলেই সাহাবী।

ক্বুদামাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কিলাবীও তাদের অন্তর্ভুক্ত, যার থেকে আইমান ইবনে নাবিল ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

সাহাবীদের মধ্যে এমন একটি দলও আছে যাদের থেকে তাদের পুত্রগণ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। তাদের মধ্যে রয়েছেন: শাকাল ইবনে হুমাইদ, যার থেকে তাঁর পুত্র শুতাইর ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

এবং তাদের মধ্যে রয়েছেন: আল-মুসাইয়্যাব ইবনে হাঝন আল-ক্বুরাশী

(ص: 320)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.

وَمُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ حَكِيمٍ وَالِدِ بَهْزٍ.

وَقُرَّةُ بْنُ إِيَاسٍ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ مُعَاوِيَةَ.

وَأَبُو لَيْلَى الْأَنْصَارِيُّ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى.

ثُمَّ إِنَّ الْحَاكِمَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَكَمَ فِي " الْمَدْخَلِ إِلَى كِتَابِ الْإِكْلِيلِ " بِأَنَّ أَحَدًا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لَمْ يُخَرِّجْ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا.

وَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَنُقِضَ عَلَيْهِ بِإِخْرَاجِ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ حَدِيثَ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ: " يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ " وَلَا رَاوِيَ لَهُ غَيْرُ قَيْسٍ.

وَبِإِخْرَاجِهِ - بَلْ بِإِخْرَاجِهِمَا - حَدِيثَ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ فِي وَفَاةِ أَبِي طَالِبٍ، مَعَ أَنَّهُ لَا رَاوِيَ لَهُ غَيْرُ ابْنِهِ.

وَبِإِخْرَاجِهِ حَدِيثَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ: " إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ " وَلَمْ يَرْوِ عَنْ عَمْرٍو غَيْرُ الْحَسَنِ.

وَكَذَلِكَ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ، وَلَمْ

তাঁর থেকে কেবল তাঁর পুত্র সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাবই বর্ণনা করেছেন।

আর মু'আবিয়া ইবনু হাইদাহ থেকে তাঁর পুত্র হাকীম, যিনি বাহ্য-এর পিতা, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

এবং কুররাহ ইবনু ইয়াস থেকে তাঁর পুত্র মু'আবিয়া ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

এবং আবূ লায়লা আল-আনসারী থেকে তাঁর পুত্র আব্দুর রহমান ইবনু আবী লায়লা ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

অতঃপর আল-হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ "আল-মাদখাল ইলা কিতাবিল ইকলীল"-এ এই মর্মে রায় দিয়েছেন যে, এই শ্রেণীর কারো থেকে বুখারী ও মুসলিম তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে হাদিস সংকলন করেননি।

তবে তাঁর এই মত অস্বীকার করা হয়েছে এবং বুখারী কর্তৃক তাঁর সহীহ-এ কায়স ইবনু আবী হাযিম থেকে মিরদাস আল-আসলামী বর্ণিত এই হাদিস সংকলন দ্বারা তা খণ্ডন করা হয়েছে: "প্রথম প্রথম নেককারগণ চলে যাবেন।" এর বর্ণনাকারী কায়স ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

এবং তাঁর – বরং তাঁদের উভয়ের – মুসায়্যাব ইবনু হাযন বর্ণিত আবূ তালিবের মৃত্যু সংক্রান্ত হাদিস সংকলন দ্বারাও (খণ্ডন করা হয়েছে), যদিও তাঁর পুত্র ব্যতীত এর অন্য কোনো বর্ণনাকারী নেই।

এবং তাঁর কর্তৃক হাসান বসরী থেকে আমর ইবনু তাগলিব বর্ণিত এই হাদিস সংকলন দ্বারাও (খণ্ডন করা হয়েছে): "আমি অবশ্যই কোনো কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করি, আর যাকে আমি

ছেড়ে দেই, সে আমার কাছে অধিক প্রিয়।" আমর থেকে হাসান ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।
একইভাবে, মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে রাফি‘ ইবনু আমর আল-গিফারী-এর হাদিস সংকলন করেছেন, অথচ

يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، وَحَدِيثَ أَبِي رِفَاعَةَ الْعَدَوِيِّ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ.
وَحَدِيثَ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ: " إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي " وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ أَبِي بُرْدَةَ، فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ عِنْدَهُمَا فِي كِتَابَيْهِمَا عَلَى هَذَا النَّحْوِ.
وَذَلِكَ دَالٌّ عَلَى مَصِيرِهِمَا إِلَى أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مَجْهُولًا مَرْدُودًا بِرِوَايَةِ وَاحِدٍ عَنْهُ.
وَقَدْ قَدَّمْتُ هَذَا فِي النَّوْعِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ، ثُمَّ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْأَنْدَلُسِيِّ وِجَادَةً قَالَ: " كُلُّ مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ فَهُوَ عِنْدُهُمْ مَجْهُولٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا مَشْهُورًا فِي غَيْرِ حَمْلِ الْعِلْمِ، كَاشْتِهَارِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ بِالزُّهْدِ، وَعَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرِبَ بِالنَّجْدَةِ ".
وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ فِي بَعْضِ مَنْ ذَكَرْنَا تَفَرُّدَ رَاوٍ وَاحِدٍ عَنْهُ

তার থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে সামিত ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি। এবং আবু রিফায়া আল-আদাওয়ির হাদিস, যা হুমাইদ ইবনে হিলাল আল-আদাওয়ি ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি। এবং আল-আগার আল-মুজানির হাদিস: "নিশ্চয়ই আমার হৃদয়ে এক আবরণ আসে।" আর তার থেকে আবু বুরদা ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। তাদের উভয়ের কিতাবে এই ধরনের বহু বিষয় বিদ্যমান।

এবং এটি তাদের উভয়ের এই মতের উপর প্রমাণ যে, বর্ণনাকারী তার থেকে একজন বর্ণনা করলেই অজ্ঞাত ও প্রত্যাখ্যাত হওয়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।
আমি এর পূর্বে তেইশতম প্রকারে এটি উল্লেখ করেছি। এরপর আবু উমার ইবনে আব্দুল বার্র আল-আন্দালুসি থেকে একটি উয়াজাদা আমার কাছে পৌঁছেছে, তিনি বলেছেন: "যার থেকে একজন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেনি, তিনি তাদের নিকট অজ্ঞাত, তবে যদি তিনি ইলম (জ্ঞান) বহন করা ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ হন, যেমন মালিক ইবনে দিনার যুহদ (বৈরাগ্য) এর জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং আমর ইবনে মা'দী কারিব বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।"
এবং জেনে রাখো যে, আমরা যাদের উল্লেখ করেছি তাদের কারো কারো ক্ষেত্রে পাওয়া যায় যে, তার থেকে একজন বর্ণনাকারীই কেবল বর্ণনা করেছেন।

خِلَافٌ فِي تَفَرُّدِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا حُمَيْدُ بْنُ كِلَابٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِثَالُ هَذَا النَّوْعِ فِي التَّابِعِينَ: أَبُو الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيُّ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ - فِيمَا يُعْلَمُ - غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ.

وَمَثَّلَ الْحَاكِمُ لِهَذَا النَّوْعِ فِي التَّابِعِينَ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ فِيمَا يَعْلَمُ، قَالَ: وَكَذَلِكَ تَفَرَّدَ الزُّهْرِيُّ عَنْ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنَ التَّابِعِينَ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ تَفَرَّدَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ، وَكَذَلِكَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَغَيْرُهُمْ.

وَسَمَّى الْحَاكِمُ مِنْهُمْ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فِيمَنْ تَفَرَّدَ عَنْهُمْ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَعْبَدٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ فَرُّوخَ، وَفِيمَنْ تَفَرَّدَ عَنْهُمِ الزُّهْرِيُّ: عَمْرَو بْنَ

أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، وَسِنَانَ بْنَ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيَّ، وَفِيمَنْ تَفَرَّدَ عَنْهُمْ يَحْيَى: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّ.

وَمَثَّلَ فِي أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ بِالْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ مَالِكٍ، وَكَذَلِكَ تَفَرَّدَ مَالِكٌ عَنْ زُهَاءَ عَشَرَةٍ مِنْ شُيُوخِ الْمَدِينَةِ.

قُلْتُ: وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ فِي تَنْزِيلِهِ بَعْضَ مَنْ ذَكَرَهُ بِالْمَنْزِلَةِ

তার একক বর্ণনায় মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের মধ্যে কুদামাহ ইবনে আবদুল্লাহও রয়েছেন। ইবনে আবদুল বার্র উল্লেখ করেছেন যে, হুমাইদ ইবনে কিলাবও তার থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

তাবেয়ীদের মধ্যে এই প্রকারের উদাহরণ হলো: আবুল উশারাহ আদ-দারিমী। যা জানা যায়, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ ছাড়া অন্য কেউ তার থেকে বর্ণনা করেননি।

হাকিম তাবেয়ীদের মধ্যে এই প্রকারের উদাহরণ হিসেবে মুহাম্মাদ ইবনে আবি সুফিয়ান আস-সাকাফিকে পেশ করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, যা জানা যায়, যুহরি ছাড়া অন্য কেউ তার থেকে বর্ণনা করেননি। তিনি বলেন: অনুরূপভাবে, যুহরি তাবেয়ীদের মধ্যে বিশের অধিক ব্যক্তির থেকে একাই বর্ণনা করেছেন, তার ছাড়া অন্য কেউ তাদের থেকে বর্ণনা করেননি। অনুরূপভাবে আমর ইবনে দিনারও তাবেয়ীদের একটি দলের থেকে একাই বর্ণনা করেছেন, এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারি, আবু ইসহাক আস-সাবীয়ী, হিশাম ইবনে উরওয়াহ ও অন্যান্যরাও।

হাকিম তাদের মধ্যে থেকে কিছু স্থানে তাদের নাম উল্লেখ করেছেন যাদের থেকে এককভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: আমর ইবনে দিনার (যাদের থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা হলেন): আবদুর রহমান ইবনে মা'বাদ এবং আবদুর রহমান ইবনে ফারুখ। এবং যাদের থেকে যুহরি এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তারা হলেন: আমর ইবনে আবান ইবনে উসমান এবং সিনান ইবনে আবি সিনান আদ-দু'আলি। এবং যাদের থেকে ইয়াহইয়া এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন: আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস আল-আনসারি।

তিনি আতবা'উত তাবেয়ীনদের মধ্যে আল-মিসওয়ার ইবনে রিফা'আহ আল-কুরাযীর উদাহরণ দিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, মালিক ছাড়া অন্য কেউ তার থেকে বর্ণনা করেননি। অনুরূপভাবে, মালিক মদীনার প্রায় দশজন শায়খের থেকে একাই বর্ণনা করেছেন।

আমি বলি: আমার আশঙ্কা হয় যে, হাকিম তার উল্লিখিত কিছু ব্যক্তিকে (একাকী বর্ণনার) এই স্তরে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে

(ص: 323)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الَّتِي جَعَلَهُ فِيهَا - مُعْتَمِدًا عَلَى الْحُسْبَانِ وَالتَّوَهُّمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ

مَعْرِفَةُ مَنْ ذُكِرَ بِأَسْمَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ أَوْ نُعُوتٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَظَنَّ مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ بِهَا أَنَّ تِلْكَ الْأَسْمَاءَ أَوِ النُّعُوتَ لِجَمَاعَةٍ مُتَفَرِّقِينَ

هَذَا فَنٌّ عَوِيصٌ، وَالْحَاجَةُ إِلَيْهِ حَاقَّةٌ، وَفِيهِ إِظْهَارُ تَدْلِيسِ الْمُدَلِّسِينَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ ذَلِكَ إِنَّمَا نَشَأَ مِنْ تَدْلِيسِهِمْ.

وَقَدْ صَنَّفَ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ الْحَافِظُ الْمِصْرِيُّ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ.

مِثَالُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ، هُوَ أَبُو النَّضْرِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ حَدِيثَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ، وَهُوَ حَمَّادُ بْنُ السَّائِبِ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو أُسَامَةَ

যা তাকে তাতে স্থাপন করেছে - অনুমান ও ধারণার উপর নির্ভর করে। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

আটচল্লিশতম প্রকার

বিভিন্ন নাম বা বহু বিশেষণে উল্লেখিত ব্যক্তির পরিচয়, যা দেখে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ধারণা করে যে, ঐ নামগুলো বা বিশেষণগুলো ভিন্ন ভিন্ন লোকদের জন্য।

এটি একটি জটিল বিদ্যা, এবং এর প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরি। এতে মুদাল্লিসীনদের (বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের) তাদলিস (বিভ্রান্তিকর কৌশল) প্রকাশিত হয়, কারণ এর অধিকাংশই তাদের তাদলিস থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

আব্দুল গনী ইবনে সাঈদ আল-হাফিজ আল-মিসরী এবং অন্যান্যরা এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এর উদাহরণ: তাফসীরের গ্রন্থকার মুহাম্মদ ইবনে আস-সাইব আল-কালবী। তিনিই আবু আন-নাদর, যাঁর থেকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার তামিম আদ-দারী ও আদী ইবনে বাদ্দা-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। এবং তিনিই হাম্মাদ ইবনে আস-সাইব, যাঁর থেকে আবু উসামা বর্ণনা করেছেন।

حَدِيثَ: " ذَكَاةُ كُلِّ مَسْكٍ دِبَاغُهُ "، وَهُوَ أَبُو سَعِيدٍ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ التَّفْسِيرَ يُدَلِّسُ بِهِ مُوهِمًا أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ.

وَمِثَالُهُ أَيْضًا: سَالِمٌ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم هُوَ سَالِمٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، وَهُوَ سَالِمٌ مَوْلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، وَهُوَ سَالِمٌ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ النَّصْرِيِّ، وَهُوَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مُسَمًّى بِسَالِمٍ مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ، وَفِي بَعْضِهَا بِسَالِمٍ مَوْلَى الْمَهْرِي، وَهُوَ فِي بَعْضِهَا سَالِمٌ سَبَلَانُ، وَفِي بَعْضِهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، وَفِي بَعْضِهَا سَالِمٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيُّ، وَفِي بَعْضِهَا سَالِمٌ مَوْلَى دَوْسٍ، ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ.

قُلْتُ: وَالْخَطِيبُ الْحَافِظُ يَرْوِي فِي كُتُبِهِ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيِّ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ الْفَارِسِيِّ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ، وَالْجَمِيعُ شَخْصٌ وَاحِدٌ مِنْ مَشَايِخِهِ.

وَكَذَلِكَ يَرْوِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَلَّالِ، وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْخَلَّالِ، وَالْجَمِيعُ عِبَارَةٌ عَنْ وَاحِدٍ.

وَيَرْوِي أَيْضًا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ التَّنُوخِيِّ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُحَسِّنِ،

হাদিস: "প্রত্যেক চামড়ার দাবাগ করাই তার পবিত্রতা"। এবং তিনিই সেই আবু সাঈদ যার থেকে আতিয়্যা আল-আওফী তাফসীর বর্ণনা করেন। আতিয়্যা এর মাধ্যমে তাদলিস (সূত্র গোপন) করেন, এই ভ্রম সৃষ্টি করে যে, তিনি (আবু সাঈদ) হচ্ছেন আবু সাঈদ আল-খুদরী।

এর আরেকটি উদাহরণ হলো: আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ আল-খুদরী এবং আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহুম (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনাকারী সালিম; তিনি হলেন সালিম আবু আবদুল্লাহ আল-মাদিনী। এবং তিনিই সালিম, মালিক ইবনে আওস ইবনে আল-হাদাসান আল-নাসরীর মাওলা; এবং তিনিই সালিম, শাদ্দাদ ইবনে আল-হাদ আল-নাসরীর মাওলা। কিছু বর্ণনায় তিনি সালিম মাওলা আল-নাসরিয়্যিন নামে পরিচিত, কিছুতে সালিম মাওলা আল-মাহরি, কিছুতে সালিম সাবালান, কিছুতে আবু আবদুল্লাহ মাওলা শাদ্দাদ ইবনে আল-হাদ, কিছুতে সালিম আবু আবদুল্লাহ আল-দাওসী, এবং কিছুতে সালিম মাওলা দাওস। এই সব উল্লেখ করেছেন আব্দুল গণী ইবনে সাঈদ।

আমি বলি: এবং খতীব আল-হাফিজ তার গ্রন্থাবলীতে বর্ণনা করেন, আবু আল-কাসিম আল-আজহারী থেকে, এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে আবি আল-ফাতহ আল-ফারিসী থেকে, এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান আল-সায়রাফী থেকে; আর এঁরা সবাই তার (খতীবের) শিক্ষকদের মধ্যে একজনই ব্যক্তি।

এবং অনুরূপভাবে তিনি আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আল-খল্লাল থেকে বর্ণনা করেন, এবং আল-হাসান ইবনে আবি তালিব থেকে, এবং আবু মুহাম্মাদ আল-খল্লাল থেকে; আর এঁরা সবাই একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে।

এবং তিনি আবু আল-কাসিম আল-তানুখী থেকেও বর্ণনা করেন, এবং আলী ইবনে আল-মুহাসসিন থেকে।

وَعَنِ الْقَاضِي أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيّ بْنِ الْمُحَسِّنِ التَّنُوخِيّ، وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي عَلِيّ الْمُعَدَّلِ، وَالْجَمِيعُ شَخْصٌ وَاحِدٌ، وَلَهُ مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ

مَعْرِفَةُ الْمُفْرَدَاتِ الْأَلْقَابِ مِنْ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ وَرُوَاةِ الْحَدِيثِ وَالْعُلَمَاءِ وَأَلْقَابِهِمْ وَكُنَاهُمْ

هَذَا نَوْعٌ مَلِيحٌ عَزِيزٌ، يُوجَدُ فِي كُتُبِ الْحُفَّاظِ الْمُصَنَّفَةِ فِي الرِّجَالِ مَجْمُوعًا، مُفَرَّقًا فِي أَوَاخِرِ أَبْوَابِهَا وَأُفْرِدَ أَيْضًا بِالتَّصْنِيفِ، وَكِتَابُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْبَرْدِيجِيِّ الْبَرْذَعِيِّ،

الْمُتَرْجَمُ " بِالْأَسْمَاءِ الْمُفْرَدَةِ " مِنْ أَشْهَرِ كِتَابٍ فِي ذَلِكَ، وَلَحِقَهُ فِي كَثِيرٍ مِنْهُ اعْتِرَاضٌ وَاسْتِدْرَاكٌ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ، مِنْهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ.

فَمِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي كَوْنِهِ ذَكَرَ أَسْمَاءً كَثِيرَةً عَلَى أَنَّهَا آحَادٌ، وَهِيَ مَثَانٍ وَمَثَالِثُ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ - وَعَلَى مَا فَهِمْنَاهُ مِنْ شَرْطِهِ - لَا يَلْزَمُهُ مَا يُوجَدُ مِنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ وَرُوَاةِ الْحَدِيثِ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَفْرَادٌ ذَكَرَهَا اعْتُرِضَ عَلَيْهِ فِيهَا بِأَنَّهَا أَلْقَابٌ لَا أَسَامِي،

এবং কাজী আবুল কাসিম আলী ইবনুল মুহসিন আত-তানূখী থেকে, এবং আলী ইবন আবি আলী আল-মুআদ্দাল থেকে (বর্ণিত), আর এই সকলেই এক ব্যক্তি। এবং তার থেকে এ বিষয়ে অনেক কিছু (বর্ণনা) রয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

ঊনপঞ্চাশতম প্রকার

সাহাবীগণ, হাদীস বর্ণনাকারীগণ ও আলেমগণের নাম, উপাধি ও কুনিয়ার মধ্যে একক (অর্থাৎ সমনামবিহীন) শব্দাবলী সম্পর্কে জ্ঞান

এটি একটি সুন্দর ও বিরল প্রকার, যা হাফিযগণের رجال (বর্ণনাকারী) বিষয়ক রচিত গ্রন্থাবলীতে সংকলিত আকারে, তাদের অধ্যায়গুলোর শেষাংশে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়। এটিকে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারেও প্রণয়ন করা হয়েছে। আহমদ ইবন হারুন আল-বার্দীজি আল-বারযাঈ-এর "আল-আসমাউল মুফরাদা" নামক গ্রন্থটি এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। তবে অনেক হাফিয কর্তৃক এর অনেক স্থানে আপত্তি ও সংশোধন করা হয়েছে, তাদের মধ্যে আবু আবদুল্লাহ ইবন বুকাইর অন্যতম।

তন্মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেছে যে, তিনি অনেক নামকে একক (আহাদ) হিসেবে উল্লেখ করেছেন, অথচ সেগুলো দ্বৈত (মাথানি), ত্রয়ী (মাসালিস) বা তার চেয়েও বেশি (সমনামধারী)। আর তার শর্ত থেকে আমরা যা বুঝেছি, সে অনুযায়ী সাহাবী, আলেম ও হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে যা পাওয়া যায়, সে বিষয়ে তার (লেখকের) কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

এবং তন্মধ্যে এমন কিছু একক ব্যক্তি রয়েছেন যাদেরকে তিনি উল্লেখ করেছেন, তবে এ বিষয়ে তার ওপর আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, সেগুলো আসলে উপাধি, নাম নয়,

مِنْهَا الْأَجْلَحُ الْكِنْدِيُّ، إِنَّمَا هُوَ لَقَبُ لِجَلْحَةٍ كَانَتْ بِهِ، وَاسْمُهُ يَحْيَى، وَيَحْيَى كَثِيرٌ.
وَمِنْهَا صُغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ، اسْمُهُ عُمَرُ، وَصُغْدِيٌّ لَقَبٌ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَهُمْ صُغْدِيٌّ غَيْرُهُ.
وَلَيْسَ يُرَدُّ هَذَا عَلَى مَا تَرْجَمْتُ بِهِ هَذَا النَّوْعَ، وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا فَنٌّ يَصْعُبُ الْحُكْمُ فِيهِ، وَالْحَاكِمُ فِيهِ عَلَى خَطَرٍ مِنَ الْخَطَأِ وَالِانْتِقَاضِ، فَإِنَّهُ حَصْرٌ فِي بَابٍ وَاسِعٍ شَدِيدِ الِانْتِشَارِ.
فَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ الْمُسْتَفَادَةِ: أَحْمَدُ بْنُ عُجْيَانَ الْهَمْدَانِيُّ - بِالْجِيمِ - صَحَابِيٌّ، ذَكَرَهُ أَبُو يُونُسَ، وَعُجَيَّانَ كُنَّا نَعْرِفُهُ بِالتَّشْدِيدِ، عَلَى وَزْنِ عُلَيَّانٍ. ثُمَّ وَجَدْتُهُ بِخَطِّ ابْنِ الْفُرَاتِ - وَهُوَ حُجَّةٌ - عُجْيَانَ بِالتَّخْفِيفِ عَلَى وَزْنِ سُفْيَانَ.
أَوْسَطُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ تَابِعِيٌّ.
تَدُومُ بْنُ صُبْحٍ الْكَلَاعِيُّ عَنْ تُبَيْعِ بْنِ عَامِرٍ الْكَلَاعِيِّ، وَيُقَالُ فِيهِ: يَدُومُ بِالْيَاءِ، وَصَوَابُهُ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ.
جُبَيْبُ بْنُ الْحَارِثِ صَحَابِيٌّ، بِالْجِيمِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُكَرَّرَةِ.
جِيلَانُ بْنُ فَرْوَةَ بِالْجِيمِ الْمَكْسُورَةِ، أَبُو الْجَلْدِ الْأَخْبَارِيُّ، تَابِعِيٌّ.
الدُّجَيْنُ بْنُ ثَابِتٍ، بِالْجِيمِ مُصَغَّرًا.
أَبُو الْغُصْنِ، قِيلَ إِنَّهُ جُحَا الْمَعْرُوفُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ غَيْرُهُ.
زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ، التَّابِعِيُّ الْكَبِيرُ.
سُعَيْرُ بْنُ

তাদের মধ্যে আল-আজলাহ আল-কিন্দি; এটি কেবল তার মাথায় থাকা টাকের কারণে প্রাপ্ত উপাধি, তার নাম ইয়াহইয়া, এবং ইয়াহইয়া নামটি বেশ প্রচলিত।
এবং তাদের মধ্যে সুগদি ইবনে সিনান; তার নাম উমার, আর সুগদি একটি উপাধি। তা সত্ত্বেও, তাদের অন্য একজন সুগদিও আছেন।
আমি এই প্রকারের যা অনুবাদ করেছি, তার উপর এটি প্রত্যারোপ করা হয় না। বস্তুত, এটি এমন একটি শাস্ত্র যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন, এবং এতে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী ব্যক্তি ভুল ও

সমালোচনার ঝুঁকিতে থাকেন। কারণ এটি একটি ব্যাপক ও অত্যন্ত বিস্তৃত অধ্যায়ে সীমাবদ্ধকরণ।

এর থেকে প্রাপ্ত উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে: আহমাদ ইবনে উজায়ান আল-হামদানি—জীম (ج) অক্ষর দিয়ে—একজন সাহাবী; তাকে আবু ইউনুস উল্লেখ করেছেন। উজায়ানকে আমরা তাশদীদ (شد) সহ চিনতাম, 'উল্লিয়ান' (علّيان) ওজনের মতো। অতঃপর আমি ইবনুল ফুরাতের হস্তাক্ষরে—যিনি একজন প্রমাণ—তাকে 'উজায়ান' তাখফিফ (হালকা উচ্চারণ) সহ পেয়েছি, 'সুফিয়ান' (سفيان) ওজনের মতো।

আওসাত ইবনে আমর আল-বাজালি একজন তাবি'ঈ।

তাদুম ইবনে সুবহ আল-কালাই, তুবাই' ইবনে আমির আল-কালাই থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং তার ক্ষেত্রে বলা হয়: ইয়া (ي) অক্ষর দিয়ে 'ইয়াদুম' (يدوم)। তবে সঠিক হলো উপরের দুই নুকতাযুক্ত তা (ت) অক্ষর দিয়ে।

জুবাইব ইবনে আল-হারিস একজন সাহাবী; জীম (ج) এবং একক বা' (ب) অক্ষরটির পুনরাবৃত্তি সহ।

জিলান ইবনে ফারওয়া, কাসরা (ِ) যুক্ত জীম (جِ) অক্ষর দিয়ে; আবুল জালদ আল-আখবারি, একজন তাবি'ঈ।

আদ-দুজাইন ইবনে ছাবিত; জীম (ج) অক্ষর সহ এবং মুসাঘঘার (ক্ষুদ্রার্থক রূপ) হিসেবে।

আবুল গুসন; বলা হয় যে তিনি প্রসিদ্ধ জুহা, তবে অধিকতর সঠিক হলো যে তিনি অন্যজন।

যিরর ইবনে হুবাইশ, মহান তাবি'ঈ।

সুআইর ইবনে

الْخِمْسِ، انْفَرَدَ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ.

سَنْدَرٌ الْخَصِيُّ، مَوْلَى زِنْبَاعٍ الْجُذَامِيِّ، لَهُ صُحْبَةٌ.

شَكَلُ بْنُ حُمَيْدٍ الصَّحَابِيُّ، بِفَتْحَتَيْنِ.

شَمْعُونُ بْنُ زَيْدٍ، أَبُو رَيْحَانَةَ، بِالشِّينِ الْمَنْقُوطَةِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ - وَيُقَالُ: بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ -، قَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ يُونُسَ: - وَهُوَ عِنْدِي أَصَحُّ - أَحَدُ الصَّحَابَةِ الْفُضَلَاءِ.

صُدَيُّ بْنُ عَجْلَانَ، أَبُو أُمَامَةَ الصَّحَابِيُّ.

صُنَابِحُ بْنُ الْأَعْسَرِ، الصَّحَابِيُّ، وَمَنْ قَالَ فِيهِ: صُنَابِحِيٌّ فَقَدْ أَخْطَأَ.

ضُرَيْبُ بْنُ نُقَيْرِ بْنِ سُمَيْرٍ، بِالتَّصْغِيرِ فِيهَا كُلِّهَا، أَبُو السَّلِيلِ الْقَيْسِيُّ الْبَصْرِيُّ، رَوَى عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَنُقَيْرٌ أَبُوهُ بِالنُّونِ وَالْقَافِ، وَقِيلَ: بِالْفَاءِ وَقِيلَ بِالْفَاءِ وَاللَّامِ نُفَيْلٌ.

عَزْوَانُ بْنُ زَيْدٍ الرَّقَاشِيُّ - بِعَيْنٍ غَيْرِ مُعْجَمَةٍ - عَبْدٌ صَالِحٌ تَابِعِيٌّ.

قَرْثَعٌ الضَّبِّيُّ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ، كَلَدَةُ بْنُ حَنْبَلٍ بِفَتْحِ اللَّامِ صَحَابِيٌّ.

لُبَيُّ بْنُ لَبَا الْأَسَدِيُّ الصَّحَابِيُّ بِاللَّامِ فِيهِمَا، وَالْأَوَّلُ مُشَدَّدٌ مُصَغَّرٌ عَلَى وَزْنِ أُبَيٍّ، وَالثَّانِي مُخَفَّفٌ مُكَبَّرٌ عَلَى وَزْنِ عَصَا، فَاعْلَمْهُ فَإِنَّهُ يُغْلَطُ فِيهِ.

مُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، رَأَى أَنَسًا.

খিমসের, তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নামে তিনি অনন্য ছিলেন।

সান্দার আল-খাসি, যিনবা' আল-জুধামীর মাওলা, তিনি সাহাবী ছিলেন।

শাকাল ইবনে হুমাইদ আস-সাহাবী, উভয় ফাতহা সহকারে।

শামউন ইবনে যায়েদ, আবু রাইহানা, সাকিনযুক্ত শীন ও বিহীন আইন দ্বারা (উচ্চারিত)। – এবং বলা হয়: সাকিনযুক্ত গাইন দ্বারা (উচ্চারিত) –। আবু সাঈদ ইবনে ইউনুস বলেছেন: – এবং এটি আমার কাছে অধিকতর সঠিক – তিনি শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের একজন।

সুদাই ইবনে আজলান, আবু উমামাহ আস-সাহাবী।

সুন্নাবিহ ইবনে আল-আ'সার, সাহাবী। এবং যে তাঁকে 'সুন্নাবিহি' বলেছে, সে ভুল করেছে।

দুরাইব ইবনে নুকাইর ইবনে সুমাইর, এই সবক'টি নাম তাসগীর (লঘু রূপ) দ্বারা (উচ্চারিত)।

আবুল সালীদ আল-কাইসি আল-বাসরি। তিনি মু'আযাহ আল-আদাবিয়া এবং অন্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং তাঁর পিতা নুকাইর, নুন ও কাফ দ্বারা (উচ্চারিত)। এবং বলা হয়: ফা দ্বারা (উচ্চারিত), এবং বলা হয়: ফা ও লাম দ্বারা (উচ্চারিত), নুফাইলের মতো।

আযওয়ান ইবনে যায়েদ আর-রাকাশী – বিহীন আইন দ্বারা (উচ্চারিত) – একজন নেক বান্দা, তাবি'ঈ।

কারথা' আদ্ব-দাব্বি, তিন বিন্দু বিশিষ্ট সা দ্বারা (উচ্চারিত)। কালদাহ ইবনে হাম্বাল, লামে ফাতহা সহকারে, সাহাবী।

লুবাই ইবনে লাবা আল-আসাদী আস-সাহাবী, উভয় (নামে) লাম দ্বারা (উচ্চারিত)। এবং প্রথমটি তাশদীদযুক্ত ও তাসগীর (লঘু রূপ), উবাই এর ওজনে। আর দ্বিতীয়টি তাখফীফযুক্ত (তাশদীদ বিহীন) ও মুকাব্বার (মূল রূপ), আসা এর ওজনে। এটি জেনে রাখো, কারণ এতে ভুল করা হয়।

মুস্তামির ইবনে আর-রাইয়ান, তিনি আনাসকে দেখেছেন।

نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ صَحَابِيٌّ.

نَوْفٌ الْبِكَالِيُّ تَابِعِيٌّ، مِنْ بِكَالٍ، بَطْنٍ مِنْ حِمْيَرٍ - بِكَسْرِ الْبَاءِ وَتَخْفِيفِ الْكَافِ -. وَغَلَبَ عَلَى أَلْسِنَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِيهِ فَتْحُ الْبَاءِ وَتَشْدِيدُ الْكَافِ.

وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ الصَّحَابِيُّ.

هُبَيْبُ بْنُ مُغْفِلٍ، مُصَغَّرٌ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُكَرَّرَةِ صَحَابِيٌّ، وَمُغْفِلٌ بِالْغَيْنِ الْمَنْقُوطَةِ السَّاكِنَةِ.

هَمَذَانَ، بَرِيدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ضَبَطَهُ ابْنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُهُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَضَبَطَهُ بَعْضُ مَنْ أَلَّفَ عَلَى كِتَابِ الْبَرْدِيجِيِّ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ.

وَأَمَّا الْكُنَى الْمُفْرَدَةِ، فَمِنْهَا: أَبُو الْعُبَيْدَيْنِ، مُصَغَّرٌ مُثَنًّى، وَاسْمُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَبْرَةَ، مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، لَهُ حَدِيثَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ.

أَبُو الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيُّ، وَقَدْ سَبَقَ.

أَبُو الْمُدِلَّةِ، بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ، وَلَمْ يُوقَفْ عَلَى اسْمِهِ. رَوَى عَنْهُ الْأَعْمَشُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَمَاعَةٌ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَبَا نُعَيْمٍ الْحَافِظَ فِي قَوْلِهِ إِنَّ اسْمَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيُّ.

أَبُو مُرَايَةَ الْعِجْلِيُّ، عَرِفْنَاهُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتُ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، تَابِعِيٌّ، رَوَى عَنْهُ قَتَادَةُ.

أَبُو مُعَيْدٍ، مُصَغَّرٌ مُخَفَّفُ الْيَاءِ: حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ الْهَمْدَانِيُّ، رَوَى عَنْ مَكْحُولٍ وَغَيْرِهِ.

নুবাইশা আল-খাইর একজন সাহাবী।

নাওফ আল-বিকালিয়্যু একজন তাবিঈ, বিকাল গোত্রের সদস্য, যা হিমইয়ারের একটি শাখা গোত্র – 'বা'-এর নিচে যের এবং 'কাফ'-এর তাখফিফ সহকারে (উচ্চারিত)। তবে আহলুল হাদিসদের মুখে এটিতে 'বা'-এর উপরে ফাতহা এবং 'কাফ'-এর তাশদিদ সহকারে উচ্চারণ অধিক প্রচলিত।

ওয়াবিসাহ ইবনে মা'বাদ, একজন সাহাবী।

হুবাইব ইবনে মুগাফফাল, এটি এক-নুকতাযুক্ত 'বা'-এর পুনরাবৃত্তি সহকারে ক্ষুদ্রার্থক রূপের একটি নাম। তিনি একজন সাহাবী। আর 'মুগাফফাল' নুকতাযুক্ত সাকিন 'গাইন' দ্বারা (উচ্চারিত হয়)।

হামাযান, উমর ইবনুল খাত্তাবের ডাকঘর (বা ডাকপথ)। ইবনে বুকাইর ও অন্যান্যরা এটিকে নুকতাযুক্ত 'যাল' (ذ) দ্বারা লিপিবদ্ধ করেছেন, আর বুরদাইজি'র কিতাব নিয়ে যারা গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাদের কেউ কেউ এটিকে নুকতাহীন 'দাল' (د) এবং 'মীম'-এর সাকিন সহকারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

আর একবচন কুনিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে: আবু আল-উবাইদাইন, এটি ক্ষুদ্রার্থক ও দ্বিবচন রূপ। তার নাম মু'আবিয়াহ ইবনে সাবরাহ, যিনি ইবনে মাসঊদের সাহাবীগণের একজন। তার দুই বা তিনটি হাদিস রয়েছে।

আবু আল-উশারাহ আল-দারিমী, এবং তাকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবু আল-মুদিল্লাহ, নুকতাহীন 'দাল'-এর নিচে যের এবং 'লাম'-এর তাশদিদ সহকারে। তার নাম জানা যায়নি। তার থেকে আ'মাশ, ইবনে উয়াইনা এবং একদল ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আর আমরা এমন কাউকে জানি না যে হাফিজ আবু নু'আইমকে তার এই উক্তিতে সমর্থন করেছেন যে তার নাম উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাদানী।

আবু মুরায়াহ আল-ইজলী, আমরা এটিকে 'মীম'-এর উপরে পেশ এবং 'আলিফ'-এর পরে নিচে দু'নুকতাযুক্ত 'ইয়া' দ্বারা জেনেছি। তার নাম আবদুল্লাহ ইবনে আমর, একজন তাবিঈ। তার থেকে কাতাদাহ বর্ণনা করেছেন।

আবু মু'আইদ, ক্ষুদ্রার্থক এবং 'ইয়া'-এর তাখফিফ সহকারে: হাফস ইবনে গাইলাহান আল-হামদানী। তিনি মাকহুল ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন।

وَأُمَّا الْأَفْرَادُ مِنَ الْأَلْقَابِ: فَمِثَالُهَا: سَفِينَةُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّحَابَةِ لَقَبٌ فَرْدٌ، وَاسْمُهُ مِهْرَانُ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ.

مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ، رَوَى عَنِ الْخَطِيبِ وَغَيْرِهِ، وَيَقُولُونَهُ كَثِيرًا بِفَتْحِهَا، وَهُوَ لَقَبٌ وَاسْمُهُ عَمْرٌو.

سَحْنُونُ بْنُ سَعِيدٍ التَّنُوخِيُّ الْقَيْرَوَانِيُّ، صَاحِبُ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ، لَقَبٌ فَرْدٌ، وَاسْمُهُ عَبْدُ السَّلَامِ.

وَمِنْ ذَلِكَ مُطَيَّنٌ الْحَضْرَمِيُّ، وَمُشْكَدَانَةُ الْجُعْفِيُّ، فِي جَمَاعَةٍ آخَرِينَ، سَنَذْكُرُهُمْ فِي نَوْعِ الْأَلْقَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الْمُوفِي خَمْسِينَ: مَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى

كُتُبُ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: كِتَابُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَكِتَابُ مُسْلِمٍ، وَكِتَابُ النَّسَائِيِّ، وَكِتَابُ الْحَاكِمِ الْكَبِيرِ أَبِي أَحْمَدَ الْحَافِظِ. وَلِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فِي أَنْوَاعٍ مِنْهُ كُتُبٌ لَطِيفَةٌ رَائِقَةٌ.

وَالْمُرَادُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ: بَيَانُ أَسْمَاءِ ذَوِي الْكُنَى.

উপাধিগুলোর মধ্যে একক উপাধিগুলো হলো: যেমন সাহাবী সাফি'না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম, একটি একক উপাধি। তার আসল নাম মিহরান, যদিও এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

মিনদাল ইবন আলী, যার (নামের) মীম (م) অক্ষরে কাসরা (জের) রয়েছে, তিনি আল-খাতিব ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে অনেকেই তা ফাথা (যবর) সহ উচ্চারণ করেন।

এটি একটি উপাধি এবং তার আসল নাম আমর।

সাহনুন ইবন সাঈদ আত-তানুখী আল-কাইরাওয়ানী, মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘আল-মুদাওয়ানা’র রচয়িতা, এটি একটি একক উপাধি এবং তার আসল নাম আবদুল সালাম।
এ ধরনের উপাধির মধ্যে রয়েছেন মুতায়্যান আল-হাদরামি, এবং মুশকাদানাহ আল-জু‘ফী, আরও অনেকের সাথে। আমরা তাদের কথা ‘আল-আলকাব’ (উপাধি) অধ্যায়ে উল্লেখ করব, আল্লাহ তা‘আলা চাইলে; আর তিনিই অধিক জ্ঞাত।
পঞ্চাশতম অধ্যায়: নাম ও কুনিয়া (উপনাম) সম্পর্কিত জ্ঞান
নাম ও কুনিয়া (উপনাম) সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি অনেক; সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: আলী ইবন আল-মাদীনীর কিতাব, মুসলিমের কিতাব, নাসায়ীর কিতাব, এবং আল-হাকিম আল-কাবীর আবূ আহমাদ আল-হাফিযের কিতাব। আর ইবন আবদুল বারেরও এ বিষয়ে সুন্দর ও চমৎকার গ্রন্থাবলি রয়েছে।
এই শিরোনামের উদ্দেশ্য হলো: যাদের কুনিয়া (উপনাম) রয়েছে, তাদের আসল নাম উল্লেখ করা।

(ص: 330)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَالْمُصَنِّفُ فِي ذَلِكَ يُبَوِّبُ كِتَابَهُ عَلَى الْكُنَى مُبَيِّنًا أَسْمَاءِ أَصْحَابِهَا.
وَهَذَا فَنٌّ مَطْلُوبٌ، لَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يُعْنَوْنَ بِهِ وَيَتَحَفَّظُونَهُ وَيَتَطَارَحُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَيَتَنَقَّصُونَ مَنْ جَهِلَهُ. وَقَدِ ابْتَكَرْتُ فِيهِ تَقْسِيمًا حَسَنًا، فَأَقُولُ: أَصْحَابُ الْكُنَى فِيهَا عَلَى ضُرُوبٍ:
أَحَدُهَا: الَّذِينَ سُمُّوا بِالْكُنَى، فَأَسْمَاؤُهُمْ كُنَاهُمْ، لَا أَسْمَاءَ لَهُمْ غَيْرُهَا وَيَنْقَسِمُ هَؤُلَاءِ إِلَى قِسْمَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: مَنْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى سِوَى الْكُنْيَةِ الَّتِي هِيَ اسْمُهُ، فَصَارَ كَأَنَّ لِلْكُنْيَةِ كُنْيَةً، وَذَلِكَ طَرِيفٌ عَجِيبٌ، وَهَذَا كَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، أَحَدِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: " رَاهِبُ قُرَيْشٍ " اسْمُهُ أَبُو

بَكْرٍ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيُّ، يُقَالُ إِنَّ اسْمَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ.

وَلَا نَظِيرَ لِهَذَيْنِ فِي ذَلِكَ، قَالَهُ الْخَطِيبُ، وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ لَا كُنْيَةَ لِابْنِ حَزْمٍ غَيْرُ الْكُنْيَةِ الَّتِي هِيَ اسْمُهُ.

الثَّانِي مِنْ هَؤُلَاءِ: مَنْ لَا كُنْيَةَ لَهُ غَيْرُ الْكُنْيَةِ الَّتِي هِيَ اسْمُهُ، مِثَالُهُ: أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ، الرَّاوِي عَنْ شَرِيكٍ وَغَيْرِهِ، رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ

এবং এই বিষয়ে লেখক তাঁর কিতাবকে কুনিয়া (উপনাম) অনুসারে বিন্যস্ত করেন, তাদের মূল নাম উল্লেখ করে।

এটি একটি কাঙ্ক্ষিত (প্রয়োজনীয়) শাস্ত্র; হাদিসের জ্ঞানীরা সর্বদা এর প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন, এটিকে মুখস্থ রাখতেন, নিজেদের মধ্যে এটি আলোচনা করতেন এবং যারা এটি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিল, তাদের খাটো করে দেখতেন। আর আমি এতে একটি উত্তম বিন্যাস উদ্ভাবন করেছি। সুতরাং আমি বলছি: এতে কুনিয়াধারীরা কয়েক প্রকারের:

প্রথম প্রকার: যারা কুনিয়া দ্বারাই নামাঙ্কিত হয়েছেন, সুতরাং তাদের নামই তাদের কুনিয়া; এর বাইরে তাদের আর কোনো নাম নেই। আর এরা দুই ভাগে বিভক্ত:

এদের মধ্যে প্রথম হলো: যার একটি কুনিয়া আছে যা তার নাম রূপে ব্যবহৃত কুনিয়া থেকে ভিন্ন; ফলে যেন কুনিয়ারও একটি কুনিয়া রয়েছে, আর এটি এক অদ্ভুত ও চমৎকার বিষয়। এর উদাহরণ হলো আবু বকর ইবন আবদির রাহমান ইবন আল-হারিস ইবন হিশাম আল-মাখযূমী, যিনি মদীনার সাতজন ফকীহের অন্যতম ছিলেন এবং যাকে 'রাহিবুল কুরাইশ' বলা হতো। তাঁর নাম ছিল আবু বকর, আর তাঁর কুনিয়া ছিল আবু আবদির রাহমান। অনুরূপভাবে আবু বকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন হাযম আল-আনসারী; বলা হয় যে, তাঁর নাম আবু বকর, আর তাঁর কুনিয়া আবু মুহাম্মাদ।

এ বিষয়ে এই দুজনের কোনো নজির নেই, এ কথা আল-খাতীব বলেছেন। তবে একথাও বলা হয়েছে যে, ইবন হাযমের তার নামরূপে ব্যবহৃত কুনিয়া ছাড়া অন্য কোনো কুনিয়া ছিল না।

এদের মধ্যে দ্বিতীয় হলো: যার তার নাম রূপে ব্যবহৃত কুনিয়া ছাড়া অন্য কোনো কুনিয়া নেই। এর উদাহরণ হলো: আবু বিলাল আল-আশ'আরী, যিনি শারীক এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি

قَالَ: لَيْسَ لِيَ اسْمٌ، اسْمِي وَكُنْيَتِي وَاحِدٌ، وَهَكَذَا أَبُو حَصِينِ بْنُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ بِفَتْحِ الْحَاءِ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَسَأَلَهُ: هَلْ لَكَ اسْمٌ؟ فَقَالَ: لَا، اسْمِي وَكُنْيَتِي وَاحِدٌ.

الضَّرْبُ الثَّانِي: الَّذِينَ عُرِفُوا بِكُنَاهُمْ، وَلَمْ يُوقَفْ عَلَى أَسْمَائِهِمْ وَلَا عَلَى حَالِهِمْ فِيهَا، هَلْ هِيَ كُنَاهُمْ أَوْ غَيْرُهَا؟

مِثَالُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ: أَبُو أُنَاسٍ - بِالنُّونِ - الْكِنَانِيُّ، وَيُقَالُ: الدِّيلِيُّ مِنْ رَهْطِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، وَيُقَالُ فِيهِ: الدُّؤَلِيُّ، بِالضَّمِّ، وَالْهَمْزَةُ مَفْتُوحَةٌ فِي النَّسَبِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، وَمَكْسُورَةٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ عَلَى الشُّذُوذِ فِيهِ.

وَأَبُو مُوَيْهِبَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وَأَبُو شَيْبَةَ الْخُدْرِيُّ، الَّذِي مَاتَ فِي حِصَارِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَدُفِنَ هُنَاكَ مَكَانَهُ.

وَمِنْ غَيْرِ الصَّحَابَةِ: أَبُو الْأَبْيَضِ، الرَّاوِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ.

أَبُو النَّجِيبِ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِالنُّونِ الْمَفْتُوحَةِ فِي أَوَّلِهِ، وَقِيلَ: بِالتَّاءِ الْمَضْمُومَةِ، اثْنَتَيْنِ مِنْ فَوْقُ.

أَبُو الْحَرْبِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ.

أَبُو حَرِيزٍ الْمَوْقِفِيُّ، وَالْمَوْقِفُ مَحَلَّةٌ بِمِصْرَ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الضَّرْبُ الثَّالِثُ: الَّذِينَ لُقِّبُوا بِالْكُنَى، وَلَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ كُنَى وَأَسْمَاءٌ، مِثَالُهُ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، يُلَقَّبُ بِأَبِي تُرَابٍ،

قَالَ: لَيْسَ لِيَ اسْمٌ، اسْمِي وَكُنْيَتِي وَاحِدٌ، وَهَكَذَا أَبُو حَصِينِ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ بِفَتْحِ الْحَاءِ، ا رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَسَأَلَهُ: هَلْ لَكَ اسْمٌ؟ فَقَالَ: لَا، اسْمِي وَكُنْيَتِي وَاحِدٌ
الضَّرْبُ الثَّانِي: الَّذِينَ عُرِفُوا بِكُنَاهُمْ، وَلَمْ يُوقَفْ عَلَى أَسْمَائِهِمْ وَلَا عَلَى حَالِهِمْ فِيهَا، هَلْ هِيَ كُنَاهُمْ أَوْ غَيْرُهَا؟

مِثَالُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ: أَبُو أُنَاسٍ - بِالنُّونِ - الْكِنَانِيُّ، وَيُقَالُ: الدِّيلِيُّ مِنْ رَهْطِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، وَيُقَالُ فِيهِ: الدُّؤَلِيُّ، بِالضَّمِّ، وَالْهَمْزَةُ مَفْتُوحَةٌ فِي النَّسَبِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، وَمَكْسُورَةٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ عَلَى الشُّذُوذِ فِيهِ

وَأَبُو مُوَيْهِبَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

وَأَبُو شَيْبَةَ الْخُدْرِيُّ، الَّذِي مَاتَ فِي حِصَارِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَدُفِنَ هُنَاكَ مَكَانَهُ

وَمِنْ غَيْرِ الصَّحَابَةِ: أَبُو الْأَبْيَضِ، الرَّاوِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ

أَبُو النَّجِيبِ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِالنُّونِ الْمَفْتُوحَةِ فِي أَوَّلِهِ، وَقِيلَ: بِالتَّاءِ الْمَضْمُومَةِ، ثُنَتَيْنِ مِنْ فَوْقُ

أَبُو الْحَرْبِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ

أَبُو حَرِيزٍ الْمَوْقِفِيُّ، وَالْمَوْقِفُ مَحَلَّةٌ بِمِصْرَ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الضَّرْبُ الثَّالِثُ: الَّذِينَ لُقِّبُوا بِالْكُنَى، وَلَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ كُنًى وَأَسْمَاءٌ، مِثَالُهُ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، يُلَقَّبُ بِأَبِي تُرَابٍ،

وَيُكْنَى أَبَا الْحَسَنِ.

أَبُو الزِّنَادِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ، كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو الزِّنَادِ لَقَبٌ، وَذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْفَلَكِيُّ فِيمَا بَلَغَنَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَغْضَبُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَكَانَ عَالِمًا مُفْتَنًّا.

أَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو الرِّجَالِ لَقَبٌ لُقِّبَ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ عَشَرَةُ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ رِجَالٌ.

أَبُو تُمَيْلَةَ - بِتَاءٍ مَضْمُومَةٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْقُ - يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ الْأَنْصَارِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ، وَأَبُو تُمَيْلَةَ لَقَبٌ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَأَنْكَرَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ عَلَى الْبُخَارِيِّ إِدْخَالَهُ إِيَّاهُ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ.

أَبُو الْآذَانِ الْحَافِظُ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، يُكْنَى أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو الْآذَانِ لَقَبٌ لُقِّبَ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ كَبِيرَ الْأُذُنَيْنِ.

أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَأَبُو الشَّيْخِ لَقَبٌ.

أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدُوِيُّ الْحَافِظُ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ كُنْيَتُهُ أَبُو حَفْصٍ، وَأَبُو حَازِمٍ لَقَبٌ، وَإِنَّمَا اسْتَفَدْنَاهُ مِنْ كِتَابِ الْفَلَكِيِّ فِي الْأَلْقَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الضَّرْبُ الرَّابِعُ: مَنْ لَهُ كُنْيَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ

مِثَالُ ذَلِكَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، كَانَتْ لَهُ كُنْيَتَانِ: أَبُو خَالِدٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيُّ، أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ، رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يُكْنَى أَبَا الْقَاسِمِ، فَتَرَكَهَا وَاكْتَنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

وَكَانَ

ا وَيُكْنَى أَبَا الْحَسَنِ

أَبُو الزِّنَادِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ، كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو الزِّنَادِ لَقَبٌ، وَذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ

ا الْفَلَكِيُّ فِيمَا بَلَغَنَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَغْضَبُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَكَانَ عَالِمًا مُفْتَنًّا

أَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو الرِّجَالِ لَقَبٌ لُقِّبَ بِهِ لِأَنَّهُ

ا كَانَ لَهُ عَشَرَةُ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ رِجَالٌ

أَبُو ثُمَيْلَةَ - بِتَاءٍ مَضْمُومَةٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْقُ - يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ الْأَنْصَارِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ، وَأَبُو ثُمَيْلَةَ لَقَبٌ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَأَنْكَرَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ عَلَى الْبُخَارِيِّ إِدْخَالَهُ إِيَّاهُ فِي كِتَابِ

ا الضُّعَفَاءِ

ا أَبُو الْآذَانِ الْحَافِظُ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، يُكْنَى أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو الْآذَانِ لَقَبٌ لُقِّبَ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ كَبِيرَ الْأُذُنَيْنِ

ا أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَأَبُو الشَّيْخِ لَقَبٌ

أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدُوِيُّ الْحَافِظُ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ كُنْيَتُهُ أَبُو حَفْصٍ، وَأَبُو حَازِمٍ لَقَبٌ، وَإِنَّمَا اسْتَفَدْنَاهُ مِنْ كِتَابِ

ا الْفَلَكِيِّ فِي الْأَلْقَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الضَّرْبُ الرَّابِعُ: مَنْ لَهُ كُنْيَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ

ا مِثَالُ ذَلِكَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، كَانَتْ لَهُ كُنْيَتَانِ: أَبُو خَالِدٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيُّ، أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ، رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يُكْنَى أَبَا الْقَاسِمِ، فَتَرَكَهَا وَاكْتَنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ।

وَكَانَ

এবং তার কুনিয়াত ছিল আবুল হাসান।

আবুয যিনাদ আবদুল্লাহ ইবন যাকওয়ান, তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু আবদির রহমান, এবং আবুয যিনাদ ছিল একটি উপাধি (লাকাব)। হাফিয আবুল ফাদল আল-ফালাকী আমাদের কাছে যা পৌঁছেছে তাতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আবুয যিনাদ থেকে ক্রুদ্ধ হতেন। এবং তিনি ছিলেন একজন বহুমুখী প্রতিভাধর আলেম।

আবুর রিজাল মুহাম্মাদ ইবন আবদির রহমান আল-আনসারী, তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু আবদির রহমান, এবং আবুর রিজাল একটি উপাধি (লাকাব) ছিল, যা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল কারণ তাঁর দশজন সন্তান ছিল এবং তাদের সবাই ছিল পুরুষ।

আবু তুমাইলাহ - (উপরে দুটি নুকতাযুক্ত এবং পেশ যুক্ত তা-এর সাথে) - ইয়াহইয়া ইবন ওয়াদিহ আল-আনসারী আল-মারওয়াযী, তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু মুহাম্মাদ, এবং আবু তুমাইলাহ একটি উপাধি (লাকাব)। তাকে ইয়াহইয়া ইবন মাঈন এবং অন্যান্যরা বিশ্বস্ত বলেছেন। আর আবু হাতিম আর-রাযী ইমাম বুখারীর প্রতি আপত্তি জানিয়েছিলেন তাকে 'কিতাবুদ দুআফা' (দুর্বলদের কিতাব)-এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

আবুল আযান, হাফিয উমার ইবন ইবরাহীম, তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু বকর, এবং আবুল আযান একটি উপাধি (লাকাব) ছিল, যা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল কারণ তাঁর কান দুটি বড় ছিল।

আবুশ শায়খ আল-আসফাহানী আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আল-হাফিয, তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু মুহাম্মাদ এবং আবুশ শায়খ একটি উপাধি (লাকাব)।

আবু হাযিম আল-আবদুওয়ী, হাফিয উমার ইবন আহমাদ, তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু হাফস, এবং আবু হাযিম একটি উপাধি (লাকাব)। আর আমরা এটি ফালাকীর 'আল-আলকাব' নামক গ্রন্থ থেকে পেয়েছি। আল্লাহই ভালো জানেন।

চতুর্থ প্রকার: যাদের দুটি বা তারও বেশি কুনিয়াত ছিল

এর উদাহরণ হলো: আবদুল মালিক ইবন আবদিল আযীয ইবন জুরায়জ, তাঁর দুটি কুনিয়াত ছিল: আবু খালিদ এবং আবুল ওয়ালীদ।

আবদুল্লাহ ইবন উমার ইবন হাফস আল-উমারী, উবায়দুল্লাহর ভাই, বর্ণিত আছে যে, তাঁর কুনিয়াত ছিল আবুল কাসিম, অতঃপর তিনি তা (আবুল কাসিম) বর্জন করে আবু আবদির রহমান কুনিয়াত গ্রহণ করেন।
এবং তিনি ছিলেন

(ص: 333)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

لِشَيْخِنَا مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْمَعَالِي النَّيْسَابُورِيِّ - حَفِيدِ الْفَرَاوِيِّ - ثَلَاثُ كُنًى: أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو الْفَتْحِ، وَأَبُو الْقَاسِمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الضَّرْبُ الْخَامِسُ: مَنِ اخْتُلِفَ فِي كُنْيَتِهِ، فَذُكِرَ لَهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ كُنْيَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ، وَاسْمُهُ مَعْرُوفٌ، وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ الْإِبْرَاهِيمِيِّ الْهَرَوِيِّ - مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ - فِيهِ مُخْتَصَرٌ.

مِثَالُهُ: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِيلَ: كُنْيَتُهُ أَبُو زَيْدٍ، وَقِيلَ: أَبُو مُحَمَّدٍ، وَقِيلَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقِيلَ: أَبُو خَارِجَةَ.

أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَبُو الْمُنْذِرِ، وَقِيلَ: أَبُو الطُّفَيْلِ.

قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ أَبُو إِسْحَاقَ، وَقِيلَ: أَبُو سَعِيدٍ.

الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقِيلَ: أَبُو مُحَمَّدٍ.

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدَنِيُّ أَبُو بِلَالٍ، وَقِيلَ: أَبُو مُحَمَّدٍ.

وَفِي بَعْضِ مَنْ ذُكِرَ فِي هَذَا الْقِسْمِ مَنْ هُوَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مُلْتَحِقٌ بِالضَّرْبِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الضَّرْبُ السَّادِسُ: مَنْ عُرِفَتْ كُنْيَتُهُ وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ

مِثَالُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ أَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ، عَلَى لَفْظِ الْبَصْرَةِ الْبَلْدَةِ، قِيلَ: اسْمُهُ جَمِيلُ بْنُ بَصْرَةَ، بِالْجِيمِ، وَقِيلَ حُمَيْلٌ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَضْمُومَةِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ.

أَبُو جُحَيْفَةَ السُّوَائِيُّ، قِيلَ: اسْمُهُ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَقِيلَ: وَهْبُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

আমাদের শায়খ মনসুর ইবনে আবিল মা'আলী আন-নায়সাবুরী - আল-ফারাবী-এর নাতি - এর তিনটি কুনিয়াত রয়েছে: আবু বকর, আবুল ফাতহ এবং আবুল কাসিম। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

পঞ্চম প্রকার: যাদের কুনিয়াত নিয়ে মতভেদ রয়েছে, ফলে মতভেদের ভিত্তিতে তাদের জন্য দু'টি বা ততোধিক কুনিয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, যখন তাদের নাম সুপরিচিত। এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আতা আল-ইবরাহিমী আল-হারাবী - যিনি পরবর্তীকালের আলেমদের অন্তর্ভুক্ত - এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখেছেন।

এর উদাহরণ: উসামা ইবনে যায়েদ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয়জন। বলা হয়েছে: তাঁর কুনিয়াত আবু যায়েদ, আবার বলা হয়েছে: আবু মুহাম্মদ, আবার বলা হয়েছে: আবু আব্দুল্লাহ, এবং আবার বলা হয়েছে: আবু খারিজা।

উবাই ইবনে কা'ব, আবুল মুনযির, এবং বলা হয়েছে: আবুল তুফাইল।

কাবিছা ইবনে যুআইব, আবু ইসহাক, এবং বলা হয়েছে: আবু সাঈদ।

আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর আস-সিদ্দিক, আবু আব্দুর রহমান, এবং বলা হয়েছে: আবু মুহাম্মদ।

সুলাইমান ইবনে বিলাল আল-মাদানী, আবু বিলাল, এবং বলা হয়েছে: আবু মুহাম্মদ।

এবং এই বিভাগে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছেন যারা মূলত পূর্ববর্তী প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, আর আল্লাহই ভালো জানেন।

ষষ্ঠ প্রকার: যাদের কুনিয়াত পরিচিত কিন্তু তাদের নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে

সাহাবীদের মধ্যে এর উদাহরণ হলেন আবু বাসরাহ আল-গিফারী, বসরা শহরের নামের উচ্চারণে। বলা হয়েছে: তাঁর নাম জামীল ইবনে বাসরাহ, 'জীম' অক্ষর দ্বারা; এবং বলা হয়েছে: হুমাইল, স্বরচিহ্নবিহীন 'হা' (ح) এবং দম্মা সহ, আর এটিই অধিক বিশুদ্ধ অভিমত।

আবু জুহাইফা আস-সুওয়ায়ী। বলা হয়েছে: তাঁর নাম ওয়াহব ইবনে আব্দুল্লাহ, এবং বলা হয়েছে: ওয়াহবুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ।

أَبُو هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيُّ، اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ جِدًّا، لَمْ يُخْتَلَفْ مِثْلُهُ فِي اسْمِ أَحَدٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ فِيهِ نَحْوَ عِشْرِينَ قَوْلَةً فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، وَأَنَّهُ لِكَثْرَةِ الِاضْطِرَابِ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ فِي اسْمِهِ شَيْءٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَوْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ هُوَ الَّذِي يَسْكُنُ إِلَيْهِ الْقَلْبُ فِي اسْمِهِ فِي الْإِسْلَامِ، وَذُكِرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ اسْمَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَخْرٍ، قَالَ: وَعَلَى هَذَا اعْتَمَدَتْ طَائِفَةٌ أَلَّفَتْ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى.

قَالَ: وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ: أَصَحُّ شَيْءٍ عِنْدَنَا فِي اسْمِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَخْرٍ.

وَمِنْ غَيْرِ الصَّحَابَةِ: أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، أَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّ اسْمَهُ عَامِرٌ، وَعَنِ ابْنِ مَعِينٍ أَنَّ اسْمَهُ الْحَارِثُ.

أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ رَاوِي قِرَاءَةِ عَاصِمٍ، اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ قَوْلًا، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إِنْ صَحَّ لَهُ اسْمٌ فَهُوَ شُعْبَةُ لَا غَيْرَ، وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَقِيلَ: اسْمُهُ كُنْيَتُهُ، وَهَذَا أَصَحُّ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا لِيَ اسْمٌ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

আবু হুরায়রা আদ-দাওসী। তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম নিয়ে অত্যন্ত ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, জাহিলিয়াত ও ইসলাম উভয় যুগে অন্য কারো নাম নিয়ে এত মতভেদ হয়নি। ইবনু আবদিল-বার্র উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম নিয়ে প্রায় বিশটি অভিমত বিদ্যমান। এবং মতভেদের আধিক্যের কারণে তাঁর (ইবনু আবদিল-বার্র) নিকট তাঁর নাম সম্পর্কে এমন কোনো বিষয় প্রমাণিত হয়নি যার উপর নির্ভর করা যায়, তবে 'আব্দুল্লাহ' বা 'আব্দুর রহমান' - এটিই সেই নাম যা তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরের নাম হিসেবে হৃদয়ে প্রশান্তি যোগায়। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর নাম ছিল আব্দুর রহমান ইবনু সাখর। তিনি বলেন: এই মতের উপরই নির্ভর করেছে একটি দল যারা নাম ও কুনিয়া (উপাধি) সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছে।

তিনি বলেন: আবু আহমাদ আল-হাকিম বলেছেন: আমাদের নিকট আবু হুরায়রার নাম সম্পর্কে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হলো আব্দুর রহমান ইবনু সাখর।

এবং সাহাবী ব্যতীত অন্যদের মধ্যে: আবু বুরদাহ ইবনু আবি মূসা আল-আশ'আরী। অধিকাংশের মতে তাঁর নাম আমির। আর ইবনু মা'ইন থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর নাম আল-হারিস।

আবু বকর ইবনু আইয়াশ, যিনি আসিমের কিরাত বর্ণনা করেছেন। তাঁর নাম নিয়ে এগারোটি মতভেদ রয়েছে। ইবনু আবদিল-বার্র বলেছেন: যদি তাঁর কোনো নাম বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়, তবে তা শুধুমাত্র শু'বাহ, অন্য কিছু নয়। আর এটিই আবু যুর'আহ বিশুদ্ধ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইবনু আবদিল-বার্র বলেন: এবং বলা হয়েছে যে, তাঁর নামই তাঁর কুনিয়া (উপাধি)। আর এটিই সম্ভবত সবচেয়ে বিশুদ্ধ – ইন শা আল্লাহ –; কারণ তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: আবু বকর ছাড়া আমার আর কোনো নাম নেই। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

السَّابِعُ: مَنِ اخْتُلِفَ فِي كُنْيَتِهِ وَاسْمِهِ مَعًا، وَذَلِكَ قَلِيلٌ.

مِثَالُهُ: سَفِينَةُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِيلَ: اسْمُهُ عُمَيْرٌ، وَقِيلَ: صَالِحٌ، وَقِيلَ: مِهْرَانُ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقِيلَ: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّامِنُ: مَنْ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي كُنْيَتِهِ وَاسْمِهِ، وَعُرِفَا جَمِيعًا وَاشْتَهَرَا.

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ ذَوُو أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، مَالِكٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ، فِي خَلْقٍ كَثِيرٍ.

التَّاسِعُ: مَنِ اشْتَهَرَ بِكُنْيَتِهِ دُونَ اسْمِهِ، وَاسْمُهُ مَعَ ذَلِكَ غَيْرُ مَجْهُولٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَلِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَصْنِيفٌ مَلِيحٌ فِيمَنْ بَعْدَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ.

مِثَالُهُ: أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، اسْمُهُ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ: اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ صَنْعَاءَ دِمَشْقَ، اسْمُهُ شَرَاحِيلُ بْنُ آدَةَ، بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ بَعْدَهَا دَالٌ مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ مُخَفَّفَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ شَدَّدَ الدَّالَ وَلَمْ يَمُدَّ.

أَبُو الضُّحَى مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ، بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ.

أَبُو حَازِمٍ الْأَعْرَجُ الزَّاهِدُ الرَّاوِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِ اسْمُهُ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ، وَمَنْ لَا يُحْصَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

সপ্তম: যার কুনিয়াত (উপনাম) ও নাম উভয় বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, এবং এটি বিরল।
এর উদাহরণ: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম সাফীনা। বলা হয়েছে যে তার নাম উমাইর, এবং বলা হয়েছে সালিহ, এবং বলা হয়েছে মিহরান। আর তার কুনিয়াত আবু আব্দুর রহমান, এবং বলা হয়েছে আবুল বাখতারি। আর আল্লাহই ভালো জানেন।
অষ্টম: যার কুনিয়াত (উপনাম) ও নাম উভয় বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই, এবং উভয়ই সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ।
তাদের উদাহরণের মধ্যে রয়েছে: মাযহাবের ইমামগণ, আবু আব্দুল্লাহ মালিক, মুহাম্মাদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফিঈ, এবং আহমাদ ইবনে হাম্বল, এবং সুফইয়ান সাওরী, এবং আবু হানিফা নু'মান ইবনে সাবিত, সহ আরও অসংখ্য ব্যক্তি।
নবম: যিনি তার কুনিয়াত (উপনাম) দ্বারা পরিচিত, তার নামের চেয়ে বেশি, যদিও তার নাম হাদিস বিশেষজ্ঞদের কাছে অজ্ঞাত নয়। ইবনে আব্দুল বার এর 'সাহাবীদের পরবর্তী এমন ব্যক্তিদের নিয়ে' একটি চমৎকার গ্রন্থ রয়েছে।
এর উদাহরণ: আবু ইদ্রিস আল-খাওলানি, তার নাম আয়িযুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ। আবু ইসহাক আস-সাবীয়ি: তার নাম আমর ইবনে আব্দুল্লাহ।
আবু আল-আশ'আস আস-সান'আনি, সান'আ (দামেস্কের একটি স্থান), তার নাম শারাহিল ইবনে আদাহ (شَرَاحِيل). (আদাহ উচ্চারিত হয়) একটি দীর্ঘায়িত হামজাহ (আলিফ) দ্বারা, যার পরে একটি উন্মুক্ত, হালকা (তাসদিদ বিহীন) 'দাল' বর্ণ রয়েছে। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'দাল'কে তাশদীদ সহকারে উচ্চারণ করেছেন এবং হামযাকে দীর্ঘায়িত করেননি।
আবু আদ-দুহা মুসলিম ইবনে সুবাইহ। (সুবাইহ উচ্চারিত হয়) 'সাদ' বর্ণে পেশ (দম্মাহ) সহকারে।
আবু হাযিম আল-আ'রাজ আল-যাহিদ, যিনি সাহল ইবনে সা'দ ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন, তার নাম সালামাহ ইবনে দীনার। এবং আরও অগণিত ব্যক্তি (এ ধরনের)। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

النَّوْعُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ: مَعْرِفَةُ كُنَى الْمَعْرُوفِينَ بِالْأَسْمَاءِ دُونَ الْكُنَى

وَهَذَا مِنْ وَجْهٍ ضِدُّ النَّوْعِ الَّذِي قَبْلَهُ. وَمِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُبَوَّبَ عَلَى الْأَسْمَاءِ، ثُمَّ تُبَيَّنَ كُنَاهَا بِخِلَافِ ذَاكَ. وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ يَصْلُحُ لِأَنْ يُجْعَلَ قِسْمًا مِنْ أَقْسَامِ ذَاكَ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ قِسْمًا مِنْ أَقْسَامِ أَصْحَابِ الْكُنَى.

وَقَلَّ مَنْ أَفْرَدَهُ بِالتَّصْنِيفِ. وَبَلَغَنَا أَنَّ لِأَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ الْبُسْتِيِّ فِيهِ كِتَابًا.

وَلْنَجْمَعْ فِي التَّمْثِيلِ جَمَاعَاتٍ فِي كُنْيَةٍ وَاحِدَةٍ تَقْرِيبًا عَلَى الضَّابِطِ:

فَمِمَّنْ يُكْنَى بِأَبِي مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ -: طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ، الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيُّ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ

একান্নতম প্রকার: কুনিয়া ব্যতীত শুধু নামের দ্বারা পরিচিত ব্যক্তিদের কুনিয়া বিষয়ক জ্ঞান।

এটি একদিক থেকে পূর্ববর্তী প্রকারের বিপরীত। এর স্বভাব হলো যে, এটি নামানুসারে অধ্যায়ভুক্ত হবে, অতঃপর এর কুনিয়াসমূহ স্পষ্ট করা হবে, পূর্বেরটির বিপরীত। এবং অন্যদিক থেকে, এটি সেটির (পূর্ববর্তী প্রকারের) একটি উপবিভাগ হিসাবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত, এই হিসেবে যে এটি কুনিয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপবিভাগসমূহের একটি।

খুব কম লোকই এটি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এবং আমাদের কাছে খবর পৌঁছেছে যে, আবি হাতেম ইবনে হিব্বান আল-বুস্তির এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ আছে।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা নির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুযায়ী, একটি কুনিয়ার অধীনে কয়েকটি দলকে একত্রিত করব:

সাহাবিদের (আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) এই শ্রেণীর মধ্যে যাদের কুনিয়া 'আবু মুহাম্মাদ' ছিল, তাঁরা হলেন: তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আল-তায়মী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ আল-যুহরি, আল-হাসান ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব আল-হাশিমি, সাবিত ইবনে কায়স ইবনে

الشَّمَّاسِ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ صَاحِبُ الْأَذَانِ، الْأَنْصَارِيَّانِ، كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ بُحَيْنَةَ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى، مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ.

وَمِمَّنْ يُكْنَى مِنْهُمْ بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيُّ، حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، عُمَارَةُ بْنُ حَزْمٍ، النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ، حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، وَهَؤُلَاءِ السَّبْعَةُ أَنْصَارِيُّونَ، ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، شُرَحْبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ، عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَامِرٍ الْمُزَنِّيَانِ.

وَمِمَّنْ يُكْنَى مِنْهُمْ بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخُو عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،

আশ-শাম্মাস, আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ আযানের স্বপ্নদ্রষ্টা, উভয়েই আনসারী, কা'ব ইবনে উজরা, আল-আশ'আস ইবনে কায়স, মা'কিল ইবনে সিনান আল-আশজা'ঈ, আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবি তালিব, আব্দুল্লাহ ইবনে বুহায়না, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আস, আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর আস-সিদ্দিক, জুবাইর ইবনে মুত'ইম, আল-ফাদল ইবনে আল-আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, হুয়াইতিব ইবনে আব্দুল উযযা, মাহমুদ ইবনে আর-রাবী', আব্দুল্লাহ ইবনে সা'লাবা ইবনে সু'আইর।

এবং তাদের মধ্যে যারা আবু আব্দুল্লাহ উপনামে পরিচিত: আয-যুবাইর ইবনে আল-আওয়াম, আল-হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব, সালমান আল-ফারিসী, আমির ইবনে রাবী'আ আল-আদাভী, হুযাইফা ইবনে আল-ইয়ামান, কা'ব ইবনে মালিক, রাফি' ইবনে খাদীজ, উমারা ইবনে হাযম, আন-নু'মান ইবনে বাশীর, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ, উসমান ইবনে হুনাইফ, হারিসা ইবনে আন-নু'মান। আর এই সাতজন আনসারী। সাওবান, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আযাদকৃত গোলাম; আল-মুগীরা ইবনে শু'বা, শুরাহবিল ইবনে

হাসানা, আমর ইবনে আল-আস, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ, মা'কিল ইবনে ইয়াসার, এবং আমর ইবনে আমির, উভয়ই মুযানী গোত্রের।
এবং তাদের মধ্যে যারা আবু আব্দুর রহমান উপনামে পরিচিত: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, মু'আয ইবনে জাবাল, যায়েদ ইবনে আল-খাত্তাব (উমর ইবনে আল-খাত্তাবের ভাই),

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ عَلَى وَزْنِ نُعَيْمٍ، زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ، مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ.
وَفِي بَعْضِ مَنْ ذَكَرْنَاهُ مَنْ قِيلَ فِي كُنْيَتِهِ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
النَّوْعُ الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ: مُعْرِفَةُ أَلْقَابِ الْمُحَدِّثِينَ وَمَنْ يُذْكَرُ مَعَهُمْ
وَفِيهَا كَثْرَةٌ، وَمَنْ لَا يَعْرِفُهَا يُوشِكُ أَنْ يَظُنَّهَا أَسَامِيَ، وَأَنْ يَجْعَلَ مَنْ ذُكِرَ بِاسْمِهِ فِي مَوْضِعٍ وَبِلَقَبِهِ فِي مَوْضِعٍ شَخْصَيْنِ، كَمَا اتَّفَقَ لِكَثِيرٍ مِمَّنْ أَلَّفَ.
وَمِمَّنْ صَنَّفَهَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشِّيرَازِيُّ الْحَافِظُ، ثُمَّ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ الْفَلَكِيِّ الْحَافِظُ.

আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ আল-আনসারী, উওয়াইম ইবনে সা'ইদাহ (নু'আইম-এর ওজনের ন্যায়), যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী, বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানী, মু'আবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান, আল-হারিস ইবনে হিশাম আল-মাখযূমী, আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ।
আমরা যাদের নাম উল্লেখ করেছি, তাদের কারো কারো কুনিয়াতের ক্ষেত্রে আমরা যা উল্লেখ করেছি তার ভিন্ন কথাও বলা হয়েছে, আর আল্লাহই ভালো জানেন।
বায়ান্নতম প্রকার: মুহাদ্দিসগণের উপাধি এবং তাঁদের সাথে উল্লিখিত ব্যক্তিদের পরিচয়
এতে (উপাধি) অনেক বেশি, আর যে ব্যক্তি এগুলি সম্পর্কে জানে না, সে এগুলিকে নাম মনে করতে পারে এবং যে ব্যক্তি এক স্থানে তার আসল নামে এবং অন্য স্থানে তার উপাধিতে

উল্লিখিত হয়েছে, তাকে দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি ভাবতে পারে, যেমনটি অনেক গ্রন্থকারের ক্ষেত্রে ঘটেছে।
যারা এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আবু বকর আহমাদ ইবনে আব্দুর রহমান আশ-শিরাযী আল-হাফিয, অতঃপর আবুল ফাদল ইবনুল ফালাকী আল-হাফিয।

(ص: 339)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَجُوزُ التَّعْرِيفُ بِهِ، وَهُوَ مَا لَا يَكْرَهُهُ الْمُلَقَّبُ، وَإِلَى مَا لَا يَجُوزُ، وَهُوَ مَا يَكْرَهُهُ الْمُلَقَّبُ.
وَهَذَا أُنْمُوذَجٌ مِنْهَا مُخْتَارٌ:
رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْحَافِظِ أَنَّهُ قَالَ: رَجُلَانِ جَلِيلَانِ، لَزِمَهُمَا لَقَبَانِ قَبِيحَانِ: مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الضَّالُّ، وَإِنَّمَا ضَلَّ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيفُ، وَإِنَّمَا كَانَ ضَعِيفًا فِي جِسْمِهِ لَا فِي حَدِيثِهِ.
قُلْتُ: وَثَالِثٌ، وَهُوَ عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ، وَكَانَ عَبْدًا صَالِحًا بَعِيدًا مِنَ الْعَرَامَةِ.
وَالضَّعِيفُ هُوَ الطَّرَسُوسِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعَ أَبَا مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرَ وَغَيْرَهُ، كَتَبَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَزَعَمَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ الضَّعِيفُ لِإِتْقَانِهِ وَضَبْطِهِ.
غُنْدَرٌ: لَقَبُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ أَبِي بَكْرٍ، وَسَبَبُهُ مَا رُوِّينَا أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَدِمَ الْبَصْرَةَ، فَحَدَّثَهُمْ بِحَدِيثٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، فَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ وَشَغَّبُوا، وَأَكْثَرَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ مِنَ الشَّغَبِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ:

এবং এটি দুই ভাগে বিভক্ত: যা দ্বারা পরিচয় দেওয়া জায়েজ—আর তা হলো যা উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপছন্দ করেন না—এবং যা জায়েজ নয়—আর তা হলো যা উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপছন্দ করেন।
আর এটি তার থেকে নির্বাচিত একটি উদাহরণ:

আব্দুল গনি ইবনে সাঈদ আল-হাফিয থেকে আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: দুইজন সম্মানিত ব্যক্তি, যাদের সাথে দুটি আপত্তিকর উপাধি যুক্ত হয়েছিল: মুয়াবিয়া ইবনে আব্দুল করিম আল-দাল (পথভ্রষ্ট) – আর তিনি কেবল মক্কার পথে পথ হারিয়েছিলেন (ধর্মীয় অর্থে পথভ্রষ্ট হননি); এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-দাইফ (দুর্বল) – আর তিনি কেবল শারীরিক দিক থেকে দুর্বল ছিলেন, তাঁর হাদীসের বর্ণনায় নয়।

আমি বলি: এবং তৃতীয় একজন হলেন আরিমি আবুল নু'মান মুহাম্মদ ইবনে ফাদল আস-সাদূসি। তিনি ছিলেন একজন সৎ বান্দা, 'আরামাহ' (দুষ্টুমি/বদমেজাজ) থেকে বহু দূরে। আর আদ-দাইফ (দুর্বল) হলেন আত-তারসুসি আবু মুহাম্মদ। তিনি আবু মুয়াবিয়া আদ-দারির এবং অন্যান্যদের থেকে শুনেছেন। আবু হাতিম আর-রাজি তাঁর থেকে লিখেছেন। আর আবু হাতিম ইবনে হিব্বান দাবি করেছেন যে, তাকে 'দাইফ' (দুর্বল) বলা হয়েছিল তার পূর্ণতা ও বিশুদ্ধতার কারণে।

গুন্দার: মুহাম্মদ ইবনে জাফর আল-বাসরি আবু বকরের উপাধি। আর এর কারণ হলো আমাদের কাছে যা বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে জুরেইজ বসরায় আগমন করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাদের কাছে হাসান আল-বাসরি থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। তখন তারা এর বিরোধিতা করল এবং হৈচৈ শুরু করল। আর মুহাম্মদ ইবনে জাফর তার বিরুদ্ধে খুব বেশি হৈচৈ করলেন। তখন তিনি তাকে বললেন:

اسْكُتْ يَا غُنْدَرُ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ الْمُشَغِّبَ غُنْدَرًا.

ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ غَنَادِرَةٌ، كُلٌّ مِنْهُمْ يُلَقَّبُ بِغُنْدَرٍ، مِنْهُمْ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ أَبُو الْحُسَيْنِ غُنْدَرٌ، رَوَى عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ وَغَيْرِهِ.

وَمِنْهُمْ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ غُنْدَرٌ، الْحَافِظُ الْجَوَّالُ، حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ.

وَمِنْهُمْ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنُ دُرَّانَ الْبَغْدَادِيُّ أَبُو الطَّيِّبِ، رَوَى عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ الْجُمَحِيِّ وَغَيْرِهِ.

وَآخَرُونَ لُقِّبُوا بِذَلِكَ، مِمَّنْ لَيْسَ بِمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ.

غُنْجَارُ: لَقَبُ عِيسَى بْنِ مُوسَى التَّيْمِيِّ أَبِي أَحْمَدَ الْبُخَارِيِّ، مُتَقَدِّمٌ، حَدَّثَ عَنْ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا، لُقِّبَ بِغُنْجَارَ لِحُمْرَةٍ وَجْنَتَيْهِ.

وَغُنْجَارُ آخَرُ مُتَأَخِّرٌ، وَهُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبُخَارِيُّ الْحَافِظُ، صَاحِبُ تَارِيخِ بُخَارَى، مَاتَ سَنَةَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

صَاعِقَةٌ: هُوَ أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْحَافِظُ، رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ: " إِنَّمَا لُقِّبَ صَاعِقَةً لِحِفْظِهِ وَشِدَّةِ مُذَاكَرَتِهِ وَمُطَالَبَاتِهِ ".

شَبَابٌ: لَقَبُ خَلِيفَةَ بْنِ خَيَّاطٍ الْعُصْفُرِيِّ، صَاحِبِ التَّارِيخِ، سَمِعَ غُنْدَرًا وَغَيْرَهُ.

চুপ করুন, হে ঘুন্দার! হিজাজের লোকেরা গোলযোগ সৃষ্টিকারীকে ‘ঘুন্দার’ বলে অভিহিত করে।

এরপর তাঁর পরে আরও অনেকে ‘ঘুন্দার’ ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই ‘ঘুন্দার’ উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন: মুহাম্মাদ ইবন জা‘ফার আর-রাযী, আবূ আল-হুসায়ন ঘুন্দার। তিনি আবূ হাতিম আর-রাযী এবং অন্যান্যদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এবং তাঁদের মধ্যে (ছিলেন): মুহাম্মাদ ইবন জা‘ফার, আবূ বকর আল-বাগদাদী ঘুন্দার। তিনি ছিলেন একজন পরিভ্রমণকারী হাফিয। আবূ নু‘আয়ম আল-হাফিয এবং অন্যান্যরা তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এবং তাঁদের মধ্যে (ছিলেন): মুহাম্মাদ ইবন জা‘ফার ইবন দুররান আল-বাগদাদী, আবূ আত-তায়্যিব। তিনি আবূ খালীফা আল-জুমাহী এবং অন্যান্যদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এবং মুহাম্মাদ ইবন জা‘ফার নন এমন আরও অনেকে এই উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

গুঞ্জা.র: ‘ঈসা ইবন মূসা আত-তায়মী, আবূ আহমাদ আল-বুখারীর উপাধি। তিনি ছিলেন পূর্ববর্তী যুগের একজন পণ্ডিত। তিনি মালিক, আস-সাওরী এবং অন্যান্যদের নিকট থেকে

হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর গাল রক্তিম হওয়ার কারণে তাঁকে ‘গুঞ্জা.র’ উপাধি দেওয়া হয়েছিল।
এবং পরবর্তী যুগের আরও একজন গুঞ্জা.র ছিলেন, আর তিনি হলেন আবূ ʿআব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-বুখারী আল-হাফিয, ‘তারীখ বুখারা’ গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি চারশো বারো (৪১২) হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।
সা‘ইকাহ: তিনি হলেন আবূ ইয়াহইয়া মুহাম্মাদ ইবন ʿআব্দির-রাহীম আল-হাফিয। ইমাম বুখারী এবং অন্যান্যরা তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ʿআলী আল-হাফিয বলেছেন: "তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, আলোচনা ও বিতর্কে তাঁর প্রখরতা এবং তাঁর দাবিগুলোর দৃঢ়তার কারণে তাঁকে ‘সা‘ইকাহ’ (বজ্রপাত) উপাধি দেওয়া হয়েছিল।"
শাবাব: খালীফা ইবন খাইয়াত আল-ʿউসফুরীর উপাধি। তিনি ‘তারীখ’ গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ঘুন্দার এবং অন্যান্যদের নিকট থেকে (হাদীস) শ্রবণ করেছেন।

زُنَيْجٌ بِالنُّونِ وَالْجِيمِ: لَقَبُ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْأَصْبَهَانِيِّ الرَّازِيِّ، رَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.
رُسْتَهْ: لَقَبُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ الْأَصْبَهَانِيِّ.
سُنَيْدٌ: لَقَبُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْمِصِّيصِيِّ، صَاحِبِ التَّفْسِيرِ، رَوَى عَنْهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ الْحَافِظَانِ وَغَيْرُهُمَا.
بُنْدَارٌ: لَقَبُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ الْبَصْرِيِّ، رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّاسُ، قَالَ ابْنُ الْفَلَكِيِّ: إِنَّمَا لُقِّبَ بِهَذَا لِأَنَّهُ كَانَ بُنْدَارَ الْحَدِيثِ.
قَيْصَرُ: لَقَبُ أَبِي النَّضْرِ هَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمَعْرُوفِ، رَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ.
الْأَخْفَشُ: لَقَبُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ الْبَصْرِيُّ النَّحْوِيُّ، مُتَقَدِّمٌ، رَوَى عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ وَغَيْرِهِ، وَلَهُ غَرِيبُ الْمُوَطَّأِ.

وَفِي النَّحْوِيِّينَ أَخَافِشُ ثَلَاثَةٌ مَشْهُورُونَ: أَكْبَرُهُمْ: أَبُو الْخَطَّابِ

জুনাইজ (নূন ও জীম হরফ দ্বারা গঠিত): আবূ গাসসান মুহাম্মাদ ইবনু আমর আল-ইসফাহানী আর-রাযীর উপাধি। তাঁর থেকে মুসলিম ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

রুস্তাহ: আবদুর রহমান ইবনু উমার আল-ইসফাহানীর উপাধি।

সুনাইদ: আল-হুসাইন ইবনু দাউদ আল-মিস্সিসীর উপাধি, যিনি তাফসীর গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর থেকে আবূ যুর'আ ও আবূ হাতিম, এই দুই হাফিয এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

বুন্দার: মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার আল-বাসরীর উপাধি। তাঁর থেকে আল-বুখারী, মুসলিম ও সাধারণ লোকেরা বর্ণনা করেছেন। ইবনুল ফালাকী বলেছেন: তাঁকে এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল কারণ তিনি ছিলেন হাদীসের বুন্দার (সংগ্রাহক/কেন্দ্রস্থল)।

কাইসার: সুপরিচিত আবুল নযর হাশিম ইবনুল কাসিমের উপাধি। তাঁর থেকে আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

আল-আখফাশ: এটি একটি দলের উপাধি, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আহমাদ ইবনু ইমরান আল-বাসরী আন-নাহবী, যিনি ছিলেন পূর্ববর্তী একজন বিদ্বান। তিনি যায়িদ ইবনুল হুবাব ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর 'গরীবুল মুওয়াত্তা' নামক গ্রন্থ রয়েছে।

এবং নাহববিদদের (ব্যাকরণবিদদের) মধ্যে তিনজন সুপরিচিত আখফাশ রয়েছেন: তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলেন: আবুল খাত্তাব

عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ سِيبَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ، وَالثَّانِي: سَعِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَبُو الْحَسَنِ، الَّذِي يُرْوَى عَنْهُ كِتَابُ سِيبَوَيْهِ، وَهُوَ صَاحِبُهُ. وَالثَّالِثُ: أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، صَاحِبُ أَبَوَيِ الْعَبَّاسِ النَّحْوِيَّيْنِ: أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْمُلَقَّبِ بِثَعْلَبٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْمُلَقَّبِ بِالْمُبَرِّدِ.

مُرَبَّعٌ: بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُشَدَّدَةِ، هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ الْبَغْدَادِيُّ.

جَزَرَةُ: لَقَبُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيِّ الْحَافِظِ، لُقِّبَ بِذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْقِي بِخَرَزَةٍ، فَصَحَّفَهَا وَقَالَ: " جَزَرَةٍ "، بِالْجِيمِ، فَذَهَبَتْ عَلَيْهِ، وَكَانَ ظَرِيفًا لَهُ نَوَادِرُ تُحْكَى.

عُبَيْدٌ الْعِجْلُ: لَقَبُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الْبَغْدَادِيِّ الْحَافِظِ.

كِيلَجَةُ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيُّ الْحَافِظُ.

আব্দুল হামিদ ইবনে আব্দুল মাজিদ, তিনিই সেই ব্যক্তি যার কথা সিবওয়াইহি তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় জন: সাঈদ ইবনে মাস'আদা আবুল হাসান, যাঁর থেকে সিবওয়াইহির কিতাব বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি তাঁর ছাত্র। তৃতীয় জন: আবুল হাসান আলী ইবনে সুলায়মান, যিনি দুই আব্বাসীয় ব্যাকরণবিদ আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া, যিনি সা'লাব নামে পরিচিত, এবং মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ, যিনি মুবাররিদ নামে পরিচিত, তাদের ছাত্র।

মুরব্বা': শিনযুক্ত বা' অক্ষরটি ফাতহা সহ, তিনি হলেন মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল-হাফিজ আল-বাগদাদী।

জাযারাহ: সালেহ ইবনে মুহাম্মদ আল-বাগদাদী আল-হাফিজের উপাধি। তাঁকে এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল কারণ তিনি কিছু শাইখের কাছ থেকে শুনেছিলেন যা আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'খারাজাহ' (একটি পুঁতি বা গুটি) দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতেন। তিনি এটিকে ভুলভাবে পড়ে 'জীম' (ج) অক্ষর সহ 'জাযারাহ' বলেছিলেন, ফলে এটি তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন রসিক ব্যক্তি, যার সম্পর্কে অনেক কৌতুক বলা হতো।

উবাইদ আল-ইজল: আবু আব্দুল্লাহ আল-হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাতিম আল-বাগদাদী আল-হাফিজের উপাধি।

কিলারজাহ: তিনিই মুহাম্মদ ইবনে সালেহ আল-বাগদাদী আল-হাফিজ।

مَا غَمَّهُ: بِلَفْظِ النَّفْيِ لِفِعْلِ الْغَمِّ، هُوَ لَقَبُ عَلَّانَ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الْبَغْدَادِيُّ الْحَافِظُ، وَيَجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ اللَّقَبَيْنِ، فَيُقَالُ: عَلَّانُ مَا غَمَّهُ.

وَهَؤُلَاءِ الْبَغْدَاذِيُّونَ الْخَمْسَةُ، رُوِّينَا أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ هُوَ لَقَّبَهُمْ، وَهُمْ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِهِ وَحُفَّاظِ الْحَدِيثِ.

سَجَّادَةُ الْمَشْهُورُ: هُوَ الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، سَمِعَ وَكِيعًا وَغَيْرَهُ.

مُشْكَدَانَهُ: وَمَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ حَبَّةُ الْمِسْكِ، أَوْ وِعَاءُ الْمِسْكِ، لَقَبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ.

مُطَيَّنٌ: بِفَتْحِ الْيَاءِ، لَقَبُ أَبِي جَعْفَرٍ الْحَضْرَمِيِّ، خَاطَبَهُمَا بِذَلِكَ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ فَلُقِّبَا بِهِمَا.

عَبْدَانُ: لَقَبٌ لِجَمَاعَةٍ، أَكْبَرُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ، صَاحِبُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَرَاوِيَتُهُ، رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيِّ أَنَّهُ إِنَّمَا قِيلَ لَهُ: " عَبْدَانُ " لِأَنَّ كُنْيَتَهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَاسْمَهُ عَبْدُ اللَّهِ، فَاجْتَمَعَ فِي كُنْيَتِهِ وَاسْمِهِ الْعَبْدَانِ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ، بَلْ ذَلِكَ مِنْ تَغْيِيرِ الْعَامَّةِ لِلْأَسَامِي وَكَسْرِهِمْ لَهَا فِي زَمَانِ صِغَرِ الْمُسَمَّى أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، كَمَا قَالُوا فِي

مَا غَمَّهُ: ‘গাম্ম’ ক্রিয়ার নফি (নিষেধ) অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত। এটি আল্লান ইবন আবদ আস-সামাদ-এর উপাধি, যিনি আলি ইবন আল-হুসাইন ইবন আবদ আস-সামাদ আল-বাগদাদী আল-হাফিয। এই উপাধিতে উভয় উপাধি একত্রিত হয়েছে, তাই বলা হয়: আল্লান মা গাম্মাহ্। আর এই পাঁচজন বাগদাদী সম্পর্কে আমরা বর্ণনা পেয়েছি যে, ইয়াহইয়া ইবন মাঈনই তাদের উপাধি দিয়েছিলেন। তারা তার প্রধান শিষ্যদের এবং হাদিসের হাফিযদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্রসিদ্ধ সাজ্জাদাহ্: তিনি হলেন আল-হাসান ইবন হাম্মাদ। তিনি ওয়াকী’ এবং অন্যদের কাছ থেকে (হাদিস) শুনেছেন।

মুশকাদানাহ্: ফারসি ভাষায় এর অর্থ হলো 'কস্তুরীর দানা' অথবা 'কস্তুরীর পাত্র'। এটি আবদুল্লাহ ইবন উমার ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবান-এর উপাধি।

মুতায়্যিন: ইয়া-এর উপর ফাতহা (জবর) সহ। এটি আবু জাফার আল-হাদরামি-এর উপাধি। আবু নুআইম আল-ফাদল ইবন দুকাইন তাদের দুজনকে সেভাবে সম্বোধন করেছিলেন, ফলে তারা দুজন সেই উপাধিদ্বয় লাভ করেন।

আবদান: এটি একটি দলের উপাধি। তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে হলেন আবদুল্লাহ ইবন উসমান আল-মারওয়াযী, যিনি ইবনুল মুবারাক-এর সঙ্গী ও তার বর্ণনাকারী। মুহাম্মাদ ইবন তাহির

আল-মাকদিসী থেকে আমরা বর্ণনা পেয়েছি যে, তাকে "আবদান" বলা হয়েছে কারণ তার কুনিয়াত (উপনাম) ছিল আবু আবদ আর-রহমান এবং তার নাম ছিল আবদুল্লাহ, ফলে তার কুনিয়াত ও নামে 'আবদান' (দুটি আবদ) একত্রিত হয়েছে। কিন্তু এটি সঠিক নয়। বরং এটি সাধারণ মানুষের নাম পরিবর্তন এবং ছোটবেলায় বা অনুরূপ সময়ে তাদের নাম বিকৃত করার একটি দৃষ্টান্ত, যেমন তারা বলেছে

(ص: 344)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

عَلِيّ: " عَلَّانُ "، وَفِي أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ السُّلَمِيّ وَغَيْرِهِ: " حَمْدَانُ "، وَفِي وَهْبِ بْنِ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيّ: " وَهْبَانُ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ: مَعْرِفَةُ الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَنْسَابِ وَمَا يَلْتَحِقُ بِهَا

وَهُوَ مَا يَأْتَلِفُ - أَيْ تَتَّفِقُ - فِي الْخَطِّ صُورَتُهُ، وَتَخْتَلِفُ فِي اللَّفْظِ صِيغَتُهُ.

هَذَا فَنٌّ جَلِيلٌ، مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ كَثُرَ عِثَارُهُ، وَلَمْ يَعْدَمْ مُخْجِلًا، وَهُوَ مُنْتَشِرٌ لَا ضَابِطَ فِي أَكْثَرِهِ يُفْزَعُ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُضْبَطُ بِالْحِفْظِ تَفْصِيلًا.

وَقَدْ صُنِّفَتْ فِيهِ كُتُبٌ كَثِيرَةٌ مُفِيدَةٌ، وَمِنْ أَكْمَلِهَا " الْإِكْمَالُ " لِأَبِي نَصْرِ بْنِ مَاكُولَاءَ، عَلَى إِعْوَازٍ فِيهِ.

وَهَذِهِ أَشْيَاءُ مِمَّا دَخَلَ مِنْهُ تَحْتَ الضَّبْطِ مِمَّا يَكْثُرُ ذِكْرُهُ، وَالضَّبْطُ فِيهَا عَلَى قِسْمَيْنِ عَلَى الْعُمُومِ وَعَلَى الْخُصُوصِ.

عَلِيّ: "আল্লান", এবং আহমাদ ইবনু ইউসুফ আস-সুলামী ও অন্যদের কাছে: "হামদান", এবং ওয়াহব ইবনু বাকিয়্যাহ আল-ওয়াসিতীর কাছে: "ওয়াহবান"। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

তিপ্পান্নতম প্রকার: নাম ও নসবসমূহের মু'তাল্লিফ ও মুখতালিফ-এর পরিচয় এবং যা এগুলোর সাথে সম্পর্কিত

আর এটি এমন (বিষয়) যার রূপ লিপিতে মু'তাল্লিফ হয় - অর্থাৎ একমত হয় - কিন্তু উচ্চারণে তার বিন্যাস ভিন্ন হয়।

এটি একটি মহৎ শিল্প। মুহাদ্দিসদের মধ্যে যে এটি জানে না, তার ভুল বেশি হয় এবং তাকে অবশ্যই লজ্জিত হতে হয়। আর এটি ব্যাপক, এর অধিকাংশেরই এমন কোনো সাধারণ নিয়ম নেই যার উপর নির্ভর করা যায়, বরং এটি বিস্তারিত মুখস্থ করার মাধ্যমেই আয়ত্ত করা যায়। আর এ বিষয়ে অনেক উপকারী গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ হলো আবি নসর ইবনু মাকুলার "আল-ইকমাল", যদিও তাতে কিছু ঘাটতি রয়েছে।
আর এগুলি এমন কিছু বিষয় যা এর মধ্য থেকে আয়ত্তের আওতায় এসেছে এবং যা বারবার উল্লিখিত হয়। আর সেগুলোর নিয়মাবলী দুই প্রকারের: সাধারণ এবং বিশেষ।

فَمِنِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ: سَلَّامٌ وَسَلَامٌ، جَمِيعُ مَا يَرِدُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ إِلَّا خَمْسَةً، وَهُمْ: سَلَامٌ وَالِدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ الْإِسْرَائِيلِيّ الصَّحَابِيّ.
وَسَلَامٌ وَالِدُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ الْبِيكَنْدِيّ الْبُخَارِيّ شَيْخِ الْبُخَارِيّ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْخَطِيبُ وَابْنُ مَاكُولَاءَ غَيْرَ التَّخْفِيفِ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ: مِنْهُمْ مَنْ خَفَّفَ وَمِنْهُمْ مَنْ ثَقَّلَ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ.
قُلْتُ: التَّخْفِيفُ أَثْبَتُ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ غُنْجَارُ فِي تَارِيخِ بُخَارَى، وَهُوَ أَعْلَمُ بِأَهْلِ بِلَادِهِ.
وَسَلَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاهِضٍ الْمَقْدِسِيُّ، رَوَى عَنْهُ أَبُو طَالِبٍ الْحَافِظُ وَالطَّبَرَانِيُّ. وَسَمَّاهُ الطَّبَرَانِيُّ سَلَامَةَ.
وَسَلَامٌ جَدُّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ سَلَامٍ الْمُتَكَلِّمِ الْجُبَّائِيِّ أَبِي عَلِيٍّ الْمُعْتَزِلِيّ، وَقَالَ الْمُبَرِّدُ فِي كَامِلِهِ: " لَيْسَ فِي الْعَرَبِ سَلَامٌ - مُخَفِّفُ اللَّامِ - إِلَّا وَالِدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، وَسَلَامُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ، قَالَ: وَزَادَ آخَرُونَ سَلَامَ بْنَ مِشْكَمٍ، خَمَّارًا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَالْمَعْرُوفُ فِيهِ التَّشْدِيدُ ". وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
عُمَارَةُ وَعِمَارَةُ، لَيْسَ لَنَا عِمَارَةُ - بِكَسْرِ الْعَيْنِ - إِلَّا أُبَيُّ بْنُ عِمَارَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَمَّهُ، وَمَنْ عَدَاهُ عُمَارَةُ، بِالضَّمِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

প্রথম প্রকারের মধ্যে: সালাম এবং সালাম (শব্দ দুটি প্রসঙ্গে), এ বিষয়ে তোমার নিকট যা কিছু আসবে, তা 'লাম' অক্ষরে তাশদীদ (شد) সহ হবে, তবে পাঁচটি নাম ব্যতীত। তারা হলো:
সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম আল-ইসরাঈলীর পিতা সালাম।
এবং বুখারীর শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালাম আল-বিকান্দি আল-বুখারীর পিতা সালাম। আল-খতীব এবং ইবন মাকুলাহ এই ক্ষেত্রে 'তাখফীফ' (لام-কে তাশদীদ ছাড়া পাঠ করা) ব্যতীত অন্য কিছু উল্লেখ করেননি। আর সাহেবুল মাতালি' বলেছেন: তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'তাখফীফ' করেছেন এবং কেউ কেউ 'তাছকীল' (লাম-কে তাশদীদ সহ পাঠ করা) করেছেন, এবং এটিই অধিক প্রচলিত।
আমি বলি: 'তাখফীফ'ই অধিকতর প্রমাণিত, আর এটিই সেটি যা গুনজার তার 'তারীখ বুখারা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এবং তিনি তার দেশের লোকদের সম্পর্কে অধিক অবগত।
এবং সালাম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে নাহিদ আল-মাকদিসি। তার থেকে আবু তালিব আল-হাফিয এবং আত-তাবরানি বর্ণনা করেছেন। আত-তাবরানি তাকে 'সালামাহ' নামে উল্লেখ করেছেন।
এবং সালাম, মুতাকাল্লিম (ধর্মতত্ত্ববিদ) জুব্বায়ী আবুল আলী আল-মু'তাজিলি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সালামের দাদা। আর আল-মুবাররাদ তার 'কামিল' গ্রন্থে বলেছেন: "আরবদের মধ্যে 'সালাম'—লাম-এর তাখফীফ (তাশদীদ ছাড়া) সহ—নেই, আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের পিতা এবং সালাম ইবনে আবিল হুকাইক ছাড়া।" তিনি আরও বলেছেন: "অন্যান্যরা সালাম ইবনে মিশকামকেও যুক্ত করেছেন, যিনি জাহিলিয়াতের যুগে মদ্যবিক্রেতা ছিলেন, তবে তার ক্ষেত্রে পরিচিত রূপটি হলো 'তাশদীদ' (লাম-এর উপর তাশদীদ সহ)।" আর আল্লাহই অধিক অবগত।
উমারা এবং ইমারা (শব্দ দুটি প্রসঙ্গে), আমাদের কাছে 'ইমারা'—আইন-এ যের সহ—নেই, সাহাবীদের মধ্যে উবাই ইবনে ইমারা ছাড়া। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ একে পেশ সহ উচ্চারণ করেছেন। এবং তাকে (উবাই ইবনে ইমারাকে) ছাড়া অন্য সবাই 'উমারা'—আইন-এ পেশ সহ—উচ্চারণ করেছেন। আর আল্লাহই অধিক অবগত।

كَرِيزٌ وَكُرَيْزٌ: حَكَى أَبُو عَلِيّ الْغَسَّانِيُّ فِي كِتَابِهِ " تَقْيِيدِ الْمُهْمَلِ " عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاحٍ أَنَّ كَرِيزًا - بِفَتْحِ الْكَافِ - فِي خُزَاعَةَ، وَكُرَيْزًا - بِضَمِّهَا - فِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ.

قُلْتُ: وَكُرَيْزٌ - بِضَمِّهَا - مَوْجُودٌ أَيْضًا فِي غَيْرِهِمَا، وَلَا نَسْتَدْرِكُ فِي الْمَفْتُوحِ بَأَيُّوبَ بْنِ كُرَيْزٍ الرَّاوِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ لِكَوْنِ عَبْدِ الْغَنِيّ ذَكَرَهُ بِالْفَتْحِ؛ لِأَنَّهُ بِالضَّمِّ، كَذَلِكَ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ.

حِزَامٌ: بِالزَّايِ فِي قُرَيْشٍ، وَحَرَامٌ: بِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ فِي الْأَنْصَارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ذَكَرَ أَبُو عَلِيّ بْنُ الْبَرَدَانِيّ أَنَّهُ سَمِعَ الْخَطِيبَ الْحَافِظَ يَقُولُ: الْعَيْشِيُّونَ بَصْرِيُّونَ، وَالْعَبْسِيُّونَ كُوفِيُّونَ، وَالْعَنْسِيُّونَ شَامِيُّونَ.

قُلْتُ: وَقَدْ قَالَهُ قَبْلَهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَهَذَا عَلَى الْغَالِبِ، الْأَوَّلُ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، وَالثَّانِي بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَالثَّالِثُ بِالنُّونِ، وَالسِّينُ فِيهِمَا غَيْرُ مُعْجَمَةٍ.

أَبُو عُبَيْدَةَ: كُلُّهُ بِالضَّمِّ، بَلَغَنَا عَنِ الدَّارَقُطْنِيّ أَنَّهُ قَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يُكْنَى أَبَا عَبِيدَةَ بِالْفَتْحِ.

কারীয ও কুরাইয: আবূ আলী আল-গাস্সানী তাঁর "তাক্বয়িদিল মুহমাল" নামক গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবন ওয়াদ্দাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কারীয (কাফ-এ ফাতহা সহকারে) খুযা'আ গোত্রের এবং কুরাইয (কাফ-এ দম্মা সহকারে) আব্দ শামস ইবন আব্দ মানাফ গোত্রের লোক।

আমি বলি: এবং কুরাইয (দম্মা সহকারে) তাদের ছাড়াও অন্যদের মধ্যেও বিদ্যমান। আমরা আয়্যূব ইবন কুরাইয-এর ক্ষেত্রে, যিনি আব্দুর রহমান ইবন গান্ম থেকে বর্ণনা করেছেন, ফাতহা (কারীয) সংক্রান্ত বিষয়ে সংশোধন করব না, কারণ আব্দুল গানী তাকে ফাতহা সহকারে উল্লেখ করেছেন; অথচ তিনি দম্মা সহকারে (কুরাইয)। দারাকুতনী এবং অন্যান্যরাও তাকে এভাবেই (দম্মা সহকারে) উল্লেখ করেছেন।

হিযাম: (যা সহকারে) কুরাইশ গোত্রে, এবং হারাম: (রা' আল-মুহমালাহ্ সহকারে) আনসার গোত্রে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আবূ আলী ইবনুল বারাযানী উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আল-খাতীব আল-হাফিযকে বলতে শুনেছেন: আল-'আইশিয়্যূনগণ বাসরাবাসী, আল-'আবিসয়্যূনগণ কূফাবাসী, এবং আল-'আনসিয়্যূনগণ শামবাসী (সিরীয়)।
আমি বলি: এর পূর্বে আল-হাকিম আবূ আব্দুল্লাহও এটি বলেছেন। এবং এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে (প্রযোজ্য)। প্রথমটি শিন আল-মু'জামা (নুক্বতা সহ ش), দ্বিতীয়টি বা' আল-মুওয়াহহাদাহ (এক নুক্বতা সহ ب), এবং তৃতীয়টি নুন (ন) সহকারে। আর সবকয়টিতে সিন (س) নুক্বতা বিহীন।
আবূ উবাইদাহ: এটি সম্পূর্ণটাই দম্মা সহকারে (উচ্চারিত)। দারাকুতনী থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন: আমরা এমন কাউকে জানি না যার কুনিয়াত 'আবূ আবীদাহ' ফাতহা সহকারে (উচ্চারিত)।

وَهَذِهِ أَشْيَاءُ اجْتَهَدْتُ فِي ضَبْطِهَا، مُتَتَبِّعًا مَنْ ذَكَرَهُمُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَعَبْدُ الْغَنِيِّ وَابْنُ مَاكُولَاءَ.

مِنْهَا: السَّفْرُ بِإِسْكَانِ الْفَاءِ، وَالسَّفَرُ، بِفَتْحِهَا، وَجَدْتُ الْكُنَى مِنْ ذَلِكَ بِالْفَتْحِ، وَالْبَاقِي بِالْإِسْكَانِ، وَمِنَ الْمَغَارِبَةِ مِنْ سَكَّنَ الْفَاءَ مِنْ أَبِي السَّفَرِ سَعِيدِ بْنِ يُحْمِدَ، وَذَلِكَ خِلَافُ مَا يَقُولُهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، حَكَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُمْ.

عِسْلٌ: بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ، وَعَسَلٌ بِفَتْحِهِمَا، وَجَدْتُ الْجَمِيعَ مِنَ الْقَبِيلِ الْأَوَّلِ، وَمِنْهُمْ: عِسْلُ بْنُ سُفْيَانَ، إِلَّا عَسَلَ بْنَ ذَكْوَانَ الْأَخْبَارِيَّ الْبَصْرِيَّ، فَإِنَّهُ بِالْفَتْحِ، ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ، وَوَجَدْتُهُ بِخَطِّ الْإِمَامِ أَبِي مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيِّ فِي كِتَابِهِ " تَهْذِيبِ اللُّغَةِ " بِالْكَسْرِ وَالْإِسْكَانِ أَيْضًا، وَلَا أُرَاهُ ضَبَطَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

غَنَّامٌ: بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ الْمُشَدَّدَةِ، وَعَثَّامٌ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ الْمُشَدَّدَةِ، وَلَا يُعْرَفُ مِنَ الْقَبِيلِ الثَّانِي غَيْرُ عَثَّامِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَامِرِيِّ الْكُوفِيِّ، وَالِدِ عَلِيٍّ

بْنِ عَثَّامٍ الزَّاهِدِ، وَالْبَاقُونَ مِنَ الْأَوَّلِ، مِنْهُمْ: غَنَّامُ بْنُ أَوْسٍ: صَحَابِيٌّ بَدْرِيٌّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قُمَيْرٌ وَقَمِيرٌ: الْجَمِيعُ بِضَمِّ الْقَافِ، وَمِنْهُمْ مَكِّيُّ بْنُ قُمَيْرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، إِلَّا امْرَأَةَ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَمِيرَ بِنْتَ عَمْرٍو، فَإِنَّهَا بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْمِيمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

এবং এইগুলো এমন বিষয় যার সঠিক বিন্যাস নির্ণয়ে আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি, দারাকুতনী, আব্দুল গনী এবং ইবনে মাকুলা যাদের উল্লেখ করেছেন তাদের অনুসরণ করে। এর মধ্যে রয়েছে: আস-সাফর (ফা-কে সাকিন করে) এবং আস-সাফার (ফা-কে ফাতহা দিয়ে)। আমি এই বিষয়ে সমস্ত কুনিয়া (উপনাম) ফাতহা সহ পেয়েছি এবং বাকিগুলো ইসকান (সাকিন) সহ। তবে মাগরিববাসীদের মধ্যে কেউ কেউ আবী আস-সাফার সাঈদ ইবনে ইয়াহমিদ-এর 'ফা'-কে সাকিন করেছেন, এবং এটি হাদিসবেত্তাদের মতের পরিপন্থী, দারাকুতনী তাদের থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

ইসলুন: আইন-কে কাসরা দিয়ে এবং সিন-কে সাকিন করে। এবং আসালুন: উভয়কে ফাতহা দিয়ে। আমি সকলকে প্রথম প্রকারের (অর্থাৎ ইসলুন) পেয়েছি, তাদের মধ্যে রয়েছেন: ইসল ইবনে সুফিয়ান। কেবল আসাল ইবনে যাকওয়ান আল-আখবারী আল-বসরী ছাড়া, কারণ তিনি ফাতহা সহকারে। দারাকুতনী ও অন্যান্যরা এটি উল্লেখ করেছেন। এবং আমি এটি ইমাম আবু মানসুর আল-আজহারী-এর হস্তলিপিতে তার গ্রন্থ "তাহযিবুল লুগাহ"-এ কাসরা ও ইসকান সহ পেয়েছি। তবে আমি মনে করি না তিনি এটি সঠিকভাবে বিন্যাস করেছেন, এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

গান্নামুন: গাঈন (নুকতাযুক্ত) এবং নুন (তাশদীদযুক্ত) সহকারে। এবং আথথামুন: আইন (নুকতাহীন) এবং ছা (তিন নুকতাযুক্ত, তাশদীদযুক্ত) সহকারে। দ্বিতীয় প্রকারের (অর্থাৎ আথথামুন) মধ্যে আথথাম ইবনে আলী আল-আমিরী আল-কুফী, যিনি আলী ইবনে আথথাম আল-যাহিদের পিতা, ছাড়া আর কাউকে চেনা যায় না। এবং বাকিরা প্রথম প্রকারের (অর্থাৎ গান্নামুন), তাদের মধ্যে রয়েছেন: গান্নাম ইবনে আওস: একজন বদরী সাহাবী, এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

কুমাইরুন এবং ক্বামিরুন: সকলেই ক্বাফ-কে যম্মা দিয়ে। তাদের মধ্যে রয়েছেন মাক্কী ইবনে কুমাইর, যিনি জাফার ইবনে সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেন। কেবল মাসরুক ইবনে আল-আজদা'-এর স্ত্রী ক্বামিরাহ বিনত আমর ছাড়া, কারণ তার ক্ষেত্রে ক্বাফ-কে ফাতহা দিয়ে এবং মিম-কে কাসরা দিয়ে উচ্চারণ করা হয়, এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

مِسْوَرٌ وَمُسَوَّرٌ: أَمَّا مُسَوَّرٌ - بِضَمِّ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا - فَهُوَ مُسَوَّرُ بْنُ يَزِيدَ الْمَالِكِيُّ الْكَاهِلِيُّ، لَهُ صُحْبَةٌ، وَمُسَوَّرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَرْبُوعِيُّ رَوَى عَنْهُ مَعْنُ بْنُ عِيسَى، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمَنْ سِوَاهُمَا - فِيمَا نَعْلَمُ - بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ السِّينِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْحَمَّالُ وَالْجَمَّالُ: لَا نَعْرِفُ فِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ - أَوْ فِيمَنْ ذُكِرَ مِنْهُمْ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُتَدَاوَلَةِ - الْحَمَّالَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، صِفَةً لَا اسْمًا، إِلَّا هَارُونَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالَ، وَالِدَ مُوسَى بْنِ هَارُونَ الْحَمَّالِ الْحَافِظِ، حَكَى عَبْدُ الْغَنِيِّ الْحَافِظُ أَنَّهُ كَانَ بَزَّازًا، فَلَمَّا تَزَهَّدَ حَمَلَ، وَزَعَمَ الْخَلِيلِيُّ وَابْنُ الْفَلَكِيِّ أَنَّهُ لُقِّبَ بِالْحَمَّالِ لِكَثْرَةِ مَا حَمَلَ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَا أُرَى مَا قَالَاهُ يَصِحُّ، وَمَنْ عَدَاهُ فَالْجَمَّالُ بِالْجِيمِ، مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ، حَدَّثَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ يُوجَدُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا يُؤْمَنُ فِيهِ مِنَ الْغَلَطِ، وَيَكُونُ اللَّافِظُ فِيهِ مُصِيبًا كَيْفَمَا قَالَ، مِثْلُ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطِ، وَهُوَ أَيْضًا الْخَبَّاطُ وَالْخَيَّاطُ، إِلَّا أَنَّهُ اشْتَهَرَ بِعِيسَى الْحَنَّاطِ، بِالْحَاءِ وَالنُّونِ، كَانَ خَيَّاطًا لِلثِّيَابِ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَصَارَ حَنَّاطًا يَبِيعُ الْحِنْطَةَ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَصَارَ خَبَّاطًا يَبِيعُ الْخَبَطَ الَّذِي تَأْكُلُهُ الْإِبِلُ، وَكَذَلِكَ مُسْلِمٌ

মিসওয়ার ও মুসাওয়ার: 'মুসাওয়ার' – মীম-এ পেশ, ওয়াও-এ তাশদীদ ও ফাতহা সহকারে – তিনি হলেন মুসাওয়ার ইবনে ইয়াজিদ আল-মালিকী আল-কাহিলী; তাঁর সাহচর্য (নবীজির)

ছিল। এবং মুসাওয়ার ইবনে আব্দুল মালিক আল-ইয়ারবুঈ, তাঁর থেকে মা'ন ইবনে ঈসা বর্ণনা করেছেন; ইমাম বুখারী তাঁর উল্লেখ করেছেন। আর আমরা যা জানি, তাদের ব্যতীত অন্য যারা আছেন, তাদের ক্ষেত্রে মীম-এ কাসরা এবং সীন-এ সুকুন (অর্থাৎ মিসওয়ার) হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

হাম্মাল ও জামাল: আমরা হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে – অথবা প্রচলিত হাদীস গ্রন্থসমূহে উল্লিখিতদের মধ্যে – হা-মুহমালাহ (ح) যুক্ত 'আল-হাম্মাল' উপাধিটিকে (গুণবাচক পদ হিসেবে, নাম হিসেবে নয়) জানি না, হারুন ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হাম্মাল ব্যতীত। যিনি মুসা ইবনে হারুন আল-হাম্মাল আল-হাফিজের পিতা। আব্দুল গনি আল-হাফিজ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একজন কাপড় বিক্রেতা (বাজ্জাজ) ছিলেন, অতঃপর যখন তিনি দুনিয়াবিমুখ হলেন, তখন ভার বহন শুরু করলেন। আর আল-খলিলি ও ইবনুল ফালাকি দাবি করেছেন যে, তিনি অধিক ইলম (জ্ঞান) ধারণ করার কারণে 'আল-হাম্মাল' উপাধি লাভ করেছিলেন। তবে তাদের উভয়জনের কথা সঠিক বলে আমার মনে হয় না। আর তিনি ব্যতীত অন্য যারা আছেন, তারা জীম (ج) যুক্ত 'আল-জাম্মাল' হবেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন মুহাম্মদ ইবনে মেহরান আল-জাম্মাল, তাঁর থেকে বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্যরা হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আর এই অধ্যায়ে এমনও পাওয়া যায় যেখানে ভুল থেকে মুক্ত থাকা যায়, এবং উচ্চারণকারী যেভাবে ইচ্ছা উচ্চারণ করলেও সঠিক হবে। যেমন ঈসা ইবনে আবি ঈসা আল-হান্নাত, যিনি আল-খাব্বাত এবং আল-খাইয়্যাতও ছিলেন। তবে তিনি হা (ح) এবং নুন (ن)-যুক্ত 'ঈসা আল-হান্নাত' নামেই প্রসিদ্ধ। তিনি পোশাকের দরজি ছিলেন, অতঃপর তা ছেড়ে দিলেন এবং হান্নাত (গম বিক্রেতা) হলেন, গম বিক্রি করতেন। অতঃপর তিনি সেটাও ছেড়ে দিলেন এবং খাব্বাত (খাবত বিক্রেতা) হলেন, যে খাবত উট খায়, তা বিক্রি করতেন। এবং তেমনি মুসলিম

(ص: 349)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الْخَبَّاطُ، بِالْبَاءِ الْمَنْقُوطَةِ بِوَاحِدَةٍ، اجْتَمَعَ فِيهِ الْأَوْصَافُ الثَّلَاثَةُ، حَتَّى اجْتِمَاعَهَا فِي هَذَيْنِ الشَّخْصَيْنِ الْإِمَامُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: ضَبْطُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، أَوْ مَا فِيهِمَا مَعَ الْمُوَطَّأِ مِنْ ذَلِكَ، عَلَى الْخُصُوصِ.

فَمِنْ ذَلِكَ: بَشَّارٌ - بِالشِّينِ الْمَنْقُوطَةِ - وَالِدُ بُنْدَارٍ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، وَسَائِرُ مَنْ فِي الْكِتَابَيْنِ يَسَارٌ - بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ فِي أَوَّلِهِ، وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ - ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ فِي كِتَابِهِ.

وَفِيهِمَا جَمِيعًا: سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ وَسَيَّارُ بْنُ أَبِي سَيَّارٍ وَرْدَانُ، وَلَكِنْ لَيْسَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ وَإِنْ قَارَبَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

جَمِيعُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْمُوَطَّأِ مِمَّا هُوَ عَلَى صُورَةِ بِشْرٍ: فَهُوَ بِالشِّينِ الْمَنْقُوطَةِ وَكَسْرِ الْبَاءِ، إِلَّا أَرْبَعَةً فَإِنَّهُمْ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الْبَاءِ، وَهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ الْمَازِنِيُّ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَبُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ، وَبُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، وَبُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ الدِّيلِيُّ، وَقَدْ قِيلَ فِي ابْنِ مِحْجَنٍ: بِشْرٌ، بِالشِّينِ الْمَنْقُوطَةِ، حَكَاهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ وَلَدِهِ وَرَهْطِهِ، وَبِالْأَوَّلِ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَكْثَرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَجَمِيعُ مَا فِيهَا عَلَى صُورَةِ بَشِيرٍ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ قَبْلَ الرَّاءِ، فَهُوَ بِالشِّينِ الْمَنْقُوطَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ إِلَّا أَرْبَعَةً: فَاثْنَانِ مِنْهُمْ بِضَمِّ الْبَاءِ وَفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، وَهُمَا: بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ الْعَدَوِيُّ، وَبُشَيْرُ

আল-খাব্বাত (বা' এর নিচে একটি ফোঁটা সহ), তাতে তিনটি বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়েছে। ইমাম দারাকে কুতনি এই দুই ব্যক্তির মধ্যে তাদের একত্রিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

দ্বিতীয় অংশ: সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ যা আছে, অথবা মুয়াত্তার সাথে সে দুটিতে যা আছে, বিশেষভাবে সেগুলোর সঠিক রূপ।

তন্মধ্যে: বাশশার (শীন অক্ষরের উপর তিনটি ফোঁটা সহ), ইনি বান্দার মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-এর পিতা। আর দুই কিতাবে অন্যান্য সকলে ইয়াসার (প্রথমে দুই ফোঁটাযুক্ত ইয়া এবং ফোঁটাবিহীন সীন সহ)। আবু আলী আল-গাসসানী তাঁর কিতাবে এ কথা উল্লেখ করেছেন।

এবং সে দুটিতে একত্রে: সাইয়ার ইবনু সালামাহ এবং সাইয়ার ইবনু আবী সাইয়ার ওয়ারদান, তবে তারা এই রূপে নয়, যদিও তারা কাছাকাছি। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

সহীহাইন ও মুয়াত্তার সকল কিছু যা 'বিশ্‌র' রূপে আছে, তা শীন অক্ষরের উপর তিনটি ফোঁটা এবং বা' অক্ষরের নিচে যের (ِ) সহ। তবে চারজন ব্যতীত, কেননা তারা ফোঁটাবিহীন সীন

এবং বা' অক্ষরের উপর পেশ (ু) সহ। তারা হলেন: সাহাবীদের মধ্য থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর আল-মাযিনী, বুসর ইবনু সাঈদ, বুসর ইবনু উবাইদুল্লাহ আল-হাযরামী, এবং বুসর ইবনু মিহজান আদ-দাইলী। ইবনু মিহজান সম্পর্কে বিশ্‌র (শীন অক্ষরের উপর তিনটি ফোঁটা সহ) বলা হয়েছে; এ কথা আহমাদ ইবনু সালিহ আল-মিসরী তাঁর সন্তানদের ও গোত্রের একদল থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে প্রথমোক্ত মতটি ইমাম মালিক ও অধিকাংশ উলামা বলেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এবং এতে যা কিছু বাশীর রূপে আছে (রা' অক্ষরের পূর্বে নিচে দুটি ফোঁটাযুক্ত ইয়া সহ), তা শীন অক্ষরের উপর তিনটি ফোঁটা এবং বা' অক্ষরের উপর ফাতহা (া) সহ। তবে চারজন ব্যতীত: তাদের মধ্যে দুজন বা' অক্ষরের উপর পেশ (ু) এবং শীন অক্ষরের উপর ফাতহা (া) সহ। এবং তারা হলেন: বুশাইর ইবনু কা'ব আল-আদাবী, এবং বুশাইর

بْنُ يَسَارٍ، وَالثَّالِثُ يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو، وَهُوَ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَأَوَّلُهُ يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتُ مَضْمُومَةٌ، وَيُقَالُ فِيهِ أَيْضًا: أُسَيْرٌ، وَالرَّابِعُ قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ، وَهُوَ بِالنُّونِ الْمَضْمُومَةِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

كُلُّ مَا فِيهَا عَلَى صُورَةِ يَزِيدَ، فَهُوَ بِالزَّايِ وَالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ إِلَّا ثَلَاثَةً أَحَدُهَا: بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، فَإِنَّهُ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَالثَّانِي: مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ بْنِ الْبِرِنْدِ، فَإِنَّهُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَكْسُورَتَيْنِ وَبَعْدَهُمَا نُونٌ سَاكِنَةٌ. وَفِي كِتَابِ " عُمْدَةِ الْمُحَدِّثِينَ " وَغَيْرِهِ أَنَّهُ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَالرَّاءِ، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ مَاكُولَاءَ غَيْرَهُ، وَالثَّالِثُ: عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، فَإِنَّهُ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَكْسُورَةِ وَالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

كُلُّ مَا يَأْتِي فِيهَا مِنَ الْبَرَاءِ فَإِنَّهُ بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ، إِلَّا أَبَا مَعْشَرٍ الْبَرَّاءَ، وَأَبَا الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءَ، فَإِنَّهُمَا بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ، وَالْبَرَّاءُ الَّذِي يَبْرِي الْعُودَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْمُوَطَّأِ جَارِيَةُ - بِالْجِيمِ - إِلَّا جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ جَارِيَةَ، وَمَنْ عَدَاهُمَا فَهُوَ حَارِثَةُ، بِالْحَاءِ وَالثَّاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ইবনে ইয়াসার। এবং তৃতীয়টি হলো ইউসাইর ইবনে আমর; এটি নুকতাবিহীন সীন (س) দ্বারা, এবং এর প্রথম অক্ষর হলো নিচের দিক থেকে দুই নুকতাবিশিষ্ট ইয়া (ي) যা যম্মা (পেশ) যুক্ত। এবং এটি উসাইরও (أُسَيْرٌ) বলা হয়। আর চতুর্থটি হলো কাতান ইবনে নুসাইর; এটি যম্মা (পেশ) যুক্ত নুন (نُ) এবং নুকতাবিহীন সীন (س) দ্বারা। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এতে (গ্রন্থ বা প্রসঙ্গে) যা কিছু ইয়াযীদ (يزيد) রূপে আছে, তা য্যায় (ز) এবং নিচের দিক থেকে দুই নুকতাবিশিষ্ট ইয়া (ي) দ্বারা গঠিত। তবে তিনটি ব্যতীত: প্রথমটি হলো বুরাইদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবী বুরদাহ; কারণ এটি এক নুকতাবিশিষ্ট বা (ب)-এর যম্মা (পেশ) সহ এবং নুকতাবিহীন রা (ر) দ্বারা। দ্বিতীয়টি হলো মুহাম্মদ ইবনে আরআরা ইবনে আল-বিরিন্দ; কারণ এটি এক নুকতাবিশিষ্ট বা (ب) এবং নুকতাবিহীন রা (ر) উভয়ই কাছরা (জের) যুক্ত এবং তাদের পরে সাকিন (জযম) যুক্ত নুন (ن) রয়েছে। 'উমদাতুল মুহাদ্দিসীন' নামক গ্রন্থ এবং অন্যান্যতে আছে যে, এটি ফাথা (যবর) যুক্ত বা এবং রা দ্বারা; তবে প্রথমোক্ত (কাছরাযুক্ত) উচ্চারণটিই অধিক প্রসিদ্ধ। আর ইবনে মাকুলাহ (প্রথমোক্ত উচ্চারণ) ব্যতীত অন্য কিছু উল্লেখ করেননি। তৃতীয়টি হলো আলী ইবনে হাশিম ইবনে আল-বারীদ; কারণ এটি ফাথা (যবর) যুক্ত এক নুকতাবিশিষ্ট বা (ب), কাছরা (জের) যুক্ত নুকতাবিহীন রা (ر) এবং নিচের দিক থেকে দুই নুকতাবিশিষ্ট ইয়া (ي) দ্বারা গঠিত। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এতে (গ্রন্থ বা প্রসঙ্গে) আল-বারা (البراء) যা কিছু আসে, তা রা (ر)-এর তাখফীফ (হালকা উচ্চারণ, অর্থাৎ তাশদীদ ছাড়া) সহ উচ্চারিত হয়। তবে আবূ মা'শার আল-বার্রা (البرّاء) এবং আবুল আলিয়া আল-বার্রা (البرّاء) ব্যতীত; কারণ তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে রা (ر) তাশদীদ (شد) যুক্ত হয়। আর আল-বার্রা (البرّاء) হলো সে ব্যক্তি যে লাঠি বা কাঠ ছাঁটে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এবং মুয়াত্তায় জিম (ج) দ্বারা 'জারিয়াহ' (جارية) নেই, তবে জারিয়াহ ইবনে কুদামাহ এবং ইয়াযীদ ইবনে জারিয়াহ ব্যতীত। এবং তাদের ছাড়া অন্য যে কেউ (এই রূপে) আছে, সে হলো হারিসাহ (حارثة), হা (ح) এবং থা (ث) দ্বারা। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

لَيْسَ فِيهَا حَرِيزٌ - بِالْحَاءِ فِي أَوَّلِهِ وَالزَّايِ فِي آخِرِهِ - إِلَّا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ الرَّحَبِيُّ الْحِمْصِيُّ، وَأَبُو حَرِيزٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي الرَّاوِي عَنْ عِكْرِمَةَ وَغَيْرِهِ. وَمَنْ عَدَاهُمَا جَرِيرٌ بِالْجِيمِ، وَرُبَّمَا اشْتَبَهَا بِحُدَيْرٍ - بِالدَّالِ - وَهُوَ فِيهَا وَالِدُ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، وَوَالِدُ زَيْدٍ وَزِيَادٍ ابْنَيْ حُدَيْرٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

لَيْسَ فِيهَا حِرَاشٌ - بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ - إِلَّا وَالِدُ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، وَمَنْ بَقِيَ مِمَّنِ اسْمُهُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَهُوَ خِرَاشٌ، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

لَيْسَ فِيهَا حَصِينٌ - بِفَتْحِ الْحَاءِ - إِلَّا فِي أَبِي حَصِينٍ عُثْمَانَ بْنِ عَاصِمٍ الْأَسَدِيِّ، وَمَنْ عَدَاهُ حُصَيْنٌ بِضَمِّ الْحَاءِ، وَجَمِيعُهُ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، إِلَّا حُضَيْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ أَبَا سَاسَانَ، فَإِنَّهُ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

كُلُّ مَا فِيهَا مِنْ حَازِمٍ وَأَبِي حَازِمٍ فَهُوَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ خَازِمٍ أَبَا مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرَ، فَإِنَّهُ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الَّذِي فِيهَا مِنْ حَبَّانَ - بِالْحَاءِ الْمَفْتُوحَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُشَدَّدَةِ - حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ: وَالِدُ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، وَجَدُّ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَجَدُّ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، وَحَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ مَنْسُوبًا وَغَيْرَ مَنْسُوبٍ، عَنْ شُعْبَةَ وَعَنْ وُهَيْبٍ وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، وَعَنْ أَبَانِ بْنِ يَزِيدَ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَعَنْ أَبِي عَوَانَةَ.

وَالَّذِي فِيهَا مِنْ حِبَّانَ - بِكَسْرِ الْحَاءِ - حِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، وَحِبَّانُ بْنُ مُوسَى، وَهُوَ حِبَّانُ

এর মধ্যে হারীয (Ḥarīz) — যার শুরুতে হা (ح) এবং শেষে যা (ز) রয়েছে — বলতে কেবল হারীয ইবনু উসমান আর-রাহাবী আল-হিমসী এবং আবূ হারীয আব্দুল্লাহ ইবনুল হুসায়ন আল-কাদী, যিনি ইকরিমা ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন, তাদের বুঝানো হয়। তাদের ব্যতীত অন্য সবাই জারীর (Jarīr), যার শুরুতে জিম (ج) রয়েছে। কখনো তা হুদায়র (Ḥudayr) — যার শুরুতে দাল (د) রয়েছে — এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হতে পারে। আর এর

মধ্যে তিনি হলেন ইমরান ইবনু হুদায়র-এর পিতা এবং যায়দ ও যিয়াদ ইবনু হুদায়র-এর পিতা। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এর মধ্যে হিরাশ (Ḥirāsh) — যার শুরুতে হা (ح) অক্ষর — বলতে কেবল রিব'ঈ ইবনু হিরাশ-এর পিতা ব্যতীত অন্য কেউ নেই। আর এই রূপে যাদের নাম অবশিষ্ট আছে, তারা সবাই খিরাশ (Khirāsh), যার শুরুতে খা (خ) অক্ষর রয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এর মধ্যে হাসীন (Ḥaṣīn) — যার হা (ح) অক্ষর ফাতহা-যুক্ত — বলতে কেবল আবূ হাসীন উসমান ইবনু আসিম আল-আসাদী ব্যতীত অন্য কেউ নেই। আর তার ব্যতীত অন্য সবাই হুসায়ন (Ḥuṣayn) যার হা (ح) অক্ষর দম্মা-যুক্ত। সবগুলোতে সাদ (ص) অক্ষর রয়েছে, কেবল হুদ্বাইন (Ḥuḍayn) ইবনুল মুনযির আবূ সাসান ব্যতীত, কারণ তার নামের শুরুতে দ্বাদ (ض) অক্ষর রয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এর মধ্যে যত হাযিম (Ḥāzim) এবং আবূ হাযিম রয়েছে, তাদের সবার শুরুতে হা (ح) অক্ষর রয়েছে, কেবল মুহাম্মাদ ইবনু খাযিম (Khāzim) আবূ মু'আওয়িয়াহ আদ-দারীর ব্যতীত, কারণ তার নামের শুরুতে খা (خ) অক্ষর রয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এর মধ্যে যত হাব্বান (Ḥabbān) — যার শুরুতে ফাতহা-যুক্ত হা (ح) এবং একবিন্দুযুক্ত ও তাশদীদ-যুক্ত বা (ب) রয়েছে — তারা হলেন হাব্বান ইবনু মুনকিয: ওয়াসী' ইবনু হাব্বান-এর পিতা, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু হাব্বান-এর দাদা, এবং হাব্বান ইবনু ওয়াসী' ইবনু হাব্বান-এর দাদা। এবং হাব্বান ইবনু হিলাল, উল্লেখিত ও অনুক্ত উভয় ক্ষেত্রে, যিনি শু'বা থেকে, ওয়াহীব থেকে, হাম্মাম ইবনু ইয়াহইয়া থেকে, আবান ইবনু ইয়াযীদ থেকে, সুলায়মান ইবনুল মুগীরাহ থেকে এবং আবূ আওয়ানাহ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর এর মধ্যে যত হিব্বান (Ḥibbān) — যার হা (ح) অক্ষর কাসরা-যুক্ত — তারা হলেন হিব্বান ইবনু আতিয়্যাহ, এবং হিব্বান ইবনু মূসা, আর তিনি হিব্বান

غَيْرُ مَنْسُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَابْنُ الْعَرِقَةِ اسْمُهُ أَيْضًا حِبَّانُ، وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ فَهُوَ حَيَّانُ، بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الَّذِي فِي هَذِهِ الْكُتُبِ مِنْ خُبَيْبٍ - بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمَضْمُومَةِ - خُبَيْبُ بْنُ عَدَيٍّ، وَخُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ يَسَافٍ، وَهُوَ خُبَيْبٌ غَيْرُ مَنْسُوبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ، وَأَبُو خُبَيْبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَمَنْ عَدَاهُمْ فَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

لَيْسَ فِيهَا حُكَيْمٌ - بِالضَّمِّ - إِلَّا حُكَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَزُرَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

كُلُّ مَا فِيهَا مِنْ رَبَاحٍ فَهُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، إِلَّا زِيَادَ بْنَ رِيَاحٍ، وَهُوَ أَبُو قَيْسٍ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَقَدْ حَكَى الْبُخَارِيُّ فِيهِ الْوَجْهَيْنِ بِالْبَاءِ وَالْيَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

زُبَيْدٌ وَزُيَيْدٌ: لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ إِلَّا زُبَيْدٌ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَهُوَ زُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ الْيَامِيُّ، وَلَيْسَ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا زُيَيْدٌ

অজ্ঞাত সূত্র থেকে, আব্দুল্লাহ থেকে, যিনি ইবনুল মুবারাক; এবং ইবনুল আ'রাকার নামও ছিলো হিব্বান (حِبَّان)। আর এরা ছাড়া অন্য যার নাম আসবে, সে হবে হাইয়্যান (حَيَّان), নীচের দুটি ফোঁটাযুক্ত ইয়া (ي) অক্ষর দ্বারা। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এই কিতাবসমূহে খুবাইব (خُبَيْب) প্রসঙ্গে যা আছে — নুকতাযুক্ত খ (خ) অক্ষর এবং পেশ (ضمَّة) সহকারে — তারা হলেন খুবাইব ইবনে আদি, এবং খুবাইব ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে খুবাইব ইবনে ইয়াসাফ; এবং তিনি হলেন খুবাইব যার বংশপরিচয় অনির্দিষ্ট, হাফস ইবনে আসিম থেকে এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মা'ন থেকে। আর আবু খুবাইব হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর। আর এঁদের ছাড়া অন্য যার নাম আসবে, তা হবে নুকতাবিহীন হা (ح) অক্ষর দ্বারা। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এই কিতাবসমূহে হুকাইম (حُكَيْم) নেই — পেশ (ضمَّة) সহকারে — ব্যতীত হুকাইম ইবনে আব্দুল্লাহ এবং যুরাইক ইবনে হুকাইম। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এই কিতাবসমূহে রাবাহ (رَبَاح) প্রসঙ্গে যা আছে তার সবই এক ফোঁটাযুক্ত বা (ب) অক্ষর দ্বারা, তবে যিয়াদ ইবনে রিয়াহ (رِيَاح) ব্যতীত। তিনিই আবু কায়স, যিনি আবু হুরায়রাহ থেকে কিয়ামতের আলামত এবং জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশের

মতে, তাঁর নাম নীচের দুই ফোঁটাযুক্ত ইয়া (ي) অক্ষর দ্বারা। আর বুখারী (রহ.) এতে উভয় রূপ — বা (ب) এবং ইয়া (ي) — উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।
যুবাইদ (زُبَيْد) এবং যুয়াইদ (زُيَيْد): সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ এক ফোঁটাযুক্ত বা (ب) অক্ষর দ্বারা যুবাইদ (زُبَيْد) ব্যতীত অন্য কেউ নেই, এবং তিনি হলেন যুবাইদ ইবনে আল-হারিছ আল-ইয়ামি। এবং মুয়াত্তায় এ বিষয়ে যুয়াইদ (زُيَيْد) ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

بِيَاءَيْنِ مُثَنَّاتَيْنِ مِنْ تَحْتُ، وَهُوَ زُيَيْدُ بْنُ الصَّلْتِ، يُكْسَرُ أَوَّلُهُ وَيُضَمُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
فِيهَا سَلِيمٌ - بِفَتْحِ السِّينِ - وَاحِدٌ، وَهُوَ سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، وَمَنْ عَدَاهُ فِيهَا فَهُوَ سُلَيْمٌ، بِالضَّمِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِيهَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ، وَسَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَسَلْمُ بْنُ أَبِي الذَّيَّالِ، وَسَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ بِإِسْكَانِ اللَّامِ، وَمَنْ عَدَاهُمْ: سَالِمٌ، بِالْأَلِفِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِيهَا: سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ بِالْجِيمِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ، وَمَنْ عَدَاهُمْ فِيهَا فَهُوَ بِالشِّينِ الْمَنْقُوطَةِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِيهَا: سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَسَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ، وَسَلْمَانُ الْأَغَرُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ، وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةَ سُلَيْمَانُ بِالْيَاءِ، وَأَبُو حَازِمٍ الْأَشْجَعِيُّ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْمُهُ سَلْمَانُ بِغَيْرِ يَاءٍ، لَكِنْ ذُكِرَا بِالْكُنْيَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِيهَا: سَلِمَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ، عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ الْجَرْمِيُّ إِمَامُ قَوْمِهِ، وَبَنُو سَلِمَةَ الْقَبِيلَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَالْبَاقِي سَلَمَةُ بِفَتْحِ اللَّامِ، غَيْرَ أَنَّ

নিচে দুই নুকতাযুক্ত ইয়া (ي) সহকারে, এবং তিনি হলেন যুয়াইদ ইবন আস-সালত; তার প্রথম অক্ষরটি কাসরা এবং দম্মা উভয়ভাবে উচ্চারিত হয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এতে সালীম - সীন (س)-এর উপর ফাতহা সহকারে - একজন মাত্র, এবং তিনি হলেন সালীম ইবন হাইয়ান। আর এই ক্ষেত্রে (উল্লিখিত) যিনি তিনি ব্যতীত অন্য কেউ হলে, তিনি সুলাইম, দম্মা সহকারে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এবং এতে সালম ইবন যারীর, সালম ইবন কুতাইবাহ, সালম ইবন আবিয-যায়্যাল এবং সালম ইবন আব্দুর রহমান (উল্লিখিত)। এই চারজন লাম (ل)-এর উপর সুকুন সহকারে। আর যারা এঁরা ব্যতীত অন্য কেউ, তিনি হলেন সালিম, আলিফ (ا) সহকারে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এবং এতে সুরইয়জ ইবন ইউনুস, সুরইয়জ ইবন নু'মান, এবং আহমাদ ইবন আবি সুরইয়জ (উল্লিখিত)। এই তিনজন জীম (ج) এবং নুকতাহীন সীন (س) সহকারে। আর এই ক্ষেত্রে (উল্লিখিত) যারা এঁরা ব্যতীত অন্য কেউ, তিনি নুকতাযুক্ত শীন (ش) এবং নুকতাহীন হা (ح) সহকারে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এবং এতে সালমান আল-ফারিসী, সালমান ইবন আমির, সালমান আল-আগার এবং আব্দুর রহমান ইবন সালমান (উল্লিখিত)। এই চারজন ব্যতীত যিনি অন্য কেউ, তিনি সুলাইমান, ইয়া (ي) সহকারে। আর আবু হাযিম আল-আশজাঈ, যিনি আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং আবু রাজাআ, যিনি আবু কিলাবার গোলাম ছিলেন - তাঁদের উভয়ের নাম সালমান, ইয়া (ي) ব্যতীত; তবে তাঁদেরকে কুনিয়ত (ডাকনাম) দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এবং এতে সালামাহ - লাম (ل)-এর উপর কাসরা সহকারে - হলেন আমর ইবন সালামাহ আল-জারমী, যিনি তাঁর কওমের ইমাম ছিলেন, এবং বনু সালামাহ হলো আনসারদের একটি গোত্র। আর বাকিরা হলেন সালামাহ, লাম (ل)-এর উপর ফাতহা সহকারে, তবে

عَبْدَ الْخَالِقِ بْنَ سَلَمَةَ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ ذُكِرَ فِيهِ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِيهَا: سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ، وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ، وَسِنَانُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو رَبِيعَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأُمُّ سِنَانٍ، وَأَبُو سِنَانٍ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ الشَّيْبَانِيُّ، وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ السِّتَّةَ شَيْبَانُ، بِالشِّينِ الْمَنْقُوطَةِ وَالْيَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

عَبِيدَةُ: بِفَتْحِ الْعَيْنِ، لَيْسَ فِي الْكُتُبِ الثَّلَاثَةِ إِلَّا عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَعَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَعَبِيدَةُ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَامِرُ بْنُ عَبِيدَةَ الْبَاهِلِيُّ، وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةَ فَعُبَيْدَةُ بِالضَّمِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

عُبَيْدٌ، بِغَيْرِ هَاءِ التَّأْنِيثِ، هُوَ بِالضَّمِّ حَيْثُ وَقَعَ فِيهَا.

وَكَذَلِكَ عُبَادَةُ بِالضَّمِّ حَيْثُ وَقَعَ، إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيَّ مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ، فَإِنَّهُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

عَبْدَةُ: هُوَ بِإِسْكَانِ الْبَاءِ حَيْثُ وَقَعَ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ، إِلَّا عَامِرَ بْنَ عَبْدَةَ فِي خُطْبَةِ كِتَابِ مُسْلِمٍ، وَإِلَّا بَجَالَةَ بْنَ عَبْدَةَ، عَلَى أَنَّ فِيهِمَا خِلَافًا، مِنْهُمْ مَنْ سَكَّنَ الْبَاءَ مِنْهُمَا أَيْضًا، وَعِنْدَ بَعْضِ رُوَاةِ مُسْلِمٍ عَامِرُ بْنُ عَبْدٍ، بِلَا هَاءٍ، وَلَا يَصِحُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

আব্দুল খালেক ইবনে সালামাহ-এর ক্ষেত্রে মুসলিমের কিতাবে ফাতাহ ও কাসরা উভয়টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এবং এতে রয়েছে: সিনান ইবনে আবী সিনান আদ-দু'আলী, সিনান ইবনে সালামাহ, সিনান ইবনে রাবী'আহ আবু রাবী'আহ, আহমাদ ইবনে সিনান, উম্মু সিনান, এবং আবু সিনান দিরার ইবনে মুররাহ আশ-শাইবানী। এই ছয়জন ব্যতীত যারা আছেন, তারা হলেন শাইবান, 'শীন' (ش) এর উপর নুকতা এবং 'ইয়া' (ي) সহকারে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

'আবীদাহ': 'আইন' (ع) এর উপর ফাতাহ (যবর) সহকারে। তিনটি কিতাবে এই ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কেউ নেই: 'আবীদাহ আস-সালমানী, 'আবীদাহ ইবনে হুমাইদ, 'আবীদাহ ইবনে সুফিয়ান, এবং 'আমির ইবনে 'আবীদাহ আল-বাহিলী। এই চারজন ব্যতীত যারা আছেন, তারা 'উবাইদাহ', 'আইন' (ع) এর উপর দাম্মাহ (পেশ) সহকারে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

'উবাইদ', স্ত্রীবাচক 'হা' (তা মারবুতাহ) ব্যতীত: এটি যেখানেই এসেছে, 'আইন' (ع) এর উপর দাম্মাহ (পেশ) সহকারে।

অনুরূপভাবে 'উবাদাহ' (ع) এর উপর দাম্মাহ (পেশ) সহকারে, এটি যেখানেই এসেছে। তবে মুহাম্মাদ ইবনে 'আবাদাহ আল-ওয়াসিতী, যিনি বুখারীর শাইখগণের একজন, তাঁর ক্ষেত্রে

'আইন' (ع) এর উপর ফাতাহ (যবর) এবং 'বা' (ب) হালকা (তাজদীদবিহীন) সহকারে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

'আবদাহ': এই কিতাবসমূহে এটি যেখানেই এসেছে, 'বা' (ب) এর উপর সুকুন (জযম) সহকারে। তবে মুসলিমের কিতাবের ভূমিকায় 'আমির ইবনে 'আবদাহ' এবং বাজালাহ ইবনে 'আবদাহ' ব্যতীত। যদিও এই দুইজনের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে; তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই দুইজনের ক্ষেত্রেও 'বা' (ب) এর উপর সুকুন দিয়েছেন। আর মুসলিমের কিছু রাবীর নিকট 'আমির ইবনে 'আবদ' (আবদাহ নয়, অর্থাৎ 'হা' ব্যতীত) এসেছে, কিন্তু এটি সঠিক নয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

عَبَّادٌ: هُوَ فِيهَا بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ، إِلَّا قَيْسَ بْنَ عُبَادٍ، فَإِنَّهُ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

لَيْسَ فِيهَا عُقَيْلٌ - بِضَمِّ الْعَيْنِ - إِلَّا عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، وَيَحْيَى بْنُ عُقَيْلٍ، وَبَنُو عُقَيْلٍ لِلْقَبِيلَةِ، وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ عَقِيلٌ، بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَلَيْسَ فِيهَا وَافِدٌ - بِالْفَاءِ - أَصْلًا، وَجَمِيعُ مَا فِيهَا: وَاقِدٌ، بِالْقَافِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنَ الْأَنْسَابِ، ذَكَرَ الْقَاضِي الْحَافِظُ عِيَاضٌ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ " الْأُبُلِّيُّ " - بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ -، وَجَمِيعُ مَا فِيهَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَإِنَّمَا هُوَ الْأَيْلِيُّ، بِالْيَاءِ الْمَنْقُوطَةِ بِاثْنَتَيْنِ مِنْ تَحْتُ.

قُلْتُ: رَوَى مُسْلِمٌ الْكَثِيرَ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ، وَهُوَ أُبُلِّيٌّ، بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، لَكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَنْسُوبًا لَمْ يَلْحَقْ عِيَاضًا مِنْهُ تَخْطِئَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

لَا نَعْلَمُ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْبَزَّارَ - بِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ فِي آخِرِهِ - إِلَّا خَلَفَ بْنَ هِشَامٍ الْبَزَّارَ، وَالْحَسَنَ بْنَ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارَ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ وَغَيْرُهُ فِيهِمَا فَهُوَ بِزَايَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

আব্বাদ (عَبَّادٌ): এটি (গ্রন্থসমূহে) 'আইন' অক্ষরের উপর ফাতহা (যবর) এবং 'বা' অক্ষরের উপর তাশদীদ (শাদ) সহকারে (উচ্চারিত হয়), তবে কায়স ইবনে উবাদ (قَيْسَ بْنَ عُبَادٍ) ব্যতীত। কারণ তিনি 'আইন' অক্ষরের উপর দম্মা (পেশ) এবং 'বা' অক্ষরের উপর তাখফীফ (শাদবিহীন) সহকারে (উচ্চারিত)। আল্লাহই ভালো জানেন।

এতে (গ্রন্থসমূহে) 'উকাইল' (عُقَيْلٌ) – 'আইন' অক্ষরের উপর দম্মা সহকারে – নেই, উকাইল ইবনে খালিদ (عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ), ইয়াহইয়া ইবনে উকাইল (يَحْيَى بْنُ عُقَيْلٍ) এবং গোত্র হিসেবে বানু উকাইল (بَنُو عُقَيْلٍ) ব্যতীত। আর এঁরা ছাড়া অন্য যারা, তারা হলেন 'আকীল' (عَقِيلٌ), 'আইন' অক্ষরের উপর ফাতহা সহকারে। আল্লাহই ভালো জানেন।

এবং এতে (গ্রন্থসমূহে) 'ওয়াফিদ' (وَافِدٌ) – 'ফা' অক্ষর সহকারে – মূলত নেই। আর এতে যা কিছু আছে, তা সবই 'ওয়াকিদ' (وَاقِدٌ), 'কাফ' অক্ষর সহকারে। আল্লাহই ভালো জানেন।

আর আনসাব (বংশলতিকা) প্রসঙ্গে, কাজি আল-হাফিজ ইয়াদ উল্লেখ করেছেন যে, এই কিতাবসমূহে "আল-উবুল্লিয়্যু" (الْأُبُلِّيُّ) – এক বিন্দুবিশিষ্ট 'বা' অক্ষর সহকারে – নেই। আর এই রূপে যা কিছু আছে, তা সবই হল "আল-আইলিয়্যু" (الْأَيْلِيُّ), নিচে দু'বিন্দু বিশিষ্ট 'ইয়া' অক্ষর সহকারে।

আমি বলি: মুসলিম শায়বান ইবনে ফাররুখ (شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ) থেকে প্রচুর বর্ণনা করেছেন, আর তিনি ছিলেন উবুল্লিয়্যুন (أُبُلِّيٌّ), এক বিন্দুবিশিষ্ট 'বা' অক্ষর সহকারে। কিন্তু যদি এর কোনো কিছুতে (বংশলতিকায়) সরাসরি সম্বন্ধিত (নিসবতকৃত) না হয়, তাহলে ইয়াদ-এর উপর এ থেকে কোনো ভুল আরোপিত হয় না। আল্লাহই ভালো জানেন।

সহীহায়ন (বুখারী ও মুসলিম) গ্রন্থে আমরা 'আল-বাজার' (الْبَزَّارَ) – শেষে রাহ (ر) অক্ষর সহকারে (বিন্দুবিহীন) – খুঁজে পাই না, খালাফ ইবনে হিশাম আল-বাজার (خَلَفَ بْنَ هِشَامٍ الْبَزَّارَ) এবং হাসান ইবনে আস-সাব্বাহ আল-বাজার (الْحَسَنَ بْنَ الصَّبَاحِ الْبَزَّارَ) ব্যতীত। আর মুহাম্মাদ ইবনে আস-সাব্বাহ আল-বাজ্জাজ (مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ الْبَزَّازُ) এবং অন্যান্য যারা আছেন, তাদের ক্ষেত্রে এটি দু'টি 'যা' (ز) অক্ষর সহকারে (অর্থাৎ البزّاز)। আল্লাহই ভালো জানেন।

وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْمُوَطَّأِ النَّصْرِيُّ: - بِالنُّونِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ - إِلَّا ثَلَاثَةٌ: مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيُّ، وَسَالِمٌ مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ، وَسَائِرُ مَا فِيهَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَهُوَ بَصْرِيٌّ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

لَيْسَ فِيهَا التَّوَّزِيُّ - بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ، وَالْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ، وَالزَّايِ - إِلَّا أَبُو يَعْلَى التَّوَّزِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ الرِّدَّةِ، وَمَنْ عَدَاهُ فَهُوَ الثَّوْرِيُّ، بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ، وَمِنْهُمْ أَبُو يَعْلَى مُنْذِرُ بْنُ يَعْلَى الثَّوْرِيُّ، خَرَّجَا عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، وَعَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ، وَالْجُرَيْرِيُّ غَيْرُ مُسَمًّى عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، هَذَا مَا فِيهَا بِالْجِيمِ الْمَضْمُومَةِ.

وَفِيهَا الْحَرِيرِيُّ - بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ - يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، شَيْخُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[وَفِيهَا الْجَرِيرِيُّ - بِفَتْحِ الْجِيمِ - يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْجَرِيرِيُّ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ مِنْ وَلَدِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ].

الْجَارِيُّ فِيهَا - بِالْجِيمِ - شَخْصٌ وَاحِدٌ وَهُوَ سَعْدٌ، مَنْسُوبٌ إِلَى الْجَارِ: مَرْفَأُ السُّفُنِ بِسَاحِلِ الْمَدِينَةِ، وَمَنْ عَدَاهُ الْحَارِثِيُّ، بِالْحَاءِ وَالثَّاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

সহীহাইন ও মুওয়াত্তাতে ‘আন-নাসরী’—নুন ও সাদ মুহমালা (বিন্দুবিহীন সাদ) দ্বারা—কেবল তিনজন আছেন: মালিক ইবন আওস ইবনুল হাদাসান আন-নাসরী, আব্দুল ওয়াহিদ ইবন আব্দুল্লাহ আন-নাসরী, এবং সালিম, নাসরীগণের মাওলা। আর তাতে এই ধরনের অন্যান্য যা আছে, তা হলো ‘বাসরী’ (একক বা দ্বারা)। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

তাতে ‘আত-তাওয়্যাযী’—উপরে দুই নুকতাযুক্ত তা-এর ফাতাহ, এবং তাশদীদযুক্ত ও ফাতাহযুক্ত ওয়াও, এবং যা (বর্ণ) দ্বারা—কেবল আবু ইয়া'লা আত-তাওয়্যাযী মুহাম্মদ ইবনুস সল্ত আছেন, বুখারীর কিতাবে 'কিতাবুল রিদ্দাহ' (ধর্মত্যাগ) অধ্যায়ে। আর সে ছাড়া অন্য যে কেউ হলো ‘আস-সাওরী’ (তিন নুকতাযুক্ত সা দ্বারা)। এবং তাদের মধ্যে আবু ইয়া'লা মুনযির

ইবন ইয়া'লা আস-সাওরী রয়েছেন, তারা উভয়ে (বুখারী ও মুসলিম) তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।
সাঈদ আল-জুরাইরী, এবং আব্বাস আল-জুরাইরী, এবং আবু নাদরাহ থেকে বর্ণিত একজন নামহীন জুরাইরী; এগুলিই সেগুলিতে জিম-এর উপর দম্মা সহ (বর্ণিত) আছে।
এবং সেগুলিতে 'আল-হারীরী'—হা মুহমালা (বিন্দুবিহীন হা) দ্বারা—ইয়াহইয়া ইবন বিশর, বুখারী ও মুসলিমের শাইখ (বর্ণিত) আছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।
[এবং সেগুলিতে 'আল-জারিরী'—জিম-এর ফাতাহ দ্বারা—ইয়াহইয়া ইবন আইয়ুব আল-জারিরী, বুখারীর কিতাবে জারীর ইবন আব্দুল্লাহ-এর বংশধর থেকে (বর্ণিত) আছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।]
সেগুলিতে 'আল-জারী'—জিম দ্বারা—একজন ব্যক্তি, এবং তিনি হলেন সা'দ, আল-জার এর প্রতি সম্পর্কিত: মাদীনার উপকূলে জাহাজের বন্দর। আর সে ছাড়া অন্য যে কেউ আল-হারিসী (হা এবং সা দ্বারা)। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

الْحِزَامِيُّ: حَيْثُ وَقَعَ فِيهَا فَهُوَ بِالزَّايِ غَيْرِ الْمُهْمَلَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
السَّلَمِيُّ: إِذَا جَاءَ فِي الْأَنْصَارِ فَهُوَ بِفَتْحِ السِّينِ، نِسْبَةً إِلَى بَنِي سَلِمَةَ مِنْهُمْ.
وَمِنْهُمْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو قَتَادَةَ، ثُمَّ إِنَّ أَهْلَ الْعَرَبِيَّةِ يَفْتَحُونَ اللَّامَ مِنْهُ فِي النَّسَبِ، كَمَا فِي النَّمَرِيِّ وَالصَّدَفِيِّ وَبَابِهِمَا، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَقُولُونَهُ بِكَسْرِ اللَّامِ عَلَى الْأَصْلِ، وَهُوَ لَحْنٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْمُوَطَّأِ الْهَمَذَانِيُّ، بِالذَّالِ الْمَنْقُوطَةِ، وَجَمِيعُ مَا فِيهَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَهُوَ الْهَمْدَانِيُّ، بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ، وَقَدْ قَالَ أَبُو نَصْرِ بْنُ مَاكُولَاءَ: " الْهَمْدَانِيُّ فِي الْمُتَقَدِّمِينَ بِسُكُونِ الْمِيمِ أَكْثَرُ، وَبِفَتْحِ الْمِيمِ فِي الْمُتَأَخِّرِينَ أَكْثَرُ "، وَهُوَ كَمَا قَالَ.

[وَاللَّهُ أَعْلَمُ].

هَذِهِ جُمْلَةٌ لَوْ رَحَلَ الطَّالِبُ فِيهَا لَكَانَتْ رِحْلَةً رَابِحَةً، إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - وَيَحِقُّ عَلَى الْحَدِيثِيِّ إِيدَاعُهَا فِي سُوَيْدَاءِ قَلْبِهِ، وَفِي بَعْضِهَا مِنْ خَوْفِ الِانْتِقَاضِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْأَسْمَاءِ الْمُفْرَدَةِ، وَأَنَا فِي بَعْضِهَا مُقَلِّدٌ كِتَابَ الْقَاضِي عِيَاضٍ، وَمُعْتَصِمٌ بِاللَّهِ فِيهِ وَفِي جَمِيعِ أَمْرِي، وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ. التَّالِي الْفِهْرِس السَّابِق

আল-হিযামী: যেখানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে এটি নুকতাযুক্ত যাই (ز) অক্ষর দ্বারা, আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আস-সালামী: যখন এটি আনসারদের মধ্যে আসে, তখন সীনের (س) উপর ফাতহা (যবর) সহকারে উচ্চারিত হয়, যা তাদের বনু সালিমার (বংশের) প্রতি সম্বন্ধযুক্ত।

তাদের মধ্যে রয়েছেন জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ এবং আবু ক্বাতাদা। এরপর, আরবী ভাষার পন্ডিতগণ (আহলুল আরাবিয়্যাহ) এই সম্বন্ধ পদের লামের (ل) উপর ফাতহা (যবর) দেন, যেমন আন-নামারী (نَمَرِيّ) ও আস-সাদাফী (صَدَفِيّ) এবং তাদের সদৃশ পদসমূহে। কিন্তু অধিকাংশ হাদীসবিদ মূলনীতি অনুসারে লামের (ل) নিচে কাসরা (যের) সহকারে এটি উচ্চারণ করেন, আর এটি একটি ভুল (ব্যাকরণগত)। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এবং মুওয়াত্তায় 'আল-হামাযানী' (الْهَمَذَانِيُّ) যার 'যাল' (ذ) অক্ষর নুকতাযুক্ত, এমন কোনো নাম নেই। এবং এই গ্রন্থগুলোতে যা এই আকৃতিতে এসেছে, তা হলো 'আল-হামদানী' (الْهَمْدَانِيُّ) যা 'দাল' (د) অক্ষর নুকতাহীন এবং মীমের (م) উপর সুকুন সহকারে। আবু নাসর ইবনে মাকুলাহ বলেছেন: "অগ্রগামীদের মধ্যে 'আল-হামদানী' (الْهَمْدَانِيُّ) মীমের (م) উপর সুকুন সহকারে অধিক প্রচলিত, আর পরবর্তী কালের লেখকদের মধ্যে মীমের (م) উপর ফাতহা সহকারে অধিক প্রচলিত।" আর তিনি যেমন বলেছেন, তেমনই।

[আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।]

এই হল এমন একটি বাক্যগুচ্ছ, যা অধ্যয়নের জন্য কোনো শিক্ষার্থী যদি যাত্রা করত, তবে তা একটি লাভজনক যাত্রা হত, ইনশাআল্লাহু তা'আলা। আর হাদীসবিদের উচিত এটিকে তার হৃদয়ের গভীরে (অন্তরে) স্থাপন করা। এর কিছু অংশে (শব্দে) পরিবর্তনের ভয় রয়েছে, যেমনটি একক নামসমূহের ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আর আমি এর কিছু অংশে কাযী ইয়াদের

(القاضي عياض) গ্রন্থের অনুসারী। এতে ও আমার সমস্ত বিষয়ে আমি আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী/নির্ভরশীল। আর তিনিই পবিত্র সত্তা, যিনি সর্বজ্ঞ। পরবর্তী সূচিপত্র পূর্ববর্তী

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ: مَعْرِفَةُ الْمُتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَنْسَابِ وَنَحْوِهَا

هَذَا النَّوْعُ مُتَّفِقٌ لَفْظًا وَخَطًّا، بِخِلَافِ النَّوْعِ الَّذِي قَبْلَهُ، فَإِنَّ فِيهِ الِاتِّفَاقَ فِي صُورَةِ الْخَطِّ مَعَ الِافْتِرَاقِ فِي اللَّفْظِ، وَهَذَا مِنْ قَبِيلِ مَا يُسَمَّى فِي أُصُولِ الْفِقْهِ " الْمُشْتَرَكَ "، وَزَلَقَ بِسَبَبِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَكَابِرِ، وَلَمْ يَزَلِ الِاشْتِرَاكُ مِنْ مَظَانِّ الْغَلَطِ فِي كُلِّ عِلْمٍ.

وَلِلْخَطِيبِ فِيهِ " كِتَابُ الْمُتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ " وَهُوَ مَعَ أَنَّهُ كِتَابٌ حَفِيلٌ - غَيْرُ مُسْتَوْفٍ لِلْأَقْسَامِ الَّتِي أَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

فَأَحَدُهَا: الْمُفْتَرِقُ مِمَّنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ.

مِثَالُهُ: الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ سِتَّةٌ، وَفَاتَ الْخَطِيبَ مِنْهُمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخِيرَةُ:

فَأَوَّلُهُمُ النَّحْوِيُّ الْبَصْرِيُّ صَاحِبُ الْعَرُوضِ، حَدَّثَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ وَغَيْرِهِ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدُ: فَتَّشَ الْمُفَتِّشُونَ فَمَا وُجِدَ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ قَبْلَ أَبِي الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ، وَذَكَرَ التَّارِيخِيُّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَسْمَعُ النَّسَّابِينَ وَالْأَخْبَارِيِّينَ يَقُولُونَ: إِنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا غَيْرَهُ، وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَبِي السَّفَرِ سَعِيدِ بْنِ أَحْمَدَ، احْتِجَاجًا بِقَوْلِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ فِي اسْمِ أَبِيهِ، فَإِنَّهُ أَقْدَمُ، وَأَجَابَ: بِأَنَّ

চৌয়ান্নতম প্রকার: নাম, বংশপরিচয় এবং অনুরূপ বিষয়ে 'মুত্তাফিক' (একই) ও 'মুফতারিক' (ভিন্ন) এর জ্ঞান

এই প্রকারটি শব্দগতভাবে ও লৈখিকভাবে অভিন্ন, এর পূর্ববর্তী প্রকারের বিপরীতে, কারণ তাতে লৈখিক রূপে ঐক্য সত্ত্বেও শব্দগত পার্থক্য ছিল। এটি উসূলুল ফিক্বহে যা "মুশতারাক"

(সাধারণ/বহু-অর্থবোধক) নামে পরিচিত, সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এর কারণে অনেক প্রবীণ ব্যক্তি ভুল করেছেন এবং সর্বদাই সকল বিদ্যায় ভুল করার অন্যতম কারণ হলো এই 'ইশতিরাক' (সাধারণতা)।

এ বিষয়ে খতীবের "কিতাবুল মুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিক" নামক একটি গ্রন্থ রয়েছে। যদিও এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ, তথাপি আল্লাহ চাহেন তো আমি যে বিভাগগুলোর উল্লেখ করব, তা এতে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত নয়।

সেগুলোর একটি হলো: যাদের নিজেদের নাম এবং তাদের পিতাদের নাম অভিন্ন কিন্তু তারা ভিন্ন ব্যক্তি।

এর উদাহরণ: আল-খলীল ইবনে আহমাদ ছয়জন। তাদের মধ্যে শেষ চারজন খতীবের নজর এড়িয়ে গেছে:

তাদের প্রথম জন হলেন নাহবী (ব্যাকরণবিদ) বাসরি, যিনি 'আরূয' শাস্ত্রের উদ্ভাবক। তিনি আসিম আল-আহওয়াল এবং অন্যান্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবুল আব্বাস আল-মুবাররাদ বলেছেন: অনুসন্ধানকারীরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আল-খলীল ইবনে আহমাদ এর পিতার আগে 'আহমাদ' নামের অন্য কোনো ব্যক্তি পাওয়া যায়নি। ঐতিহাসিক আবু বকর উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সর্বদা বংশতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের বলতে শুনেছেন যে, তারা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে জানতেন না। তবে তার উপর আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে আবুস সফর সাঈদ ইবনে আহমাদকে নিয়ে, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের তার পিতার নাম সংক্রান্ত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, কারণ তিনি অধিক প্রাচীন। এবং তিনি উত্তর দিয়েছেন: এই বলে যে

أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا قَالُوا فِيهِ سَعِيدُ بْنُ يُحْمِدَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالثَّانِي: أَبُو بِشْرٍ الْمُزَنِيُّ بَصْرِيٌّ أَيْضًا، حَدَّثَ عَنِ الْمُسْتَنِيرِ بْنِ أَخْضَرَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، رَوَى عَنْهُ الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ وَجَمَاعَةٌ.

وَالثَّالِثُ: أَصْبَهَانِيٌّ، رَوَى عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ وَغَيْرِهِ.

وَالرَّابِعُ: أَبُو سَعِيدٍ السِّجْزِيُّ الْقَاضِي، الْفَقِيهُ الْحَنَفِيُّ الْمَشْهُورُ بِخُرَاسَانَ، حَدَّثَ عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ، وَابْنِ صَاعِدٍ، وَالْبَغَوِيِّ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْحُفَّاظِ الْمُسْنِدِينَ.

وَالْخَامِسُ: أَبُو سَعِيدٍ الْبُسْتِيُّ، الْقَاضِي الْمُهَلَّبِيُّ، فَاضِلٌ، رَوَى عَنِ الْخَلِيلِ السِّجْزِيِّ الْمَذْكُورِ، وَحَدَّثَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْبَكْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ بِتَارِيخِهِ، وَعَنْ غَيْرِهِمَا، حَدَّثَ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ الْحَافِظُ.

وَالسَّادِسُ: أَبُو سَعِيدٍ الْبُسْتِيُّ أَيْضًا، الشَّافِعِيُّ، فَاضِلٌ مُتَصَرِّفٌ فِي عُلُومٍ، دَخَلَ الْأَنْدَلُسَ، وَحَدَّثَ، وُلِدَ سَنَةَ سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، رَوَى عَنْ أَبِي حَامِدٍ الْإِسْفَرَائِينِيِّ وَغَيْرِهِ، حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْعُذْرِيُّ وَغَيْرُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

অধিকাংশ আলেম এ ব্যাপারে সাঈদ ইবন ইউহমিদের কথা বলেছেন, আর আল্লাহই ভালো জানেন।

আর দ্বিতীয় জন হলেন আবু বিশর আল-মুজানি, তিনিও বসরি। তিনি আল-মুস্তানীর ইবন আখদার থেকে, তিনি মুআবিয়া ইবন কুররাহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আল-আব্বাস আল-আনবারী ও একদল বর্ণনা করেছেন।

আর তৃতীয় জন ইসফাহানি। তিনি রাওহ ইবন উবাদাহ ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর চতুর্থ জন হলেন আবু সাঈদ আস-সিজযি আল-কাযী, যিনি খুরাসানে প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ। তিনি ইবন খুযায়মাহ, ইবন সা'ইদ, আল-বাঘাওয়ী এবং অন্যান্য মুসনিদ হাফিযগণের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আর পঞ্চম জন হলেন আবু সাঈদ আল-বুস্তি, আল-কাযী আল-মুহাল্লাবী, একজন গুণীজন। তিনি উল্লিখিত আল-খালীল আস-সিজযি থেকে বর্ণনা করেছেন এবং আহমাদ ইবন আল-মুজাফফার আল-বাকরি থেকে, তিনি ইবন আবি খাইসামার তারীখ থেকে, এবং এই দুজন ছাড়াও অন্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাফিয আল-বায়হাকী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আর ষষ্ঠ জন হলেন তিনিও আবু সাঈদ আল-বুস্তি, শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী একজন গুণীজন। তিনি আন্দালুসে গিয়েছিলেন এবং হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৩৬০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবু হামিদ আল-ইসফারাঈনী ও অন্যান্যদের

থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবু আল-আব্বাস আল-উযরী ও অন্যান্যরা হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمُفْتَرِقُ مِمَّنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ.

أَحَدُهُمْ: الْقَطِيعِيُّ الْبَغْدَادِيُّ أَبُو بَكْرٍ، الرَّاوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

الثَّانِي: السَّقَطِيُّ الْبَصْرِيُّ أَبُو بَكْرٍ، يَرْوِي أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، وَلَكِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ.

الثَّالِثُ: دِينَوَرِيٌّ، رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ صَاحِبِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

وَالرَّابِعُ: طَرَسُوسِيٌّ، رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ الطَّرَسُوسِيِّ تَارِيخَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الطَّبَّاعِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ النَّيْسَابُورِيُّ: اثْنَانِ كِلَاهُمَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، وَكِلَاهُمَا يَرْوِي عَنْهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُ.

فَأَحَدُهُمَا: هُوَ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ.

وَالثَّانِي: هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْأَخْرَمِ الشَّيْبَانِيُّ، وَيُعْرَفُ بِالْحَافِظِ، دُونَ الْأَوَّلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا اتَّفَقَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْكُنْيَةِ وَالنِّسْبَةِ مَعًا

مِثَالُهُ: أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ اثْنَانِ.

أَحَدُهُمَا: التَّابِعِيُّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ.
وَالثَّانِي: اسْمُهُ مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، بَصْرِيٌّ، سَكَنَ بَغْدَادَ، رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ، رَوَى عَنْهُ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ وَغَيْرُهُ.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যাদের নাম, পিতাদের নাম, পিতামহদের নাম অথবা এর চেয়েও বেশি এক হওয়া সত্ত্বেও (ব্যক্তিরা) ভিন্ন।

এর উদাহরণসমূহের মধ্যে একটি হলো: আহমদ ইবনে জাফর ইবনে হামদান, চারজনই একই যুগে ছিলেন।

তাদের একজন: আল-কাতিয়ী আল-বাগদাদী আবু বকর, যিনি আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়জন: আস-সাকাতী আল-বসরি আবু বকর, তিনিও আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইবরাহিম আদ-দাওরাকী।

তৃতীয়জন: দিনাওয়ারী, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সিনান থেকে, মুহাম্মদ ইবনে কাসিরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যিনি সুফিয়ান আস-সাওরীর সহচর ছিলেন।

এবং চতুর্থজন: তারসুসি, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জাবির আত-তারসুসি থেকে মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তাব্বায়ের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইউসুফ আন-নিসাবুরি: দুজন, উভয়ই একই যুগে ছিলেন, এবং উভয় থেকেই আল-হাকিম আবু আবদুল্লাহ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

তাদের একজন: তিনি আবুল আব্বাস আল-আসসাম নামে পরিচিত ছিলেন।

এবং দ্বিতীয়জন: তিনি আবু আবদুল্লাহ ইবনে আল-আখরাম আশ-শাইবানি, এবং তিনি প্রথমজন থেকে পৃথকভাবে 'আল-হাফিজ' নামে পরিচিত, আর আল্লাহই ভালো জানেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: যা কুনিয়া ও নিসবা উভয় ক্ষেত্রেই এক হয়েছে।

এর উদাহরণ: আবু ইমরান আল-জাওনি, দুজন।

তাদের একজন: তাবেয়ী আবদুল মালিক ইবনে হাবিব।

এবং দ্বিতীয়জন: তার নাম মুসা ইবনে সাহল, বসরি, তিনি বাগদাদে বসবাস করতেন। তিনি হিশাম ইবনে আম্মার ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তার থেকে দা'লাজ ইবনে আহমদ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

وَمِمَّا يُقَارِبُهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ثَلَاثَةٌ:

أَوَّلُهُمُ: الْقَارِئُ الْمُحَدِّثُ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي اسْمِهِ.

وَالثَّانِي: أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ الَّذِي حَدَّثَ عَنْهُ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْهَاشِمِيُّ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَجَعْفَرٌ غَيْرُ ثِقَةٍ.

وَالثَّالِثُ: أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ السُّلَمِيُّ الْبَاجُدَّائِيُّ، صَاحِبُ كِتَابِ " غَرِيبِ الْحَدِيثِ "، وَاسْمُهُ حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ بِبَاجُدَّا، رَوَى عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ جَمِيلٍ الرَّقِّيُّ وَغَيْرُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: عَكْسُ هَذَا

وَمِثَالُهُ: صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، أَرْبَعَةٌ:

أَحَدُهُمْ: مَوْلَى التَّوْأَمَةِ بِنْتِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ.

وَالثَّانِي: أَبُوهُ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ ذَكْوَانُ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَالثَّالِثُ: صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ السَّدُوسِيُّ، رَوَى عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ، رَوَى عَنْهُ خَلَّادُ بْنُ عَمْرٍو.

الرَّابِعُ: صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوَى عَنْهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْقِسْمُ الْخَامِسُ: الْمُفْتَرِقُ مِمَّنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَنِسْبَتُهُمْ

مِثَالُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ: اثْنَانِ مُتَقَارِبَانِ فِي الطَّبَقَةِ.

এর কাছাকাছি রয়েছেন আবু বকর ইবনে আইয়্যাশ নামের তিনজন:

প্রথমজন: আল-ক্বারী আল-মুহাদ্দিস, তার নাম নিয়ে মতানৈক্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এবং দ্বিতীয়জন: আবু বকর ইবনে আইয়্যাশ আল-হিমসী, যার থেকে জাফর ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ আল-হাশিমী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি অজ্ঞাত এবং জাফর নির্ভরযোগ্য নন।

এবং তৃতীয়জন: আবু বকর ইবনে আইয়্যাশ আস-সুলামী আল-বাজুদ্দায়ী, "গারিবুল হাদীস" গ্রন্থের রচয়িতা। তার নাম হুসাইন ইবনে আইয়্যাশ; তিনি বাজুদ্দায় দু'শ চার হিজরীতে

মৃত্যুবরণ করেন। তার থেকে আলী ইবনে জামিল আর-রাক্কী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

চতুর্থ প্রকার: এর বিপরীত।

এবং এর উদাহরণ: সালিহ ইবনে আবি সালিহ, (নামে) চারজন:

তাদের একজন: উমাইয়া ইবনে খালাফের কন্যা তাউয়ামাহ-এর মুক্তদাস।

এবং দ্বিতীয়জন: তার পিতা আবু সালিহ আস-সাম্মান যাকওয়ান, যিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

এবং তৃতীয়জন: সালিহ ইবনে আবি সালিহ আস-সাদুসী, তিনি আলী (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে খাল্লাদ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থজন: সালিহ ইবনে আবি সালিহ, আমর ইবনে হুরাইথের মুক্তদাস। তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আবু বকর ইবনে আইয়্যাশ বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

পঞ্চম প্রকার: যাদের নাম, পিতার নাম এবং নিসবাত এক, কিন্তু তারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি।

এর উদাহরণ: মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আনসারী: (নামে) দুজন, যারা স্তরগত দিক থেকে কাছাকাছি।

أَحَدُهُمَا: هُوَ الْأَنْصَارِيُّ الْمَشْهُورُ، الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّاسُ.

وَالثَّانِي: كُنْيَتُهُ أَبُو سَلَمَةَ، ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْقِسْمُ السَّادِسُ: مَا وَقَعَ فِيهِ الِاشْتِرَاكُ فِي الِاسْمِ خَاصَّةً، أَوِ الْكُنْيَةِ خَاصَّةً، وَأُشْكِلَ مَعَ ذَلِكَ، لِكَوْنِهِ لَمْ يُذْكَرْ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

مِثَالُهُ: مَا رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ خَلَّادٍ الْقَاضِي الْحَافِظِ قَالَ: إِذَا قَالَ عَارِمٌ: " حَدَّثَنَا حَمَّادٌ " فَهُوَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَكَذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ.

وَإِذَا قَالَ التَّبُوذَكِيُّ: " ثَنَا حَمَّادٌ " فَهُوَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَكَذَلِكَ الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ.

وَإِذَا قَالَ عَفَّانُ: " حَدَّثَنَا حَمَّادٌ " أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ أَحَدَهُمَا.

ثُمَّ وَجَدْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ، عَنْ عَفَّانَ قَالَ: إِذَا قُلْتُ لَكُمْ " حَدَّثَنَا حَمَّادٌ " وَلَمْ أَنْسُبْهُ فَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ.

وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى - فِيمَنْ سِوَى التَّبُوذَكِيِّ - مَا ذَكَرَهُ ابْنُ خَلَّادٍ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَ يَوْمًا فَقَالَ: " أَنَا عَبْدُ اللَّهِ " فَقِيلَ لَهُ: ابْنُ مَنْ؟ فَقَالَ: يَا سُبْحَانَ اللَّهِ! أَمَا تَرْضَوْنَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ حَتَّى أَقُولَ: " حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَنْظَلِيُّ الَّذِي مَنْزِلُهُ فِي سِكَّةِ صُغْدَ ". ثُمَّ قَالَ سَلَمَةُ: إِذَا قِيلَ بِمَكَّةَ " عَبْدُ اللَّهِ " فَهُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَإِذَا قِيلَ بِالْمَدِينَةِ

তাদের একজন হলেন প্রসিদ্ধ আনসারী, কাযী আবূ আব্দুল্লাহ, যাঁর থেকে বুখারী ও অন্যান্যরা (হাদীস) বর্ণনা করেছেন।

আর দ্বিতীয়জন: তাঁর কুনিয়াত আবূ সালামাহ, হাদীসের বর্ণনায় দুর্বল। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ষষ্ঠ অধ্যায়: এমন বর্ণনা যেখানে বিশেষ করে নামের ক্ষেত্রে অথবা কুনিয়াতের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে, এবং এর সাথে বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করেছে, কারণ তাকে এর বাইরে অন্য কোনোভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

এর উদাহরণ: যা আমরা কাযী হাফিয ইবনে খাল্লাদ থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন: যদি আরিম বলেন: "আমাদেরকে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন", তাহলে তিনি হাম্মাদ ইবনে যায়েদ। এবং অনুরূপভাবে সুলাইমান ইবনে হারবও।

আর যদি তাবুযাকি বলেন: "আমাদেরকে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন", তাহলে তিনি হাম্মাদ ইবনে সালামাহ্। এবং অনুরূপভাবে হাজ্জাজ ইবনে মিনহালও।

আর যদি আফফান বলেন: "আমাদেরকে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন", তাহলে তিনি দুজনের যেকোনো একজন হতে পারেন।

তারপর আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহালী থেকে পেয়েছি, আফফান থেকে, তিনি বলেছেন: যদি আমি তোমাদেরকে বলি: "আমাদেরকে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন" এবং তাঁকে নির্দিষ্ট করে না বলি, তাহলে তিনি ইবনে সালামাহ্।

এবং মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া - তাবূযাকী ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে - ইবনে খাল্লাদ যা উল্লেখ করেছেন তা-ই উল্লেখ করেছেন। এবং এর মধ্যে যা আমরা সালামাহ্ ইবনে সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেছি, যে তিনি একদিন হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন: "আমি আব্দুল্লাহ্।" তখন তাঁকে বলা হলো: "কার পুত্র?" তখন তিনি বললেন: "সুবহানাল্লাহ্! তোমরা কি প্রতিটি হাদীসে সন্তুষ্ট নও যতক্ষণ না আমি বলি: "আমাদেরকে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আল-মুবারাক, আবূ আব্দুর রহমান আল-হানযালী, যাঁর বাসস্থান সুগ্দে ছিল, বর্ণনা করেছেন"?" তারপর সালামাহ্ বললেন: যখন মক্কায় "আব্দুল্লাহ্" বলা হয়, তখন তিনি ইবনে আয-যুবাইর। আর যখন মদীনায় বলা হয়

" عَبْدُ اللَّهِ " فَهُوَ ابْنُ عُمَرَ، وَإِذَا قِيلَ بِالْكُوفَةِ " عَبْدُ اللَّهِ " فَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَإِذَا قِيلَ بِالْبَصْرَةِ " عَبْدُ اللَّهِ " فَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَإِذَا قِيلَ بِخُرَاسَانَ " عَبْدُ اللَّهِ " فَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ الْقَزْوِينِيُّ: إِذَا قَالَ الْمِصْرِيُّ " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ " وَلَا يَنْسُبُهُ فَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ الْعَاصِ، وَإِذَا قَالَ الْمَكِّيُّ: " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ " وَلَا يَنْسُبُهُ فَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

وَمِنْ ذَلِكَ: أَبُو حَمْزَةَ بِالْحَاءِ وَالزَّايِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا أُطْلِقَ.

وَذَكَرَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ أَنَّ شُعْبَةَ رَوَى عَنْ سَبْعَةٍ كُلُّهُمْ أَبُو حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكُلُّهُمْ أَبُو حَمْزَةَ - بِالْحَاءِ وَالزَّايِ - إِلَّا وَاحِدًا فَإِنَّهُ بِالْجِيمِ، وَهُوَ أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ، وَيُدْرَكُ فِيهِ الْفَرْقُ بَيْنَهُمْ بِأَنَّ شُعْبَةَ إِذَا قَالَ: " عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " وَأَطْلَقَ فَهُوَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ، وَإِذَا رَوَى عَنْ غَيْرِهِ فَهُوَ يَذْكُرُ اسْمَهُ أَوْ نَسَبَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْقِسْمُ السَّابِعُ: الْمُشْتَرَكُ الْمُتَّفِقُ فِي النِّسْبَةِ خَاصَّةً

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: الْآمُلِيُّ وَالْآمُلِيُّ:

فَالْأَوَّلُ: إِلَى آمُلِ طَبَرِسْتَانَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ السِّمْعَانِيُّ: " أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ مِنْ آمُلَ ".

وَالثَّانِي: إِلَى آمُلِ جَيْحُونَ، شُهِرَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ الْآمُلِيُّ، رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ.

وَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ

"আব্দুল্লাহ" বলা হলে তিনি ইবনু উমার। আর যদি কুফায় "আব্দুল্লাহ" বলা হয়, তবে তিনি ইবনু মাসউদ। আর যদি বসরার ক্ষেত্রে "আব্দুল্লাহ" বলা হয়, তবে তিনি ইবনু আব্বাস। আর যদি খুরাসানের ক্ষেত্রে "আব্দুল্লাহ" বলা হয়, তবে তিনি ইবনুল মুবারক।

হাফেজ আবু ইয়া'লা আল-খলিলি আল-কাজনিনি বলেছেন: যখন কোনো মিসরীয় "আন আব্দুল্লাহ" (আব্দুল্লাহ থেকে) বলে এবং তার উপাধি উল্লেখ না করে, তখন তিনি ইবনু আমর, অর্থাৎ ইবনুল আস। আর যখন কোনো মাক্কী "আন আব্দুল্লাহ" বলে এবং তার উপাধি উল্লেখ না করে, তখন তিনি ইবনু আব্বাস।

এর মধ্যে রয়েছে: যখন মুক্তভাবে বলা হয়, তখন হা (ح) এবং ঝা (ز) বর্ণযুক্ত আবু হামজাহ (তিনি) ইবনু আব্বাস থেকে।

কিছু হাফেজ উল্লেখ করেছেন যে, শু'বাহ সাতজন থেকে বর্ণনা করেছেন, যাদের প্রত্যেকেই ইবনু আব্বাস থেকে আবু হামজাহ। এবং তাদের প্রত্যেকেই হা (ح) ও ঝা (ز) বর্ণযুক্ত আবু হামজাহ, তবে একজন ব্যতীত, যিনি জিমে (ج) আছেন, আর তিনি হলেন আবু জামরাহ নাসর ইবনু ইমরান আদ-দুবাই। তাদের মধ্যে পার্থক্য এভাবে বোঝা যায় যে, শু'বাহ যখন "আন আবি জামরাতা আন ইবনি আব্বাস" (আবু জামরাহ থেকে ইবনু আব্বাস থেকে) বলেন এবং মুক্তভাবে উল্লেখ করেন, তখন তা নাসর ইবনু ইমরান থেকে। আর যখন তিনি অন্য কারো থেকে বর্ণনা করেন, তখন তিনি তার নাম বা উপাধি উল্লেখ করেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

সপ্তম অধ্যায়: নিসবতের (উপাধির) ক্ষেত্রে বিশেষত অভিন্ন অংশীদারিত্ব।

এর দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যে রয়েছে: আল-আমুলী এবং আল-আমুলী:

প্রথমটি: তাবারিস্থানের আমুলের সাথে সম্পর্কিত। আবু সাঈদ আস-সাম'আনি বলেছেন: "তাবারিস্থানের বেশিরভাগ আলিম আমুল থেকে এসেছেন।"

দ্বিতীয়টি: জাইহুন নদীর আমুলের সাথে সম্পর্কিত। এই নিসবতের জন্য আব্দুল্লাহ ইবনু হাম্মাদ আল-আমুলী প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। আল-বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং যা হাফেজ আবু আলী উল্লেখ করেছেন

الْغَسَّانِيُّ، ثُمَّ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْمَغْرِبِيَّانِ مِنْ أَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى آمُلِ طَبَرِسْتَانَ، فَهُوَ خَطَأٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْ ذَلِكَ الْحَنَفِيُّ وَالْحَنَفِيُّ، فَالْأَوَّلُ نِسْبَةً إِلَى بَنِي حَنِيفَةَ.

وَالثَّانِي: نِسْبَةً إِلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا كَثْرَةٌ وَشُهْرَةٌ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ، وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ وَغَيْرُهُمْ، يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا، فَيَقُولُونَ فِي الْمَذْهَبِ: " حَنِيفِيٌّ " بِالْيَاءِ، وَلَمْ أَجِدْ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ النَّحْوِيِّينَ إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْأَنْبَارِيِّ الْإِمَامِ، قَالَهُ فِي كِتَابِهِ " الْكَافِي " وَلِمُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ فِي هَذَا الْقِسْمِ كِتَابُ " الْأَنْسَابِ الْمُتَّفِقَةِ ".

وَوَرَاءَ هَذِهِ الْأَقْسَامِ أَقْسَامٌ أُخَرُ لَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى ذِكْرِهَا.

ثُمَّ إِنَّ مَا يُوجَدُ مِنَ الْمُتَّفِقِ الْمُفْتَرِقِ غَيْرُ مَقْرُونٍ بِبَيَانٍ، فَالْمُرَادُ بِهِ قَدْ يُدْرَكُ بِالنَّظَرِ فِي رِوَايَاتِهِ، فَكَثِيرًا مَا يَأْتِي مُمَيَّزًا فِي بَعْضِهَا، وَقَدْ يُدْرَكُ بِالنَّظَرِ فِي حَالِ الرَّاوِي وَالْمَرْوِيِّ عَنْهُ، وَرُبَّمَا قَالُوا فِي ذَلِكَ بِظَنٍّ لَا يَقْوَى.

حَدَّثَ الْقَاسِمُ الْمُطَرِّزُ يَوْمًا بِحَدِيثٍ: " عَنْ أَبِي هَمَّامٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ "، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَالِبِ بْنُ نَصْرٍ الْحَافِظُ:

আল-গাস্সানী, অতঃপর কাযী ইয়াদ আল-মাগরিবীদ্বয় এই মত দিয়েছেন যে, তিনি তাবারিস্থানের আমুলের সাথে সম্পর্কিত, তবে এটি ভুল, এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। এবং এর মধ্যে (উদাহরণস্বরূপ) 'আল-হানাফী' এবং 'আল-হানাফী' রয়েছে। প্রথমটি বনী হানিফার সাথে সম্পর্কিত।

আর দ্বিতীয়টি: আবূ হানীফার মাযহাবের সাথে সম্পর্কিত। এবং তাদের উভয়েরই বহু সংখ্যক অনুসারী ও খ্যাতি রয়েছে। আর মুহাম্মদ ইবন তাহির আল-মাকদিসী এবং বহু সংখ্যক আহলে ইলম, আহলে হাদীস ও অন্যান্যরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করতেন, তারা মাযহাবের ক্ষেত্রে বলতেন: "হানীফিয়্যুন" ইয়া (ي) সহকারে। তবে আমি কোনো নাহববিদের কাছ থেকে এমনটা পাইনি, কেবল ইমাম আবূ বকর ইবনুল আম্বারী ব্যতীত, তিনি তার কিতাব "আল-কাফী"তে এটি উল্লেখ করেছেন। আর মুহাম্মদ ইবন তাহিরের এই অংশে "আল-আনসাবুল মুত্তাফিকাহ" নামক একটি গ্রন্থ রয়েছে।

আর এই প্রকারগুলোর পেছনে আরো অন্যান্য প্রকার রয়েছে যা উল্লেখ করার আমাদের প্রয়োজন নেই।

অতঃপর, যে 'মুত্তাফিকুল মুফতারিক' (একই নাম, ভিন্ন ব্যক্তি) ব্যাখ্যাসহ পাওয়া যায় না, তার উদ্দেশ্য তার বর্ণনাগুলো পর্যালোচনা করে বোঝা যেতে পারে, কারণ প্রায়শই এটি কিছু বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে ভিন্নভাবে আসে। এবং রাবী (বর্ণনাকারী) ও যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তার অবস্থা দেখেও তা বোঝা যেতে পারে। আর কখনও কখনও তারা এ বিষয়ে এমন ধারণার কথা বলেন যা শক্তিশালী নয়।

একদিন আল-কাসিম আল-মুতাতাররিজ একটি হাদীস বর্ণনা করছিলেন: "আবু হাম্মাম অথবা অন্য কারো সূত্রে, ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে"। তখন তাকে আবূ তালিব ইবন নাসর আল-হাফিজ বললেন:

(ص: 365)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

مَنْ سُفْيَانُ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا الثَّوْرِيُّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَالِبٍ: بَلْ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَقَالَ لَهُ الْمُطَرِّزُ: مِنْ أَيْنَ قُلْتَ؟ فَقَالَ: " لِأَنَّ الْوَلِيدَ قَدْ رَوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ أَحَادِيثَ مَعْدُودَةً مَحْفُوظَةً، وَهُوَ مَلِيءٌ بِابْنِ عُيَيْنَةَ ". وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ: نَوْعٌ يَتَرَكَّبُ مِنَ النَّوْعَيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ

وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ الِاتِّفَاقُ الْمَذْكُورُ فِي النَّوْعِ الَّذِي فَرَغْنَا مِنْهُ آنِفًا فِي اسْمَيْ شَخْصَيْنِ أَوْ كُنْيَتِهِمَا الَّتِي عُرِفَا بِهَا، وَيُوجَدُ فِي نَسَبِهِمَا أَوْ نِسْبَتِهِمَا الِاخْتِلَافُ وَالِائْتِلَافُ الْمَذْكُورَانِ

فِي النَّوْعِ الَّذِي قَبْلَهُ، أَوْ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ هَذَا بِأَنْ يَخْتَلِفَ وَيَأْتَلِفَ أَسْمَاؤُهُمَا، وَيَتَّفِقَ نِسْبَتُهُمَا أَوْ نَسَبُهُمَا اسْمًا أَوْ كُنْيَةً.

وَيَلْتَحِقُ بِالْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ فِيهِ مَا يَتَقَارَبُ وَيَشْتَبِهُ، وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفًا فِي بَعْضِ حُرُوفِهِ فِي صُورَةِ الْخَطِّ.

وَصَنَّفَ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ فِي ذَلِكَ كِتَابَهُ الَّذِي أَسْمَاهُ " كِتَابَ تَلْخِيصِ الْمُتَشَابِهِ فِي الرَّسْمِ " وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ كُتُبِهِ، لَكِنْ لَمْ يُعْرِبْ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ كَمَا أَعْرَبْنَا عَنْهُ.

এই সুফিয়ান কে? তখন সে বলল: ইনি হলেন সাওরী। তখন আবু তালিব তাকে বললেন: বরং তিনি ইবনে উয়াইনা। তখন মুতাররিজ তাকে বললেন: আপনি এটি কোথা থেকে জানলেন? তখন সে বলল: "কারণ ওয়ালীদ সাওরী থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও সংরক্ষিত হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর তিনি ইবনে উয়াইনা থেকে প্রচুর হাদীস বর্ণনা করেছেন।" আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

পঁচান্নতম প্রকার: একটি প্রকার যা তার পূর্ববর্তী দুটি প্রকার থেকে গঠিত

আর তা হলো, দুটি ব্যক্তির নামে বা তাদের পরিচিত উপনামে সেই সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকবে যা আমরা সম্প্রতি শেষ করা প্রকারটিতে উল্লেখ করেছি, এবং তাদের বংশ বা সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সেই ভিন্নতা ও ঐক্য বিদ্যমান থাকবে যা তার পূর্ববর্তী প্রকারটিতে উল্লিখিত হয়েছে, অথবা এর বিপরীত হবে, অর্থাৎ তাদের নাম ভিন্ন ও এক হবে, আর তাদের সম্বন্ধ বা বংশ (নামে বা উপনামে) এক হবে।

মু'তালিফ (ঐক্যপূর্ণ) ও মুখতালিফ (ভিন্ন) এর অন্তর্ভুক্ত হবে যা সাদৃশ্যপূর্ণ ও সংশয়পূর্ণ (প্রায় একই রকম), যদিও তা লিখিত আকারে কিছু অক্ষর ভিন্ন হতে পারে।

আর আল-খাতীব আল-হাফিজ এ বিষয়ে তার একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার নাম দিয়েছেন "কিতাব তালখীসিল মুতাশাবিহ ফীর রাসমি", আর এটি তার সেরা গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম, কিন্তু তিনি যে নামে এর নামকরণ করেছেন, তা এর বিষয়বস্তুকে সেভাবে প্রকাশ করেনি যেভাবে আমরা প্রকাশ করেছি।

فَمِنْ أَمْثِلَةِ الْأَوَّلِ: مُوسَى بْنُ عَلِيّ بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَمُوسَى بْنُ عُلَيّ بِضَمِّ الْعَيْنِ.

فَمِنَ الْأَوَّلِ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: أَبُو عِيسَى الْخُتَّلِيُ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِقْسَمٍ الْمُقْرِي وَأَبُو عَلِيّ الصَّوَّافُ وَغَيْرُهُمَا.

وَأَمَّا الثَّانِي: فَهُوَ مُوسَى بْنُ عُلَيّ بْنِ رَبَاحٍ، اللَّخْمِيُّ الْمِصْرِيُّ، عُرِفَ بِالضَّمِّ فِي اسْمِ أَبِيهِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ تَخْرِيجَهُ مَنْ يَقُولُهُ بَالضَّمِّ، وَيُقَالُ: إِنَّ أَهْلَ مِصْرَ كَانُوا يَقُولُونَهُ بِالْفَتْحِ لِذَلِكَ، وَأَهْلَ الْعِرَاقِ كَانُوا يَقُولُونَهُ بِالضَّمِّ، وَكَانَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ يَجْعَلُهُ بِالْفَتْحِ اسْمًا لَهُ وَبِالضَّمِّ لَقَبًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنَ الْمُتَّفِقِ مِنْ ذَلِكَ الْمُخْتَلِفِ الْمُؤْتَلِفِ فِي النِّسْبَةِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ - بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ - مَشْهُورٌ، صَاحِبُ حَدِيثٍ، نُسِبَ إِلَى الْمُخَرِّمِ مِنْ بَغْدَاذَ.

وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ - بِفَتْحِ الْمِيمِ الْأُولَى وَإِسْكَانِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ - غَيْرُ مَشْهُورٍ، رَوَى عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِمَّا يَتَقَارَبُ وَيَشْتَبِهُ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي الصُّورَةِ: ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ الْكَلَاعِيُّ الشَّامِيُّ، وَثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ - بِلَا يَاءٍ فِي أَوَّلِهِ - الدِّيلِيُّ الْمَدَنِيُّ، وَهَذَا الَّذِي رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ، وَحَدِيثُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعًا، وَالْأَوَّلُ حَدِيثُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ خَاصَّةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنَ الْمُتَّفِقِ فِي الْكُنْيَةِ الْمُخْتَلِفِ الْمُؤْتَلِفِ فِي النِّسْبَةِ: أَبُو عَمْرٍو

প্রথমটির উদাহরণস্বরূপ: মূসা ইবনু আলী, 'আইন' (ع) অক্ষরের উপর ফাতহা (যবর) সহ, এবং মূসা ইবনু উলাই, 'আইন' (ع) অক্ষরের উপর দাম্মা (পেশ) সহ।

প্রথম প্রকারের (আলী) মধ্যে একদল (রয়েছে), তাদের মধ্যে: আবু ঈসা আল-খুত্তালী, যার থেকে আবু বকর ইবনু মিকসাম আল-মুকরি এবং আবু আলী আস-সাওয়াফ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

আর দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ উলাই): তিনি হলেন মূসা ইবনু উলাই ইবনু রাবাহ, আল-লাখমী আল-মিসরী। তাঁর পিতার নাম 'দাম্মা' (পেশ) সহ পরিচিত। এবং আমরা তাঁর থেকে এমন বর্ণনা পেয়েছি যেখানে তাঁর নাম 'দাম্মা' সহ উচ্চারণ করা হয়। আর বলা হয় যে, মিসরের লোকেরা

সেই কারণে এটি 'ফাতহা' (যবর) সহ উচ্চারণ করত এবং ইরাকের লোকেরা এটি 'দাম্মা' (পেশ) সহ উচ্চারণ করত। এবং কিছু হাফিজ এটিকে 'ফাতহা' সহ তাঁর নাম এবং 'দাম্মা' সহ তাঁর উপাধি বলে মনে করতেন। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এবং নসবের (বংশগত উপাধি) ক্ষেত্রে এমন 'আল-মু'তালিফ ওয়াল-মুখতালিফ' (যা লিখিত রূপে এক কিন্তু উচ্চারণে ভিন্ন) এর উদাহরণস্বরূপ: মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-মুখাররামি - প্রথম মীমের (مـ) উপর দাম্মা (পেশ) এবং তাশদীদযুক্ত রা-এর (رّ) নিচে কাসরা (জের) সহ - প্রসিদ্ধ, একজন হাদীস বিশারদ, তাকে বাগদাদের আল-মুখাররামের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

এবং মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-মাখরামী - প্রথম মীমের (مـ) উপর ফাতহা (যবর) এবং নুকতাযুক্ত খা-এর (خ) উপর সুকুন (জযম) সহ - অপ্রসিদ্ধ, তিনি ইমাম শাফিঈ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এবং এমন নামগুলোর মধ্যে, যা আকারগত ভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পর নিকটবর্তী ও বিভ্রান্তিকর মনে হয়: সাওব ইবনু ইয়াযীদ আল-কালাঈ আশ-শামী, এবং সাওব ইবনু যায়দ - যার নামের শুরুতে 'ইয়া' (ي) নেই - আদ-দাইলি আল-মাদানী। ইনিই সেই ব্যক্তি যার থেকে ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন, এবং তাঁর হাদীস উভয় সহীহ (বুখারী ও মুসলিম) গ্রন্থে রয়েছে। আর প্রথম ব্যক্তির হাদীস শুধু মুসলিম (সহীহ মুসলিম) গ্রন্থে রয়েছে। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এবং উপনামের (কুনিয়াত) দিক থেকে মুত্তাফিক (একই রকম) কিন্তু নসবের (বংশগত উপাধি) দিক থেকে মুখতালিফ ও মু'তালিফ (লিখিত রূপে এক হলেও উচ্চারণে ভিন্ন) এমন (নামের) মধ্যে: আবু আমর

الشَّيْبَانِيُّ، وَأَبُو عَمْرٍو السَّيْبَانِيُّ، تَابِعِيَّانِ يَفْتَرِقَانِ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، وَالثَّانِي بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ، وَاسْمُ الْأَوَّلِ سَعْدُ بْنُ إِيَاسٍ، وَيُشَارِكُهُ فِي ذَلِكَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ

اللُّغَوِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ مَرَارٍ، وَأَمَّا الثَّانِي فَاسْمُهُ زُرْعَةُ، وَهُوَ وَالِدُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ الشَّامِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي الَّذِي هُوَ عَلَى الْعَكْسِ: فَمِنْ أَمْثِلَتِهِ بِأَنْوَاعِهِ: عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَعُمَرُ بْنُ زُرَارَةَ بِضَمِّ الْعَيْنِ.

فَالْأَوَّلُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: أَبُو مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ.

وَالثَّانِي يُعْرَفُ بِالْحَدَثِيِّ، وَهُوَ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ الْبَغَوِيُّ الْمَنِيعِيُّ، وَبَلَغَنَا عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ مِنْ مَدِينَةٍ فِي الثَّغْرِ يُقَالُ لَهَا " الْحَدَثُ "، وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْحَافِظِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثَةِ، مَنْسُوبٌ إِلَيْهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.

الْأَوَّلُ هُوَ ابْنُ الْأَغَرِّ سَلْمَانَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، صَاحِبُ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ.

আশ-শায়বানী এবং আবু আমর আস-সায়বানী—এঁরা দুজন তাবিঈ, যাঁরা ভিন্ন। কারণ প্রথমটি 'শীন' (ش) অক্ষর দ্বারা এবং দ্বিতীয়টি 'সীন' (س) অক্ষর দ্বারা। প্রথমজনের নাম সা'দ ইবন ইয়াস। এই ক্ষেত্রে তাঁর সাথে আবু আমর আশ-শায়বানী আল-লুগাভী ইসহাক ইবন মারার শরীক। আর দ্বিতীয়জনের নাম যুর'আহ, এবং তিনি ইয়াহইয়া ইবন আবি আমর আস-সায়বানী আশ-শামী-এর পিতা। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

আর দ্বিতীয় প্রকার, যা এর বিপরীত: তার বিভিন্ন উদাহরণের মধ্যে রয়েছে: আমর ইবন যুরারাহ, আ'ইন (ع) অক্ষরের উপর ফাতহা (যবর) সহ, এবং উমার ইবন যুরারাহ, আ'ইন (ع) অক্ষরের উপর দম্মা (পেশ) সহ।

অতএব, প্রথমজন একটি দলের (অন্তর্ভুক্ত), যাদের মধ্যে আছেন আবু মুহাম্মাদ আন-নায়সাপুরী, যার থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

আর দ্বিতীয়জন আল-হাদাসি নামে পরিচিত, এবং তিনিই যার থেকে আল-বাগাভী আল-মানী'ঈ বর্ণনা করেন। আমাদের কাছে দারাকুতনী থেকে পৌঁছেছে যে, তিনি সীমান্ত এলাকার একটি শহরের বাসিন্দা যার নাম "আল-হাদাস"। এবং আমরা আবু আহমাদ আল-হাফিয আল-হাকিম থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি আল-হাদীসাহ-এর অধিবাসী, এর দিকে নিসবাতকৃত। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

উবায়দুল্লাহ ইবন আবি আবদিল্লাহ এবং আবদিল্লাহ ইবন আবি আবদিল্লাহ।
প্রথমজন হলেন আল-আগার সালমান আবু আবদিল্লাহ-এর পুত্র, আবু হুরায়রার সাথী (ছাত্র), যার থেকে মালিক বর্ণনা করেছেন।

وَالثَّانِي: جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُقْرِئُ الْأَصْبَهَانِيُّ، رَوَى عَنْهُ أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

حَيَّانُ الْأَسَدِيُّ بِالْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ، وَحَنَانُ - بِالنُّونِ الْخَفِيفَةِ - الْأَسَدِيُّ.

فَمِنَ الْأَوَّلِ: حَيَّانُ بْنُ حُصَيْنٍ التَّابِعِيُّ الرَّاوِي عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.

وَالثَّانِي: هُوَ حَنَانُ الْأَسَدِيُّ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ شُرَيْكٍ - بِضَمِّ الشِّينِ - وَهُوَ مُسَرْهَدٌ وَالِدُ مُسَدَّدٍ، ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، يَرْوِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ

مَعْرِفَةُ الرُّوَاةِ الْمُتَشَابِهِينَ فِي الِاسْمِ وَالنَّسَبِ الْمُتَمَايِزِينَ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الِابْنِ وَالْأَبِ

مِثَالُهُ: يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ:

فَالْأَوَّلُ: يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ الصَّحَابِيُّ الْخُزَاعِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْجُرَشِيُّ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَأَسْلَمَ، وَسَكَنَ الشَّامَ، وَذُكِرَ بِالصَّلَاحِ حَتَّى اسْتَسْقَى بِهِ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْلِ دِمَشْقَ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ الْيَوْمَ بِخَيْرِنَا وَأَفْضَلِنَا "، فَسُقُوا لِلْوَقْتِ، حَتَّى كَادُوا لَا يَبْلُغُونَ مَنَازِلَهُمْ.

وَالثَّانِي: الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ التَّابِعِيُّ الْفَاضِلُ.

এবং দ্বিতীয়টি: একটি দল, তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আবি আবদুল্লাহ আল-মুক্রি আল-ইসফাহানি। তার থেকে আবুশ শাইখ আল-ইসফাহানি বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।
হাইয়ান আল-আসাদী - নিচের দুটি নুকতাযুক্ত তাশদীদযুক্ত ইয়া (يَّ) দ্বারা - এবং হানান আল-আসাদী - হালকা নুন (নুন সাকিন/তাকফীফ সহ) দ্বারা -।
প্রথম প্রকারের মধ্যে: হাইয়ান ইবনে হুসাইন, তাবিঈ, যিনি আম্মার ইবনে ইয়াসির থেকে বর্ণনা করেছেন।
এবং দ্বিতীয়টি: তিনি হলেন হানান আল-আসাদী, বনু আসাদ ইবনে শুরাইক থেকে - শীন (ش) অক্ষরের পেশ সহ - এবং তিনি মুসারহাদ, মুসাদ্দাদের পিতা। তাকে দারাকুতনী উল্লেখ করেছেন। তিনি আবু উসমান আন-নাহদী থেকে বর্ণনা করেন। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।
ছাপ্পান্নতম প্রকার
সেই সকল বর্ণনাকারীদের জ্ঞান, যাদের নাম ও বংশগত উপাধি সাদৃশ্যপূর্ণ, কিন্তু পুত্র ও পিতার ক্ষেত্রে অগ্র-পশ্চাতের কারণে ভিন্ন।
এর উদাহরণ: ইয়াযীদ ইবনে আল-আসওয়াদ, এবং আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ:
প্রথমজন: ইয়াযীদ ইবনে আল-আসওয়াদ আল-খুযাঈ, সাহাবী। এবং ইয়াযীদ ইবনে আল-আসওয়াদ আল-জুরাশী, যিনি জাহিলিয়াত পেয়েছিলেন ও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শামে বসবাস করতেন এবং এতটাই নেককার হিসেবে পরিচিত ছিলেন যে, মুয়াবিয়া দামেস্কের অধিবাসীদের সাথে তার মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য দুআ করেছিলেন। তখন তিনি (মুয়াবিয়া) বললেন: "হে আল্লাহ! আজ আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ব্যক্তির মাধ্যমে আপনার কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করছি।" সাথে সাথেই তাদের বৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল, এমনকি তারা প্রায় তাদের বাড়িতে পৌঁছাতে পারছিল না।
এবং দ্বিতীয়জন: আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ আন-নাখায়ী, প্রসিদ্ধ তাবিঈ।

وَمِنْ ذَلِكَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ الْوَلِيدِ.

فَمِنَ الْأَوَّلِ: الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْبَصْرِيُّ التَّابِعِيُّ، الرَّاوِي عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الدِّمَشْقِيُّ الْمَشْهُورُ، صَاحِبُ الْأَوْزَاعِيِّ، رَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالنَّاسُ.

وَالثَّانِي: مُسْلِمُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ فَقَلَبَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ، فَقَالَ: " الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ " وَأُخِذَ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

وَصَنَّفَ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ فِي هَذَا النَّوْعِ كِتَابًا سَمَّاهُ " رَافِعَ الِارْتِيَابِ فِي الْمَقْلُوبِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَنْسَابِ "، وَهَذَا الِاسْمُ رُبَّمَا أَوْهَمَ اخْتِصَاصَهُ بِمَا وَقَعَ فِيهِ مِثْلُ الْغَلَطِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْمِثَالِ الثَّانِي، وَلَيْسَ ذَلِكَ شَرْطًا فِيهِ، وَأَكْثَرُهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَمَا تَرْجَمْنَاهُ بِهِ إِذًا أَوْلَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

আর তাদের মধ্যে রয়েছেন আল-ওয়ালিদ ইবন মুসলিম এবং মুসলিম ইবন আল-ওয়ালিদ। প্রথমোক্তদের মধ্যে রয়েছেন: আল-ওয়ালিদ ইবন মুসলিম আল-বাসরি, যিনি তাবিঈ এবং জুনদুব ইবন আব্দুল্লাহ আল-বাজালির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর [অন্যজন হলেন] প্রসিদ্ধ আল-ওয়ালিদ ইবন মুসলিম আদ-দিমাশকি, যিনি আল-আওযাঈর শিষ্য ছিলেন; তাঁর থেকে আহমদ ইবন হানবাল এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

আর দ্বিতীয়োক্তদের মধ্যে রয়েছেন: মুসলিম ইবন আল-ওয়ালিদ ইবন রাবাহ আল-মাদানি, যিনি তাঁর পিতা ও অন্যান্যদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আব্দুল আযীয আদ-দারওয়ার্দি এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। আর আল-বুখারী তাঁর তারীখ গ্রন্থে তাঁর নাম ও নসব উল্টে দিয়ে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন: "আল-ওয়ালিদ ইবন মুসলিম", আর এর জন্য তাঁর উপর আপত্তি জানানো হয়েছে।

আর আল-খাতীব আল-হাফিজ এই প্রকারের উপর একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন যার নাম দিয়েছেন "রাফি' আল-ইরতিয়াব ফি আল-মাকলুব মিন আল-আসমা ওয়া আল-আনসাব" (নাম ও নসবসমূহের মধ্যে যা উল্টে গেছে, তার থেকে সন্দেহ দূরকারী)। আর এই নামটি সম্ভবত এই ভুল ধারণা দিতে পারে যে, এটি কেবল দ্বিতীয় উদাহরণে উল্লিখিত ভুলের মতো বিষয়গুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অথচ এটি তার জন্য কোনো শর্ত নয়। আর এর অধিকাংশই

এমন নয়। সুতরাং, আমরা যেভাবে এর ব্যাখ্যা করেছি, সেটিই অধিকতর উপযুক্ত, আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ: مَعْرِفَةُ الْمَنْسُوبِينَ إِلَى غَيْرِ آبَائِهِمْ

وَذَلِكَ عَلَى ضُرُوبٍ:

أَحَدُهَا: مَنْ نُسِبَ إِلَى أُمِّهِ، مِنْهُمْ مُعَاذٌ، وَمُعَوِّذٌ، وَعَوْذٌ بَنُو عَفْرَاءَ، هِيَ أُمُّهُمْ، وَأَبُوهُمُ الْحَارِثُ بْنُ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ يُقَالُ فِي عَوْذٍ عَوْفٌ، وَأَنَّهُ الْأَكْثَرُ.

بِلَالُ ابْنُ حَمَامَةَ الْمُؤَذِّنُ: حَمَامَةُ أُمُّهُ، وَأَبُوهُ رَبَاحٌ.

سُهَيْلٌ وَأَخَوَاهُ سَهْلٌ وَصَفْوَانُ بَنُو بَيْضَاءَ، هِيَ أُمُّهُمْ وَاسْمُهَا دَعْدُ، وَاسْمُ أَبِيهِمْ وَهْبٌ.

شُرَحْبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ، هِيَ أُمُّهُ، وَأَبُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُطَاعِ الْكِنْدِيُّ.

عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ بُحَيْنَةَ، هِيَ أُمُّهُ، وَأَبُوهُ مَالِكُ بْنُ الْقِشْبِ الْأَزْدِيُّ الْأَسَدِيُّ.

سَعْدُ ابْنُ حَبْتَةَ الْأَنْصَارِيُّ: هِيَ أُمُّهُ، وَأَبُوهُ بُحَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ جَدُّ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي.

هَؤُلَاءِ صَحَابَةٌ رضي الله عنهم.

সাতান্নতম প্রকার: যাদেরকে তাদের পিতা ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে তাদের পরিচিতি

এটি বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত:

প্রথম প্রকার: যারা তাদের মায়ের দিকে সম্পর্কিত। তাদের মধ্যে রয়েছেন মু'আয, মু'আউইয এবং আউয, যারা আফরার পুত্র। আফরা ছিলেন তাদের মা, আর তাদের পিতা ছিলেন আল-হারিথ ইবনে রিফা'আ আল-আনসারী। ইবনু 'আবদিল বার্র উল্লেখ করেছেন যে, 'আউয'-এর পরিবর্তে 'আউফ' বলা হয় এবং এটিই অধিক প্রচলিত।

মুয়াযযিন বিলাল ইবনে হামামাহ: হামামাহ ছিলেন তার মা, এবং তার পিতা ছিলেন রাবাহ।

সুহাইল এবং তার দুই ভাই সাহল ও সাফওয়ান, যারা বাইদার পুত্র। বাইদা ছিলেন তাদের মা, এবং তার নাম ছিল দা'দ, আর তাদের পিতার নাম ছিল ওয়াহব।

শুরাহবিল ইবনে হাসানাহ: হাসানাহ ছিলেন তার মা, এবং তার পিতা ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আল-মুতা' আল-কিন্দি।
আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনা: বুহাইনা ছিলেন তার মা, এবং তার পিতা ছিলেন মালিক ইবনে আল-কিশব আল-আযদী আল-আসাদী।
সা'দ ইবনে হাবতাহ আল-আনসারী: হাবতাহ ছিলেন তার মা, এবং তার পিতা ছিলেন বুহাইর ইবনে মু'আউইয়াহ, যিনি কাজী আবু ইউসুফের দাদা।
এঁরা সবাই সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

وَمِنْ غَيْرِهِمْ: مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ: هِيَ أُمُّهُ وَاسْمُهَا خَوْلَةُ، وَأَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه.
إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ: هِيَ أُمُّهُ، وَأَبُوهُ إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ.
إِبْرَاهِيمُ ابْنُ هَرَاسَةَ: قَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ: هِيَ أُمُّهُ، وَأَبُوهُ سَلَمَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الثَّانِي: مَنْ نُسِبَ إِلَى جَدَّتِهِ: مِنْهُمْ: يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ الصَّحَابِيُّ هِيَ فِي قَوْلِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ جَدَّتُهُ أُمُّ أَبِيهِ، وَأَبُوهُ أُمَيَّةُ.
وَمِنْهُمْ: بَشِيرِ ابْنُ الْخَصَاصِيَةِ الصَّحَابِيُّ هُوَ بَشِيرُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَالْخَصَاصِيَةُ هِيَ أُمُّ الثَّالِثِ مِنْ أَجْدَادِهِ.
وَمِنْ أَحْدَثِ ذَلِكَ عَهْدًا شَيْخُنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيِّ الْبَغْدَادِيُّ، يُعْرَفُ بِابْنِ سُكَيْنَةَ وَهِيَ أُمُّ أَبِيهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الثَّالِثُ: مَنْ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ، مِنْهُمْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَحَدُ الْعَشَرَةِ، هُوَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ.
حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ الصَّحَابِيُّ: هُوَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ.

এবং তাদের ব্যতীত অন্যদের মধ্যে: মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ: তিনি তাঁর মা এবং তাঁর নাম খাওলা। আর তাঁর পিতা হলেন আলী ইবনু আবী ত্বলিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)।
ইসমাইল ইবনু উলাইয়্যাহ: তিনি তাঁর মা, এবং তাঁর পিতা হলেন ইব্রাহীম আবু ইসহাক।
ইব্রাহীম ইবনু হারাasah: আব্দুল গনী ইবনু সাঈদ বলেছেন: তিনি তাঁর মা, এবং তাঁর পিতা হলেন সালামাহ। আল্লাহই ভালো জানেন।
দ্বিতীয়ত: যারা তাঁদের দাদী/নানী (মাতামহী/পিতামহী)-র দিকে সম্বন্ধিত হয়েছেন: তাঁদের মধ্যে: ইয়া'লা ইবনু মুনইয়াহ আস-সাহাবী। আয-যুবাইর ইবনু বাক্কারের মতে, তিনি তাঁর দাদী, তাঁর পিতার মা। আর তাঁর পিতা হলেন উমাইয়্যাহ।
এবং তাঁদের মধ্যে: বাশীর ইবনুল খাস্বাসিয়্যাহ আস-সাহাবী। তিনি বাশীর ইবনু মা'বাদ। আর আল-খাস্বাসিয়্যাহ হলেন তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির মা।
এবং এগুলোর মধ্যে সাম্প্রতিক কালের হলেন আমাদের শাইখ আবু আহমাদ আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু আলী আল-বাগদাদী। তিনি ইবনু সুকাইনা নামে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন তাঁর পিতার মা (তাঁর দাদী)। আল্লাহই ভালো জানেন।
তৃতীয়ত: যারা তাঁদের দাদা/নানা (মাতামহ/পিতামহ)-র দিকে সম্বন্ধিত হয়েছেন: তাঁদের মধ্যে: আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ, যিনি দশ জনের (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী) একজন। তিনি হলেন আমির ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনুল জাররাহ।
হামাল ইবনু আন-নাবিগাহ আল-হুযালী আস-সাহাবী: তিনি হলেন হামাল ইবনু মালিক ইবনু আন-নাবিগাহ।

(ص: 372)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

مُجَمِّعُ بْنُ جَارِيَةَ الصَّحَابِيُّ، هُوَ مُجَمِّعُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ.
ابْنُ جُرَيْجٍ: هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ.

بَنُو الْمَاجِشُونِ بِكَسْرِ الْجِيمِ: مِنْهُمْ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ: هُوَ لَقَبُ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَجَرَى عَلَى بَنِيهِ وَبَنِي أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ.

قُلْتُ: وَالْمُخْتَارُ فِي مَعْنَاهُ أَنَّهُ الْأَبْيَضُ الْأَحْمَرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ.

ابْنُ أَبِي لَيْلَى الْفَقِيهُ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى.

ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ.

أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الْإِمَامُ: هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ.

بَنُو أَبِي شَيْبَةَ: أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ الْحَافِظَانِ وَأَخُوهُمَا الْقَاسِمُ، أَبُو شَيْبَةَ هُوَ جَدُّهُمْ، وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ وَاسِطِيٌّ، وَأَبُوهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

وَمِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ: أَبُو سَعِيدِ بْنُ يُونُسَ صَاحِبُ تَارِيخِ مِصْرَ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الرَّابِعُ: مَنْ نُسِبَ إِلَى رَجُلٍ غَيْرِ أَبِيهِ هُوَ مِنْهُ بِسَبَبٍ:

সাহাবী মুজাম্মি‘ ইবনু জারিয়াহ, তিনি মুজাম্মি‘ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু জারিয়াহ।

ইবনু জুরাইজ: তিনি ‘আব্দুল মালিক ইবনু ‘আব্দিল ‘আযীয ইবনু জুরাইজ।

বানুল মাজিশূন (জীম বর্ণে কাসরা সহকারে): তাদের মধ্যে ইউসুফ ইবনু ইয়া‘কূব ইবনু আবী সালামাহ আল-মাজিশূন। আবূ ‘আলী আল-গাসসানী বলেন: এটি ইয়া‘কূব ইবনু আবী সালামাহ-এর উপাধি ছিল, এবং তা তাঁর সন্তানগণ ও তাঁর ভাই ‘আব্দুল্লাহ ইবনু আবী সালামাহ-এর সন্তানদের উপরও প্রযোজ্য হয়।

আমি বলি: এর অর্থের ক্ষেত্রে নির্বাচিত মত হলো যে, এটি দ্বারা শ্বেত-লোহিত বর্ণকে বোঝায়, আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ইবনু আবী যি’ব: তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ‘আব্দির রাহমান ইবনুল মুগীরাহ ইবনু আবী যি’ব।

ফক্বীহ ইবনু আবী লায়লা: তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ‘আব্দির রাহমান ইবনু আবী লায়লা।

ইবনু আবী মুলায়কাহ: তিনি ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উবাইদিল্লাহ ইবনু আবী মুলায়কাহ।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল: তিনি আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বাল, আবূ ‘আব্দুল্লাহ।

বানূ আবী শাইবাহ: হাফিযদ্বয় আবূ বাকর ও ʿউসমান এবং তাদের ভাই ক্বাসিম। আবূ শাইবাহ তাদের দাদা ছিলেন, তাঁর নাম ইব্রাহীম ইবনু ʿউসমান আল-ওয়াসিত্বী, আর তাদের পিতা মুহাম্মাদ ইবনু আবী শাইবাহ।

এবং পরবর্তী যুগের মনীষীদের মধ্যে: আবূ সাʿঈদ ইবনু ইউনুস, যিনি মিসরের ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা: তিনি ʿআব্দুর রাহমান ইবনু আহমাদ ইবনু ইউনুস ইবনু ʿআব্দিল আʿলা আস-সাদাফী। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

চতুর্থ প্রকার: যে ব্যক্তি তার পিতা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির দিকে একটি নির্দিষ্ট কারণে সম্বন্ধিত হয়েছে:

مِنْهُمْ: الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ:

[وَ] هُوَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ الْكِنْدِيُّ، وَقِيلَ: الْبَهْرَانِيُّ، كَانَ فِي حَجْرِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ الزُّهْرِيِّ، وَتَبَنَّاهُ فَنُسِبَ إِلَيْهِ.

الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ: هُوَ ابْنُ وَاصِلٍ، وَدِينَارٌ زَوْجُ أُمِّهِ، وَكَأَنَّ هَذَا خَفِيَ عَلَى ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ حَيْثُ قَالَ فِيهِ: الْحَسَنُ بْنُ دِينَارِ بْنِ وَاصِلٍ، فَجَعَلَ وَاصِلًا جَدَّهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ

مَعْرِفَةُ النِّسَبِ الَّتِي بَاطِنُهَا عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهَا الَّذِي هُوَ السَّابِقُ إِلَى الْفَهْمِ مِنْهَا

مِنْ ذَلِكَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو: لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ، وَلَكِنْ نَزَلَ بَدْرًا فَنُسِبَ إِلَيْهَا.

سُلَيْمَانُ بْنُ طَرْخَانَ التَّيْمِيُّ: نَزَلَ فِي تَيْمٍ وَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَهُوَ مَوْلَى بَنِي مُرَّةَ.

أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هُوَ أَسَدِيٌّ مَوْلَى لِبَنِي أَسَدٍ، نَزَلَ فِي بَنِي دَالَانَ بَطْنٍ مِنْ هَمْدَانَ فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ.

مِنْهُمْ: الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ:

[এবং] তিনি মিকদাদ ইবনু আমর ইবনু ছা'লাবা আল-কিন্দী, এবং বলা হয়: আল-বাহরানী। তিনি আসওয়াদ ইবনু আবদ ইয়াগূছ আয-যুহরীর লালন-পালনে ছিলেন এবং তিনি তাকে দত্তক নিয়েছিলেন, তাই তাঁর প্রতি সম্বন্ধিত হয়েছেন।

الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ: তিনি ওয়াসিল-এর পুত্র, এবং দীনার তাঁর মায়ের স্বামী। মনে হয় এই বিষয়টি ইবনু আবী হাতিমের কাছে গোপন ছিল, যেহেতু তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেছেন: আল-হাসান ইবনু দীনার ইবনু ওয়াসিল, ফলে তিনি ওয়াসিলকে তাঁর দাদা বানিয়েছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

আটান্নতম প্রকার

সেই সকল নিসবত (সম্পর্ক বা উপনাম) সম্পর্কে জ্ঞান, যার অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা তার বাহ্যিক রূপের বিপরীত, যা প্রাথমিক উপলব্ধিতে আসে।

তার মধ্যে থেকে আবু মাসউদ আল-বadrী উকবা ইবনু আমর: অধিকাংশের মতে, তিনি বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না, তবে বদরে বসবাস করেছিলেন, তাই তার প্রতি সম্বন্ধিত হয়েছেন।

سُلَيْمَانُ بْنُ طَرْخَانَ التَّيْمِيُّ: তিনি তায়ম গোত্রে বসবাস করতেন কিন্তু তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, এবং তিনি বানী মুররা-এর মাওলা ছিলেন।

أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: তিনি আসাদী, বানী আসাদ-এর মাওলা ছিলেন। তিনি হামদান গোত্রের একটি শাখা বানী দালান-এর মধ্যে বসবাস করতেন, তাই তাদের প্রতি সম্বন্ধিত হয়েছেন।

إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْخُوزِيُّ: لَيْسَ مِنَ الْخُوزِ، إِنَّمَا نَزَلَ شِعْبَ الْخُوزِ بِمَكَّةَ.

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيُّ: نَزَلَ جَبَّانَةَ عَرْزَمٍ بِالْكُوفَةِ، وَهِيَ قَبِيلَةٌ مَعْدُودَةٌ فِي فَزَارَةَ، فَقِيلَ: عَرْزَمِيٌّ بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى الزَّايِ.

مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، أَبُو بَكْرٍ الْبَصْرِيُّ: بَاهِلِيٌّ نَزَلَ فِي الْعَوَقَةِ - بِالْقَافِ وَالْفَتْحِ - وَهُمْ بَطْنٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ.

أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ: جَلِيلٌ رَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، هُوَ أَزْدِيٌّ عُرِفَ بِالسُّلَمِيِّ، لِأَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ سُلَمِيَّةً، ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْهُ، وَأَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ

حَافِدُهُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: مُصَنِّفُ الْكُتُبِ لِلصُّوفِيَّةِ، كَانَتْ أُمُّهُ ابْنَةَ أَبِي عَمْرٍو الْمَذْكُورِ، فَنُسِبَ سُلَمِيًّا، وَهُوَ أَزْدِيٌّ أَيْضًا جَدُّهُ ابْنُ عَمِّ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ.

وَيَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ وَيَلْتَحِقُ بِهِ مِقْسَمٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: هُوَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، لَزِمَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقِيلَ لَهُ: مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، لِلُزُومِهِ إِيَّاهُ.

يَزِيدُ الْفَقِيرُ: أَحَدُ التَّابِعِينَ، وُصِفَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ أُصِيبَ فِي فَقَارِ ظَهْرِهِ، فَكَانَ يَأْلَمُ مِنْهُ حَتَّى يَنْحَنِيَ لَهُ.

إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْخُوزِيُّ: لَيْسَ مِنَ الْخُوزِ، إِنَّمَا نَزَلَ شِعْبَ الْخُوزِ بِمَكَّةَ.

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيُّ: نَزَلَ جَبَّانَةَ عَرْزَمٍ بِالْكُوفَةِ، وَهِيَ قَبِيلَةٌ مَعْدُودَةٌ فِي فَزَارَةَ، فَقِيلَ: عَرْزَمِيٌّ بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى الزَّايِ.

مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، أَبُو بَكْرٍ الْبَصْرِيُّ: بَاهِلِيٌّ نَزَلَ فِي الْعَوَقَةِ - بِالْقَافِ وَالْفَتْحِ - وَهُمْ بَطْنٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ.

أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ: جَلِيلٌ رَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، هُوَ أَزْدِيٌّ عُرِفَ بِالسُّلَمِيِّ، لِأَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ سُلَمِيَّةً، ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْهُ، وَأَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ حَافِدُهُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: مُصَنِّفُ الْكُتُبِ لِلصُّوفِيَّةِ، كَانَتْ أُمُّهُ ابْنَةَ أَبِي عَمْرٍو الْمَذْكُورِ، فَنُسِبَ سُلَمِيًّا، وَهُوَ أَزْدِيٌّ أَيْضًا جَدُّهُ ابْنُ عَمِّ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ.

وَيَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ وَيَلْتَحِقُ بِهِ مِقْسَمٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: هُوَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، لَزِمَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقِيلَ لَهُ: مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، لِلُزُومِهِ إِيَّاهُ.

يَزِيدُ الْفَقِيرُ: أَحَدُ التَّابِعِينَ، وُصِفَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ أُصِيبَ فِي فَقَارِ ظَهْرِهِ، فَكَانَ يَأْلَمُ مِنْهُ حَتَّى يَنْحَنِيَ لَهُ.

خَالِدٌ الْحَذَّاءُ: لَمْ يَكُنْ حَذَّاءً، وَوُصِفَ بِذَلِكَ لِجُلُوسِهِ فِي الْحَذَّائِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ: مَعْرِفَةُ الْمُبْهَمَاتِ

أَيْ مَعْرِفَةُ أَسْمَاءِ مَنْ أُبْهِمَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

وَصَنَّفَ فِي ذَلِكَ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ الْحَافِظُ، وَالْخَطِيبُ وَغَيْرُهُمَا.

وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِوُرُودِهِ مُسَمًّى فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ لَمْ يُوقَفْ عَلَى أَسْمَائِهِمْ.

وَهُوَ عَلَى أَقْسَامٍ:

خালিদ আল-হাদ্দা': তিনি জুতা প্রস্তুতকারক ছিলেন না, বরং জুতা প্রস্তুতকারীদের সাথে বসতেন বলে তাকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। আল্লাহই সম্যক অবগত।

ঊনষাটতম প্রকার: মুবহামাত-এর পরিচয়

অর্থাৎ হাদীসে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যাদের উল্লেখ অস্পষ্ট রাখা হয়েছে, তাদের নামসমূহ জানা।

এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন আব্দুল গনী ইবনু সাঈদ আল-হাফিজ, আল-খাতীব এবং অন্যান্যরা।

এটি কিছু কিছু বর্ণনায় তাদের নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকার মাধ্যমে জানা যায়। তবে তাদের অনেকের নাম এখনও শনাক্ত করা যায়নি।

এটি কয়েকটি প্রকারে বিভক্ত:

مِنْهَا وَهُوَ مِنْ أَبْهِمَهَا: مَا قِيلَ فِيهِ " رَجُلٌ " أَوِ " امْرَأَةٌ "، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْحَجُّ كُلَّ عَامٍ؟ هَذَا الرَّجُلُ هُوَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، بَيَّنَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى.

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِحَيّ فَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ، فَرَقَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى ثَلَاثِينَ شَاةً، الْحَدِيثَ، الرَّاقِي هُوَ الرَّاوِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ.

حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: " فُلَانَةٌ تُصَلِّي، فَإِذَا غُلِبَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ "، قِيلَ: إِنَّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ زَوْجُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقِيلَ: أُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَقِيلَ: مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ.

الْمَرْأَةُ الَّتِي سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ فَقَالَ:

এর মধ্যে একটি, যা এর অস্পষ্ট অংশগুলোর মধ্যে অন্যতম: যাতে "একজন পুরুষ" বা "একজন নারী" বলা হয়েছে। এর উদাহরণস্বরূপ: ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত হাদিস যে, একজন লোক বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছর কি হজ্ব করতে হবে? এই লোকটি হলেন আল-আকরা‘ বিন হাবিস; ইবনু আব্বাস অন্য এক বর্ণনায় তা স্পষ্ট করেছেন।
আবু সাঈদ আল-খুদরি বর্ণিত হাদিস যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী একটি গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তারা তাদের আতিথেয়তা করল না। তখন তাদের সরদারকে সাপে দংশন করল। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ত্রিশটি ছাগলের বিনিময়ে সূরা ফাতিহা দ্বারা তার উপর রুকিয়া করল। (বাকি) হাদিস (অনুযায়ী) রুকিয়া সম্পাদনকারী হলেন রাবী (হাদিস বর্ণনাকারী) আবু সাঈদ আল-খুদরি নিজেই।
আনাস বর্ণিত হাদিস যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদের দুটি খুঁটির মাঝে একটি রশি টানানো দেখলেন। তিনি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সাহাবীগণ বললেন: "অমুক নারী সালাত আদায় করেন, অতঃপর যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন এর সাথে ঝুলে থাকেন।" বলা হয়েছে: তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী যাইনাব বিনত জাহশ। আবার বলা হয়েছে: তার বোন হামনাহ বিনত জাহশ। এবং বলা হয়েছে: উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনাহ বিনত আল-হারিস।
সেই নারী যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঋতুস্রাব থেকে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি বললেন:

" خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ. . . " هِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةُ، وَكَانَ يُقَالُ لَهَا: خَطِيبَةُ النِّسَاءِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: تَسْمِيَتُهَا: " أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ "، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمِنْهَا: مَا أُبْهِمَ بِأَنْ قِيلَ فِيهِ: " ابْنُ فُلَانٍ " أَوِ " ابْنُ الْفُلَانِيِّ " أَوِ " ابْنَةُ فُلَانٍ " أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ: مَاتَتْ إِحْدَى بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ . " الْحَدِيثَ، هِيَ زَيْنَبُ زَوْجَةُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَكْبَرُ بَنَاتِهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنْ كَانَ قَدْ قِيلَ: أَكْبَرُهُنَّ رُقَيَّةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ: ذَكَرَ صَاحِبُ الطَّبَقَاتِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ اسْمَهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَهَذِهِ نِسْبَةٌ إِلَى بَنِي لُتْبٍ - بِضَمِّ اللَّامِ وَإِسْكَانِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ - بَطْنٌ مِنَ الْأَسْدِ - بِإِسْكَانِ السِّينِ - وَهُمُ الْأَزْدُ، وَقِيلَ: ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ - بِالْهَمْزَةِ - وَلَا صِحَّةَ لَهُ.

ابْنُ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ، الَّذِي أَرْسَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ عَرَفَةَ

"এক টুকরা কস্তুরি নাও..." তিনি হলেন আসমা বিনতে ইয়াযিদ ইবনে আস-সাকান আল-আনসারিয়্যাহ। তাকে 'খাতীবাতুন নিসা' (নারীদের বক্তা) বলা হতো। মুসলিমের একটি বর্ণনায় তার নাম "আসমা বিনতে শাকাল" এসেছে, আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এবং এর অন্তর্ভুক্ত সেসব নাম যা অস্পষ্ট রাখা হয়েছে এই বলে যে: "অমুকের পুত্র" অথবা "অমুকের কন্যা" অথবা এই ধরনের কিছু।

এর অন্তর্ভুক্ত উম্মে আতিয়্যার হাদীস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক কন্যা মারা গেলেন। তখন তিনি বললেন: "তাকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল করাও..." হাদীসটি। তিনি হলেন যাইনাব, আবুল 'আস ইবনুর রাবী'র স্ত্রী, তিনি তাঁর (সা.) কন্যাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ছিলেন। যদিও বলা হয়েছে: তাদের মধ্যে রুকাইয়াই জ্যেষ্ঠা ছিলেন, আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ইবনুল লুতবিয়্যাহ: আত-তাবাকাত গ্রন্থের লেখক মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ উল্লেখ করেছেন যে তার নাম ছিল আবদুল্লাহ। এটি বনু লুতব-এর সাথে সম্বন্ধিত নাম - লামে পেশ এবং উপরে দুই নুকতাযুক্ত তা-তে সাকিন সহ। আসদ গোত্রের একটি শাখা - সিনে সাকিন সহ - আর তারাই হলো আযদ। এবং বলা হয়েছে: ইবনুল উতবিয়্যাহ - হামযা সহ - তবে এর কোনো সত্যতা নেই।

ইবনে মিরবা' আল-আনসারী, যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার অধিবাসীদের কাছে পাঠিয়েছিলেন

وَقَالَ: " كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ "، اسْمُهُ زَيْدٌ، وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ وَكَاتِبُهُ ابْنُ سَعْدٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ.

ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى الْمُؤَذِّنُ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَائِدَةَ، وَقِيلَ: عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَأُمُّ مَكْتُومٍ اسْمُهَا عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ.

الِابْنَةُ الَّتِي أَرَادَ بَنُو هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنْ يُزَوِّجُوهَا مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه هِيَ الْعَوْرَاءُ بِنْتُ أَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْهَا: الْعَمُّ وَالْعَمَّةُ وَنَحْوُهُمَا: مِنْ ذَلِكَ: رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ عَمِّهِ، فِي حَدِيثِ الْمُخَابَرَةِ، عَمُّهُ هُوَ ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ الْحَارِثِيُّ الْأَنْصَارِيُّ.

زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ عَنْ عَمِّهِ: هُوَ قُطْبَةُ بْنُ مَالِكٍ الثَّعْلَبِيُّ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ.

عَمَّةُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الَّتِي جَعَلَتْ تَبْكِي أَبَاهُ يَوْمَ أُحُدٍ: اسْمُهَا

তিনি বলেছেন: "তোমরা তোমাদের ধর্মীয় নিদর্শনসমূহে (মশায়ের) থাকো।" তার নাম যায়েদ। ওয়াকিদী ও তার লেখক ইবনে সা'দ বলেছেন: তার নাম আবদুল্লাহ।

উম্মে মাকতূমের পুত্র, অন্ধ মুয়াজ্জিন: তার নাম আবদুল্লাহ ইবনে যায়িদা। এবং বলা হয়েছে: আমরু ইবনে কায়স। অন্য কিছুও বলা হয়েছে। আর উম্মে মাকতূমের নাম আতিকা বিনতে আবদুল্লাহ।

সেই কন্যা, যাকে হিশাম ইবনুল মুগীরাহর বংশধররা আলী ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে বিবাহ দিতে চেয়েছিল, সে হল আল-আওরা বিনতে আবি জাহল ইবনে হিশাম ইবনুল মুগীরাহ। এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এবং তাদের মধ্যে: চাচা ও ফুফু এবং তাদের মতো অন্যান্য। এর মধ্যে: রাফি ইবনে খাদীজ আল-মুখাবারা সংক্রান্ত হাদীসে তার চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন। তার চাচা হলেন যুহায়র ইবনে রাফি আল-হারিসী আল-আনসারী।

যিয়াদ ইবনে ইলাকা তার চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন: তিনি হলেন কুতবা ইবনে মালিক আছ-ছা'লাবী, 'ছা' (ثاء) অক্ষর দ্বারা।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহর ফুফু, যিনি উহুদ যুদ্ধের দিন তার পিতার জন্য কাঁদতে শুরু করেছিলেন: তার নাম

فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، وَسَمَّاهَا الْوَاقِدِيُّ هِنْدًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْهَا: الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ:

مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، زَوْجُهَا هُوَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ الَّذِي رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ، وَكَانَ بَدْرِيًّا.

زَوْجُ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَهِيَ بِفَتْحِ الْبَاءِ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَشَاعَ فِي أَلْسِنَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَسْرُهَا، زَوْجُهَا اسْمُهُ هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ عَلَى مَا رُوِّينَاهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

زَوْجَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ - بِفَتْحِ الزَّايِ - الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ بْنِ سَمْوَالٍ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَهَا، اسْمُهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وُهَيْبٍ، وَقِيلَ: تُمَيْمَةُ بِضَمِّ التَّاءِ، وَقِيلَ: سُهَيْمَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ফাতিমা বিনত আমর ইবন হারাম। ওয়াকিদি তাকে হিন্দ নামে অভিহিত করেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

এবং এর অন্তর্ভুক্ত: স্বামী ও স্ত্রী।

এর মধ্যে একটি হলো সুবাইআহ আল-আসলামিয়্যার হাদিস, যে তিনি তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েক রাত পর সন্তান প্রসব করেছিলেন। তার স্বামী ছিলেন সা'দ ইবন খাওলা, যার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোক প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি মক্কায় ইন্তেকাল করেছেন, এবং তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন।

বারওয়া' বিনত ওয়াশিকের স্বামী (ভাষাবিদদের মতে এর 'বা' অক্ষরের উপর ফাতহা হবে, কিন্তু হাদিসবিদদের মুখে এর কাসরা প্রচলিত)। তার স্বামীর নাম হিলাল ইবন মুররাহ আল-আশজাঈ, যেমনটি আমরা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছি।

আব্দুর রহমান ইবন আয-যুবাইরের (যা 'যা' অক্ষরের ফাতহা দ্বারা উচ্চারিত) স্ত্রী, যিনি রিফাআহ ইবন সামওয়াল আল-কুরাজীর অধীনে ছিলেন এবং তিনি তাকে তালাক দিয়েছিলেন। তার নাম তামিমাহ বিনত উহাইব। এবং বলা হয়েছে: তুমাইমাহ ('তা' অক্ষরের দম্মা দ্বারা), এবং বলা হয়েছে: সুহাইমাহ। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

النَّوْعُ الْمُوفِي سِتِّينَ: مَعْرِفَةُ تَوَارِيخِ الرُّوَاةِ

وَفِيهَا مَعْرِفَةُ وَفَيَاتِ الصَّحَابَةِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْعُلَمَاءِ، وَمَوَالِيدِهِمْ، وَمَقَادِيرِ أَعْمَارِهِمْ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

رُوِّينَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " لَمَّا اسْتَعْمَلَ الرُّوَاةُ الْكَذِبَ اسْتَعْمَلْنَا لَهُمُ التَّارِيخَ "، أَوْ كَمَا قَالَ.

وَرُوِّينَا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا اتَّهَمْتُمُ الشَّيْخَ، فَحَاسِبُوهُ بِالسِّنِينَ "، يَعْنِي احْسُبُوا سِنَّهُ وَسِنَّ مَنْ كَتَبَ عَنْهُ.

وَهَذَا كَنَحْوِ مَا رُوِّينَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: " كُنْتُ بِالْعِرَاقِ، فَأَتَانِي أَهْلُ الْحَدِيثِ، فَقَالُوا: هَاهُنَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَيَّ سَنَةٍ كَتَبْتَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ؟ فَقَالَ: سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ - يَعْنِي وَمِائَةٍ -، فَقُلْتُ: أَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ سَمِعْتَ مِنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسَبْعِ سِنِينَ؟ قَالَ إِسْمَاعِيلُ: مَاتَ خَالِدٌ سَنَةَ سِتٍّ وَمِائَةٍ ".

ষাটতম প্রকার: রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) তারিখসমূহ জানা

এবং এতে সাহাবী, মুহাদ্দিস ও উলামাদের ওফাত, তাদের জন্ম, তাদের বয়সসীমা এবং এ জাতীয় বিষয়াদি জানা যায়।

সুফিয়ান সাওরী থেকে আমাদের কাছে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: "যখন রাবীরা মিথ্যা ব্যবহার শুরু করল, তখন আমরা তাদের জন্য তারিখ (পদ্ধতি) ব্যবহার শুরু করলাম" অথবা তিনি যেমনটি বলেছেন।

এবং হাফস ইবন গিয়াস থেকে আমাদের কাছে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: "যখন তোমরা কোনো শাইখের প্রতি সন্দেহ পোষণ করবে, তখন তাকে বছরসমূহ (বয়স) দিয়ে হিসাব করো", অর্থাৎ, তার বয়স এবং যার থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন তার বয়স হিসাব করো।
আর এটা তেমনই যেমনটি ইসমাঈল ইবন আইয়াশ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "আমি ইরাকে ছিলাম, তখন হাদীস বিশারদগণ আমার কাছে আসলেন এবং বললেন: এখানে একজন লোক আছে যে খালিদ ইবন মা'দান থেকে হাদীস বর্ণনা করে। তখন আমি তার কাছে গেলাম এবং বললাম: আপনি খালিদ ইবন মা'দান থেকে কোন বছর লিখেছেন? তখন তিনি বললেন: তেরো সনে – অর্থাৎ, একশ তেরো সনে। তখন আমি বললাম: আপনি কি দাবি করছেন যে, আপনি খালিদ ইবন মা'দানের মৃত্যুর সাত বছর পর তার থেকে শুনেছেন? ইসমাঈল বললেন: খালিদ একশ ছয় সনে মারা গিয়েছেন।"

قُلْتُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ قِصَّةً نَحْوَ هَذِهِ جَرَتْ لَهُ مَعَ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، ذَكَرَ عُفَيْرٌ فِيهَا أَنَّ خَالِدًا مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَةٍ.
وَرُوِّينَا عَنِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْكَشِّيُّ، وَحَدَّثَ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِنَا: سَمِعَ هَذَا الشَّيْخُ مِنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ".
وَبَلَغَنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَمِيدِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَا تَحْرِيرُهُ: " ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ يَجِبُ تَقْدِيمُ التَّهَمُّمِ بِهَا: الْعِلَلُ، وَأَحْسَنُ كِتَابٍ وُضِعَ فِيهِ " كِتَابُ الدَّارَقُطْنِيِّ "، وَالْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ، وَأَحْسَنُ كِتَابٍ وُضِعَ فِيهِ " كِتَابُ ابْنِ مَاكُولَاءَ "، وَوَفَيَاتُ الشُّيُوخِ، وَلَيْسَ فِيهِ كِتَابٌ ".
قُلْتُ: فِيهَا غَيْرُ كِتَابٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَيْرِ اسْتِقْصَاءٍ وَتَعْمِيمٍ.

আমি বলি: উফায়র ইবন মা'দান থেকে আমরা এই ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছি, যা তাঁর সাথে খালিদ ইবন মা'দান থেকে হাদিস বর্ণনাকারীদের একজনের ঘটেছিল। তাতে উফায়র উল্লেখ করেছেন যে, খালিদ ১০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।
আল-হাকিম আবু আবদুল্লাহ থেকে আমরা বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন: "যখন আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন হাতিম আল-কাশ্শী আমাদের কাছে এলেন এবং আবদ ইবন হুমাইদ থেকে হাদিস বর্ণনা করলেন, আমি তাঁকে তাঁর জন্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি উল্লেখ করলেন যে, তিনি ২৬০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। অতঃপর আমি আমার সঙ্গীদের বললাম: এই শায়খ আবদ ইবন হুমাইদের মৃত্যুর তেরো বছর পর তাঁর থেকে শুনেছেন।"
আর আবু আবদুল্লাহ আল-হুমাইদী আল-আন্দালুসী থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, তিনি যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো: "হাদিস বিজ্ঞানের তিনটি বিষয়ে সর্বপ্রথম মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক: ইলল (হাদিসের ত্রুটিসমূহ), এবং এ বিষয়ে সবচেয়ে উত্তম কিতাব হলো 'কিতাবুদ দারাকুতনী'; আল-মু'তালিফ ওয়াল-মুখতালিফ (একই নামের বিভিন্ন ব্যক্তি), এবং এ বিষয়ে সবচেয়ে উত্তম কিতাব হলো 'কিতাব ইবন মাকুলা'; আর শায়খদের মৃত্যু তারিখসমূহ (ওয়াফায়াতুশ শুয়ুখ), এবং এ বিষয়ে কোনো কিতাব নেই।"
আমি বলি: এ বিষয়ে একাধিক কিতাব আছে, কিন্তু সেগুলো সুবিন্যস্ত বা ব্যাপক নয়।

وَتَوَارِيخُ الْمُحَدِّثِينَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ذِكْرِ الْوَفَيَاتِ، وَلِذَلِكَ وَنَحْوِهِ سُمِّيَتْ تَوَارِيخَ، وَأَمَّا مَا فِيهَا مِنَ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَنَحْوِهِمَا فَلَا يُنَاسِبُ هَذَا الِاسْمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلْنَذْكُرْ مِنْ ذَلِكَ عُيُونًا:
أَحَدُهَا: الصَّحِيحُ فِي سِنِّ سَيِّدِنَا سَيِّدِ الْبَشَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً، وَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ضُحًى لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ.
وَتُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ.

وَعُمَرُ: فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.
وَعُثْمَانُ: فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، وَهُوَ ابْنُ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَقِيلَ: ابْنُ تِسْعِينَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
وَعَلِيٌّ: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَقِيلَ: ابْنُ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ، وَقِيلَ: ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ.

মুহাদ্দিসগণের ইতিহাসগ্রন্থসমূহ মৃত্যু সনদের উল্লেখ সংবলিত। আর এই কারণে বা অনুরূপ কারণে সেগুলোকে 'তারিখ' (ইতিহাস) নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু তাতে জারহ ও তা'দীল এবং এ জাতীয় যা কিছু আছে, তা এই নামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আর আল্লাহই সমধিক জ্ঞাত।

এবং আমরা এর থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করব:

সেগুলোর একটি হলো: আমাদের নেতা, মানবজাতির সরদার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর দুই সঙ্গী আবূ বকর ও উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর বয়স সম্পর্কে সহীহ মত হলো, তাঁদের প্রত্যেকেই তেষট্টি বছর জীবনযাপন করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরী এগারো সনে, রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ সোমবার দ্বিপ্রহরের সময় ইন্তেকাল করেন।

আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হিজরী তেরো সনে জুমাদাল উলা মাসে ইন্তেকাল করেন।

আর উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হিজরী তেইশ সনে যুলহিজ্জাহ মাসে (ইন্তেকাল করেন)।

আর উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হিজরী পঁয়ত্রিশ সনে যুলহিজ্জাহ মাসে ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল বিরাশি বছর। এবং বলা হয়েছে, নব্বই বছর। আবার অন্য মতও বর্ণিত আছে।

আর আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হিজরী চল্লিশ সনে রমযান মাসে ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল তেষট্টি বছর। এবং বলা হয়েছে, চৌষট্টি বছর। আবার বলা হয়েছে, পঁয়ষট্টি বছর।

وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَمِيعًا فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، وَرُوِّينَا عَنِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ سِنَّهُمَا كَانَ وَاحِدًا، كَانَا ابْنَيْ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ، وَقَدْ قِيلَ غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ.

وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ عَلَى الْأَصَحِّ، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً.

وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ.

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً.

وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً.

وَفِي بَعْضِ مَا ذَكَرْتُهُ خِلَافٌ لَمْ أَذْكُرْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّانِي: شَخْصَانِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَاشَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ سِتِّينَ سَنَةً، وَفِي الْإِسْلَامِ سِتِّينَ سَنَةً، وَمَاتَا بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ.

أَحَدُهُمَا: حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، وَكَانَ مَوْلِدُهُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، قَبْلَ عَامِ الْفِيلِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً.

وَالثَّانِي: حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَرَوَى

তালহা ও জুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) উভয়েই ছত্রিশ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে [ইন্তেকাল করেন]। আল-হাকিম আবু আবদুল্লাহ থেকে আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের উভয়ের বয়স একই ছিল, তারা চৌষট্টি বছর বয়সের ছিলেন। তবে হাকিম যা উল্লেখ করেছেন, তার বাইরেও বলা হয়েছে।

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু): বিশুদ্ধ মতে পঁঞ্চান্ন হিজরীতে [ইন্তেকাল করেন], এবং তিনি তিয়াত্তর বছর বয়সের ছিলেন।

সাঈদ ইবনে যায়িদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু): একান্ন হিজরীতে [ইন্তেকাল করেন], এবং তিনি তিয়াত্তর অথবা চুয়াত্তর বছর বয়সের ছিলেন।

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু): বত্রিশ হিজরীতে [ইন্তেকাল করেন], এবং তিনি পঁচাত্তর বছর বয়সের ছিলেন।

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু): আঠারো হিজরীতে [ইন্তেকাল করেন], এবং তিনি আটান্ন বছর বয়সের ছিলেন।
আর আমি যা উল্লেখ করেছি, তার কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে যা আমি উল্লেখ করিনি। আর আল্লাহই সম্যক অবগত।
দ্বিতীয় [প্রকার/বক্তব্য]: সাহাবিদের মধ্য থেকে দুজন ব্যক্তি এমন ছিলেন, যারা জাহিলিয়্যাতে ষাট বছর এবং ইসলামে ষাট বছর জীবনযাপন করেছেন, এবং তারা চৌপন হিজরীতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন।
তাদের একজন: হাকিম ইবনে হিযাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু), যাঁর জন্ম হয়েছিল কাবাঘরের অভ্যন্তরে, হস্তী বাহিনীর বছরের তেরো বছর পূর্বে।
আর দ্বিতীয় জন: হাসসান ইবনে সাবিত ইবনুল মুনযির ইবনে হারাম আল-আনসারি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। এবং বর্ণিত আছে

ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّهُ وَآبَاءَهُ ثَابِتًا وَالْمُنْذِرَ وَحَرَامًا عَاشَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عِشْرِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ، وَذَكَرَ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ: أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ فِي الْعَرَبِ مِثْلَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِمْ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ حَسَّانَ مَاتَ سَنَةَ خَمْسِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّالِثُ: أَصْحَابُ الْمَذَاهِبِ الْخَمْسَةِ الْمَتْبُوعَةِ رضي الله عنهم:

فَسُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَاتَ بِلَا خِلَافٍ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ.

وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رضي الله عنه تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ قَبْلَ الثَّمَانِينَ بِسَنَةٍ، وَاخْتُلِفَ فِي مِيلَادِهِ، فَقِيلَ: فِي ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ، وَقِيلَ: سَنَةَ إِحْدَى، وَقِيلَ: سَنَةَ أَرْبَعٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ سَبْعٍ.

وَأَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله: مَاتَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ بِبَغْدَاذَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ سَنَةً.

وَالشَّافِعِيُّ رحمه الله: مَاتَ فِي آخِرِ رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ بِمِصْرَ، وَوُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ.

ইবনু ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এবং তাঁর পিতৃপুরুষগণ – সাবিত, মুনযির ও হারাম – তাঁদের প্রত্যেকে একশত বিশ বছর জীবিত ছিলেন। আর হাফিয আবু নু'আইম উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আরবদের মধ্যে তাঁদের ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে এমন (দীর্ঘ জীবন) জানেন না। বলা হয়েছে যে, হাসসান (ইবন সাবিত) পঞ্চাশ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তৃতীয়ত: অনুসরণীয় পাঁচটি মাযহাবের ইমামগণ – আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন:

সুফিয়ান ইবনু সাঈদ আস-সাওরি, আবু আবদুল্লাহ (উপনাম): কোনোরূপ মতানৈক্য ছাড়াই বসরায় একশত একষট্টি হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল সাতানব্বই হিজরিতে।

আর মালিক ইবনু আনাস – আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন – মদিনায় একশত ঊনআশি হিজরিতে, অর্থাৎ (একশত) আশি হিজরির এক বছর আগে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর জন্মসাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিরানব্বই হিজরিতে, কেউ বলেছেন, একানব্বই হিজরিতে, কেউ বলেছেন, চুরানব্বই হিজরিতে, আর কেউ বলেছেন, সাতানব্বই হিজরিতে।

আর আবু হানিফা – আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন – বাগদাদে একশত পঞ্চাশ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন, যখন তাঁর বয়স ছিল সত্তর বছর।

আর শাফিঈ – আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন – মিশরে দুইশত চার হিজরির রজব মাসের শেষ দিকে ইন্তেকাল করেছেন। আর তিনি একশত পঞ্চাশ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন।

وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ: مَاتَ بِبَغْدَادَ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَوُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الرَّابِعُ: أَصْحَابُ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْخَمْسَةِ الْمُعْتَمَدَةِ رضي الله عنهم:

فَالْبُخَارِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وُلِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ، وَمَاتَ بِخَرْتَنْكَ قَرِيبًا مِنْ سَمَرْقَنْدَ لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَكَانَ عُمْرُهُ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ سَنَةً إِلَّا ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّيْسَابُورِيُّ: مَاتَ بِهَا لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً.

وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ: سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، مَاتَ بِالْبَصْرَةِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ.

وَأَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى السُّلَمِيُّ التِّرْمِذِيُّ: مَاتَ بِهَا لِثَلَاثَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَجَبٍ، سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ.

এবং আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বল: তিনি বাগদাদে ২৪১ হিজরী সনে রবিউল আখির মাসে ইন্তেকাল করেন, এবং তিনি ১৬৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন, আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

চতুর্থ: নির্ভরযোগ্য পাঁচটি হাদীস গ্রন্থের সংকলকগণ, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন:

আল-বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ: তিনি ১৯৪ হিজরী সনের শাওয়াল মাসের তেরো দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর জুমআর দিন জুমআর নামাযের পর জন্মগ্রহণ করেন, এবং তিনি সমরকন্দের নিকটবর্তী খারতঙ্কে ২৫৬ হিজরী সনে ঈদুল ফিতরের রাতে ইন্তেকাল করেন, সুতরাং তাঁর বয়স হয়েছিল বাষট্টি বছর, তেরো দিন কম।

এবং মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নিসাপুরী: তিনি ২৫১ হিজরী সনে রজব মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে সেখানে ইন্তেকাল করেন, এবং তখন তাঁর বয়স ছিল পঞ্চান্ন বছর।

এবং আবু দাউদ আস-সিজিসতানী: সুলাইমান ইবনুল আশআছ, তিনি বসরায় ২৭৫ হিজরী সনে শাওয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন।

এবং আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আস-সুলামী আত-তিরমিযী: তিনি সেখানে ২৭৯ হিজরী সনে রজব মাসের তেরো দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইন্তেকাল করেন।

وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَوِيُّ: مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْخَامِسُ: سَبْعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ فِي سَاقَتِهِمْ أَحْسَنُوا التَّصْنِيفَ، وَعَظُمَ الِانْتِفَاعُ بِتَصَانِيفِهِمْ فِي أَعْصَارِنَا:

أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْبَغْدَادِيُّ: مَاتَ بِهَا فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وُلِدَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِمِائَةٍ.

ثُمَّ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْبَيِّعِ النَّيْسَابُورِيُّ: مَاتَ بِهَا فِي صَفَرٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَوُلِدَ بِهَا فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ.

ثُمَّ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ الْأَزْدِيُّ حَافِظُ مِصْرَ: وُلِدَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَمَاتَ بِمِصْرَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

ثُمَّ أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ: وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَمَاتَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ بِأَصْبَهَانَ.

وَمِنَ الطَّبَقَةِ الْأُخْرَى:

أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ النَّمَرِيُّ حَافِظُ أَهْلِ الْمَغْرِبِ: وُلِدَ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَمَاتَ بِشَاطِبَةَ مِنْ بِلَادِ

আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব আন-নাসাঈ: তিনি ৩০৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

পঞ্চম (স্তর): তাদের মধ্যে সাতজন হাফিয সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং আমাদের যুগে তাদের গ্রন্থাবলি দ্বারা ব্যাপক উপকার লাভ হয়েছে:

আবুল হাসান আলী ইবনে উমর আদ-দারাকুতনী আল-বাগদাদী: তিনি সেখানে (বাগদাদে) জিলক্বদ মাসে ৩৯৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি জিলক্বদ মাসে ৩০৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

অতঃপর আল-হাকিম আবু আবদুল্লাহ ইবনুল বাইয়ি আন-নাইসাপুরী: তিনি সেখানে (নিশাপুরে) সফর মাসে ৪০৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন এবং তিনি সেখানে রবিউল আউয়াল মাসে ৩২১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

অতঃপর আবু মুহাম্মাদ আবদুল গনী ইবনে সাঈদ আল-আযদী, মিসরের হাফিয: তিনি জিলক্বদ মাসে ৩৩২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি মিসরে সফর মাসে ৪০৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

অতঃপর আবু নুয়াইম আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইসফাহানী, আল-হাফিয: তিনি ৩৩৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ইসফাহানে সফর মাসে ৪৩০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

এবং অন্য স্তরের (প্রজন্মের) মধ্যে:

আবু উমর ইবনে আবদুল বারর আন-নামারী, মাগরিবের অধিবাসীদের হাফিয: তিনি রবিউস সানী মাসে ৩৬৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি শাতীবায়, যা... দেশের অন্তর্ভুক্ত।

الْأَنْدَلُسِ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ: وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَمَاتَ بِنَيْسَابُورَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَنُقِلَ إِلَى بَيْهَقَ فَدُفِنَ بِهَا.

ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ: وُلِدَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَمَاتَ بِبَغْدَادَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، رحمهم الله وَإِيَّانَا وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الْحَادِي وَالسِّتُّونَ: مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ مِنْ رُوَاةِ الْحَدِيثِ

هَذَا مِنْ أَجَلِّ نَوْعٍ وَأَفْخَمِهِ، فَإِنَّهُ الْمِرْقَاةُ إِلَى مَعْرِفَةِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَسَقَمِهِ، وَلِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ فِيهِ تَصَانِيفُ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا مَا أُفْرِدَ فِي الضُّعَفَاءِ: كَكِتَابِ الضُّعَفَاءِ لِلْبُخَارِيِّ، وَالضُّعَفَاءِ لِلنَّسَائِيِّ، وَالضُّعَفَاءِ لِلْعُقَيْلِيِّ وَغَيْرِهَا.

আনদালুসে, রবিউস সানি মাসে, ৪৬৩ হিজরীতে।
অতঃপর আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী: তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৩৮৪ হিজরীতে, এবং তিনি নিশাপুরে জুমাদাল উলা মাসে ৪৫৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন, এবং তাকে বায়হাকে স্থানান্তরিত করে সেখানেই দাফন করা হয়।
অতঃপর আবূ বকর আহমাদ ইবন আলী আল-খতীব আল-বাগদাদী: তিনি জন্মগ্রহণ করেন জুমাদাল আখিরা মাসে ৩৯২ হিজরীতে, এবং তিনি বাগদাদে যুলহিজ্জা মাসে ৪৬৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাদের প্রতি, আমাদের প্রতি এবং সমস্ত মুসলিমের প্রতি রহম করুন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।
একষট্টিতম প্রকার: হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিশ্বস্ত ও দুর্বলদের পরিচয়
এটি সবচেয়ে মহান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকারগুলোর অন্যতম। কারণ এটি হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা জানার সোপান। হাদীস বিশারদদের এ বিষয়ে অনেক রচনা রয়েছে:
সেগুলোর মধ্যে কিছু আছে যা কেবল দুর্বল বর্ণনাকারীদের নিয়ে রচিত, যেমন: বুখারীর 'আদ-দু'আফা', নাসায়ীর 'আদ-দু'আফা', উকায়লীর 'আদ-দু'আফা' এবং অন্যান্য।

(ص: 388)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

وَمِنْهَا فِي الثِّقَاتِ فَحَسْبُ: كَكِتَابِ الثِّقَاتِ لِأَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ.
وَمِنْهَا مَا جُمِعَ فِيهِ بَيْنَ الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ كَتَارِيخِ الْبُخَارِيِّ، وَتَارِيخِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ وَمَا أَغْزَرَ فَوَائِدَهُ، وَكِتَابِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ.
رُوِّينَا عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَافِظِ جَزَرَةَ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الرِّجَالِ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثُمَّ تَبِعَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثُمَّ بَعْدَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ. وَهَؤُلَاءِ.

আর এগুলোর মধ্যে কিছু কেবল ‘ثقات’ (থিক্বাত - নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী) বিষয়ে রচিত, যেমন আবূ হাতিম ইবনে হিব্বানের ‘কিতাবুত থিক্বাত’ (Kitāb al-Thiqāt)।
আর এগুলোর মধ্যে কিছুতে ‘ثقات’ (থিক্বাত - নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী) ও ‘ضعفاء’ (দু'আফাঁ - দুর্বল বর্ণনাকারী) উভয় প্রকারের বর্ণনাকারীদের বিবরণ একত্রিত করা হয়েছে, যেমন আল-বুখারীর ‘তারিখ’, এবং ইবনে আবি খাইসামাহর ‘তারিখ’—যা কতই না ব্যাপক উপকারী!,

আর ইবনে আবি হাতিম আর-রাযীর ‘কিতাবুল জারহ ওয়াত তা'দীল’ (Kitāb al-Jarḥ wa al-Taʿdīl - বর্ণনাকারীদের দোষ ও গুণ নির্ণয় বিষয়ক গ্রন্থ)।
আমরা সালিহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-হাফিয জাযারাহ থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন: ‘রিজাল’ (رجال - বর্ণনাকারীদের অবস্থা) সম্পর্কে সর্বপ্রথম যিনি আলোচনা করেছেন তিনি শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ। এরপর তাঁর অনুগামী ছিলেন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান। অতঃপর তাঁর পরে ছিলেন আহমাদ ইবনে হানবাল এবং ইয়াহইয়া ইবনে মা'ঈন। এবং এরাই (এই বিষয়ে অগ্রগণ্য)।

(ص: 389)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

قُلْتُ: وَهَؤُلَاءِ يَعْنِي أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَصَدَّى لِذَلِكَ وَعُنِيَ بِهِ، وَإِلَّا فَالْكَلَامُ فِيهِ جَرْحًا وَتَعْدِيلًا مُتَقَدِّمٌ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَجُوِّزَ ذَلِكَ صَوْنًا لِلشَّرِيعَةِ، وَنَفْيًا لِلْخَطَأِ وَالْكَذِبِ عَنْهَا.
وَكَمَا جَازَ الْجَرْحُ فِي الشُّهُودِ جَازَ فِي الرُّوَاةِ، وَرُوِّيتُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَمَا تَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَرَكْتَ حَدِيثَهُمْ خُصَمَاءَكَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: لَأَنْ يَكُونُوا خُصَمَائِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَصْمِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِي: " لِمَ لَمْ تَذُبَّ الْكَذِبَ عَنْ حَدِيثِي؟ ".
وَرُوِّينَا - أَوْ بَلَغَنَا - أَنَّ أَبَا تُرَابٍ النَّخْشَبِيَّ الزَّاهِدَ سَمِعَ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: " يَا شَيْخُ! لَا تَغْتَبِ الْعُلَمَاءَ، فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ! هَذَا نَصِيحَةٌ لَيْسَ هَذَا غَيْبَةً ".
ثُمَّ إِنَّ عَلَى الْآخِذِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ تبارك وتعالى وَيَتَثَبَّتَ وَيَتَوَقَّى التَّسَاهُلَ، كَيْلَا يَجْرَحَ سَلِيمًا وَيَسِمَ بَرِيئًا بِسِمَةِ سُوءٍ يَبْقَى عَلَيْهِ الدَّهْرَ عَارُهَا، وَأَحْسَبُ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي حَاتِمٍ - وَقَدْ

আমি বলি: আর এরা বোঝাতে চায় যে, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই কাজে হাত দিয়েছেন এবং এর প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। অন্যথায়, জারহ ও তা'দীল (সমালোচনা ও সত্যায়ন) বিষয়ক আলোচনা পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, অতঃপর সাহাবা ও তাবেঈনদের অনেকের কাছ থেকে এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। আর এই কাজ শরীয়তকে রক্ষা করার জন্য এবং এর থেকে ভুল ও মিথ্যাকে দূর করার জন্য জায়েজ করা হয়েছে।

সাক্ষীদের ক্ষেত্রে জারহ (অযোগ্য ঘোষণা) যেমন জায়েজ, তেমনি বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রেও জায়েজ। আমি আবু বকর ইবনে খাল্লাদ থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেন: আমি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদকে বললাম: আপনি কি ভয় করেন না যে, যাদের হাদীস আপনি বর্জন করেছেন, কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর কাছে আপনার প্রতিপক্ষ হবে? তিনি বললেন: তারা আমার প্রতিপক্ষ হওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়, এর চেয়ে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতিপক্ষ হয়ে আমাকে বলবেন: "কেন তুমি আমার হাদীস থেকে মিথ্যাকে প্রতিরোধ করোনি?"

আর আমরা বর্ণনা করেছি - অথবা আমাদের কাছে পৌঁছেছে - যে আবু তুরাব আল-নাখশাবি আল-যাহিদ আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছ থেকে এই বিষয়ে কিছু শুনেছিলেন, অতঃপর তাকে বললেন: "হে শায়খ! আলেমদের গীবত করবেন না।" তখন তিনি (আহমদ) তাকে বললেন: "দুর্ভাগ্য তোমার! এটা তো নসীহত, এটা গীবত নয়।"

অতঃপর এই কাজে যারা নিযুক্ত হবে, তাদের উচিত আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার তাকওয়া অবলম্বন করা, এবং দৃঢ়তা অবলম্বন করা, আর শৈথিল্য পরিহার করা, যাতে তারা কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে অযথা জারহ না করে এবং কোন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে এমন মন্দ অপবাদ না দেয় যার কলঙ্ক চিরকাল তার উপর থেকে যাবে। আর আমি আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনে আবি হাতেমকে মনে করি - এবং তিনি (এখানে বাক্যটি অসম্পূর্ণ)।

قِيلَ إِنَّهُ كَانَ يُعَدُّ مِنَ الْأَبْدَالِ - مِنْ مِثْلِ مَا ذَكَرَهُ خَافَ، فِيمَا رُوِّينَاهُ أَوْ بَلَغَنَا أَنَّ يُوسُفَ بْنَ الْحُسَيْنِ الرَّازِيَّ وَهُوَ الصُّوفِيُّ دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ كِتَابَهُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، فَقَالَ لَهُ: كَمْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ قَدْ حَطُّوا رَوَاحِلَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مُنْذُ مِائَةِ سَنَةٍ وَمِائَتَيْ سَنَةٍ وَأَنْتَ تَذْكُرُهُمْ وَتَغْتَابُهُمْ؟ فَبَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

وَبَلَغَنَا أَيْضًا أَنَّهُ حُدِّثَ وَهُوَ يَقْرَأُ كِتَابَهُ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّا لَنَطْعَنُ عَلَى أَقْوَامٍ لَعَلَّهُمْ قَدْ حَطُّوا رِحَالَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ سَنَةٍ " فَبَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَارْتَعَدَتْ يَدَاهُ حَتَّى سَقَطَ الْكِتَابُ مِنْ يَدِهِ.

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَقَدْ أَخْطَأَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ عَلَى غَيْرِ وَاحِدٍ، فَجَرَحُوهُمْ بِمَا لَا صِحَّةَ لَهُ.

مِنْ ذَلِكَ: جَرْحُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ لِأَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، وَهُوَ إِمَامٌ حَافِظٌ ثِقَةٌ، لَا يَعْلَقُ بِهِ جَرْحٌ، أَخْرَجَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَقَدْ كَانَ مِنْ أَحْمَدَ إِلَى النَّسَائِيِّ جَفَاءٌ أَفْسَدَ قَلْبَهُ عَلَيْهِ.

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي يَعْلَى الْخَلِيلِيِّ الْحَافِظِ قَالَ: اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّ كَلَامَهُ فِيهِ تَحَامُلٌ، وَلَا يَقْدَحُ كَلَامُ أَمْثَالِهِ فِيهِ.

বলা হয়ে থাকে যে, তিনি আবদালদের (নেককার ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন – যেমনটি খাফ উল্লেখ করেছেন, আমরা বর্ণনা পেয়েছি অথবা আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, ইউসুফ ইবনুল হুসাইন আর-রাজি, যিনি একজন সুফি ছিলেন, তিনি তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন যখন তিনি তাঁর 'আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল' গ্রন্থটি পড়ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে বললেন: এই লোকগুলির মধ্যে কতজন একশ বা দুইশ বছর পূর্বে জান্নাতে তাদের সওয়ারি নামিয়েছেন (অর্থাৎ জান্নাতবাসী হয়েছেন), আর আপনি তাদের স্মরণ করছেন ও তাদের গীবত করছেন? এতে আব্দুর রহমান কেঁদে ফেললেন।

আমাদের কাছে আরও পৌঁছেছে যে, যখন তিনি লোকদের সামনে তাঁর সেই গ্রন্থটি পাঠ করছিলেন, তখন ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন থেকে তাঁর কাছে বর্ণনা করা হলো যে, তিনি বলেছেন: "আমরা এমন সব লোকের সমালোচনা করি (তাদের জারহ করি), যারা হয়তো দুইশ বছরেরও বেশি আগে জান্নাতে তাদের আস্তানা গেড়েছেন (অর্থাৎ জান্নাতবাসী হয়েছেন)।" এতে আব্দুর

রহমান কেঁদে ফেললেন, এবং তাঁর হাত দুটি এমনভাবে কাঁপতে লাগল যে বইটি তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল।
লেখক বলেন: এতে (জারহ ও তা'দীল-এর ক্ষেত্রে) একাধিক ব্যক্তি অন্য একাধিক ব্যক্তির প্রতি ভুল করেছেন, ফলে এমন বিষয়ে তাদের জারহ করেছেন যার কোনো ভিত্তি নেই।
এর মধ্যে রয়েছে: আবু আব্দুর রহমান আন-নাসাঈ কর্তৃক আহমদ ইবনু সালিহ-এর জারহ (দোষারোপ), অথচ তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম ও হাফিয ছিলেন, যার উপর কোনো জারহ (দোষারোপ) প্রযোজ্য হয় না। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আর আহমদ-এর পক্ষ থেকে নাসাঈর প্রতি কিছু রূঢ়তা ছিল যা নাসাঈর মনে তার প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছিল।
আবু ইয়া'লা আল-খালিলী আল-হাফিয থেকে আমাদের কাছে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: হাফিযগণ এই বিষয়ে একমত যে, নাসাঈর মন্তব্য অতিশয়োক্তিপূর্ণ, এবং তাঁর মতো ব্যক্তির (আহমদ ইবনু সালিহ-এর) ক্ষেত্রে এমন মন্তব্য ক্ষতিকর নয় (অর্থাৎ মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে না)।

(ص: 391)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

قُلْتُ: النَّسَائِيُّ إِمَامٌ حُجَّةٌ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَإِذَا نُسِبَ مِثْلُهُ إِلَى مِثْلِ هَذَا كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي مَسَاوِئَ لَهَا فِي الْبَاطِنِ مَخَارِجُ صَحِيحَةٌ تَعْمَى عَنْهَا بِحِجَابِ السُّخْطِ، لَا أَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ مِنْ مِثْلِهِ تَعَمُّدًا لِقَدْحٍ يُعْلَمُ بُطْلَانُهُ، فَاعْلَمْ هَذَا فَإِنَّهُ مِنَ النُّكَتِ النَّفِيسَةِ الْمُهِمَّةِ.
وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي أَحْكَامِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فِي النَّوْعِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
النَّوْعُ الثَّانِي وَالسِّتُّونَ: مَعْرِفَةُ مَنْ خَلَطَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ مِنَ الثِّقَاتِ
هَذَا فَنٌّ عَزِيزٌ مُهِمٌّ، لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا أَفْرَدَهُ بِالتَّصْنِيفِ وَاعْتَنَى بِهِ، مَعَ كَوْنِهِ حَقِيقًا بِذَلِكَ جِدًّا.

وَهُمْ مُنْقَسِمُونَ: فَمِنْهُمْ مَنْ خَلَطَ لِاخْتِلَاطِهِ وَخَرَفِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَلَطَ لِذَهَابِ بَصَرِهِ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ.

আমি বলি: ইমাম নাসায়ী জারহ ওয়া তা'দিলের ক্ষেত্রে একজন প্রমাণ্য ইমাম। যখন তাঁর মতো ব্যক্তিকে এমন কিছুর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তখন এর ব্যাখ্যা হলো যে, অসন্তুষ্টির দৃষ্টি এমন ত্রুটি প্রকাশ করে যার আভ্যন্তরীণ সঠিক ভিত্তি থাকে, কিন্তু অসন্তুষ্টির আবরণে তা দৃষ্টিগোচর হয় না। এমন নয় যে, তাঁর মতো ব্যক্তি জেনেশুনে এমন দোষারোপ করেন যার অসারতা স্পষ্ট। সুতরাং এটি জেনে রাখো, কেননা এটি অমূল্য ও গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর একটি।

জারহ ওয়া তা'দিলের বিধানাবলি সম্পর্কে আলোচনা তেইশতম প্রকারে (প্রকার-২৩) ইতোমধ্যে গত হয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

বাষট্টিতম প্রকার: নির্ভরযোগ্য রাবীদের মধ্যে যারা জীবনের শেষভাগে স্মৃতিবিভ্রান্ত হয়েছিলেন তাদের পরিচয়

এটি একটি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা (ফন)। আমি এমন কাউকে জানি না যিনি এটি নিয়ে এককভাবে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এর প্রতি যত্নবান হয়েছেন, যদিও এটি এর সম্পূর্ণ যোগ্য। আর তারা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত: তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের স্মৃতিভ্রষ্টতা ও বার্ধক্যজনিত মানসিক দুর্বলতার কারণে স্মৃতিবিভ্রান্ত হয়েছেন, আর কেউ কেউ তাদের দৃষ্টিশক্তি হারানোর কারণে স্মৃতিবিভ্রান্ত হয়েছেন, অথবা অন্য কোনো কারণে।

وَالْحُكْمُ فِيهِمْ أَنَّهُ يُقْبَلُ حَدِيثُ مَنْ أُخِذَ عَنْهُمْ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ، وَلَا يُقْبَلُ حَدِيثُ مَنْ أُخِذَ عَنْهُ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ، أَوْ أُشْكِلَ أَمْرُهُ فَلَمْ يُدْرَ هَلْ أُخِذَ عَنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ أَوْ بَعْدَهُ.

فَمِنْهُمْ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ: اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، فَاحْتَجَّ أَهْلُ الْعِلْمِ بِرِوَايَةِ الْأَكَابِرِ عَنْهُ، مِثْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ، لِأَنَّ سَمَاعَهُمْ مِنْهُ كَانَ فِي الصِّحَّةِ، وَتَرَكُوا الِاحْتِجَاجَ بِرِوَايَةِ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ آخِرًا.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ فِي شُعْبَةَ: " إِلَّا حَدِيثَيْنِ كَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: سَمِعْتُهُمَا بِأَخَرَةٍ عَنْ زَادَانَ ".

أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ: اخْتَلَطَ أَيْضًا، وَيُقَالُ إِنَّ سَمَاعَ

তাদের ব্যাপারে ফায়সালা হলো, যারা স্মৃতিভ্রমের (ইখতিলাত) পূর্বে তাঁদের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের হাদীস গ্রহণযোগ্য। আর যারা স্মৃতিভ্রমের পর তাঁদের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। অথবা যাদের অবস্থা অস্পষ্ট হয়ে গেছে এবং জানা যায়নি যে, তাঁদের থেকে স্মৃতিভ্রমের পূর্বে না পরে বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁদের হাদীসও (গ্রহণযোগ্য নয়)।

তাঁদের মধ্যে আতা ইবন আস-সায়িব অন্যতম। তিনি তাঁর জীবনের শেষভাগে স্মৃতিভ্রমের শিকার হয়েছিলেন। তাই জ্ঞানীরা (আলিমগণ) তাঁর থেকে প্রবীণ বর্ণনাকারীদের, যেমন সুফিয়ান সাওরি ও শু'বার বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। কারণ তাঁদের তাঁর থেকে শ্রুত হাদীস ছিল তাঁর সুস্থাবস্থায়। আর যারা তাঁর থেকে শেষ বয়সে শুনেছেন, তাঁদের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা তাঁরা বর্জন করেছেন।

ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান শু'বা সম্পর্কে বলেছেন: "তবে দুটি হাদীস ব্যতিক্রম, যা সম্পর্কে শু'বা বলতেন: 'আমি সেগুলো যাযান থেকে শেষ বয়সে শুনেছি'।"

আবু ইসহাক আস-সাবী'ঈ: তিনিও স্মৃতিভ্রমের শিকার হয়েছিলেন। বলা হয় যে, শ্রুত হাদীস

سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ مِنْهُ بَعْدَمَا اخْتَلَطَ، ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ.

سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ: اخْتَلَطَ وَتَغَيَّرَ حِفْظُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ.

قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ الْمَالِكِيُّ: قَالَ النَّسَائِيُّ: " أُنْكِرَ أَيَّامَ الطَّاعُونِ، وَهُوَ أَثْبَتُ عِنْدَنَا مِنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ مَا سُمِعَ مِنْهُ قَبْلَ أَيَّامِ الطَّاعُونِ ".

سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: خَلَطَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ بَعْدَ هَزِيمَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ - يَعْنِي وَمِائَةٍ -، فَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ صَحِيحٌ السَّمَاعُ مِنْهُ، سُمِعَ مِنْهُ بِوَاسِطٍ وَهُوَ يُرِيدُ الْكُوفَةَ، وَأَثْبَتُ النَّاسِ سَمَاعًا مِنْهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

قُلْتُ: وَمِمَّنْ عُرِفَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ بَعْدَ اخْتِلَاطِهِ وَكِيعٌ، وَالْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ الْمَوْصِلِيُّ، بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيِّ أَحَدِ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ قَالَ: " لَيْسَتْ رِوَايَتُهُمَا عَنْهُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا سَمَاعُهُمَا بَعْدَمَا اخْتَلَطَ ".

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ لِوَكِيعٍ: " تُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَإِنَّمَا سَمِعْتَ مِنْهُ فِي الِاخْتِلَاطِ؟ " فَقَالَ: " رَأَيْتَنِي حَدَّثْتُ عَنْهُ إِلَّا بِحَدِيثٍ مُسْتَوٍ؟ ".

সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ তার থেকে বর্ণনা করেছেন তার স্মরণশক্তির দুর্বলতা আসার পর। এই কথাটি উল্লেখ করেছেন আবু ইয়ালা আল-খালিলি।

সাঈদ ইবন ইয়াস আল-জুরাইরি: তার স্মরণশক্তির দুর্বলতা এসেছিল এবং মৃত্যুর পূর্বে তার স্মৃতি পরিবর্তিত হয়েছিল।

আবু আল-ওয়ালিদ আল-বাজি আল-মালিকি বলেছেন: নাসাই বলেছেন: "প্লেগের দিনগুলিতে তাকে অস্বীকার করা হয়েছিল, এবং প্লেগের দিনগুলির পূর্বে তার থেকে যা শোনা হয়েছিল, সে বিষয়ে তিনি আমাদের নিকট খালিদ আল-হাদ্দা-র চেয়েও অধিক নির্ভরযোগ্য।"

সাঈদ ইবন আবি আরুবাহ: ইয়াহিয়া ইবন মাঈন বলেছেন: সাঈদ ইবন আবি আরুবাহ ইব্রাহিম ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসান ইবন হাসানে-র পরাজয়ের পর একশো বিয়াল্লিশ (১৪২) হিজরি সনে তার স্মরণশক্তির দুর্বলতা আসে। সুতরাং যে তার থেকে এর পরে শুনেছে, তার বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য।

এবং ইয়াজিদ ইবন হারুনের তার থেকে শ্রুতি (বর্ণনা) সহীহ। তার থেকে ওয়াসিতে শোনা হয়েছিল যখন তিনি কুফার দিকে যাচ্ছিলেন। এবং তার থেকে শ্রবণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হলেন আবদা ইবন সুলাইমান।

আমি (গ্রন্থকার) বলি: এবং যাদের তার স্মরণশক্তির দুর্বলতা আসার পর তার থেকে শ্রবণের কথা জানা যায়, তারা হলেন ওয়াকী‘ এবং মু‘আফা ইবন ইমরান আল-মাওসিলি। আমরা হাফেজদের অন্যতম ইবন আম্মার আল-মাওসিলির কাছ থেকে জেনেছি যে তিনি বলেছেন: "তাদের দুজনের তার থেকে বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য; তাদের শ্রবণ কেবল তার স্মরণশক্তির দুর্বলতা আসার পরেই হয়েছিল।"
এবং আমরা ইয়াহিয়া ইবন মাঈন থেকে বর্ণনা করেছি যে তিনি ওয়াকী‘কে বলেছিলেন: "তুমি সাঈদ ইবন আবি আরুবাহ থেকে হাদীস বর্ণনা করো, অথচ তুমি তো তার স্মরণশক্তির দুর্বলতার সময়কালে তার থেকে শুনেছ?" তখন তিনি (ওয়াকী‘) বললেন: "আপনি কি আমাকে তার থেকে কোনো সঠিক হাদীস ব্যতীত অন্য কোনো হাদীস বর্ণনা করতে দেখেছেন?"

(ص: 394)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الْمَسْعُودِيُّ: مِمَّنِ اخْتَلَطَ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ، وَهُوَ أَخُو أَبِي الْعُمَيْسِ عُتْبَةَ الْمَسْعُودِيّ، ذَكَرَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي " كِتَابِ الْمُزَكِّينَ لِلرُّوَاةِ " عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ سَمِعَ مِنَ الْمَسْعُودِيّ فِي زَمَانِ أَبِي جَعْفَرٍ فَهُوَ صَحِيحُ السَّمَاعِ، وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ فِي أَيَّامِ الْمَهْدِيّ فَلَيْسَ سَمَاعُهُ بِشَيْءٍ ".

وَذَكَرَ حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: " سَمَاعُ عَاصِمٍ - هُوَ ابْنُ عَلِيّ - وَأَبِي النَّضْرِ وَهَؤُلَاءِ مِنَ الْمَسْعُودِيّ بَعْدَمَا اخْتَلَطَ ".

رَبِيعَةُ الرَّأْيِ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أُسْتَاذُ مَالِكٍ: قِيلَ: إِنَّهُ تَغَيَّرَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، وَتُرِكَ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ.

صَالِحُ بْنُ نَبْهَانَ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ بِنْتِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ: رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَالنَّاسُ، قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: " تَغَيَّرَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَاخْتَلَطَ حَدِيثُهُ الْأَخِيرُ بِحَدِيثِهِ الْقَدِيمِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ، فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ ".

আল-মাস'উদী: তাদের একজন যারা 'ইখতিলাত' (স্মৃতিভ্রম) এর শিকার হয়েছিলেন, এবং তিনি হলেন আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ আল-হুজালী। তিনি আবু আল-উমাইস উতবা আল-মাস'উদী-এর ভাই। আল-হাকিম আবু আব্দুল্লাহ "কিতাবুল মুজাক্কিন লির-রুওয়াত"-এ ইয়াহইয়া ইবনে মা'ইন থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "যে আবু জা'ফরের সময়ে আল-মাস'উদী থেকে শ্রবণ করেছে, তার শ্রবণ সহীহ (নির্ভরযোগ্য), আর যে মাহদীর সময়ে তার থেকে শ্রবণ করেছে, তার শ্রবণ কোনো মূল্য বহন করে না।"

এবং হাম্বাল ইবনে ইসহাক, আহমদ ইবনে হাম্বাল থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আসিম—তিনি ইবনে আলী—এবং আবু আন-নাদর ও তাদের মতো অন্যান্যদের আল-মাস'উদী থেকে শ্রবণ তার 'ইখতিলাত' এর পরেই হয়েছিল।"

রাবী'আহ আর-রায়ি ইবনে আবি আব্দুর রহমান, ইমাম মালিকের উস্তাদ: বলা হয়েছে যে, তিনি তার জীবনের শেষভাগে পরিবর্তিত হয়েছিলেন (স্মৃতিশক্তির অবনতি ঘটেছিল), এবং এই কারণে তার উপর নির্ভরতা ত্যাগ করা হয়েছিল।

সালিহ ইবনে নাবহান, উমাইয়া ইবনে খালাফের কন্যা তও'আমার মাওলা: ইবনে আবি যি'ব এবং অন্যান্যরা তার থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু হাতিম ইবনে হিব্বান বলেছেন: "তিনি একশো পঁচিশ (১২২) হিজরীতে পরিবর্তিত হয়েছিলেন, এবং তার শেষ দিকের হাদীস তার পূর্বের হাদীসের সাথে মিশে গিয়েছিল এবং তা পৃথক করা যায়নি। সুতরাং, তাকে পরিত্যাগ করা উচিত।"

حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ: مِمَّنِ اخْتَلَطَ وَتَغَيَّرَ، ذَكَرَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: " اخْتَلَطَ بِأَخَرَةٍ ".

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: وَجَدْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ يَقُولُ: " أَشْهَدُ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ اخْتَلَطَ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ،

فَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَبَعْدَ هَذَا فَسَمَاعُهُ لَا شَيْءَ "، قُلْتُ: تُوُفِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ بِنَحْوِ سَنَتَيْنِ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ.

হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান আল-কুফী: তিনি তাদের মধ্যে ছিলেন যাদের স্মৃতিভ্রম হয়েছিল এবং যারা পরিবর্তিত হয়েছিলেন। তাকে আন-নাসাঈ ও অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

আবদুল ওয়াহহাব আস-সাকাফী: ইবনে আবি হাতিম আর-রাযী ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "তিনি শেষ বয়সে স্মৃতিভ্রমের শিকার হয়েছিলেন।"

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা: আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার আল-মাওসিলী থেকে পেয়েছি যে তিনি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তানকে বলতে শুনেছেন: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা একশো সাতানব্বই (১৯৭) সনে স্মৃতিভ্রমের শিকার হয়েছিলেন। অতএব, যে ব্যক্তি এই বছর বা এর পরে তার থেকে শুনেছে, তার শ্রবণ মূল্যহীন।" আমি (বলি): তিনি এর প্রায় দুই বছর পর একশো নিরানব্বই (১৯৯) সনে ইন্তেকাল করেন।

عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ: ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَنَّهُ عَمِيَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، فَكَانَ يُلَقَّنُ فَيَتَلَقَّنُ، فَسَمَاعُ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ بَعْدَمَا عَمِيَ لَا شَيْءَ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: " فِيهِ نَظَرٌ لِمَنْ كَتَبَ عَنْهُ بِأَخَرَةٍ ".

قُلْتُ: وَعَلَى هَذَا نَحْمِلُ قَوْلَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ لَمَّا رَجَعَ مِنْ صَنْعَاءَ: " وَاللَّهِ لَقَدْ تَجَشَّمْتُ إِلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَإِنَّهُ لَكَذَّابٌ، وَالْوَاقِدِيُّ أَصْدَقُ مِنْهُ ".

قُلْتُ: قَدْ وَجَدْتُ فِيمَا رُوِيَ عَنِ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَحَادِيثَ اسْتَنْكَرْتُهَا جِدًّا، فَأَحَلْتُ أَمْرَهَا عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ سَمَاعَ الدَّبَرِيِّ مِنْهُ مُتَأَخِّرٌ جِدًّا "، قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: مَاتَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَلِلدَّبَرِيِّ سِتُّ سِنِينَ أَوْ سَبْعُ سِنِينَ.

وَنَحْصُلُ أَيْضًا فِي نَظَرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْعَوَالِي الْوَاقِعَةِ عَمَّنْ تَأَخَّرَ سَمَاعُهُ مِنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَأَشْبَاهِهِ.

عَارِمٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو النُّعْمَانِ: اخْتَلَطَ بِأَخَرَةٍ. فَمَا رَوَاهُ عَنْهُ

আবদুর রাযযাক ইবনু হাম্মাম: আহমদ ইবনু হাম্বল উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর জীবনের শেষভাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, ফলে তাকে তালকীন করা হলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। সুতরাং যারা তার অন্ধ হওয়ার পর তার থেকে শুনেছেন, তাদের শ্রুতি মূল্যহীন। আর নাসাঈ বলেছেন: "যারা পরবর্তীতে তার থেকে লিখেছেন, তাদের ব্যাপারে বিবেচনা রয়েছে।"

আমি বলি: এই ভিত্তিতে আমরা আব্বাস ইবনু আবদুল আযীম-এর উক্তিকে বিবেচনা করব, যখন তিনি সানআ থেকে ফিরে এসেছিলেন: "আল্লাহর কসম, আমি কষ্ট করে আবদুর রাযযাকের কাছে গিয়েছিলাম, আর তিনি তো মিথ্যাবাদী, এবং ওয়াকিদী তার চেয়ে অধিক সত্যবাদী।"

আমি বলি: তাবারানী কর্তৃক ইসহাক ইবনু ইব্রাহিম আদ-দাবারী হয়ে আবদুর রাযযাক থেকে বর্ণিত কিছু হাদীস আমি অত্যন্ত অস্বাভাবিক পেয়েছি, তাই এর দায় আমি এর উপর (আদ-দাবারীর বিলম্বিত শ্রুতির উপর) চাপিয়েছি, কারণ আদ-দাবারীর তার থেকে শ্রুতি অত্যন্ত বিলম্বিত। ইব্রাহিম আল-হারবী বলেছেন: আবদুর রাযযাক যখন মারা যান, তখন আদ-দাবারীর বয়স ছিল ছয় বা সাত বছর।

আমরা আরও এমন অনেক 'আওয়ালী নিয়ে পর্যালোচনা করি যা সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা এবং তাদের মতো অন্যান্যদের থেকে তাদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যাদের শ্রুতি বিলম্বিত ছিল।

আরিম মুহাম্মাদ ইবনু ফাযল আবুল নু'মান: তিনি শেষ বয়সে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছিলেন, সুতরাং তার থেকে যা বর্ণিত হয়েছে...

الْبُخَارِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْحُفَّاظِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا عَنْهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ.

أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ: رُوِّينَا عَنِ الْإِمَامِ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ بِالْبَصْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِطَ وَيَخْرُجَ إِلَى بَغْدَاذَ.

وَمِمَّنْ بَلَغَنَا عَنْهُ ذَلِكَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ الْجُرْجَانِيُّ، وَأَبُو طَاهِرٍ حَفِيدُ الْإِمَامِ ابْنِ خُزَيْمَةَ: ذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ الْبَرْذَعِيُّ ثُمَّ السَّمَرْقَنْدِيُّ فِي مُعْجَمِهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُمَا اخْتَلَطَا فِي آخِرِ عُمُرِهِمَا.

وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ الْقَطِيعِيُّ: رَاوِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ اخْتَلَّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ وَخَرِفَ حَتَّى كَانَ لَا يَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا يُقْرَأُ عَلَيْهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مُحْتَجًّا بِرِوَايَتِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ

বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া আয-যুহলী এবং অন্যান্য হাফিযগণের কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করা উচিত তাদের স্মৃতিভ্রম ঘটার পূর্বে।

আবূ কিলাবাহ আব্দুল মালিক ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আর-রাকাশী: আমরা ইমাম ইবনু খুযাইমাহ থেকে বর্ণনা করি যে, তিনি বলেছেন: আবূ কিলাবাহ বাসরাহতে আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন তার স্মৃতিভ্রম ঘটার এবং বাগদাদ গমনের পূর্বে।

এবং দেরীতে আগতদের (মুতাআখখিরীন) মধ্যে যাদের সম্পর্কে এই তথ্য আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তারা হলেন আবূ আহমাদ আল-গিত্বরীফী আল-জুরজানী এবং আবূ তাহির, যিনি ইমাম ইবনু খুযাইমাহর পৌত্র। হাফিয আবূ আলী আল-বারযাঈ, অতঃপর আস-সামারকান্দী তাঁর মু'জাম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তার কাছে খবর পৌঁছেছে যে তারা দু'জনেই তাদের জীবনের শেষ বয়সে স্মৃতিভ্রমের শিকার হয়েছিলেন।

এবং আবূ বাকর ইবনু মালিক আল-ক্বাত্বীঈ, যিনি মুসনাদ আহমাদ ও অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনাকারী, তিনি তার জীবনের শেষ বয়সে স্মৃতিভ্রমের শিকার হন এবং এতটাই বার্ধক্যজনিত দুর্বলতায় ভোগেন যে, তার সামনে যা পাঠ করা হতো তার কিছুই তিনি চিনতে পারতেন না।

আর জেনে রাখুন যে, এই শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তিরা যাদের বর্ণনা দ্বারা সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) বা

أَحَدِهِمَا فَإِنَّا نَعْرِفُ عَلَى الْجُمْلَةِ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا تَمَيَّزَ، وَكَانَ مَأْخُوذًا عَنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ: مَعْرِفَةُ طَبَقَاتِ الرُّوَاةِ وَالْعُلَمَاءِ

وَذَلِكَ مِنَ الْمُهِمَّاتِ الَّتِي افْتَضَحَ بِسَبَبِ الْجَهْلِ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ وَغَيْرِهِمْ.

وَكِتَابُ الطَّبَقَاتِ الْكَبِيرُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ كَاتِبِ الْوَاقِدِيِّ كِتَابٌ حَفِيلٌ كَثِيرُ الْفَوَائِدِ، وَهُوَ ثِقَةٌ، غَيْرَ أَنَّهُ كَثِيرُ الرِّوَايَةِ فِيهِ عَنِ الضُّعَفَاءِ، وَمِنْهُمُ الْوَاقِدِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الَّذِي لَا يَنْسُبُهُ.

أَحَدِهِمَا فَإِنَّا نَعْرِفُ عَلَى الْجُمْلَةِ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا تَمَيَّزَ، وَكَانَ مَأْخُوذًا عَنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ।

তিষট্টিতম প্রকার: বর্ণনাকারী ও আলেমদের স্তর সম্পর্কে জ্ঞান

আর এটি এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম, যার সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বহু গ্রন্থকার ও অন্যান্য ব্যক্তি অপদস্থ হয়েছেন।

আর ওয়াকিদীর লেখক মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ-এর 'কিতাবুত তাবাকাতিল কাবীর' একটি বিশাল ও বহু উপকারী গ্রন্থ। তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন, তবে তিনি তাতে দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে অধিক বর্ণনা করতেন, এবং তাদের মধ্যে ওয়াকিদীও আছেন, যিনি মুহাম্মাদ ইবনু উমার, যার (পূর্ণ পরিচয়) তিনি উল্লেখ করেন না।

وَالطَّبَقَةُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الْقَوْمِ الْمُتَشَابِهِينَ، وَعِنْدَ هَذَا فَرُبَّ شَخْصَيْنِ يَكُونَانِ مِنْ طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ لِتَشَابُهِهِمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَةٍ، وَمِنْ طَبَقَتَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى لَا يَتَشَابَهَانِ فِيهَا. فَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصَاغِرِ الصَّحَابَةِ مَعَ الْعَشَرَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ مِنْ طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى تَشَابُهِهِمْ فِي أَصْلِ صِفَةِ الصُّحْبَةِ.

وَعَلَى هَذَا فَالصَّحَابَةُ بِأَسْرِهِمْ طَبَقَةٌ أُولَى، وَالتَّابِعُونَ طَبَقَةٌ ثَانِيَةٌ، وَأَتْبَاعُ التَّابِعِينَ ثَالِثَةٌ، وَهَلُمَّ جَرًّا.

وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى تَفَاوُتِ الصَّحَابَةِ فِي سَوَابِقِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ كَانُوا - عَلَى مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ - بِضْعَ عَشْرَةَ طَبَقَةً، وَلَا يَكُونُ عِنْدَ هَذَا أَنَسٌ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصَاغِرِ الصَّحَابَةِ مِنْ طَبَقَةِ الْعَشَرَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ، بَلْ دُونَهُمْ بِطَبَقَاتٍ.

وَالْبَاحِثُ النَّاظِرُ فِي هَذَا الْفَنِّ يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمَوَالِيدِ وَالْوَفَيَاتِ، وَمَنْ أَخَذُوا عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ عَنْهُمْ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

এবং لغوي ভাবে 'তাবাকাহ' (শ্রেণী/স্তর) বলতে বোঝায় সদৃশ একটি সম্প্রদায়কে। এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে, সম্ভবত দুজন ব্যক্তি কোনো এক দিক থেকে তাদের সাদৃশ্যের কারণে এক 'তাবাকাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, আবার অন্য কোনো দিক থেকে যেখানে তাদের সাদৃশ্য নেই, সে ক্ষেত্রে তারা দুটি ভিন্ন 'তাবাকাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সুতরাং আনাস ইবনে মালিক আনসারী এবং অন্যান্য কনিষ্ঠ সাহাবীগণ, আশারা মুবাশশারা (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী) ও অন্যান্য জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের সাথে একই 'তাবাকাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত, যদি আমরা তাদের সাহাবী হওয়ার মূল গুণটিতে সাদৃশ্য বিবেচনা করি।

এই অনুযায়ী, সমস্ত সাহাবীগণ প্রথম 'তাবাকাহ', তাবেঈগণ দ্বিতীয় 'তাবাকাহ', এবং তাবে-তাবেঈগণ তৃতীয় 'তাবাকাহ', এবং এভাবে চলতে থাকবে।

আর যদি আমরা সাহাবীদের মধ্যে তাদের অগ্রগামিতা ও মর্যাদার পার্থক্য বিবেচনা করি, তাহলে তারা - যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে - প্রায় দশের অধিক 'তাবাকাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এবং এই ক্ষেত্রে আনাস এবং অন্যান্য কনিষ্ঠ সাহাবীগণ আশারা মুবাশশারা সাহাবীদের 'তাবাকাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত হবেন না, বরং তাদের থেকে কয়েকটি 'তাবাকাহ' নিচে থাকবেন।

এবং এই বিদ্যায় অনুসন্ধানকারী গবেষকের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ, কাদের থেকে তারা জ্ঞান আহরণ করেছেন এবং কাদের কাছে থেকে জ্ঞান গ্রহণ করা হয়েছে, ইত্যাদি জানার প্রয়োজন হয়। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ: مَعْرِفَةُ الْمَوَالِي مِنَ الرُّوَاةِ وَالْعُلَمَاءِ

وَأَهَمُّ ذَلِكَ مَعْرِفَةُ الْمَوَالِي الْمَنْسُوبِينَ إِلَى الْقَبَائِلِ بِوَصْفِ الْإِطْلَاقِ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ فِي الْمَنْسُوبِ إِلَى قَبِيلَةٍ - كَمَا إِذَا قِيلَ: " فُلَانٌ الْقُرَشِيُّ " أَنَّهُ مِنْهُمْ صَلِيبَةً، فَإِذًا بَيَانُ مَنْ قِيلَ فِيهِ " قُرَشِيٌّ " مِنْ أَجْلِ كَوْنِهِ مَوْلًى لَهُمْ مُهِمٌّ.

وَاعْلَمْ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يُقَالُ فِيهِ: " مَوْلَى فُلَانٍ " أَوْ " لِبَنِي فُلَانٍ " وَالْمُرَادُ بِهِ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ، وَهَذَا هُوَ الْأَغْلَبُ فِي ذَلِكَ.

وَمِنْهُمْ مَنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ لَفْظُ " الْمَوْلَى " وَالْمُرَادُ بِهَا وَلَاءُ الْإِسْلَامِ، وَمِنْهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ: فَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ مَوْلَاهُمْ، نُسِبَ إِلَى وَلَاءِ الْجُعْفِيِّينَ لِأَنَّ جَدَّهُ - وَأَظُنُّهُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْأَحْنَفُ - أَسْلَمَ - وَكَانَ مَجُوسِيًّا - عَلَى يَدِ الْيَمَانِ بْنِ أَخْنَسَ الْجُعْفِيِّ جَدِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيِّ الْجُعْفِيِّ أَحَدِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ.

وَكَذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى الْمَاسَرْجِسِيُّ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: إِنَّمَا وَلَاؤُهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ أَسْلَمَ - وَكَانَ نَصْرَانِيًّا - عَلَى يَدَيْهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ مَوْلًى بِوَلَاءِ الْحِلْفِ وَالْمُوَالَاةِ: كَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الْإِمَامِ

চৌষট্টিতম প্রকার: বর্ণনাকারী ও আলেমদের মধ্যে মাওয়ালীদের পরিচিতি

এবং এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সেই সব মাওয়ালীদের পরিচিতি, যাদেরকে সাধারণভাবে গোত্রসমূহের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। কেননা, যখন কাউকে কোনো গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় – যেমন, যখন বলা হয়: "অমুক কুরাশী" – তখন বাহ্যিকভাবে যা বোঝা যায় তা হলো, সে তাদের বিশুদ্ধ বংশোদ্ভূত। সুতরাং, যাকে "কুরাশী" বলা হয় অথচ সে তাদের মাওলা মাত্র, তাকে স্পষ্ট করা জরুরি।

জেনে রাখুন, তাদের মধ্যে এমনও আছেন, যাদের সম্পর্কে বলা হয়: "অমুকের মাওলা" অথবা "বনু অমুকের", এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আযাদকৃত মাওলা। আর এটিই এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রচলিত।

তাদের মধ্যে এমনও আছেন যাদের উপর "মাওলা" শব্দটি প্রয়োগ করা হয় এবং এর দ্বারা ইসলামের কারণে সৃষ্ট বন্ধন (ওয়ালা আল-ইসলাম) উদ্দেশ্য হয়। তাদের মধ্যে একজন হলেন আবু আবদুল্লাহ আল-বুখারী; তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-জু'ফী, তাদের

মাওলা। তাকে জু'ফীয়্যীনদের ওয়ালার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে কারণ তাঁর দাদা – এবং আমি মনে করি তিনিই যিনি আহনাফ নামে পরিচিত – ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন – এবং তিনি একজন অগ্নিপূজক ছিলেন – আল-ইয়ামান ইবনে আখনাস আল-জু'ফীর হাতে, যিনি আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মুসনাদী আল-জু'ফীর দাদা এবং বুখারীর অন্যতম উস্তাদ ছিলেন।
অনুরূপভাবে, হাসান ইবনে ঈসা আল-মাসারজিসী, আবদুল্লাহ ইবনে আল-মুবারকের মাওলা। তাঁর ওয়ালা তো এই কারণে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন – এবং তিনি একজন খ্রিস্টান ছিলেন – তাঁর (আবদুল্লাহ ইবনে আল-মুবারকের) হাতে।
তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা মিত্রতা ও বন্ধুত্বের কারণে সৃষ্ট ওয়ালার (ওয়ালা আল-হিলফ ওয়াল-মুওয়ালাত) মাওলা; যেমন, ইমাম মালিক ইবনে আনাস

وَنَفَرُهُ: هُمْ أَصْبَحِيُّونَ حِمْيَرِيُّونَ صَلِيبَةً، وَهُمْ مَوَالٍ لِتَيْمِ قُرَيْشٍ بِالْحِلْفِ، وَقِيلَ: لِأَنَّ جَدَّهُ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ كَانَ عَسِيفًا عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ أَيْ أَجِيرًا، وَطَلْحَةُ يَخْتَلِفُ بِالتِّجَارَةِ فَقِيلَ: " مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ " لِكَوْنِهِ مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ.
وَهَذَا قِسْمٌ رَابِعٌ فِي ذَلِكَ: وَهُوَ نَحْوُ مَا أَسْلَفْنَاهُ فِي مِقْسَمٍ أَنَّهُ قِيلَ فِيهِ: " مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ " لِلُزُومِهِ إِيَّاهُ.
وَهَذِهِ أَمْثِلَةٌ لِلْمَنْسُوبِينَ إِلَى الْقَبَائِلِ مِنْ مَوَالِيهِمْ:
أَبُو الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوزَ التَّابِعِيُّ، هُوَ مَوْلَى طَيِّئٍ.
أَبُو الْعَالِيَةِ رُفَيْعٌ الرِّيَاحِيُّ التَّمِيمِيُّ التَّابِعِيُّ: كَانَ مَوْلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رِيَاحٍ.
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ الْهَاشِمِيُّ أَبُو دَاوُدَ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ بُحَيْنَةَ وَغَيْرِهِمَا: هُوَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ.
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ الْمِصْرِيُّ الْفَهْمِيُّ مَوْلَاهُمْ.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْمَرْوَزِيُّ الْحَنْظَلِيُّ مَوْلَاهُمْ.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ الْقُرَشِيُّ مَوْلَاهُمْ.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ كَاتِبُ اللَّيْثِ الْجُهَنِيُّ مَوْلَاهُمْ.

এবং তার লোকজন: তারা আসবাহী, হিমইয়ারী গোত্রের মূল বংশধর। তারা তিমি কুরাইশের মিত্রতা সূত্রে মাওয়ালি। এবং বলা হয়েছে: কারণ তার দাদা মালিক ইবনে আবি আমির তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আত-তাইমীর জন্য আসীফ (অর্থাৎ একজন মজুর) ছিলেন, আর তালহা ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাতায়াত করতেন। তাই বলা হয়েছে: "তাইমীয়দের মাওলা" কারণ তিনি তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আত-তাইমীর সাথে ছিলেন।

এবং এটি এর মধ্যে চতুর্থ প্রকার: যা আমরা মিকসামের ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তার সম্পর্কে বলা হয়েছিল: "ইবন আব্বাসের মাওলা" তার সর্বদা তার সাথে থাকার কারণে।

এবং এগুলি হল তাদের মাওয়ালিদের মধ্য থেকে গোত্রসমূহের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিদের উদাহরণ:

আবু আল-বাখতারী আত-ত্বাই, সাঈদ ইবনে ফাইরুজ আত-তাবেয়ী, তিনি ত্বাই গোত্রের মাওলা।

আবু আল-আলিয়াহ রুফাই আর-রিয়াহী আত-তামিমী আত-তাবেয়ী: তিনি বনু রিয়াহ গোত্রের একজন মহিলার মাওলা ছিলেন।

আব্দুর রহমান ইবনে হুরমুজ আল-আ'রাজ আল-হাশিমী আবু দাউদ, যিনি আবু হুরায়রাহ, ইবনে বুহায়নাহ এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন: তিনি বনু হাশিম গোত্রের মাওলা।

আল-লাইস ইবনে সা'দ আল-মিসরী আল-ফাহমী তাদের মাওলা।

আব্দুল্লাহ ইবনে আল-মুবারাক আল-মারওয়াজী আল-হানযালী তাদের মাওলা।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহব আল-মিসরী আল-কুরাশী তাদের মাওলা।

আব্দুল্লাহ ইবনে সালিহ আল-মিসরী, আল-লাইসের লেখক, আল-জুহানী তাদের মাওলা।

وَرُبَّمَا نُسِبَ إِلَى الْقَبِيلَةِ مَوْلَى مَوْلَاهَا كَأَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ الْهَاشِمِيّ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ، كَانَ مَوْلًى لِمَوْلَى هَاشِمٍ، لِأَنَّهُ مَوْلَى شُقْرَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. (وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

رُوِّينَا ... عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " قَدِمْتُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ قَدِمْتَ يَا زُهْرِيُّ؟ قُلْتُ: مِنْ مَكَّةَ. قَالَ: فَمَنْ خَلَّفْتَ بِهَا يَسُودُ أَهْلَهَا؟ قُلْتُ: عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ. قَالَ: فَمِنَ الْعَرَبِ أَمْ مِنَ الْمَوَالِي؟ قَالَ: قُلْتُ: مِنَ الْمَوَالِي. قَالَ: وَبِمَ سَادَهُمْ؟ قُلْتُ: بِالدِّيَانَةِ وَالرِّوَايَةِ. قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الدِّيَانَةِ وَالرِّوَايَةِ لَيَنْبَغِي أَنْ يَسُودُوا.

قَالَ: فَمَنْ يَسُودُ أَهْلَ الْيَمَنِ؟ قَالَ: قُلْتُ: طَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ. قَالَ: فَمِنَ الْعَرَبِ أَمْ مِنَ الْمَوَالِي؟ قَالَ: قُلْتُ: مِنَ الْمَوَالِي. قَالَ: وَبِمَ سَادَهُمْ؟ قُلْتُ: بِمَا سَادَهُمْ بِهِ عَطَاءٌ. قَالَ: إِنَّهُ لَيَنْبَغِي.

قَالَ: فَمَنْ يَسُودُ أَهْلَ مِصْرَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَزِيدُ بْنُ أَبِي

وَرُبَّمَا نُسِبَ إِلَى الْقَبِيلَةِ مَوْلَى مَوْلَاهَا كَأَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ الْهَاشِمِيّ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ، كَانَ مَوْلًى لِمَوْلَى هَاشِمٍ، لِأَنَّهُ مَوْلَى شُقْرَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. (وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

আমরা বর্ণনা করেছি ... যুহরি থেকে, তিনি বলেন: "আমি আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের নিকট এসেছিলাম। তিনি বললেন: হে যুহরি, কোথা থেকে এসেছ? আমি বললাম: মক্কা থেকে। তিনি বললেন: সেখানে তুমি কাকে রেখে এসেছ, যে সেখানকার অধিবাসীদের নেতৃত্ব দেয়? আমি বললাম: আতা ইবন আবি রাবাহকে। তিনি বললেন: সে কি আরবদের মধ্য থেকে, নাকি মাওয়ালিদের (মুক্তদাসদের) মধ্য থেকে? তিনি বললেন: আমি বললাম: সে মাওয়ালিদের মধ্য থেকে। তিনি বললেন: কিসের দ্বারা সে তাদের নেতৃত্ব দেয়? আমি বললাম: ধার্মিকতা ও বর্ণনার (জ্ঞান) দ্বারা। তিনি বললেন: নিশ্চয়ই ধার্মিকতা ও বর্ণনার (জ্ঞানের) অধিকারীদের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত।

তিনি বললেন: ইয়েমেনের অধিবাসীদের কে নেতৃত্ব দেয়? তিনি বললেন: আমি বললাম: তাউস ইবন কায়সান। তিনি বললেন: সে কি আরবদের মধ্য থেকে, নাকি মাওয়ালিদের মধ্য থেকে? তিনি বললেন: আমি বললাম: সে মাওয়ালিদের মধ্য থেকে। তিনি বললেন: কিসের দ্বারা সে তাদের নেতৃত্ব দেয়? আমি বললাম: যে কারণে আতা তাদের নেতৃত্ব দেয়, সে কারণেই। তিনি বললেন: নিশ্চয়ই তা উচিত।

তিনি বললেন: মিশরের অধিবাসীদের কে নেতৃত্ব দেয়? তিনি বললেন: আমি বললাম: ইয়াযীদ ইবন আবি

حَبِيبٍ. قَالَ: فَمِنَ الْعَرَبِ أَمْ مِنَ الْمَوَالِي؟ قَالَ: قُلْتُ: مِنَ الْمَوَالِي.

قَالَ: فَمَنْ يَسُودُ أَهْلَ الشَّامِ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَكْحُولٌ. قَالَ: فَمِنَ الْعَرَبِ أَمْ مِنَ الْمَوَالِي؟

قَالَ: قُلْتُ: مِنَ الْمَوَالِي، عَبْدٌ نَوْبِيٌّ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ هُذَيْلٍ.

قَالَ: فَمَنْ يَسُودُ أَهْلَ الْجَزِيرَةِ؟ قُلْتُ: مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ. قَالَ: فَمِنَ الْعَرَبِ أَمْ مِنَ الْمَوَالِي؟ قَالَ: قُلْتُ: مِنَ الْمَوَالِي.

قَالَ: فَمَنْ يَسُودُ أَهْلَ خُرَاسَانَ؟ قَالَ: قُلْتُ: الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ. قَالَ: فَمِنَ الْعَرَبِ أَمْ مِنَ الْمَوَالِي؟ قَالَ: قُلْتُ: مِنَ الْمَوَالِي.

قَالَ: فَمَنْ يَسُودُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ. قَالَ: فَمِنَ الْعَرَبِ أَمْ مِنَ الْمَوَالِي؟ قَالَ: قُلْتُ: مِنَ الْمَوَالِي.

قَالَ: وَيْلَكَ! فَمَنْ يَسُودُ أَهْلَ الْكُوفَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ. قَالَ: فَمِنَ الْعَرَبِ أَمْ مِنَ الْمَوَالِي؟ قَالَ: قُلْتُ: مِنَ الْعَرَبِ.

قَالَ: وَيْلَكَ يَا زُهْرِيُّ! فَرَّجْتَ عَنِّي، وَاللَّهِ لَتَسُودَنَّ الْمَوَالِي عَلَى الْعَرَبِ، حَتَّى يُخْطَبَ لَهَا عَلَى الْمَنَابِرِ وَالْعَرَبُ تَحْتَهَا. قَالَ: قُلْتُ: يَا

হাবীব। তিনি বললেন: সে কি আরবদের থেকে, নাকি মাওয়ালীদের থেকে? আমি বললাম: মাওয়ালীদের থেকে।

তিনি বললেন: তাহলে কে শামবাসীদের নেতৃত্ব দেয়? আমি বললাম: মাকহুল। তিনি বললেন: সে কি আরবদের থেকে, নাকি মাওয়ালীদের থেকে? আমি বললাম: মাওয়ালীদের থেকে, একজন নুবীয় দাস যাকে হুযাইল গোত্রের একজন মহিলা মুক্ত করেছিলেন।

তিনি বললেন: তাহলে কে জাযিরাবাসীদের নেতৃত্ব দেয়? আমি বললাম: মায়মুন ইবন মিহরান। তিনি বললেন: সে কি আরবদের থেকে, নাকি মাওয়ালীদের থেকে? আমি বললাম: মাওয়ালীদের থেকে।

তিনি বললেন: তাহলে কে খুরাসানবাসীদের নেতৃত্ব দেয়? আমি বললাম: আদ-দাহহাক ইবন মুযাহিম। তিনি বললেন: সে কি আরবদের থেকে, নাকি মাওয়ালীদের থেকে? আমি বললাম: মাওয়ালীদের থেকে।

তিনি বললেন: তাহলে কে বসরাবাসীদের নেতৃত্ব দেয়? আমি বললাম: আল-হাসান ইবন আবিল হাসান। তিনি বললেন: সে কি আরবদের থেকে, নাকি মাওয়ালীদের থেকে? আমি বললাম: মাওয়ালীদের থেকে।

তিনি বললেন: তোমার সর্বনাশ হোক! তাহলে কে কুফাবাসীদের নেতৃত্ব দেয়? আমি বললাম: ইবরাহীম আন-নাখাঈ। তিনি বললেন: সে কি আরবদের থেকে, নাকি মাওয়ালীদের থেকে? আমি বললাম: আরবদের থেকে।

তিনি বললেন: তোমার সর্বনাশ হোক, হে যুহরী! তুমি আমাকে স্বস্তি দিয়েছ। আল্লাহর কসম, মাওয়ালীরা অবশ্যই আরবদের উপর নেতৃত্ব দেবে, এমনকি মিম্বরে তাদের জন্য খুতবা দেওয়া হবে আর আরবরা তাদের নিচে থাকবে। আমি বললাম: হে

(ص: 404)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ اللَّهِ وَدِينُهُ، مَنْ حَفِظَهُ سَادَ، وَمَنْ ضَيَّعَهُ سَقَطَ ... ".

وَفِيمَا نَرْوِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: " لَمَّا مَاتَ الْعَبَادِلَةُ صَارَ الْفِقْهُ فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ إِلَى الْمَوَالِي إِلَّا الْمَدِينَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَصَّهَا بِقُرَشِيٍّ، فَكَانَ فَقِيهُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ غَيْرَ مُدَافَعٍ ".

قُلْتُ: وَفِي هَذَا بَعْضُ الْمَيْلِ، فَقَدْ كَانَ حِينَئِذٍ مِنَ الْعَرَبِ غَيْرَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فُقَهَاءُ أَئِمَّةٌ مَشَاهِيرُ، مِنْهُمُ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ، وَجَمِيعُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ مِنْهُمُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَرَبٌ إِلَّا سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ: مَعْرِفَةُ أَوْطَانِ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانِهِمْ

وَذَلِكَ مِمَّا يَفْتَقِرُ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ إِلَى مَعْرِفَتِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِمْ، وَمِنْ مَظَانِّ ذِكْرِهِ " الطَّبَقَاتُ " لِابْنِ سَعْدٍ.

وَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ إِنَّمَا تَنْتَسِبُ إِلَى قَبَائِلِهَا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، وَغَلَبَ عَلَيْهِمْ سُكْنَى الْقُرَى وَالْمَدَائِنِ، حَدَثَ فِيمَا بَيْنَهُمُ الِانْتِسَابُ إِلَى الْأَوْطَانِ كَمَا كَانَتِ الْعَجَمُ تَنْتَسِبُ، وَأَضَاعَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنْسَابَهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ غَيْرُ الِانْتِسَابِ إِلَى أَوْطَانِهِمْ.

হে আমীরুল মুমিনীন? এটি তো আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর দীন। যে তা সংরক্ষণ করবে, সে নেতৃত্ব দেবে, আর যে তা নষ্ট করবে, সে অধঃপতিত হবে ... "।

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে আমরা যা বর্ণনা করি, তাতে তিনি বলেন: "যখন আবদালগণ (আব্দুল্লাহ উপাধিধারী সাহাবীগণ) ইন্তেকাল করলেন, তখন মদীনা ব্যতীত সকল শহরে ফিকহ মাওয়ালীদের (স্বাধীনকৃত দাস বা অ-আরব মুসলিমদের) কাছে চলে গেল। কারণ আল্লাহ মদীনাকে একজন কুরায়শী দ্বারা বিশেষিত করেছেন, ফলে মদীনার ফকীহ ছিলেন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, যার কোনো প্রতিদ্বন্দী ছিল না।"

আমি বলি: এতে কিছুটা পক্ষপাতিত্ব (বা ত্রুটি) আছে। কেননা তখন ইবনুল মুসায়্যাব ছাড়াও আরবদের মধ্যে সুপরিচিত ইমাম ও ফকীহগণ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শা'বী এবং নাখা'ঈ উল্লেখযোগ্য। আর সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব সহ সকল সাত ফকীহ (ফুকাহায়ে সাব'আ) আরব ছিলেন, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার ব্যতীত। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

পঁয়ষট্টিতম প্রকার: বর্ণনাকারীদের জন্মস্থান ও দেশের জ্ঞান

এবং এটা এমন বিষয়, যার জ্ঞান হাদীস হাফিযদের (সংরক্ষণকারীদের) অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। আর এর উল্লেখের অন্যতম উৎস হলো ইবনে সা'দের "আত-তাবাকাত" গ্রন্থ। আর আরবগণ তাদের গোত্রের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত হতো (নিজেদের পরিচয় দিত)। যখন ইসলাম এলো, এবং তাদের উপর গ্রাম ও শহরের বসতি প্রাধান্য বিস্তার করলো, তখন তাদের মধ্যে জন্মভূমির প্রতি সম্বন্ধ (পরিচয়) স্থাপন প্রচলিত হলো, যেমনটি অনারবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আর তাদের অনেকে তাদের বংশপরিচয় হারিয়ে ফেললো, ফলে তাদের জন্য জন্মভূমির প্রতি সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই রইল না।

وَمَنْ كَانَ مِنَ النَّاقِلَةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وَأَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِي الِانْتِسَابِ، فَلْيَبْدَأْ بِالْأَوَّلِ، ثُمَّ بِالثَّانِي الْمُنْتَقِلِ إِلَيْهِ، وَحَسَنٌ أَنْ يُدْخِلَ عَلَى الثَّانِي كَلِمَةَ " ثُمَّ "، فَيُقَالُ فِي النَّاقِلَةِ مِنْ مِصْرَ إِلَى دِمَشْقَ مَثَلًا: " فُلَانٌ الْمِصْرِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ ".

وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى بَلْدَةٍ فَجَائِزٌ أَنْ يَنْتَسِبَ إِلَى الْقَرْيَةِ، وَإِلَى الْبَلْدَةِ أَيْضًا، وَإِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي مِنْهَا تِلْكَ الْبَلْدَةُ أَيْضًا.

وَلْنَقْتَدِ بِالْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ، فَنَرْوِي أَحَادِيثَ بِأَسَانِيدِهَا، مُنَبِّهِينَ عَلَى بِلَادِ رُوَاتِهَا، وَمُسْتَحْسَنٌ مِنَ الْحَافِظِ أَنْ يُورِدَ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ، ثُمَّ يَذْكُرَ أَوْطَانَ رِجَالِهِ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، وَهَكَذَا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِهِمْ.

أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ الْمُعَمَّرُ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعَمَّرِ رحمه الله بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِبَغْدَادَ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرْمَكِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ مَاسِي، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكَجِّيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا هِجْرَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ

আর যে ব্যক্তি এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং নিজ পরিচিতির ক্ষেত্রে উভয়কে একত্রিত করতে ইচ্ছুক, সে যেন প্রথমটি দিয়ে শুরু করে, অতঃপর যে দেশে স্থানান্তরিত হয়েছে, সেটির উল্লেখ করে। আর দ্বিতীয়টির পূর্বে " অতঃপর " শব্দটি ব্যবহার করা উত্তম। যেমন, মিশর থেকে দামেস্কে স্থানান্তরিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হবে: " অমুক আল-মিসরী অতঃপর আদ-দিমাশকী। "

আর যে ব্যক্তি কোনো জনপদের গ্রামসমূহের মধ্য থেকে কোনো গ্রামের অধিবাসী, তার জন্য সেই গ্রামের প্রতি, এবং সেই জনপদের প্রতিও, এবং যেই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সেই জনপদ, সেই অঞ্চলের প্রতিও নিজেকে সম্বন্ধিত করা জায়েজ (বৈধ)।

আর আমরা আল-হাকিম আবু আবদুল্লাহ আল-হাফিযের অনুসরণ করব। আমরা হাদীসসমূহ তার সনদ সহ বর্ণনা করব, তার বর্ণনাকারীদের দেশসমূহ সম্পর্কে অবহিত করে। আর

হাফিযের জন্য এটি প্রশংসনীয় যে, তিনি হাদীসটি তার সনদ সহ উল্লেখ করবেন, অতঃপর তার রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) জন্মস্থান একে একে উল্লেখ করবেন এবং একইভাবে তাদের অন্যান্য অবস্থাসমূহও।

শায়খ, মুসনিদ, আল-মুআম্মার আবু হাফস উমার ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল-মুআম্মার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমাকে বাগদাদে আমার পাঠকালে অবহিত করেছেন, তিনি বলেন: আমি আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল বাকী ইবনে মুহাম্মদ আল-আনসারী থেকে শুনেছি; তিনি বলেন: আমি আবু ইসহাক ইবনে উমার ইবনে আহমদ আল-বারমাকী থেকে শুনেছি; তিনি বলেন: আমি আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আইয়ুব ইবনে মাসী থেকে শুনেছি; তিনি বলেন: আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবু মুসলিম ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাজ্জী; তিনি বলেন: আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আনসারী; তিনি বলেন: আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন সুলাইমান আত-তাইমী, আনাস (রা.) থেকে; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুসলমানদের মধ্যে তিন দিনের বেশি বিচ্ছেদ (বা সম্পর্ক ছিন্ন করা) নেই, অথবা

قَالَ: ثَلَاثِ لَيَالٍ ".

أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ أَبُو الْحَسَنِ الْمُؤَيَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ رحمه الله بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِنَيْسَابُورَ عَوْدًا عَلَى بَدْءٍ، مِنْ ذَلِكَ مَرَّةً عَلَى رَأْسِ قَبْرِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَنَا فَقِيهُ الْحَرَمِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْفَرَاوِيُّ عِنْدَ قَبْرِ مُسْلِمٍ أَيْضًا (ح) وَأَخْبَرَتْنِي أُمُّ الْمُؤَيَّدِ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّعْرِيِّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهَا بِنَيْسَابُورَ مَرَّةً، وَبِقِرَاءَةِ غَيْرِي مَرَّةً أُخْرَى - رَحِمَهَا اللَّهُ - قُلْتُ: أَخْبَرَكِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْقَارِئُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَا: أَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُورٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ

إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكَجِّيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا "، قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ " قَالَ: " تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ ".

তিনি বললেন: তিন রাত।"

আমাকে শাইখ আল-মুসনিদ আবুল হাসান আল-মুআয়্যিদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আলী আল-মুক্রি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) নাইসাবুরে তাঁর নিকট আমার পঠনক্রমে, শুরু থেকে পুনরায়, সংবাদ দিয়েছেন; এর মধ্যে একবার মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজের কবরের পাশে (তিনি বলেছেন): আমি ফকীহুল হারাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল আল-ফারাভী, মুসলিমের কবরের পাশেও। (ح) এবং উম্মুল মুআয়্যিদ যায়নাব বিনতু আবিল কাসিম আব্দুর রহমান ইবনুল হাসান আশ-শা'রি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমাকে নাইসাবুরে একবার আমার তাঁর নিকট পঠনক্রমে এবং আরেকবার অন্য কারো দ্বারা (তাঁর নিকট) পঠনক্রমে সংবাদ দিয়েছেন। আমি (তাঁকে) বললাম: ইসমাইল ইবনু আবিল কাসিম ইবনু আবী বকর আল-কারি তাঁর নিকট পঠনক্রমে আপনাকে সংবাদ দিয়েছেন। তাঁরা দু'জন বললেন: আমাদেরকে আবু হাফস উমার ইবনু আহমাদ ইবনু মাসরুর (সংবাদ দিয়েছেন)। তিনি বললেন: আমাদেরকে আবু আমর ইসমাইল ইবনু নুজাইদ আস-সুলামী (সংবাদ দিয়েছেন)। তিনি বললেন: আমাদেরকে আবু মুসলিম ইবরাহিম ইবনু আবদুল্লাহ আল-কাজি (সংবাদ দিয়েছেন)। তিনি বললেন: মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ আল-আনসারী আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: হুমাইদ আত-তাওয়ীল আনাস ইবনু মালিকের সূত্রে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি (আনাস) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক।" আমি (সাহাবী) বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে অত্যাচারিত অবস্থায় সাহায্য করব, কিন্তু আমি তাকে অত্যাচারী অবস্থায় কীভাবে সাহায্য করব?" তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তুমি তাকে যুলুম করা থেকে বিরত রাখবে, আর এটাই তাকে তোমার সাহায্য করা।"

الْحَدِيثَانِ عَالِيَانِ فِي السَّمَاعِ مَعَ نَظَافَةِ السَّنَدِ وَصِحَّةِ الْمَتْنِ، وَأَنَسٌ فِي الْأَوَّلِ، فَمَنْ دُونَهُ إِلَى أَبِي مُسْلِمٍ بَصْرِيُّونَ، وَمَنْ بَعْدَ أَبِي مُسْلِمٍ إِلَى شَيْخِنَا فِيهِ بَغْدَادِيُّونَ، وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي أَنَسٌ فَمَنْ دُونَهُ إِلَى أَبِي مُسْلِمٍ كَمَا ذَكَرْنَاهُ بَصْرِيُّونَ، وَمَنْ بَعْدَهُ مِنِ ابْنِ نُجَيْدٍ إِلَى شَيْخِنَا نَيْسَابُورِيُّونَ.

أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ الزَّكِيُّ أَبُو الْفَتْحِ مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ أَبِي الْبَرَكَاتِ ابْنِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْفَرَاوِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِنَيْسَابُورَ رحمه الله، قَالَ: أَنَا جَدِّي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَحِيرِيُّ رحمه الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدُونٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ وَرَّادًا مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، كَتَبَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ يُسَلِّمُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجِدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ".

উভয় হাদীসই শ্রবণের দিক থেকে উচ্চ সনদসম্পন্ন, সনদের পরিচ্ছন্নতা ও মতনের বিশুদ্ধতা সহ। প্রথমটিতে আনাস রয়েছেন, তার নিচের স্তর থেকে আবু মুসলিম পর্যন্ত সকলেই বাসরাবাসী, আর তাতে আবু মুসলিমের পর থেকে আমাদের শাইখ পর্যন্ত সকলেই বাগদাদবাসী। দ্বিতীয় হাদীসে আনাস, আর তার নিচের স্তর থেকে আবু মুসলিম পর্যন্ত, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি, বাসরাবাসী, এবং তার পর থেকে ইবন নুজাইদ হতে আমাদের শাইখ পর্যন্ত নিশাপুরবাসী।

শাইখ আয-যাকী আবুল ফাতহ মানসূর ইবন আব্দুল মুনইম ইবন আবিল বারাকাত, যিনি ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল আল-ফারাবীর পুত্র, আমাকে নিশাপুরে তার কাছে আমার পাঠকালে অবহিত করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। তিনি বলেছেন: আমাকে আমার দাদা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল (বর্ণনা করেছেন), তিনি বলেছেন: আমাদেরকে আবু উসমান সাঈদ ইবন মুহাম্মাদ আল-বাহিরী অবহিত করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম

করুন। তিনি বলেছেন: আমাদেরকে আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হামদুন অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন: আমাদেরকে আবু হাতিম মাক্কী ইবন আবদান অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন: আমাকে আব্দুর রাহমান ইবন বিশর (বর্ণনা করেছেন)। তিনি বলেছেন: আমাকে আব্দুর রাযযাক (বর্ণনা করেছেন)। তিনি বলেছেন: আমাকে ইবন জুরাইজ (বর্ণনা করেছেন)। তিনি বলেছেন: আমাকে আবদা ইবন আবি লুবাবাহ অবহিত করেছেন যে, মুগীরাহ ইবন শু'বাহ এর মুক্ত দাস ওয়াররাদ তাকে অবহিত করেছেন যে, মুগীরাহ ইবন শু'বাহ মু'আবিয়াকে একটি পত্র লিখেছিলেন – সেই পত্রটি ওয়াররাদই তার জন্য লিখেছিলেন – (তাতে মুগীরাহ লিখেছেন): "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনেছি, যখন তিনি সালাম ফিরিয়েছেন, তখন তিনি বলতেন: "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, আর প্রশংসা তাঁরই। হে আল্লাহ! আপনি যা প্রদান করেন, তা কেউ রুখতে পারে না, আর আপনি যা রুখে দেন, তা কেউ দিতে পারে না। আর কোন সম্পদশালীকে আপনার পক্ষ থেকে তার সম্পদ কোন উপকারে আসবে না।"

(ص: 408)مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر

الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَوَرَّادٌ، وَعَبْدَةُ كُوفِيُّونَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ مَكِّيٌّ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ صَنْعَانِيٌّ يَمَانٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ فَشَيْخُنَا وَمَنْ بَيْنَهُمَا أَجْمَعُونَ نَيْسَابُورِيُّونَ.

وَلِلَّهِ سُبْحَانَهُ الْحَمْدُ الْأَتَمُّ عَلَى مَا أَسْبَغَ مِنْ إِفْضَالِهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَفْضَلَانِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ وَآلِ كُلٍّ، نِهَايَةَ مَا يَسْأَلُ السَّائِلُونَ، وَغَايَةَ مَا يَأْمُلُ الْآمِلُونَ.

آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ.

মুগীরা ইবনে শু'বা, ওয়াররাদ এবং আবদা ছিলেন কুফাবাসী। ইবনে জুরাইজ ছিলেন মক্কাবাসী। আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন সান'আনী ইয়ামানবাসী। এবং আব্দুর রহমান ইবনে বিশর - তিনি আমাদের শায়খ - এবং তাঁদের মধ্যবর্তী সকলেই ছিলেন নিশাপুরবাসী।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্যই যাবতীয় পূর্ণাঙ্গ প্রশংসা, তিনি যে অনুগ্রহসমূহ বর্ষণ করেছেন তার জন্য। এবং সর্বোত্তম সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদ

(সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর, এবং সমস্ত নবীগণের ও তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারের উপর - যা প্রার্থনাকারীদের সর্বোচ্চ চাওয়া এবং আশাকারীদের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা।
আমীন, আমীন, আমীন।